পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ	পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণে তারিখ

বেদব্যাস-ভাণ্ডার গ্রন্থাবলী।

ধর্ম্মানুষ্ঠান।

দশসংস্কার, নিত্যকৃত্য,, মাসিককৃত্য বার্ষিককৃত্য,

শৌচাশৌচ, প্রায়শ্চিত্ত, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি

অনুষ্ঠান সম্বলিত।

শ্রীভূধর চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।

৭০ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট বেদব্যাস কার্য্যালয়

হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা

২০ নং সুকীয়া ষ্ট্রীট, কালিকা যন্ত্রে

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০২ সাল।

মূল্য ১৶০ আনা মাত্র।
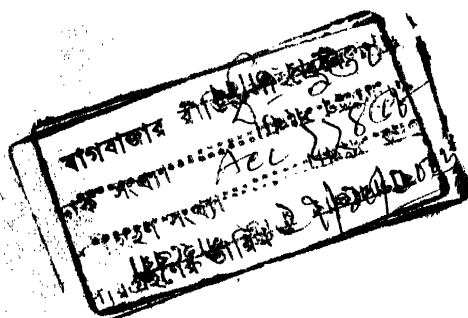
স্বধর্ম্মনিরত

শ্রীযুক্ত রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়।

যাঁহার অনুরোধের

ফল এই ধর্ম্মানুষ্ঠান ;

যাঁহার সহোদরোপম

স্নেহে আমি মুগ্ধ ;

যাঁহার চরিত্র, বংশ-

মর্য্যাদা ও সুনাম

হিন্দুসমাজের বিশেষতঃ

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-সমাজের

একমাত্র আদর্শ স্থল ;

সেই স্বসমাজরক্ষণেচ্ছু মহোদয়ের করকমলে

ভক্তির সহিত সাদরে

উৎসর্গ করিলাম।

নিবেদন।

ধর্ম্মেই ব্রহ্মাণ্ড প্রতিষ্ঠিত। ধর্ম্ম ব্যতীত একটী ক্ষুদ্র পরমাণুও ক্ষণমাত্র তিষ্ঠিতে পারে না। তাই শাস্ত্র বলেন,—ধর্ম্মো বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা, লোকে ধর্ম্মিষ্ঠম্ প্রজা উপসর্পন্তি ধর্ম্মেন পাপং অপনুদন্তি, ধর্ম্মে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং তস্মাৎ ধর্ম্মং পরমং বদন্তি। সুতরাং একমাত্র ধর্ম্ম থাকিলে সমস্ত থাকিবে এবং একমাত্র ধর্ম্মের অভাব হইলে সমস্তই নষ্ট হইবে। এরূপ সর্ব্বমূলাধার ধর্ম্মের অনুষ্ঠানই পরম শ্রেয়স্কর। একমাত্র বেদই সে ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক এবং বেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানই ধর্ম্মানুষ্ঠান। যথা—

বেদপ্রণিহিতো ধর্ম্মো হ্যধর্ম্মস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ।

বেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানই যদি ধর্ম্মানুষ্ঠান হয়, তবে সে ধর্ম্মের দ্বারা কিরূপে ব্রহ্মাণ্ড পরিরক্ষিত হইয়া থাকে, এই প্রশ্ন স্বতঃই মনোমধ্যে উদিত হওয়া সম্ভব। মনু ধৃতি-ক্ষমাদি যে ধর্ম্মের লক্ষণ করিলেন, ইহারই বা কিরূপ মীমাংসা সম্ভব? এতন্মীমাংসায় শাস্ত্র সিদ্ধান্ত করেন যে, মনুক্ত ধর্ম্মই প্রকৃত ধর্ম্ম, কিন্তু বেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা মনূক্ত "ধৃতিঃ ক্ষমা দমোস্তেয়ঃ শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকংধর্ম্মলক্ষণম্॥ ইত্যাদি। ধর্ম্মের উন্মেষ হওয়ায় আত্মার উক্ত শক্তিসমূহও স্বরূপস্থ হয় বলিয়াই এ সমস্তও ধর্ম্ম। বেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত কখনই আত্মার নিরোধশক্তির বিকাশ হইতে পারে না। আর যখন আত্মার শক্তির অভিব্যঞ্জনার দ্বারা সৃষ্টি স্থিতি ও লয়-শক্তিযুক্ত এই ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত, তখন আত্মার শক্তির যথাযথ

ক্রিয়ার দ্বারাই যে এই ব্রহ্মাণ্ড রক্ষিত হইয়া থাকে তাহাতে সন্দেহ নাই। সংক্ষেপে কেবলমাত্র ইঙ্গিত ভিন্ন এস্থলে বিস্তার আলোচনা অসম্ভব। অতএব যাহাতে বেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানে অধিকার জন্মে, তৎপক্ষে সচেষ্ট হওয়াই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

"জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্দ্বিজ উচ্যতে।" যথাপদ্ধতি দশসংস্কারে সংস্কৃত হইলে তবে ব্রহ্মণ্যশক্তির বিকাশ হইয়া দ্বিজ হওয়া যায়। বর্ত্তমানে দশবিধ সংস্কারে সংস্কৃত ব্রাহ্মণ প্রায়ই দেখা যায় না। যে দুই একটী সংস্কার এখনও অনুষ্ঠিত হয় তাহা যদি কোন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ স্বচক্ষে দেখেন, তবে বঙ্গদেশে যে কখনও ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব ছিল বা আছে ইহা কদাচই বিশ্বাস করিবেন না। সুতরাং প্রকৃত ব্রাহ্মণের অভাবেই সে ব্রহ্মণ্য-মহিমাও দৃষ্টিগোচর হয় না। সংস্কার দ্বারা দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইলে তবে বেদাদিতে অধিকার জন্মে। তখন বৈদিকক্রিয়ার প্রত্যক্ষ ফল পাওয়া যায়। যাহাতে ব্রাহ্মণসন্তান সংস্কার দ্বারা দ্বিজত্ব লাভ করিয়া বেদাদি শাস্ত্রে ও ক্রিয়ায় অধিকারী হন, তদুদ্দেশে এই ধর্ম্মানুষ্ঠান পুস্তক প্রকাশ করিলাম। ইহাতে গার্হস্থ্যধর্ম্মে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য ও কর্ত্তব্য, তাবদ্বিষয় যথাসম্ভব ও যথাসাধ্য সংগ্রহ করিয়াছি। এখন সকল বর্ণেরই হিন্দু সন্তানগণ যাহাতে ধর্ম্মানুষ্ঠানসাহায্যে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া ধর্ম্মের উন্মেষে আত্মার শক্তিস্ফুরণ করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করিলে আমার শ্রম সার্থক হইবে। অলমিতি বিস্তারেন।

শ্রীভূধর শর্ম্মা।

সূচীপত্র।

পঞ্চম অধ্যায়।

প্রকীর্ণ অংশ।

সূচিপত্র সম্পূর্ণ।

ধর্ম্মানুষ্ঠানম্।

প্রথমোঽংশঃ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

সামবেদীয়-

দশসংস্কারাঃ।

গর্ভাধানম্। *

তত্র ঋতুস্নানাদূর্দ্ধং নিষেকদিবসে সায়ংসন্ধ্যায়া-মতীতায়াং শুভলগ্নে পতিঃ শুচিঃ স্বস্তিবাচনপূর্ব্বকং

ঋতুস্নানান্তে নিষেকদিনে সায়ংসন্ধ্যা সমতীত হইলে শুভ-লগ্নে পতি পবিত্র হইয়া (আচমন এবং) স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক

---

* আর্য্য-মনীষিগণ বিশেষরূপ পর্য্যালোচনা করিয়াই আমা-দিগের দেশে গর্ভাধানাদি সংস্কারের বিধি প্রচলিত করিয়া গিয়া-ছেন। আধুনিক অনভিজ্ঞ মূর্খেরা স্বীয় অজ্ঞানতাবশতঃ তাহার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া সেই সকল পরমহিতকর সংস্কার-

সঙ্কল্পং কুর্য্যাৎ। অদ্যেত্যাদি অমুকরাশিস্থে ভাস্করেঽমুকপক্ষেঽমুকতিথৌ অমুকগোত্রায়াঃ শ্রীমৎপত্ন্যা অমুকীদেব্যা গর্ভাধানকর্ম্মণি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা বিশিষ্টপুত্রোৎপত্তিকামো গণপত্যাদিষষ্ঠীমার্কণ্ডেয়পূজাপূর্ব্বকং সূর্য্যার্ঘ্যদানমহং করিষ্যে। সুগন্ধিঃ সুবেশঃ পতিঃ শ্রীসূর্য্যায় নবার্ঘ্যং দদ্যাৎ। তদ্‌যথা—ওঁ

মূলের লিখিত "অদ্যেত্যাদি অমুকরাশিস্থে" ইত্যাদি বাক্যে সঙ্কল্প করিবে। তৎপরে পতি সুগন্ধলিপ্ত ও সুবেশ হইয়া

গুলির বিলোপ করিতে উদ্‌যোগী হইতেছে। মনে কর, যেমন চিত্রকর প্রথমতঃ স্থূলভাবে একটী ছবি অঙ্কন করিয়া পুনঃ পুনঃ তুলিকার চালনা করিলে সেই ছবি ক্রমে ক্রমে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিসমন্বিত ও পরিস্ফুট হয়, সেইরূপ বিধানে সংস্কারক্রিয়ার ভূয়ঃ প্রয়োগ হইলে মানবদেহে সত্বগুণের পূর্ণ উন্মেষ হইয়া উঠে। এই জন্য শাস্ত্রেও কথিত আছে যে, জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্দ্বিজ উচ্যতে অর্থাৎ জন্ম দ্বারা শূদ্র হয়, সংস্কারদ্বারাই দ্বিজ হইয়া থাকে। সুতরাং বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে, সংস্কার কার্য্যগুলির লোপ হওয়া নিতান্ত অনুচিত। দেহে আর্য্যগুণের উন্মেষ করিতে দেওয়া সর্ব্বথাই বিধেয়। সংস্কারকার্য্য সাধারণতঃ দশবিধ;—(১) গর্ভাধান, (২) পুংসবন, (৩) সীমন্তোন্নয়ন, (৪) জাতকর্ম্ম, (৫) নামকরণ, (৬) অন্নপ্রাশন, (৭) চূড়াকরণ, (৮) উপনয়ন (৯) সমাবর্ত্তন, (১০) বিবাহ। এই সংস্কারদশটী চারি শ্রেণীতে বিভক্ত;—

বিশ্বপ্সা বিশ্বতঃ কর্ত্তা বিশ্বযোনিরযোনিজঃ। নবপুষ্পোৎসবে চার্ঘ্যং গৃহাণ ত্বং দিবাকর॥ (১)॥ সম্পদাকৃতিরাকাশে ক্ষোভরূপী জগৎপ্রভো। সাক্ষী ত্বং সর্ব্বভূতানাং গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর॥ (২)॥ ময়া চ যৎ কৃতং কর্ম্ম সাম্প্রতং ফলহেতবে। তিমিরঘ্ন মহাতেজো গৃহাণার্ঘ্যং

সূর্য্যদেবকে নবসংখ্য অর্ঘ্য প্রদান করিবে। "ওঁ বিশ্বপ্সা বিশ্বতঃ কর্ত্তা" ইত্যাদি যে নয়টী মন্ত্র লিখিত আছে, সেই

---

(১) গার্ভসংস্কার, (২) শৈশব সংস্কার, (৩) কৈশোর সংস্কার, (৪) যৌবন সংস্কার। প্রথম তিনটীকে গার্ভসংস্কার, দ্বিতীয় তিনটীকে শৈশব সংস্কার, তৃতীয় তিনটিকে কৈশোর সংস্কার এবং চতুর্থটিকে যৌবনসংস্কার কহে। গর্ভাধানাদি সংস্কারের উদ্দেশ্য সত্ত্বগুণের উৎকর্ষসাধন। সেই মহোচ্চ উদ্দেশ্যসাধনাভিপ্রায়েই আর্য্যশাস্ত্র বেদমূল হইতে স্থির করিলেন যে, জনক জননী-দেহে যে সকল দোষ থাকে, তাহাই সন্তানে সংক্রামিত হয়। ইহা স্থির করিয়া গর্ভাধান, গর্ভগ্রহণযোগ্যতা ও তদুপযুক্ত সময় নিরূপণ করত সন্তানোৎপত্তিকালেও যাহাতে জনকজননীর মন পশুভাবে ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র না হইয়া বিশুদ্ধ সাত্ত্বিকভাবে প্রণোদিত হয়, সেই হেতুই আর্য্যশাস্ত্রে গর্ভাধানাদির ব্যবস্থা প্রদর্শিত হইয়াছে। বস্তুতঃ মূলের মধ্যে যে "ওঁ বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় লিখিত আছে, তাহার প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিলেই গর্ভাধানসংস্কারের মহোচ্চ অভিপ্রায় ও পবিত্রভাব উপলব্ধি হইবে। উহার

দিবাকর ॥ (৩) ॥ নবপুষ্পোৎসবে চার্ঘ্যং দদামি ভক্তি-তৎপরঃ। সম্পদাং হেতুঃ কর্ত্তা চ গৃহাণার্ঘ্যং দিবা-কর ॥ (৪) ॥ নমস্তে ভগবন্ সূর্য্য লোকসাক্ষিন্ বিভা-বসো। পুত্রার্থী চ প্রপন্নোঽহং গৃহাণার্ঘ্যং দিবা-কর ॥ (৫) ॥ কমলাকান্ত দেবেশ সাক্ষী ত্বঞ্চ জগৎ-পতে। ভক্তস্তব প্রপন্নোঽহং গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর ॥ (৬) ॥ স্বর্গদ্বীপ নমস্তেঽস্তু নমস্তে বিশ্বতাপন। নবপুষ্পোৎ-

---

নয়টী মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক যথাক্রমে নয়টী অর্ঘ্য প্রদান করিতে হয়। তদনন্তর পূর্ব্বাভিমুখে উপবিষ্টা বধূর পশ্চাদ্ভাগে থাকিয়া

ভাবার্থ এই যে, গর্ভাধানসময়ে পতি পত্নীকে বলিতেছেন,— "সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণু তোমার গর্ভস্থানকে প্রসবসমর্থ করুন্; দেব-শিল্পী ত্বষ্টা তোমার রূপ প্রকাশ করুন্; যাবন্মাত্র বীজে গর্ভ হয়, প্রজাপতি তোমার জননেন্দ্রিয়ে তাবন্মাত্র বীজ প্রক্ষেপ করুন্; আদিত্যদেব পুত্রার্থ তোমার গর্ভরক্ষা করুন্। হে ভগবতি সিনীবালি! তুমি এই বধূতে গর্ভাধান কর; হে সর-স্বতি! তুমি ইহাতে গর্ভাধান কর অর্থাৎ ইহার বন্ধ্যাত্ব অপনো-দন কর। যাঁহাদের অধিষ্ঠানে সমুৎপন্ন সন্তান সর্ব্বদা দেবগণ দ্বারা অভ্যুদিত, স্বতঃ বিনয়নম্র, সত্বগুণবান্, নারীবিভূষণ-স্বরূপ, সম্পদ্‌যুক্ত ও আত্মানন্দময় হয়, সেই পদ্মমালাধারী অশ্বিনী-কুমারযুগল তোমার গর্ভাধান করুন্।" এই প্রকার আনন্দময়, পবিত্র, উচ্চ, শুভলক্ষণোদ্দীপক ভাবসমূহ সহকারে সঞ্জাত সন্ততি যে দিব্যভাবযুক্ত ও সর্ব্বসুলক্ষণে সুলক্ষিত হইয়া জন্ম

সবে চার্ঘ্যং গৃহাণ ত্বং দিবাকর॥ (৭)॥ নমস্তে পদ্মিনী-কান্ত সুখমোক্ষপ্রদায়ক। ছায়াপতে জগৎস্বামিন্‌ স্বর্গ-দ্বীপ নমোঽস্তু তে॥ (৮)॥ বিশ্বাত্মা বিশ্ববন্ধুশ্চ বিশ্বেশো বিশ্বলোচনঃ। নবপুষ্পোৎসবে চার্ঘ্যং গৃহাণ ত্বং দিবাকর॥ (৯)॥ ততঃ পূর্ব্বাভিমুখোপবিষ্টায়াঃ বধ্বাঃ পশ্চাৎ স্থিত্বা স্কন্ধোপরিভাবেন দক্ষিণহস্তেন উপস্থং স্পৃশন্‌ জপতি। প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দো বিষ্ণুত্বষ্টৃপ্রজাপতিধাতারো দেবতা গর্ভাধানে বিনি-য়োগঃ। ওঁ বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণি পিংষতু।

টীকা—ওঁ বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণি পিংষতু। আসি-

তদীয় স্কন্ধোপরিদেশ হইতে দক্ষিণ হস্ত অবতরণ করত শিশ্ন স্পর্শ পূর্ব্বক "প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্‌ ছন্দো বিষ্ণু ত্বষ্টৃ-প্রজা-পতিধাতরো দেবতা গর্ভাধানে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিষ্ণুর্যোনিং

গ্রহণ করিবে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। যে সকল ব্যক্তি এই দুইটী মন্ত্রের মধ্যে বৈজ্ঞানিক তথ্যের, মহোচ্চ কবিত্বের, শাস্ত্রের নিগূঢ় তথ্য, সর্ব্বের সর্ব্বাত্মকতাপ্রতীতি এই সকলের সমবেত সমাবেশ দর্শনে বিস্মিত না হইবেন, তাঁহাদিগকে কিছু বলিতে চাহি না। তবে যে সকল ব্যক্তি মন্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক ভক্তিপ্রণোদিত হইবেন, তাঁহাদিগকে জানাই যে, তাঁহারা যেন কদাচ ভ্রমেও নিজ নিজ কুলে গর্ভাধানাদি সংস্কারের লোপ না করেন।

আসিঞ্চতু প্রজাপতির্ধাতা গর্ভং দধাতু তে ॥ ১ ॥ ততঃ পুনরপি উপস্থং স্পৃশন্ জপতি। প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্-ছন্দঃ সিনীবালীসরস্বত্যশ্বিনৌ দেবতা গর্ভাধানে বিনি-য়োগঃ। ওঁ গর্ভং ধেহি সিনীবালি গর্ভং ধেহি সরস্বতি। গর্ভং তে অশ্বিনৌ দেবাবাধত্তাং পুষ্করস্রজৌ ॥ ২ ॥ ততো মন্ত্রং পঠেদ্বধ্বা নাভিদেশে সুবর্ণং স্পৃশন্

ঞ্চতু প্রজাপতির্ধাতা গর্ভং দধাতু তে। অনুষ্টুবিয়ং গর্ভাধানে বিনিযুক্তা। বিশ্বাদয়ো দেবতাঃ তে ইতি প্রত্যেকমভিসম্বধ্যতে। হে বধু তে তব যোনিং গর্ভস্থানং বিষ্ণুর্বাসুদেবঃ কল্পয়তু প্রসব-সমর্থাং করোতু। ত্বষ্টা চ দেববিশেষঃ তে তব রূপাণি পিংষতু প্রকাশয়তু। পিষ্ সংচূর্ণনার্থোপ্যত্র প্রকাশনে বর্ত্ততে। কিঞ্চ প্রজাপতিস্তামেব যোনিং যাবন্মাত্রেণ বীজেন গর্ভো ভবতি তাবন্মাত্রমেব প্রক্ষেপয়ত্বিত্যর্থঃ। কিঞ্চ ধাতা আদিত্যঃ তে তব গর্ভং পুত্রার্থং দধাতু ধারয়তু ॥ ১ ॥ ওঁ গর্ভং ধেহি সিনীবালি গর্ভং ধেহি সরস্বতি। গর্ভং তে অশ্বিনৌ দেবাবাধত্তাং পুষ্কর-স্রজৌ। সিনীবাল্যাদয়ো দেবতাঃ পূর্ব্বোক্তা অত্র অমাবস্যা সিনীবালী সা প্রার্থতে। হে ভগবতি সিনীবালি অস্যাং বধ্বাং

কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণি পিংষতু। আসিঞ্চতু প্রজাপতির্ধাতা গর্ভং দধাতু তে।” এই মন্ত্র পাঠ করিবে। ১। পরে পুনরায় উপস্থ স্পর্শ পূর্ব্বক মূলের লিখিত “প্রজাপতির্ঋষি” ইত্যাদি দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। ২। তৎপরে বধূর নাভিদেশে সুবর্ণ

জপতি। ওঁ জীববৎসা ভব ত্বং সুপুত্রোৎপত্তি-হেতবে। তস্মাত্ত্বং সর্ব্বকল্যাণি অবিঘ্নগর্ভধারিণী। নাভি-পদ্মং সমাধায় পতিরেতদুদীরয়েৎ। ওঁ দীর্ঘায়ুষং বংশ-ধরং পুত্রং জনয় সুব্রতে॥ ততঃ পঞ্চগব্যং তত্তন্মন্ত্রৈঃ

গর্ভং ধেহি ধারয়। বন্ধ্যতামপনয়। হে সরস্বতি গর্ভং ধেহি।

স্পর্শ করাইয়া "ওঁ জীববৎসা ভব ত্বং সুপুত্রোৎপত্তিহেতবে। তস্মাত্ত্বং সর্ব্বকল্যাণি অবিঘ্নগর্ভধারিণী।" এই মন্ত্র পাঠ করিবে। পরে পতি বধূর নাভিপদ্ম স্পর্শ পূর্ব্বক "ওঁ দীর্ঘায়ুষং বংশ-ধরং পুত্রং জনয় সুব্রতে" অর্থাৎ হে সুব্রতে! তুমি দীর্ঘায়ু ও বংশধর পুত্র প্রসব কর, এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। তদনন্তর যথাযথ মন্ত্র দ্বারা পঞ্চগব্য সংশোধিত করিয়া * পতিপুত্র-

---

* পঞ্চগব্য—গোময়, গোমুত্র, ঘৃত, দধি, দুগ্ধ। শোধনমন্ত্র যথা—

(১) ওঁ গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীং। ঈশ্বরীং সর্ব্বভূতানাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ং॥

(ইতি গোময়শোধনং)

(২) গায়ত্র্যা গোমূত্রশোধনং।

(৩) ঘৃতবতী ভুবনানামভিশ্রিয়োর্ব্বী পৃথ্বী মধুদুঘে সুপেষসা দ্যাবা পৃথিবী বরুণস্য ধর্ম্মণা বিষ্কভিতেঽজরে ভূরিরেতসা।

(ইতি ঘৃতশোধনং)

(৪) দধিক্রাব্নোঽকার্ষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ সুরভিনো মুখাকরৎ প্রণআয়ুংষি তারিষৎ।

(ইতি দধিশোধনং)

(৫) আপ্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোমবৃষ্ণ্যং ভবা বাজস্য সংগথে

(ইতি দুগ্ধশোধনং)

সংশোধিতং পতিপুত্রবতী নারী ব্রাহ্মণকুমারো বা বধূং প্রাঙ্মুখীং ভক্ষয়েৎ। ততো ভার্য্যামুপেয়াৎ॥

ইতি সামবেদীয়গর্ভাধানং॥

কিঞ্চ হে বধু তে তবাশ্বিনৌ গর্ভমাধত্তাং কুরুতাং কিম্ভূতৌ পুষ্করস্রজৌ পদ্মমালিনৌ॥ ২॥

ইতি সামবেদীয়-গর্ভাধানং।

বতী নারী দ্বারা বা বিপ্রবালক দ্বারা বধূকে তাহা পান করাইবে। যৎকালে উহা পান করিবে, তখন বধূ পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া সেবন করিবে। তৎপরে পতি ভার্য্যাতে উপগত হইবে।

ইতি সামবেদীয় গর্ভাধান।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

পুংসবনম্। *

প্রথমগর্ভস্য তৃতীয়গর্ভমাস্যোপক্রমে শুভে দিনে প্রাতঃ কৃতস্নানঃ কৃতবৃদ্ধিশ্রাদ্ধঃ পতিশ্চন্দ্রনামানমগ্নিং

প্রথমগর্ভের তৃতীয় মাসের প্রারম্ভে শুভদিনে প্রাতঃকালে পতি স্নান ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান পূর্ব্বক চন্দ্রনামা অগ্নিকে স্থাপন

---

* গর্ভাবস্থার দ্বিতীয় সংস্কারকে পুংসবন কহে। এই সংস্কার গর্ভরক্ষার পক্ষে বিশেষ উপযোগী সন্দেহ নাই। গর্ভ গ্রহণের তিন হইতে চারিমাসের মধ্যে গর্ভ নষ্ট হইবার অনেক সম্ভাবনা, এই জন্য তৃতীয়মাসের দশদিনের মধ্যেই পুংসবন-সংস্কার নির্ব্বাহের ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পুংসবন শব্দে পুত্র সন্তানের উৎপত্তি। গর্ভস্থ ভ্রূণ পুত্র হইবে কি পুত্রী হইবে, চতুর্থমাসের মধ্যে তাহা অবধারণ করা যায় না; বিশেষতঃ সকলদেশীয়া স্ত্রীলোকেই কন্যা অপেক্ষা অধিকপরিমাণে পুত্র কামনা করেন। এই জন্যই পুংসবন-সংস্কার নির্ব্বাহ করিতে হয়। কারণ এই সংস্কারে যে মন্ত্র পাঠ করিতে হয়, তাহা শুনিবামাত্র গার্ভিণীর হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে; সেই আনন্দাতিরেক বশতঃ গর্ভাবস্থায় আলস্য, ভয়, বমনাদিজনিত অবসাদ প্রভৃতি বিদূরিত হয় এবং গর্ভপোষণের শক্তি যেন

সংস্থাপ্য বিরূপাক্ষজপান্তাং কুশণ্ডিকাং সমাপ্য কৃত-স্নানাং বধূমগ্নেঃ পশ্চিমায়াং দিশি স্বদক্ষিণত উদগগ্রেষু কুশেষু প্রাঙ্মুখীমুপবেশ্য প্রকৃতকর্ম্মারম্ভে প্রাদেশ-প্রমাণাং ঘৃতাক্তাং সমিধং তূষ্ণীমগ্নৌ হুত্বা মহাব্যাহৃতি-

---

করিয়া বিরূপাক্ষজাপান্তা কুশণ্ডিকা সমাপন করিবে। পরে কৃতস্নানা বধূকে অগ্নির পাশ্চিমভাগে স্বীয় দক্ষিণদিকে উদগগ্র কুশোপরি প্রাঙ্মুখীভাবে উপবেশন করাইয়া প্রকৃতকর্ম্মারম্ভে

পুনরায় সমুদ্ভূত হইতে থাকে। সেই মন্ত্র উপরে মূলে লিখিত আছে, অর্থাৎ "মিত্রাবরুণ দেবদ্বয় পুরুষ, অশ্বিনীকুমারযুগল পুরুষ, অগ্নি ও বায়ু ইহাঁরাও পুরুষ, তোমার গর্ভে পুরুষেরই আবির্ভাব হইয়াছে।" পতি যখন ইত্যাদি প্রকার মন্ত্র পাঠ করিতে থাকেন, তখন তাহা শুনিয়া যে গর্ভিণীর হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইবে, ইহা বিচিত্র নহে এবং সেই আনন্দাতিরেক বশতঃ যে মহাফল উৎপন্ন হইবে, তাহাতেই বা সন্দেহ কি? এতদ্ভিন্ন পুংসবন সংস্কারে ফলদ্বয়যুক্ত বটশুঙ্গা মাষকলায় ও যবের সহিত গর্ভিণীর নাসিকা স্পর্শ করাইয়া শুকাঁইকার বা নাসাতে তদ্রসনিক্ষেপের ব্যবস্থা আছে। যদিও আমরা বিশেষ না জানি, কিন্তু ঐ সকল দ্রব্যে যে গর্ভরক্ষার বিশেষ শক্তি আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই; অধিকন্তু আয়ুর্ব্বেদেও লিখিত আছে যে, বটকল্ক দ্বারা যোনিদোষ বিনষ্ট হয়। যাহা হউক, এই সকল কারণে স্পষ্টই বোধগম্য হয় যে, পুংসবন সংস্কার নির্ব্বাহ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

হোমং কুর্য্যাৎ। যথা—ওঁ প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো-ঽগ্নির্দ্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ স্বাহা। প্রজাপতির্ঋষিরুষ্ণিক্‌ছন্দো বায়ুর্দ্দেবতা মহাব্যা-হৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভুবঃ স্বাহা। প্রজাপতি-র্ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনি-য়োগঃ। ওঁ স্বঃ স্বাহা। ততঃ পতিরুত্থায় বধূপৃষ্ঠদেশে স্থিতো বধূদক্ষিণস্কন্ধং স্পৃষ্ট্বা অবতীর্ণেন দক্ষিণহস্তেনাব্য-বহিতং নাভিদেশং স্পৃশন্ জপতি। প্রজাপতির্ঋষিরনু-ষ্টুপ্‌ছন্দো মিত্রাবরুণাশ্ব্যগ্নিবায়বো দেবতাঃ পুংসবনে বিনিয়োগঃ। ওঁ পুমাংসৌ মিত্রাবরুণৌ পুমাংসাবশ্বিনা-বুভৌ। পুমানগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ পুমান্ গর্ভস্তবোদরে॥ ১॥

টীকা—ওঁ পুমাংসৌ মিত্রাবরুণৌ পুমাংসাবশ্বিনাবুভৌ। পুমানগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ পুমান্ গর্ভস্তবোদরে। মিত্রাবরুণাদি-দেবতাঃ

প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ অগ্নিতে তূষ্ণীভাবে হোম করত মহাব্যাহৃতিহোম করিবে। মূলের লিখিত "প্রজাপতির্ঋষি-র্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ ওঁ ভূঃ স্বাহা "ইত্যাদি মন্ত্রে হোম করিতে হয়। তদনন্তর পতি গাত্রো-খান পূর্ব্বক বধূর পৃষ্ঠভাগে থাকিয়া তদীয় দক্ষিণ স্কন্ধ স্পর্শ করত দক্ষিণ হস্ত দ্বারা অব্যবহিত নাভিদেশ স্পর্শ করিবে এবং "প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দো মিত্রাবরুণাশ্ব্যগ্নিবায়বো দেবতাঃ পুংসবনে বিনিয়োগঃ। ওঁ পুমাংসৌ মিত্রাবররুণৌ পুমাংসা-বশ্বিনাবুভৌ। পুমানগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ পুমান্ গর্ভস্তবোদরে॥" অর্থাৎ

ইত্যেকং পুংসবনং কর্ম্ম। অপরপুংসবনার্থঞ্চ বটস্য পূর্ব্বোত্তরশাখায়াং ফলযুগলশালিনীং কৃমিভিরনুপহতাং বটশুঙ্গাং যবানাং মাষাণাং বা ত্রিভির্গুড়কৈঃ সপ্তবারান্ সপ্তভির্ম্মন্ত্রৈঃ ক্রীণীয়াৎ। সপ্তানাং মন্ত্রাণাং ঋষ্যাদয়ঃ সাধারণাঃ। প্রজাপতির্ঋষিঃ সোমবরুণবসুরুদ্রাদিত্যমরুদ্বিশ্বেদেবা দেবতা ন্যগ্রোধশুঙ্গাপরিক্রমণে বিনিয়োগঃ। ওঁ যদ্যসি সৌমী সোমায় ত্বা রাজ্ঞে পরিক্রীণামি ইতি

পুংসবনে বিনিয়োগঃ। সাপেক্ষত্বাদ্বাক্যস্য যথা তথা ইত্যেতদস্থিতি চ ক্রিয়াপদমত্রাধ্যাহার্য্যং তেনায়মর্থঃ। যথা পুমাংসৌ মিত্রাবরুণৌ আদিত্যপ্রচেতসৌ যথা পুমাংসাবশ্বিনৌ দেববৈদ্যৌ যথা পুমান্ অগ্নিঃ পুমান্ বায়ুঃ তথা তবোদরেঽয়ং গর্ভঃ পুমানস্থিতি ॥ ১ ॥ ওঁ যদ্যসি সৌমী সোমায় ত্বা রাজ্ঞে পরিক্রীণামি

"মিত্রাবরুণ দেবতাদ্বয় পুরুষ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় পুরুষ, অগ্নি ও বায়ু ইহাঁরাও পুরুষ, সুতরাং তোমার গর্ভেও পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে।" এই মন্ত্র পাঠ করিবে। ১। অপর পুংসবনার্থ বটবৃক্ষের পূর্ব্বোত্তরশাখাস্থিত ফলদ্বয়যুক্তা, কৃমি কর্ত্তৃক অনুপহত বটশুঙ্গা সপ্তমন্ত্র দ্বারা সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করিয়া আনয়ন করিবে। যব ও মাষকলায়ের গুড়কত্রয় দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিতে হয়। সপ্ত মন্ত্রের ঋষ্যাদি সাধারণ অর্থাৎ প্রজাপতির্ঋষিঃ সোমবরুণবসুরুদ্রাদিত্যমরুদ্বিশ্বেদেবা দেবতা ন্যগ্রোধশুঙ্গাপরিক্রমণে বিনিয়োগঃ" ইহাই ঋষ্যাদি জানিবে। "হে বটশুঙ্গে তুমি যদি সোমদেবতাকা হও, তবে তোমাকে ওষধিপতি

গুড়ত্রয়েণ একং ক্রমণং । সর্ব্বত্র গুড়ত্রয়েণ ক্রমণং। ওঁ যদ্যসি বারুণী বরুণায় ত্বা রাজ্ঞে পরিক্রীণামি ইতি দ্বিতীয়ং ক্রমণং । ওঁ যদ্যসি বসুভ্যো বসুভ্যস্ত্বা রাজ্ঞে পরিক্রীণামি ইতি তৃতীয়ং ক্রমণং। ওঁ যদ্যসি রুদ্রেভ্যো রুদ্রেভ্যস্ত্বা রাজ্ঞে পরিক্রীণামি ইতি চতুর্থং ক্রমণং। ওঁ যদ্যসি আদিত্যেভ্য আদিত্যেভ্যস্ত্বা রাজ্ঞে পরিক্রীণামি ইতি পঞ্চমং ক্রমণং। ওঁ যদ্যসি মরুদ্ভ্যো মরুদ্ভ্যস্ত্বা রাজ্ঞে পরিক্রীণামি ইতি ষষ্ঠং ক্রমণং। ওঁ যদ্যসি বিশ্বেভ্যো

ওঁ যদ্যসি বারুণী বরুণায় ত্বা রাজ্ঞে পরিক্রীণামি। ওঁ যদ্যসি বসুভ্যো বসুভ্যস্ত্বা রাজ্ঞে পরিক্রীণামি। ওঁ যদ্যসি রুদ্রেভ্যো রুদ্রেভ্যস্ত্বা রাজ্ঞে পরিক্রীণামি ওঁ যদ্যস্যাদিত্যেভ্য আদিত্যেভ্যস্ত্বা রাজ্ঞে পরিক্রীণামি। ওঁ যদ্যসি মরুদ্ভ্যো মরুদ্ভ্যস্ত্বা রাজ্ঞে পরিক্রীণামি। ওঁ যদ্যসি বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যস্ত্বা

চন্দ্রমার নিকট হইতে গ্রহণ করিতেছি। (১)। যদি তুমি বরুণদেবতাকা হও, তবে বরুণরাজার নিকট হইতে তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। (২)। যদি তুমি বসুগণদেবতাকা হও, তবে তোমাকে বসুগণসকাশ হইতে গ্রহণ করিতেছি। (৩)। যদি তুমি রুদ্রদেবতাকা হও, তাহা হইলে রুদ্রগণ-সকাশ হইতে তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। (৪)। যদি তুমি আদিত্যদেবতাকা হও, তবে আদিত্যগণসকাশ হইতে তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। (৫)। যদি তুমি মরুদ্দেবতাকা হও, তবে মরুদ্গণসকাশ হইতে তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। (৬)। যদি তুমি বিশ্বেদেবদেবতাকা হও, তবে বিশ্বেদেবগণ-সকাশ হইতে

দেবেভ্যো বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যস্ত্বা রাজ্ঞে পরিক্রীণামি ইতি সপ্তমং ক্রমণং ॥ ২ ॥ ততঃ ক্রীতাং বটশুঙ্গামনেন মন্ত্রেণ বৃক্ষাদাহরেৎ। প্রজাপতির্ঋষিরোষধয়ো দেবতা ন্যগ্রোধ-শুঙ্গাচ্ছেদনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ওষধয়ঃ সুমনসোঽস্যাং বীর্য্যং সমাধত্ত ইদং কর্ম্ম করিষ্যতি ॥ ৩ ॥ ততস্তাং বটশুঙ্গাং তৃণবেষ্টিতাং অন্তরীক্ষে স্থাপয়েৎ। ততঃ

রাজ্ঞে পরিক্রীণামি। সপ্তযজূংষি ন্যগ্রোধশুঙ্গাক্রমণে বিনিয়োগঃ। সোমাদয়ো দেবতাঃ। নিগদিতান্যেতানি। হে ন্যগ্রোধশুঙ্গে ত্বং যদি সৌমী সোমদেবতাকা তদা সোমায় রাজ্ঞে ওষধীনাং রাজ্ঞে চন্দ্রমসে সোমস্য সোমস্য রাজ্ঞঃ সকাশাৎ পরিক্রীণামি বিনি-ময়েন গৃহ্লামি। সৌমীতি সোমস্য দেবতেত্যনেন সোমায় রাজ্ঞে ষষ্ঠ্যর্থে বহুলং ছন্দসীতি চতুর্থী। ত্বা ত্বাং পরিক্রীণামি তথা যদ্যসি বারুণীত্যাদিষু ॥ ২ ॥ ওঁ ওষধয়ঃ সুমনসো ভূত্বা অস্যাং বীর্য্যং সমাধত্ত ইদং কর্ম্ম করিষ্যতি। যজুরিদং ওষধি-দৈবতং ছেদনে বিনিযুক্তং। হে ওষধয়ঃ যূয়ং সুমনসঃ প্রসন্ন-

---

তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। (৭)। (৯) এই সপ্ত মন্ত্র দ্বারা বটশুঙ্গা আনয়ন করিবে। ২। অনন্তর "প্রজাপতির্ঋষিরোষ-ধয়ো দেবতা ন্যগ্রোধশুঙ্গাচ্ছেদনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ওষধয়ঃ সুমন-সোঽস্যাং বীর্য্যং সমাধত্ত ইদং কর্ম্ম করিষ্যতি" এই মন্ত্রে অর্থাৎ "হে ওষধিগণ! তোমরা প্রসন্নচিত্ত হইয়া এই ক্রীত বটশুঙ্গাতে সামর্থ্য অর্পণ কর; যেহেতু ইহা পুংসবন কর্ম্ম সমাহিত করিবে।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বৃক্ষ হইতে বটশুঙ্গা আহরণ করিবে। ৩। পরে ঐ বটশুঙ্গা তৃণবেষ্টিতা করিয়া শূন্যে রাখিতে হয়।

কৃতশোভননাম্নোঽগ্নেরুত্তরতঃ প্রক্ষালিতশিলায়াং ব্রহ্ম-
চারী কুমারী গর্ভবতী বা শ্রুতস্বাধ্যায়শীলো ব্রাহ্মণো
বা আচারতো নীহারজলেনাবৃত্তলোষ্ট্রেণ পুনঃ পুন-
র্ব্বটশুঙ্গাং পেষয়েৎ। ততোঽগ্নেঃ পশ্চিমতঃ উদগ-
গ্রেষু কুশেষু পশ্চিমাভিমুখীং বধূং পূর্ব্বদিগানতমস্তকাং
কৃত্বা তৎপৃষ্ঠদেশে স্থিতঃ পতির্দ্দক্ষিণপাণেরঙ্গুষ্ঠানামি-
কাভ্যাং বস্ত্রবদ্ধাং পেষিতবটশুঙ্গাং গৃহীত্বা গর্ভবত্যা
বধ্বা দক্ষিণনাসাবিবরে বটশুঙ্গারসং নিঃক্ষিপত্যনেন
মন্ত্রেণ। প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দোঽগ্নীন্দ্রবৃহস্পতয়ো
দেবতা ন্যগ্রোধশুঙ্গারসদানে বিনিয়োগঃ। ওঁ পুমানগ্নিঃ

চেতসো ভূত্বা অস্যাং ক্রীতায়াং বটশুঙ্গায়াং বীর্য্যং সামর্থ্যং সমাধত্ত
অর্পয়তু যত ইদং কর্ম্ম পুংসবনলক্ষণং করিষ্যতি ॥ ৩॥ ওঁ পুমা-

অনন্তর ব্রহ্মচারী, কুমারী, গর্ভবতী নারী অথবা শ্রুতস্বাধ্যায়-
শীল ব্রাহ্মণ যথাচারে কৃতশোভন নামক অগ্নির উত্তর দিকে
প্রক্ষালিত শিলাতলে নীহারজল দ্বারা লোষ্ট্রযোগে ঐ বটশুঙ্গা
পুনঃ পুনঃ পেষণ করিবে। পরে অগ্নির পশ্চিম ভাগে উদগগ্র-
কুশোপরি পশ্চিমাভিমুখে উপবিষ্টা বধূকে পূর্ব্বদিগানতমস্তকা
করিয়া পতি তৎপৃষ্ঠভাগে থাকিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনা-
মিকা দ্বারা বস্ত্রবদ্ধ পেষিত বটশুঙ্গা গ্রহণ পূর্ব্বক সেই গর্ভবতী
বধূর দক্ষিণনাসারন্ধ্রে সেই বটশুঙ্গারস নিক্ষেপ করিবে।
"প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দোঽগ্নীন্দ্রবৃহস্পতয়ো দেবতা ন্যগ্রো-
ধশুঙ্গারসদানে বিনিয়োগঃ। ওঁ পুমানগ্নিঃ পুমানিন্দ্রঃ পুমান্

পুমানিন্দ্রঃ পুমান্ দেবো বৃহস্পতিঃ। পুমাংসং পুত্ত্রং বিন্দস্ব তং পুমাননুজায়তাং ॥ ৪ ॥ ততো মহাব্যাহৃতি-হোমং কৃত্বা প্রাদেশপ্রমাণাং ঘৃতাক্তাং সমিধং তূষ্ণীমগ্নৌ হুত্বা সর্ব্বকর্ম্মসাধারণং শাট্যায়নহোমাদি বামদেব্য-গানান্তং উদীচ্যং কর্ম্ম সমাপ্য কর্ম্মকারয়িতৃব্রাহ্মণায় দক্ষিণাং দদ্যাৎ ॥

নগ্নিঃ পুমানিন্দ্রঃ পুমান্ দেবো বৃহস্পতিঃ। পুমাংসং পুত্রং বিন্দং তং পুমাননুজায়তাং। অনুষ্টুবিয়ং ন্যগ্রোধশুঙ্গারসদানে বিনি যুক্তা। অগ্ন্যাদয়ো দেবতাঃ। অত্রাপি যথা তথেত্যেতদধ্যা হার্য্যং। হে বধু যথা পুমানগ্নিঃ যথা পুমানিন্দ্রো যথা পুমাং দেবো বৃহস্পতিঃ তথা তদ্রূপবুদ্ধিবিভবসদৃশং পুত্রং বিন্দস্ব লভস্ব বিদ লাভে। কিঞ্চ তমনু তস্য জাতস্য পশ্চাদন্যোপি পুমাঃ পুত্রঃ তব জায়তাং ॥ ৪ ॥

দেবো বৃহস্পতিঃ। পুমাংসং পুত্রং বিন্দস্ব তং পুমাননুজায়তাং” এই মন্ত্রে অর্থাৎ “অগ্নি পুরুষ, ইন্দ্র পুরুষ, বৃহস্পতিদেবও পুরুষ; তুমিও তদ্রূপ বুদ্ধিবিভবসদৃশ পুত্র লাভ কর এবং সেই জাত পুত্রের পরে অন্য পুত্রও জন্ম গ্রহণ করুক” এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক বটশুঙ্গারস নিক্ষেপ করিতে হয়। ৪। তৎপরে মহাব্যা-হৃতিহোম করিয়া প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ অগ্নিতে তূষ্ণী-ম্ভাবে হোম করত সর্ব্বকর্ম্মসাধারণ শাট্যায়নহোমাদি বাম-দেব্যগানান্ত উদীচ্য কর্ম্ম সমাপন করিয়া কর্ম্মকারয়িতৃব্রাহ্মণকে দক্ষিণা প্রদান করিবে।

ইতি সামবেদীয় পুংসবন।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সীমন্তোন্নয়নং। *

প্রথমগর্ভস্য চতুর্থে ষষ্ঠেঽষ্টমে বা মাসি সীমন্তো-ন্নয়নং কর্ত্তব্যং। তত্র গর্ভাধানপুংসবনসীমন্তোন্নয়ন-

---

প্রথমগর্ভের চতুর্থ, ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে সীমন্তোন্নয়ন সংস্কার সম্পাদন করিবে। গর্ভাধান, পুংসবন ও সীমন্তোন্নয়ন এই

---

* গর্ভাবস্থার তৃতীয় সংস্কার সীমন্তোন্নয়ন। এই সংস্কার-টীও গর্ভাবস্থার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। গর্ভ গ্রহণের ছয় হইতে আট মাসের মধ্যে গর্ভ বিনষ্ট হইবার বিলক্ষণ সম্ভব, এই জন্য গর্ভগ্রহণের পর ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে এই সংস্কার সম্পাদন করিতে হয়। ইহার মূল ক্রিয়াটী গর্ভিণীর সীমন্ত বা সিঁতি তুলিয়া দেওয়া। সীমন্ত তুলিয়া দেওয়া হইলে গর্ভিণী স্ত্রী আর তৎপরে প্রসবযাবৎ অনুলেপনাদিতে অনু-লিপ্তা, মাল্যাদিধারিণী, শৃঙ্গারবেশে অলঙ্কৃতা বা পতিগামিনী হয়েন না। পুংসবনের পর শুভলক্ষণে এই সংস্কারটী সম্পাদন করিতে হয়। এই সংস্কারে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ ও চরুপাকাদি সম্পা-দন পূর্ব্বক স্বামী একবৃন্তস্থ পরিপক্ক যজ্ঞডুম্বরদ্বয় ও অন্যান্য কতিপয় মাঙ্গল্য দ্রব্য গর্ভিণীর গলে পট্টসূত্রযোগে লম্বিত করত যে মন্ত্র শুনাইয়া থাকেন, তাহা পর্য্যালোচনা করিলেই

কর্ম্মণাং পৌর্ব্বাপর্য্যনিয়মাৎ। যদি দৈবাদ্‌যথাকালে গর্ভাধানপুংসবনকর্ম্মণী ন ক্রিয়েতে তদা সীমন্তোন্নয়ন-দিবসে শাট্যায়নহোমাদিরূপং প্রায়শ্চিত্তং কৃত্বা গর্ভাধানপুংসবনকর্ম্মণী সমাপ্য সীমন্তোন্নয়নং কার্য্যং। তত্র প্রথমং কৃতস্নানঃ কৃতবৃদ্ধিশ্রাদ্ধঃ পতির্ম্মঙ্গলনামানমগ্নিং সংস্থাপ্য বিরূপাক্ষজপান্তাং কুশণ্ডিকাং সমাপ্য সংকল্পং কুর্য্যাৎ। যথা ওঁ অদ্যেত্যাদি এতন্মদীয়পত্ন্যা যথাকালে গর্ভাধানপুংসবনকর্ম্মণোরকরণজনিতদোষপ্রশমনায় শাট্যায়নহোমমহং কুর্ব্বীয়। ইতি সঙ্কল্প্য পূর্ব্ববৎ

সকল সংস্কারক্রিয়াগুলির পৌর্ব্বাপর্য্যনিয়ম হেতু তত্তদনুসারেই কর্ত্তব্য। যদি দৈবাৎ যথাকালে গর্ভাধান ও পুংসবন কর্ম্ম নির্ব্বাহিত না হয়, তাহা হইলে সীমন্তোন্নয়নদিবসে শাট্যায়ন-হোমাদিরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া গর্ভাধান ও পুংসবন কর্ম্ম সমাপন পূর্ব্বক সীমন্তোন্নয়ন নির্ব্বাহ করিবে। প্রথমতঃ পতি স্নান ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সমাপন পূর্ব্বক মঙ্গলনামা অগ্নি স্থাপন করিয়া বিরূপাক্ষজপান্তা কুশণ্ডিকা সমাধা করত সঙ্কল্প করিবে। "ওঁ অদ্যেত্যাদি এতন্মদীয়পত্ন্যা যথাকালে গর্ভাধানপুংসবনকর্ম্মণোরকরণজনিত-দোষ-প্রশমন শাট্যায়নহোম-মহং কুর্ব্বীয়' এই বাক্যে সঙ্কল্প করিয়া যথাবৎ শাট্যায়ন

স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, এমন প্রীতি ও আনন্দবর্দ্ধক, সুদূরদৃষ্টি-প্রদায়ক পবিত্র কার্য্য বোধ হয় আর নাই; সুতরাং এ সংস্কার আমাদের দেশ হইতে বিলুপ্ত হওয়া একান্ত দুঃখের বিষয়।

শাট্যায়নহোমং কুর্য্যাৎ। ততো যথোক্তগর্ভাধানপুংসবনকর্ম্মণী সমাপ্য প্রাতঃ কৃতস্নানাং বধূমগ্নেঃ পশ্চিমায়াং দিশি স্বদক্ষিণত উদগগ্রেষু কুশেষু প্রাঙ্মুখীমুপবেশ্য প্রকৃতকর্ম্মারম্ভে প্রাদেশপ্রমাণাং ঘৃতাক্তাং সমিধং তূষ্ণীমগ্নৌ হুত্বা মহাব্যাহৃতিহোমং কুর্য্যাৎ। যথা প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ স্বাহা। প্রজাপতির্ঋষিরুষ্ণিক্‌ছন্দো বায়ুর্দ্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভুবঃ স্বাহা। প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বঃ স্বাহা। ততো বধূপৃষ্ঠদেশে স্থিতঃ পূর্ব্বাভিমুখঃ পতিরেকবৃন্তস্থিতং পক্বোডুম্বরফলযুগং পট্টসূত্রাদিগ্রথিতং আচার-

---

হোম করিবে। অনন্তর যথোক্ত গর্ভাধান ও পুংসবন কর্ম্ম সমাপন পূর্ব্বক প্রাতঃ কৃতস্নানা বধূকে অগ্নির পশ্চিম দিকে স্বীয় দক্ষিণভাগে উদগগ্র কুশোপরি প্রাঙ্মুখীভাবে উপবেশন করাইয়া প্রকৃতকর্ম্মারম্ভে প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ তূষ্ণীভাবে অগ্নিতে হোম করতঃ মহাব্যাহৃতিহোম সম্পাদন করিবে। "প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ স্বাহা।" ইত্যাদি মূলের লিখিত মন্ত্রে মহাব্যাহৃতি হোম করিতে হয়। তৎপরে পতি বধূর পৃষ্ঠভাগে পূর্ব্বাভিমুখে থাকিয়া একবৃন্তস্থিত পক্ক উডুম্বর-ফলদ্বয় পট্টসূত্রাদি দ্বারা গাঁথিয়া আচারানুসারে তৎসহ স্বর্ণাদি-

প্রাপ্তসুবর্ণাদিঘটিতবাসুদেবপাদযুগলং যবপ্রতিকৃতি-সহিতং রক্ষার্থোপক্লৃপ্তনিম্বসর্ষপভল্লাতকবচাদ্যুপেতং গৃহীত্বা প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ স্ত্রী দেবতা ঔডুম্বর-ফলযুগলবন্ধনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অয়মূর্জ্জাবতো বৃক্ষ উর্জ্জীব ফলিনীভব। পর্ণং বনস্পতে নুত্বা নুত্বা চ সূয়তাং রয়িং॥ ইতি মন্ত্রেণ বধূকণ্ঠে দদাতি॥ ১॥ ততো

টীকা,—ওঁ অয়মূর্জ্জাবতো বৃক্ষ উর্জ্জীব ফলিনীভব। পর্ণং বনস্পতে নুত্বা নুত্বা চ সূয়তাং রয়িং। স্ত্রীদেবতাঃ উডুম্বর-ফলযুগলবন্ধনে বিনিয়োগঃ। ছন্দোঽনুষ্টুপ্। হে কল্যাণি অয়ং বৃক্ষ উডুম্বরাখ্য ঊর্জ্জাবান্ প্রভূতফলঃ। তথা প্রশস্ততরো-রূর্জ্জাবতঃ তৎসকাশাদপি ত্বং উর্জ্জীব উডুম্বরীব ফলিনীভব। কিঞ্চ হে বনস্পতে উডুম্বর অস্যাঃ প্রস্তুতায়াং ত্বয়া রয়িং পুত্রধনং সূয়তাং কিমিব নুত্বা নুত্বা প্রেষ্য প্রেষ্য পর্ণমিব নুদধাতুরত্র প্রের-

---

গঠিত বাসুদেবপাদদ্বয়, যবপ্রতিকৃতি এবং নিম্ব, সর্ষপ, ভল্লা-তক, বচ প্রভৃতি লইয়া "প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ স্ত্রী দেবতা উডুম্বরফলযুগলবন্ধনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অয়মূর্জ্জাবতো বৃক্ষ উর্জ্জীব ফলিনী ভব। পর্ণং বনস্পতে নুত্বা নুত্বা চ সূয়তাং রয়িং" এই মন্ত্রে অর্থাৎ "হে কল্যাণি! তুমি উর্জ্জস্বল উডু-ম্বর তরু হইতেও উর্জ্জস্বলফলসমন্বিতা হও। হে বনস্পতে! যেরূপ পর্ণের পর পর্ণের উৎপত্তি হইয়া সমৃদ্ধি জন্মে, সেইরূপ এই বধূতে পুত্ররূপ মহাধন সঞ্জাত হউক্।" এই মন্ত্র পড়িয়া বধূর কণ্ঠদেশে উহা লম্বিত করিয়া দিবে। ১।

দর্ভপিঞ্জলীত্রয়ং গৃহীত্বা প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা দর্ভপিঞ্জলীভিঃ সীমন্তোন্নয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূরিতি দর্ভপিঞ্জলীভির্ব্বধূকেশপাশাদারভ্য সীমন্তমুন্নীয় দর্ভপিঞ্জলীঃ কেশপাশে স্থাপয়েৎ। ততঃ পুনরপি দর্ভপিঞ্জলীত্রয়ং গৃহীত্বা প্রজাপতির্ঋষিরুষ্ণিক্‌ছন্দো বায়ুর্দ্দেবতা দর্ভপিঞ্জলীভিঃ সীমন্তোন্নয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভুব ইতি তথৈব সীমন্তমুন্নীয় তাস্তথৈব স্থাপয়েৎ। ততঃ পুনরপি দর্ভপিঞ্জলীত্রয়ং গৃহীত্বা প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্‌-ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা দর্ভপিঞ্জলীভিঃ সীমন্তোন্নয়নে বিনি-

---

ণার্থঃ॥ ১॥ ওঁ যেনাদিতেঃ সীমানং নয়তি প্রজাপতির্ম্মহতে সৌভগায় তেনাহমস্যৈ সীমানং নয়ামি প্রজামস্যৈ জরদষ্টিং কৃণোমি। ত্রিষ্টুবিয়ং স্ত্রীদেবতাকা সীমন্তোন্নয়নে বিনিযুক্তা।

অনন্তর কুশগুচ্ছত্রয় লইয়া "প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা দর্ভপিঞ্জলীভিঃ সীমন্তোন্নয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ।" এই মন্ত্র দ্বারা গর্ভিণীর সীমন্তভাগের কেশ উন্নীত করিয়া সেই কুশগুচ্ছ কেশপাশে স্থাপন করিবে। পরে পুনরায় কুশগুচ্ছত্রয় লইয়া "প্রজাপতির্ঋষিরুষ্ণিক্‌ছন্দো বায়ুর্দ্দেবতা দর্ভপিঞ্জলীভিঃ সীমন্তোন্নয়নে বিনিয়োগঃ ওঁ ভুবঃ।" এই মন্ত্রে পূর্ব্ববৎ সীমন্ত উন্নীত করিয়া সেই কুশগুচ্ছও কেশপাশে স্থাপন করিবে। তৎপরে পুনর্ব্বার কুশগুচ্ছত্রয় লইয়া "প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা দর্ভপিঞ্জলীভিঃ সীমন্তোন্নয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বঃ।" এই মন্ত্রে পূর্ব্ববৎ সীমন্ত উন্নীত

যোগঃ। ওঁ স্বঃ। ইতি তথৈব স্থাপয়েৎ। ততঃ শরং গৃহীত্বা প্রজাপতিঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ স্ত্রী দেবতা শরেণ সীমন্তোন্নয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ যেনাদিতেঃ সীমানং নয়তি প্রজাপতির্ম্মহতে সৌভগায় তেনাহমস্যৈ সীমানং নয়ামি প্রজামস্যৈ জরদষ্টিং কৃণোমি ॥ ২ ॥ ইতি তথৈব কেশান্তাদারভ্য শরেণ সীমন্তমুন্নীয় শরং তথৈব স্থাপ-

---

প্রজাপতির্জ্জগতঃ স্রষ্টা যেন শরেণ অদিতের্দ্দেবমাতুঃ সীমানং সীমন্তং নয়তি নীতবান্। কিমর্থং মহতে বৃহতে সৌভগায় সৌভাগ্যায় তেন শরেণাহং ভর্ত্তা অস্যৈ অস্যাঃ স্ত্রিয়াঃ সীমানং সীমন্তং নয়ামি। প্রজাং পুত্রপৌত্রাদিকাং জরদষ্টিং জরাপর্য্যন্তং দীর্ঘকালজীবিনীং কৃণোমি করোমি। সৌভগায়েতি সুভগমন্ত্র ইতি যুবাদিষু পঠ্যতে তে নাম অস্য ইতি ষষ্ঠ্যর্থে চতুর্থী ॥ ২ ॥

করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় কুশগুচ্ছ কেশপাশে স্থাপন করিবে। অনন্তর শরকাষ্ঠিকা লইয়া "প্রজাপতিঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ স্ত্রী দেবতা শরেণ সীমন্তোন্নয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ যেনাদিতেঃ সীমানং নয়তি প্রজাপতির্মহতে সৌভগায় তেনাহমস্যৈ সীমানং নয়ামি প্রজামস্যৈ জরদষ্টিং কৃণোমি" এই মন্ত্রে অর্থাৎ "প্রজাপতি কশ্যপ যে শর দ্বারা দেবজননী অদিতির সৌভাগ্য সম্পাদনার্থ সীমন্তোন্নয়ন করিয়াছিলেন, সেই শর দ্বারা আমি গর্ভিণীর সীমন্তোন্নয়ন করত ইহাঁর পুত্র পৌত্র প্রভৃতিকে স্বীয় স্বীয় জরাবস্থা যাবৎ দীর্ঘজীবী করিতেছি।" এই মন্ত্র পড়িয়া শর দ্বারা সীমন্ত উন্নীত করত শর যথাবৎ স্থাপন করিবে। ২। তদ-

য়েৎ ॥ ২ ॥ ততঃ সূত্রপূর্ণতর্কুং গৃহীত্বা প্রজাপতির্ঋষির্জ্জগতীচ্ছন্দো রাকা দেবতা সূত্রপূর্ণতর্কুণা সীমন্তোন্নয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ রাকামহং সুহবাং সুষ্টুতী হুবে শৃণোতু নঃ সুভগা বোধতু ত্মনা সীব্যত্বযঃ সূচ্যা অচ্ছিদ্যমানয়া দদাতু বীরং শতদায়মুখ্যং ॥ ইতি সূত্রপূর্ণতর্কুণা কেশান্তাদারভ্য সীমন্তমুন্নীয় তং তত্রৈব স্থাপয়েৎ ॥ ৩ ॥

ওঁ রাকামহং সুহবাং সুষ্টুতী হুবে শৃণোতু নঃ সুভগা বোধতু ত্মনা সীব্যত্বযঃ সূচ্যা অচ্ছিদ্যমানয়া দধাতু বীরং শতদায়মুখ্যং। জগতীয়ং রাকা দেবতা সূত্রপূর্ণতর্কুণা সীমন্তোন্নয়নে বিনিযুক্তা।

নন্তর পতি সূত্রপূর্ণ নলিকা লইয়া তদ্দারা পূর্ব্ববৎ সীমন্ত উন্নীত করত সেই নলিকা পূর্ব্বের ন্যায় স্থাপন করিবে। "প্রজাপতির্ঋষির্জ্জগতীচ্ছন্দো রাকা দেবতা সূত্রপূর্ণতর্কুণা সীমন্তোন্নয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ রাকামহং সুহবাং সুষ্টুতী হুবে শৃণোতু নঃ সুভগা বোধতু ত্মনা সীব্যত্বয়ঃ সূচ্যা অচ্ছিদ্যমানয়া দদাতু বীরং শতদায়মুখ্যং" এই মন্ত্রে অর্থাৎ "আমি শোভনস্তুতি দ্বারা শোভনাঙ্গা পৌর্ণমাসীকে আহ্বান করিতেছি। * তিনি আমাদিগের শোভনবাণী শ্রবণ পূর্ব্বক অবধারণ করুন্, অচ্ছিদ্যমান সূচিক্রিয়া দ্বারা পুত্র-পৌত্রাদি উৎপাদনকর্ম্ম অনুস্যূত করুন্ এবং ভূরিদাতা একটি পুত্র সমর্পণ করুন্।" এই মন্ত্র

---

* পূর্ব্বে গর্ভাধানসংস্কারকালে অমাবস্যার অন্তর্গত শশিকলার আবাহন হইয়াছিল, অধুনা গর্ভ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, সুতরাং এক্ষণে রাকা পৌর্ণমাসীর আহ্বান হইতেছে।

ততস্ত্রিশ্বেতাং শললীং গৃহীত্বা প্রজাপতিঋর্ষির্জ্জগতীচ্ছন্দো রাকা দেবতা ত্রিশ্বেতয়া শলল্যা সীমন্তোন্নয়নে বিনি-য়োগঃ। ওঁ যাস্তে রাকে সুমতয়ঃ সুপেশসো যাভি-র্দ্দদাসি দাশুষে বসূনি তাভির্নোঽদ্য সুমনা উপাগহি

রাকা পৌর্ণমাসীত্যুচ্যতে তামহং ভর্ত্তা হুবে আহ্বয়ামি কিম্ভূতাং সুহবাং শোভনাহ্বানাং কয়া হুবে সুষ্টুতী শোভনস্তুত্যা আহ্বান-প্রয়োজনমাহ শৃণোতু নোঽস্মাকং বচঃ কিম্ভূতা সুভগা শোভন-পুণ্যা। ন কেবলং শৃণোতু অপি চ ত্মনা আত্মনা বোধতু অব-ধারয়তু সৈব ভূয়ঃ প্রার্থ্যতে। অয়ঃ এতৎ পুত্রজননকর্ম্ম পুত্র-পৌত্রাদিলক্ষণং সীব্যতু সীব্যাৎ। কয়া সূচ্যা সংঘন্তন সীবয়া কিম্ভূতয়া অচ্ছিদ্যমানয়া কিঞ্চ বীরং পুত্রং দদাতু কিম্ভূতং শত-দায়ুমুখ্যং শতদায়বঃ প্রভূতদাতারঃ তেষু মুখ্যং প্রধানং দামু-রৌণাদিকঃ। সুষ্টুতীতি সুপাংসুলুগিতি পূর্ব্বসবর্ণঃ হুবে ইতি বহুলং ছন্দসীতি সংপ্রসারণং ত্মনা ইতি জাদেরাত্মন ইত্যাকার-লোপঃ। অয ইতি অদসো দকারস্য ব্যত্যয়েন যকারঃ। কচিৎ পুস্তকে অয়ঃ সূচ্যা ইত্যেকপদব্যাখ্যানং। দৃষ্টং এব শতাদায়ু-মুখ্যমিত্যত্র শতদায়মুখ্যমিতি পাঠো দৃষ্টঃ। তস্য শতদায়াঃ প্রভূতদাতারঃ তেষু মুখ্যং ইতি ব্যাখ্যাঞ্চ ॥ ৩ ॥ ওঁ যাস্তে রাকে

পাঠ করিয়া উক্ত ক্রিয়া অর্থাৎ সীমন্ত উন্নীত করিবে। ৩। তৎপরে ত্রিশ্বেতা শললী লইয়া উক্তপ্রকারে সীমন্তোন্নয়ন করত শললী স্থাপন করিতে হয়। "প্রজাপতিঋর্ষির্জ্জগতীচ্ছন্দো রাকা দেবতা ত্রিশ্বেতয়া শলল্যা সীমন্তোন্নয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ যাস্তে রাকে

সহস্রপোষং সুভগে ররাণা ইতি শলল্যা কেশান্তাদারভ্য সীমন্তমুন্নীয় শললীস্তত্রৈব স্থাপয়েৎ॥ ৪॥ ততস্তিল-তণ্ডুলমাষসাধিতকৃষরররূপং স্থালীপাকমুপরিদত্তঘৃতং

সুমতয়ঃ সুপেশসো যাভির্দ্দদাসি দাশুষে বসূনি তাভির্নোদ্য সুমনা উপাগহি সহস্রপোষং সুভগে ররাণা। জগতীয়ং রাকা দেবতা শলল্যা সীমন্তোন্নয়নে বিনিযুক্তা। হে রাকে যাস্তে তব সুমতয়ঃ শোভনা বুদ্ধয়ঃ কিম্ভূতাঃ সুপেশসঃ সুরূপাঃ। কিঞ্চ যাভিস্ত্বং দাশুষে যজমানায় বসূনি ধনানি দদাসি তাভিঃ সুমতি-ভিরুপলক্ষিতা অদ্যাহনি নোঽস্মাকং উপ সমীপং আগহি আগচ্ছ। কিম্ভূতা সুমনা প্রসন্নহৃদয়া। কিং কুর্ব্বাণা হে সুভগে সর্ব্বলোকবল্লভে সহস্রপোষং সুতং ররাণা দদানা। দাশুষ ইতি দাশু দানে দাশ্বান্ সাহ্বান্ মীঢ়ুং শ্চেতি লিটকসৌ নিপাত্যতে চতুর্থ্যেকবচনং বসোঃ সম্প্রসারণং। উপাগহীতি বহুলং ছন্দসীতি শপো লুক্। অনুদাত্তোপদেশ ইত্যাদিনা অনুনাসিকলোপঃ। তস্যাসিদ্ধবদত্রাভাবাদিত্যসিদ্ধিত্বাৎ অতো হেলুঙ্‌ন ভবতি সহস্রপোষমিতি কর্ম্মণি ণ্যন্। ররাণেতি রা লা দানে ইত্যস্মাৎ

সুমতয়ঃ সুপেশসো যাভির্দদাসি দাশুষে বসূনি তাভির্নোঽদ্য সুমনা উপাগহি সহস্রপোষং সুভগে ররাণা।” এই মন্ত্রে শললী দ্বারা সীমন্ত উন্নীত করিবে। উক্ত মন্ত্রের অর্থ এই যে—হে পৌর্ণ-মাসি! তুমি তোমার যে শোভনমতি দ্বারা যজমানকে ঐশ্বর্য্য-সমন্বিত করিয়া থাক, সেই বুদ্ধিযুক্ত হইয়া অদ্য প্রফুল্ল-চিত্তে আমাদিগের সন্নিহিত হও। হে সুভগে! আমাদিগকে সহস্রপোষী পুত্র সমর্পণ কর। ৪। অবশেষে পতি উপরিদত্ত-

পতির্ব্বধূং দর্শয়ন্ পৃচ্ছতি। প্রজাপতির্ঋষিঃ স্ত্রী দেবতা বধূপ্রশ্নে বিনিয়োগঃ। ওঁ কিং পশ্যসি। ততঃ স্থালী-পাকং পশ্যন্তীং বধূং পাঠয়তি। প্রজাপতির্ঋষিঃ স্ত্রী দেবতা স্থালীপাকাবেক্ষণে বিনিয়োগঃ। ওঁ প্রজাং পশূন্ সৌভাগ্যং মহ্যং দীর্ঘায়ুষ্ট্বং পত্যুঃ॥ ৫॥ ততো মহাব্যাহৃতিহোমং কৃত্বা প্রাদেশপ্রমাণাং ঘৃতাক্তাং সমিধং তূষ্ণীমগ্নৌ হুত্বা প্রকৃতং কর্ম্ম সমাপ্য সর্ব্বকর্ম্ম-সমাধারণং শাট্যায়নহোমাদি-বামদেব্যগানান্তমুদীচ্যং কর্ম্ম

পরস্য শপো বহুলং ছন্দসীতি শব্দাবিতি দ্বির্ব্বচনং ব্যত্যয়েনা-ত্মনেপদং শানচ্॥ ৪॥ ওঁ কিং পশ্যসি প্রজাং পশূন্ সৌভাগ্যং মহ্যং দীর্ঘায়ুষ্ট্বং পত্যুঃ। যজুরিদং স্ত্রীদৈবতং স্থালীপাকাবেক্ষণে বিনিযুক্তং। হে কল্যাণি অস্মিন্ স্থালিপাকে আত্মসম্বন্ধিত্বেন

ঘৃতবিশিষ্ট, তিলতণ্ডুলমাষযুক্ত কৃষররূপ স্থালীপাক অর্থাৎ সঘৃত চরু দেখাইয়া গর্ভিণীকে জিজ্ঞাসা করিবেন, "কি দেখি-তেছ?" তখন পত্নী সেই চরু দর্শন করিলে তাহাকে "প্রজা-পতির্ঋষিঃ স্ত্রী দেবতা স্থালীপাকাবেক্ষণে বিনিয়োগঃ। ওঁ প্রজাং পশূন্ সৌভাগ্যং মহ্যং দীর্ঘায়ুষ্ট্বং পত্যুঃ।" এই মন্ত্র পাঠ করাইবেন অর্থাৎ পত্নী বলিবেন যে, আমি প্রজা (পুত্রপৌত্রাদি) দেখিতেছি, পশু (গো-মহিষাদি) সৌভাগ্য দেখিতেছি এবং মদীয় পতির দীর্ঘজীবন দর্শন করিতেছি। ৫। তদনন্তর মহা-ব্যাহৃতি হোম করিয়া প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ তূষ্ণীভাবে অগ্নিতে আহুতি দিয়া প্রকৃত কর্ম্ম সমাপন পূর্ব্বক সর্ব্বকর্ম্ম-

সমাপ্য কর্ম্মকারয়িতৃব্রহ্মণায় দক্ষিণান্দদ্যাৎ। ততোঽবিধবাঃ পুত্রবত্যো নার্য্যো বেদ্যামুত্থাপ্য কলসোদকেন স্নানাদিকং মঙ্গলং কুর্য্যুঃ। তাঞ্চ বীরসূস্ত্বং ভব জীবসূস্ত্বং ভব জীবপত্নী ত্বং ভব ইত্যপি ব্রূয়ুঃ। তঞ্চ কৃষরং গর্ভবতী ভুঞ্জীত ॥

ইতি সামবেদীয়-সীমন্তোন্নয়নং।

প্রজাং পুত্রপৌত্রাদিকং পশূন্ গোমহিষাদীন্ মহ্যং মম পত্যুঃ দীর্ঘায়ুষ্ট্বং বহুকালজীবিতং কিং পশ্যসি এবং প্রশ্নং পূর্ব্বমুক্তা সতী উত্তরমাহ সর্ব্বং ভবদুক্তং পশ্যামীতি। মহ্যমিতি ষষ্ঠ্যর্থে চতুর্থী ॥৫॥

ইতি সামবেদীয়-সীমন্তোন্নয়নং।

সাধারণ শাট্যায়ন হোমাদি বামদেব্যগানান্ত উদীচ্য কর্ম্ম সমাপন করত কর্ম্মকারয়িতৃ-ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা প্রদান করিবে। পরে পতিপুত্রবতী নারীগণ বধূকে বেদীর উপরে উত্থাপিত করিয়া কলসবারি দ্বারা স্নানাদি মঙ্গলকর্ম্ম সম্পাদন করিবেন এবং বধূকে কহিবেন, "তুমি বীরপ্রসবিনী হও, জীববৎসা হও, জীবপতিকা হও।" অবশেষে গর্ভিণী সেই কৃষর ভোজন করিবেন।

ইতি সামবেদীয় সীমন্তোন্নয়ন।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

শোষ্যন্তীকর্ম্ম।

আসন্নপ্রসবায়া বধ্বাঃ সুখপ্রসবার্থং শোষ্যন্তীহোমঃ কর্ত্তব্যঃ। তত্র কৃতস্নানঃ পতিঃ ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুক-গোত্রায়া মৎপত্ন্যা অমুকাভিধানায়াঃ সুখপ্রসবকামঃ শোষ্যন্তীহোমমহং কুর্ব্বীয়। ইতি সংকল্প্য পূর্ব্ববদগ্নিং সংস্থাপ্য বিরূপাক্ষজপান্তাং কুশণ্ডিকাং সমাপ্য প্রকৃত-কর্ম্মারম্ভে প্রাদেশপ্রমাণাং ঘৃতাক্তাং সমিধং তূষ্ণীমগ্নৌ হুত্বা মহাব্যাহৃতিহোমং কুর্য্যাৎ। যথা প্রজাপতির্ঋষি-র্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ।

আসন্নপ্রসবা বধূর সুখপ্রসবার্থ শোষ্যন্তী হোম করা কর্ত্তব্য। পতি কৃতস্নান হইয়া "ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগো-ত্রায়া মৎপত্ন্যা অমুকাভিধানায়াঃ সুখপ্রসবকামঃ শোষ্যন্তী-হোমমহং কুর্ব্বীয়" এই বাক্যে সংকল্প করিয়া পূর্ব্ববৎ অগ্নিস্থাপন করত বিরূপাক্ষজপান্তা কুশণ্ডিকা সমাপন পূর্ব্বক প্রকৃতকর্ম্মা-রম্ভে প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ তূষ্ণীম্ভাবে অগ্নিতে আহুতি দিয়া মহাব্যাহৃতি হোম করিবে। "প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো-ঽগ্নির্দ্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ ওঁ ভূঃ স্বাহা। প্রজা-পতির্ঋষিরুষ্ণিকৃছন্দো বায়ুর্দ্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ

ওঁ ভূঃ স্বাহা। প্রজাপতিঋ´ষিরুষ্ণিক্‌ছন্দো বায়ুর্দ্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভুবঃ স্বাহা। প্রজাপতিঋ´ষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বঃ স্বাহা। ততঃ প্রজাপতিঋ´ষিঃ পংক্তিশ্ছন্দঃ সংরাধনী দেবতা শোষ্যন্তীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ যা তে তিরশ্চী নিপদ্যতেঽহং বিধরণী ইতি। তাং ত্বাং ঘৃতস্য ধারয়া যজে সংরাধনীমহং সংরাধন্যৈ দেব্যৈ দেষ্ট্র্যৈ

টীকা,—শোষ্যন্তীকর্ম্মমন্ত্রব্যাখ্যা। ওঁ যাতে তিরশ্চী নিপদ্যাতে অহং বিধরণী ইতি তাং ত্বাং ঘৃতস্য ধারয়া যজে সংরাধনীমহং সংরাধন্যৈ দেব্যৈ দেষ্ট্র্যৈ স্বাহেতি। অস্য শোষ্যন্তীহোমে বিনিয়োগঃ। অভিধায়মানা সংরাধনী দেবতা। যা দেবতা শুভকর্ম্মণি ক্রিয়মাণে বিধরণী শুভফলবিঘাতকারিণী ইত্যেবং মন্যমানা তিরশ্চী বাঞ্ছিতফলবিঘাতকর্ত্রী নিপদ্যাতে প্রভবতি তাং ত্বাং দেবতামহং ভর্ত্তা যজে পূজয়ামি। কীদৃশাং সংরাধনীং তবেষ্টফলস্য দাত্রীং। কয়া যজে ঘৃতস্য ধারয়া আজ্যাহুত্যা তস্যৈ দেব্যৈ সংরাধন্যৈ দেষ্ট্র্যৈ ইষ্টফলদাত্র্যৈ ইত্যর্থঃ। সংরাধন্যৈ ইত্যাদিষু পূজার্থে

ওঁ ভুবঃ স্বাহা। প্রজাপতিঋ´ষি-রনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা মহাব্যাহৃতি-হোমে বিনিয়োগঃ ওঁ স্বঃ স্বাহা।" এই মন্ত্রে মহাব্যাহৃতি হোম করিতে হয়। তদনন্তর উপরি মূলের লিখিত দুইটী মন্ত্রে শোষ্যন্তী হোম করিবে অর্থাৎ যে দেবতা শুভকর্ম্মকরণসময়ে শুভফলবিঘাতকারিণী ও বাঞ্ছিতফলবিঘাতকর্ত্রী বলিয়া মন্যমানা হন, আমি আজ্যাহুতি দ্বারা সেই দেবতাকে

স্বাহা ॥ ১ ॥ প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দো বিপশ্চিদ্দেবতা শোষ্যন্তীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিপশ্চিৎ পুচ্ছমভরত্তদ্ধাতা পুনরাহরৎ। পরে হি ত্বং বিপশ্চিৎ পুমানয়ং জনিষ্যতেঽসৌ নাম স্বাহা ॥ ২ ॥ অত্রাসাবিতি সর্ব্বনামস্থানে ভবিষ্যৎপুত্রস্য হৃদয়নিহিতনামকীর্ত্তনং কর্ত্তব্যং। তেনামুকশর্ম্মণাম্ স্বাহেতি হোমং কুর্য্যাৎ। ততো মহা-

---

চতুর্থী। তিরশ্চীতি তিরোঽঞ্চতীতি ক্বিপ্ অঞ্চশ্চোপসংখ্যানমিতি ঙীপ। অচ ইত্যকারলোপঃ ॥ ১ ॥ ওঁ বিপশ্চিৎ পুচ্ছমভরত্তদ্ধাতা পুনরাহরৎ পরে হি ত্বং বিপশ্চিৎ পুমানয়ং জনিষ্যতেঽসৌ নাম। অনুষ্টুবিয়ং বিপশ্চিদ্দেবতাকা। বিপশ্চিদ্দেববিশেষঃ স পুচ্ছং শিশ্নং শিশূনামাহরৎ হৃতবান্। তৎ পুচ্ছং ধাতা প্রজাপতির্বিপশ্চিতা হৃতং পুনরাহরৎ আনীতবান্। যতোঽতঃ হে বিপশ্চিৎ ত্বং পরঃ শ্রেষ্ঠ এহি অস্মিন্ কর্ম্মণি সন্নিহিতো ভব যেনায়ং

পূজা করি, তিনি তোমার পক্ষে ইষ্টফলদাত্রী হউন্। ১। এই মন্ত্রে হোম করিয়া পুনরায় দ্বিতীয় মন্ত্রে অর্থাৎ বিপশ্চিৎ (দেববিশেষ) শিশুর পুচ্ছ (শিশ্ন) হরণ করিয়াছেন, প্রজাপতি সেই হৃত পুচ্ছ পুনরায় আনয়ন করিয়াছেন; অতএব হে বিপশ্চিৎ! তুমিই শ্রেষ্ঠ। তুমি এই শোষ্যন্তীহোমকর্ম্মে সন্নিহিত হও; যেহেতু অমুকনামা পুত্র উৎপন্ন হইবে, এই মন্ত্রে দ্বিতীয় হোম করিবে। ২। মন্ত্রমধ্যে "অসৌ" "এই শব্দ স্থানে ভবিষ্যৎ পুত্রের হৃদয়নিহিত নাম কীর্ত্তন কর্ত্তব্য। "অমুকশর্ম্মণাম্ স্বাহা" এই বাক্যে হোম করিবে। তদনন্তর মহা-

ব্যাহৃতিহোমং কৃত্বা প্রাদেশপ্রমাণাং ঘৃতাক্তাং সমিধং তূষ্ণীমগ্নৌ হুত্বা প্রকৃতং কর্ম্ম সমাপ্য সর্ব্বকর্ম্মসাধারণং শাট্যায়নহোমাদি-বামদেব্যগানান্তমুদীচ্যং কর্ম্ম সমাপ্য কর্ম্মকারয়িতৃব্রাহ্মণায় দক্ষিণান্দদ্যাৎ ॥

ইতি সামবেদীয়-শোষ্যন্তীকর্ম্ম।

পুমান্ জনিষ্যতে উৎপৎস্যতে অসৌ নামা দেবদত্তাভিধান ইত্যর্থঃ। অভরদিতি হৃগ্রহোর্ভশ্ছন্দসীতি ভকারঃ। পরে হীতি পরা-শব্দস্যাকারলোপশ্ছান্দসঃ॥ ২ ॥

ইতি শোষ্যন্তীকর্ম্ম।

ব্যাহৃতি হোম করিয়া প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ তূষ্ণীভাবে অগ্নিতে আহুতি প্রদান পূর্ব্বক প্রকৃতকর্ম্ম সমাপন করত সর্ব্ব-কর্ম্মসাধারণ শাট্যায়নহোমাদি বামদেব্যগানান্ত উদীচ্য কর্ম্ম সমাপন করিবে। পরে কর্ম্মকারয়িতৃ-ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিতে হয়।

ইতি শোষ্যন্তীকর্ম্ম সমাপ্ত।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

জাতকর্ম্ম। *

পুত্রে জাতে সতি পিতা মা নাভিং কৃন্তত স্তন্যঞ্চ মা দত্ত ইত্যভিধায় কৃতস্নানঃ কৃতবৃদ্ধিশ্রাদ্ধঃ প্রক্ষালিত-শিলায়াং ব্রহ্মচারিণা কুমার্য্যা গর্ভবত্যা বা শ্রুত-স্বাধ্যায়শীলেন ব্রাহ্মণেন বা অনাবৃত্তলোষ্ট্রেণ পিষ্টৌ ব্রীহিযবৌ দক্ষিণহস্তানামিকাঙ্গুষ্ঠাভ্যাং গৃহীত্বা প্রজা-

---

পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র পিতা "নাভিচ্ছেদন করিও না, স্তন্য দিও না" এই বলিয়া স্নান ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সম্পাদন পূর্ব্বক ব্রহ্ম-চারী, কুমারী, গর্ভবতী অথবা শ্রুতস্বাধ্যায়শীল ব্রাহ্মণ দ্বারা প্রক্ষালিত শিলাতলে অনাবৃত্ত লোষ্ট্রযোগে পিষ্ট ব্রীহিযবচূর্ণ দক্ষিণ হস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা গ্রহণ করিয়া "ওঁ প্রজা-

---

* শৈশব সংস্কারের প্রথম সংস্কারকে জাতকর্ম্ম কহে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র এই সংস্কার সম্পন্ন করিতে হয়। এই সংস্কারের কার্য্য এই যে, পিতা প্রথমতঃ যব ও ব্রীহিচূর্ণ দ্বারা, পরে স্বর্ণ দ্বারা ঘৃষ্ট মধু এবং ঘৃত গ্রহণ পূর্ব্বক সদ্যোজাত সন্তানের জিহ্বা স্পর্শ করিয়া থাকেন। তৎকালে যে মন্ত্র উচ্চার্য্য হয়, তাহার প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিলেই এই সংস্কারের আবশ্যকতা ও পবিত্র ভাব স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে।

পতিঋর্ষিরন্নং দেবতা ব্রীহিযবচূর্ণেন কুমারস্য জিহ্বা-মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইয়মাজ্ঞেদমন্নমিদমায়ুরিদ-মমৃতং ॥ ১ ॥ ইতি মন্ত্রেণ কুমারস্য জিহ্বাং পরি-মার্ষ্টি ॥ ১ ॥ ততস্তথৈব সুবর্ণেন ঘৃতং গৃহীত্বা প্রজাপতি-ঋর্ষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দো মিত্রাবরুণাগ্ন্যশ্বিনো দেবতাঃ কুমারস্য সর্পিঃপ্রাশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ মেধান্তে মিত্রাবরুণৌ

টীকা,—জাতকর্ম্মমন্ত্রব্যাখ্যা। ওঁ ইয়মাজ্ঞেদমন্নমিদমায়ুরিদম-মৃতং। যজুরিদমন্নদৈবতং ব্রীহিযবচূর্ণেন কুমারস্য জিহ্বামার্জনে বিনিযুক্তং। হে বালক ইদং প্রত্যক্ষমন্নং ইয়মাজ্ঞা প্রজ্ঞা আ সমন্তাৎ কারেণ জ্ঞানহেতুত্বাৎ ইদমায়ুঃ প্রাণধারণং ইদমমৃতং অনেন বিধিনা উপযুজ্যমানং অমরণধর্ম্মিতা ভবাস্থিতি বাক্যশেষঃ। ১। ওঁ মেধাং তে মিত্রাবরুণৌ মেধামগ্নির্দধাতু তে। মেধাং তে অশ্বিনৌ

পতিঋর্ষিরন্নং দেবতা ব্রীহিযবচূর্ণেন কুমারস্য জিহ্বামার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইয়মাজ্ঞেদমন্নমিদমায়ুরিদমমৃতং" এই মন্ত্রে অর্থাৎ "এই অন্নই প্রজ্ঞা, ইনিই আয়ুঃ, ইনিই অমৃত; তোমার ঐ সকল লাভ হউক্‌।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া কুমারের জিহ্বা মার্জ্জন করিবে। ১। অনন্তর তদ্রূপ স্বর্ণ দ্বারা ঘৃষ্ট ঘৃত লইয়া "ওঁ প্রজাপতিঋর্ষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দো মিত্রাবরুণাগ্ন্যশ্বিনো দেবতাঃ কুমারস্য সর্পিঃপ্রাশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ মেধান্তে মিত্রাবরুণৌ মেধামগ্নির্দধাতু তে। মেধান্তে অশ্বিনৌ দেবাবাধত্তাং পুষ্কর-স্রজৌ স্বাহা।" এই মন্ত্রে অর্থাৎ "মিত্রাবরুণ দেবতাযুগল তোমাকে মেধা প্রদান করুন, অগ্নি তোমাকে মেধা প্রদান

মেধামগ্নির্দ্দধাতু তে। মেধান্তে অশ্বিনৌ দেবাবাধত্তাং পুষ্করস্রজৌ স্বাহা।২। ইতি মন্ত্রেণ তথৈব কুমারস্য জিহ্বাং পরিমার্ষ্টি॥২॥ পুনরপি তথৈব সুবর্ণেন ঘৃতং গৃহীত্বা প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দ ইন্দ্রো দেবতা কুমারস্য সর্পিঃপ্রাশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ সদসস্পতিমদ্ভুতং

দেবাবাধত্তাং পুষ্করস্রজৌ। অনুষ্টুবিয়ং সর্পিঃপ্রাশনে বিনিযুক্তা। মিত্রাবরুণাগ্ন্যশ্বিনৌ দেবতাঃ। হে বালক মেধা পাঠশ্রবণবিষয়-শক্তিং তব মিত্রাবরুণৌ দেবৌ আধত্তাং তথা অশ্বিনৌ তথাগ্নির্দ-ধাতু।২। ওঁ সদসঃ পতিমদ্ভুতং প্রিয়মিন্দ্রস্য কাম্যং সনিং মেধা ময়াশিষং। গায়ত্রীয়ং ইন্দ্রদেবতা সর্পিঃপ্রাশনে বিনিযুক্তা। সদসঃ সভয়াঃ পতিং মুখ্যং অদ্ভুতং আশ্চর্য্যরূপং প্রিয়মিন্দ্রস্য ইন্দ্রস্য লভ্যং কাম্যমভীষ্টার্থসাধকং মেধাং সনিং ধীর্ধারণাবতী মেধা তস্য দাতারং

করুন্ এবং পদ্মমাল্যধারী অশ্বিনীকুমারদ্বয় তোমাকে মেধা দান করুন্।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পূর্ব্ববৎ কুমারের জিহ্বা মার্জ্জন করিবে।২। তৎপরে পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ স্বর্ণঘৃষ্ট ঘৃত লইয়া "প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দ ইন্দ্রো দেবতা কুমারস্য সর্পিঃ-প্রাশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ সদসস্পতিমদ্ভুতং প্রিয়মিন্দ্রস্য কাম্যং সনিং মেধা ময়াশিষং স্বাহা।" এই মন্ত্রে অর্থাৎ "বৃহস্পতি ইন্দ্রের বিচিত্ররূপ প্রিয়পাত্র এবং তাঁহার বাঞ্ছিতার্থসাধক ও মেধাদাতা, তাঁহার নিকটেও প্রার্থনা করি, তিনি তোমাকে মেধা সমর্পণ করুন।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পূর্ব্ববৎ কুমা-

প্রিয়মিন্দ্রস্য কাম্যং সনিং মেধা ময়াশিষং স্বাহা।৩।
ইতি কুমারস্য জিহ্বাং পরিমার্ষ্টি।৩। ততো নাভিং

সুরাচার্য্যমহমমাশিষং শরণত্বেন সোঽস্মৈ কুমারায় মেধাং দদা-

রের জিহ্বা মার্জ্জন বা স্পর্শ করিবে।৩।+ তৎপরে "নাভি-

+ এই যে মন্ত্র কথিত হইল, সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, মন্ত্রের প্রথম ভাগে একটী বৈদিক বা সুগভীর বৈজ্ঞানিক তথ্যের পরম বিকাশ হইতেছে। শেষভাগ হইতে জনক, জননী ও গোষ্ঠী-সম্প্রদায় সকলেই জানিতে পারিলেন যে, বিপ্রসন্তানের পক্ষে ধন প্রভৃতির জন্য প্রার্থনা নাই; অধিকন্তু আয়ুর নিমিত্ত প্রার্থনাও একবারমাত্র; কিন্তু মেধা বা ধারণাবতী বুদ্ধির নিমিত্ত প্রার্থনা পুনঃ পুনঃ হইতেছে। সুতরাং বিপ্রসন্তানের পালন যে উদ্দেশে হওয়া উচিত, তাহার সূচনা এই প্রথম সংস্কার হইতেই উপলব্ধি হইতেছে। আরও দেখ, এই সংস্কারে ভূমিষ্ঠ সন্তানের জিহ্বাতে স্বর্ণঘৃষ্ট ঘৃত এবং যব ও ব্রীহিচূর্ণ স্পর্শের নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে। স্বর্ণঘৃষ্ট ঘৃতের যে বহুবিধ গুণ, তাহা আমাদিগের আয়ুর্ব্বেদেই দৃষ্ট হইতেছে। স্বর্ণ দ্বারা বায়ুদোষের দমন হয়, প্রস্রাব পরিষ্কার হয় এবং উহা রক্তের ঊর্দ্ধগতিত্ব-দোষ বিনাশ করে। ঘৃত দ্বারা শৌচ পরিষ্কার হয়, বলাধান হয় এবং শরীরের তাপবৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই সংস্কারে প্রায় সর্ব্বত্রই স্বর্ণঘৃষ্ট ঘৃত ও মধু সন্তানের জিহ্বাতে স্পৃষ্ট হইয়া থাকে। মধুতেও বহুবিধ গুণ বিদ্যমান আছে। মধু দ্বারা পিত্তকোষের ক্রিয়া বর্দ্ধিত হয়,

কৃন্তত স্তন্যঞ্চ দত্ত ইতি পিতা ব্রূয়াৎ। পিতা পুনঃ স্নানং কুর্য্যাৎ॥

ইতি সামবেদীয়-জাতকর্ম্ম।

ত্বিত্যাশংসাবাক্যার্থঃ। সনিমিতি ছন্দসি রণসনরক্ষিমথামিতীন। অয়াশিষমিতি যাতেলুঁঙ্ সিপ্॥ ৩॥

ইতি জাতকর্ম্ম।

ছেদন কর, স্তন্য দেও" এই কথা বলিয়া পিতা পুনর্ব্বার স্নান সম্পাদন করিবেন।

ইতি সামবেদীয় জাতকর্ম্ম সমাপ্ত।

মুখে লালার সঞ্চার হয় এবং কফ-দোষের দমন হইয়া থাকে। সদ্যোজাত সন্তানের পক্ষে এই সকল দ্রব্য যে কতদূর উপকারী, তাহা সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে। প্রসবযন্ত্রণাবশতঃ সদ্যোজাত সন্তানের শোণিত উর্দ্ধগামী হয়, দেহে কফাধিক্য জন্মে এবং অন্ত্রাভ্যন্তরে একরূপ কৃষ্ণমলের সঞ্চার হয়। যদি সেই মল নির্গত না হয়, তাহা হইলে অশেষবিধ রোগ জন্মিবার সম্ভব। স্বর্ণঘৃষ্ট মধু ও ঘৃত জিহ্বায় প্রদান করিলে উপরোক্ত দোষসমূহের বিদূরণ হয় এবং সন্তানের রোগ জন্মিবার আশঙ্কা থাকে না।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

নিষ্ক্রমণম্। *

জাতে কুমারে তৃতীয়শুক্লপক্ষস্য তৃতীয়ায়াস্তিথৌ প্রাতঃ কুমারং স্নাপয়িত্বা সায়ংসন্ধ্যায়ামতীতায়াং চন্দ্রাভিমুখঃ কৃতাঞ্জলিঃ পিতা তিষ্ঠেৎ। অথ মাতা শুচিনা বস্ত্রেণ কুমারমাচ্ছাদ্য দক্ষিণস্যান্দিশি ভর্ত্তুর্ব্বামপার্শ্বে পশ্চিমাভিমুখী উত্তরশিরসং কুমারং পিত্রে সমর্পয়তি। ততো মাতা ভর্ত্তুঃ পৃষ্ঠদেশে উত্তরস্যাং দিশি গত্বা

অনুবাদ,—সন্তানের জন্মদিন হইতে তৃতীয় শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে পিতা প্রাতঃকালে কুমারকে স্নান করাইয়া সায়ং-সন্ধ্যা অতীত হইলে চন্দ্রাভিমুখে করপুটে অবস্থিতি করিবেন। মাতা কুমারকে বিশুদ্ধ বস্ত্রে আচ্ছাদন পূর্ব্বক দক্ষিণ দিকে পতির বামপার্শ্বে পশ্চিমাভিমুখী হইয়া উত্তরশিরা কুমারকে তৎপিতার হস্তে প্রদান করিবেন। তৎপরে মাতা পতির

---

* দশবিধ সংস্কার ভিন্ন নিষ্ক্রমণ নামে আরও একটী শৈশব সংস্কার আছে। জন্মদিন হইতে তৃতীয় শুক্ল পক্ষের তৃতীয়া তিথিতেই ইহা কর্ত্তব্য। প্রথমবারে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধাদি সহকারে ইহা সম্পন্ন করিতে হয়, তদনন্তর সন্তানের একবর্ষ বয়ঃক্রম পূর্ণ হওয়া যাবৎ প্রত্যেক শুক্ল তৃতীয়াতে করণীয়।

চন্দ্রাভিমুখী ভর্ত্তুর্দক্ষিণপার্শ্বে তিষ্ঠেৎ। ততঃ পিতা অমুং মন্ত্রং জপতি। প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দশ্চন্দ্রো দেবতা কুমারস্য চন্দ্রদর্শনে বিনিয়োগঃ। ওঁ যত্তে সুষীমে হৃদয়ং হিতমন্তঃ প্রজাপতৌ। বেদাহং মন্যে তদ্ব্রহ্ম মাহং পৌত্রমঘং নিগাং।১। প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দশ্চন্দ্রো দেবতা কুমারস্য চন্দ্রদর্শনে বিনি-

---

টীকা,—নিষ্ক্রমণমন্ত্রব্যাখ্যা। ওঁ যত্তে সুষীমে হৃদয়ং হিতমন্তঃ প্রজাপতৌ বেদাহং মন্যে তদ্ব্রহ্ম মাহং পৌত্রমঘং নিগাং। অনুষ্টুবিয়ং চান্দ্রী চন্দ্রদর্শনে বিনিযুক্তা। হে চন্দ্র যত্তে তবান্তর্ম্মধ্যে সুষীমে অতিশীতলে প্রজাপতৌ প্রজানামানন্দজনকত্বেন পত্যৌ পত্যাবিব স্বামিনীব নিহিতং হৃদয়ং অর্পিতং তদ্ব্রহ্ম আত্মা তৎস্থানত্বাৎ অহং বেদ জানামি। তন্মধ্যে এবমেবেতি মন্যে যস্মাত্তস্মাৎ পুত্রসম্বন্ধি অঘং ব্যসনং অনিষ্টযোগব্যাধিনাশাদিরূপমহং মাগাং ন গচ্ছেয়ং ন প্রাপ্নুয়ামিতি যাবৎ। অয়মর্থঃ যস্মাদহং ব্রহ্মচিত্তস্তাস্মমানিষ্টসম্বন্ধো ন ঘটতে। নিগামিতি ইন গতৌ

পৃষ্ঠভাগে উত্তরদিকে গমন পূর্ব্বক চন্দ্রাভিমুখী হইয়া ভর্ত্তার দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থান করিবেন। অনন্তর পিতা মূলের লিখিত ঋষ্যাদি সহ মন্ত্রত্রয় পাঠ করিবেন। অর্থাৎ "হে চন্দ্র! তুমি অতিশীতল আলোকে আলোকিত এবং সন্তানের আনন্দক অন্তর্ম্মধ্যে আত্মার স্থান নিহিত রহিয়াছে। আমি সেই ব্রহ্মকে অবগত আছি এবং সম্মাননা করি। আমি যেন পুত্র সম্বন্ধীয় কোনরূপ অঘ প্রাপ্ত না হই।১। যাহা পৃথিবী

য়োগঃ। যৎ পৃথিব্যা অনামৃতং দিবি চন্দ্রমসি শ্রিতং। বেদামৃতস্যাহং নাম মাহং পৌত্রমঘং ঋষং।২। প্রজা-পতিঋর্ষিরনুষ্টুপ্ছন্দ ইন্দ্রাগ্নী দেবতে কুমারস্য চন্দ্রদর্শনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইন্দ্রাগ্নী শর্ম্ম যচ্ছতং প্রজায়ৈ মে প্রজা-পতী। যথায়ান্ন প্রমীয়েত পুত্রো জনিত্র্যা অধি।৩। ইতি জপ্ত্বা কুমারং চন্দ্রং দর্শয়তি। ততঃ পিতা চন্দ্রায়

মাঙিলুঙ ইনো গাঙ্লুঙীতি গাদেশঃ।১। ওঁ যৎ পৃথিব্যা অনামৃতং দিবি চন্দ্রমসি শ্রিতং বেদামৃতস্যাহং নাম মাহং পৌত্রমঘং ঋষং। যৎ পৃথিব্যা অনামৃতং অমৃতং দিবি দ্যুলোকে চন্দ্রমসি শ্রিতং তদহং অমৃতস্য নাম বেদ জানামি। যতোঽতোঽহং পৌত্রমঘং পুত্রসম্বন্ধিব্যসনং মা ঋষি মা গচ্ছামি। ঋষি গতৌ মাঙ্ লুঙ্ ছান্দসত্বাৎ সেরঙ। অঘং ঋষমিতি ছান্দসত্বাৎ অব্যাপি ঋকারে অনুস্বারঃ।২। ওঁ ইন্দ্রাগ্নী শর্ম্ম যচ্ছতং প্রজায়ৈ মে প্রজাপতী যথায়ং ন প্রমীয়েত পুত্রো জনিত্র্যা অধি। অত্রেন্দ্রাগ্নী দেবতে। হে ইন্দ্রাগ্নী যুবাং মে মম প্রজায়ৈ শর্ম্ম কল্যাণং যচ্ছতং।

অমৃত এবং দ্যুলোকে চন্দ্রমধ্যে আশ্রিত, আমি তাহা অবগত আছি। আমি যেন পুত্রসম্বন্ধীয় কোনরূপ ব্যসন প্রাপ্ত না হই।২। হে ইন্দ্র! হে অগ্নে! আপনারা উভয়ে আমার সন্তানের কল্যাণ বিধান করুন্। আপনারা লোকপাল। যেন আমার কুমার জননী সহ অবস্থিত থাকিয়া কোন প্রকার বিপদা-পন্ন না হয়।৩।" এই তিনটী মন্ত্র পাঠ করিবে। এই মন্ত্রত্রয় জপ করিয়া কুমারকে চন্দ্র দেখাইতে হয়। তদনন্তর পিতা চন্দ্রদেবকে

অর্ঘ্যং দদ্যাৎ। যথা ওঁ ক্ষীরোদার্ণবসম্ভূত অত্রিনেত্রসমুদ্ভব। গৃহাণার্ঘ্যং শশাঙ্কেদং রোহিণ্যা সহিতো মম। ততঃ পিতা তথাভূতমেব কুমারমুত্তরশিরসং মাত্রে দত্ত্বা বামদেব্যগানং কৃত্বা কল্যাণমবধার্য্য গৃহং প্রবেশয়েদিতি। তত ঊর্দ্ধপরশুক্লপক্ষত্রয়েঽপি তৃতীয়ায়াস্তিথৌ সায়ং-সন্ধ্যামুপক্রম্য চন্দ্রাভিমুখঃ পিতা জলাঞ্জলিং গৃহীত্বা প্রজাপতিঋর্ষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দশ্চন্দ্রো দেবতা 'কুমারস্য চন্দ্রদর্শনে বিনিয়োগঃ। ওঁ যদশ্চন্দ্রমসি কৃষ্ণং পৃথিব্যা হৃদয়ং শ্রিতং। তদহং বিদ্বাংস্তং পশ্যন্নহং পৌত্রমঘং রুদং ৪॥ ইতি পঠিত্বা জলাঞ্জলিং ত্যজেৎ। তুষ্ণীং বারদ্বয়ং। ততো

কিম্ভূতৌ যুবাং প্রজাপতী লোকপালৌ তথা শর্ম্ম যচ্ছতং যথায়ং কুমারো জনিত্র্যা অধি তৎসঙ্গে স্থিতো ন প্রমীয়েত ন হিংস্যেত। মীঙ্ হিংসায়াং॥ ৩॥ ওঁ যদশ্চন্দ্রমসি কৃষ্ণং পৃথিব্যা হৃদয়ং শ্রিতং। তদহং বিদ্বাংস্তৎ পশ্যন্নাহং পৌত্রমঘং রুদং। চন্দ্রমা

অর্ঘ্য প্রদান করিবেন। "হে ক্ষীরোদার্ণবসম্ভূত! হে অত্রিনেত্রোদ্ভব! হে শশাঙ্ক! আপনি রোহিণী সহ আমার এই অর্ঘ্য গ্রহণ করুন্।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অর্ঘ্য প্রদান করিতে হয়। অনন্তর পিতা ঊর্দ্ধ পর শুক্লপক্ষত্রয়ে তৃতীয়া তিথিতে সায়ংসন্ধ্যাকালে চন্দ্রাভিমুখ হইয়া জলাঞ্জলি গ্রহণ পূর্ব্বক "প্রজাপতিঋর্ষিরনুষ্টুপ্ ছন্দশ্চন্দ্রো দেবতা কুমারস্য চন্দ্রদর্শনে বিনিয়োগঃ। ওঁ যদশ্চন্দ্রমসি কৃষ্ণং পৃথিব্যা হৃদয়ং শ্রিতং। তদহং বিদ্বাংস্তৎ পশ্যন্নহং পৌত্রমঘং রুদং।" এই মন্ত্র পাঠ করিবে অর্থাৎ

বামদেব্যং গীত্বা কল্যাণমবধার্য্য গৃহং প্রবিশেৎ। এতচ্চ নিষ্ক্রমণকর্ম্মাঙ্গভূতমুদীচ্যং কর্ম্ম পত্নীপুত্রোপাদানবিরহাৎ পিত্রা কার্য্যং ॥ ইতি নিষ্ক্রমণং ॥

এব দেবতা যং অদঃ এতচ্চন্দ্রমসি কৃষ্ণং লাঞ্ছনং পৃথিব্যা হৃদয়ং শ্রিতং তদহং বিদ্বান্ তৎস্বরূপঃ জানন্ তচ্চ পশ্যন্ দৃষ্টবানস্মি। যতঃ অতোঽহং পৌত্রমঘং পুত্রসম্বন্ধিপাপং শোকং মা রুদং মা রুদিমীত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

"চন্দ্রের অভ্যন্তরে যে কৃষ্ণবর্ণ লাঞ্ছন আছে, তাহা পৃথিবীর হৃদয়েও নিহিত রহিয়াছে; উহা আমি অবগত আছি এবং দর্শন করিতেছি। পুত্রসম্বন্ধীয় শোক নিবন্ধন যেন আমাকে ক্রন্দন করিতে না হয়।" এই মন্ত্র পাঠ করিবে। ৪। এই মন্ত্র পাঠ করিয়া গৃহীত জলাঞ্জলি নিক্ষেপ করিবে। * তূষ্ণীভাবেও দুইবার জলাঞ্জলি দিতে হয়। তৎপরে বামদেব্যগান পূর্ব্বক কল্যাণাবধারণ করিয়া গৃহপ্রবেশ করিবে। এই নিষ্ক্রমণকর্ম্মাঙ্গভূত উদীচ্য কর্ম্ম পত্নীপুত্রোপাদানবিরহ হইলেও প্রবাসী পিতা করিতে পারেন।

ইতি সামবেদীয় নিষ্ক্রমণ।

---

* এই সংস্কারে যে কয়টী মন্ত্রের উল্লেখ হইল, ইহাতে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পিতা আপনার জন্যই প্রার্থনা করিতেছেন, অধিকন্তু ইহাতে আত্মার বিভুত্ব, পুত্রার্থ পিতার আন্তরিক ব্যাকুলত্ব প্রভৃতিই প্রকাশিত হইতেছে। এই কারণে এই সংস্কারটীকে মুখ্য সংস্কারের মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে না। ইহা অন্যান্য সংস্কারের ন্যায় গৌরবান্বিতও নহে। ইহা এক প্রকার পুষ্টিসাধক সংস্কার বলিয়া অভিহিত হইতে পারে।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

নামকরণম্। *

তত্র যদ্যপি জননাদ্দশরাত্রে ব্যুষ্টে শতরাত্রে সম্বৎসরে বা নামকরণং কার্য্যং' ইতি গৃহ্যবচনেন হি একাদশাহে নামকরণং প্রাপ্তং তথাপ্যাচারবশাৎ দ্বাদশাহে একাধিকশতরাত্রে জন্মদিনে বা নামকরণং কর্ত্তব্যং। তত্র প্রথমং কৃতস্নানঃ কৃতবৃদ্ধিশ্রাদ্ধঃ পিতা

অনুবাদ,—ভূমিষ্ঠ হইবার পর দশরাত্রি গত হইলে, অথবা শত রাত্রি অতীত হইলে কিম্বা বৎসর পূর্ণ হইলে নামকরণের ব্যবস্থা আছে। তথাপি লৌকিকাচার বশতঃ দ্বাদশাহে, একাধিকশত রাত্রে বা জন্মদিনেও নামকরণ করিতে পারে † এই সংস্কারে

---

* শৈশবসংস্কার কয়টীর মধ্যে দ্বিতীয় সংস্কারকেই নামকরণ কহে। পিতা কর্ত্তৃক জাত সন্তানের যে নাম রাখা হয়, তাহারই নাম নামকরণ। এই সংস্কার দ্বারা পিতা মাতার মনে সন্তানপালন সম্বন্ধে অবশ্যই শুভফল ফলে সংশয় নাই।

† সচরাচর এইরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে যে, আঁতুড়ে যে সকল শিশুর মৃত্যু হয়, তাহার অধিকাংশই দশরাত্রির মধ্যে মারা গিয়া থাকে। এই কারণেই দশ রাত্রির পর নামকরণের ব্যবস্থা হইয়াছে। নামকরণ হইলে সেই সম্বন্ধে চিত্তের একরূপ দার্ঢ্য জন্মে। নবজাত শিশু অকালে মৃত্যুমুখে পড়িলে তৎসম্বন্ধে চিন্তা ও শোক করিবার পক্ষে ঐ নামটীই একরূপ অব-

পার্থিবনামানমগ্নিং সংস্থাপ্য বিরূপাক্ষজপান্তাং কুশণ্ডিকাং সমাপ্য প্রকৃতকর্ম্মারম্ভে প্রাদেশপ্রমাণাং ঘৃতাক্তাং সমিধং তুষ্ণীমগ্নৌ হুত্বা মহাব্যাহৃতিহোমং কুর্য্যাৎ। যথা প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ স্বাহা। প্রজাপতির্ঋষিরুষ্ণিক্‌ছন্দো বায়ুর্দ্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভুবঃ স্বাহা। প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বঃ স্বাহা। ততো মাতা শুচিনা বস্ত্রেণ কুমারমাচ্ছাদ্য ভর্ত্তুর্দক্ষিণে স্থিত্বা কুমারমুত্তরশিরসং পিত্রে সমর্প্যতি। ততো মাতা ভর্ত্তুঃ

প্রথমতঃ পিতা স্নান ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সমাপনান্তে পার্থিবনামা অগ্নি স্থাপন পূর্ব্বক বিরূপাক্ষজপান্তা কুশণ্ডিকা সমাপন করিয়া প্রকৃতকর্ম্মারম্ভে প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ তুষ্ণীভাবে অগ্নিতে আহুতি দিয়া মূলের লিখিত মন্ত্রে মহাব্যাহৃতিহোম করিবে। তৎপরে মাতা কুমারকে বিশুদ্ধবস্ত্রে আচ্ছাদন পূর্ব্বক পতির দক্ষিণপার্শ্বে থাকিয়া উত্তরশিরা কুমারকে তৎপিতৃহস্তে অর্পণ করিবে। তদনন্তর মাতা পতির

াম্বনস্বরূপ হয়। সুতরাং প্রথম দশদিবসের মধ্যে নাম রাখা কর্ত্তব্য নহে। অধুনা প্রায়ই অন্নপ্রাশনের সময় নামকরণ করিতে দেখা যায়। ইহাও অশাস্ত্রীয় বা যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। কারণ, শৈশবমৃত্যু আমাদিগের দেশে আজি কালি অতীব প্রবল। এ অবস্থায় দশ রাত্রি গতে বা শত রাত্রি গতে নামকরণ না করিয়া অন্নপ্রাশনের সময় করাই যুক্তিযুক্ত।

পৃষ্ঠদেশেন উত্তরস্যান্দিশি গত্বা ভর্ত্তুর্ব্বামপার্শ্বে উত্তরাগ্রেষু কুশেষু প্রাঙ্মুখী উপবিশতি। ততঃ পিতা ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা। ইতি সকৃদাহুতিং দত্বা কুমারস্য জন্মতিথিদেবতাহোমং জন্মনক্ষত্রদেবতাহোমঞ্চ কুর্য্যাৎ। যদি প্রতিপদি জাতস্তদা ওঁ প্রতিপদে স্বাহা ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা। যদি দ্বিতীয়ায়াং তদা ওঁ দ্বিতীয়ায়ৈ স্বাহা ওঁ ত্বষ্ট্রে স্বাহা। যদি তৃতীয়ায়াং তদা ওঁ তৃতীয়ায়ৈ স্বাহা ওঁ জনার্দ্দনায় স্বাহা। যদি চতুর্থ্যাং তদা ওঁ চতুর্থ্যৈ স্বাহা ওঁ যমায় স্বাহা। যদি পঞ্চম্যাং তদা ওঁ পঞ্চম্যৈ স্বাহা ওঁ সোমায় স্বাহা। যদি ষষ্ঠ্যাং তদা ওঁ ষষ্ঠ্যৈ স্বাহা ওঁ কুমারায় স্বাহা। যদি সপ্তম্যাং তদা ওঁ সপ্তম্যৈ

পশ্চাদ্ভাগে উত্তরদিকে গমন করিয়া স্বামীর বামপার্শ্বে উত্তরাগ্র কুশোপরি প্রাঙ্মুখী হইয়া উপবেশন করিবে। পরে পিতা "ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা" এই মন্ত্রে একবার আহুতি দিয়া কুমারের জন্মতিথি দেবতা-হোম ও জন্মনক্ষত্র-দেবতার উদ্দেশে হোম করিবেন। যদি প্রতিপদে জন্ম হইয়া থাকে, তাহা হইলে ওঁ প্রতিপদে স্বাহা ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা" এই মন্ত্রে হোম করিতে হয়। দ্বিতীয়াতে জন্ম হইলে "ওঁ দ্বিতীয়ায়ৈ স্বাহা ওঁ ত্বষ্ট্রে স্বাহা" এই মন্ত্রে; তৃতীয়া তিথিতে হইলে "ওঁ তৃতীয়ায়ৈ স্বাহা ওঁ জনার্দ্দনায় স্বাহা"; চতুর্থীতে হইলে "ওঁ চতুর্থ্যৈ স্বাহা ওঁ যমায় স্বাহা"; পঞ্চমীতে হইলে "ওঁ পঞ্চম্যৈ স্বাহা ওঁ সোমায় স্বাহা"; ষষ্ঠীতে হইলে "ওঁ ষষ্ঠ্যৈ স্বাহা ওঁ কুমারায় স্বাহা"; সপ্তমীতে

স্বাহা ওঁ মুনিভ্যঃ স্বাহা। যদি অষ্টম্যাং তদা ওঁ অষ্টম্যৈ স্বাহা ওঁ বসুভ্যঃ স্বাহা। যদি নবম্যাং তদা ওঁ নবম্যৈ স্বাহা ওঁ পিশাচেভ্যঃ স্বাহা। যদি দশম্যাং তদা ওঁ দশম্যৈ স্বাহা ওঁ ধর্ম্মায় স্বাহা। যদি একাদশ্যাং তদা ওঁ একাদশ্যৈ স্বাহা ওঁ রুদ্রেভ্যঃ স্বাহা। যদি দ্বাদশ্যাং তদা ওঁ দ্বাদশ্যৈ স্বাহা ওঁ রবিভ্যঃ স্বাহা। যদি ত্রয়োদশ্যাং তদা ওঁ ত্রয়োদশ্যৈ স্বাহা ওঁ কামায় স্বাহা। যদি চতুর্দ্দশ্যাং তদা ওঁ চতুর্দ্দশ্যৈ স্বাহা ও যক্ষেভ্যঃ স্বাহা। যদি পঞ্চদশ্যাং তদা ওঁ পঞ্চদশ্যৈ স্বাহা ওঁ পিতৃভ্যঃ স্বাহা। যদি পৌর্ণমাস্যাং তদা ওঁ পৌর্ণমাস্যৈ স্বাহা ওঁ বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা॥ ততো নক্ষত্রহোমঃ।

হইলে "ওঁ সপ্তম্যৈ স্বাহা ওঁ মুনিভ্যঃ স্বাহা"; অষ্টমীতে হইলে ওঁ অষ্টম্যৈ স্বাহা ওঁ বসুভ্যঃ স্বাহা" নবমীতে হইলে "ওঁ নবম্যৈ স্বাহা ওঁ পিশাচেভ্যঃ স্বাহা"; দশমীতে হইলে "ওঁ দশম্যৈ স্বাহা ওঁ ধর্ম্মায় স্বাহা"; একাদশীতে হইলে "ওঁ একাদশ্যৈ স্বাহা ওঁ রুদ্রেভ্যঃ স্বাহা; দ্বাদশীতে হইলে "ওঁ দ্বাদশ্যৈ স্বাহা ওঁ রবিভ্যঃ স্বাহা; ত্রয়োদশীতে হইলে "ওঁ ত্রয়োদশ্যৈ স্বাহা ওঁ কামায় স্বাহা"; চতুর্দ্দশীতে হইলে "ওঁ চতুর্দ্দশ্যৈ স্বাহা ওঁ যক্ষেভ্যঃ স্বাহা"; পঞ্চদশীতে হইলে "ওঁ পঞ্চদশ্যৈ স্বাহা ওঁ পিতৃভ্যঃ স্বাহা" এবং পৌর্ণমাসীতে জন্ম হইলে "ওঁ পৌর্ণমাস্যৈ স্বাহা ওঁ বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা" এই মন্ত্রে হোম করিবে। অনন্তর নক্ষত্রহোম করিতে হয়। কৃত্তিকা নক্ষত্রে জন্ম হইলে "ওঁ

যদি কৃত্তিকায়াং জাতস্তদা ওঁ কৃত্তিকাভ্যঃ স্বাহা ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা। যদি রোহিণ্যাং তদা ওঁ রোহিণীভ্যঃ স্বাহা ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা। যদি মৃগশিরসি জাতস্তদা ওঁ মৃগশিরসে স্বাহা ওঁ সোমায় স্বাহা। যদি আর্দ্রায়াং তদা ওঁ আর্দ্রায়ৈ স্বাহা ওঁ রুদ্রায় স্বাহা। যদি পুনর্ব্বসৌ তদা ওঁ পুনর্ব্বসবে স্বাহা ওঁ অদিতয়ে স্বাহা। যদি পুষ্যায়াং তদা ওঁ পুষ্যায়ৈ স্বাহা ওঁ বৃহস্পতয়ে স্বাহা। যদ্যশ্লেষায়াং তদা ওঁ অশ্লেষাভ্যঃ স্বাহা ওঁ সর্পেভ্যঃ স্বাহা। যদি মঘায়াং তদা ওঁ মঘায়ৈ স্বাহা ওঁ পিতৃভ্যঃ স্বাহা। যদি পূর্ব্বফল্গুনীভ্যাং তদা ওঁ পূর্ব্বফল্গুনীভ্যাং স্বাহা ওঁ ভগায় স্বাহা। যদ্যুত্তরফল্গুন্যাং তদা ওঁ উত্তরফল্গুনীভ্যাং স্বাহা ওঁ অর্য্যম্নে স্বাহা। যদি হস্তায়াং

কৃত্তিকাভ্যঃ স্বাহা ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা "এই মন্ত্রে হোম করিবে। রোহিণীতে জন্ম হইলে "ওঁ রোহিণীভ্যঃ স্বাহা ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা" এই মন্ত্রে; মৃগশিরাতে হইলে "ওঁ মৃগশিরসে স্বাহা ওঁ সোমায় স্বাহা; আর্দ্রাতে হইলে "ওঁ আর্দ্রায়ৈ স্বাহা ওঁ রুদ্রায় স্বাহা"; পুনর্ব্বসুতে হইলে "ওঁ পুনর্ব্বসবে স্বাহা ওঁ অদিতয়ে স্বাহা"; পুষ্যাতে হইলে "ওঁ পুষ্যায়ৈ স্বাহা ওঁ বৃহস্পতয়ে স্বাহা"; অশ্লেষাতে হইলে "ওঁ অশ্লেষাভ্যঃ স্বাহা ওঁ সর্পেভ্যঃ স্বাহা"; মঘাতে হইলে "ওঁ মঘায়ৈ স্বাহা ওঁ পিতৃভ্যঃ স্বাহা"; পূর্ব্বফল্গুনীতে হইলে "ওঁ পূর্ব্বফল্গুনীভ্যাং স্বাহা ওঁ ভগায় স্বাহা"; উত্তরফল্গুনীতে হইলে "ওঁ উত্তরফল্গুনীভ্যাং স্বাহা

তদা ওঁ হস্তায়ৈ স্বাহা ওঁ সবিত্রে স্বাহা। যদি চিত্রায়াং তদা ওঁ চিত্রায়ৈ স্বাহা ওঁ ত্বষ্ট্রে স্বাহা। যদি স্বাত্যাং তদা ওঁ স্বাত্যৈ স্বাহা ওঁ বায়বে স্বাহা। যদি বিশাখায়াং তদা ওঁ বিশাখাভ্যঃ স্বাহা ওঁ ইন্দ্রাগ্নীভ্যাং স্বাহা। যদ্যনুরাধায়াং তদা ওঁ অনুরাধাভ্যঃ স্বাহা ওঁ মিত্রায় স্বাহা। যদি জ্যেষ্ঠায়াং তদা ওঁ জ্যেষ্ঠায়ৈ স্বাহা ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা। যদি মূলায়াং তদা ওঁ মূলায়ৈ স্বাহা ওঁ নৈঋর্তায় স্বাহা। যদি পূর্ব্বাষাঢ়ায়াং তদা ওঁ পূর্ব্বাষাঢ়াভ্যঃ স্বাহা ওঁ অদ্ভ্যঃ স্বাহা। যদ্যুত্ত-রাষাঢ়ায়াং তদা ওঁ উত্তরাষাঢ়াভ্যঃ স্বাহা ওঁ বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা। যদি শ্রবণায়াং তদা ওঁ শ্রবণায়ৈ স্বাহা ওঁ বিষ্ণবে স্বাহা। যদি ধনিষ্ঠায়াং তদা ওঁ ধনি-

---

ওঁ অর্য্যম্নে স্বাহা"; হস্তাতে হইলে "ওঁ হস্তায়ৈ স্বাহা ওঁ সবিত্রে স্বাহা" চিত্রাতে হইলে "ওঁ চিত্রায়ৈ স্বাহা ওঁ ত্বষ্ট্রে স্বাহা" স্বাতীতে হইলে "ওঁ স্বাত্যৈ স্বাহা ও বায়বে স্বাহা" বিশাখাতে হইলে "ওঁ বিশাখাভ্যঃ স্বাহা ওঁ ইন্দ্রাগ্নীভ্যাং স্বাহা"; অনুরাধাতে হইলে "ওঁ অনুরাধাভ্যঃ স্বাহা ওঁ মিত্রায় স্বাহা"; জ্যেষ্ঠাতে হইলে ওঁ জ্যেষ্ঠায়ৈ স্বাহা ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা"; মূলাতে হইলে "ওঁ মূলায়ৈ স্বাহা ওঁ নৈঋর্তায় স্বাহা;" পূর্ব্বাষাঢ়াতে হইলে "ওঁ পূর্ব্বাষাঢ়াভ্যঃ স্বাহা ওঁ অদ্ভ্যঃ স্বাহা"; উত্তরা-ষাঢ়াতে হইলে "ওঁ উত্তরাষাঢ়াভ্যঃ স্বাহা ওঁ বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা" শ্রবণাতে হইলে "ওঁ শ্রবণায়ৈ স্বাহা ওঁ বিষ্ণবে স্বাহা";

ষ্ঠাভ্যঃ স্বাহা ওঁ বসুভ্যঃ স্বাহা। যদি শতভিষায়াং তদা ওঁ শতভিষাভ্যঃ স্বাহা ওঁ বরুণায় স্বাহা। যদি পূর্ব্বভাদ্রপদায়াং তদা ওঁ পূর্ব্বভাদ্রপদাভ্যাং স্বাহা ওঁ অজৈকপাদায় স্বাহা। যদি উত্তরভাদ্রপদায়াং তদা ওঁ উত্তরভাদ্রপদাভ্যাং স্বাহা ওঁ অহিব্রধ্নায় স্বাহা। যদি রেবত্যাং তদা ওঁ রেবত্যৈ স্বাহা ওঁ পূষ্ণে স্বাহা। যদি অশ্বিন্যাং তদা ওঁ অশ্বিন্যৈ স্বাহা ওঁ অশ্বিনীকুমারাভ্যাং স্বাহা। যদি ভরণ্যাং তদা ওঁ ভরণ্যৈ স্বাহা ওঁ যমায় স্বাহা। ইতি হোমং কুর্য্যাৎ। ততো ঘৃতপ্রদীপদ্বয়ং প্রজ্বাল্য প্রদীপদ্বয়ে কুমারস্য নামদ্বয়ং পরিকল্প্য যত্র প্রদীপঃ প্রজ্বলিতস্তত্র নাম ভবেৎ। ততঃ পিতা কুমারস্য মুখনাসিকানেত্রশ্রোত্রাণি স্পৃশন্

ধনিষ্ঠাতে হইলে “ওঁ ধনিষ্ঠাভ্যঃ স্বাহা ওঁ বসুভ্যঃ স্বাহা”; শতভিষায় হইলে “ওঁ শতভিষাভ্যঃ স্বাহা ওঁ বরুণায় স্বাহা”; পূর্ব্বভাদ্রপদে হইলে “ওঁ পূর্ব্বভাদ্রপদাভ্যাং স্বাহা ওঁ অজৈকপাদায় স্বাহা”; উত্তরভাদ্রপদে হইলে “ওঁ উত্তরভাদ্রপদাভ্যাং স্বাহা ওঁ অহিব্রধ্নায় স্বাহা”; রেবতীতে হইলে “ওঁ রেবত্যৈ স্বাহা ওঁ পূষ্ণে স্বাহা”; অশ্বিনীতে হইলে “ওঁ অশ্বিন্যৈ স্বাহা ওঁ অশ্বিনীকুমারাভ্যাং স্বাহা”; এবং ভরণীনক্ষত্রে জন্ম হইলে ওঁ ভরণ্যৈ স্বাহা ওঁ যমায় স্বাহা” এই মন্ত্রে হোম করিবে। অনন্তর দুইটী ঘৃত প্রদীপ প্রজ্বালিত করত সেই প্রদীপদ্বয়ে কুমারের দুইটি নাম কল্পনা করিয়া যে প্রদীপটি প্রজ্বলিত হইবে, সেই নাম নির্দ্দেশ করিবে। পরে পিতা কুমারের মুখ, নাসিকা,

জপতি। প্রজাপতিঋ্ষিরহর্পতির্দ্দেবতা নামকরণে বিনি-
য়োগঃ। ওঁ কোঽসি কতমোঽস্যেষোঽস্যমৃতোস্যাহস্পত্যং
মাসং প্রবিশাসৌ॥ ১॥ প্রজাপতিঋ্ষিরাদিত্যো দেবতা
নামকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ স ত্বাহ্নে পরিদদাত্বহস্ত্বা রাত্র্যৈ
পরিদদাতু। রাত্রিস্ত্বাহোরাত্রাভ্যাং পরিদদাত্বহোরাত্রৌ
ত্বা অর্দ্ধমাসেভ্যস্ত্বা পরিদত্তামর্দ্ধমাসাস্ত্বা মাসেভ্যঃ পরিদ-
দাতু। মাসাস্ত্বর্ত্তুভ্যঃ পরিদদাতু ঋতবস্ত্বা সম্বৎসরায়

টীকা,—নামকরণমন্ত্রব্যাখ্যা। ওঁ কোঽসি কতমোঽস্যেষোঽস্য-
মৃতোস্যাহস্পত্যং মাসং প্রবিশাসৌ। যজুরিদমাদিত্যদৈবতং নাম-
করণে বিনিযুক্তং। অসৌ আমন্ত্রণে দেবদত্ত কোসি কস্ত্বমসি।
স্বরূপপ্রশ্নঃ। কতমোঽসি কিংজাতীয়োঽসি। জাতি প্রশ্নে। উত্তর
এযোঽসি ভবসি প্রত্যক্ষনির্দ্দেশঃ। অমৃতোঽস্যবিনাশ্যসি যতঃ অতস্ত্বং
আহস্পত্যং মাসং সূর্য্যমাসং সংক্রান্তিচিহ্নিতং প্রবিশ॥ ১॥ ওঁ স
ত্বাহ্নে পরিদদাত্বহস্ত্বারাত্র্যৈ পরিদদাতু রাত্রিস্ত্বাহোরাত্রাভ্যাং পরি-
দদাত্বহোরাত্রৌ ত্বা অর্দ্ধমাসেভ্যস্ত্বা পরিদত্তামর্দ্ধমাসাস্ত্বা মাসেভ্যঃ
পরিদদাতু মাসাস্ত্বর্ত্তুভ্যঃ পরিদদাতু। ঋতবস্ত্বা সম্বৎসরায় পরিদদাতু

নেত্র ও শ্রোত্র স্পর্শ পূর্ব্বক "প্রজাপতিঋ্ষিরহর্পতির্দ্দেবতা
নামকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ কোঽসি কতমোঽস্যেষোঽস্য
মৃতোস্যাহস্পত্যং মাসং প্রবিশাসৌ। প্রজাপতিঋ্ষিরাদিত্যো
দেবতা নামকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ স ত্বাহ্নে পরিদদাত্বহস্ত্বা
রাত্র্যৈ পরিদদাতু। রাত্রিস্ত্বাহোরাত্রাভ্যাং পরিদদাত্বহোরাত্রৌ
ত্বা অর্দ্ধমাসেভ্যস্ত্বা পরিদত্তামর্দ্ধমাসাস্ত্বা মাসেভ্যঃ পরিদদাতু।

পরিদদাতু। সম্বৎসরস্ত্বায়ুষে জরায়ৈ পরিদদাত্বসৌ ॥ ২ ॥
অত্রাসাবিতি সর্ব্বনামপদং স্থানদ্বয়েঽস্তি। তত্র কুমারস্য

সম্বৎসরস্ত্বায়ুষে জরায়ৈ পরিদদাত্বসৌ। আহস্পত্যমাসপ্রবেশস্য
ফলমেতৎ। অসৌ হে দেবদত্ত সোঽহস্পতিস্ত্বা ত্বাং অহ্নে দিবসায়

মাসাস্ত্বর্ত্তুভ্যঃ পরিদদাতু ঋতবস্ত্বা সম্বৎসরায় পরিদদাতু। সম্বৎ-
সরস্ত্বায়ুষে জরায়ৈ পরিদদাত্বসৌ। এই মন্ত্রদ্বয় জপ করিবে অর্থাৎ
"তুমি কে? তুমি কোন্ জাতীয়? এই যে তুমি, তুমি অবিনাশ্য।
তুমি সূর্য্যসম্বন্ধীয় মাসে প্রবেশ কর। হে অমুক! সূর্য্য
তোমাকে দিন হইতে দিনে অর্পণ করান্! দিন রাত্রিতে অর্পণ
করান! অহর্নিশি অর্দ্ধমাসে অর্পণ করান! অর্দ্ধমাস পূর্ণমাসে,
মাস ঋতুতে, ঋতু সম্বৎসরে এবং সম্বৎসর জরাগ্রস্ত ব্যক্তির পূর্ণা-
য়ুতে প্রবেশ করান। ১—২। এই মন্ত্র পাঠ করিবে। * কুমারের

---

* এই মন্ত্রদ্বয়ের নিগূঢ় ভাব হৃদয়ঙ্গম করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইবে যে, ইহা দ্বারা জীবাত্মার অবিনশ্বরত্ব প্রখ্যাপিত হইয়া সন্তানের রক্ষণ-সম্বন্ধে যে কিরূপ সাবধানতা সহকারে দিন দিন গণনা করিয়া যাপন করিতে হয়, তাহা বিশদরূপে প্রকাশিত হইল। ইহাতে জনক-জননীর হৃদয়ে সন্তানরক্ষণসম্বন্ধে নিশ্চয়ই শুভফল ঘটিবে সংশয় নাই। পরন্তু ইহা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, ইহা দ্বারা সন্তানের নিজের পক্ষে কি হইল? তাহার উত্তর এই যে, উহার জাতিভ্রংশকর দোষের অপনয়ন হইল অর্থাৎ যে দোষ বশতঃ জাতি বোধগম্য না হয় সেই দোষ বিদূরিত হইল। কেননা, শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্নরূপ নামকরণের ব্যবস্থা রহিয়াছে। ব্রাহ্মণেরা নামের পরে দেবশর্ম্মা, ক্ষত্রিয়েরা ত্রাতৃবর্ম্মা, বৈশ্যেরা ভূতি গুপ্ত বা দাস এবং শূদ্রেরা দাস শব্দ প্রয়োগ করিবে।

সম্বোধনান্তমমুকদেবশর্ম্মন্নিতি নামপদং প্রয়োক্তব্যং। ততঃ পিতা কুমারস্য মাতুর্ব্বামকর্ণে শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা-য়ন্তে পুত্র ইতি নাম কথয়িত্বা কুমারস্য দক্ষিণকর্ণে শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাসীতি নাম কথয়তি। ততো মাত্রে কুমারং দত্ত্বা পূর্ব্ববন্মহাব্যাহৃতিহোমং কৃত্বা প্রাদেশ-প্রমাণাং ঘৃতাক্তাং সমিধং তূষ্ণীমগ্নৌ হুত্বা সর্ব্বকর্ম্মসাধা-রণং শাট্যায়নহোমাদি-বামদেব্যগানান্তমুদীচ্যং কর্ম্ম সমাপ্য কর্ম্মকারয়িতৃব্রাহ্মণায় দক্ষিণান্দদ্যাৎ॥

ইতি সামবেদীয়-নামকরণং॥

পরিদদাতু সম্বর্দ্ধনায় যাবৎ শতায়ুস্ত্বং মাসস্য বিশেষণভূতো-প্যহস্পতিরত্র প্রাধান্যাৎ স ইত্যনেন প্রত্যবমৃষ্যতে॥ ২॥

ইতি সামবেদীয়-নামকরণমন্ত্রব্যাখ্যা॥

নাম সম্বোধনান্ত করিয়া অর্থাৎ অমুকদেবশর্ম্মন্ বলিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। তদনন্তর পিতা কুমারের মাতার বামকর্ণে "এই শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা তোমার পুত্র" এই কথা বলিয়া কুমারের দক্ষিণ কর্ণে "তুমি অমুকদেবশর্ম্মা" এই কথা কহিবেন। পরে কুমারকে জননীক্রোড়ে দিয়া পূর্ব্ববৎ মহাব্যাহৃতিহোম সাধন পূর্ব্বক প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ তূষ্ণীভাবে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করত সর্ব্বকর্ম্মসাধারণ শাট্যায়নহোমাদি বামদেব্যগানান্ত উদীচ্য কর্ম্ম সমাপন করিবে। পরিশেষে কর্ম্মকারয়িতৃ ব্রাহ্ম-ণকে দক্ষিণা দিতে হয়।

ইতি সামবেদীয় নামকরণ সমাপ্ত।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

কুমারস্য পৌষ্টিকং কর্ম্ম।

জনানাং সংবৎসরপর্য্যন্তং মাসি মাসি জন্মতিথৌ পৌর্ণমাস্যাং বা প্রাতঃ কৃতস্নানঃ পিতা ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য মৎপুত্রস্য শ্রী অমুকদেবশর্ম্মণঃ শুভকামঃ পৌষ্টিকং কর্ম্মাহং কুর্ব্বীয় ইতি সংকল্প্য বরদনামানমগ্নিং সংস্থাপ্য বিরূপাক্ষজপান্তাং কুশণ্ডিকাং সমাপ্য প্রকৃত-কর্ম্মারম্ভে প্রাদেশপ্রমাণাং ঘৃতাক্তাং সমিধং তূষ্ণীমগ্নৌ হুত্বা মহাব্যাহৃতিহোমং কুর্য্যাৎ। ততঃ ইন্দ্রাগ্নীভ্যাং স্বাহা। ওঁ দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং স্বাহা। ওঁ বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা। ইত্যাহুতিত্রয়ং দদ্যাৎ। ততো নামকরণোক্ত-ক্রমবিপর্য্যয়েণ জন্মতিথিদেবতানক্ষত্রদেবতয়োর্হোমং

অনুবাদ।—সন্তান জন্মগ্রহণের পর সম্বৎসর পর্য্যন্ত মাসে মাসে জন্মতিথিতে অথবা পূর্ণিমাতে প্রাতঃকালে পিতা কৃতস্নান হইয়া "ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য" ইত্যাদি মূলের লিখিত মন্ত্রে সঙ্কল্প করিয়া বরদ নামা অগ্নি স্থাপন পূর্ব্বক বিরূপাক্ষজপান্তা কুশণ্ডিকা সমাপন করত প্রকৃত-কর্ম্মারম্ভে প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ তূষ্ণীভাবে অগ্নিতে আহুতি দিয়া মহাব্যাহৃতি-হোম করিবে। তৎপরে "ওঁ ইন্দ্রাগ্নীভ্যাং স্বাহা" "ওঁ দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং স্বাহা" "ওঁ বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা" এই তিন মন্ত্রে তিনটী আহুতি দিতে হয়। অনন্তর নামকরণোক্তক্রমবিপর্য্যয়ানুসারে

কুর্য্যাৎ। প্রথমং তিথিদেবতায়ৈ ততস্তিথয়ে। প্রথমং নক্ষত্রদেবতায়ৈ ততো নক্ষত্রায়। তেন যদি প্রতিপদি জাতস্তদা ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা ওঁ প্রতিপদে স্বাহা। যদি কৃত্তিকায়াং জাতস্তদা ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা ওঁ কৃত্তিকাভ্যঃ স্বাহা। ইত্যাহুতীর্জুহুয়াৎ। এবমন্যদপ্যূহনীয়ং। ততো মহাব্যাহৃতিহোমং কৃত্বা প্রাদেশপ্রমাণাং ঘৃতাক্তাং সমিধং তূষ্ণীমগ্নৌ হুত্বা প্রকৃতং কর্ম্ম সমাপ্য সর্ব্বকর্ম্মসাধারণং শাট্যায়নহোমাদি-বামদেব্যগানান্তমুদীচ্যং কর্ম্ম সমাপ্য কর্ম্মকারয়িতৃব্রাহ্মণায় দক্ষিণান্দদ্যাৎ॥

ইতি কুমারস্য পৌষ্টিকং কর্ম্ম॥

জন্মতিথি-দেবতার উদ্দেশে এবং নক্ষত্র-দেবতার উদ্দেশে হোম করিবে। প্রথমে তিথিদেবতায়ৈ বলিয়া পরে তিথয়ে উচ্চারণ পূর্ব্বক হোম করিতে হয় এবং প্রথমে নক্ষত্র-দেবতার হোম করিয়া পরে নক্ষত্রের হোম করিবে। অর্থাৎ যদি প্রতিপদে জন্ম হইয়া থাকে, তাহা হইলে "ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা ওঁ প্রতিপদে স্বাহা" এই বলিয়া এবং কৃত্তিকানক্ষত্রে জন্ম হইলে "ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা ওঁ কৃত্তিকাভ্যঃ স্বাহা" এই মন্ত্রে হোম করিবে। এইরূপেই আহুতি দিবে। তদনন্তর মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ তূষ্ণীভাবে অগ্নিতে হোম করত প্রকৃত-কর্ম্ম সমাপন পূর্ব্বক সর্ব্বকর্ম্মসাধারণ শাট্যায়ন-হোমাদি-বামদেব্যগানান্ত উদীচ্য কর্ম্ম সমাধা করিবে। পরিশেষে কর্ম্মকারয়িতৃ-ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিতে হয়।

ইতি সামবেদীয় পৌষ্টিক কর্ম্ম।

নবমোঽধ্যায়ঃ।

অন্নপ্রাশনম্। *

তত্র ষষ্ঠে অষ্টমে বা মাসি পুংসঃ স্ত্রিয়াস্তু পঞ্চমে সপ্তমে বা মাসি শুভে দিনে কৃতস্নানঃ কৃতবৃদ্ধিশ্রাদ্ধঃ পিতা শুচিনামানমগ্নিং সংস্থাপ্য বিরূপাক্ষজপান্তাং কুশণ্ডিকাং সমাপ্য প্রকৃতকর্ম্মারম্ভে প্রাদেশপ্রমাণাং ঘৃতাক্তাং সমিধং তূষ্ণীমগ্নৌ হুত্বা মহাব্যাহৃতিহোমং

অনুবাদ।—পুত্র-সন্তানের পক্ষে ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে এবং কন্যা-সন্তানের পক্ষে পঞ্চম বা সপ্তম মাসে শুভ দিনে পিতা স্নান ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সমাধা পূর্ব্বক শুচি নামক অগ্নিকে স্থাপন করিয়া বিরূপাক্ষ-জপান্তা কুশণ্ডিকা সমাপন করত প্রকৃতকর্ম্মারম্ভে প্রাদেশ-

---

* শৈশবাস্থার তৃতীয় সংস্কারকেই অন্নপ্রাশন কহে। পুত্র সন্তান হইলে ছয় মাসে বা আট মাসে এবং কন্যা সন্তান হইলে পঞ্চম বা সপ্তম মাসে এই সংস্কার করণীয়। এই সংস্কার দ্বারা শিশুর সঙ্করীকরণ-দোষের অপনোদন হয়। খাদ্যাখাদ্য-বিচার-রাহিত্যই সঙ্করীকরণ-দোষের লক্ষণ। এই সংস্কার দ্বারা শিশুর খাদ্যদ্রব্য নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। আমাদিগের দেশে এখন এই রীতি প্রচলিত হইয়া গিয়াছে যে, মাতুলকেই অন্ন খাওয়াইয়া দিতে হয়, তাঁহার অভাবে অন্য ব্যক্তি খাওয়াইবে; কিন্তু পিতা মাতা নহেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আমাদিগের বঙ্গদেশে গোষ্ঠীপতি দ্বিজাতিরা দৌহিত্র সন্তানের প্রতি বিশেষ আদর প্রদর্শন পূর্ব্বকই এই রীতি প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন। পরন্তু উহা তাদৃশ দোষাবহ নহে।

কুর্য্যাৎ। যথা প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ স্বাহা। প্রজাপতির্ঋষিরুষ্ণিকৃছন্দো বায়ুর্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভুবঃ স্বাহা। প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বঃ স্বাহা। ততঃ প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দ আদিত্যো দেবতা পুরুষাধিপত্যকামস্য চতুষ্পথেঽগ্নাবাদিত্যাভিমুখস্যাজ্য-হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অন্নং বৈকচ্ছন্দস্যমন্নং হ্যেকং ভূতেভ্যশ্ছন্দয়তি স্বাহা। প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দ

টীকা,—অন্নপ্রাশনমন্ত্রব্যাখ্যা। অন্নং বা একচ্ছন্দস্যমন্নং হ্যেকং ভূতেভ্যশ্ছন্দয়তি স্বাহা। গায়ত্রীয়মাদিত্যো দেবতা পুরুষাধিপত্য-কামস্য চতুষ্পথেঽগ্নাবাদিত্যাভিমুখস্যাজ্যহোমে বিনিযুক্তা। অন্নং বৈ কিল একছন্দস্যং একং প্রধানং ত্রয়াত্মকত্বেনাত্মনোঽদাদি-ত্যর্থঃ। একচ্ছন্দস্তত্রভবং একচ্ছন্দস্যং। কিন্তুদন্নং হি যস্মাৎ একং ভূতেভ্যঃ ভূতানাং তৃপ্ত্যর্থং ছন্দয়তি প্রবর্ত্তয়তি অয়মর্থঃ। যথা

প্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ তুষ্ণীভাবে অগ্নিতে আহুতি দিয়া মহাব্যাহৃতি হোম করিবে। মহাব্যাহৃতি হোমের মন্ত্র মূলে লিখিত আছে। পরে "প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দ আদিত্যো দেবতা পুরুষাধিপত্য-কামস্য চতুষ্পথেঽগ্নাবাদিত্যাভিমুখস্যাজ্যহোমে বিনিয়োগঃ ওঁ অন্নং বৈকচ্ছন্দস্যমন্নং" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা হোম করিতে হয়। উক্ত মন্ত্রের ভাবার্থ এই যে, "অন্নই এক আচ্ছাদক অর্থাৎ রক্ষক। অন্নই অখিল ভূতকে রক্ষা করে। অন্নযুক্ত অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যসমন্বিত

আদিত্যো দেবতা পুরুষাধিপত্যকামস্য চতুষ্পথেঽগ্না- বাদিত্যাভিমুখস্যাজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ শ্রীর্যা এষা যৎ সত্বানো বিরোচনো ময়ি সত্বমবদধাতু স্বাহা। প্রজা- পতির্ঋষির্বৃহতীচ্ছন্দ আদিত্যো দেবতা পুরুষাধিপত্য- কামস্য চতুষ্পথেঽগ্নাবাদিত্যাভিমুখস্যাজ্যহোমে বিনি- য়োগঃ। ওঁ অন্নস্য ঘৃতমেব রসস্তেজঃ সম্পৎকামো জুহোমি স্বাহা। প্রজাপতির্ঋষিঃ ক্ষুদ্দেবতা বৃত্ত্যবিচ্ছি- ত্তিকামস্য সায়ংপ্রাতঃ ক্ষুদ্ধোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ক্ষুধে স্বাহা। প্রজাপতির্ঋষিঃ ক্ষুৎপিপাসে দেবতে বৃত্ত্যবিচ্ছি-

---

আদিত্যস্য রশ্মিজালং বৃষ্ট্যম্ভসা লোকান্ ছন্দয়তি আবৃণোতি তথান্নমপি আদিত্যপ্রসাদাৎ বহুতরং ভবতু যেনাহং পুরুষেষ্বধি পতির্ভবামি। একছন্দস্যমিতি ভবেচ্ছন্দসীতি যৎ। ওঁ শ্রীর্য এষা যৎ সত্বানো বিরোচনো ময়ি সত্বমবদধাতু। যজুরিদং শ্রীর্বৈ কিল এষা প্রত্যক্ষা কিয়ৎ সত্বানঃ ঈশ্বরাস্তেষু মধ্যে বিরোচন আদিত্যো ময়ি সত্বং আধিপত্যং অবদধাতু অর্পয়তু। সত্বান ইতি সচ্ছান্মত্বর্থে ছন্দসি বনীবনি পে বক্তব্যাবিতি বনিপ্। ওঁ অন্নস্য ঘৃতমেব রসস্তেজঃ সম্পৎকামো জুহোমি। বৃহতীয়ং। অন্নস্য ঘৃতমেব রসঃ সারঃ তথা চ যদ্ঘৃতং তদ্ ভোজনমিতি জনাপবাদঃ। তেজঃ সম্পৎ আধিপত্যং তৎ

ব্যক্তিগণই শ্রী; তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিরোচন অর্থাৎ সূর্য্যদে অন্ন দ্বারা আধিপত্য অর্পণ করুন্। যাবতীয় অন্নরসের শ্রে ঘৃত এবং তিনিই তেজঃ ও সম্পৎ, আমি তদিচ্ছায় হো

ত্তিকামস্ত সায়ং প্রাতঃ ক্ষুত্তৃড্ঢোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ *ক্ষুৎপিপাসাভ্যাং স্বাহা। ওঁ প্রাণায় স্বাহা। ওঁ অপানায় স্বাহা। ওঁ সমানায় স্বাহা। ওঁ উদানায় স্বাহা। ওঁ ব্যানায় স্বাহা* ইত্যাহুতীর্জুহুয়াৎ। ততো মহাব্যাহৃতিহোমং কৃত্বা প্রাদেশপ্রমাণাং ঘৃতাক্তাং সমিধং তূষ্ণীমগ্নৌ হুত্বা প্রকৃতং কর্ম্ম সমাপ্য সর্ব্বকর্ম্মসাধারণং শাট্যায়নহোমাদি-বামদেব্যগানান্তমুদীচ্যং কর্ম্ম সমাপ্য অনেন মন্ত্রেণ কুমা-রস্ত মুখে অন্নং দদ্যাৎ। প্রজাপতির্ঋষির্বৃহতীচ্ছন্দোঽন্ন-

---

কামায়মানো জুহোমি ঘৃতং। ওঁ ক্ষুৎপিপাসাভ্যাং। যজুষী ইমে বৃত্ত্যবিচ্ছিত্তিকামস্য সায়ং প্রাতঃ ক্ষুৎতৃড্ঢোমে বিনিযুক্তে। ক্ষুৎপিপাসে দৈবতে। ওঁ অন্নপতেঽন্নস্য নো ধেহ্যনমীরস্য শুষ্মিণঃ প্রদাতারং তার্ষ উর্জ্জং নো ধেহি দ্বিপদে শং চতুষ্পদে। বৃহতীয়ং। অন্নপতির্দেবতা অন্নপ্রাশনে বিনিযুক্তা। হে অন্ন-পতে হে সূর্য্য আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজা ইতি স্মৃতেঃ। অন্নস্য অদনীয়স্য। অনমীরস্য আরোগ্যকরস্য শুষ্মিণঃ অগ্নিবৃদ্ধিকরস্য উর্জ্জং বলং ধেহি। কিঞ্চ অন্নস্য প্রদাতারং তার্ষ তারয়ত। তথা নোঽস্মাকং দ্বিপদে শং চতুষ্পদে

করিতেছি।” ইত্যাদি মন্ত্রে হোম করিবে। পরে মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ তূষ্ণীভাবে আহুতি দিয়া প্রকৃতকর্ম্ম সমাপন পূর্ব্বক সর্ব্বকর্ম্মসাধারণ শাট্যায়ন-হোমাদি বামদেব্যগানান্ত উদীচ্য কর্ম্ম সমাপন করত “প্রজা-পতির্ঋষির্বৃহতীচ্ছন্দোঽন্নপতির্দ্দেবতা কুমারস্যান্নপ্রাশনে বিনি-

পতির্দ্দেবতা কুমারস্যান্নপ্রাশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অন্ন-পতেঽন্নস্য নো ধেহ্যনমীরস্য শুষ্মিণঃ প্রদাতারং তার্ষ ঊর্জ্জং নো ধেহি দ্বিপদে শং চতুষ্পদে স্বাহা ইতি। ততঃ কর্ম্মকারয়িতৃব্রাহ্মণায় দক্ষিণান্দদ্যাৎ॥

ইতি সামবেদীয়-অন্নপ্রাশনং॥

চ শং সুখং ধেহি অনমীর রোগ উচ্যতে। তার্ষ ইতি তৄ প্লবন-তরণয়োঃ ণ্যন্তাৎ প্রার্থনায়াং লিঙ্ লোটসিপ্ লোটাহ্তাটাবিতি আটসির্ব্বহুলং নেচীতি সিপ্। আগমানিত্যান্দেটসি লোপঃ ইতশ্চ লোপঃ। পরস্মৈপদীম্বিতি ইকারলোপঃ সকারস্য রুত্বং সন্বয়লোপঃ॥

ইতি সামবেদীয়-অন্নপ্রাশনমন্ত্রব্যাখ্যা॥

য়োগঃ। ওঁ অন্নপতেঽন্নস্য নো ধেহ্যনমীরস্য শুষ্মিণঃ প্রদাতারং তার্ষ ঊর্জ্জং নো ধেহি দ্বিপদে শং চতুষ্পদে স্বাহা” এই মন্ত্রে অর্থাৎ “অন্নপতি সূর্য্য আরোগ্যপ্রদ ও অগ্নিবর্দ্ধক অন্নবল সমর্পণ করুন এবং অন্নদাতাকে পরিত্রাণ করুন্। আমাদিগকে চতুষ্পদাবস্থায় অর্থাৎ যুগ্মকভাবে এবং দ্বিপদাবস্থায় অর্থাৎ অযুগ্মভাবে কল্যাণ বিধান করুন্।” এই মন্ত্রে কুমারের মুখে অন্ন প্রদান করিবে। তদনন্তর কর্ম্মকারয়িতৃ-ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিতে হয়।

ইতি সামবেদীয় অন্নাশন সমাপ্ত।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

পুত্রমূর্দ্ধাভিঘ্রাণং কর্ম্ম। *

তত্র চিরপ্রবাসাদাগতঃ পিতা শুচিঃ পূর্ব্বাভিমুখো জ্যষ্ঠপুত্রক্রমেণ হস্তাভ্যাং পুত্রস্য মূর্দ্ধানমুপসংগৃহ্য মন্ত্রত্রয়ং জপতি। প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ প্রজাপতির্দ্দেবতা পুত্রস্য মূর্দ্ধানমুপসংগৃহ্য জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ অঙ্গাদঙ্গাৎ সংশ্রবসি হৃদয়াদধিজায়সে। প্রাণস্তে

টীকা,—মূর্দ্ধাভিঘ্রাণমন্ত্রব্যাখ্যা। ওঁ অঙ্গাদঙ্গাৎ সংশ্রবসি হৃদয়াদধিজায়সে। প্রাণস্তে প্রাণেন সন্দধামি জীবসে যাবদায়ুষং। অনুষ্টুবিয়ং প্রাজাপত্যা মূর্দ্ধোপগ্রহণে বিনিযুক্তা। হে পুত্র যতস্ত্বং মমাঙ্গাদঙ্গাৎ শিরোগ্রীবাদিভ্যঃ সংশ্রবসি সংশ্রুতোসি তথা হৃদয়াদধিজায়সে। হৃদয়াৎ সর্ব্বগাত্রেভ্যঃ প্রধানভূতাদধিজায়সে উৎপন্নোসি। তস্যেত্থম্ভূতস্য তে তব প্রাণং প্রাণবায়ুং

অনুবাদ,—চিরপ্রবাস হইতে আগত পিতা পবিত্রভাবে পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া হস্তদ্বয় দ্বারা জ্যেষ্ঠপুত্রাদিক্রমে মস্তক ধারণ পূর্ব্বক "প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ প্রজাপতির্দ্দেবতা পুত্রস্য মূর্দ্ধানমুপসংগৃহ্য জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ অঙ্গাদঙ্গাৎ সংশ্রবসি হৃদয়াদধি-

* পুত্রমূর্দ্ধাভিঘ্রাণকর্ম্ম আর কিছুই নহে, পুত্রের প্রতি আন্তরিক স্নেহাধিক্য প্রকাশ মাত্র। পিতা প্রবাস হইতে আসিয়া কিরূপ স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করেন, তাহাই ইহা দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে।

প্রাণেন সন্দধামি জীবসে যাবদায়ুষং ॥ ১ ॥ ওঁ অঙ্গা-দঙ্গাৎ সম্ভবসি হৃদয়াদধিজায়সে। বেদো বৈ পুত্রনামাসি সংজীব শরদঃ শতং ॥ ২ ॥ ওঁ অশ্মা ভব পরশুর্ভব

প্রাণেনৈব সন্দধামি সততমবিচ্ছিন্নং করোমি তৎসম্বন্ধাৎ ত্বং যাবদায়ুষং শতবর্ষপর্য্যন্তং জীব শতায়ুর্বৈ পুরুষ ইতি শ্রুতেঃ। যাবদায়ুষমিতি অব্যয়ীভাবে শরৎপ্রভৃতিভ্য ইত্যচ্‌॥ ১ ॥ ওঁ অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবসি হৃদয়াদধিজায়সে। বেদো বৈ পুত্রনামাসি সঞ্জীব শরদঃ শতং। বেদো বৈ কিল অসি পুত্রনামাসি। বেদাধ্যেতরি। বেদশব্দপ্রয়োগঃ কঠশাখাধ্যেতরি কচশব্দ-প্রয়োগবৎ ॥ ২ ॥ ওঁ অশ্মা ভব পরশুর্ভব হিরণ্যমমৃতং ভব আত্মাসি মা মৃথাঃ সঞ্জীব শরদঃ শতং। হে পুত্র অশ্মা পাষাণ ইব দৃঢ়ো নির্ব্যাধির্ভব। পরশুঃ কুঠার ইব ছেদকো ভব।

জায়সে। প্রাণং তে প্রাণেন সন্দধামি জীবসে যাবদায়ুষং।” ইত্যাদি তিনটী মন্ত্র জপ করিবে অর্থাৎ “হে পুত্র! তুমি আমার মস্তক গ্রীবা প্রভৃতি অঙ্গ হইতে সংশ্রুত হইয়াছ; তুমি আমার হৃদয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছ। আমি প্রাণ দ্বারা তোমার প্রাণবায়ুকে সতত অবিচ্ছিন্ন করিতেছি, তুমি শত বর্ষ পর্য্যন্ত জীবিত থাক। ১।” “হে পুত্র! তুমি আমার গ্রীবাদি সমস্ত অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছ, তুমি আমার হৃদয় হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, তুমি বেদস্বরূপ, তুমিই পুত্রনামা, তুমি শতবর্ষজীবী হও। ২।” “হে পুত্র! তুমি পাষাণ-স্বরূপ দৃঢ় অর্থাৎ নির্ব্যাধি হও, তুমি কুঠারবৎ ছেদক হও

হিরণ্যমমৃতং ভব আত্মাসি পুত্র মা মৃথাঃ সংজীব শরদঃ শতং ॥ ৩ ॥ ততো অনেন মন্ত্রেণ পুত্রস্য শিরঃ পিতা জিঘ্রতি। প্রজাপতির্ঋষিঃ প্রজাপতির্দ্দেবতা পুত্রস্য মূর্দ্ধাভিঘ্রাণে বিনিয়োগঃ। ওঁ পশূনাং ত্বা হুঙ্কারেণাভি-জিঘ্রাম্যসৌ ॥ ৪ ॥ অত্রাসাবিতি সর্ব্বনামস্থানে সম্বো-ধনান্তং পুত্রস্য নাম প্রয়োক্তব্যং। ততো বামদেব্যং গীত্বাচ্ছিদ্রমবধারয়েৎ। অথ পিতা যদি প্রবাসং ন গতঃ

ন চ্ছেদ্যঃ। তথা হিরণ্যং সুবর্ণং অমৃতং অন্যৈস্তাম্রাদিভিরপ-দ্রব্যৈরাচ্ছাদিতং যন্ন ভবতি তত্ত্বং শুদ্ধসুবর্ণমিব ভব। আত্মাসি অহমিব ত্বং অতো মা মৃথাঃ মা ম্রিয়স্ব ॥ ৩ ॥ ওঁ পশূনাং ত্বা হুঙ্কারেণাভিজিঘ্রাম্যসৌ। যজুরিদং। অসৌ হে পুত্র ত্বা ত্বাং অহং পিতা পশূনাং হুঙ্কারেণ হুঙ্কৃতেনাভিজিঘ্রামি মূর্দ্ধ্নি চুম্বামি।

অর্থাৎ কাহারও ছেদ্য হইও না, তুমি বিশুদ্ধ স্বর্ণস্বরূপ হও, তুমি আমার আত্মাস্বরূপ, যেন তোমার মৃত্যু হয় না, তুমি শত-বর্ষ যাবৎ জীবন ধারণ কর। ৩।" এই তিনটী মন্ত্র জপ করিবে। অনন্তর পিতা "হে পুত্র! আমি পশুবৎ হুঙ্কার দ্বারা অর্থাৎ ধেনু প্রভৃতি পশুরা বন হইতে আগত হইয়া যেরূপ স্বীয় বৎসগণের অভিমুখে গমন পূর্ব্বক তাহাদিগকে আঘ্রাণ করে, সেইরূপ তোমাকেও আঘ্রাণ করিতেছি।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পুত্রের মস্তক আঘ্রাণ করিবে। ৪। মূলে মন্ত্রমধ্যে যে "অসৌ" পদ আছে, তথায় সম্বোধনান্ত পুত্রনাম প্রয়োগ করিতে হয়। অনন্তর বামদেব্যগানান্তে অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে। যদি পিতা

গৃহ এব তিষ্ঠতি তদা পুত্রো সদা মমায়ং পিতা ইতি জানাতি তদৈতৎ কর্ম্ম কর্ত্তব্যং। অথ যদি তৎকালে ন কৃতং তদোপনয়নানন্তরং কর্ত্তব্যং॥

ইতি পুত্রস্য মূর্দ্ধাভিঘ্রাণং কর্ম্ম॥

যথা গাবো বনাদাগতাঃ স্বপুত্রকানাভিমুখ্যেন জিঘ্রন্তি তথাহমপি ত্বাং॥ ৪॥

ইতি মূর্দ্ধাভিঘ্রাণমন্ত্রব্যাখ্যা॥

প্রবাসে না থাকেন, গৃহেই অবস্থান করেন এবং পুত্রও "আমার পিতা ইনি" এইরূপ অবগত থাকে, তথাপি এই কর্ম্ম করিবে। যথাকালে না হইলে উপনয়নানন্তর এই কর্ম্ম সম্পাদন করিতে হয়।

ইতি পুত্রমূর্দ্ধাভিঘ্রাণকর্ম্ম সমাপ্ত।

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

চূড়াকরণম্। *

তত্র কুলাচারবশাৎ প্রথমে তৃতীয়ে বা বর্ষে চূড়াকরণং কর্ত্তব্যং। তত্র প্রথমং প্রাতঃ কৃতস্নানঃ কৃতবৃদ্ধিশ্রাদ্ধঃ পিতা সত্যনামানমগ্নিং সংস্থাপ্য বিরূপাক্ষজপান্তাং কুশণ্ডিকাং সমাপ্যাগ্নের্দ্দক্ষিণত একবিংশতিদর্ভপিঞ্জলীঃ সপ্তসপ্তভিরেকীকৃত্য কুশান্তরেণ বেষ্টয়িত্বা উষ্ণোদকসহিতং কাংস্যপাত্রং তাম্রনির্ম্মিতং

অনুবাদ।—কুলাচারানুসারে প্রথম বৎসরে, অথবা তৃতীয় বর্ষে চূড়াকরণ করণীয়। প্রথমতঃ পিতা প্রাতঃকালে স্নান ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সম্পাদন পূর্ব্বক সত্যনামা অগ্নিকে স্থাপন করিয়া বিরূপাক্ষজপান্তা কুশণ্ডিকা সমাপন করত অগ্নির দক্ষিণে একবিংশতি কুশগুচ্ছ সপ্ত সপ্ত সংখ্যায় একত্র করিয়া কুশান্তর দ্বারা বেষ্টন করিবে এবং

---

* চূড়াকরণ একটী কৈশোর সংস্কার বলিয়া পরিগণিত। যদিও ইহা বাল্যে নির্ব্বাহ করার রীতি ছিল, কিন্তু এক্ষণে তাহা না হইয়া একেবারে কৈশোরকালেই নির্ব্বাহিত হয়। ইহার মুখ্য কাল একবর্ষ বা তৃতীয় বৎসর। কিন্তু পাঁচবৎসর-প্রভৃতি অন্যান্য অযুগ্ম বর্ষেও নিষ্পাদিত হইয়া থাকে। এই সংস্কার দ্বারা অপাত্রীকরণ-দোষের বিদূরণ হয়। কেশমুণ্ডনই ইহার প্রধান কার্য্য। গর্ভাবস্থায় সন্তানের মস্তকে যে কেশ উৎপন্ন হয়, তাহা নিঃশেষে উন্মূলিত করিয়া এই সংস্কার দ্বারা শিশুকে শিক্ষা এবং সংস্কারের পাত্রীভূত করা হইয়া থাকে।

ক্ষুরং তদভাবে দর্পণং বা লৌহক্ষুরপাণিনাপিতঞ্চ অগ্নে-রুত্তরতো বৃষগোময়ং তিলতণ্ডুলমাষসিদ্ধঞ্চ কৃষরং অগ্নেঃ পুরস্তাৎ মিশ্রিতব্রীহিযবপূরিতপাত্রত্রয়ং মিশ্রিততিল-তণ্ডুলমাষপূরিতপাত্রত্রয়ঞ্চ স্থাপয়েৎ। মাতা শুচিনা বস্ত্রেণ কুমারমাচ্ছাদ্য ক্রোড়ে নিধায়াগ্নেঃ পশ্চিমতো ভর্ত্তুর্ব্বামপার্শ্বে উত্তরাগ্রেষু কুশেষু প্রাঙ্মুখী উপবিশতি। ততঃ পিতা প্রকৃতকর্ম্মারম্ভে প্রাদেশপ্রমাণাং ঘৃতাক্তাং সমিধং তূষ্ণীমগ্নৌ হুত্বা ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোমং কুর্য্যাৎ। প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা মহা-ব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ স্বাহা। প্রজাপতি-র্ঋষিরুষ্ণিকৃছন্দো বায়ুর্দ্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনি-য়োগঃ। ওঁ ভুবঃ স্বাহা। প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বঃ

উষ্ণোদকসহিত কাংস্যপাত্র, তাম্রনির্ম্মিত ক্ষুর, তদভাবে দর্পণ বা লৌহক্ষুরহস্ত নাপিতকে; অগ্নির উত্তরদিকে বৃষগোময় ও তিল-তণ্ডুল মাষসিদ্ধ কৃষর আর অগ্নির সম্মুখভাগে মিশ্রিত ব্রীহি-যবপূরিত পাত্রত্রয় ও মিশ্রিত-তিল তণ্ডুলমাষ-পূরিত পাত্রত্রয় স্থাপন করিবে। মাতা কুমারকে পবিত্র বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক অগ্নির পশ্চিমে পতির বামপার্শ্বে উত্তরাগ্র কুশোপরি প্রাঙ্মুখী হইয়া উপবেশন করিবেন। অনন্তর পিতা প্রকৃত-কর্ম্মারম্ভে প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ তুষ্ণীভাবে অগ্নিতে আহুতি দিয়া ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতি হোম করিবেন। উক্ত

স্বাহা। প্রজাপতির্ঋষির্বৃহতীচ্ছন্দঃ প্রজাপতির্দ্দেবতা ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা। ততঃ পিতোত্থায় প্রাঙ্মুখঃ কুমারস্য মাতুঃ পশ্চিমতোঽবস্থিতঃ ক্ষুরপাণিং নাপিতং পশ্যন্ তমেব সবিতৃরূপং ধ্যায়ন্ জপেৎ। প্রজাপতির্ঋষিঃ সবিতা দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ আয়মগাৎ সবিতা ক্ষুরেণ ॥ ১ ॥ ততঃ উষ্ণোদকসহিতং কাংস্যপাত্রস্থিতোদকং পশ্যন্ বায়ুং মনসা ধ্যায়ন্ জপেৎ। প্রজাপতির্ঋষির্ব্বায়ুর্দ্দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ উষ্ণেন বায় উদকেনৈধি। ২ ॥ ততঃ কাংস্যপাত্রস্থিতো-

---

টীকা,—ওঁ আয়মগাৎ সবিতা ক্ষুরেণ। সপ্তৈমানি যজূংষি। চূড়াকরণে বিনিযুক্তানি। প্রতিমন্ত্রোপাত্তসবিতাদেবতাকানি। হে কুমার অয়ং নাপিতঃ সবিতা দেবঃ ক্ষুরেণ আ আগাৎ আগতবান্ এতচ্চূড়াকরণায় আঙো ব্যবহিতোপসর্গসম্বন্ধঃ ॥ ১ ॥ ওঁ উষ্ণেন বায় উদকেনৈধি। হে বায়ো ত্বমপি উষ্ণেনো-

---

হোমের মন্ত্র মূলের মধ্যে লিখিত আছে। তদনন্তর পিতা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কুমারের জননীর পশ্চিমে অবস্থান করত ক্ষুরহস্ত নাপিতকে দর্শন করিয়া তাহাকে সবিতৃরূপ ধ্যানে "হে কুমার! এই নাপিতরূপী সবিতৃদেব ক্ষুরহস্তে আগমন করিয়াছেন।" এই মন্ত্র জপ করিবেন। ১। পরে কাংস্যপাত্রস্থিত উষ্ণোদকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মনে মনে বায়ুকে ধ্যান করত "হে বায়ো! তুমিও গৃহীত উষ্ণোদক দ্বারা কুমারের মস্তক

ষ্ণোদকেন দক্ষিণহস্তগৃহীতেন দক্ষিণকপুষ্টিকামনেন মন্ত্রেণ ক্লেদয়তি। কপুষ্টিকাশব্দেন দক্ষিণোত্তরতঃ শিখা-স্থানাদধঃ শিরসঃ কর্ণাভিমুখদেশ-উচ্যতে। প্রজাপতি-ঋষিরাপো দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ আপ উন্দন্তু জীবসে॥৩॥ ততঃ তাম্রক্ষুরং তদভাবে দর্পণং বা পশ্যন্ জপতি। প্রজাপতিঋষির্বিষ্ণুর্দ্দেবতা চূড়া-করণে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিষ্ণোর্দ্দংষ্ট্রোসি॥৪॥ ততঃ কুশবদ্ধসপ্তদর্ভপিঞ্জলীগৃহীত্বা ক্লিন্নদক্ষিণকপুষ্টিকাদেশেঽ-নেন মন্ত্রেণ ঊর্দ্ধমূলা নিদধ্যাৎ। প্রজাপতিঋষিরোষধি-

---

দকেন গৃহীতেন কুমারশিরঃ প্লাবয়িতুং ঐধি আগচ্ছ। অজিত-শ্চেতি দ্বিভাবঃ॥২॥ ওঁ আপ উন্দন্তু জীবসে। বায়ুনা যা আনীতা আপঃ হে কুমার তাস্ত্বাং উন্দন্তু ক্লেদয়ন্তু উন্দী ক্লেদনে। কিমর্থং জীবসে জীবনায়। জীবসে ইতি তুমর্থেঽস ইত্যা-দিনা অসপ্রত্যয়ঃ॥৩॥ ওঁ বিষ্ণোর্দ্দংষ্ট্রোঽসি। হে ক্ষুর ত্বং

অভিষেকার্থ আগমন কর" এই মন্ত্র জপ করিবে।২। অনন্তর দক্ষিণহস্তগৃহীত কাংস্যপাত্রস্থ উষ্ণোদক দ্বারা "হে কুমার! বায়ু দ্বারা আনীত জলসমূহ জীবনার্থ তোমাকে ক্লিন্ন করুন্।" এই মন্ত্র দ্বারা কপুষ্টিকা* ক্লিন্ন করিবে।৩। তৎপরে তাম্রক্ষুর অথবা তদভাবে দর্পণ দেখাইয়া এই মন্ত্র জপ করিবে যে, "হে ক্ষুর! তুমি বিষ্ণুর দন্তস্বরূপ।"৪। তদনন্তর কুশবদ্ধ সপ্ত দর্ভগুচ্ছ লইয়া পূর্ব্বোক্ত ক্লিন্ন-দক্ষিণ-কপুষ্টিকাদেশে "হে দর্ভ!

---

* কপুষ্টিকা।—শিখাস্থান হইতে উভয়-পার্শ্বদিকে অধঃশিরের যে অংশ কর্ণদ্বয়াভিমুখে গিয়াছে।

র্দ্দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ওষধে ত্রায়-স্বৈনং ॥ ৫ ॥ ইতি মন্ত্রেণ দর্ভপিঞ্জলীং কেশে বধ্নীয়াৎ ॥৫॥ ততো বামহস্তগৃহীতদর্ভপিঞ্জলীসহিতকপুষ্টিকাদেশে দক্ষিণহস্তগৃহীততাম্রক্ষুরং তদভাবে দর্পণং বা অনেন মন্ত্রেণ নিদধ্যাৎ। প্রজাপতির্ঋষিঃ স্বধিতির্দ্দেবতা চূড়া-করণে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বধিতে মৈনং হিংসীঃ ॥ ৬ ॥ ততঃ কেশচ্ছেদো যথা ন ভবতি তথা তাম্রক্ষুরং দর্পণং বা তত্রৈব কপুষ্টিকাদেশেঽনেন মন্ত্রেণ প্রেরয়েৎ। প্রজা-পতির্ঋষিঃ পূষা দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ যেন পূষা বৃহস্পতের্ব্বায়ুরিন্দ্রস্য চাবপৎ তেন তে বপামি

বিষ্ণোর্দ্দংষ্ট্রোঽসি দন্তোঽসি ॥ ৪ ॥ ওঁ ওষধে ত্রায়স্বৈনং। হে ওষধে হে দর্ভ এনং কুমারং ত্রায়স্ব রক্ষ ॥ ৫ ॥ ওঁ স্বধিতে মৈনং হিংসীঃ। স্বধিতিরৌডুম্বরঃ ক্ষুরঃ। হে স্বধিতে এনং কুমারং মা হিংসীঃ ন হিংসিষ্যসি ॥ ৬ ॥ ওঁ যেন পূষা বৃহস্পতের্ব্বায়ুরিন্দ্রস্য

তুমি এই কুমারকে রক্ষা কর” এই মন্ত্রে ঊর্দ্ধমূলভাবে সেই দর্ভগুচ্ছ কেশে বন্ধন করিবে। ৫। পরে বামহস্ত-গৃহীতদর্ভগুচ্ছ-সহিতকপুষ্টিকাদেশে দক্ষিণ হস্ত-গৃহীত তাম্রক্ষুর অথবা তদভাবে দর্পণ স্থাপন করিবে। “হে ক্ষুর! এই কুমারকে হিংসা করিও না” এই মন্ত্রে ক্ষুর স্থাপন করিবে। ৬। তৎপরে কেশচ্ছেদ না হয়, এরূপ ভাবে তাম্রক্ষুর বা দর্পণ সেই কপুষ্টিকাদেশে প্রেরণ করিতে হয়। “যে স্বধিতি অথবা ক্ষুরের দ্বারা পূষা (সূর্য্যদেব) বৃহস্পতির কেশমুণ্ডন (কিরণজাল সংযত) করিয়া-

ব্রহ্মণা জীবাতবে জীবনায় দীর্ঘায়ুষ্ট্বায় বলায় বর্চ্চসে ॥ ৭ ॥ ততো বারদ্বয়ং তূষ্ণীং প্রেরয়েৎ। ততো লৌহক্ষুরেণ কপুষ্টিকাদেশে স্থিতং কেশং ছিত্বা দর্ভপিঞ্জলীভিঃ সহাচারতো বালমিত্রবিধৃতপাত্রস্থবৃষগোময়োপরি নিক্ষিপেৎ। ততঃ কপুচ্ছলদেশস্থ কাংস্যপাত্রস্থিতোষ্ণোদকেন দক্ষিণহস্তগৃহীতেন পূর্ব্ববদেব প্রজাপতিঋর্ষিরাপো দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ আপ উন্দন্তু জীবসে ইত্যনেন ক্লেদনং। ততঃ তাম্রক্ষুরং তদভাবে দর্পণং বা পশ্যন্ জপতি। প্রজাপতিঋর্ষির্বিষ্ণু-

---

চাবপত্তেন তে বপামি ব্রহ্মণা জীবাতবে জীবনায় দীর্ঘায়ুষ্ট্বায়

ছিলেন, যে স্বধিতি দ্বারা বায়ু ইন্দ্রের (মেঘবাহনের) কেশমুণ্ডন (মেঘাপনয়ন) করিয়াছিলেন, ব্রহ্মরূপী সেই স্বধিতি দ্বারা ত্বদীয় কেশ মুণ্ডন করিতেছি, ত্বদীয় আয়ু, বল ও তেজ পরিবর্দ্ধিত হউক্" এই মন্ত্র দ্বারা প্রেরণ করিবে। ৭। অনন্তর দুইবার তূষ্ণীভাবে ক্ষুর প্রেরণ করিতে হয়। তৎপরে লৌহক্ষুর দ্বারা কপুষ্টিকাদেশস্থিত কেশ ছেদন করিয়া আচারানুসারে দর্ভগুচ্ছ সহ বালমিত্রধৃত-পাত্রস্থ বৃষগোময়োপরি নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর দক্ষিণ-হস্ত-গৃহীত কাংস্যপাত্রস্থ উষ্ণোদক দ্বারা মূলের লিখিত মন্ত্রে পূর্ব্ববৎ কপুচ্ছলদেশ * ক্লিন্ন করিবে। পরে তাম্রক্ষুর বা তদভাবে দর্পণ দেখিয়া মূলের লিখিত মন্ত্র জপ ;

---

* কপুচ্ছল—শিখাস্থানের পশ্চাদ্ভাগ অর্থাৎ যে অংশ স্কন্ধের দিকে গিয়াছে।

দ্দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিষ্ণোর্দ্দংষ্ট্রোসি। ততঃ কুশবদ্ধসপ্তদর্ভপিঞ্জলীর্গৃহীত্বা ক্লিন্নকপুচ্ছলদেশেঽনেন মন্ত্রেণ ঊর্দ্ধমূলা নিদধ্যাৎ। প্রজাপতির্ঋষিরোষধির্দ্দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ওষধে ত্রায়স্বৈনং। ইতি মন্ত্রেণ দর্ভপিঞ্জলীং কেশে বধ্নীয়াৎ। ততো বামহস্তগৃহীতদর্ভপিঞ্জলী-সহিতকপুচ্ছলদেশে দক্ষিণহস্তগৃহীততাম্রক্ষুরং তদভাবে দর্পণং বা অনেন মন্ত্রেণ নিদধ্যাৎ। প্রজাপতির্ঋষিঃ স্বধিতির্দ্দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বধিতে মৈনং হিংসীঃ। ততঃ কেশচ্ছেদো যথা ন ভবতি তথা তাম্রক্ষুরং দর্পণং বা তত্রৈব কপুচ্ছলদেশেঽনেন মন্ত্রেণ প্রেরয়েৎ। প্রজাপতির্ঋষিঃ পূষা দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ যেন পূষা বৃহস্পতের্ব্বায়োরিন্দ্রস্য চাবপৎ তেন তে বপামি ব্রহ্মণা জীবাতবে জীব-

---

বলায় বর্চ্চসে। স্বধিতিস্তুতিপূর্ব্বকং বিনিয়োগমাহ। যেন স্বধিতিনা পূষা দেবো বৃহস্পতের্ব্বায়ুরিন্দ্রস্য চ অবপৎ ভদ্রং কৃতবান্ তেন স্বধিতিনা ব্রহ্মণা ব্রহ্মভূতেন তে তব বপামি ভদ্রাকরোমি। কিমর্থং

তৎপরে কুশবদ্ধ সপ্তদর্ভপিঞ্জলী লইয়া যথাযথ মন্ত্রে ক্লিন্নকপুচ্ছলদেশে উহা ঊর্দ্ধমূলভাবে স্থাপন; পরে যথাযথ মন্ত্রে বামহস্ত-গৃহীত দর্ভগুচ্ছ-সহিত-কপুচ্ছলদেশে দক্ষিণ-হস্ত-গৃহীত তাম্রক্ষুর বা তদভাবে দর্পণ স্থাপন; অবশেষে কেশচ্ছেদ না হয় এরূপ ভাবে তাম্রক্ষুর বা দর্পণ সেই কপুচ্ছলদেশে মূলের লিখিত মন্ত্রে চালনা করিবে। পরে দুইবার তুষ্ণীভাবে চালনা করিতে হয়।

নায় দীর্ঘায়ুষ্ট্বায় বলায় বর্চ্চসে। ততো বারদ্বয়ং তুষ্ণীং প্রেরয়েৎ। ততো লৌহক্ষুরেণ কপুচ্ছলদেশস্থিতং কেশং ছিত্ত্বা দর্ভপিঞ্জলীভিঃ সহাচারতো বালমিত্রবিধৃত-পাত্রস্থবৃষগোময়োপরি নিক্ষিপেৎ। কপুচ্ছলশব্দেন পশ্চিমতঃ শিখাস্থানাদধঃ শিরসো নাপিতক্রোড়াভি-মুখোচ্চদেশোঽভিধীয়তে। ততস্তথৈব বামকপুষ্টিকা-প্লাবনাদিচ্ছেদনপূর্ব্বকং বৃষগোময়োপরি কেশনিধানান্তং সর্ব্বং পূর্ব্ববৎ কুর্য্যাৎ। ততঃ কুমারস্য শিরঃ করাভ্যা-মুপসংগৃহ্য জপেৎ।৹ প্রজাপতিঋষিরুষ্ণিক্‌ছন্দো যমদগ্নি-কশ্যপাগস্ত্যাদয়ো দেবতাশ্চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ যমদগ্নেস্ত্র্যায়ুষং ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং ওঁ অগস্ত্যস্য

জীবাতবে জীবনায়। অন্নাপ্যর্থঃ দীর্ঘায়ুষ্ট্বায় বর্চ্চসে তেজো-বৃদ্ধ্যর্থং॥ ৭॥ ওঁ যমদগ্নেস্ত্র্যায়ুষং ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং ওঁ

অনন্তর লৌহক্ষুর দ্বারা কপুচ্ছলস্থ কেশ ছেদন পূর্ব্বক আচা-রানুসারে দর্ভগুচ্ছ সহ বালমিত্রাদি-ধৃত-পাত্রস্থ বৃষগোময়ো-পরি নিক্ষেপ করিবে। তদনন্তর বামকপুষ্টিকা-প্লাবনাদি-চ্ছেদন পূর্ব্বক বৃষগোময়োপরি কেশনিক্ষেপ যাবৎ সর্ব্বকর্ম্ম পূর্ব্ববৎ করণীয়। পরে করদ্বয় দ্বারা কুমারের মস্তক ধারণ পূর্ব্বক এই মন্ত্র জপ করিবে যে, যমদগ্নির আয়ুস্ত্রিতয় অর্থাৎ বাল্য, যৌবন, জরা (অথবা মধ্যখগোলস্থ নক্ষত্রবিশেষের আয়ুস্ত্রিতয় অর্থাৎ উদয়, ভোগ, অস্ত) তুমি প্রাপ্ত হও; কশ্যপঋষির আয়ুস্ত্রিতয় অর্থাৎ বাল্য, যৌবন, জরা, (অথবা উত্তরখগোলস্থ নক্ষত্র-

ত্র্যায়ুষং ওঁ যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষং ওঁ তন্তেঽস্তু ত্র্যায়ুষং ॥৮॥ ততোঽগ্নেরুত্তরদেশং নীত্বা পুষ্পাদ্যলঙ্কৃতো নাপিতঃ কুমারং মুণ্ডয়তি সর্ব্বমেব কেশং গোময়োপরি নিধায়ারণ্যে বংশবিটপে বা স্থাপয়েৎ। অস্মিন্নেব সময়ে কর্ণবেধঃ কর্ত্তব্যঃ। ততঃ পূর্ব্ববদ্ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোমং

অগস্ত্যস্য ত্র্যায়ুষং ওঁ যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষং তত্তেঽস্তু ত্র্যায়ুষং। যমদগ্নের্ম্মহর্ষেঃ কশ্যপস্য অগস্ত্যস্য দেবানাং ইন্দ্রাদীনাং যৎ

বিশেষের আয়ুস্ত্রিতয় অর্থাৎ উদয়, ভোগ, অস্ত) তুমি প্রাপ্ত হও; অগস্ত্য ঋষির আয়ুস্ত্রিতয় অর্থাৎ বাল্য, যৌবন, জরা (অথবা দক্ষিণখগোলস্থ নক্ষত্রবিশেষের উদয়, ভোগ, অস্ত) তুমি প্রাপ্ত হও; ইন্দ্রাদি দেবতাদিগের আয়ুস্ত্রিতয় অর্থাৎ বাল্য, যৌবন, জরা (অথবা দ্যুতিশীল নক্ষত্র-সমূহের আয়ুস্ত্রিতয় অর্থাৎ উদয়, ভোগ, অস্ত) তুমি প্রাপ্ত হও।" ৮। * অনন্তর পুষ্পাদি অলঙ্কারে অলঙ্কৃত নাপিত কুমারকে অগ্নির উত্তরদিকে লইয়া মুণ্ডন পূর্ব্বক সমস্ত কেশ গোময়োপরি স্থাপন করত অরণ্যে বা বংশবিটপে প্রক্ষেপ করিবে। এই সময়েই কর্ণবেধ করণীয়। † তদ-

---

* এই মন্ত্র গুলির তাৎপর্য্য চিন্তা করিলে সহজেই উপলব্ধি হইবে যে, প্রকৃত পক্ষে এই সংস্কারটী শৈশবকালের বলিয়া ইহাতে দ্রব্যসংস্কারের লক্ষণ যেরূপ স্পষ্টীকৃত রহিয়াছে, সেরূপ পুরুষসংস্কারের লক্ষণ সুস্পষ্ট নাই; তথাপি শিশুরূপী ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডটী যে বৃহদ্‌ব্রহ্মাণ্ডের অনুরূপ, মন্ত্রাভ্যন্তরে তাহার স্পষ্ট অভিব্যক্তিই লক্ষিত হইতেছে।

† কর্ণবেধটী কোন সংস্কারের মধ্যেই গণ্য নহে; ইহাতে কোন মন্ত্রপাঠও নাই। তবে শাস্ত্রীয় একটী বচন পাওয়া যায়

কৃত্বা প্রাদেশপ্রমাণাং ঘৃতাক্তাং সমিধং তুষ্ণীমগ্নৌ হুত্বা প্রকৃতং কর্ম্ম সমাপ্য সর্ব্বকর্ম্মসাধারণং শাট্যায়নহোমাদি বামদেব্যগানান্তমুদীচ্যং কর্ম্ম সমাপ্য কর্ম্মকারয়িতৃব্রাহ্ম-

---

ত্র্যায়ুষং ত্রীণি আয়ুংষি বালযুবস্থবিরত্বানি তৎ ত্র্যায়ুষং হে

নন্তর পূর্ব্ববৎ ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ তুষ্ণীভাবে অগ্নিতে আহুতি দিয়া প্রকৃত কর্ম্ম সমাপন করতঃ সর্ব্বকর্ম্মসাধারণ শাট্যায়ন-হোমাদি বামদেব্যগানান্ত

যে, "কর্ণরন্ধ্রে রবেশ্ছায়া ন বিশেদগ্রজন্মনঃ। তং দৃষ্ট্বা বিলয়ং যান্তি পুণ্যোঘাশ্চ পুরাতনাঃ॥" অর্থাৎ কর্ণরন্ধ্রে সূর্য্যরশ্মি প্রবিষ্ট না হইলে সেই ব্রাহ্মণকে দেখিলে পূর্ব্বকৃত পুণ্যরাশি বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যাহা হউক্, যদি উচিতরূপে এই কার্য্যটী নির্ব্বাহ হয়, তাহা হইলেও একপ্রকার পৌষ্টিককর্ম্মের মধ্যে ধরা যাইতে পারে। আমাদিগের বিবেচনায় ও যুক্তিতে বর্ষ-পরিমিত বয়ঃক্রমের মধ্যে এইটী নির্ব্বাহ করিয়া আর চূড়া-করণটীকে তাহার তৃতীয় বর্ষে সম্পাদন পূর্ব্বক সর্ব্বোচ্চ সংস্কার উপনয়নকে নির্ব্বিঘ্ন করা কর্ত্তব্য। আমাদিগের এই মধ্যবাঙ্গালায় উপনয়নের সময় নাপিতের দ্বারা উপনেতব্যের কর্ণবেধ করাইয়া পরে উপনয়ন সংস্কার নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে; কিন্তু কর্ণবেধ করা নিবন্ধন যে ক্ষতাশৌচ হয়, সেটা কেহ গ্রাহ্যই করেন না। "সঙ্কল্প পূর্ব্বক কার্য্যারম্ভ হইলে কোন অশৌচবশতঃ আরব্ধ কর্ম্মের হানি হয় না" এই প্রমাণ দেখাইয়া তাঁহারা উক্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করেন; কিন্তু এটী কদাচ যুক্তি-সঙ্গত নহে। ময়মনসিংহ প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গে এবং ভার-তের দক্ষিণাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলে কর্ণবেধ উপনয়নের অঙ্গাভূত নহে।

ণায় দক্ষিণাং দদ্যাৎ। কৃষরযবধান্যতিলসর্ষপান্ নাপিতায় দদ্যাদিতি ॥

ইতি সামবেদীয়-চূড়াকরণং ॥

ভদ্রক তেহস্তু তব ভবতু। ত্র্যায়ুষমিতি অচ্চতুরাদিসূত্রেণাচ্ সমাসান্তঃ ॥ ৮ ॥

ইতি চূড়াকরণমন্ত্রব্যাখ্যা ॥

উদীচ্য কর্ম্ম সমাধা করিবে। পরে কর্ম্মকারয়িতৃ-ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিতে হয়। নাপিতকে কৃষর, যব, ধান্য, তিল, সর্ষপ প্রভৃতি প্রদান করিবে।

ইতি সামবেদীয়-চূড়াকরণ সমাপ্ত।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

উপনয়নম্। *

তত্র গর্ভাষ্টমেঽষ্টমে বাব্দে ব্রাহ্মণস্যোপনয়নং কর্ত্তব্যং। তদ-সম্ভবে ষোড়শবর্ষপর্য্যন্তমুপনয়নাধিকারঃ। অতঃপরং সাবিত্রী-পতিতো ব্রাহ্মণো নোপনেতব্য ইতি। তত্র প্রথমং প্রাতঃ কৃত-স্নানঃ কৃতবৃদ্ধিশ্রাদ্ধঃ পিতা কৃতবৃদ্ধিশ্রাদ্ধেন পিত্রা বৃতোঽস্য এবা-

অনুবাদ।—গর্ভাবস্থা হইতে গণনা করিয়া অষ্টম বর্ষে অথবা ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতে গণনা করিয়া অষ্টম বর্ষে ব্রাহ্মণের উপ-নয়নসংস্কার করণীয়। † কোন কারণে ঐ সময়ে না হইলে ষোড়শ-বর্ষ পর্য্যন্ত উপনয়নে অধিকার আছে। তৎপরে সাবিত্রীপতিত হয়, সুতরাং আর উপনয়ন হইতে পারে না। এই সংস্কারে পিতা

* প্রকৃত পক্ষে উপনয়নই কৈশোর সংস্কার বলিয়া অভিহিত। এই সংস্কার দ্বারা বিপ্রবালক জ্ঞানশিক্ষার অভিপ্রায়ে শিক্ষাচার্য্যের নিকটে নীত হইয়া থাকেন। শূদ্র ভিন্ন অপর বর্ণত্রয়ই এই সংস্কারে অধিকারী। সত্য জ্ঞান ও সদাচার প্রাপ্তি অর্থাৎ মানবজীবনের সারাৎসার পদার্থ লাভই এই সংস্কারের উদ্দেশ্য। আর্য্যশাস্ত্র সেই বিষয়ের যেরূপ পরিষ্কার পথ দেখা-ইয়া দিয়াছেন, এই সংস্কারের মন্ত্রগুলির তাৎপর্য্য মনোযোগিতার সহিত দেখিলেই সহজে তাহা উপলব্ধি হইবে সন্দেহ নাই।

† মতান্তরে পঞ্চম বর্ষেও উপনয়নের বিধি আছে। অর্থাৎ বিপ্রশিশু পঞ্চম বর্ষ হইতে ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত, ক্ষত্রিয় ষষ্ঠ হইতে দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত এবং বৈশ্য অষ্টম বর্ষ হইতে চতুর্ব্বিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত এই সংস্কারে অধিকারী।

চার্য্যস্তদভাবে মাণবকবৃতো বা সমুদ্ভবনামানমগ্নিং সংস্থাপ্য মাণবকং প্রাতর্ভোজয়িত্বাঽগ্নেরুত্তরতো নীত্বা শিখয়া সহ মুণ্ডিতং স্নাপিতং কুণ্ডলাদ্যলঙ্কৃতং ক্ষৌমবসনাসম্ভবে শুক্লাহতকার্পাসৈকবস্ত্রাবৃতং মাণবকং দক্ষিণে নিধায় প্রকৃতকর্ম্মারম্ভে প্রাদেশপ্রমাণাং ঘৃতাক্তাং সমিধং তূষ্ণীমগ্নৌ হুত্বা ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোমং কুর্য্যাৎ। যথা প্রজাপতিঋ্ষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ স্বাহা। প্রজাপতিঋ্ষিরুষ্ণিকৃচ্ছন্দো বায়ুর্দ্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভুবঃ স্বাহা। প্রজাপতিঋ্ষিরনুষ্টপ্‌ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বঃ স্বাহা। প্রজাপতিঋ্ষির্বৃহতীচ্ছন্দঃ প্রজাপতির্দ্দেবতা ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা। ততঃ আচার্য্যঃ পঞ্চভির্ম্মন্ত্রৈঃ পঞ্চাহুতী-

---

প্রথমতঃ প্রাতঃকালে কৃতস্নান ও কৃতবৃদ্ধিশ্রাদ্ধ হইয়া স্বয়ং অথবা কোন ব্যক্তিকে আচার্য্যপদে বরণ করিবেন। পিতার অবর্ত্তমানে মাণবকই বরণ করিবেন। সেই আচার্য্য সমুদ্ভবনামা অগ্নিকে স্থাপন করিয়া বিরূপাক্ষজপান্তা কুশণ্ডিকা সমাপন পূর্ব্বক মাণবককে অগ্নির উত্তরদিকে লইয়া শিখাসহ মুণ্ডিত, স্নাপিত, কুণ্ডলাদি দ্বারা অলঙ্কৃত, ক্ষৌমবস্ত্রধারী অথবা তদভাবে শুক্ল অচ্ছিন্ন কার্পাসবস্ত্রাবৃত করত দক্ষিণভাগে রাখিয়া প্রকৃতকর্ম্মারম্ভে প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ তূষ্ণীভাবে অগ্নিতে আহুতি দিবে। পরে মূলের লিখিত মন্ত্রে ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতি হোম করিতে হয়। তৎপরে আচার্য্য মূলের লিখিত পঞ্চ মন্ত্রে পাঁচটী আহুতি প্রদান করিবেন অর্থাৎ "হে অগ্নে!

জুহুয়াৎ। প্রজাপতিঋষিরগ্নির্দ্দেবতা উপনয়নহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নে ব্রতপতে ব্রতঞ্চরিষ্যামি তত্তে প্রব্রবীমি তচ্ছকেয়ং তেনর্দ্ধ্যা সমিদমহমনৃতাৎ সত্যমুপৈমি স্বাহা॥ ১॥ প্রজাপতিঋষির্বায়ুর্দ্দেবতা উপনয়নহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ বায়ো ব্রতপতে ব্রতঞ্চ-

---

টীকা,—অথোপনয়নমন্ত্রব্যাখ্যা। ওঁ অগ্নে ব্রতপতে ব্রতং চরিষ্যামি তত্তে প্রব্রবীমি তচ্ছকেয়ং তেনর্দ্ধ্যা সমিদমহমনৃতাৎ সত্যমুপৈমি। পঞ্চ যজূংষি উপনয়নহোমে বিনিযুক্তানি। প্রতিমন্ত্রোপত্ত্যগ্ন্যাদিদেবতাকানি উপনীয়মানো মাণবকোহগ্নিং প্রার্থয়তি। হে অগ্নে ব্রতপতে শাস্ত্রীয়স্য নিয়মস্য পালক যদিদং ব্রতমুপনয়নাখ্যং চরিষ্যামি অনুষ্ঠাস্যামি তদ্ব্রতং তে তুভ্যং প্রব্রবীমি কথয়ামি নিবেদয়ামীতি যাবৎ। যেন তদ্ব্রতমহং ত্বৎপ্রসাদাচ্চরিতুং সুখেন শকেয়ং শক্নোমি। ব্রতচরণস্য ফলমাহ তেনোপনয়নব্রতেন করণভূতেন অহং ঋদ্ধ্যা সমৃদ্ধিং অধ্যয়নলক্ষণাং প্রাপ্স্যামীতি শেষঃ। তথাহমনৃতাদলীকবচনাৎ পৃথক্ ভূত্বা ইদং ব্রতং সত্যং সত্যবচনস্বরূপং সমুপৈমি। অয়মর্থঃ যোহহং প্রাগুপনয়নাদ্যথেষ্টাচার আসং সোহহমধুনা পরিত্যক্তানৃতবাদঃ সত্যভূতমিদং ব্রতং চরিষ্যামি। শকেয়মিতি লিঙাশিষ্যঙ্‌ ঋদ্ধ্যেতি দ্বিতীয়ার্থে তৃতীয়া। সমুপৈমীতি ব্যবহিতোপসর্গসম্বন্ধঃ॥ ১॥ ওঁ বায়ো ব্রতপতে ব্রতং

হে ব্রতপতে! (শাস্ত্রীয় নিয়মপালক!) আমি উপনয়ন-ব্রতের অনুষ্ঠান করিব, উহা তোমাকে নিবেদন করিতেছি। আমি তোমার প্রসাদে সুখে ঐ ব্রত আচরণ করিতে সমর্থ হইব। এই উপনয়নব্রত দ্বারা আমি অধ্যয়নরূপ সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হইব, আমি অলীকবচন হইতে পৃথক্ হইয়া সত্যস্বরূপতা লাভ করিব।

রিষ্যামি তত্তে প্রব্রবীমি তচ্ছকেয়ং তেনর্দ্ধ্যা সমিদমহমনৃতাৎ সত্য-মুপৈমি স্বাহা ॥ ২ ॥ প্রজাপতির্ঋষিঃ সূর্য্যো দেবতা উপনয়নহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ সূর্য্য ব্রতপতে ব্রতঞ্চরিষ্যামি তত্তে প্রব্রবীমি তচ্ছকেয়ং তেনর্দ্ধ্যা সমিদমহমনৃতাৎ সত্যমুপৈমি স্বাহা ॥ ৩ ॥ প্রজাপতির্ঋষিশ্চন্দ্রো দেবতা উপনয়নহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ চন্দ্র ব্রতপতে ব্রতঞ্চরিষ্যামি তত্তে প্রব্রবীমি তচ্ছকেয়ং তেনর্দ্ধ্যা সমিদমহমনৃতাৎ সত্যমুপৈমি স্বাহা ॥ ৪ ॥ প্রজাপতির্ঋষিরিন্দ্রো

চরিষ্যামি তত্তে প্রব্রবীমি তচ্ছকেয়ং তেনর্দ্ধ্যা সমিদমহমনৃতাৎ সত্যমুপৈমি ॥ ২ ॥ ওঁ সূর্য্য ব্রতপতে ব্রতং চরিষ্যামি তত্তে প্রব্রবীমি তচ্ছকেয়ং তেনর্দ্ধ্যা সমিদমহমনৃতাৎ সত্যমুপৈমি ॥ ৩ ॥

হে বায়ো! হে ব্রতপতে! আমি উপনয়ন-ব্রতের আচরণ করিব, উহা তোমাকে নিবেদন করিতেছি। আমি তোমার প্রসাদে সুখে ঐ ব্রত আচরণ করিতে সমর্থ হইব। এই উপনয়ন-ব্রত দ্বারা আমি অধ্যয়নরূপ সমৃদ্ধি লাভ করিব, আমি অনৃতবাক্য হইতে পৃথক্ হইয়া সত্যস্বরূপতা প্রাপ্ত হইব। হে সূর্য্য! হে ব্রতপতে! আমি উপনয়নাখ্য ব্রতের অনুষ্ঠান করিব, তাহা তোমার নিকট জানাইতেছি। আমি ত্বৎপ্রসাদে অনায়াসে ঐ ব্রতানুষ্ঠান করিতে পারিব। এই ব্রত দ্বারা আমি অধ্যয়নরূপ সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হইব, আমি মিথ্যাবচন হইতে পৃথক্ হইব এবং সত্যস্বরূপতা লাভ করিব। হে চন্দ্র! হে ব্রতপতে! আমি উপনয়ন-ব্রতের আচরণ করিব, উহা তোমাকে নিবেদন করিতেছি। আমি তোমার প্রসাদে উহা নির্বিঘ্নে সম্পাদন করিতে সমর্থ হইব। এই ব্রত দ্বারা আমি অধ্যয়নরূপ সমৃদ্ধি লাভ

দেবতা উপনয়নহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইন্দ্র ব্রতানাং ব্রতপতে ব্রতঞ্চরিষ্যামি তত্তে প্রব্রবীমি তচ্ছকেয়ং তেনর্দ্ধ্যা সমিদমহমনৃতাৎ সত্যমুপৈমি স্বাহা ॥ ৫ ॥ এবমাজ্যাহুতীর্হুত্বা অগ্নেঃ পশ্চিমে আচার্য্য উদগগ্রেষু কৃতাঞ্জলিঃ প্রাঙ্মুখ ঊর্দ্ধস্তিষ্ঠেৎ। অগ্ন্যাচার্য্যয়োর্ম্মধ্যে মাণবকোঽপি কৃতাঞ্জলিরাচার্য্যাভিমুখ উদগগ্রেষু কুশেষু ঊর্দ্ধস্তিষ্ঠেৎ। মাণবকস্য দক্ষিণতঃ স্থিতো মন্ত্রবান্ ব্রাহ্মণো মাণবকস্যাচার্য্যস্য চাঞ্জলিমুদকেন পূরয়েৎ। ততো গৃহীতোদকাঞ্জলিং মাণবকং পশ্যন্ জপতি। প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দোঽগ্নিবায়ুসূর্য্যচন্দ্রেন্দ্রাদয়ো দেবতা উপনয়নে আচার্য্যস্য মাণবকং

ওঁ চন্দ্র ব্রতপতে ব্রতং চরিষ্যামি তত্তে প্রব্রবীমি তচ্ছকেয়ং তেনর্দ্ধ্যা সমিদমহমনৃতাৎ সত্যমুপৈমি। যজ্ঞানাং ব্রতস্য নিয়মস্য

করিব, আমি অলীকবচন হইতে পৃথক্ হইয়া সত্যস্বরূপতা প্রাপ্ত হইব। হে ইন্দ্র! তুমি যজ্ঞ ও ব্রতসমূহের পতি। আমি উপনয়ন-ব্রতের অনুষ্ঠান করিব, তাহা তোমার নিকট জানাইতেছি। আমি ত্বৎপ্রসাদে উহা সুখে সমাধা করিতে পারিব। এই ব্রত দ্বারা আমি অধ্যয়নরূপ সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হইব, আমি মিথ্যা বাক্য হইতে পৃথক্ হইয়া সত্যস্বরূপতা লাভ করিব।” এই পাঁচটী মন্ত্রে পাঁচটী আহুতি দিতে হয়। ১—৫। আচার্য্য এই প্রকারে আজ্যাহুতি দিয়া অগ্নির পশ্চিম দিকে উদগগ্র কুশোপরি কৃতাঞ্জলি হইয়া পূর্ব্বমুখে অবস্থান করিবেন। মাণবকও অগ্নি ও আচার্য্য উভয়ের মধ্যভাগে করপুটে আচার্য্যাভিমুখ হইয়া উদগগ্র কুশোপরি অবস্থিত হইবে। কোন মন্ত্রবান্ ব্রাহ্মণ মাণবকের দক্ষিণ দিকে থাকিয়া মাণবকের ও আচার্য্যের

প্রেক্ষমাণস্য জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ আগন্ত্রা সমগন্মহি প্র সুমর্ত্ত্যং যুযোতন অরিষ্টাঃ সঞ্চরেমহি স্বস্তি সঞ্চরতাদয়ং॥ ৬॥ তত উদকাঞ্জলিরাচার্য্যো গৃহীতোদকাঞ্জলিং মাণবকং পাঠয়তি। প্রজা-

---

পতিরিন্দ্রঃ॥ ৫॥ ওঁ আগন্ত্রা সমগন্মহি প্র সুমর্ত্ত্যং যুযোতন। অরিষ্টাঃ সঞ্চরেমহি স্বস্তি সঞ্চরতাদয়ং। অনুষ্টুবিয়ং মাণবকপ্রেক্ষমাণস্যাচার্য্যস্য জপে বিনিযুক্তা। অগ্ন্যাদয় এব দেবতাঃ। হে অগ্ন্যাদয়ো যূয়মেনমুপনীয়মানং সুমর্ত্ত্যং শোভনমনুষ্যং যুযোতন প্রাকর্ষেণ মিশ্রয়তঃ। অস্মাভিঃ সহেত্যেতৎ প্রার্থ্যতে। তথা প্রযুযোতন যথাহনেন ব্রহ্মচারিণা আগন্ত্রা আগমনশীলেন বয়ং সমগন্মহি সংগচ্ছেমহি। কিঞ্চ অরিষ্টা অবিঘ্নাঃ সঞ্চরেমহি। অনেন ব্রহ্মচারিণা সহ তথা অস্মাভিঃ সহ স্বস্তি কল্যাণেনায়ং ব্রহ্মচারী সঞ্চরতাং। সমগন্মহীতি মন্ত্রে ঘসকরেত্যাদিনা লুক্লোশ্চেতি মকারস্য নত্বং। প্রযুযোতনেতি ব্যবহিতোপসর্গসম্বন্ধঃ। যু মিশ্রেণ লোটশপ শ্লুঃ। তপ্তনপ্ত-

---

অঞ্জলি জল দ্বারা পূরিত করিবেন এবং মাণবক উদকাঞ্জলি গ্রহণ করিলে আচার্য্য তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া "হে অগ্নে! হে বায়ো! হে সূর্য্য! হে চন্দ্র! হে ইন্দ্রাদি দেবগণ! তোমরা এই সুন্দর মাণবককে আমার সহিত মিলাইয়া দেও। আমরা যেন উভয়ে পরস্পরের সহিত বিনাবিঘ্নে মিলিত হইতে সমর্থ হই। আমাদিগের সহিত এই ব্রহ্মচারী সুখে বিচরণ করুক্।" এই মন্ত্র জপ করিবেন। ৬। * পরে গৃহীতোদকাঞ্জলি আচার্য্য জলাঞ্জলি-

---

* এই মন্ত্রটীর তাৎপর্য্যে স্পষ্টই বোধগম্য হইতেছে যে, গুরু ও শিষ্য উভয়ের পরস্পর সম্যক্ মিলনই শিক্ষাকার্য্যের প্রধান ও প্রথম অনুষ্ঠান।

পতির্ঋষিরাচার্য্যো দেবতা উপনয়নে মাণবকপাঠনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ব্রহ্মচর্য্যমাগামুপমানয়স্ব ॥৭॥ ততঃ আচার্য্যো মাণবকং নামধেয়ং পৃচ্ছতি। প্রজাপতির্ঋষির্ম্মাণবকো দেবতা উপনয়নে মাণবকনামপ্রশ্নে বিনিয়োগঃ। ওঁ কো নামাসি। ততো মাণবকো দেবতাশ্রয়ং গোত্রাশ্রয়ং নক্ষত্রাশ্রয়ং বা প্রাগাচার্য্যকল্পিতং নাম কথয়তি। প্রজাপতির্ঋষির্মাণবকো দেবতা উপনয়নে মাণবককথনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অমুকদেবশর্ম্মনামাস্মীতি ॥ ৮ ॥ ততঃ আচার্য্যমাণবকৌ গৃহীতজলাঞ্জলী ত্যজেতাং। ততঃ আচার্য্যো দক্ষিণেন পাণিনা মাণবকস্য সাঙ্গুষ্ঠং দক্ষিণং পাণিমনেন মন্ত্রেণ গৃহ্লাতি। প্রজাপতির্ঋষিঃ

নথাশ্চেতি মধ্যমপুরুষবহুবচনস্য তনাদেশঃ ॥ ৬ ॥ ওঁ ব্রহ্মচর্য্যমাগামুপমানয়স্ব। যজুরিদমাচার্য্যো দেবতা মাণবকপাঠনে বিনিযুক্তং। হে গুরো ব্রহ্মচর্য্যং মৈথুননিবৃত্তিং অহমাগাং আগতবানস্মি যতঃ অতো মা মাং উপমানয়স্ব আত্মসমীপং প্রাপয়স্ব ॥৭॥ কো নামাসি। অসৌ নামাস্মি। আচার্য্যঃ পৃচ্ছতি কিন্নামা

হস্ত মাণবককে "আমি ব্রহ্মচারী (মৈথুনেচ্ছারহিত) হইয়া অবস্থান করিতেছি, সুতরাং আমাকে উপনীত করুন, আপনার নিকটে গ্রহণ করুন" এই মন্ত্র পাঠ করাইবেন। ৭। * তৎপরে আচার্য্য মাণবকের নাম অর্থাৎ "তোমার নাম কি" এই কথা জিজ্ঞাসা করিবেন। তখন মাণবক দেবতাশ্রয়, গোত্রাশ্রয়, নক্ষত্রাশ্রয় অথবা পূর্ব্বে আচার্য্য কর্ত্তৃক কল্পিত নাম বলিবে।

---

* শিক্ষাকালে যে মৈথুনরাহিত্য অতীব আবশ্যক, তাহাই স্পষ্ট অভিব্যক্ত হইল; সুতরাং উপনয়ন সংস্কারে কৈশোরাবস্থাতেই যে হৃদয়ে মহৎ পবিত্রভাবের অঙ্কুরোদয় হয়, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র।

সবিত্রাশ্বিপূষাণো দেবতা উপনয়নে আচার্য্যস্য মাণবকহস্তগ্রহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ দেবস্য তে সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাং হস্তং গৃহ্ণাম্যসৌ॥ ৯॥ অত্রাসাবিতি সর্ব্বনামস্থানে মাণবকস্যামুদকদেবশর্ম্মন্নিতি সম্বোধনান্তং নাম প্রয়োক্তব্যং। ততো গৃহীত-মাণবকহস্ত আচার্য্যো জপতি। প্রজাপতিঋষিরগ্ন্যাদয়ো দেবতা উপনয়নে মাণবকহস্তাচার্য্যজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নিস্তে

ত্বমসি। যঃ পৃষ্টঃ স আহ অসৌ নামাস্মি বেদদত্তনামাহমিত্যর্থঃ॥ ৮॥ ওঁ দেবস্য তে সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাং হস্তং গৃহ্ণাম্যসৌ। যজুরিদং। উপত্তা এব সবিত্রশ্বিপূষাণো দেবতাঃ মাণবকহস্তগ্রহণে বিনিযুক্তং। হে অসৌ হে দেবদত্ত তে তব হস্তং সবিতুর্দ্দেবস্য প্রসবেঽভ্যনুজ্ঞানে সতি অশ্বিনোর্দ্দেববৈদ্যয়োর্ব্বাহুভ্যাং পূষ্ণশ্চ দেবস্য হস্তাভ্যাং অহমাচার্য্যঃ পাণিনা গৃহ্ণামি॥ ৯॥ ওঁ অগ্নিস্তে হস্তমগ্রহীৎ সবিতা

অর্থাৎ "আমার নাম অমুক" এই কথা বলিবে। ৮। পরে মাণবক ও আচার্য্য গৃহীত জলাঞ্জলি পরিত্যাগ করিবেন। অনন্তর আচার্য্য স্বীয় দক্ষিণ হস্ত দ্বারা মাণবকের সাঙ্গুষ্ঠ দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিবেন। "আমি জগৎপ্রসবিতা সূর্য্য, স্বাস্থ্যসাধক অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং পোষণকারী পূষণ দেবতা, ইহাঁদিগের হস্ত দ্বারা তোমাকে ধারণ করিতেছি" এই মন্ত্রে হস্ত গ্রহণ করিতে হয়। ৯। * মন্ত্রমধ্যে যে স্থানে

---

* এই মন্ত্র দ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, এইরূপ করিলে শিষ্যের হৃদয়ে ঈদৃশ জ্ঞানের সঞ্চার হয় যে, আচার্য্যই তাঁহার পক্ষে জনয়িতা, স্বাস্থ্যসাধক ও পোষণকারীস্বরূপ।

হস্তমগ্রহীৎ সবিতা হস্তমগ্রহীৎ অর্য্যমা হস্তমগ্রহীৎ মিত্রস্ত্বমসি কর্ম্মণা অগ্নিরাচার্য্যস্তব ॥ ১০ ॥ ততো মাণবকং আচার্য্যোঽনেন মন্ত্রেণ প্রদক্ষিণেন ভ্রাময়িত্বা প্রাঙ্মুখং করোতি। প্রজাপতির্ঋষিঃ সূর্য্যো দেবতা উপনয়নে মাণবকস্যাবর্ত্তনে বিনিয়োগঃ। ওঁ সূর্য্যস্যাবৃতমন্বাবর্ত্তস্বাসৌ ॥ ১১ ॥ অত্রাসাবিতি সর্ব্বনামস্থানে অমুকদেবশর্ম্মন্নিতি সম্বোধনান্তং মাণবকনাম প্রয়োক্তব্যং।

হস্তমগ্রহীদর্য্যমা হস্তমগ্রহীৎ। মিত্রস্ত্বমসি কর্ম্মণা অগ্নিরাচার্য্যস্তব। যজুরিদং গৃহীতমাণবকহস্তস্যাচার্য্যস্য জপে বিনিযুক্তং। অগ্ন্যাদয় এব দেবতাঃ। হে ব্রহ্মচারিন্ যোঽয়ং তব হস্তো ময়া গৃহীতস্তং পূর্ব্বং অগ্নিঃ সবিতা অর্য্যমা চাগ্রহীৎ।' অনেন কর্ম্মণা গুরু-শুশ্রূষণাদিনা মিত্রঃ প্রিয়ো হিতকারী মম ত্বমসি অগ্নিশ্চ ভগ-বাংস্তব গুরুঃ মিত্র ইতি লিঙ্গব্যত্যয়েন পুংস্ত্বং ॥ ১০ ॥ ওঁ সূর্য্য-স্যাবৃতমন্বাবর্ত্তস্বাসৌ। সূর্য্যদৈবতং যজুরাবর্ত্তনে বিনিযুক্তং। হে অসৌ দেবদত্ত সূর্য্যস্যাবৃতমাবর্ত্তনমন্বাবর্ত্তস্ব। অয়মর্থঃ যাবৎ

"অসৌ" পদ আছে, তথায় সম্বোধনান্ত মাণবকনাম প্রয়োগ করিবে। অনন্তর আচার্য্য মাণবকের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক "হে ব্রহ্মচারিন্! আমি তোমার এই যে হস্ত ধারণ করিয়াছি, পূর্ব্বে এই হস্ত অগ্নি, সবিতা ও অর্য্যমা (পিতৃদেব) ধারণ করিয়া-ছিলেন; অগ্নিই তোমার আচার্য্য, তুমি গুরু-শুশ্রূষণাদি কর্ম্ম দ্বারা আমার প্রিয় ও হিতকারী মিত্র হও" এই মন্ত্র জপ করিবেন। ১০। পরে আচার্য্য মাণবককে প্রদক্ষিণক্রমে ভ্রামিত করিয়া প্রাঙ্মুখভাবে অবস্থিত করাইবেন; তৎকালে "যাবৎ সূর্য্য-দেবের আবর্ত্তন থাকে, তুমি তাবৎ আমাকে পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক

ততো মাণবকস্য দক্ষিণস্কন্ধং স্পৃষ্ট্বাবতীর্ণেন দক্ষিণপাণিনা অব্যবহিতং নাভিদেশমনেন মন্ত্রেণাচার্য্যঃ স্পৃশতি। প্রজাপতির্ঋষির্নাভ্যন্তকৌ দেবতে উপনয়নে ব্রহ্মচারিনাভিদেশস্পর্শনে বিনিয়োগঃ। ওঁ প্রাণানাং গ্রন্থিরসি মা বিশ্রসোঽন্তক ইদন্তে পরিদদাম্যমুং ॥ ১২ ॥ অত্রামুমিতি সর্ব্বনামস্থানেঽমুকদেবশর্ম্মাণমিতি দ্বিতীয়ান্তং মাণবকনাম প্রয়োক্তব্যং। ততো নাভেরুপরিদেশমনেন মন্ত্রেণাচার্য্যঃ স্পৃশতি। প্রজাপতির্ঋষির্বায়ুর্দ্দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারিনাভ্যুপরিদেশস্পর্শনে বিনিয়োগঃ। ওঁ

ভানোরাবর্ত্তনং তাবৎ ত্বমাতিষ্ঠ ॥ ১১ ॥ ওঁ প্রাণানাং গ্রন্থিরসি মা বিশ্রসোঽন্তক ইদন্তে পরিদদাম্যমুং। নাভ্যন্তকে দেবতে নাভিস্পর্শনে বিনিযুক্তং। যজুরিদং হে নাভেঽস্য ব্রহ্মচারিণস্ত্বং মা বিশ্রসঃ ন বিশ্রংসিষ্যসি স্বস্থানান্ন বিচলিষ্যসি। অতস্ত্বং প্রাণানাং দেহধারণকারণানাং গ্রন্থিঃ প্রতিপ্রবন্ধোসি ভবসি। তথা হে অন্তক মম ইদমস্য ব্রহ্মচারিণং তে তব পরিদদামি অর্পয়ামি ত্বয়ি সমর্পিত এব জরামরণাদিকং নানুপ্রাপ্নুয়াদিতি।

অবস্থিত হও" এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। ১১। এই মন্ত্রের মধ্যে "অসৌ" স্থলে সম্বোধনান্ত মাণবকনাম প্রয়োগ করিবে। তদনন্তর আচার্য্য মাণবকের দক্ষিণ স্কন্ধ স্পর্শ পূর্ব্বক অবতারিত দক্ষিণ হস্ত দ্বারা মাণবকের অব্যবহিত নাভিদেশ * স্পর্শ করিয়া "হে নাভে! তুমি স্বস্থান হইতে বিচলিত হইও না, স্থিরভাবে অবস্থান কর। তুমি দেহধারণ-কারণ-সমূহের গ্রন্থি। হে অন্তক! আমি তোমার হস্তে এই ব্রহ্মচারীকে প্রদান করিলাম"

---

* নাভিদেশ—জীবমর্ম্মস্থল।

অভূর ইদন্তে পরিদদাম্যমুং ॥ ১৩ ॥ অত্রামুমিতি সর্ব্বনামস্থানে অমুকদেবশর্ম্মাণমিতি দ্বিতীয়ান্তং মাণবকনাম প্রয়োক্তব্যং। ততো মাণবকস্য হৃদয়দেশমনেন মন্ত্রেণাচার্য্যঃ স্পৃশতি। প্রজাপতির্ঋষিঃ কৃশানুর্দ্দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারিহৃদয়স্পর্শনে বিনিয়োগঃ। ওঁ কৃশন ইদন্তে পরিদদাম্যমুং ॥ ১৪ ॥ অত্রামুমিতি সর্ব্বনামস্থানে অমুকদেবশর্ম্মাণমিতি দ্বিতীয়ান্তং মাণবকনাম প্রয়োক্তব্যং। ততো দক্ষিণেন পাণিনা আচার্য্যো মাণবকস্য দক্ষিণস্কন্ধং স্পৃশন্ জপতি। প্রজাপতির্ঋষিঃ প্রজাপতির্দ্দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারিদক্ষিণস্কন্ধস্পর্শনে বিনিয়োগঃ। ওঁ প্রজাপতয়ে

বিশ্রস ইতি বিশ্রংসেলুঁঙ্ পূষাদিত্বাদঙ ॥ ১২ ॥ ওঁ অভূর ইদন্তে পরিদদাম্যমুং। নাভ্যুপরিদেশস্পর্শনে বিনিযুক্তং। বায়ব্যং যজুঃ। অভূর বিভর্ত্তীতি অভূরির্নাম বায়ুঃ তস্যামন্ত্রণং। হে অভূরে। শেষং পূর্ব্ববৎ। অভূরি ইতি ছান্দসং হ্রস্বং ॥ ১৩ ॥ ওঁ কৃশন ইদন্তে পরিদদাম্যমুং। হৃদয়স্পর্শনে বিনিযুক্তং। যজুঃ। হে কৃশানো অগ্নে হ্রস্বত্বং পূর্ব্ববৎ ॥ ১৪ ॥ ওঁ প্রজাপতয়ে ত্বা

এই মন্ত্র পাঠ করিবে। ১২। এই মন্ত্রের মধ্যগত "অমুং" স্থলে দ্বিতীয়ান্ত মাণবকনাম প্রয়োগ করিবে। পরে আচার্য্য মাণবকের নাভির ঊর্দ্ধভাগ স্পর্শ পূর্ব্বক মূলের লিখিত মন্ত্র অর্থাৎ "হে অভূরে! (হে বায়ো!) এইটী আমার, ইহা তোমাকে অর্পণ করিলাম" এই কথা বলিবেন। ১৩। এই মন্ত্রমধ্যগত "অমুং" স্থলে দ্বিতীয়ান্ত মাণবকনাম প্রয়োগ করিতে হয়। তদনন্তর আচার্য্য মাণবকের হৃদয়দেশ স্পর্শ পূর্ব্বক বলিবেন, "হে কৃশানো! (হে অগ্নে!) এইটী আমার, ইহা তোমাকে

া পরিদদাম্যসৌ ॥ ১৫ ॥ অত্রাসাবিতি সর্ব্বনামস্থানে অমুকদেব-
ার্ম্মন্নিতি সম্বোধনান্তং মাণবকনাম প্রয়োক্তব্যং। ততো বামেন
াাণিনা মাণবকস্য বামস্কন্ধং স্পৃশন্‌ আচার্য্যো জপতি। প্রজাপতি-
র্ঋষিঃ সবিতা দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারিবামস্কন্ধস্পর্শনে বিনি-
য়োগঃ। ওঁ দেবায় ত্বা সবিত্রে পরিদদাম্যসৌ ॥ ১৬ ॥ অত্রাপ্য-
াবিতি সর্ব্বনামস্থানেঽমুকদেবশর্ম্মন্নিতি সম্বোধনান্তং মাণবকনাম
প্রয়োক্তব্যং। তত আচার্য্যো মাণবকমনেন মন্ত্রেণ সম্বোধয়তি।
প্রজাপতির্ঋষির্জ্জগতীচ্ছন্দো ব্রহ্মচারী দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারি-
সম্বোধনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ব্রহ্মচার্য্যসৌ ॥ ১৭ ॥ অত্রাপ্যসাবিতি

রিদদাম্যসৌ দক্ষিণস্কন্ধস্পর্শনে বিনিযুক্তং। প্রাজাপত্যং যজুঃ।
হ অসৌ ব্রহ্মচারিন্‌ প্রজাপতয়ে স্রষ্ট্রে ত্বা ত্বাং পরিদদামি ॥ ১৫ ॥
ওঁ দেবায় ত্বা সবিত্রে পরিদদাম্যসৌ। সব্যেন পাণিনা সব্য-
স্কন্ধস্পর্শনে বিনিযুক্তং। সাবিত্রং যজুঃ ॥ ১৬ ॥ ওঁ ব্রহ্মচার্য্যসৌ।

প্রদান করিলাম। ১৪।” এই মন্ত্রমধ্যগত “অমুং” স্থলেও
দ্বিতীয়ান্ত মাণবকনাম উচ্চারণ করিতে হয়। অনন্তর আচার্য্য
দক্ষিণ হস্ত দ্বারা মাণবকের দক্ষিণ স্কন্ধ স্পর্শ করত কহিবেন,
“হে ব্রহ্মচারিন্‌! তোমাকে স্রষ্টা প্রজাপতির হস্তে প্রদান
করিতেছি।” ১৫। এই মন্ত্রমধ্যগত “অসৌ” স্থলে সম্বোধনান্ত
মাণবকনাম প্রয়োগ করিবে। পরে আচার্য্য বাম হস্ত দ্বারা
মাণবকের বামস্কন্ধ স্পর্শ করিয়া কহিবেন, “আমি তোমাকে
সবিতৃ-দেবকে প্রদান করিতেছি। ১৬।” এই মন্ত্রমধ্যগত
“অসৌ” স্থলেও সম্বোধনান্ত মাণবকনাম প্রয়োগ করিতে হয়।
তদনন্তর আচার্য্য “প্রজাপতির্ঋষির্জ্জগতীচ্ছন্দো ব্রহ্মচারী দেবতা

সর্ব্বনামস্থানে অমুকদেবশর্ম্মন্নিতি সম্বোধনান্তং মাণবকনাম প্রয়োক্তব্যং। ততঃ সম্বোধিতং মাণবকমাচার্য্যঃ প্রেরয়তি। প্রজাপতির্ঋষির্ব্রহ্মচারী দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারিপ্রৈষ্যে বিনিয়োগঃ। ওঁ সমিধমাধেহি। ওঁ আপোশানং কর্ম্ম কুরু। ওঁ মা দিবা স্বাপ্সীঃ। ব্রহ্মচারী তু সর্ব্বত্র ওঁ বাঢ়মিতি ব্রূয়াৎ॥১৮॥ তত আচারাৎ কৌপীনং পরিধাপয়েৎ। ততোঽগ্নেরুত্তরতো গত্বাচার্য্য উদগগ্রেষু কুশেষু প্রাঙ্মুখ উপবিশতি। মাণবকোঽপি পাতিতদক্ষিণজানুঃ উদগগ্রেষু কুশেষ্বাচার্য্যাভিমুখ উপবিশতি।

ব্রহ্মচারিসম্বোধনে বিনিযুক্তং। ব্রহ্মচারিদৈবতং যজুঃ॥ ১৭॥ ওঁ সমিধমাধেহি আপোশানং কর্ম্ম কুরু মা দিবা স্বাপ্সীঃ। প্রৈষ্যে বিনিযুক্তং। হে ব্রহ্মচারিন্ অগ্নৌ সমিধমাধেহি অগ্নিকার্য্যং কুরু। আপোশানং প্রাগ্‌ভোজনান্মন্ত্রবর্জ্জনং ভক্ষয় কর্ম্ম কুরু গুরু-

---

উপনয়নে ব্রহ্মচারি-সম্বোধনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ব্রহ্মচার্য্যসৌ" অর্থাৎ "তুমি ব্রহ্মচারী হইলে" এই মন্ত্রে সম্বোধন করিবেন। ১৭। এই মন্ত্রমধ্যগত "অসৌ" স্থলে সম্বোধনান্ত মাণবকনাম প্রয়োগ করিবে। তৎপরে আচার্য্য "তুমি সমিধ্ আহরণ কর" এই মন্ত্রে সম্বোধিত মাণবককে প্রেরণ করিয়া পুনরায় কহিবেন, "আপোশান কর্ম্ম করিও, দিবাভাগে নিদ্রিত হইও না।" ব্রহ্মচারীও সকল বাক্যে "বাঢ়ং" শব্দে ঐ সমস্ত প্রতিজ্ঞা পালনে স্বীকার করিবেন। ১৮। অনন্তর আচারানুসারে ব্রহ্মচারী কৌপীন অর্থাৎ ব্রহ্মচারীবেশ পরিগ্রহ করিবেন। তৎপরে আচার্য্য অগ্নির উত্তর দিকে গিয়া উদগগ্র কুশোপরি প্রাঙ্মুখভাবে উপবেশন করিবেন। মাণবকও দক্ষিণ জানু পাতিয়া উদগগ্র কুশোপরি আচার্য্যাভিমুখে

াথৈনং মাণবকং আচার্য্যস্ত্রিঃ প্রদক্ষিণবৃতাং মুঞ্জমেখলাং পরি-
াপয়ন্ মন্ত্রদ্বয়ং বাচয়তি। প্রজাপতির্ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দো মেখলা
দবতা উপনয়নে মেখলাপরিধাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইয়ং
রুক্তাৎ পরিবাধমানা বর্ণং পবিত্রং পুনতী ন আগাৎ। প্রাণা-
ানাভ্যাং বলমাবহন্তী স্বসা দেবী সুভগা মেখলেয়ং॥ ১৯॥ ওঁ

শুশ্রূষাদিলক্ষণং কর্ম্ম নিষ্পাদয়। তথা মা দিবা স্বাপ্সীঃ ন স্বপিহি
এবমুক্তঃ প্রতিবক্তি ব্রহ্মচারী ওমিতি বাঢ়মিতি॥ ১৮॥ ওঁ ইয়ং
দুরুক্তাৎ পরিবাধমানা বর্ণং পবিত্রং পুনতী ন আগাৎ। প্রাণা-
পানাভ্যাং বলমাবহন্তী স্বসা দেবী সুভগা মেখলেয়ং। ত্রিষ্টুবিয়ং
মেখলাদেবতাকা পরিধাপনে বিনিযুক্তা। ব্রহ্মচারী ব্রূতে। ইয়ং
প্রত্যক্ষা মেখলা মৌঞ্জবসনা নোঽস্মান্ আগাৎ। কিং কুর্ব্বাণা
দুরুক্তাৎ অসম্বদ্ধপ্রলাপাদিতো বাধমানা নিবারয়ন্তী। বর্ণং
ব্রাহ্মণাদিকং পবিত্রমপি পুনতী পাবয়ন্তী। তথা চ স্মৃতিঃ। মাতুর্য-
দগ্রে জায়ন্তে দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনাদিতি। পুনঃ কিং কুর্ব্বতী
প্রাণস্যাপানস্য চ বায়োর্ব্বলং বীর্য্যং আবহন্তী আনয়ন্তী। প্রাণা-
পানয়োরুপাদানং প্রাধান্যখ্যাপনার্থং। তথা স্বসা ভগিনীব।

উপবেশন করিবে। পরে আচার্য্য মাণবককে ত্রিপ্রদক্ষিণবৃতা
মুঞ্জমেখলা ধারণ করাইয়া তাহাকে মূলের লিখিত দুইটী মন্ত্র
পাঠ করাইবেন অর্থাৎ মাণবক কহিবে, "এই প্রত্যক্ষ মেখলা
আমাদিগের নিকট আগমন করুন্। এই মেখলা অসম্বদ্ধ প্রলা-
পাদি হইতে নিবারিত করেন, ইনি ব্রাহ্মণাদি বর্ণ পবিত্র হইলেও
অধিকতর পবিত্র করিয়া থাকেন, ইনি প্রাণ ও অপানবায়ুর
বলবিধান করিয়া দেন; ইনি পূজ্যা, সর্ব্ব-লোকবাঞ্ছিতা ও

ঋতস্য গোপ্ত্রী তপসঃ পরস্পী ঘ্নতী রক্ষঃ সহমানা অরাতীঃ। সা মা সমন্তমভিপর্য্যেহি ভদ্রে ধর্ত্তারস্তে মেখলে মা রিষাম॥ ২০॥ ততো যজ্ঞোপবীতং কৃষ্ণসারাজিনসহিতং আচার্য্যো মাণবকং পরিধাপয়েদনেন মন্ত্রেণ। প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো বিশ্বেদেবা দেবতা উপনয়নে যজ্ঞোপবীতদানে বিনিয়োগঃ। ওঁ যজ্ঞোপবীতমসি যজ্ঞস্য ত্বোপবীতেনোপনেহ্যামি। প্রজাপতির্ঋষিঃ শর্করীচ্ছন্দোঽজিনং দেবতা উপনয়নে অজিনপরিধাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ মিত্রস্য চক্ষুর্ব্বরুণং বলীয়স্তেজো যশস্বি স্থবিরং সমৃদ্ধং। অনা-

---

পরার্থপ্রযুজ্যমানাঃ শব্দাঃ সাদৃশ্যং গময়ন্তি। দেবী পূজ্যা সুভগ সর্ব্বলোককামা: প্রাণাপানাভ্যামিতি ষষ্ঠ্যর্থে চতুর্থী॥ ১৯। ওঁ ঋতস্য গোপ্ত্রী তপসঃ পরস্পী ঘ্নতী রক্ষঃ সহমানা অরাতীঃ সা মা সমন্তমভিপর্য্যেহি ভদ্রে ধর্ত্তারস্তে মেখলে মা রিষাম। হে ভদ্রে শোভনে মেখলে যা ত্বং ব্রহ্মচারিসম্বন্ধিন ঋতস্য গোপ্ত্রী পালয়িত্রী। তপসো ব্রহ্মচর্য্যস্য পরস্পী পরস্বভূতা ঘ্নতী রক্ষঃ রক্ষাংসি বিনাশয়ন্তী। অরাতীঃ শত্রূন্ সহমানা অভিভবন্তী সৈবম্ভূতা ত্বং সা মাং সমন্তাৎ অভিপর্য্যেহি অভিমুখোন সর্ব্বত

ভগিনীর ন্যায়। হে শোভনে মেখলে! তুমি ব্রহ্মচারী সমন্ধীয় মন্ত্রের রক্ষয়িত্রী, তপস্যার বিধাত্রী, রাক্ষসাদি-বিঘ্নবিনাশিনী ও শত্রুকুলের পরাভবকর্ত্রী; তুমি সমন্তাৎ আগমন কর অর্থাৎ বেষ্টন কর। তোমাকে ধারণ করিলে কেহই যেন আমাদিগকে হিংসা করিতে না পারে। ১৯—২০। অনন্তর আচার্য্য মূলের লিখিত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক মাণবককে কৃষ্ণসারাজিন সহিত যজ্ঞোপবীত ধারণ করাইবেন। পরে মাণবক আচার্য্যের

ছুতস্যং বসনং জরিষ্ণু পরীদং বাহ্বজিনং দধেয়ং। ইত্যনেনাজিনং পরিধাপয়েৎ। তত আচার্য্যস্য মাণবক উপসন্নো ভবতি। প্রজাপতির্ঋষিরাচার্য্যো দেবতা আচার্য্যামন্ত্রণে বিনিয়োগঃ। ওঁ অধীহি ভোঃ সাবিত্রীং মে ভবাননুব্রবীতু ॥ ২১ ॥ ইতি ব্রুবাণঃ। ততস্তমুপসন্নং মাণবকমাচার্য্যঃ প্রথমং পাদং পাদং ততোঽর্দ্ধমর্দ্ধং ততঃ কৃৎস্নাং সাবিত্রীমধ্যাপয়েৎ। যথা বিশ্বামিত্রঋষির্গায়ত্রী-চ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা জপোপনয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং। ইতি প্রথমং। ঋষ্যাদয়ঃ সাধারণাঃ। ওঁ ভর্গো দেবস্য ধীমহি ইতি দ্বিতীয়ং। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়া-

---

আগচ্ছ বেষ্টয়েত্যর্থঃ। যথা তে তব ধর্ত্তারো বয়ং কেনচিৎ মা রিষাম মা হিংসীন্মহি। অরাতীরিতি ব্যত্যয়েন শসঃ স্থানে জস বা ছন্দসীতি পূর্ব্বসবর্ণঃ। অস্যোপদিশতি ॥ ২০ ॥ ওঁ অধীহি ভোঃ সাবিত্রীং মে ভবাননুব্রবীত্বিতি আচার্য্যঃ প্রথমমুপদিশতি। ভো মাণবক অধীহি। তদনুজ্ঞাং প্রাপ্য মাণবক আহ ভবান্ সাবিত্রীং মে মহ্যমনুব্রবীতু উপদিশতু। অনন্তরং স তামাহ ॥ ২১ ॥ ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচো-দয়াৎ। গায়ত্রী সবিতৃদেবতা ঋষির্ব্বিশ্বামিত্রঃ জপে বিনিয়োগঃ। তৎ অধ্যয়নং ভগবতঃ সবিতুর্দ্দেবস্য দেবনাদিগুণস্য বরেণ্যং বরণীয়ং ভর্গঃ ভজনীয়ং সবিত্রাপি সেব্যং ধীমহি চিন্তয়ামঃ। কিম্ভূতঃ

সন্নিহিত হইলে আচার্য্য কহিবেন, "ভো মাণবক! তুমি অধ্যয়ন কর।" তখন মাণবক কহিবে, আপনি আমাকে সাবিত্রী উপ-দেশ দিউন্।" ২১। তদনন্তর আচার্য্য উপসন্ন মাণবককে প্রথমে এক পাদ এক পাদ, পরে অর্দ্ধ অর্দ্ধ পাদ, তৎপরে সমগ্র সাবিত্রী

দিতি তৃতীয়ং। ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ইতি পূর্ব্বার্দ্ধং। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াদিতি উত্তরার্দ্ধং। ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ॥ ২২॥ ওঁ ইতি সর্ব্বমেব গায়ত্রীং বারত্রয়ং পাঠয়েৎ। ততো মাণবকমাচার্য্যো মহাব্যাহৃতীঃ পৃথক্ পৃথক্ কৃত্বা ওঁকারপূর্ব্বিকাং ওঁকারান্তাং ওঙ্কারপুটিতাং বা অধ্যাপয়েৎ। যথা প্রজাপতিঋর্ষিগায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা মহাব্যাহৃতিপাঠে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ। প্রজাপতিঋর্ষিরুষ্ণিক্ছন্দো বায়ুর্দ্দেবতা মহাব্যাহৃতিপাঠে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভুবঃ। প্রজাপতিঋর্ষিরনুষ্টুপ্ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা মহাব্যাহৃতিপাঠে বিনিয়োগঃ ওঁ স্বঃ। ততঃ সপ্রণ-

---

সবিত্রা নোঽস্মাকং ধিয়ো বুদ্ধী স্নানাধ্যয়নদানহোমেষু কর্ম্মসু প্রচোদয়াৎ প্রবর্ত্তয়েৎ। উদিতে হি ভগবতি সকলাভ্যুদয়কার্য্যাণি প্রবর্ত্তন্তে অস্তমিতে চ নিবর্ত্তন্তে। ভর্গ ইতি ভৃজি ধাতোঃ কর্ম্মণি ঘঞ ব্যত্যয়েন পুংস্ত্বং প্রথমৈকবচনে। ধীমহীতি দধাতের্ধারণার্থস্য লিঙ্ বহুলং ছন্দসীতি শপো লুক্। সাংযুট যলোপঃ সলোপো ব লোপশ্ছান্দসঃ। প্রচোদয়াদিতি চুদ সঞ্চোদনে চুরাদিঃ লট্ তিং আঢশপ। ইতশ্চ লোপঃ পরস্মৈপদেষ্বিতীকারলোপঃ। ভূ পৃথিবী ভুবোঽন্তরীক্ষং স্বর্দ্যৌঃ। ওঁ আত্মা ত্রৈলোক্যাত্মনঃ প্রতি

অধ্যাপন করিবেন। ঐ সমস্ত পাদের ঋষ্যাদি একরূপ। ২২। তৎপরে তিনবার সমস্ত গায়ত্রী পাঠ করাইবেন। অনন্তর আচার্য্য মহাব্যাহৃতি পৃথক্ পৃথক্ করিয়া মাণবককে ওঙ্কার পূর্ব্বিকা, ওঙ্কারান্তা অথবা ওঙ্কারপুটিতা করিয়া অধ্যয়ন করাইবেন এবং পরে প্রণব ও ব্যাহৃতিসহিত প্রণবান্ত গায়ত্রী অধ্য-

বব্যাহৃতিকাং প্রণবান্তাং গায়ত্রীমধ্যাপয়েৎ। বিশ্বামিত্রঋষি-র্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা উপোপনয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ। ততো বৈল্বং পালাশং বা মাণবকপরিমাণং দণ্ডং মাণবকায় প্রযচ্ছন্নাচার্য্যো মাণবকং বাচয়তি। প্রজাপতি-র্ঋষিঃ পংক্তিশ্ছন্দো দণ্ডাগ্নী দেবতে উপনয়নে মাণবকদণ্ডার্পণে বিনিয়োগঃ। ওঁ সুশ্রব সুশ্রবসং মা কুরু। যথা ত্বমগ্নে সুশ্রব-সুশ্রবা দেবেষ্বেবমহং সুশ্রব সুশ্রবা ব্রাহ্মণেষু ভূয়াসং॥ ২৩। অথ গৃহীতদণ্ডো ব্রহ্মচারী ভিক্ষাং প্রার্থয়তি। তত্র প্রথমং মাতরং।

পদ্যস্বেতি গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টপ্ ছন্দোঽসি অগ্নিবায়ুসূর্য্যা দেবতাঃ জপে বিনিয়োগঃ॥ ২২॥ ওঁ সুশ্রব সুশ্রবসং মা কুরু। যথা ত্বমগ্নে সুশ্রব সুশ্রবা দেবেষ্বেবমহং সুশ্রব সুশ্রবা ব্রাহ্মণেষু ভূয়াসং। পঙ্‌ক্তিরিয়ং দণ্ডার্পণে বিনিযুক্তা। দণ্ডাগ্নী দেবতে দণ্ডং গৃহ্নন্ ব্রহ্মচারী তমগ্নিঞ্চ প্রার্থয়তে। শোভনং শ্রবো যস্য

য়ন করাইবেন। যেরূপে অধ্যয়ন করাইতে হয়, তাহা মূলে স্পষ্টীকৃত আছে। তদনন্তর আচার্য্য মাণবককে তৎপরিমিত বিল্বদণ্ড বা পালাশদণ্ড প্রদান পূর্ব্বক তাহাকে এই মন্ত্র পাঠ করা-ইবেন যে, "হে শোভনকীর্ত্তে দণ্ড! তুমি যেমন বেদধারণার্থ জ্ঞানাদি দ্বারা লোকে প্রখ্যাতযশাঃ হইয়াছ, আমাকেও সেইরূপ শোভনকীর্ত্তি কর। হে অগ্নে! তুমি যেমন দেবগণমধ্যে বিদিত-যশাঃ, সেইরূপ আমিও যেন মনুষ্যমধ্যে শোভনকীর্ত্তি হই। ২৩" তৎপরে গৃহীতদণ্ড ব্রহ্মচারী প্রথমতঃ "ভবতি ভিক্ষাং দেহি" এই বাক্যে মাতার নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিবে এবং

ভবতি ভিক্ষাং দেহীতি প্রার্থয়েৎ। ততো লব্ধভিক্ষো মাণবকঃ ওঁ স্বস্তীতি ব্রূয়াৎ। ততো মাতৃবন্ধুস্ত্রিয়ঃ। ততঃ পিতরং ভবন্ ভিক্ষাং দেহীতি প্রার্থয়েৎ। ততো লব্ধভিক্ষো ব্রহ্মচারী ওঁ স্বস্তীতি ব্রূয়াৎ। ততোঽন্যাংশ্চ প্রার্থয়েৎ। সর্ব্বং লব্ধং ভৈক্ষ্যমাচার্য্যায় নিবেদয়েৎ। ততঃ পূর্ব্ববদাচার্য্যো ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোমং কৃত্বা প্রাদেশপ্রমাণাং ঘৃতাক্তাং সমিধং তুষ্ণীমগ্নৌ হুত্বা প্রকৃতং কর্ম্ম সমাপ্য সর্ব্বকর্ম্মসাধারণং শাট্যায়নহোমাদি-বামদেব্যগানান্তং উদীচ্যং কর্ম্ম সমাপয়েৎ। ততো যদি পিতৈ-

---

স সুশ্রবাঃ। শৃণোতেঃ কর্ম্মণি সর্ব্বধাতুভ্যোঽসুন ছান্দসঃ সকারলোপঃ। হে সুশ্রব হে শোভনকীর্ত্তে দণ্ড যথা ত্বং বেদধারণার্থং জ্ঞানাদিনা লোকে প্রখ্যাতযশাঃ এবং মামপি সুশ্রবসং কুরু যদাচেতনে দণ্ডে বেদধারণাদিকং ন সম্ভবতি তথাপ্যধিষ্ঠাতৃ দেবতাভিপ্রায়েণোচ্যতে। এবমগ্নিং প্রার্থয়তে। হে অগ্নে সুশ্রব পুনরামন্ত্রণে দণ্ডাগ্নে সুশ্রবশ্রুতিযশঃ খ্যাপ্যতে। যথা ত্বং দেবেষু

লব্ধভিক্ষ হইয়া "ওঁ স্বস্তি" বলিবে। তদনন্তর মাতৃবন্ধু স্ত্রীগণের নিকট ভিক্ষা লইয়া "ভবন্ ভিক্ষাং দেহি" বাক্যে পিতার নিকট প্রার্থনা করিবে। অনন্তর ব্রহ্মচারী লব্ধভিক্ষ হইয়া "ওঁ স্বস্তি" এই বাক্য বলিবে। পরে অন্যান্য ব্যক্তির নিকট প্রার্থনা করিবে। সমস্ত ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য আচার্য্যকে নিবেদন করিবে। অনন্তর আচার্য্য পূর্ব্ববৎ ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোম করিয়া প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ তূষ্ণীভাবে অগ্নিতে আহুতি দিয়া প্রকৃত কর্ম্ম সমাপন করত সর্ব্বকর্ম্মসাধারণ শাট্যায়ন-হোমাদি বাম দেব্যগানান্ত উদীচ্য কর্ম্ম সমাপন করিবে। তদনন্তর যদি পিতার

থাচার্য্যস্তদা কর্ম্মকারয়িতৃব্রাহ্মণায় দক্ষিণাং দদ্যাৎ। যদ্যন্যো বৃত-স্তদা তস্মৈ দক্ষিণাং দদ্যাৎ। ব্রহ্মচারী তু তত্রৈব স্থানে দিনান্তং যাবদ্বাগ্যতস্তিষ্ঠেৎ। ততঃ প্রাপ্তায়াং সন্ধ্যায়াং সন্ধ্যামুপাস্য কুশ-ণ্ডিকোক্তবিধিনা শিখিনামানমগ্নিং সংস্থাপ্য ওঁ ইহৈবায়মিতরো জাতবেদা দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্ ইতি জপ্ত্বা দক্ষিণং জানু ভূমৌ পাতয়িত্বা দক্ষিণপশ্চিমোত্তরক্রমেণোদকাঞ্জলিসেকং অগ্নিপর্য্যুক্ষণঞ্চ কৃত্বা সমিদ্ধোমং কুর্য্যাৎ। তত্র প্রথমং প্রাদেশ-প্রমাণঘৃতাক্তসমিত্রয়মাদায়াদ্যন্তয়োর্মধ্যে তূষ্ণীং প্রজাপতির্ঋষি-রগ্নির্দ্দেবতা অগ্নৌ সমিদ্দানে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নয়ে সমিধমহার্ষং বৃহতে জাতবেদসে যথা ত্বমগ্নে সমিধা সমিধ্যস্যেবমহমায়ুষা মেধয়া বর্চ্চসা প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চ্চসেন ধনেনান্নাদ্যেন সমেধি-

---

ষধ্যে সুশ্রবাঃ এবং মনুষ্যেষ্বহং সুশ্রবাঃ ভূয়াসং॥ ২৩॥ ওঁ অগ্নয়ে সমিধমহার্ষং বৃহতে জাতবেদসে যথা ত্বমগ্নে সমিধা সমি-

---

আচার্য্য হইয়া থাকেন, তাহা হইলে কর্ম্মকারয়িতৃ-ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা প্রদান করিবেন। যদি অন্য ব্যক্তি বৃত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে দক্ষিণা দিতে হইবে। ব্রহ্মচারী সেই স্থানেই দিনান্ত যাবৎ বাগ্যত হইয়া অবস্থান করিবে। অনন্তর সন্ধ্যা আগত হইলে সন্ধ্যোপাসনা করিয়া কুশণ্ডিকোক্ত বিধানে শিখিনামা অগ্নি স্থাপন পূর্ব্বক "ওঁ ইহৈবায়মিতরো জাতবেদা দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্" এই মন্ত্র জপ করিয়া দক্ষিণ জানু ভূমিতে পাতিয়া দক্ষিণ-পশ্চিমোত্তরক্রমে উদকাঞ্জলিসেক, অগ্নিপর্য্যুক্ষণ ও সমিদ্ধোম করিবে। "মহান্ জাতপ্রজ্ঞান অগ্নির নিমিত্ত সমিধ্ আহৃত হইয়াছে। হে অগ্নে! তুমি যেমন

ষীয় স্বাহা॥ ইতি জুহুয়াৎ॥২৪॥ ততঃ কর্ম্মশেষোক্ত-বিধিনা পুনরগ্নিপর্য্যুক্ষণোপক্রমং দক্ষিণপশ্চিমোত্তরক্রমেণোদকা-ঞ্জলিসেকং কুর্য্যাৎ। ততঃ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাহং ভোঃ অভিবাদয়ে ইত্যগ্নিমভিবাদ্য ওঁ ক্ষমস্বেত্যগ্নিং বিসৃজ্যাতী-তায়াং সন্ধ্যায়াং ভিক্ষালব্ধমন্নং ক্ষারলবণবর্জ্জিতং সঘৃতং চরু-

---

ধ্যস্যেবমহমায়ুষা মেধয়া বর্চ্চসা প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চ্চসেন ধনে-নান্নাদ্যেন সমেধিষীয়। যজুরিদমাগ্নেয়ং সমিধাদানে বিনিযুক্তং। ব্রহ্মচারী ব্রূতে। অগ্নয়ে সমিধমহার্ষং আহৃতবান্। কিম্ভূতায় বৃহতে জাতবেদসে মহতে জাতপ্রজ্ঞানায়। হে অগ্নে যথা ত্বমনয়া সমিধ্যসি দীপ্যসে। এবমনেন প্রকারেণাহং আয়ুষা মেধয়া বুদ্ধ্যা বর্চ্চসা তেজসা প্রজয়া পুত্রপৌত্রাদিরূপয়া পশুভির্গবাদিভি-র্ব্রহ্মবর্চ্চসেন ব্রাহ্মণতেজসা ধনেন বিত্তেন অন্নাদ্যেন ব্রীহিযবাদিনা সমেধিষীয় বৃদ্ধিমাপ্নুয়াৎ। সমিধ্যসীতি কর্ম্মণি লটয়ক ব্যত্যয়েন

সমিধ দ্বারা দীপিত হইতেছ, এইরূপ আমি যেন আয়ুঃ, মেধা, তেজঃ, পুত্র-পৌত্রাদিরূপ প্রজা, গবাদি পশু, ব্রাহ্মণতেজঃ, ধন ও অন্নাদি দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হই" এই মন্ত্রে সমিদ্ধোম করিবে। ২৪। তদনন্তর কর্ম্মশেষোক্তবিধানে পুনরায় অগ্নি-পর্য্যুক্ষণ ও দক্ষিণপশ্চিমোত্তরক্রমে উদকাঞ্জলিসেক করিবে। পরে যথাযথ মন্ত্রে অগ্নি অভিবাদন ও অগ্নি বিসর্জ্জন করিয়া সন্ধ্যা অতীত হইলে ক্ষারলবণবর্জ্জিত সঘৃত চরুশেষ জল দ্বারা অভুক্ষণ করত "হে গণ্ডূষরূপ জল! তুমি পঞ্চযজ্ঞাবশিষ্ট অন্নের

শেষঞ্চ উদকেনাভ্যুক্ষ্য ওঁ অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা ॥ ২৫ ॥ ইত্যাপোশানং কৃত্বা মধ্যমানামিকাঙ্গুষ্ঠত্রিপর্ব্বগৃহীতেনান্নেন ওঁ প্রাণায় স্বাহা। ওঁ অপানায় স্বাহা। ওঁ সমানায় স্বাহা। ওঁ উদানায় স্বাহা। ওঁ ব্যানায় স্বাহা ॥ ২৬॥ ইত্যনেন পঞ্চাহুতীরভ্যবহৃত্য সর্ব্বত্র প্রাণাহুতিশেষং ভূমৌ নিক্ষিপ্য বামহস্তবিধৃতভোজনপাত্রো বাগ্‌যতো ভুঞ্জীত। ভোজনাবসানে চ ওঁ অমৃতাপিধানমসি স্বাহা ॥ ২৭ ॥ ইতি পুনরাপোশানং কর্ম্ম

পরস্মৈপদং। অনিদিতামিতি আদিনা অনুনাসিকলোপঃ ॥ ২৪ ॥ ওঁ অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা। হে গণ্ডূষরূপজল অমৃতস্য পঞ্চযজ্ঞাবশিষ্টান্নস্য উপস্তরণং শয্যেব ত্বমসি ॥ ২৫ ॥ প্রাণায় স্বাহা। অপানায় স্বাহা। সমানায় স্বাহা। উদানায় স্বাহা। ব্যানায়

শয্যাস্বরূপ” এই মন্ত্রে অপোশান করিবে। ২৫। এইরূপে অপোশান করিয়া মধ্যমা, অনামা ও অঙ্গুষ্ঠ এই অঙ্গুলীত্রয়ের ত্রিপর্ব্ব দ্বারা গৃহীত অন্ন দ্বারা “ওঁ প্রাণায় স্বাহা” ইত্যাদি মন্ত্রে পঞ্চ প্রাণাহুতি দিবে। ২৭। পরে প্রাণাহুতিশেষ ভূমিতে নিক্ষেপ পূর্ব্বক বামহস্তে ভোজনপাত্র ধারণ করত বাগ্‌যত হইয়া ভোজন করিবে। ভোজনাবসানে “হে গণ্ডূষরূপ জল! তুমি পঞ্চযজ্ঞাবশিষ্ট অন্নের আচ্ছাদনস্বরূপ” এই মন্ত্রে পুনরায় আপোশান কর্ম্ম করিবে। ২৬। এই প্রকারে আপোশান করিয়া আচমন করিতে হয়। এই অগ্নিক্রিয়া সমাবর্ত্তনযাবৎ

কৃত্বাচামেৎ। এতচ্চাগ্নিকার্য্যং সমাবর্ত্তনপর্য্যন্তং সায়ং প্রাতঃ প্রত্যহং কার্য্যং। ভোজনঞ্চানেন ক্রমেন যাবজ্জীবনং কর্ত্তব্যং ॥*॥

ইতি উপনয়নকর্ম্ম ॥ * ॥

স্বাহা। নিগদা এতে বায়বঃ শরীরাঃ ॥ ২৬ ॥ ওঁ অমৃতাপিধানমসি স্বাহা। অপিধানমাবরণমাচ্ছাদনমিতি যাবৎ ॥ ২৭ ॥

ইতি উপনয়নমন্ত্রব্যাখ্যা ॥

প্রত্যহ সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে কর্ত্তব্য। উক্ত নিয়মেই যাবজ্জীবন ভোজন করিবে।

ইতি উপনয়ন কর্ম্ম সমাপ্ত।

অথ চতুর্থেঽহনি সাবিত্রীচরুহোমঃ। *

তত্র প্রথমং কৃতস্নানঃ পিতা পিতৃবৃতো ব্রহ্মচারিবৃতো বাঽন্য এবাচার্য্যঃ সমুদ্ভবনামানমগ্নিং সংস্থাপ্য ব্রহ্মস্থাপনানন্তরং প্রাঙ্মুখ উপবিষ্টস্তস্মিন্নেবাগ্নৌ চরুং শ্রপয়েৎ। তস্যানুষ্ঠানং যথা।—অগ্নেঃ পশ্চিমায়াং দিশি প্রাগগ্রান্ কুশানাস্তীর্য্য তদুপরি প্রক্ষালিতা-নীতং বারুণমুদূখলং মুষলং বৈণবঞ্চ স্থর্পং বারুণচমসস্থজল-প্রোক্ষিতং সংস্থাপ্য ব্রীহীন্ বা স্থর্পে নিধায় ওঁ সবিত্রে ত্বা যুষ্টং নির্ব্বপামি ইতি কাংস্যপাত্রে চরুস্থাল্যাং বা গৃহীত্বা উদূখলে স্থাপ-য়েৎ। দ্বিস্তূষ্ণীং। ততো দক্ষিণহস্তমুপরি কৃত্বা মুষলেনাবহত্য স্থর্পেণ প্রস্ফোটয়েৎ। ইত্থমেব বারত্রয়ং কৃত্বা ত্রিঃ প্রক্ষাল্য চরু-স্থাল্যামমন্ত্রকং কৃতোত্তরাগ্রং পবিত্রং নিঃক্ষিপ্য তদুপরি প্রক্ষালিত-তণ্ডুলান্নিধায় দুগ্ধং নিঃক্ষিপ্য স্তোকং স্তোকমুদকং দত্ত্বা তন্মধ্যে খদিরপলাশোডুম্বরাণামন্যতমস্য প্রাদেশপ্রমাণমগ্রে উভয়তঃ সার্দ্ধা-ঙ্গুষ্ঠপর্ব্বপ্রমাণং চতুষ্কোণপুষ্করং মেক্ষণং দক্ষিণাবর্ত্তেন ভ্রাময়িত্বা পচেৎ যথান্তরূষ্মণা সম্যক্ পাকো ভবতি। মণ্ডগালনং দাহশ্চ ন ভবতি। সম্যক্ পাকে ভূতে চরুমধ্যে ঘৃতস্রুববয়ং দত্ত্বা প্রাগাদি-

---

অনুবাদ।—প্রথমতঃ কৃতস্নান পিতা বা পিতা কর্ত্তৃক অথবা ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক বৃত অন্য আচার্য্য সমুদ্ভবনামা অগ্নি স্থাপন পূর্ব্বক

---

* ভ্রম বশতঃ পুংসবন হইতে উপনয়ন পর্য্যন্ত প্রতি সংস্কারের শীর্ষস্থানে "দ্বিতীয় অধ্যায়। তৃতীয় অধ্যায়" এইরূপে অধ্যায় সন্নিবেশিত হইয়াছে; কিন্তু তাহা নহে। বিবাহ পর্য্যন্ত সামবেদীয় সমস্ত সংস্কারই প্রথম অধ্যায়ের অন্তর্গত।

চিহ্নিতং চরুমবতার্য্যাগ্নেরুত্তরতঃ কুশোপরি স্থাপয়িত্বা পুনর্ম্মধ্যে ঘৃতস্রুবং দদ্যাৎ। ততো ভূমিজপাদিস্রুবসংস্কারপর্য্যন্তং কর্ম্ম কৃত্বা অগ্নেঃ পশ্চিমত আস্তরণকুশোপরি পূর্ব্বমাজ্যং পশ্চাচ্চরুং নিধায় উদকাঞ্জলিসেকং কৃত্বা বিরূপাক্ষজপান্তাং কুশণ্ডিকাং সমাপ্য প্রকৃতকর্ম্মারম্ভে প্রাদেশপ্রমাণাং ঘৃতাক্তাং সমিধং তূষ্ণীং প্রক্ষিপেৎ। আজ্যহোমবিহিতস্ত মহাব্যাহৃতিহোমশ্চরু-হোমত্বাদস্ত প্রথমং ন কর্ত্তব্য এব। অন্তে তু কর্ত্তব্য এব বিহিতত্বাৎ। যদি সংক্ষেপোঽপেক্ষিতঃ জুহূর্ব্বা ন প্রাপ্যতে তদা চরুমধ্যে ঘৃতস্রুবং দত্ত্বা তত্রৈব মেক্ষণেন সকৃদন্নং গৃহীত্বা অগ্নিমধ্যে ওঁ সবিত্রে স্বাহা॥ ১॥ ইতি জুহুয়াৎ। ততো মেক্ষণ-মগ্নৌ তূষ্ণীং হুত্বা মহাব্যাহৃতিহোমং কৃত্বা প্রাদেশপ্রমাণাং ঘৃতাক্তাং সমিধং তূষ্ণীমগ্নৌ হুত্বা প্রকৃতং কর্ম্ম সমাপ্য সর্ব্বকর্ম্ম-সাধারণং শাট্যায়নহোমাদি বামদেব্যগানান্তমুদীচ্যং কর্ম্ম সমা-প্যাচার্য্যায় দক্ষিণাং দদ্যাৎ। অথ যদি পিতৈবাচার্য্যস্তদা কর্ম্ম-কারয়িতৃব্রাহ্মণায় দক্ষিণাং দদ্যাৎ। অথ প্রবরসংখ্যয়া পঞ্চ বা ত্রয়ো বা মেখলাগ্রন্থয়ঃ কর্ত্তব্যাঃ। অথ চেৎ ফলভূয়স্ত্বমপেক্ষিতং জুহূশ্চ প্রাপ্যতে তদা ভার্গবাদিপ্রবরাণাং জুহ্বাং পঞ্চঘৃতস্রুবং দত্ত্বা ইতরপ্রবরাণাং ঘৃতস্রুবচতুষ্টয়ং দত্ত্বাগ্নেরুত্তরে প্রাগ্গামিনী-মাজ্যধারাং ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা॥ ২॥ ইত্যনেন হুত্বা তথৈবাগ্নের্দ্দ-

টীকা।—অথ সাবিত্রীচরুহোমমন্ত্রব্যাখ্যা। সবিত্রে স্বাহা॥ ১॥

প্রাঙ্মুখে বসিয়া উক্ত অগ্নিতে চরু পাক করিবে। চরু পাকের অনুষ্ঠান-প্রণালী মূলেই স্পষ্ট লিখিত আছে। চরুর মণ্ডগালন

ক্ষিণভাগে ওঁ সোমায় স্বাহেতি জুহুয়াৎ॥ ৩॥ অথ যদি ভৃগুগোত্রো ভার্গবপ্রবরো ব্রহ্মচারী তদা জুহ্বাং ঘৃতস্রুবং চরু-মধ্যে ঘৃতস্রুবং দত্বা মেক্ষণেনাবদায় পুনরপি জুহ্বাং স্থাপয়েৎ। অবদানস্থানে চরৌ ঘৃতস্রুবং দদ্যাৎ। ততশ্চরোঃ পূর্ব্বভাগে ঘৃতস্রুবং দত্বা তত্রৈব মেক্ষণেনাবদায় পুনরপি জুহ্বাং স্থাপয়েৎ। অবদানস্থানে চরৌ ঘৃতস্রুবং দদ্যাৎ। ততশ্চরোঃ পশ্চিমভাগে ঘৃতস্রুবং দত্বা তত্রৈব মেক্ষণেনাবদায় পুনরপি জুহ্বাং স্থাপয়েৎ। অবদানস্থানে চরৌ ঘৃতস্রুবং দদ্যাৎ। ততো জুহ্বাং সর্ব্বোপরি ঘৃতস্রুবং দত্বা অগ্নিমধ্যে ওঁ সবিত্রে স্বাহা ইতি জুহুয়াৎ। যদ্যন্য-গোত্রোঽন্যপ্রবরো বা তদা চরোঃ পশ্চিমভাগে ঘৃতস্রুবং দত্বা-বদানং ন কর্ত্তব্যং কিন্তু জুহ্বাং ঘৃতস্রুবং দত্বা চরুমধ্যে প্রাগা-বর্ত্তনমেব চরোরুপরি ঘৃতস্রুবং দত্বা হোতব্যং। ততো ভার্গবাদি-প্রবরো যদি ব্রহ্মচারী তদা জুহ্বাং ঘৃতস্রুবদ্বয়ং দত্বা চরোঃ পূর্ব্বভাগে ঘৃতস্রুবং দত্বা মেক্ষণেন চরোর্ব্বহুতরমন্নং গৃহীত্বা জুহ্বাং স্থাপয়েৎ। অবদানস্থানে চরৌ ঘৃতস্রুবং দদ্যাৎ। ততো জুহ্-স্থচরোরুপরি ঘৃতস্রুবদ্বয়ং দত্বাঽগ্নেঃ পূর্ব্বোত্তরভাগে ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহেতি জুহুয়াৎ॥ ৪॥ যদ্যন্যপ্রবরস্তদা প্রথমমেক এব ঘৃতস্রুবো জুহ্বাং দাতব্যঃ। ততস্তূষ্ণীমগ্নৌ মেক্ষণং হুত্বা মহাব্যাহৃতিহোমং কৃত্বা তূষ্ণীং সমিৎপ্রক্ষেপান্তং প্রকৃতং কর্ম্ম সমাপ্যানন্তরং সর্ব্বকর্ম্মসাধারণং শাট্যায়নহোমাদি বামদেব্য-

---

অগ্নয়ে স্বাহা॥ ২॥ সোমায় স্বাহা॥ অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে

নিষিদ্ধ এবং তাহা দগ্ধ না হয় এরূপ ভাবে পাক করিবে।

গানান্তমুদীচ্যং কর্ম্ম সমাপ্যাচার্য্যায় দক্ষিণান্দদ্যাৎ। অথ যদি পিতৈবাচার্য্যস্তদা কর্ম্মকারয়িতৃব্রাহ্মণায় দক্ষিণাং দদ্যাৎ ॥

ইতি সাবিত্রীচরুহোমঃ ॥

স্বাহা। শোভনং সম্যক্ ফলাবাপ্ত্যা ইষ্টং যাগং করোতীতি স্বিষ্টিকৃৎ।

ইতি সাবিত্রীচরুহোমমন্ত্রব্যাখ্যা ॥

তৎপরে মূলের লিখিত নিয়মে হোমাদি কর্ম্ম সমাপন করিতে হয়। *

ইতি সাবিত্রীচরুহোম।

---

* সাবিত্রীচরুহোমের মন্ত্র কয়টী অতি ক্ষুদ্র এবং এই হোমের নিয়মাবলীও অতি সহজ এ হেতু বৃথা বাহুল্যভয়ে ইহার বিস্তারিত অনুবাদ প্রদত্ত হইল না।

সমাবর্ত্তনম্। *

তত্র কৃতবেদাধ্যয়নমাচার্য্যানুমতং মাণবকং সমাবর্ত্তয়েৎ। তত্র প্রাতঃ কৃতস্নানঃ কৃতবৃদ্ধিশ্রাদ্ধঃ পিতা কৃতবৃদ্ধিশ্রাদ্ধেন পিত্রা বৃতো ব্রহ্মচারিবৃতো বা হস্ত্য এবাচার্য্যস্তেজোনামানমগ্নিং সংস্থাপ্য বিরূপাক্ষজপান্তাং কুশণ্ডিকাং সমাপ্য মাণবকং দক্ষিণে নিধায় প্রকৃতকর্ম্মারম্ভে প্রাদেশপ্রমাণাং ঘৃতাক্তাং সমিধং তূষ্ণীমগ্নৌ হুত্বা মহাব্যাহৃতিহোমং কুর্য্যাৎ। যথা প্রজাপতিঋর্ষিগায়ত্রী-চ্ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ স্বাহা। প্রজাপতিঋর্ষিরুষ্ণিকৃছন্দো বায়ুর্দ্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভুবঃ স্বাহা! প্রজাপতিঋর্ষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বঃ স্বাহা। তত আচার্য্যঃ পঞ্চভির্ম্মন্ত্রৈঃ পঞ্চাহুতীর্জ্জুহুয়াৎ। যথা প্রজাপতি-

---

অনুবাদ।—কৃতবেদাধ্যয়ন, আচার্য্য কর্ত্তৃক অনুমত মাণব-ককে গৃহে আনয়ন করিতে হয়। প্রথমতঃ পিতা পূর্ব্ববৎ প্রাতঃ-স্নান ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি সমাপন পূর্ব্বক মহাব্যাহৃতিহোম করি-বেন। পরে আচার্য্য পাঁচটী মন্ত্রে পাঁচটী আহুতি দিবেন। পাঁচটী-

---

* সমাবর্ত্তন সংস্কার এখন আমাদিগের দেশে একপ্রকার নাই বলিলেই হয়; কারণ উপনয়নান্তে গুরুগৃহে গিয়া বাস করাই পূর্ব্বে রীতি ছিল। তথায় অধ্যয়ন সমাপনান্তে গুরুকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া যৎকালে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইত হইতে, তখনই আসিবার অগ্রে গার্হস্থ্য-ধর্ম্মরক্ষণোপযোগী গুণরাশির স্মরণরূপ এই সমাবর্ত্তন সংস্কার নির্ব্বাহ করিতে হইত। এখন গুরুগৃহে বাসও নাই, সুতরাং প্রকৃত সমাবর্ত্তনও নাই বলিলেই হয়। তবে এখন উপনয়নের দিনেই ঐ সংস্কার নির্ব্বাহের রীতি অস্মদ্দেশে প্রচলিত আছে।

ঋষিরগ্নির্দ্দেবদতা সমাবর্ত্তনহোমে বিনিয়োগঃ। ও অগ্নে ব্রতপতে ব্রতমচার্ষং তত্তে প্রব্রবীমি তদশকং তেনারাৎ সমিদমহমনৃতাৎ সত্যমুপাগাং স্বাহা॥ ১॥ প্রজাপতির্ঋষির্ব্বায়ুর্দ্দেবতা সমাবর্ত্তনহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ বায়ো ব্রতপতে ব্রতমচার্ষং তত্তে প্রব্রবীমি তদশকং তেনারাৎ সমিদমহমনৃতাৎ সত্যমুপাগাং স্বাহা॥ ২॥ প্রজাপতির্ঋষিঃ সূর্য্যো দেবতা সমাবর্ত্তনহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ সূর্য্য ব্রতপতে ব্রতমচার্ষং তত্তে প্রব্রবীমি তদশকং তেনারাৎ সমিদমহমনৃতাৎ সত্যমুপাগাং স্বাহা॥ ৩॥ প্রজাপতিঋষিশ্চন্দ্রো দেবতা সমাবর্ত্তনহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ চন্দ্র ব্রতপতে ব্রতমচার্ষং তত্তে প্রব্রবীমি তদশকং তেনারাৎ সমিদমহমনৃতাৎ সত্যমুপাগাং স্বাহা॥ ৪॥ প্রজাপতির্ঋষিরিন্দ্রো দেবতা

টীকা।—অথ সমাবর্ত্তনমন্ত্রব্যাখ্যা। ওঁ অগ্নেব্রতপতে ব্রতমচার্ষং তত্তে প্রব্রবীমি তদশকং তেনারাৎ সমিদমহমনৃতাৎ সত্যমুপাগাং। আরাদ্ধব্রত এবানৃতাৎ সত্যরূপং ব্রতমিদং সমুপাগাং সমুপাগতবানস্মি॥ ১॥ ওঁ বায়ো ব্রতপতে ব্রতমচার্ষং তত্তে প্রব্রবীমি তদশকং তেনারাৎ সমিদমহমনৃতাৎ সত্যমুপাগাং॥ ২॥ ওঁ সূর্য্য ব্রতপতে ব্রতমচার্ষং তত্তে প্রব্রবীমি তদশকং তেনারাৎ সমিদমহমনৃতাৎ সত্যমুপাগাং॥ ৩॥ ওঁ চন্দ্র ব্রতপতে ব্রতমচার্ষং তত্তে প্রব্রবীমি তদশকং তেনারাৎ সমিদমহমনৃতাৎ সত্যমুপাগাং॥ ৪॥

মন্ত্রের অর্থ যথা,—"হে অগ্নে! হে ব্রতপতে! উপনয়নকালে আমি তোমার আনুকূল্যে যে ব্রতানুষ্ঠান করিব বলিয়াছিলাম, তাহা অনুষ্ঠিত হইয়াছে; এই হেতু বলিতেছি যে, আমি এখন অনৃত হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সত্যস্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়াছি।" এই

সমাবর্ত্তনহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইন্দ্র ব্রতপতে ব্রতমচার্ষং তত্তে প্রব্রবীমি তদশকং তেনারাৎ সমিদমহমনৃতাৎ সত্যমুপাগাং স্বাহা ॥ ৫ ॥ তত আচার্য্য উদগগ্রেষু কুশেষু উত্তরাভিমুখ উপবিশতি। ব্রহ্মচারী তু আচার্য্যস্য পশ্চিমোত্তরকোণে উদগগ্রেষু কুশেষু প্রাঙ্মুখ উপবিশতি। ততঃ শীতোষ্ণমিশ্রিতাভিরদ্ভির্ব্রীহিযবমাষমুদ্গাদ্যোষধদ্রব্যযুক্তাভিশ্চন্দনাদিগন্ধবাসিতাভিঃ পাত্রান্তরস্থিতাভিঃ স্বাঞ্জলিং পূরয়িত্বা ব্রহ্মচারী আচার্য্যপ্রেরিতোঽনেন মন্ত্রেণ ভূমৌ ত্যজেৎ। প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্ন্যাদয়ো দেবতাঃ সমাবর্ত্তনে ব্রহ্মচার্য্যুদকাঞ্জলিত্যাগে বিনিয়োগঃ। ওঁ যেঽপ্স্বন্তরগ্নয়ঃ প্রবিষ্টা গোহ্য উপগোহ্যঃ মনোকঃ মনোহাঃ খলো বিরুজস্তনূদূষিরিন্দ্রিয়হা অভি তান্ সৃজামি ॥ ৬ ॥ ততঃ পুনস্তাভি-

---

ওঁ ইন্দ্র ব্রতপতে ব্রতমচার্ষং তত্তে প্রব্রবীমি তদশকং তেনারাৎ সমিদমহমনৃতাৎ সত্যমুপাগাং। এতৈঃ পঞ্চাহুতীর্জুহুয়াৎ ॥ ৫ ॥
ওঁ যেপ্স্বন্তরগ্নয়ঃ প্রবিষ্টা গোহ্য উপগোহ্যো মনোকো মনোহা খলো বিরুজস্তনূদূষিরিন্দ্রিয়হা অভি তান্ সৃজামি। যজুরিদমাগ্নেয়-

---

প্রকারে বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্র ও ইন্দ্র দেবতাকেও সম্বোধন পূর্ব্বক ঐরূপ মন্ত্র বলিবে। ১—৫। তদনন্তর আচার্য্য উদগগ্র কুশোপরি উত্তরাভিমুখে উপবেশন করিবেন। ব্রহ্মচারীও আচার্য্যের পশ্চিমোত্তর কোণে উদগগ্র কুশোপরি প্রাঙ্মুখ হইয়া উপবিষ্ট হইবেন। পরে আচার্য্য কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া ব্রীহি, যব, মাষ মুগ প্রভৃতি ওষধিযুক্ত,চন্দনাদিগন্ধবাসিত,পাত্রান্তরস্থিত শীতোষ্ণ জলের অঞ্জলি লইয়া মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ভূতলে নিক্ষেপ করিবেন মন্ত্র যথা,—"জলমধ্যে গোহ্য, উপগোহ্য, মনোক, মনোহা

রঞ্জলিং পূরয়িত্বা অনেন মন্ত্রেণ ভূমৌ ত্যজেৎ। প্রজাপতির্ঋষি-র্বৃহতীচ্ছন্দোঽপাং ঘোরক্রূরাশান্তরূপা দেবতা সমাবর্ত্তনে ব্রহ্মচার্য্যুদকাঞ্জলিত্যাগে বিনিয়োগঃ। ওঁ যদপাং ঘোরঃ যদপাং ক্রূরঃ যদপামশান্তমভি তৎ সৃজামি ॥ ৭ ॥ ততঃ আচার্য্যপ্রেরিতো ব্রহ্মচারী তাভিরদ্ভিঃ স্বাঞ্জলিং পূরয়িত্বা অনেন মন্ত্রেণ আত্মানমভি-ষিঞ্চেৎ। প্রজাপতির্ঋষী রোচনোঽগ্নির্দ্দেবতা সমাবর্ত্তনে ব্রহ্মচার্য্যু-দকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ যো রোচনস্তমিহ গৃহ্লামি তেনাহং

মুদকাঞ্জলিত্যাগে বিনিযুক্তং। যেঽগ্নয়ো বক্ষ্যমাণাঃ অপ্সু অন্ত-র্ম্মধ্যে প্রবিষ্টাঃ। কে পুনস্তে গোহ্য উপগোহ্যঃ মনোকঃ মনোহা খলো বিরুজঃ তনূদূষিঃ ইন্দ্রিয়হা তানেতানষ্টৌ অগ্নীব কুলদূষণান্ অভিসৃজামি ত্যজামি যেনেদং জলং মম স্নানযোগ্যং ভবতী-ত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥ ওঁ যদপাং ঘোরং যদপাং ক্রূরমিত্যাদি। ঘোরাদয়ো দেবতাঃ। অপাং সম্বন্ধি যদ্‌ঘোরং ভীমং যাতং ক্রূরং নিষ্ঠুরং যচ্চাশান্তং রুজাকরং তদভিসৃজামি ॥ ৭ ॥ ওঁ যো রোচনস্তমিহ

খল, বিরুজ, তনূদূষি ও ইন্দ্রিয়হা এই আট নামে অগ্নিবৎ যে দোষসমূহ আছে, আমি সেই কুলদূষণ দোষরাশিকে ত্যাগ করিলাম, জল আমার স্নানযোগ্য হইল" ৬। পুনরায় ঐরূপে অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া "জলের যে ঘোর, ক্রূর ও অশান্ত রোগপ্রদ দোষ আছে, তাহাও ত্যাগ করিলাম" এই মন্ত্রে ঐ জল ভূতলে ত্যাগ করিবে। ৭। পরে আচার্য্যানুমত ব্রহ্মচারী পূর্ব্বোক্তরূপ জলের অঞ্জলি লইয়া মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা আত্মাকে অভি-ষিক্ত করিবে। মন্ত্র যথা,—"এই জলে যে রুচিকর ও দীপ্তিকর অগ্নি আছে, আমি তাহাই গ্রহণ করিতেছি ও তদ্দ্বারা আত্মাকে

মামভিষিঞ্চামি ॥ ৮ ॥ ততঃ পুনরপি পূর্ব্ববদেব স্বাঞ্জলিং পূরয়িত্বা-ঽনেন মন্ত্রেণাত্মানমভিষিঞ্চেৎ। প্রজাপতির্ঋষী রোচনোঽগ্নির্দ্দে-বতা সমাবর্ত্তনে ব্রহ্মচার্য্যুদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ যশসে তেজসে ব্রহ্মবর্চ্চসে বলায়েন্দ্রিয়ায় বীর্য্যায়ান্নাদ্যায় রায়স্পোষায় ত্বিষ্ট্যায়াপচিত্যৈ ॥ ৯॥ ততঃ পুনরপি অঞ্জলিং গৃহীত্বা অনেন মন্ত্রে-ণাভিষিঞ্চেৎ। প্রজাপতির্ঋষিঃ ষড়ষ্টকা মহাপংক্তিচ্ছন্দোঽশ্বিনৌ দেবতে সমাবর্ত্তনে ব্রহ্মচার্য্যুদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ যেন

গৃহ্লামি তেনাহং মামভিষিঞ্চামি। যজুরিদং রোচননামাগ্নির্দ্দৈবতং অভিষেকে বিনিযুক্তং। গোহ্যাদিষু ত্যক্তেষু যোঽগ্নো রোচ-নাখ্যোঽগ্নির্দীপ্তিকরস্তমিহ গৃহ্লামি জলান্তর্ব্বাসিনা তেন রোচনে-নাঽহং আত্মানমভিষিঞ্চামি ॥ ৮ ॥ কিমর্থং যশসে তেজসে ব্রহ্মবর্চ্চসে বলায়েন্দ্রিয়ায় বীর্য্যায়ান্নাদ্যায় রায়স্পোষায় ত্বিষ্ট্যৈ অপচিত্যৈ। রায়স্পোষো ধনসমৃদ্ধিঃ। ত্বিষ্টির্দীপ্তিঃ। অপিচিতিঃ প্রজাপ্রাপ্তিঃ॥ ৯॥

অভিষিক্ত করিতেছি।” ৮। তৎপরে পুনরায় ঐরূপ জলাঞ্জলি লইয়া আত্মাকে অভিষিক্ত করিবে। মন্ত্র যথা,—“আমি যে জলান্তর্গত অগ্নি-গ্রহণ করিলাম ও তদ্দারা আত্মাকে অভিষিক্ত করিলাম, ইহাতে আমার যশঃ, তেজঃ, ব্রহ্মবর্চ্চস্, বল, ইন্দ্রিয়-ক্ষমতা, বীর্য্য, অন্নাদি, ধনসমৃদ্ধি, দীপ্তি ও প্রজা (পুত্রপৌত্রাদি) লাভ হইবে। ৯।” তদনন্তর পুনর্ব্বার ঐরূপ জলাঞ্জলি লইয়া তদ্দারা আত্মাকে অভিষিক্ত করিবে। মন্ত্র যথা,—“হে অশ্বিনী-কুমারদ্বয়! তোমরা যে কর্ম্ম দ্বারা অপুণ্যাখ্যা স্ত্রীর হিংসা করিয়াছ, যাহা দ্বারা মদিরাকে খণ্ডিত করিয়াছ, যাহা দ্বারা পাশক্রীড়াকে বিদূরিত করিয়াছ, যাহা দ্বারা এই মহতী পৃথ্বীকে

স্ত্রিয়মকৃণুতং যেনাপামৃষতং সুরাং যেনাক্ষানভ্যষিঞ্চতং। যেনেমাং পৃথিবীং মহীং যদ্বাং তদশ্বিনৌ যশস্তেন মামভিষিঞ্চতং॥ ১০॥ ততঃ পুনরপি তাদৃশেনাঞ্জলিনা তুষ্ণীমাত্মানমভিষিঞ্চেৎ। ততো-ঽভিষেকানন্তরমাদিত্যাভিমুখ উত্থায় ব্রহ্মচারী চতুর্ভির্ম্মন্ত্রৈ-রাদিত্যমুপতিষ্ঠেৎ। যথা প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দ আদিত্যো

ওঁ যেন স্ত্রিয়মকৃণুতং যেনাপামৃষতং সুরাং যেনাক্ষানভ্যষিঞ্চতং যেনেমাং পৃথিবীং মহীং। যদ্বাং তদশ্বিনা যশস্তেন মামভি-ষিঞ্চতং। ষড়ষ্টকা মহাপঙ্‌ক্তিরিয়ং। অশ্বিনৌ দেববৈদ্যৌ কর্ম্ম-ণামধিষ্ঠাতারৌ। ব্রহ্মচারিণা সম্ভূয় প্রার্থ্যতে। হে অশ্বিনা যেন কর্ম্মণা যুবাং অপুণ্যাখ্যাং স্ত্রিয়মকৃণুতং হিংসিতবন্তৌ। যেন চ সুরাং মদিরাং অপামৃষতং খণ্ডিতবন্তৌ। যেনাক্ষান্ পাশান্ অপামৃষতং যেন চ ইমাং পৃথিবীং মহীং মহতীং অভ্যষিঞ্চতং অভিষিক্তবন্তৌ। শস্যপ্ররোহণদ্বারেণ সম্বর্দ্ধিতবন্তৌ। এবম্ভূতং যৎ ত্বাং যুবয়োর্যশঃ শোভনং কর্ম্ম তেন মামভিষিঞ্চতং। যথা যুবাভ্যামহমভিষিক্তঃ কৃতকৃত্যো ভবামি। অশ্বিনা ইতি সুপাং-সুলুগিত্যাদিনা প্রথমাদ্বিবচনস্য নাদেশঃ। যে চেমামিত্যত্র যে ইতি ইয়াডিয়াজীকারণামুপসংখ্যানমিতীকারে কৃতে আদ-

---

অভিষিক্ত করিয়াছ, অর্থাৎ শস্যপ্ররোহণ দ্বারা সম্বর্দ্ধিত করি-য়াছ, তোমাদিগের সেই শোভনকার্য্য দ্বারা আমাকে অভিষিক্ত কর অর্থাৎ আমি যেন তোমাদিগের দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া কৃতকৃত্য হই। ১০।" পরে পুনরায় ঐরূপ জলাঞ্জলি লইয়া বিনা মন্ত্রে তদ্দ্বারা আত্মাকে অভিষিক্ত করিবে। অনন্তর ব্রহ্ম-চারী গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আদিত্যাভিমুখ হইয়া চারিটী মন্ত্র দ্বারা

দেবতা আদিত্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ উদ্যন্ ভ্রাজভৃষ্টি-ভিরিন্দ্রো মরুদ্ভিরস্থাৎ প্রাতর্যাবভিরস্থাৎ দশসনিরসি দশ-সনিং মা কুর্ব্বাত্বা বিশাম্যাবিশ ॥ ১১ ॥ প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দ আদিত্যো দেবতা আদিত্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ উদ্যন্ ভ্রাজভৃষ্টিভিরিন্দ্রো মরুদ্ভিরস্থাৎ সান্তপনেভিরস্থাৎ শতসনিরসি শত-সনিং মা কুর্ব্বাত্বা বিশাম্যাবিশ ॥ ১২ ॥ প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দ আদিত্যো দেবতা আদিত্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ উদ্যন্ ভ্রাজ-ভৃষ্টিভিরিন্দ্রো মরুদ্ভিরস্থাৎ সায়ংযাবভিরস্থাৎ সহস্রসনিরসি সহস্র-

---

গুণঃ ॥ ১০ ॥ ওঁ উদ্যন্ ভ্রাজভৃষ্টিভিরিন্দ্রো মরুদ্ভিরস্থাৎ প্রাতর্যাব-বিরস্থাৎ দশসনিরসি দশসনিং মা কুর্ব্বাত্বা বিশাম্যাবিশ। ওঁ উদ্যন্ ভ্রাজভৃষ্টিভিরিন্দ্রো মরুদ্ভিরস্থাৎ সান্তপনেভিরস্থাৎ শতসনি-রসি শতসনিং মা কুর্ব্বাত্বা বিশাম্যামিশ। ওঁ উদ্যন্ ভ্রাজভৃষ্টি-

---

আদিত্যোপস্থান করিবেন। মন্ত্র যথা,—"উদীয়মান আদিত্য অতিশয়-দীপ্যমান দেবগণের সহিত এবং প্রাতরাগত দেব-বিশেষের সহিত অবস্থান করুন্। হে আদিত্য! আপনি যেমন দশ-জনের ভরণকর্ত্তা, সেইরূপ আমাকেও দশজনের ভরণকর্ত্তা করুন্। আমি আপনার নিকট প্রার্থী হইতেছি, আপনি আমার প্রতি অভিমত-ফলদানোন্মুখ হউন্। ১১। উদীয়মান সূর্য্য অতিশয় দীপ্যমান দেবগণের সহিত এবং সান্তপননামা দেববিশেষের সহিত অবস্থান করুন্। হে সূর্য্য! আপনি যেমন শতজনের ভরণকর্ত্তা, সেইরূপ আমাকেও শতজনের ভরণকর্ত্তা করুন, আমি আপনার নিকট প্রার্থী হইয়া উপগত হইতেছি, আপনি আমার প্রতি অভিমত-ফলদানোন্মুখ হউন্। ১২। উদীয়মান

সনিং মা কুর্ব্বাত্বা বিশাম্যাবিশ॥ ১৩॥ প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দ আদিত্যো দেবতা আদিত্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ চক্ষুরসি চক্ষুষ্ট্বমস্তু বাম পাপ্মানং জহি সোমস্ত্বা রাজা অবতু নমস্তেঽস্তু মা মাং

ভিরিন্দ্রো মরুদ্ভিরস্থাৎ সায়ংযাবভিরস্থাৎ সহস্রসনিরসি সহস্রসনিং মা কুর্ব্বাত্বা বিশাম্যাবিশ। ওঁ চক্ষুরসি চক্ষুষ্ট্বমস্তু বাম পাপ্মানং জহি সোমস্ত্বা রাজাঽবতু নমস্তেঽস্তু মা মাং হিংসীঃ। এতন্মন্ত্রচতুষ্টয়মাদিত্যদৈবতমাদিত্যোপস্থানে বিনিযুক্তং। ত্রীণি যজূংষি শেষোঽনুষ্টুপ্। পরমেশ্বর্য্যযোগাৎ ইন্দ্রঃ আদিত্য উদ্যন্ উদীয়মানঃ মরুদ্ভির্দ্দৈবৈঃ সহাস্থাৎ স্থিতবান্। কিম্ভূতৈঃ ভ্রাজভৃষ্টিভিঃ ভ্রাজতঃ ইতি ভ্রজোর্ভজনং ভৃষ্টির্যেষাং তে তথোক্তাঃ। তৈঃ অতিশয়দীপ্যমানৈরিত্যর্থঃ। ন কেবলং মরুদ্ভিরস্থাৎ প্রাতর্যাবানো দেববিশষাস্তৈঃ সহাস্থাৎ। কিঞ্চ দশসনিরসি। দশানাং সংবিভর্ত্তাসি অতো মামপি দশসনিং কুরু, অহং ত্বা ত্বাং আবিশামি অর্থিত্বেনোপগচ্ছামি অতস্ত্বমপি মা মাং আবিশ অভিমতফলদানেনাভিমুখো ভব। প্রাতর্যাবভিরিতি যা প্রাপণে। অতোঘণি ন ক্বনিপ্ বনিপশ্চেতিবনিপ্। দশসনিরিতি বনষণ সংভক্তৌ ছন্দসি ষণ বক্ষিসখামিতীন। আবিশেতি ব্যবহিতোপসর্গসম্বন্ধঃ।

আদিত্য অতিশয় দীপ্যমান দেবগণের সহিত এবং সায়ংকালাগত দেববিশেষের সহিত অবস্থান করুন্। হে সূর্য্য! আপনি যেমন সহস্রজনের ভরণকর্ত্তা, আমাকেও সেইরূপ সহস্রজনের ভরণকর্ত্তা করুন্। আমি প্রার্থীরূপে আপনার নিকট উপগত হইতেছি, আপনি মৎপ্রতি অভিমত-ফলদান দ্বারা অনুকূল হউন্।১৩। হে সূর্য্য! আপনি ত্রিভুবনের চক্ষু এবং লোকের দর্শনশক্তি,

হিংসীঃ ॥ ১৪ ॥ ততো ব্রহ্মচারী মেখলামনেন মন্ত্রেণাধস্তান্মোচয়েৎ। শুনঃশেফঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দো বরুণো দেবতা মেখলামোচনে বিনিযোগঃ। ওঁ উদুত্তমং বরুণ পাশমস্মদবাধমং বিমধ্যমং শ্রথায়। অথাদিত্য ব্রতে বয়ং তবানাগসোঽদিতয়ে স্যাম ॥ ১৫ ॥ ততঃ আচার্য্যো বিল্বদণ্ডমগ্নৌ ক্ষিপ্ত্বা মহাব্যাহৃতিহোমং কৃত্বা প্রাদেশ-

---

সান্তপনা দেববিশেষাঃ বহুলং ছন্দসীতি ঐস্‌ন ভবতি। সায়ংযাবানো দেববিশেষাঃ।* হে সূর্য্য মে মম পাপ্মানং অনিষ্টং অবজহি। যত্ত্বং ত্রৈলোক্যস্য চক্ষুরসি তথা লোকস্যাপি চক্ষুঃ দর্শনশক্তিস্ত্বমসি। কিঞ্চ সোমো ব্রাহ্মণানামোষধীঞ্চ রাজা ত্বা ত্বাং অবতু আপ্যায়তু। দেবানামন্নং চন্দ্র ইতি কৃত্বা এবংভূতায় নমস্তেঽস্তু মা মাং হিংসীঃ। চক্ষুষ্টমিতি যুষ্মত্তচ্চক্ষুষ্মন্তঃ পাদমিতিষত্বং টুত্বঞ্চ। অবজহীতি ব্যবহিতোপসর্গসম্বন্ধঃ ॥ ১১-১৪ ॥ ওঁ উদুত্তমং বরুণ পাশমস্মদবাধমং বিমধ্যমং শ্রথায়। অথাদিত্য ব্রতে বয়ং তবানাগসোঽদিতয়ে স্যাম। ত্রিষ্টুবিয়ং শুনঃশেফঋষির্ব্বরুণো দেবতা মেখলামোচনে বিনিযুক্তা। অনয়া ত্রিষ্টুপা শুনঃ-

---

আপনি আমার পাপরূপ অনিষ্ট বিদূরিত করুন্‌। চন্দ্রমা ব্রাহ্মণদিগের ও ওষধিসমূহের অধিপতি, তিনি আপনাকে বর্দ্ধিত করুন্‌; আমি আপনাকে নমস্কার করি, আমাকে হিংসা করিবেন না অর্থাৎ মৎপ্রতি প্রতিকূল হইবেন না। ১৪।” ইহার পর ব্রহ্মচারী মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক মেখলা মোচন করিবেন। মন্ত্র যথা,—“হে বরুণ! আমাদিগের কণ্ঠস্থিত বন্ধন ঊর্দ্ধদিক্‌ দিয়া উন্মোচন কর। পাদাবস্থিত বন্ধন অধস্তাৎ মোচন করিয়া দেও এবং কটিস্থ বন্ধন শিথিল কর। হে অদিতিপুত্র বরুণ!

প্রমাণাং ঘৃতাক্তাং সমিধং তুষ্ণীমগ্নৌ হুত্বা প্রকৃতং কর্ম্ম সমাপ্য সর্ব্বকর্ম্মসাধারণং শাট্যায়নহোমাদি-বামদেব্যগানান্তমুদীচ্যং কর্ম্ম সমাপয়েৎ। ততো ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা স্বয়ঞ্চ ভুক্ত্বা শিখাবর্জ্জং কেশ-শ্মশ্রুনখানাং স্ফোটনং কারয়িত্বা স্নাত্বা শুভে লগ্নে আহতে বাসসী পরিধায় কৃতালঙ্কারোঽনেন মন্ত্রেণ যজ্ঞোপবীত-দ্বয়ং পরিদধ্যাৎ। প্রজাপতির্ঋষির্যজ্ঞোপবীতং দেবতা সমাবর্ত্তনে

সেফস্ত্রিভিঃ পাশৈর্ব্বদ্ধঃ তদ্বিমোক্ষায় বরুণং প্রার্থয়ামাস। হে বরুণ অস্মৎ-সকাশাৎ উত্তমং কণ্ঠাবস্থিতং পাশং বন্ধনং উচ্ছ্রথায় ঊর্দ্ধমুশ্রাবয় অধমং পাদাবস্থিতং অবশ্রথায় অধস্তাদবতারয় মধ্যমং কটিদেশাবস্থিতং অবশ্রথায় তত্রস্থমেব শিথিলীকুরু। অথ পাশবিমোক্ষানন্তরং শুনঃশেফেন বরুণঃ প্রার্থ্যতে। হে আদিত্য অদিতিপুত্র বরুণ অথ পাশবিমোক্ষানন্তরং তব ব্রতে পরিচর্য্যালক্ষণে বয়ং অনাগসোঽল্পবাধাঃ সন্তঃ স্যাম ভবেম। ন

আমরা তোমার পরিচর্য্যারূপ ব্রতে নির্ব্বিঘ্নে নিযুক্ত থাকিলাম। পরন্তু কেবলমাত্র আপনার নহে, আপনার জননী অদিতিদেবীর সেবাতেও নিযুক্ত রহিলাম। ১৫।" অনন্তর আচার্য্য বিল্বদণ্ড অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া মহাব্যাহৃতি হোম, তূষ্ণীভাবে অগ্নিতে সমিধ্ ক্ষেপণ, প্রকৃতকর্ম্মশেষ, শাট্যায়ন-হোমাদি, বামদেব্যগান প্রভৃতি নির্ব্বাহ করিবেন। পরে ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া স্বয়ং ভোজন করিবেন এবং শিখারক্ষণ পূর্ব্বক কেশ-শ্মশ্রু-নখাদির কর্ত্তন, ও স্নানান্তে শুভলগ্নে ধৌতবস্ত্র পরিধান করিয়া অলঙ্কার ধারণ করিবেন। তৎপরে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক যজ্ঞোপবীতদ্বয় ধারণ করিবে। মন্ত্র যথা,—"তুমি যজ্ঞোপবীত নাম ধারণ

যজ্ঞোপবীতদ্বয়পরিধাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ যজ্ঞোপবীতমসি যজ্ঞস্যত্বোপবীতেনোপনেহ্যামি। ততঃ কৃষ্ণসারাজিনং ত্যক্ত্বা কালান্তরেঽপি ছিন্নং জলে ক্ষিপ্ত্বা অপরমেতন্মন্ত্রাভিমন্ত্রিতং গৃহ্ণীয়াৎ। ততঃ স্নাতকোঽনেন মন্ত্রেণ মূর্দ্ধ্নি স্রজং বধ্নীয়াৎ। প্রজাপতির্ঋষিঃ শ্রীর্দ্দেবতা স্রগ্বন্ধনে বিনিয়োগঃ। ওঁ শ্রীরসি ময়ি রমস্ব॥ ১৬॥ ততো ব্রহ্মচারী প্রজাপতির্ঋষিরুপানহৌ দেবতে উপানৎপরিধাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ নেত্র্যৌ স্থো নয়তং মাং॥১৭॥ অনেন মন্ত্রেণ চর্ম্মপাদুকাযুগলে পাদৌ নিদধ্যাৎ। ততো ব্রহ্মচারী

কেবলং তব অদিতয়ে অদিতেশ্চ তব মাতুঃ। শ্রথায়েতি শ্রথ্না-তের্লোট্ সিপ্। ছন্দসি শায়চ তৎ অবধি ইত্যেতে ব্যবহিতাঃ। আদিত্যেতি দিত্যদিত্যাদিনা ণ্যঃ॥ ১৫॥ ওঁ শ্রীরসি ময়ি রমস্ব। শ্রীদৈবতং স্রগ্বন্ধনে বিনিযুক্তং। হে মালে যা ত্বং শ্রীর্লক্ষ্মীরসি সা ময়ি রমস্ব অবস্থানং কুরু॥ ১৬॥ ওঁ নেত্র্যৌ স্থো নয়তং মাং। উপানদ্দৈবতং। যজুঃ। উপানৎপরিধাপনে বিনিযুক্তং। হে উপানহৌ যতো যুবাং নেত্র্যৌ নয়নশক্তিপ্রদে স্থঃ ভবথঃ অতো

করিতেছ, আমি যজ্ঞার্থ তোমাকে গ্রহণ করিতেছি।" তদনন্তর কৃষ্ণসারাজিন পরিত্যাগ করিয়া ছিন্ন যজ্ঞোপবীত জলে ক্ষেপণ পূর্ব্বক মন্ত্রাভিমন্ত্রিত করিয়া অপর উপবীত ধারণ করিবে। পরে মস্তকে মাল্য ধারণ করিতে হয়। মন্ত্র যথা,—"হে মালে তুমি লক্ষ্মীস্বরূপিণী, তুমি আমাতে অবস্থান কর। ১৬।" তৎপরে ব্রহ্মচারী মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক পদদ্বয়ে চর্ম্মপাদুকাযুগল ধারণ করিবে। মন্ত্র যথা,—"হে উপানহদ্বয়! তোমরা দৃষ্টিশক্তিপ্রদ হও; অতএব আমাকে অভিলষিত প্রাপ্ত্যর্থ দেশান্তরে লইয়া চল।১৭।" অনন্তর

স্বপ্রমাণং বৈণবং দণ্ডমনেন মন্ত্রেণ গৃহ্লাতি। প্রজাপতির্ঋষির্দণ্ডো দেবতা দণ্ডগ্রহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ গন্ধর্ব্বোস্যুপ মা অব॥ ১৮॥ ততঃ কৃষ্ণসারাজিনং যজ্ঞোপবীতং ত্যক্ত্বা দণ্ডোপবীতং ত্যক্ত্বা দণ্ডোপরি নিদধ্যাৎ। ততো ব্রহ্মচারী আচার্য্যসমীপং গত্বা সপরিষদমাচার্য্যমনেন মন্ত্রেণ পশ্যেৎ। প্রজাপতির্ঋষিরাচার্য্য-পরিষদৌ দেবতে আচার্য্যপরিষদ্বীক্ষণে বিনিয়োগঃ। ওঁ যক্ষমিব চক্ষুষঃ প্রিয়ো বো ভূয়াসং॥ ১৯॥ অথ ব্রহ্মচারী কর্ম্মাপদেশ-

---

মাং নয়তং ইষ্টপ্রাপ্তয়ে দেশান্তরং প্রাপয়তং॥ ১৭॥ ওঁ গন্ধর্ব্বোঽস্যুপ মা অব। দণ্ডগ্রহণে বিনিযুক্তং। দণ্ডদৈবতং যজুরিদং। হে দণ্ড যতস্ত্বং গন্ধর্ব্ব আদিত্যোসি রক্ষণকর্ত্তাসি অতো মা মাং উপাব। উপ সমীপে রক্ষ। অব রক্ষণে ব্যবহিতোপসর্গ-সম্বন্ধঃ॥ ১৮॥ ওঁ যক্ষবিম চক্ষুষঃ প্রিয়ো বো ভূয়াসং। যজুরিদং আচার্য্যপরিষদোর্ব্বীক্ষণে বিনিযুক্তং। এতদেব তে আচার্য্যপরি-ষৎসমেতরৌ যুষ্মাকং চক্ষুষঃ প্রিয়োঽহং ভূয়াসং। ক ইব যক্ষমিব। যথা যক্ষো দর্শনীয়তা সর্ব্বলোকস্য বল্লভঃ তথাঽপি

ব্রহ্মচারী স্বপ্রমাণ বংশদণ্ড মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন। মন্ত্র যথা,—“হে দণ্ড! তুমি গন্ধর্ব্ব অর্থাৎ রক্ষাকর্ত্তা হইতেছ, অতএব মৎসমীপে অবস্থান পূর্ব্বক আমাকে রক্ষা কর। ১৮।” পরে কৃষ্ণসারাজিন ও যজ্ঞোপবীত ত্যাগ পূর্ব্বক দণ্ডোপরি স্থাপন করিবে। তদনন্তর ব্রহ্মচারী সপরিষদ আচার্য্যের নিকট গিয়া তাঁহাকে দর্শন করত মন্ত্র পাঠ করিবে। মন্ত্র যথা,—“আমি যেন যক্ষের ন্যায় তোমাদিগের চক্ষুর প্রিয় হই। ১৯।” অনন্তর ব্রহ্মচারী কর্ম্মাপদেশসমীপে গমন পূর্ব্বক

সমীপং গত্বোপবিশ্য প্রসারিতাঙ্গুলিনা দক্ষিণহস্তেন মুখমাচ্ছাদ্য মুখভবং প্রাণবায়ুং সংস্পৃশন্নিমং মন্ত্রং পঠেৎ। প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দো জিহ্বা দেবতা মুখপ্রাণস্পর্শনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ওষ্ঠাপিধানা নকুলী দন্তপরিমিতঃ পরির্জ্জিহ্বে। মা বিহ্বলো বাচং চারু মাদ্যেহ বাদয়ঃ॥ ২০॥ অথাচার্য্যস্তমর্ঘ্যপাদ্যাদি-

যুষ্মচ্চক্ষুষামিত্যর্থঃ। যক্ষমিব লিঙ্গব্যত্যয়েন নপুংসকত্বং। চক্ষুষ ইতি জাতাবেকবচনং॥ ১৯॥ ওঁ ওষ্ঠাপিধানা নকুলী দন্তপরিমিতঃ পরির্জ্জিহ্বে মা বিহ্বলো বাচং চারু মাদ্যেহ বাদয়ঃ। অনুষ্টুবিয়ং জিহ্বাদেবতা মুখপ্রাণস্পর্শনে বিনিযুক্তা। স্নাতকেন জিহ্বা প্রার্থ্যতে। হে জিহ্বে ইহ প্রস্তুতে কর্ম্মণি অদ্য ত্বং মা বিহ্বল মা চলিষ্ঠঃ। উশব্দঃ পাদপূরণে। মা মাং চারু শোভনং যথা স্যাত্তথা বাচং বাদয় অতস্ত্বং ওষ্ঠাপিধানা ওষ্ঠঃ অপিধানমাবরণং যস্যাঃ সা তথা। নকুলী চঞ্চলস্বভাবা তথা দন্তপরিমিতঃ

দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলী প্রসারণ করিয়া মুখ আচ্ছাদন ও মুখভব প্রাণবায়ু স্পর্শ করত মন্ত্র পাঠ করিবেন। মন্ত্র যথা,—"হে জিহ্বে! অদ্য এই প্রস্তুত কার্য্যে কদাচ কিছু ভুলিও না, আমাকে নিরন্তর শোভন বাক্য বলাইও, তুমি ওষ্ঠ দ্বারা আচ্ছাদিত এবং চপলস্বভাব; তুমি দন্ত দ্বারা পরিমিত না থাকিলে সময়ে সময়ে বজ্র সদৃশ হইয়া থাক। * পরে আচার্য্য অর্ঘ্য-

* সমাবর্ত্তনসংস্কারের উদ্দেশ্য যে কতদূর উচ্চ, তাহা এতন্মধ্যস্থ মন্ত্রগুলিতেই স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। গৃহস্থধর্ম্মের সার কথাগুলি এই সংস্কারের মধ্যে পরিষ্কাররূপে বিন্যস্ত হইয়াছে। কেন না, গৃহস্থকে সযত্নে জলের শোধন করিতে হয়, কারণ স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে ইহা বিশেষ আবশ্যক। দূষিত জলের

ভিরভ্যর্চ্চয়েৎ। ততো ব্রহ্মচারী গোযুগসহিতস্য রথস্য সমীপং গত্বা পক্ষসীশব্দবাচ্যং ক্রূরশব্দবাচ্যং বা রথাবয়বদ্বয়ং স্পৃশন্ অনেন মন্ত্রেণ পাদত্রয়েণ রথমারোহয়েৎ। প্রজাপতির্ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্-ছন্দো রথো দেবতা রথাবরোহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ বনস্পতে বীড্বঙ্গো ভূয়া অস্মৎসখা প্রতরণঃ সুবীরো গোভিঃ সন্নদ্ধোঽসি

পরির্দ্দন্তাবরণে বজ্র ইব ত্বং॥ ২০॥ ওঁ বনস্পতে বীড্বঙ্গো ভূয়া

পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিলে ব্রহ্মচারী গোযুগ-সহিত রথ-সমীপে গিয়া রথাবয়বদ্বয় স্পর্শ করত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ত্রিপাদ গমন দ্বারা রথারোহণ করিবেন। মন্ত্র যথা,—"হে রথ! তুমি মহাভার-সহ চক্রকূবর-প্রভৃতি-বিশিষ্ট হইয়া আমাদিগের মিত্ররূপী হও।

ব্যবহার অবশ্য পরিহার্য্য। দুষ্টাভার্য্যা, মদিরা ও অক্ষক্রীড়াদি ব্যসন গৃহধর্ম্মের বিঘ্নকর। এতদ্ব্যতীত বহুজনের ভরণ-পোষণ ও জগতের সুখবর্দ্ধনের চেষ্টা অবশ্যই গৃহীর প্রকৃত ধর্ম্ম। এই সকল তথ্য পরিজ্ঞাত হইয়া গৃহস্থ সত্য ও প্রিয়ভাষী, মিতবাদী এবং লোকরঞ্জক হইতে নিরন্তর যত্নবান্ হইবেন।

সমাবর্ত্তনসংস্কারান্তে গার্হস্থ্য ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়া শাস্ত্রবিহিতানুসারে গৃহীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম প্রতিপালন করিতে হয়। সাধারণতঃ গৃহস্থাশ্রম ও গার্হস্থ্য ধর্ম্মই সকল আশ্রম ও সকল ধর্ম্মের একমাত্র অবলম্বনস্বরূপ। সংযতমনাঃ হইয়া যথাবিধানে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করিলে গৃহে থাকিয়াই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ ফল প্রাপ্ত হইতে পারে। গার্হস্থ্য ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক যথাকালে বিবাহ, পুত্রোৎপাদন, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, সদাচার পালন, জপ, তপঃ, দান, হোম, প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিলে তাহার পারলৌকিক পথ যে সুখের হয়, ইহা কে না মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবে? বিধানে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালনের পর বানপ্রস্থ ও ভৈক্ষুকাশ্রমে প্রবেশ করিতে হয়। এই সমস্ত আশ্রমের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য প্রকীর্ণ অংশে বিশেষরূপে লিখিত হইবে।

বীড়য়স্ব ॥ ২১ ॥ ততোঽনেন মন্ত্রেণ চতুর্থপাদেনোপবিশতি। প্রজাপতিঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ছন্দো রথো দেবতা রথোপবেশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আস্থাতা তে জয়তু জেত্বানি ॥ ২২ ॥ ততঃ প্রাঙ্মুখ উদঙ্মুখো বা ব্রহ্মচারী রথেন গত্বা কিয়দ্দূরং গতে সতি মাতৃ-বন্ধু-স্ত্রীভিঃ সহ তং ব্রহ্মচারিণং প্রবোধিতমর্চ্চয়েৎ। ততঃ ব্রহ্মচারী দক্ষিণেন পরাবৃত্যাচার্য্যসমীপমাগচ্ছতি। আচার্য্যঃ পুনরর্ঘ্যং

অস্মৎসখা প্রতরণঃ সুবীরো গোভিঃ সন্নদ্ধোসি বীড়য়স্ব। ওঁ আস্থাতা তে জয়তু জেত্বানি। ত্রিষ্টুবিয়ং বয়ো দেবতা রথারোহণে বিনিযুক্তা। রথঃ প্রার্থ্যতে। বনস্পতিবিকারত্বাৎ বনস্পতিশব্দেন রথ এবোচ্যতে। হে বনস্পতে রথ ত্বং বীড্বঙ্গো ভূয়াঃ বিড়ানি মহাভারসহানি অঙ্গানি চক্রকূবরপ্রভৃতীনি যস্য স তথাস্মৎসখা অস্মাকং মিত্ররূপো ভূয়াঃ। তথা প্রতরণঃ প্রকর্ষেণ তরন্তি দুর্গাণি যেন স তথা। তথা সুবীরঃ সুসারথিঃ। তথা গোভির্বৃষভৈঃ সন্নদ্ধোসি সংযুক্তোসি। যতস্ত্বমেবম্ভূতোঽতস্ত্বং অতোঽস্মানপি বীড়য়স্ব দৃঢ়াবয়বান্ কুরু। কিম্ভূতে তব

তুমি দুর্গতরণে সম্যক্ দক্ষ, সুসারথি ও বৃষভগণ দ্বারা সমন্বিত, অতএব তুমি আমাদিগকেও দৃঢ়াবয়ব কর। ২১।” পরে চতুর্থ পাদক্ষেপ দ্বারা মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক রথে উপবেশন করিবেন। মন্ত্র যথা,—“হে রথ! তোমাতে আরূঢ় ব্যক্তি শত্রুকুলকে জয় করুক্। ২২।” তৎপরে ব্রহ্মচারী প্রাঙ্মুখ বা উদঙ্মুখ হইয়া কিয়দ্দূর গমন করিলে মাতৃবন্ধু স্ত্রী-প্রভৃতির সহিত সেই ব্রহ্মচারীর অর্চ্চনা করিতে হয়। পরে ব্রহ্মচারী দক্ষিণদিক্ দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক আচার্য্য-সমীপে আগমন করিবেন।

দদ্যাৎ। ততো যদি পিতৈবাচার্য্যস্তদা কর্ম্মকারয়িতৃব্রাহ্মণায় দক্ষিণাং দদ্যাৎ। যদ্যন্য এবাচার্য্যো বৃতস্তদা যেন বৃতঃ স তস্মৈ দক্ষিণান্দদ্যাৎ ॥

ইতি সামবেদীয়-সমাবর্ত্তনকর্ম্ম ॥

আস্থাতা আরোঢ়া জেত্বানি জেতব্যানি দ্বিষদ্বৃন্দানি জয়তু। বীড্বঙ্গ ইতি বিভুশব্দস্য ছন্দসি দীর্ঘত্বং বীড়য়স্বেত্যত্র চ। জেত্বানীতি জি জয়ে কৃত্যর্থে তবৈকেন কেন্যত্ব ইতি ত্বন প্রত্যয়ঃ ॥২১॥২২॥

ইতি সামবেদীয়-সমাবর্ত্তনং।

আচার্য্য পুনরায় অর্ঘ্য প্রদান করিবেন। যদি পিতাই আচার্য্য হন, তবে কর্ম্মকারয়িতৃ-ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিতে হয়। যদি অন্য ব্যক্তি আচার্য্য হইয়া থাকেন, তবে যিনি বরণ করিয়াছেন, তিনি আচার্য্যকে দক্ষিণা দিবেন।

ইতি সামবেদীয় সমাবর্ত্তন কর্ম্ম।

বিবাহকর্ম্ম। *

তত্র প্রথমং জ্ঞাতিকর্ম্ম।—তত্র প্রথমং বিবাহদিবসে পিতৃ-সপিণ্ডঃ সুহৃদ্বা মুদ্গযবমাষমসূরাণাং শ্লক্ষ্ণচূর্ণান্যেকীকৃত্য কন্যায়াঃ শরীরে ম্রক্ষয়িত্বা ইমং মন্ত্রং পঠেৎ। প্রজাপতির্ঋষিঃ প্রস্তার-পঙ্ক্তিচ্ছন্দঃ কামো দেবতা জ্ঞাতিকর্ম্মণি কন্যায়াঃ শরীরপ্লাবনে বিনিয়োগঃ। ওঁ কামদেব তে নাম মদো নামাসি, সমানয়ামুং, সুরা তেঽভবৎ পরমত্র জন্মাগ্নে তপসো নির্ম্মিতোঽসি স্বাহা ॥ ১ ॥ অনেন মন্ত্রেণামুমিতি সর্ব্বনামস্থানে অমুকশর্ম্মাণমিতি পতিনাম

টীকা।—বিবাহমন্ত্রব্যাখ্যা। তত্র জ্ঞাতিকর্ম্মমন্ত্রা ব্যাখ্যায়ন্তে। ওঁ কামদেব তে নাম ইত্যাদি। প্রস্তারপঙ্ক্তিরস্য ছন্দঃ কামো দেবতা জ্ঞাতিকর্ম্মণি শরীরপ্লাবনে বিনিয়োগঃ। সুরোত্তমেন

অনুবাদ।—বিবাহসংস্কারের প্রথমে জ্ঞাতিকর্ম্ম করিতে হয় যথা,—প্রথমতঃ বিবাহদিনে পিতৃসপিণ্ড বা কোন সুহৃৎ মুগ, যব, মাষকলায় ও মসুরের সূক্ষ্মচূর্ণসমূহ একত্র করিয়া মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক কন্যার গাত্রে মাখাইবে। মন্ত্র যথা,—"হে কামদেব! তোমার নাম জানি, তুমি মদ নাম ধারণ করিতেছ। তুমি অমুক-নামা কন্যাপরিণেতাকে আনয়ন কর। তোমার উৎপত্তির

* যৌবনাবস্থার একমাত্র সংস্কারই বিবাহ। কি চতুর্ব্বর্ণ, কি সঙ্কর-জাতি সকলেরই ইহাতে অধিকার আছে। বিবাহ আট প্রকার, কিন্তু সকল প্রকার বিবাহই শাস্ত্রবিহিত সংস্কার বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না। সে সকল বিষয় গ্রন্থবাহুল্যভয়ে এস্থানে লিখিত হইল না। তবে এই-মাত্র বলা যাইতেছে যে, বিবাহের মধ্যগত মন্ত্রগুলির মহদুচ্চ ভাব [illegible] করিলেই এই সংস্কারের পবিত্রতা ও আবশ্যকতা উপলব্ধি হইবে।

নিঃক্ষিপ্য উদকপূর্ণকলসেন শিরঃপ্রভৃতি কন্যাং স্নাপয়েৎ। ততঃ প্রজাপতির্ঋষির্মধ্যে জ্যোতির্জ্জগতীচ্ছন্দ উপস্থরূপঃ কামো দেবতা স্নাতিকর্ম্মণি কন্যায়া উপস্থপ্লাবনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইমন্ত উপস্থং মধুনা সংসৃজামি প্রজাপতের্মুখমেতদ্দ্বিতীয়ং।

পানীয়েন কন্যায়া মূর্দ্ধন্যভিষিঞ্চেৎ। তস্মাৎ সুরোত্তমা হ্যাপোঽদ্ভিরেবাভিষেচয়েদিতি গৃহ্যসূত্রং। হে কামদেব জানামি তে তব নাম কিং পুনস্তং মদো নামাসি মদনামা ত্বং ভবসি। মদহেতুত্বাৎ মদঃ। যত ঈদৃশস্ত্বং অতঃ সমানয়ামুং সম্যক্ আনয় প্রাপয়। অমুকনামধেয়ং কন্যাপরিণেতারং। কিঞ্চ সুরা তেঽভবৎ। তে ইতি চতুর্থ্যান্তমেতৎ ত্বদুৎপত্ত্যর্থং সুরাভূতা সুরয়া হি কামঃ উৎপদ্যতে। তথা চোক্তং,—বসু এব মদনস্য সুরা ইতি। পরমত্র জন্মাগ্নে। অত্র কন্যায়ামস্যাং। হে অগ্নে তব পরং জন্ম। কন্যা হি কামস্যোৎপত্তিস্থানমুৎকৃষ্টং অগ্নিপূর্ব্বকমেব। কামপূর্ব্বকং সর্ব্বকর্ম্ম প্রবর্ত্ততে ইত্যর্থঃ। অতঃ কাম এব সংবোধ্যতে। হে অগ্নে ইতি। কিঞ্চ। হে অগ্নে তপসো নির্ম্মিতোঽসি স্ত্রীসকাশাত্তপসঃ স্ত্রীপুরুষাত্মসাধনং ত্বং নির্ম্মিতঃ সৃষ্টঃ প্রজাপতিনেতি শেষঃ। যত ইত্থম্ভূতস্ত্বং তস্মৈ স্বাহা। স্বাহেতি হবিরভিধানং। এতদাজ্যাখ্যং হবিস্তভ্যং দদামীত্যর্থঃ। এবং সর্ব্বত্র স্বাহাকারেষু বোদ্ধব্যং॥ ১॥ ওঁ ইমন্ত উপস্থং মধুনা সংসৃজামি প্রজাপতের্মুখমেতদ্দ্বিতীয়ং। তেন পুংসো-

---

জন্যই সুরার সৃজন হইয়াছে। হে অগ্নে! তোমার জন্মই শ্রেষ্ঠ, প্রজাপতি তোমাকে স্ত্রীপুরুষাত্মসাধনরূপে সৃজন করিয়াছেন, তোমাকে এই আজ্যাখ্য হবি প্রদান করিতেছি। ১।” এই মন্ত্রে কন্যাকে স্নান করাইয়া পুনরায় “ওঁ ইমন্ত উপস্থং”

তেন পুংসোঽভিভবসি সর্ব্বানবশান্ বশিন্যসি রাজ্ঞী স্বাহা॥ ২ ॥
অনেন কিঞ্চিচ্ছিরসি দত্ত্বা ক্রোড়দেশে বহুতরং জলং দদ্যাৎ।
যথোপস্থদেশঃ প্লাবিতো ভবতি। ততঃ প্রজাপতির্ঋষিরুপরিষ্টাৎ জ্যোতিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ উপস্থরূপঃ কামো দেবতা জ্ঞাতিকর্ম্মণি কন্যায়া উপস্থপ্লাবনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নিং ক্রব্যাদমকৃণ্বন্ গুহাণাঃ স্ত্রীণামুপস্থমৃষয়ঃ পুরাণাস্তেনাজ্যমকৃণ্বংস্ত্রৈশৃঙ্গং ত্বাষ্ট্রং ত্বয়ি

ঽভিভবসি সর্ব্বানবশান্ বশিন্যসি রাজ্ঞী স্বাহা। মধ্যে জ্যোতিরিয়ং জগতীচ্ছন্দঃ কামো দেবতা উপস্থপ্লাবনে বিনিয়োগঃ। হে কন্যকে তবোপস্থং আনন্দেন্দ্রিয়ং মধুনা মদ্যেন সংসৃজামি সংযোজয়ামি। যতঃ প্রজাপতের্মুখমেতদ্দ্বিতীয়ং। দ্বিমুখো হি ব্রহ্মা। একং মুখং ব্রহ্মগ্রহণার্থং অপরমুখং ইমং প্রজোৎপাদনার্থং। মুখতো হি প্রজাঽসৃজদিতি শ্রুতিঃ। অতস্তেনোপস্থেন সর্ব্বান্ পুংসোঽবশ্যানপি স্বায়ত্তানপি অভিভবসি বশীকরোষি। বশিনী কান্তিমতী রাজ্ঞী স্বামিনী সর্ব্বকামানামসি তেনৈব হেতুভূতেন। অভিভবসীতি লোট লোটোঽড়াটাবিত্বট্। বশিনীতি বশকান্তৌ॥ ২ ॥ অগ্নিং ইত্যাদি। উপরিষ্টাৎজ্যোতিরিয়ং ত্রিষ্টুপ্। অগ্নিং ক্রব্যাদং ক্রব্যভক্ষ্যং মাংসাশনং অকৃণ্বন্ কৃতবন্তঃ। কে ঋষয়ঃ বশিষ্ঠাদ্যাঃ। কীদৃশঃ গুহাণাঃ পুরাণাঃ আদ্যাঃ। কাসাং স্ত্রীণাং। কিং উপস্থং শুক্রং তেন উপস্থেন্দ্রিয়েনাজ্যং শুক্রং। অকৃণ্বন্ কৃতবন্তঃ। ত্রিশৃঙ্গস্যেদং ত্রৈশৃঙ্গং। ত্বষ্টুরিদং ত্বাষ্ট্রং। হে কন্যে ত্বয়ি তৎ রেতো দধাতু স্থাপয়তু। ত্রিশৃঙ্গো বৃষভঃ মন্ত্রবলাৎ ত্বষ্টা চ রেতঃ সিক্তং করোত্বিতি তৎকর্ম্মণি নিয়োগাৎ অত্রাজ্যং রেতঃ

ইত্যাদি মন্ত্রে মস্তকে কিঞ্চিৎ জল দিয়া ক্রোড়দেশে [illegible]

তদ্দধাতু স্বাহা ॥ ৩ ॥ অনেনাপি পূর্ব্ববদেব শিরসি কিঞ্চিজ্জল দত্ত্বা ক্রোড়দেশে বহুতরং জলং দদ্যাৎ। যথোপস্থদেশঃ প্লাবিতো ভবতি ॥ * ॥ ইতি জাতিকর্ম্ম ॥ *

অথ সম্প্রদানং। কৃতস্নানঃ কৃতবৃদ্ধিশ্রাদ্ধঃ সম্প্রদাতা শুভলগ্ন সময়ে সম্প্রদানশালায়া উত্তরতঃ স্ত্রীগবীং বদ্ধা বিষ্টরাদিকং সজ্জী কৃত্য পশ্চিমাভিমুখ উপবিষ্টস্তিষ্ঠেৎ। ততঃ সম্মুখোপস্থিতে বরে সম্প্রদাতা দ্বিরাচম্য কুশসহিতাসনোপবিষ্টঃ কুশহস্তঃ ওঁ তদ্বিষ্ণো পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততমিতি বিষ্ণুং স্মৃত্বা অক্ষতান্ গৃহীত্বা অস্মিন্ শুভবিবাহকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তোঽ ধিব্রুবন্ত্বিতি ত্রির্ব্বদেৎ। ওঁ পুণ্যাহমিতি ব্রাহ্মণৈস্ত্রিরুক্তে অস্মিন্ শুভবিবাহকর্ম্মণি ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তোঽধিব্রুবন্ত্বিতি ত্রির্ব্বদেৎ। ওঁ

গর্ভব্যক্তেরিতি এতদুক্তং ভবতি। ত্বাষ্ট্রং বীর্য্যং ত্বয়ি কন্যায়াঃ গর্ভধারণভূতং ভবতু ইতি ॥ ৩ ॥

মাণে জল দিবে। ২। তৎপরে পুনরায় যথাযথ মন্ত্র পাঠ করত ঐরূপেই জল দিতে হয়। ৩।

অনন্তর সম্প্রদান।—সম্প্রদাতা কৃতস্নান ও কৃতবৃদ্ধিশ্রাদ্ধ হইয়া শুভলগ্নে সম্প্রদানশালার উত্তরে স্ত্রীগবী বন্ধন পূর্ব্বক বিষ্টরাদি সজ্জিত করিয়া পশ্চিমাভিমুখে উপবেশন করিবেন। পরে বর সম্মুখাগত হইলে দুইবার আচমন পূর্ব্বক কুশহস্তে "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং" ইত্যাদি উচ্চারণ করত বিষ্ণু স্মরণ ও অক্ষত গ্রহণ করিয়া "অস্মিন্ শুভবিবাহকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তোধিব্রুবন্তু" তিনবার ইহা বলিবেন। ব্রাহ্মণের তিনবার "ওঁ পুণ্যাহং" বলিলে পুনরায় "অস্মিন্ শুভবিবাহ

ঋদ্ধতামিতি তৈত্তিরুক্তে অস্মিন্ শুভবিবাহকর্ম্মণি ওঁ স্বস্তি ভব-ন্তোঽধিব্রুবন্ত্বিতি ত্রির্ব্বদেৎ। ততঃ ওঁ স্বস্তীতি ব্রাহ্মণাস্ত্রির্ব্রূয়ুঃ। ততঃ ওঁ সোমং রাজানমিত্যাদিনা ব্রাহ্মণান্ স্বস্তি বাচয়িত্বা ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ সন্ধ্যে ভূতান্যহঃ ক্ষপা। পবনো দিক্-পতির্ভূমিরাকাশং খচরামরাঃ। ব্রাহ্মং শাসনমাস্থায় কল্পধ্বমিহ সন্নিধিং। ইতি পঠিত্বা তদ্বিষ্ণোরিতি বিষ্ণুং সংস্মৃত্য কৃতাঞ্জলির্ব্বরং পশ্যন্ বদেৎ। ওঁ সাধু ভবানাস্তাং। জামাতা ওঁ সাধ্বহমাসে ইতি বদেৎ। সম্প্রদাতা ওঁ অর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তং। বর ওঁ অর্চ্চয় ইতি বদেৎ। তত আচারাৎ সম্প্রদাতা পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়গন্ধ-মাল্যং যথাশক্ত্যঙ্গুরীয়যজ্ঞোপবীতবাসোযুগঞ্চ দত্ত্বা জামাতরমর্চ্চ-য়েৎ। ততঃ সম্প্রদাতা জামাতুর্দ্দক্ষিণং জানু বিধৃত্য বাক্যং

কর্ম্মণি "ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তোধিব্রুবন্তু" তিনবার ইহা বলিবেন। ব্রাহ্মণেরাও তিনবার "ওঁ ঋদ্ধতাং" বলিলে পুনর্ব্বার "অস্মিন্ শুভবিবাহকর্ম্মণি ওঁ স্বস্তি ভবন্তোধিব্রুবন্তু" তিনবার ইহা বলি-বেন। ব্রাহ্মণগণও তিনবার "ওঁ স্বস্তি" বলিবেন। পরে "ওঁ সোমং রাজানং" ইত্যাদি দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইয়া "ওঁ সূর্য্যঃ সোমো" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক বিষ্ণুস্মরণ করত কৃতাঞ্জলি হইয়া বরের দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন এবং বলিবেন, "ওঁ সাধু ভবানাস্তাং।" তখন জামাতা "ওঁ সাধ্বহমাসে" বলিলে সম্প্র-দাতা "ওঁ অর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তং" বলিবেন। বরও কহিবেন, "ওঁ অর্চ্চয়।" তদনন্তর সম্প্রদাতা যথাচারানুসারে পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, গন্ধ, মাল্য, অঙ্গুরীয়, যজ্ঞোপবীত, বস্ত্রদ্বয় প্রভৃতি প্রদান পূর্ব্বক জামাতার দক্ষিণ জানু ধারণ করত "ওঁ অদ্য

কুর্য্যাৎ। ওঁ তৎসদদ্যেত্যাদি অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রং অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রং অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ পুত্রং অমুকগোত্রং অমুকপ্রবরং শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাণং বরং। অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রীং অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রীং অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ পুত্রীং। অমুকগোত্রাং অমুকপ্রবরাং শ্রীঅমুকীদেবীং শুভব্রাহ্মবিবাহেন দাতুমেভিঃ পাদ্যাদিভিরভ্যর্চ্চ্য বরত্বেন ভবন্তমহং বৃণে। জামাতা ওঁ বৃতোঽস্মি ইতি বদেৎ। সম্প্রদাতা যথাবিহিতং বিবাহকর্ম্ম কুরু। জামাতা ওঁ যথাজ্ঞানং করবাণীতি বদেৎ। ততঃ সম্প্রদাতা স্ত্রীগবীং বদ্ধা সম্প্রদানশালায়াং পশ্চমাভিমুখ উপবিষ্টস্তিষ্ঠেৎ। ততো বরমন্তঃপুরং নীত্বা যোষিদ্ভির্ম্মঙ্গলাচারতোঽন্যোন্যমুখচন্দ্রিকামবলোক্য সম্প্রদানশালায়াং গত্বা বরঃ পূর্ব্বাভিমুখ উপবিষ্টস্তিষ্ঠেৎ। ততোঽগ্রে উপস্থিতে বরে সম্প্রদাতা কৃতাঞ্জলিঃ প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্‌চ্ছন্দোঽর্হণীয়া গৌর্দে-

---

সদদ্যেত্যাদি” মূলের লিখিত বাক্য উচ্চারণ করিলে জামাতাও “ওঁ বৃতোস্মি” কহিবেন। তৎপরে সম্প্রদাতা “যথাবিহিতং বিবাহকর্ম্ম কুরু” বলিলে জামাতাও “ওঁ যথাজ্ঞানং করবাণি” কহিবেন। পরে সম্প্রদাতা স্ত্রীগবী বন্ধন পূর্ব্বক সম্প্রদানশালায় পশ্চিমাভিমুখে উপবিষ্ট থাকিবেন। তদনন্তর রমণীগণ বরকে অন্তঃপুরে লইয়া মঙ্গলাচারানুসারে বরকন্যা উভয়কে পরস্পর মুখাবলোকন করাইবেন। পরে বর সম্প্রদানশালায় গিয়া পূর্ব্বাভিমুখে উপবিষ্ট

বতা গবোপস্থাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অর্হণাঃ পুত্রবাসসা ধেনুর-ভবদ্দ্বে মে সা নঃ পয়স্বতী দুহামুত্তরামুত্তরাং সমাং ॥ ৪ ॥ ইতি পঠেৎ। ততো জামাতা প্রজাপতিঋর্ষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো বিরাড়্-দেবতা উপবিশদর্হণীয়জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইদমহমিমাং পদ্যাং বিরাজমন্নাদ্যায়াধিতিষ্ঠামি ॥ ৫ ॥ ইমং মন্ত্রং জপন্নাসনে প্রাঙ্মুখ

আর্হণীয়ো বিধিরুচ্যতে ওঁ অর্হণা ইত্যাদি। অনুষ্টুব্বিরং অর্হণীয়া গৌর্দ্দেবতা গবোপস্থাপনে বিনিয়োগঃ। তদয়মর্থঃ যেয়মর্হণা প্রজাসম্পাদিনী পুত্রবাসসা পুত্রানুগামিনী পুত্রানু-বোধিনীতি যাবৎ। মে মম ধেনুরভবৎ সর্ব্বকামসম্পাদনাৎ সা নোঽস্মাকং মনোরথানিত্যর্থঃ। দুহাং পূরয়ত্বরাং সমাং উত্তরোত্তরমব্দং ইত্যর্থঃ। যা ইতি। বা ইত্যর্থে ঙ্যাপোঃ সংজ্ঞাচ্ছ-ন্দসোর্ব্বহুলমিতি যা শব্দঃ হ্রস্বঃ। দুহমিতি দুহতামিত্যর্থে লোপস্ত আত্মনেপদেষিতি স্বকারলোপঃ। পুত্রবাসং পুত্রাশ্রয়ং সীদতি গচ্ছতীতি সদধাতোর্গত্যর্থাৎ অন্যেভ্যোপি দৃশ্যতে ইতি ডচ্চি-লোপঃ॥ ৪ ॥ ওঁ ইদমহমিমাং ইত্যাদি। যজুরিদং বিরাড়্-দৈবতং উপবিশদর্হণীয়জপে বিনিযুক্তং। তেনায়মর্থঃ ইদমাসনং ইমাঞ্চ পদ্যাং পাদপদবী বিরাজং বিরাজমানাং অহমধিতিষ্ঠামি আক্রমামি। কিমর্থং অন্নাদ্যায়। বিরাজমিতি কিবন্তমেতৎ। অন্না-দ্যায়েতি। আদৌ ভবমাদ্যং তস্মৈ অন্নাদ্যায়েতি ॥ ৫ ॥

হইবেন। সম্প্রদাতা কৃতাঞ্জলি হইয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা,—"আমার এই যে প্রজাসম্পাদিনী পুত্রানুবোধিনী ধেনু আছে, এই ধেনু উত্তরোত্তর আমাদিগের মনোরথ পরিপূর্ণ করুক্। ৪।" জামাতা কহিবেন, "আমি এই আসন ও এই

উপবিশতি। ততঃ সম্প্রদাতা সাগ্রপঞ্চবিংশতিকুশপত্রৈর্দ্বির্ব্বামাবর্ত্তেনাধোমুখগ্রন্থিরচিতং বিষ্টরমুত্তরাগ্রমুত্তানহস্তাভ্যাং গৃহীত্বা ওঁ বিষ্টরো বিষ্টরো বিষ্টরঃ প্রতিগৃহ্যতাং ইত্যনেন বিষ্টরমর্পয়তি। জামাতা ওঁ বিষ্টরং প্রতিগৃহ্লামি ইতি গৃহীত্বা প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দ ওষধ্যো দেবতা বিষ্টরস্যাসনদানে বিনিয়োগঃ। ওঁ যা ওষধীঃ সোমরাজ্ঞীর্ব্বহ্বীঃ শতবিচক্ষণাস্তা মহ্যমস্মিন্নাসনেঽচ্ছিদ্রাঃ শর্ম্ম যচ্ছত ॥ ১॥ ইত্যাসনে বিষ্টরমুত্তরাগ্রং দত্ত্বোপবিশতি। ততঃ

ওঁ যা ওষধীঃ ইত্যাদি। অনুষ্টুবিয়ং আসনদানে বিনিযুক্তা। ওষধিদেবতাকা। হে ওষধীঃ যা যূয়ং সোমরাজ্ঞীঃ সোমশ্চন্দ্রমা রাজা যাসাং তাঃ সোমরাজ্ঞ্যঃ বহ্বীর্ব্বহুপ্রকারাঃ শতবিচক্ষণাঃ শতমুখ্যঃ তা যূয়ং মহ্যং অস্মিন্নাসনে শর্ম্ম সুখং যচ্ছত দত্ত। কিম্ভূতাঃ অচ্ছিদ্রাঃ নিরন্তরাঃ। ওষধীরিত্যাদি প্রয়োগেষু বা ছন্দসীতি পূর্ব্বসবর্ণঃ। শতবিচক্ষণা ইতি বিশেষেণাখ্যায়ন্তে কথ্যন্তেঽনেন বিচক্ষণং মুখং যাসাং তাঃ শতবিচক্ষণা ইতি সংজ্ঞা

বিরাজমানা পাদপদবী আক্রমণ করিতেছি অর্থাৎ ইহাতে অধিষ্ঠান করিতেছি। ৫।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া আসনে উপবিষ্ট হইবেন। অনন্তর সম্প্রদাতা উত্তানহস্তে সাগ্র পঞ্চবিংশতি কুশপত্র দ্বারা বারদ্বয় বামাবর্ত্তভাবে অধোমুখ গ্রন্থিরচিত উত্তরাগ্র বিষ্টর লইয়া "ওঁ বিষ্টরো বিষ্টরো বিষ্টরঃ প্রতিগৃহ্যতাং" এই মন্ত্রে বিষ্টর প্রদান করিলে জামাতাও "ওঁ বিষ্টরং প্রতিগৃহ্লামি" বলিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবেন; যথা—"হে ওষধিগণ! তোমরা চন্দ্রমার রাজ্ঞী, বহুপ্রকারা ও শতমুখী, তোমরা অবিচ্ছিন্নভাবে এই আসনে আমার সুখবিধান কর। ১।"

সম্প্রদাতা পুনস্তাদৃশমেব বিষ্টরং গৃহীত্বা ওঁ বিষ্টরো বিষ্টরো বিষ্টরঃ প্রতিগৃহ্যতাং। ইত্যভিধায় সম্প্রদাতা তথৈব জামাত্রে বিষ্টরমর্পয়তি। জামাতা ওঁ বিষ্টরং প্রতিগৃহ্লামি ইতি গৃহীত্বা প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ ওষধ্যো দেবতা বিষ্টরস্য পাদয়োরধস্তাদ্দানে বিনিয়োগঃ। ওঁ যা ওষধীঃ সোমরাজ্ঞীর্ব্বেষ্টিতা পৃথিবীমনু তা মহ্যমস্মিন্ পাদয়োরচ্ছিদ্রাঃ শর্ম্ম যচ্ছত ॥ ২ ॥ ইতি পাদয়োরধস্তাদুত্তরাগ্রং বিষ্টরং স্থাপয়েৎ। ততঃ সম্প্রদাতা পানীয়পাত্রং গৃহীত্বা ওঁ পাদ্যাঃ পাদ্যাঃ পাদ্যাঃ প্রতিগৃহ্যন্তাং ইত্যভিধায় পানীয়পাত্রমর্পয়তি। জামাতা ওঁ পাদ্যাঃ প্রতিগৃহ্লামি ইতি পানীয়পাত্রং গৃহীত্বা তৎপাত্রং ভূমৌ স্থাপয়িত্বা পঞ্চন্

ছন্দসোর্ব্বহুলমিতি ল্যটিথ্যাঞাদেশাভাবঃ ॥ ১ ॥ যা ওষধীঃ ইত্যাদি। হে ওষধীঃ যা যূয়ং পৃথিবীমনু পৃথিব্যাং বেষ্টিতা বিশেষেণস্থ তাস্তা অস্মিন্ দ্বিতীয়বিষ্টরে পাদয়োরধস্তাদ্বিহিতে ইত্যর্থাৎ শর্ম্ম যচ্ছত

এই বলিয়া আসনোপরি সেই উত্তরাগ্র বিষ্টর দিয়া উপবেশন করিবেন। তদনন্তর সম্প্রদাতা পূর্ব্ববৎ মন্ত্রে পুনরায় ঐরূপ বিষ্টর দিলে জামাতাও পূর্ব্ববৎ লইয়া কহিবেন, "হে ওষধিগণ! তোমরা সোমদেবের রাজ্ঞী এবং তোমরা এই পৃথিবী বেষ্টিত করিয়া রহিয়াছ; তোমরা অচ্ছিদ্রভাবে আমার পদদ্বয়ের অধোদেশে কল্যাণ বিধান কর। ২।" এই মন্ত্র বলিয়া পদদ্বয়ের নিম্নে সেই উত্তরাগ্র বিষ্টর স্থাপন করিবেন। তৎপরে সম্প্রদাতা পানীয়পাত্র লইয়া "ওঁ পাদ্যাঃ পাদ্যাঃ পাদ্যাঃ প্রতিগৃহ্যন্তাং" বলিয়া পানীয়পাত্র প্রদান করিলে জামাতা "ওঁ পাদ্যাঃ প্রতিগৃহ্লামি" বাক্যে তাহা

জপতি। ওঁ প্রজাপতির্ঋষির্ব্বিরাড়গায়ত্রীচ্ছন্দ আপো দেবতা পাদপ্রক্ষালনার্থোদকবীক্ষণে বিনিয়োগঃ। ওঁ যতো দেবীঃ প্রতিপশ্যাম্যাপস্ততো মা ঋদ্ধিরাগচ্ছতু ॥ ৩ ॥ অনেন উদকং বীক্ষেৎ। ততো জামাতা তস্মিন্নেব পাত্রে উদকাঞ্জলিং গৃহীত্বা প্রজাপতির্ঋষির্ব্বিরাড় গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীর্দ্দেবতা সব্যপাদপ্রক্ষালনে বিনিয়োগঃ। ওঁ সব্যং পাদমবনেনিজেঽস্মিন্রাষ্ট্রে শ্রিয়ং দধে ॥ ৪ ॥ অনেন বামপাদে জলাঞ্জলিং দদ্যাৎ। পুনরপি জলাঞ্জলিং গৃহীত্বা প্রজাপতি-

---

ইতি। শেষং পূর্ব্ববৎ ॥ ২ ॥ ওঁ যতো দেবীঃ প্রতিপশ্যাম্যাপস্ততো মা ঋদ্ধিরাগচ্ছতু। বিরাড়িয়ং বীক্ষণে বিনিযুক্তা অপ্ দেবতা। হে আপঃ বৃষ্টয়ঃ যতঃ সূর্য্যাদায়াতা যুষ্মান্ দেবী দেবনাদিগুণযুক্তা ইত্যহং প্রতিপশ্যামি। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিরিতি শ্রুতেঃ। ততঃ সূর্য্যাৎ মা মাং ঋদ্ধিঃ সমৃদ্ধিরাগচ্ছতু ॥ ৩ ॥ ওঁ সব্যং ইত্যাদি। বিরাড়্গায়ত্রীয়ং শ্রীর্দ্দেবতা পাদপ্রক্ষালনে বিনিযুক্তা। অহং সব্যং বামপাদং অবনেনিজে প্রক্ষালয়ামি

গ্রহণ পূর্ব্বক সেই পাত্র ভূমিতে রাখিয়া মন্ত্র পাঠ করিবেন; যথা,—"হে জলরাশে! তোমরা সূর্য্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছ, তোমরা দেবনাদিগুণযুক্ত, আমি তোমাদিগকে দর্শন করিতেছি, সেই সূর্য্য হইতে আমার নিকট সমৃদ্ধি আগমন করুক্। ৩।" এই মন্ত্র পড়িয়া জলের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিতে হয়। তৎপরে জামাতা সেই পাত্র হইতে উদকাঞ্জলি লইয়া এই মন্ত্র পড়িবেন; যথা,—"আমি বামপাদ প্রক্ষালন করিতেছি, এই রাজ্যের শ্রীবিধান করিলাম। ৪।" এই বলিয়া বামপদে সেই জলাঞ্জলি নিক্ষেপ করিবেন। পুনর্ব্বার ঐরূপ জল লইয়া

ঋষির্ব্বিরাড়্ গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীর্দ্দেবতা দক্ষিণপাদপ্রক্ষালনে বিনি-
য়োগঃ। ওঁ দক্ষিণং পাদমবনেনিজেঽস্মিন্রাষ্ট্রে শ্রিয়মাবেশ-
য়ামি ॥ ৫ ॥ অনেন দক্ষিণপাদে উদকাঞ্জলিং দদ্যাৎ। ততঃ
পুনরুদকাঞ্জলিং গৃহীত্বা প্রজাপতিঋর্ষিবির্ব্বিরাড়্ গায়ত্রীচ্ছন্দঃ
শ্রীর্দ্দেবতা উভয়পাদপ্রক্ষালনে বিনিয়োগঃ। ওঁ পূর্ব্বমন্যমপর-
মন্যমুভৌ পাদাববনেনিজে রাষ্ট্রস্যর্দ্ধ্যা অভয়স্যাবরুদ্ধ্যৈ ॥ ৬ ॥
অনেন পাদদ্বয়ে উদকাঞ্জলিং দদ্যাৎ। ততঃ সম্প্রদাতা সাক্ষ-
তদূর্ব্বাপল্লবান্ শঙ্খাদিপাত্রে নিধায়। ওঁ অর্ঘ্যমর্ঘ্যমর্ঘ্যং প্রতি-
গৃহ্যতাং। ইত্যর্ঘ্যমর্পয়তি। জামাতা ওঁ অর্ঘ্যং প্রতিগৃহ্ণামীতি
গৃহীত্বা প্রজাপতিঋর্ষিরর্ঘ্যং দেবতা অর্ঘ্যপ্রতিগ্রহণে বিনিয়োগঃ।

অস্মিন্রাষ্ট্রে বিষয়ে শ্রিয়ং দধে অর্পয়ামি ॥ ৪ ॥ ওঁ দক্ষিণং পাদ-
মবনেনিজেঽস্মিন্রাষ্ট্রে শ্রিয়মাবেশয়ামি। আবেশয়ামি আদধামি
শেষং পূর্ব্ববৎ ॥ ৫ ॥ ওঁ পূর্ব্বমন্যমিত্যাদি। যজুরিদং। পূর্ব্ব-
মন্যং সব্যং অপরমন্যং দক্ষিণং এতাবুভৌ পাদৌ অবনেনিজে
প্রক্ষালয়ামি। রাষ্ট্রস্য বিষয়স্য ঋদ্ধ্যৈ ঋদ্ধ্যর্থং অভয়স্যাবরুদ্ধ্যৈ
পরিগ্রহায় রাষ্ট্রস্যর্দ্ধ্যা ইত্যত্র যাদেশে কৃতে যলোপঃ ॥ ৬ ॥

বলিবেন, "আমি দক্ষিণ পদ প্রক্ষালন করিতেছি, এই রাষ্ট্রে
শ্রী আনয়ন করিলাম। ৫।" এই বলিয়া দক্ষিণ চরণে
জলাঞ্জলি দিবেন। তৎপরে পুনরায় ঐরূপ জলাঞ্জলি লইয়া
বলিবেন, "আমি রাজ্যের ঋদ্ধিবিধানার্থ ও অভয়দূরীকরণার্থ
বাম ও দক্ষিণ উভয় পদই প্রক্ষালন করিতেছি। ৬।" এই বলিয়া
পদদ্বয়ে সেই জলাঞ্জলি দিবেন। অনন্তর সম্প্রদাতা যথাযথ
মন্ত্রে অর্ঘ্য প্রদান করিলে জামাতাও যথাযথ বাক্যে তাহা

ওঁ অন্নস্য রাষ্ট্রিরসি রাষ্ট্রিস্তে ভূয়াসং ॥ ৭ ॥ অনেনার্ঘ্যং শিরসি দদ্যাৎ। ততঃ সম্প্রদাতা পুনরুদকপাত্রং গৃহীত্বা। ওঁ আচমনীয়মাচমনীয়মাচমনীয়ং প্রতিগৃহ্যতাং। ইত্যুদকপাত্রমর্পয়তি। জামাতা ওঁ আচমনীয়ং প্রতিগৃহ্নামি ইতি উদকপাত্রং গৃহীত্বা প্রজাপতির্ঋষিরচামনীয়ং দেবতা আচমনীয়াচমনে বিনিয়োগঃ। ওঁ যশোঽসি যশো ময়ি ধেহি ॥ ৮ ॥ অনেনোত্তরাভিমুখীভূয়াচামেৎ। ততঃ সম্প্রদাতা ঘৃতদধিমধুক্তং মধুপর্কং কাংস্যপাত্রে নিধায় পাত্রান্তরেণ পিহিতং গৃহীত্বা ওঁ মধুপর্কো মধুপর্কো মধুপর্কঃ প্রতিগৃহ্যতাং। ইতি মধুপর্কমর্পয়তি। জামাতা ওঁ মধুপর্কং প্রতিগৃহ্নামি ইতি মধুপর্কং গৃহীত্বা। প্রজাপতির্ঋষি-

---

অন্নস্য ইত্যাদি। যজুরিদং অর্ঘ্যদৈবতং প্রতিগ্রহজপে বিনিযুক্তং। হে অর্ঘ্য অন্নস্য রাষ্ট্রিস্ত্বং দীপ্তিরসি। অহমপি তে তব প্রসাদাৎ রাষ্ট্রির্দীপ্তির্ভূয়াসং ভবামীতি। রাষ্ট্রিরিতি রাজতে ত্রিন্ ॥ ৭ ॥ ওঁ যশো ময়ি ধেহীত্যাদি। যজুরিদং আচমনীয়দৈবতং আচমনে বিনিযুক্তং। হে আচমনীয় যতস্ত্বং যশোসি কীর্ত্তিরূপোসি, অতো ময়ি যশো ধেহি মাং যশস্বিনং কুরু। যশোহেতুত্বাৎ

গ্রহণ পূর্ব্বক বলিবেন, "হে অর্ঘ্য! তুমি অন্নের দীপ্তিস্বরূপ, আমিও যেন তোমার প্রসাদে দীপ্তিমান্ হই। ৭।" এই মন্ত্র বলিয়া সেই অর্ঘ্য মস্তকে দিবেন। তদনন্তর সম্প্রদাতা যথাযথ বাক্যে আচমনীয় লইয়া প্রদান করিলে জামাতাও তাহা গ্রহণ পূর্ব্বক কহিবেন, "হে আচমনীয়! তুমি কীর্ত্তিরূপী, অতএব আমাকেও যশস্বী কর। ৮।" এই বলিয়া উত্তরাভিমুখ হওত আচমন করিবেন। পরে সম্প্রদাতা যথাবিধানে মধু-

র্ম্মধুপর্কো দেবতা অর্হণীয়মধুপর্কগ্রহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ যশসো যশোঽসি ॥ ৯ ॥ অনেন মধুপর্কং গৃহীত্বা ভূমৌ সংস্থাপ্য প্রজাপতির্ঋষির্ম্মধুপর্কো দেবতা অর্হণীয়মধুপর্কপ্রাশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ যশসো ভক্ষ্যোঽসি মহসো ভক্ষ্যোঽসি শ্রীর্ভক্ষ্যোসি শ্রিয়ং ময়ি ধেহি ॥ ১০ ॥ অনেন মন্ত্রেণ বারত্রয়ং ভক্ষয়িত্বা সকৃত্তূষ্ণীং ভক্ষ-

---

যশোসি ইতি অভেদোপচারঃ ॥ ৮ ॥ ওঁ যশসো যশোঽসি। যজুরিদং মধুপর্কদৈবতং মধুপর্কগ্রহণে বিনিযুক্তং। হে মধুপর্ক যথা ত্বং যশোসি কীর্ত্তিরিব মধুরোসি তথা ত্বদ্‌যোগাৎ অহমপি যশসঃ কীর্ত্তিমান্ সংজাতঃ। যশস ইতি প্রথমান্তমেতৎ। মত্বর্থে অর্ষ্যাদিত্বাদজন্তং ॥ ৯ ॥ ওঁ যশসো ভক্ষ্যোসি ইত্যাদি। যজুরিদং মধুপর্কদৈবতং প্রাশনে বিনিযুক্তং। হে মধুপর্ক যতস্ত্বং যশস্বিনাং যশঃ অতস্ত্বং মহস্বিনাং মহস্তেজস্বিনাং তেজঃ অতস্তেজসে ভক্ষ্যোসি। শ্রীমতাং ত্বং শ্রীঃ যতঃ শ্রিয়ে ভক্ষ্যোসি। তেন ত্বদ্ভক্ষণাৎ কীর্ত্তিস্তেজো লক্ষ্মীশ্চ ভবতি অতঃ শ্রিয়ং ময়ি ধেহি। যশসো মহস ইতি চতুর্থ্যর্থে বহুলং ছন্দসি ইতি ষষ্ঠীবিভক্তিঃ।

পর্ক প্রদান করিলে জামাতা তাহা লইয়া কহিবেন, "হে মধুপর্ক! তুমি যেমন যশের ন্যায় মধুর, আমিও যেন সেইরূপ কীর্ত্তিমান্ হই। ৯।" এই বলিয়া ভূতলে মধুপর্ক স্থাপন পূর্ব্বক কহিবেন, "হে মধুপর্ক! তুমি যশস্বীগণের যশঃস্বরূপ, সুতরাং তুমি যশের জন্য ভক্ষণীয়; তুমি তেজস্বীগণের তেজঃস্বরূপ, সুতরাং তেজোলাভার্থ তুমি ভক্ষণের যোগ্য; তুমি শ্রীমান্‌গণের শ্রীস্বরূপ, সুতরাং শ্রীলাভার্থ তুমি ভক্ষ্য; তোমাকে ভক্ষণ করিলে কীর্ত্তি, তেজঃ ও লক্ষ্মীলাভ হয়; অতএব

মেৎ। ততো জামাতা আচান্তঃ পুনরপি আচামেৎ। ততো মঙ্গলৌষধিলিপ্তেন দক্ষিণহস্তেন তাদৃশমেব কন্যায়া দক্ষিণহস্তং স্বহস্তোপরি নিদধ্যাৎ। ততঃ সৌভাগ্যপতিপুত্রবতী নারী মঙ্গলপূর্ব্বকং কুশেন হস্তদ্বয়ং বধ্নাতি। ওঁ ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ চন্দ্রার্কাবশ্বিনাবুভৌ। তে ভবা গ্রন্থিনিলয়ং দধতাং শাশ্বতীঃ সমাঃ। ইতি গ্রন্থিং বধ্নীয়াৎ। ততঃ সম্প্রদাতা কুশতিলতুলসীকুসুমসহিতমুদকপাত্রং গৃহীত্বা বামহস্তে কন্যাং ধৃত্বা অর্চ্চয়েৎ। এতে গন্ধপুষ্পে সবস্ত্রালঙ্কৃতায়ৈ কন্যায়ৈ নমঃ। ইতি ত্রিঃ সম্পূজ্য। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ প্রজাপতয়ে নমঃ। ওঁ এতৎ সম্প্রদানায় বরায় নমঃ। ততস্তিলকুশবারিণাভ্যুক্ষ্য দক্ষিণহস্তেন স্পৃষ্ট্বা বাক্যং কুর্য্যাৎ। ওঁ তৎসদিত্যুচ্চার্য্য ওঁ অদ্যামুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবর-

---

শ্রীরিতি সুপাংসুবিত্যাদিনা চতুর্থ্যেকবচনস্য সুঃ॥ ১০ ।

আমাকে শ্রীপ্রদান কর। ১০।” এই মন্ত্র বলিয়া বারত্রয় উহ সেবন পূর্ব্বক মৌনভাবে একবার ভক্ষণ করিয়া পুনর্ব্বার আচমন করিবেন। অনন্তর মঙ্গলৌষধিলিপ্ত দক্ষিণ হস্ত দ্বার কন্যার তাদৃশ হস্ত স্বীয় হস্তোপরি স্থাপন করিলে পতিপুত্রবতী সুভগা নারী মঙ্গলাচার সহকারে কুশ দ্বারা সেই হস্তদ্বয় বন্ধন করিয়া দিবেন। মন্ত্র যথা,—“ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, চন্দ্র, সূর্য্য অশ্বিনীকুমারযুগল প্রভৃতি সকলে এই গ্রন্থিনিলয় নিত্যকাল ধারণ করুন্।” তৎপরে সম্প্রদাতা কুশ, তিল, তুলসী ও পুষ্প সহিত উদকপাত্র লইয়া বামহস্তে কন্যা ধারণ পূর্ব্ব

স্যামুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায় অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুকদেব-শর্ম্মণঃ পৌত্রায় অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ পুত্রায়। অমুকগোত্রায়ামুকপ্রবরায় শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণে বরায় অর্চ্চিতায় তুভ্যং। অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রীং। অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রীং অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ পুত্রীং। অমুকগোত্রাং অমুকপ্রবরাং শ্রীঅমুকীদেবীং। ইতি ত্রিরুক্ত্বা এনাং কন্যাং সবস্ত্রাং সালঙ্কারাং প্রজাপতিদেবতাকাং অহং সম্প্রদদে। ইতি হস্তদ্বয়োপরি জল-তিলকুশান্ দদ্যাৎ। ততো জামাতা স্বস্তীত্যুক্ত্বা গায়ত্রীং জপেৎ। ততো জামাতা কন্যেয়ং প্রজাপতিদেবতাকা ইত্যুক্ত্বা ওঁ ক-ইদং কস্মা আদাৎ কামঃ কামায়াদাৎ কামো দাতা কামঃ প্রতিগৃহীতা কামঃ সমুদ্রমাবিশৎ। কামেন ত্বাং প্রতিগৃহ্লামি কামৈতত্তে। ইতি কামস্তুতিং পঠেৎ। ততঃ সম্প্রদাতা ও অদ্যেত্যাদি কৃতৈতৎ সবস্ত্রসালঙ্কারকন্যাসম্প্রদানকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামেতৎ সুবর্ণং তন্মূল্যং বা অগ্নিদৈবতং

যথামন্ত্রে অর্চ্চনাবাক্য উচ্চারণ করত হস্তদ্বয়োপরি সেই জল, তিল ও কুশাদি প্রদান করিবেন। জামাতাও "স্বস্তি" বলিয়া গায়ত্রী জপ করিবেন এবং "এই কন্যা প্রজাপতি-দেবতাকা" এই বলিয়া কামস্তুতি পাঠ করিবেন। যথা,—"এইটী (প্রাপ্ত বস্তুটী) কি? এটী কাহার? কে কাহাকে অর্পণ করিল? কামই কামকে প্রদান করিয়াছে; কামই ইহার প্রতিগৃহীতা। কাম সমুদ্রে (সৃষ্টির প্রথম সৃষ্ট দ্রব্যে) প্রবেশ করিয়াছে। কামের সহায়েই আমি গ্রহণ করিতেছি। হে কাম!

অমুকগোত্রায় অমুকপ্রবরায় শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণে বরায় তুভ্য-মহং সম্প্রদদে। ইতি দক্ষিণাং দদ্যাৎ। জামাতা ওঁ স্বস্তীতি ব্রূয়াৎ। ততোঽস্মিন্নেব সময়ে সম্প্রদাতা ভূমিমন্নং জলং শয্যাং গোহিরণ্যাদিকং যৌতুকং জামাত্রে দদ্যাৎ। ততো দম্পত্যো-র্ব্বস্ত্রদ্বয়েন মঙ্গলপূর্ব্বকং পতিপুত্রবতী নারী গ্রন্থিং বধ্নীয়াৎ। ততঃ সম্প্রদাতা কুশগ্রন্থিং মুক্ত্বা বস্ত্রেণাচ্ছাদ্য অন্যোন্যাবলোকনং কারয়তি। ততো ভর্ত্তুর্দ্দক্ষিণপার্শ্বে কন্যামুপবেশয়েৎ। ততো

পিবতু এবং মোক্ষিতা ত্বং হে অর্হণীয়ে মে মম অর্হণীয়স্য অমুষ্য

এইটী (প্রাপ্ত দ্রব্যটী) তোমারই।" * তদনন্তর সম্প্রদাতা যথা-বাক্যে দক্ষিণা প্রদান করিলে জামাতাও স্বস্তি বলিয়া তাহা গ্রহণ করিবেন। এই সময়েই সম্প্রদাতা জামাতাকে ভূমি, অন্ন, জল, শয্যা, গো, সুবর্ণ প্রভৃতি যৌতুক প্রদান করিবেন। পরে পতিপুত্রবতী নারী বস্ত্রদ্বয় দ্বারা দম্পতির গ্রন্থি বন্ধন করিয়া দিবেন। তদনন্তর সম্প্রদাতা কুশগ্রন্থি মোচন পূর্ব্বক বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করত

---

* বিবাহকর্ম্মে হঠাৎ "কামস্তুতি" এই কথাটী শ্রবণ করিলে সাধারণের মান এই ধারণা হইতে পারে যে, যেন কন্যার পত্নীত্বরূপে গ্রহণ কিন্তু তাহা নহে। এই স্তুতির প্রকৃত মর্ম্ম অনুধাবন করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, ইহা স্ত্রীঘটিত ভৌতিক কামের স্তুতি নহে; এটী অনাদিবাসনার অথবা আধ্যাত্মিক কামের স্তুতিমাত্র। ব্রহ্মহৃদয়োত্থিত সিসৃক্ষারূপ যে কাম আদিম-সৃষ্ট পদার্থ সলিল হইতে যাবতীয় সৃষ্ট দ্রব্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, অধিকন্তু রজোগুণের উদ্রেক করাইয়া ভেদবুদ্ধির মূলস্বরূপে এককে বহু করিয়াছে, সেই কামই স্বয়ং সম্প্রদাতা এবং সেই কামই স্বয়ং প্রতিগৃহীতা।

নাপিতেন গৌগৌরিত্যুক্তে জামাতা ইমং মন্ত্রং পঠেৎ। প্রজাপতির্ঋষির্বৃহতীচ্ছন্দো গৌর্দ্দেবতা পূর্ব্ববদ্ধগবীমোক্ষণে বিনিয়োগঃ। ওঁ মুঞ্চ গাং বরুণপাশাৎ দ্বিষন্তং মেঽভিধেহি তং জহ্যমুষ্য চোভয়োরুৎসৃজ গামত্তু তৃণানি পিবতূদকং॥ ১১॥

ততো নাপিতেন মুক্তায়াং গবি জামাতা পঠতি। প্রজাপতি-

মুঞ্চ গাং ইত্যাদি। বৃহতীয়ং গৌর্দ্দেবতা গোমোচনে বিনিযুক্তা। অর্হণীয়মাহ। এতাং গাং বরুণপাশাৎ বরুণবন্ধনাৎ মুঞ্চ। মোচয়িত্বা উৎসৃজ বিসর্জ্জয়। সেয়ং গৌঃ তৃণানি অত্তু ভক্ষয়তু উদকং পিবতু। এবং মোক্ষিতা ত্বং হে অর্হণীয়ে মে মম অর্হণীয়স্য অমুষ্য অর্চ্চয়িতুশ্চ উভয়োর্দ্বিষন্তং দ্বেষ্টারং অভিধেহি কথয় ততস্তং জহি

অন্যোন্যের মুখাবলোকন করাইয়া কন্যাকে পতির দক্ষিণপার্শ্বে উপবেশন করাইবেন। পরে নাপিত "গৌঃ গৌঃ" উচ্চারণ করিলে * জামাতা মন্ত্র পাঠ করিবেন; যথা,—"এই গবীকে বরুণ-বন্ধন হইতে মোচন পূর্ব্বক পরিত্যাগ কর। এই গবী তৃণ ভক্ষণ করুক, জলপান করুক। হে অর্হণীয়ে! তুমি পাশমুক্ত হইয়া আমার ও এই অর্চ্চয়িতা উভয়ের শত্রু কে, তাহা নির্দ্দেশ

---

* পূর্ব্বে শাস্ত্রের নিয়মানুসারে বিবাহস্থলে একটী গবী (গরু) বান্ধিয়া রাখা হইত, জামাতা পূজাগ্রহণান্তে বিবাহে ব্রতী হইয়া সেই গরুর পাশ মোচন করিয়া দিতেন। এখন আমাদিগের দেশে সে প্রথাটী উঠিয়া গিয়া তৎপরিবর্ত্তে নাপিত "গৌর গৌর" শব্দের উচ্চারণ করে। ইহার কারণ এই যে, নাপিতেরা মূর্খ ও অনভিজ্ঞ, তাহারা "গো" শব্দের উচ্চারণ করিতে প্রকৃত শিক্ষা না পাইয়া ঐরূপ গৌর গৌর বলে। আমাদিগের দেশের অনেক অনভিজ্ঞের এইরূপ সংস্কার ও ধারণা আছে যে, বিবাহকালে নাপিতের দ্বারা মহাপ্রভু গৌরের নামোচ্চারণরূপ মঙ্গলধ্বনি করা হয়।

ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌চ্ছন্দো গৌর্দ্দেবতা গবানুমন্ত্রণে বিনিয়োগঃ। ওঁ মাতা রুদ্রাণাং দুহিতা বসূনাং স্বসাদিত্যানামমৃতস্য নাভিঃ। প্রণুবোচং চিকিতুষে জনায় মা গামনাগামদিতিং বধিষ্ট ॥ ১২ ॥ অনেন গাং বিসর্জ্জয়েৎ। ততঃ সম্প্রদাতা অচ্ছিদ্রবাচনং কৃত্বা ওঁ

বধান ॥ ১১ ॥ মাতা রুদ্রাণাং ইত্যাদি। ত্রিষ্টুবিয়ং গৌর্দ্দেবতা অনুমন্ত্রণে বিনিযুক্তা। যেয়ং মমার্হণীয়স্যারম্ভার্থং অর্হণীয়া গৌরানীতা সা রুদ্রাণাং মাতা, দুহিতা বসূনাং, স্বসা আদিত্যানাং, অমৃতস্য দধিদুগ্ধাদেঃ নাভিঃ কারণং, অতএব তাং গাং অনপরাধাং অদিতিং অদীনাং হে যজমানপরিচারকা যূয়ং মা বধিষ্ট মা প্রাণৈর্ব্বিযোজয়ত। অহমেবং নু ভো জনায় অস্মৈ যজমানায় প্রণুবোচং প্রোক্তবানস্মি। গোবধং মা কুরুধ্বমিতি। কিম্ভূতায় চিকিতুষে জ্ঞানসম্পন্নায় প্রণুবোচমিতি ব্যবহিতেনোপসর্গেণ সম্বন্ধঃ। বহুলং ছন্দস্য মাঙযোগেপীতি অড়াগমাভাবঃ। ব্যত্যয়েন নু শব্দস্য ণত্বং চিকিতুষে ইতি কিতজ্ঞানে ইত্যস্মাৎ কবসৌ চতুর্থ্যেকবচনং। অনাগামিতি সলোপশ্ছান্দসঃ অনাগমিতি প্রাপ্তেঃ। অদিতিমিতি। দোঽবখণ্ডনে ক্তিন্ ॥ ১২ ॥

পূর্ব্বক তাহাকে বধ কর। ১১।” অনন্তর নাপিত গোর পাশমোচন করিলে জামাতা এই মন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা— “আমার অর্হণার্থ এই যে গবী আনীতা হইয়াছিলেন, ইনি রুদ্রগণের মাতা, বসুগণের দুহিতা, আদিত্যগণের ভগিনী, অমৃতের নাভি অর্থাৎ দধি-দুগ্ধাদির কারণ ; অতএব হে যজমানপরিচারকগণ! তোমরা এই অনপরাধা অদীনা গোকে বধ করিও না। আমি “এই গোবধ করিও না” জ্ঞানসম্পন্ন যজ-

অদ্যোক্তাদি কৃতেঽস্মিন্ কন্যাদানকর্ম্মণি যৎকিঞ্চিদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় শ্রীবিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্য ইতি। বৈগুণ্য-প্রশমনার্থং বিষ্ণুং স্মৃত্বা নমস্কুর্য্যাৎ। ইতি সম্প্রদানং। ততো জামাতা প্রধানগৃহাগতং কুশণ্ডিকোক্তবিধানেন যোজকনামান-মগ্নিং সংস্থাপ্য বিরূপাক্ষজপান্তাং কুশণ্ডিকাং সমাপয়েৎ। ততো জামাতুঃ কশ্চিদেকো বয়স্যঃ অশেষজলাশয়োদ্ধৃতজলপূর্ণকলস-হস্তো বস্ত্রাবৃতকায়ো বাগ্যতঃ পূর্ব্বেণাগ্নিং পরিক্রম্য অগ্নে-র্দক্ষিণস্যাং দিশি উত্তরাভিমুখ উর্দ্ধস্তিষ্ঠেৎ। ততোঽপরোঽপি কশ্চিদ্বয়স্যঃ পচ্চনিকাহস্তস্তথৈব গত্বা জলকলসধারিণঃ পৃষ্ঠদেশে তথৈব তিষ্ঠেৎ। ততোঽগ্নেঃ পশ্চিমতো গত্বা উত্তরতঃ শমীপত্র-মিশ্রিতান্ লাজান্ চতুরঞ্জলিপরিমিতান্ শূর্পে নিধায় স্থাপয়েৎ। তৎসমীপে সপুত্রাং শিলাং সংস্থাপ্য তৎপশ্চিমতো বীরণপত্র-

---

মানকে এ কথা বলিয়াছি। ১২।" এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক গো-বিসর্জ্জন করিবেন। পরে সম্প্রদাতা অচ্ছিদ্রবাচন করিয়া বৈগুণ্য-প্রশমনার্থ যথাযথ বাক্যে বিষ্ণুস্মরণ ও তাঁহাকে নমস্কার করি-বেন। এইরূপে সম্প্রদানকর্ম্ম সমাপনান্তে জামাতা কুশণ্ডি-কোক্ত বিধানে যোজকনামা অগ্নি স্থাপন করত বিরূপাক্ষজপান্ত কুশণ্ডিকা সমাপন করিবেন। (ইহারই নাম পাণিগ্রহণ।) জামাতার জনৈক বয়স্য জলপূর্ণ কলস হস্তে বস্ত্রাবৃত দেহে বাগ্যত হইয়া পূর্ব্বদিক্ দিয়া অগ্নিপরিক্রমণ পূর্ব্বক অগ্নির দক্ষিণদিকে উত্তরাভিমুখে থাকিবে। অপর একজন বয়স্য প্রতোদ লইয়া সেইভাবে কলসধারীর পশ্চাদ্দিকে অবস্থান করিবে। একখানি শূর্পে চারি অঞ্জলি খই ও তৎসমীপে শিলা

রচিতং পটবেষ্টিতং কটং চ সংস্থাপ্য জামাতা গৃহং প্রবিশ্যাহত-বাসোয়ুগমধশ্চোত্তরীয়ঞ্চ বধূমনেন মন্ত্রদ্বয়েন যথাক্রমং পরি-ধাপয়েৎ। প্রজাপতির্ঋষির্জ্জগতীচ্ছন্দঃ পরিধাপয়িত্র্যো দেবতা অধোবস্ত্রপরিধাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ যা অকৃন্তন্নবয়ন্ যা অতন্নত যাশ্চ দেব্যোঽন্তানভিতোঽততন্ত তাস্ত্বা দেব্যো জরসা সংব্যয়ন্ত্বা-

---

অথ হোমমন্ত্রব্যাখ্যা।যা অকৃন্তন্নবয়ন্ যা অতন্নত যাশ্চ দেব্যোঽন্তান-ভিতোঽততন্ত তাস্ত্বা দেব্যো জরসা সংব্যয়ন্ত্বায়ুষ্মতীদং পরি-ধৎস্ব বাসঃ। জগতীয়ং পরিধাপনে বিনিযুক্তা। পরিধাপয়িত্র্যো দেবতাঃ। যাঃ স্ত্রিয়ঃ ইদং বস্ত্রং পরিধাপয়মানং অকৃন্তন্ কর্ত্তিতবত্যঃ সূত্রাণি অর্থাৎ যাশ্চ অবয়ন্ তন্তুবত্যঃ বেঞ তন্তুসন্তানে। অর্থাৎ তন্তুসন্তানং কৃতবত্যঃ। যাশ্চ অতন্নত বিস্তারিতবত্যঃ। দেবাঃ দেবনাদিগুণযুক্তাঃ অন্তান্ পটসম্বন্ধিনঃ অভিতঃ উভয়পার্শ্বে অত-তন্ত গ্রথিতবত্যঃ। তা দেবতাঃ হে কন্যকে ত্বা ত্বাং জরসা জরান্তং যাবৎ সংব্যয়ন্ত পরিধাপয়ন্তু। হে আয়ুষ্মতি হে কল্যাণবতি ইদম্বাসঃ পরিধৎস্ব উত্তরীয়ং অঙ্গাবরণং কুরু। অততন্তেতি

শিলাপুত্র (লোড়া) এবং তৎপশ্চিমে বীরণপত্ররচিত পট-বেষ্টিত কট (চেটাই) স্থাপিত করিয়া জামাতা গৃহপ্রবেশ পূর্ব্বক দুইটী মন্ত্র উচ্চারণ করত বধূকে নূতন ধৌত অধোবস্ত্র ও উত্তরীয় পরিধান করাইবেন। মন্ত্র যথা,—"যাঁহারা এই বস্ত্রের সূত্র কর্ত্তন (নির্ম্মাণ) করিয়াছেন, যাঁহারা বিস্তারিত করিয়াছেন, যাঁহারা উভয় পার্শ্বে গ্রথিত করিয়াছেন, হে কন্যকে! সেই সকল দেবীরা জরাবস্থা যাবৎ প্রফুল্লচিত্তে যেন তোমাকে বস্ত্র পরিধাপন করেন। হে কল্যাণবতি! তুমি এই বস্ত্র পরিধান

যুয়ভীদং পরিধৎস্ব বাসঃ॥ ১॥ অনেন নববস্ত্রং বধূমধঃ পরি-ধাপয়েৎ। প্রজাপতিঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ পরিধাপয়িত্র্যো দেবতা উত্তরীয়বস্ত্রপরিধাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ পরিধত্ত বাসসৈনাং শতায়ুষীং কৃণুত দীর্ঘমায়ুঃ শতঞ্চ জীব শরদঃ সুবর্চ্চা বসূনি চার্য্যে বিভজাসি জীবন্॥ ২॥ অনেন যজ্ঞোপবীতরূপমুত্তরীয়বাসঃ

ব্যত্যয়েন নোস্তঃ ততস্তেতি ক্বচিৎ পাঠঃ। তনু বিস্তারে তিঙাং তিঙো ভবন্তীতি প্রথমপুরুষবহুত্বমধ্যমৈকত্বং॥ ১॥ পরিধত্ত ইত্যাদি। ত্রিষ্টুবিয়ং পরিধাপয়িত্র্যো দেবতাঃ পরিধাপনে বিনি-যুক্তা। হে উপাধ্যায়াদয়ঃ যূয়মেনাং কন্যকাং পরিধত্ত পরিধাপ-য়তঃ। তথা বাসসা বস্ত্রেণ এনাং ধত্ত ধারয়তঃ বস্ত্রাবৃতাং কুরুতঃ কিম্ভূতামেনাং শতায়ুষীং চিরকালজীবিনীং কৃণুত দীর্ঘমায়ুঃ দীর্ঘং বহুকালং যাবৎ আয়ুঃ কুরুতঃ এবং পরিধাপনমভিধায়াধুনা তামেবাহ। হে কন্যকে শতঞ্চ শরদঃ জীব, শতং বর্ষাণি জীব। সুবর্চ্চা সুতেজস্কা সুকান্তিমতী। হে আর্য্যে শ্রেষ্ঠে বসূনি ধনানি বিভজাসি বিভজাসী জীবন্ জীবন্তী শতায়ুষীমিতি গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ। বিভজাসীতি ভুজসেবায়াং বর্ণব্যত্যয়েনোকারস্য ঋকারঃ। লোট শপশ্লোদ্বির্ব্বচনং। অভ্যাসস্য বহুলং ছন্দসীতি ইত্বেতা-গমে রূপং। জীবন্নিতি লিঙ্গব্যত্যয়েন পুংলিঙ্গতা॥ ২॥ ওঁ সোম

কর। ১।" এই বলিয়া নূতন অধোবাস পরিধান করাইবেন। "হে দেবিগণ! তোমরা এই কন্যাকে বস্ত্রাবৃতা কর, ইহাকে শতবর্ষ পর্য্যন্ত দীর্ঘজীবিনী কর। হে আর্য্যে! তুমি শত বর্ষ জীবন ধারণ কর, কান্তিমতী হও এবং ধনবতী হইয়া জীবিত থাক। ২।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া যজ্ঞোপবীতরূপে উত্তরীয়

পরিধাপয়েৎ। ততো বধূমগ্ন্যভিমুখীং নয়ন্ জামাতা পঠতি। প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ সোমো দেবতা পত্ন্যাঃ কন্যানয়নজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ সোমোঽদদদ্গন্ধর্ব্বায় গন্ধর্ব্বোঽদদদগ্নয়ে রয়িঞ্চ পুত্রাংশ্চাদদদগ্নির্ম্মহ্যমথো ইমাং॥ ৩॥ ততোঽগ্নেঃ পশ্চিমতো গত্বা বীরণপত্ররচিতং পটবেষ্টিতং কটং বর্হিস্তরণদেশসমীপপর্য্যন্তং দক্ষিণপাদেন প্রেরয়ন্তীং বধূং ইমং মন্ত্রং জামাতা বাচয়তি। প্রজাপতির্ঋষির্দ্বিপাজ্জগতীচ্ছন্দঃ পতির্দ্দেবতা কটপাদপ্রবর্ত্তনে বিনিয়োগঃ। ওঁ প্রমে পতিয়ানঃ পন্থাঃ কল্পতাং শিবা অরিষ্টা পতি-

ইত্যাদি। * অনুষ্টুবিয়ং সোমদেবতাকা পত্ন্যাঃ কন্যানয়নজপে বিনিযুক্তা। ইমাং জাতমাত্রামেব সোমো গন্ধর্ব্বায় আদিত্যায় অদদৎ দত্তবান্ সোপ্যগ্নয়ে অগ্নিরপি ধনপুত্রসহিতামিমাং মহ্যং দত্তবান্। প্রমে অথো ইত্যপি শব্দার্থে। রৈঞ্চেতি ছান্দসত্বাৎ অমোঽকারলোপঃ। অদদদিতি দদদানে পরস্মৈপদং ছন্দসি দৃশ্যতে ॥ ৩ ॥ ওঁ প্রমে ইত্যাদি। দ্বিপাজ্জগতীয়ং পতিদেবতাকা

বস্ত্র ধারণ করাইবেন। * অনন্তর জামাতা বধূকে অগ্নির অভিমুখী করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবেন ;—"সোম এই কন্যাটীকে গন্ধর্ব্বকে প্রদান করিয়াছিলেন, গন্ধর্ব্ব অগ্নিকে দেন এবং পরে অগ্নি আমাকে ধনপুত্রসহিত এই কন্যা দিয়াছেন অর্থাৎ আমি এই কন্যা হইতে ধন ও পুত্র প্রাপ্ত হইব। ৩।" পরে বধূ পূর্ব্বোক্ত বীরণপত্ররচিত কটখানিকে পদ দ্বারা ঘর্ষণ করত আকর্ষণ করিবেন। তৎকালে এই মন্ত্র পড়িতে হয়, যথা—"মৎ-

* এই মন্ত্র দুইটীর তাৎপর্য্যে বুঝা যাইতেছে যে, যেন জামাতার হৃদয়ে বধূর রূপের উদয় হইতেছে এবং সাংসারিক ধর্ম্মরক্ষার অবশ্যম্ভাবী শুভফল-সকলের অনুভব হইতেছে ; সুতরাং তিনি কন্যার প্রতি প্রীতি, শুভাকাঙ্ক্ষা ও উপযুক্ত সম্মাননা প্রকাশ করিতেছেন।

লোকং গমেয়ং। অথ লজ্জাবশাদ্বধূর্যদি ন পঠতি তদা অমুং মন্ত্রং জামাতা স্বয়ং পঠেৎ। প্রজাপতিঋর্ষির্বিপাড়্জগতীচ্ছন্দঃ পতির্দ্দেবতা কন্যাকটপাদপ্রবর্ত্তনে বিনিয়োগঃ। ওঁ প্রাস্যাঃ পতিযানঃ পন্থাঃ কল্পতাং শিবা অরিষ্টা পতিলোকং গম্যাঃ ॥ ৪ ॥ ততঃ কটস্য পূর্ব্বার্দ্ধে বধূঃ পত্যুর্দ্দক্ষিণত উপবিশতি জামাতা চ বধ্বা উত্তরতঃ। ততঃ প্রকৃতহোমার্থং তুষ্ণীং সমিধমগ্নৌ প্রক্ষিপ্য

পদপ্রবর্ত্তনে বিনিযুক্তা। নোঽস্মাকং পতিঃ স্বামী মে মদর্থং পন্থাঃ পন্থানং কল্পতাং প্রকরোতু। যা যেন পথা অহং শিবা সুখবহা অরিষ্টা অহিংসিতা পতিলোকং পতিদেবং গমেয়ং গচ্ছামি। ইতি ব্যবহিতোঽপি প্রশব্দঃ কল্পতামিত্যনেন যোজ্যঃ। পত্যাতি সুপাং সুবলুগিত্যাদিনা লুক্। যা ইতি তৃতীয়াস্থানে প্রথমা সুপাংলুগিত্যদিনা ডাদেশঃ। পন্থায়তি তেনৈব সূত্রেণ অমঃ সুগমেয়মিতি লিঙাশিষ্যঙ। পতিযান ইতি পাঠস্তু বহুপুস্তকেষ্বদর্শনাৎ নাদরণীয়ঃ। পতির্যান ইত্যেব পাঠ ইতি কেচিৎ। প্রাস্যেত্যাদি প্রমে ইতি দ্বয়ং কন্যা স্বয়ং জপেৎ। অজপন্ত্যাং তস্যাং প্রমে

পতি আমার জন্য পথ প্রস্তুত করুন, আমি যেন সুখে ও নিরাপদে সেই পথযোগে পতিলোকে গমন করিতে পারি।" লজ্জাবশে বধূ এই মন্ত্র পাঠ না করিলে জামাতা স্বয়ং পড়িবেন।— "হে দেবগণ! আপনারা ইহার জন্য পথ প্রস্তুত করুন, যেন সেই পথ দিয়া এই বধূ নির্ব্বিঘ্নে ও সুখে পতিলোকে গমন করিতে পারে। ৪।" তদনন্তর বধূ সেই কটের পূর্ব্বার্দ্ধে পতির দক্ষিণে এবং জামাতা বধূর উত্তরে উপবিষ্ট হইয়া প্রকৃত হোমার্থ তুষ্ণীভাবে অগ্নিতে সমিধ্ প্রক্ষেপ করত মহাব্যাহৃতি

মহাব্যাহৃতিহোমং কুর্য্যাৎ। ততো বধূর্দ্দক্ষিণহস্তেন পত্যু-র্দ্দক্ষিণস্কন্ধং স্পৃষ্ট্বা তিষ্ঠতি। জামাতা চ ষড়াজ্যাহুতীর্জুহুয়াৎ। যথা প্রজাপতিঋষিরতিজগতীচ্ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নিরৈতু প্রথমো দেবতাভ্যঃ সোঽস্যৈ প্রজাং মুঞ্চাতু মৃত্যুপাশাত্তদয়ং রাজা বরুণোঽনুমন্যতাং যথেয়ং স্ত্রী পৌত্রমঘং ন রোদাৎ স্বাহা॥ ১॥ প্রজাপতিঋষিরতিজগতী-চ্ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইমামগ্নিস্ত্রায়তাং

ইতিস্থানে প্রাস্যা ইতূহং কৃত্বা যোজ্যং॥ ৪॥ অগ্নিরৈতু ইত্যাদি। জগতীয়মগ্নিদেবতাকা আজ্যহোমে বিনিযুক্তা। অগ্নিরৈতু আগচ্ছতু অর্থাদস্মিন্ বিবাহকর্ম্মণি। কিংভূতোঽসৌ প্রথমঃ প্রধানভূতঃ। কুতঃ দেবতাভ্যঃ ইন্দ্রাদিভ্যঃ আগত্য চ সোঽগ্নিঃ অস্যৈ অস্যাঃ কন্যায়াঃ প্রজাং ভাবিনীং মুঞ্চাতু মোচয়তু। কুতঃ মৃত্যুপাশাৎ যমপাশবন্ধনাৎ তদেতন্মৃত্যুপাশাৎ বিমোচনমগ্নিকৃতং। অয়ং রাজা বরুণোঽনুমন্যতাং অনুজানাতু তথা করোতু। যথা ইয়ং স্ত্রী কন্যকা পৌত্রমঘং পুত্রসম্বন্ধিব্যসনং ন রোদাৎ ন রুদ্যাৎ তদুদ্দিশ্য রোদনং ন কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। অস্যৈ ইতি ষষ্ঠ্যর্থে চতুর্থী। মুঞ্চাত্বিতি ব্যত্যয়েন দীর্ঘঃ। রোদাদিতি লিঙর্থে লোট্॥ ১॥ ওঁ ইমামগ্নিরিত্যাদি। অতিজগতীয়ং অগ্নির্দ্দেবতা আজ্যহোমে

হোম করিবেন। পরে বধূ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা পতির দক্ষিণ স্কন্ধ স্পর্শ করিয়া থাকিবেন এবং জামাতা ছয়টা আজ্যাহুতি দিবেন।* মন্ত্র যথা,—"দেবপ্রধান অগ্নি ইন্দ্রাদি দেবগণের নিকট হইতে

* ইহার তাৎপর্য্যে জানা যাইতেছে যে, যেন দুইজনেই আহুতি দান-রূপ এক ধর্ম্মকর্ম্মই করিবেন। সুতরাং পতি পত্নী উভয়কে মিলিত হইয়া যে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়, সেই উদ্দেশ্যই প্রকাশিত হইতেছে।

গার্হপত্যঃ প্রজামস্যৈ জরদষ্টিং কৃণোতু অশূন্যোপস্থা জীবতামস্তু মাতা পৌত্রমানন্দমভিবুধ্যতামিয়ং স্বাহা॥ ২॥ প্রজাপতির্ঋষিঃ শর্করীচ্ছন্দো বিশ্বেদেবা দেবতা আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ দ্যৌস্তে পৃষ্ঠং রক্ষতু বায়ুরূরূ অশ্বিনৌ চ স্তনন্ধয়ন্তে পুত্রান্

বিনিযুক্তা। ইমাং কন্যাং অগ্নির্গার্হপত্যঃ অগ্নিহোত্রিণীং সতীং ত্রায়তাং পালয়তু অগ্নিহোত্রমস্যাং ভবত্বিতি আশংসা। কিঞ্চ অস্মৈ অস্যাঃ কন্যায়াঃ প্রজাং সন্ততিং জরদষ্টিং জরাপর্য্যন্তং চিরায়ুষীং করোতু। কিঞ্চ অশূন্যোপস্থা নিত্যং ভর্ত্তুঃ সঙ্গতাস্তু। তথা জীবতামায়ুষ্মতাং পুত্রাণাং মাতাস্তু। অস্যাং জাতানি যান্যপত্যানি তানি হ্যকালে মা ম্রিয়ন্তাং ইত্যাশাস্যতে। অত ইয়ং কন্যাপুত্রং পুত্রসম্বন্ধি আনন্দং অভিবুধ্যতাং অভিমুখ্যেনাববিধমনুভবতু॥ ২॥ ওঁ দ্যৌস্তে পৃষ্ঠং ইত্যাদি। শর্করীয়ং বিশ্বদেবী। হে কন্যকে তব পৃষ্ঠং পশ্চাদ্ভাগং দ্যৌর্দ্যুর্লোকো রক্ষতু। তথা বায়ুরশ্বিনৌ চ তে

আগমন করুন, তিনি এই কন্যার ভবিষ্যৎ সন্তান-সন্ততিকে মৃত্যুপাশ হইতে মোচন করুন, বরুণরাজ ইহার পুত্রকে রাজা করুন। এই স্ত্রী যেন পুত্রসম্বন্ধীয় দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া রোদন না করে।১। গার্হপত্য অগ্নি এই অগ্নিহোত্রিণী সতীকে রক্ষা করুন, এই কন্যার সন্তান-সন্ততিকে জরাবস্থা পর্য্যন্ত চিরায়ুষী করুন, এই কন্যা সর্ব্বদা যেন পতিসঙ্গতা থাকে অর্থাৎ কদাচ পতি-বিচ্ছেদ না হয়, আয়ুষ্মান্ পুত্রগণের মাতা হউক, অর্থাৎ যেন অকালে ইহার সন্তান মৃত্যুগ্রাসে না পড়ে, ইনি যেন সৎপুত্র-জনিত আনন্দ অনুভব করেন।২। হে কন্যকে! দ্যুলোক তোমার পশ্চাদ্ভাগ রক্ষা করুন, বায়ু ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়

সবিতাভিরক্ষত্বাবাসসঃ পরিধানাদ্বৃহস্পতির্ব্বিশ্বেদেবাশ্চাভিরক্ষন্ত পশ্চাৎ স্বাহা॥ ৩॥ প্রজাপতির্ঋষিরতিজগতীচ্ছন্দোঽগ্ন্যাদয়ো দেবতা আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ মা তে গৃহেষু নিশি ঘোষ উত্থাদন্যত্র ত্বদ্রুদত্যঃ সংবিশন্তু মাং ত্বং রুদত্যুরমাবধিষ্ঠা জীবপত্নী পতিলোকে বিরাজ পশ্যন্তী প্রজাং সুমনস্যমাং স্বাহা॥ ৪॥ প্রজাপতির্ঋষিরুপরিষ্টাদ্বৃহতীচ্ছন্দোঽগ্ন্যাদয়ো

তব উরূ রক্ষতু। কিঞ্চ স্তনন্ধয়ঃ স্তনাহারান্ তে তব পুত্রান্ সবিতা আদিত্যোঽভিরক্ষতু। আবাসসঃ পরিধানাবাসঃ পরিধান-যোগ্যায়া দশায়াঃ প্রাগিত্যর্থঃ তস্মাৎ কালাৎ পশ্চাৎ বৃহস্পতি-র্ব্বিশ্বেদেবাশ্চ তান্ পুত্রান্ অভিরক্ষন্তু। স্তনন্ধয় ইতি ব্যত্যয়েন শসঃ স্থানে সুঃ॥ ৩॥ ওঁ মা তে গৃহেষু ইত্যাদি। অতিজগতীছং অগ্ন্যাদয়ো দেবতাঃ। হে কন্যকে তব গৃহেষু বেশ্মসু নিশি রাত্রৌ ঘোষ আক্রন্দরূপঃ শব্দঃ মা উত্থাৎ মা উত্তিষ্ঠতু। কিঞ্চ ত্বদন্যত্র ত্বামুক্ত্বা রুদত্যঃ স্ত্রিয়ঃ সংবিশন্তু ত্বদায়শত্রুগৃহেষু কিঞ্চ রুদতী সতী ত্বং হৃদয়ং মা বধিষ্ঠাঃ ত্বমুরোঘাতং রোদিষ্যসীত্যর্থঃ। তথা জীবপত্নী জীবপতিকা সতী ত্বং পতিলোকে পতিকুলে বিরাজ শোভস্ব। কিম্ভূতা প্রজাং পশ্যন্তী সন্ততিং ঈক্ষমাণা কিম্ভূতাং প্রজাং সুমনস্য-

---

তোমার উরুযুগল রক্ষা করুন, সবিতৃদেব তোমার স্তন্যপায়ী পুত্রগণকে রক্ষা করুন, বৃহস্পতি তোমার বসনাবৃত দেহভাগ রক্ষা করুন এবং বিশ্বেদেব দেবতারা তোমার পাদাগ্র প্রভৃতি দেহভাগ রক্ষা করুন। ৩। হে কন্যকে! তোমার গৃহে রাত্রি-

দেবতা আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অপ্রজস্তং পৌত্রমর্ত্ত্যং পাপ্মানমুতবা অঘং শীর্ষ্ণঃ স্রজমিবোন্মুচ্য দ্বিষদ্ভ্যঃ প্রতিমুঞ্চামি পাশং স্বাহা ॥ ৫ ॥ প্রজাপতির্ঋষিরুষ্ণিক্‌ছন্দো বৈবস্বতো দেবতা আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ পরৈতু মৃত্যুরমৃতং আগাদ্বৈবস্বতো

মানাং হৃষ্টচিত্তাং।৪॥ ওঁ অপ্রজস্তং ইত্যাদি। উপরিষ্টাদ্বৃহতীয়ং। হে কন্যকে অপ্রজস্যং ত্বদীয়ং বন্ধ্যাত্বং পৌত্রমর্ত্ত্যং পুত্রসম্বন্ধি-মরণং পাপ্মানং ত্বদীয়মেব মরণং উত বা অথবা অঘং ত্বদীয়-মনিষ্টং এতৎসর্ব্বং ত্বত্তোঽপকৃষ্য শীর্ষ্ণো মূর্দ্ধ্নঃ স্রজমিব মালামিব উন্মুচ্য অবতার্য্য দ্বিষদ্ভ্যঃ প্রতিমুঞ্চামি পাশং মৃত্যুপাশরূপং এত-দ্দদামীত্যর্থঃ॥ ৫ ॥ ওঁ পরৈতু ইত্যাদি। অত্যুষ্ণিগিয়ং বৈব-স্বতদেবতা কন্যকা আশাস্তে। হে বৈবস্বত মত্তঃ সকাশাৎ মৃত্যুঃ প্রাঙ্মুখো ভবতু নাহং ম্রিয়ে ইত্যর্থঃ। তথা অমৃতং অমরণং মে মম আগাৎ আগচ্ছতু। তথা বৈবস্বতো যমঃ নোঽস্মাকং অভয়ং

কালে যেন আক্রন্দনরূপ শব্দ উত্থিত না হয়, তোমার রিপু-গৃহে যেন তাহাদিগের নারীরা রোদন করিতে করিতে প্রবিষ্ট হয়, ক্রন্দন দ্বারা যেন তোমাকে অন্তঃপুরচারিণীগণের ক্লেশ উৎপাদন করিতে না হয়, তুমি হৃষ্টচিত্ত সন্তান-সন্ততি লইয়া এবং জীবপতিকা হইয়া পতিকুলে বিরাজ কর। হে কন্যকে! মাল্য উন্মোচনের ন্যায় তোমার মস্তকপ্রদেশ হইতে বন্ধ্যাত্ব ও মৃতবৎসাত্বাদি মৃত্যুপাশরূপ দোষসমূহকে উন্মুক্ত করত তাহা অরিকুলের প্রতি নিক্ষেপ করিলাম। ৫। হে বৈবস্বত! মৃত্যু আমার নিকট হইতে বিমুখ হউন্ অর্থাৎ আমি যেন মৃত্যুমুখে পতিত না হই; অমরভাব আমার নিকট আগমন করুক।

নোঽভয়ং কৃণোতু। পরং মৃত্যোঽনুপরেহি পন্থাং যস্ত্র নোঽন্য ইতরো দেবযানাচ্চক্ষুষ্মতে শৃণ্বতে তে ব্রবীমি মা নঃ প্রজাং রীরিষো মোত বীরান্ স্বাহা॥ ৬॥ ইতি ষড়াজ্যাহুতীঃ সমাপ্য ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোমং কুর্য্যাৎ। যথা প্রজাপতিঋর্ষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ স্বাহা। প্রজাপতিঋর্ষিরুষ্ণিকৃছন্দো বায়ুর্দ্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনি-

---

কৃণোতু ভয়াভাবং করোতু। ইদানীং প্রত্যক্ষীকৃতমৃত্যুরেব প্রার্থ্যতে। হে মৃত্যো মত্তঃ পরমন্যং পন্থানং অনুপরেহি অনুগচ্ছ। মত্তঃ প্রাঙ্মুখো গচ্ছ ইত্যর্থঃ। যত্র নোঽস্মৎপথাদন্যঃ পন্থা ইতরো দেবযানাদ্দেবপথাদন্যঃ পিতৃপথ ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ চক্ষুষ্মতে পশ্যতঃ শৃণ্বতে শৃণ্বতঃ প্রত্যক্ষ্যৈস্যৈব তে তবাহমেতৎ ব্রবীমি প্রার্থয়ে। নোঽস্মাকং প্রজাং রীরিষঃ অস্মদীয়াং প্রজাং পুত্রপৌত্রাদিকাং মা হিংসীঃ। তথা মোত বীরান্ বিক্রান্তান্ বিপুরুষান্ মা হিংসীরিত্যর্থঃ। পন্থামিতি পন্থানমিতি প্রাপ্তে। চক্ষুষ্মতে ইতি ষষ্ঠ্যর্থে চতুর্থী। মা রীরিষ ইতি রিষধাতোঃ স্বার্থিকণিজন্তাৎ চঙি মধ্যমপুরুষৈকবচনং মাযোগাদড়াগমাভাবঃ॥ ৬॥

যম আমাদিগের অভয় বিধান করুন্। হে মৃত্যো! আমার নিকট হইতে অন্য পথে গমন কর, প্রেতলোকের পথ লক্ষ্য করিয়া বিমুখ হও, তুমি দেখিতেছ ও শুনিতেছ; সুতরাং আমি তোমার প্রত্যক্ষেই প্রার্থনা করিতেছি যেন আমার পুত্র-পৌত্রদিগকে হিংসা করিও না এবং বিক্রান্ত পুরুষদিগকে অর্থাৎ মদ্বংশীয় সতেজ পুত্রাদিকে হিংসা করিও না। ৬।

এই প্রকারে ছয়টী আজ্যাহুতি দিয়া ব্যস্তসমস্ত মহাব্যাহৃতি

য়োগঃ। ওঁ ভুবঃ স্বাহা। প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বঃ স্বাহা। প্রজাপতির্ঋষির্বৃহতীচ্ছন্দঃ প্রজাপতির্দ্দেবতা ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা। ততো জামাতা যদি ভৃগুগোত্রো ভার্গবপ্রবরো বা তদা স্রুবেণ পঞ্চধা গৃহীতমাজ্যং জুহ্বাং নিধায় ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা ইতি পূর্ব্বাভিমুখীং ঘৃতধারাং উত্তরতোঽগ্নেরুপরি তথৈব দদ্যাৎ। ওঁ সোমায় স্বাহা ইতি পুনর্দ্দক্ষিণতো দদ্যাৎ। যদি চান্যগোত্রোঽন্যপ্রবরস্তদা চতুর্দ্ধা গৃহীতমাজ্যং জুহ্বাং নিধায় মন্ত্রদ্বয়েন ঘৃতধারাদ্বয়ং তথৈব দদ্যাৎ॥ অথ লাজহোমঃ। ততো বধূসহিতঃ পতিরুত্থায় পত্নীপৃষ্ঠদেশেন দক্ষিণদেশং গত্বা উত্তরাভিমুখো দক্ষিণহস্তেন বধূহস্তদ্বয়মঞ্জলিরূপং গৃহীত্বা তিষ্ঠতি। অথ বধ্বা মাতা ভ্রাতা অন্যো বা ব্রাহ্মণঃ পূর্ব্বস্থাপিতলাজানাদায়াগ্রতঃ সপুত্রাং শিলাং নিধায় বধূং দক্ষিণপাদাগ্রেণ শিলামাক্রাময়তি। জামাতা চ মন্ত্রং পঠতি। প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দোঽশ্মা দেবতা অশ্মাক্রামণে

হোম করিবে। পরে জামাতা ভৃগুগোত্র অথবা ভার্গবপ্রবর হইলে স্রুব দ্বারা পঞ্চধা গৃহীত আজ্য লইয়া পূর্ব্বাভিমুখাদিক্রমে যথানিয়মে অগ্নিতে আহুতি দিয়া তৎপরে লাজ হোম করিবেন। বধূসমন্বিত পতি গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পত্নীর পশ্চাদ্দিকে দক্ষিণভাগে গিয়া উত্তরাভিমুখে বধূহস্তদ্বয় অঞ্জলিরূপে ধারণ করত অবস্থান করিবেন। বধূর মাতা, ভ্রাতা অথবা অন্য কোন ব্রাহ্মণ পূর্ব্বস্থাপিত লাজ লইয়া বধূকে অগ্রবর্ত্তী শিলার উপর দক্ষিণ পদার্পণ করাইবেন। জামাতা মন্ত্র পাঠ

বিনিয়োগঃ। ওঁ ইমমশ্মানমারোহাশ্মেব ত্বং স্থিরা ভব দ্বিষন্ত-মপবাধস্ব মা চ ত্বং দ্বিষতামধঃ॥ ১॥ ততো জামাতা যদি ভৃগু-গোত্রো ভার্গবপ্রবরো বা তদা বধ্বঞ্জলৌ পতিদত্তঘৃতস্রুবদ্বয়োপরি বধ্বা মাতা ভ্রাতা অন্যো বা ব্রাহ্মণঃ পঞ্চাবর্ত্তান্ লাজান্দদাতি পতিশ্চ তদুপরি ঘৃতস্রুবদ্বয়ং দদাতি। যদ্যন্যগোত্রোঽন্যপ্রবরো বা তদা বধ্বঞ্জলৌ পতিদত্তঘৃতস্রুবৈকোপরি চতুরাবর্ত্তলাজদানং তদুপরি ঘৃতস্রুবদ্বয়দানং কর্ত্তব্যং। ততো বরেণাস্মিন্ মন্ত্রে পঠিতে বধূরঞ্জলিভেদমকুর্ব্বতী লাজান্ জুহোতি। প্রজাপতির্ঋষি-রুপরিষ্টাজ্জ্যোতিষ্মতীচ্ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা লাজহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইয়ং নার্য্যুপব্রূতেঽগ্নৌ লাজানাবপন্তী দীর্ঘায়ুরস্তু মে পতিঃ

ওঁ ইমমিত্যাদি। অনুষ্টুবিয়ং অশ্মাদেবতা-অশ্মাক্রামণে বিনিযুক্তা। হে কন্যকে ইমমশ্মানং প্রত্যক্ষং দৃশদং আরোহ আক্রাম। কিঞ্চ অশ্মা ইব পাষাণ ইব দৃঢ়া ভব। দ্বিষন্তমমিত্রং অপবাধস্ব পীড়য়। তথা দ্বিষতামরীণামধো মেবাভূঃ। চ শব্দোঽবধারণে॥ ১॥ ওঁ ইয়ং

করিবেন, যথা—"হে কন্যকে! এই শিলার উপর আরোহণ কর, পাষাণবৎ দৃঢ় ও স্থির হও, অরিকুলের পীড়ন কর এবং কদাচ যেন অরিবর্গের আয়ত্ত হইও না। ১।" জামাতা ভৃগু-গোত্র বা ভার্গবপ্রবর হইলে বধূর অঞ্জলিতে পতিদত্ত ঘৃতস্রুব-দ্বয়োপরি বধূর মাতা অথবা ভ্রাতা কিম্বা অন্য কোন ব্রাহ্মণ পঞ্চাবর্ত্ত লাজ প্রদান করিবেন। পতিও তদুপরি ঘৃতস্রুবদ্বয় দিবেন। পতি অন্যগোত্র বা অন্যপ্রবর হইলে বধূর অঞ্জলিতে পতিদত্ত ঘৃতস্রুবৈকোপরি চতুরাবর্ত্ত লাজদান ও তদুপরি ঘৃত-স্রুবদ্বয় দান কর্ত্তব্য। পরে বর মন্ত্রপাঠ করিলে বধূ অঞ্জলিভেদ না

শতং বর্ষাণি জীবত্বেধন্তাং জ্ঞাতয়ো মম স্বাহা ॥ ২ ॥ ততঃ পতির-গ্রতো বধূং কৃত্বা ইমং মন্ত্রং পঠন্নগ্নিপ্রদক্ষিণং করোতি। প্রজা-পতির্ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ কন্যা দেবতা পরিণয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ কন্যলা পিতৃভ্যঃ পতিলোকং যতীয়মপদীক্ষামযষ্ট। কন্যা উত ইত্যাদি। উপরিষ্টাজ্জ্যোতিস্ত্রতীয়ং লাজহোমে বিনিযুক্তা।

আগ্নেয়ী অগ্নিদেবতাকা লাজা ভ্রষ্টা ব্রীহয়ঃ। পতির্বদতি। ইয়ং নারী স্ত্রী উপব্রূতে অগ্নেঃ সমীপে ব্রূতে। কিংকুর্ব্বাণা লাজান্ অগ্নৌ আবপন্তী ক্ষিপন্তী। কিন্তদুপব্রূতে দীর্ঘায়ুরস্তু মে পতিঃ এতদেব বৃণোতি। শতবর্ষাণি জীবতু মে মম পতিরিতি প্রকৃ-তেন সম্বন্ধঃ। কিঞ্চ এধন্তাং জ্ঞাতয়ো মম স্বজনা ধনপুত্রধান্যাদি-ভির্ব্বর্দ্ধন্তাং ॥ ২ ॥ ওঁ কন্যলা পিতৃভ্যঃ পতিলোকং যতীয়মপদী-ক্ষামযষ্ট। কন্যা উত ত্বয়া বয়ং ধারা উদন্যা ইবাতিগাহেমহি। ত্রিষ্টুবিয়ং কন্যাদেবতা পরিণয়নে বিনিযুক্তা। কন্যৈব কন্যলা পিতৃভ্যঃ পিতৃকুলাৎ পতিলোকং পতিকুলং যতী গচ্ছন্তী অপ-দীক্ষাং দীক্ষাং বর্জ্জয়িত্বা। অপশব্দো বর্জ্জনে। অযষ্ট ইষ্টবতী। দীক্ষাশব্দেন বৈবাহিকব্রতমুচ্যতে। ত্রিরাত্রমক্ষারলবণাশিনৌ

করিয়া লাজ হোম করিবেন। জামাতা এই মন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা—"এই নারী অগ্নিতে লাজ (খই) সমর্পণ করিয়া বলিতে-ছেন যে, আমার পতি দীর্ঘ জীবন ধারণ করুন্, শতবর্ষজীবী হউন্ এবং আমার জ্ঞাতিগণ ধন-পুত্র-ধান্যাদি দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউন্। ২।" অনন্তর পতি বধূকে সম্মুখভাগে রাখিয়া অগ্নি প্রদ-ক্ষিণ করিতে করিতে এই মন্ত্র পাঠ করিবেন।—"এই কন্যা পিতৃগৃহ হইতে পতিগেহে আসিয়া অপদীক্ষা বর্জ্জন পূর্ব্বক

ত্বয়া বয়ং ধারা উদন্যা ইবাতিগাহেমহি দ্বিষঃ॥ ৩॥ পুনস্তথৈব বধ্বঞ্জলিং গৃহীত্বা উত্তরাভিমুখঃ পতিরবতিষ্ঠেৎ। পূর্ব্ববন্মাতা ভ্রাতা অন্যো বা ব্রাহ্মণো গোত্রপ্রবরানুসারেণ লাজানাদায় তিষ্ঠেৎ; বধূঃ দক্ষিণপাদাগ্রেণ সপুত্রাং শিলামাক্রাময়তি জামাতা চ পূর্ব্ববন্মন্ত্রং পঠতি। প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দোঽশ্মাদেবতা অশ্মাক্রামণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইমমশ্মানমারোহাশ্মেব ত্বং স্থিরা ভব দ্বিষন্তমপবাধস্ব মা চ ত্বং দ্বিষতামধঃ। পুনস্তথৈব গোত্র-প্রবরানুসারেণ পূর্ব্ববদ্বধ্বঞ্জলৌ পতিদত্তঘৃতস্রুবদ্বয়েকোপরি চতুরাবর্ত্তান্ পঞ্চাবর্ত্তান্ বা শমীপত্রমিশ্রিতলাজদানং তদুপরি

দম্পতী 'ভবেয়াতামিত্যাদিরূপং তদর্জ্জনং কৃতবতীত্যর্থঃ। কিঞ্চ কন্যাং বদতি পতিঃ। কন্যা হে কন্যে উত অপি চ ত্বয়া সহিতা বয়ং দ্বিষঃ শত্রূন অতিগাহেমহি অতিক্রমেমহি। ধারা কর্ত্তৃভূতাঃ উদন্যাঃ পিপাসাঃ কর্ম্মভূতাঃ অভিভবন্তীতি তদ্বদিত্যর্থঃ। কন্যা ইতি ছান্দসাৎ সম্বুদ্ধৌ এত্বং ন স্যাৎ। অভিগাহেমহীতি অভি-পূর্ব্বাৎ গাহ বিলোড়নে। অতীতি পবর্গ চতুর্থবৎ তবর্গ-প্রথমবচ্চ

বৈবাহিক ব্রতাচরণ করিয়াছে। হে কন্যে! জলধারা যেরূপ পিপাসাকে পরাভব করে, সেইরূপ আমরাও তোমার সহিত অবস্থিত থাকিয়া যেন শত্রুকুল পরাজয় করি। ৩।" অনন্তর পতি পুনরায় পূর্ব্ববৎ বধূকে অঞ্জলি গ্রহণ করাইয়া উত্তরাভি-মুখে অবস্থিত হইবেন এবং পূর্ব্ববৎ মাতা, ভ্রাতা বা অন্য ব্রাহ্মণ গোত্রপ্রবরানুসারে লাজ লইয়া থাকিবেন। বধূ দক্ষিণ পদ দ্বারা শিলা ও শিলাপুত্র টানিয়া লইলে জামাতা পূর্ব্ববৎ মন্ত্র পাঠ করিবেন।—"হে কল্যাণি! এই শিলার উপর

ঘৃতস্রুবদ্বয়ং দদ্যাৎ। বধূশ্চাঞ্জলিভেদমকুর্ব্বতী পূর্ব্ববদেব লাজান্ জুহোতি। জামাতা চ পূর্ব্ববদেব মন্ত্রং পঠতি। প্রজাপতির্ঋষি-রুপরিষ্টাদ্‌বৃহতীচ্ছন্দোঽর্য্যমা দেবতা লাজহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অর্য্যমণং নু দেবং কন্যা অগ্নিমযক্ষত স ইমাং দেবোঽর্য্যমা প্রেতো মুঞ্চাতু মামুতঃ স্বাহা ॥ ৪ ॥ ততঃ পুনঃ পূর্ব্ববদেব পতিরগ্রতো

রুচিৎ পঠতি ॥ ৩ ॥ ওঁ অর্য্যমণং নু দেবং কন্যাঽগ্নিমযক্ষত স ইমাং দেবোঽর্য্যমা প্রেতো মুঞ্চাতু মামুতঃ। উপরিষ্টাৎ বৃহতীয়ং লাজহোমে বিনিযুক্তা। অর্য্যমা দেবতাস্বরূপমনুপদ্যতে। কন্যা পূর্ব্বমর্য্যমণং দেবং অগ্নিঞ্চ অযক্ষত ইষ্টবত্যঃ। নু শব্দশ্চার্থে পূর্ব্বার্দ্ধেন সামান্যোপক্রমঃ উত্তরার্দ্ধেন বিশেষোপসংহারশ্চ। স চ অর্য্যমা অগ্নিশ্চ ইষ্টঃ সন্ কন্যাং ইমাং পরিণীয়মানাং প্রেতঃ ইতঃ পিতৃকুলাৎ প্রমুঞ্চাতু মা অমুতঃ পতিকুলাৎ মা ন প্রমুঞ্চাতু পতিকুলাৎ পৃথক্ করোতু ইত্যর্থঃ। প্রেত ইত্যত্রস্থিতপ্রশব্দস্য মুঞ্চাত্বিত্যনেন ব্যবহিতাশ্চেত্যনেন সম্বন্ধঃ। মুঞ্চাত্বিত্যত্র বা

আরোহণ কর, তুমি পাষাণবৎ দৃঢ় ও স্থির থাক, শত্রুকুল বিনাশ কর এবং অরিগণ যেন তোমাকে পরাভূত করিতে না পারে।” পরে পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ গোত্র ও প্রবরানুসারে বধূর অঞ্জলিতে পতিদত্ত ঘৃতস্রুবদ্বয় বা ঘৃতস্রুবৈকোপরি চতুরাবর্ত্ত বা পঞ্চাবর্ত্ত লাজ কিম্বা শমাপত্রমিশ্রিত লাজদান ও তদুপরি ঘৃতস্রুবদ্বয় প্রদান করিবেন। বধূও পূর্ব্ববৎ লাজহোম করিবেন এবং জামাতা পূর্ব্ববৎ মন্ত্র পাঠ করিবেন।—“এই কন্যা পূর্ব্বে অর্য্যমা এবং অগ্নিদেবকে নিশ্চয় পূজা করিয়াছিলেন। সেই অর্য্যমা ও অগ্নিদেব প্রীত হইয়া এই পরিণীয়মানা কন্যাকে পিতৃকুল হইতে

বধূং কৃত্বা পূর্ব্ববন্মন্ত্রমেব পঠন্নগ্নিপ্রদক্ষিণং করোতি। প্রজাপতি-ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ কন্যা দেবতা কন্যাপরিণয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ কন্যলা পিতৃভ্যঃ পতিলোকং যতীয়মপদীক্ষামযষ্ট কন্যা উত ত্বয়া বয়ং ধারা উদন্যা ইবাতিগাহেমহি দ্বিষঃ। পুনস্তথৈব বধ্বঞ্জলিং গৃহীত্বা উত্তরাভিমুখঃ পতিরবতিষ্ঠেৎ। পূর্ব্ববন্মাতা ভ্রাতা অন্যো বা ব্রাহ্মণো বধূং দক্ষিণপাদাগ্রেণ শিলামাক্রাময়তি। জামাতা চ পূর্ব্ববন্মন্ত্রমেব পঠতি। প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দোঽশ্মাদেবতা অশ্মাক্রামণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইমমশ্মানমারোহাশ্মেব ত্বং স্থিরা ভব দ্বিষন্তমপবাধস্ব মা চ ত্বং দ্বিষতামধঃ। পুনস্তথৈব গোত্রপ্রবরানুসারেণ পূর্ব্ববদ্বধ্বঞ্জলৌ পতিদত্তঘৃতস্রুবদ্বয়ৈকোপরি শমীপত্রমিশ্রিতান্ লাজান্ দত্ত্বা তদুপরি ঘৃতস্রুবদ্বয়ং দদ্যাৎ বধূশ্চাঞ্জলিভেদমকুর্ব্বতী পঞ্চাবর্ত্তান্ চতুরাবর্ত্তান্ বা লাজান্ জুহোতি। জামাতা চ পূর্ব্ববদেব মন্ত্রং পঠতি। প্রজাপতিঋষিরুপরিষ্টাদ্বৃহতীচ্ছন্দঃ পূষা দেবতা লাজহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ পূষণং নু দেবং কন্যা অগ্নিমযক্ষত স ইমাং দেবঃ পূষা প্রেতো মুঞ্চাতু

ছন্দসীতি দীর্ঘঃ॥ ৪॥ পূষণং নু দেবং কন্যা অগ্নিমযক্ষত স ইমাং

পৃথক্ করিয়া পতিকুলে অর্থাৎ আমাকে অর্পণ করুন্। ৪।"

পরে পতি পূর্ব্ববৎ বধূকে সম্মুখে লইয়া অগ্নি প্রদক্ষিণ করিতে করিতে পূর্ব্ববৎ মন্ত্র পাঠ করিবেন। অনন্তর পুনরায় পতি পূর্ব্ববৎ উত্তরাভিমুখ হইয়া বধূকে দক্ষিণ পাদ দ্বারা শিলা আক্রমণ করাইয়া পূর্ব্বের ন্যায় মন্ত্র পড়িবেন এবং পূর্ব্বের ন্যায় পঞ্চাবর্ত্ত ও চতুরাবর্ত্ত লাজহোম করিতে হইবে। জামাতা পূর্ব্বের ন্যায় এই মন্ত্র পাঠ করিবেন যে, "এই কন্যা পূষা

মামুতঃ স্বাহা॥ ৫॥ ততঃ পতিরগ্রতো বধূং কৃত্বা পুনরপি পূর্ব্বমন্ত্রং পঠন্নগ্নিপ্রদক্ষিণং করোতি। প্রজাপতির্ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ কন্যা দেবতা কন্যাপরিণয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ কন্যলা পিতৃভ্যঃ পতিলোকং যতীয়মপদীক্ষামযষ্ট কন্যা উত ত্বয়া বয়ং ধারা উদন্যা ইবাতিগাহেমহি দ্বিষঃ। ততঃ সূর্পস্যোত্তরার্দ্ধে ঘৃতস্রুবদ্বয়ং দত্ত্বা লাজশেষং নিধায় পুনস্তদুপরি ঘৃতস্রুবদ্বয়ং দত্ত্বা ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহা। ইতি সূর্পেণৈব জুহুয়াৎ। যদা জামাতা ভৃগুগোত্রো ভার্গবপ্রবরো বা স্যাৎ তদা এবং যদ্যন্যগোত্রোঽন্যপ্রবরো বা তদা প্রথমং এক এব ঘৃতস্রুবো দাতব্যঃ। পশ্চাল্লাজোপরি ঘৃতস্রুবদ্বয়ং দেয়ং। জামাতা, প্রাগুদীচ্যাং দিশি বধূং সপ্তভির্মন্ত্রৈঃ সপ্তসু মণ্ডলিকাসু সপ্তপদানি নয়েৎ। বধূশ্চ মণ্ডলিকায়াং দক্ষিণপাদং নীত্বা পশ্চাদ্বামপাদং নয়েৎ। জামাতা চ বধূমিদং ব্রূয়াৎ। মা বামপাদেন দক্ষিণং পাদমাক্রাময়েতি।

দেবঃ পূষা প্রেতো মুঞ্চাতু মামুতঃ স্বাহা। পৌষ্ণায়ং পূর্ব্ববৎ॥ ৫॥

নামক অগ্নিদেবকে নিশ্চয় পূজা করিয়াছিলেন। সেই পূষণদেব ইহাকে পিতৃকুল হইতে পৃথক্‌ করিয়া আমাকে প্রদান করুন্। ৫।” পরে পতি বধূকে সম্মুখে করিয়া অগ্নি প্রদক্ষিণ করিতে করিতে পূর্ব্ববৎ মন্ত্র পাঠ করিবেন। অনন্তর সূর্পের উত্তরার্দ্ধে ঘৃতস্রুবদ্বয় দিয়া লাজশেষ স্থাপন পূর্ব্বক তদুপরি ঘৃতস্রুবদ্বয় প্রদান করত “ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহা” মন্ত্রে হোম করিবেন। জামাতা ভৃগুগোত্র বা ভার্গবপ্রবর হইলে এইরূপে এবং অন্যগোত্র বা অন্যপ্রবর হইলে প্রথমে একটী ঘৃতস্রুব দিবেন, পশ্চাৎ লাজোপরি ঘৃতস্রুবদ্বয় দিতে হয়। তদন-

সপ্তানাং মন্ত্রাণাং ঋষ্যাদয়ঃ সাধারণাঃ। প্রজাপতির্ঋষিরেক-পাদ্বিরাট্‌ছন্দো বিষ্ণুর্দ্দেবতা কন্যাপাদাক্রমণে বিনিয়োগঃ। ওঁ একমিষে বিষ্ণুস্ত্বানয়তু ॥ ১ ॥ ইতি প্রথমং দক্ষিণং পাদং নয়তি। প্রজাপতির্ঋষির্দ্বিপাদ্বিরাট্‌ছন্দো বিষ্ণুর্দ্দেবতা দ্বিপাদাক্রমণে বিনি-য়োগঃ। ওঁ দ্বে উর্জ্জে বিষ্ণুস্ত্বানয়তু ॥ ২ ॥ প্রজাপতির্ঋষিস্ত্রিপা-দ্বিরাট্‌ছন্দো বিষ্ণুর্দ্দেবতা ত্রিপাদাক্রমণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ত্রীণি ব্রতায় বিষ্ণুস্ত্বানয়তু ॥ ৩ ॥ প্রজাপতির্ঋষিশ্চতুষ্পাদ্বিরাট্‌ছন্দো বিষ্ণুর্দ্দেবতা চতুষ্পাদাক্রমণে বিনিয়োগঃ। ওঁ চত্বারি মায়ো ভবায় বিষ্ণুস্ত্বানয়তু ॥ ৪ ॥ প্রজাপতির্ঋষিঃ পঞ্চপাদ্বিরাট্‌ছন্দো বিষ্ণু-

---

একমিষে বিষ্ণুস্ত্বানয়তু। দ্বে উর্জ্জে বিষ্ণুস্ত্বানয়তু। ত্রীণি ব্রতায় বিষ্ণুস্ত্বানয়তু। চত্বারি মায়োভবায় বিষ্ণুস্ত্বানয়তু। পঞ্চপশুভ্যো বিষ্ণুস্ত্বানয়তু। ষড্রায়স্পোষায় বিষ্ণুস্ত্বানয়তু। সপ্ত সপ্তভ্যো হোত্রেভ্যো বিষ্ণুস্ত্বানয়তু। একপাদ্বিরাড়িতি। মা বৈষ্ণব্যঃ পাদাক্রমণে বিনিযুক্তাঃ। হে কন্যকে একং পাদং ত্বা ত্বাং বিষ্ণুরানয়তু ক্রাময়তু। কিমর্থং ইষে অর্থলাভায় ইষ্যতেহসৌ ইট্ ॥ ১ ॥ অমূ দ্বে পদে আনয়তু। উর্জে বললাভায় ॥ ২ ॥ এবং সর্ব্বত্র। ত্রীণি ব্রতায় যজ্ঞকর্ম্মণে ॥ ৩ চত্বারি মায়োভবায় সৌখ্য-

---

ন্তর জামাতা প্রাগুত্তরদিকে বধূকে সাতটী মন্ত্র দ্বারা সপ্তমণ্ডলি-কাতে সপ্তপদীগমন করাইবেন। পতি এক একটী বাক্য বলি-বেন এবং কন্যা এক একবার পাদক্ষেপ করিবে। বাক্য-গুলি যথা,—"হে কন্যে! বিষ্ণু অর্থলাভার্থ এক পদ অতিক্রম করাউন্। ১। বললাভার্থ দ্বিতীয় পদ অতিক্রম করাউন্। ২। বিষ্ণু পঞ্চ মহাযজ্ঞাদির জন্য তৃতীয় পদ অতিক্রম করাউন্। ৩।

র্দ্দেবতা পঞ্চপাদাক্রমণে বিনিয়োগঃ। ওঁ পঞ্চপশুভ্যো বিষ্ণুস্থানয়তু ॥ ৫ ॥ প্রজাপতির্ঋষিঃ ষট্‌পাদ্বিরাট্‌ছন্দো বিষ্ণুর্দ্দেবতা ষট্‌পাদাক্রমণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ষড্রায়স্পোষায় বিষ্ণুস্থানয়তু ॥ ৬ ॥ প্রজাপতির্ঋষিঃ সপ্তপাদ্বিরাট্‌ছন্দো বিষ্ণুর্দ্দেবতা সপ্তপাদাক্রমণে বিনিয়োগঃ। ওঁ সপ্ত সপ্তভ্যো বিষ্ণুস্থানয়তু ॥ ৭ ॥ ততঃ সপ্তপদীং গতাং কন্যাং পতিরাশাস্তে। প্রজাপতির্ঋষিঃ সামিকীপঙ্‌ক্তিশ্ছন্দঃ কন্যা দেবতা পাদাক্রমণানন্তরমাশাসনে বিনিয়োগঃ। ওঁ সখা সপ্তপদীভব সখ্যন্তে গমেয়ং সখ্যন্তে মা যোষাঃ সখ্যন্তে

প্রাপ্তয়ে ॥৪॥ পঞ্চ পশুভ্যঃ পশুপ্রাপ্তয়ে ॥ ৫ ॥ ষট্‌পদানি রায়স্পোষায় ধনপ্রাপ্তয়ে ॥ ৬ ॥ সপ্ত সপ্তহোত্রেভ্যঃ ঋত্বিক্‌প্রাপ্তয়ে ॥ ৭ ॥ ওঁ সখা সপ্তপদীভব সখ্যন্তে গমেয়ং সখ্যন্তে মা যোষাঃ সখ্যন্তে মায়োষ্ঠ্যাঃ। সামি কী পঙ্‌ক্তিরিয়ং। কন্যা দেবতা পাদাক্রমণানন্তরমাশাসনে বিনিযুক্তা। পতিঃ কন্যাং প্রার্থয়তে। হে কন্যে ত্বং মম সখা সহচারিণী ভব। তথা সপ্তপদী সপ্তপদাক্রান্তাভি-

---

বিষ্ণু সৌখ্যলাভার্থ চতুর্থ পদ অতিক্রম করাউন্। ৪। বিষ্ণু পশুলাভার্থ পঞ্চম পদ অতিক্রম করাউন্। ৫। বিষ্ণু ধনপ্রাপ্তির জন্য ষষ্ঠপদ অতিক্রম করাউন্। ৬। বিষ্ণু ঋত্বিক্‌লাভার্থ সপ্তম পদ অতিক্রম করাউন্। ৭।" * অনন্তর পতি বধূকে সম্বোধন করিয়া কহিবেন, "হে কন্যে! তুমি আমার সহচারিণী হও, আমি

---

* এই মন্ত্রের তাৎপর্য্যার্থ দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, পতি সহ সপ্তপদগমনকারিণী বধূ বিষ্ণু কর্ত্তৃক আজীবন পতির সকল প্রকার কর্ত্তব্য কর্ম্মেরই সহায়া হইলেন। তাঁহার নিকট পুত্রপ্রার্থনাও করা হইল, অতএব ইহা দ্বারা যে দম্পতির পতি-পত্নীভাব দৃঢ়রূপে সম্বদ্ধ হইল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মায়োষ্ঠ্যাঃ॥ ১॥ ততো জামাতা বিবাহং দ্রষ্টুমাগতান্ জনানামন্ত্রয়েৎ। প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দ আশাস্যমানা দেবতা বিবাহপ্রেক্ষকজনামন্ত্রণে বিনিয়োগঃ। ওঁ সুমঙ্গলীরিয়ং বধূরিমাং সমেত পশ্যত সৌভাগ্যমস্যৈ দত্ত্বা যথাস্তং বিপরেতন॥ ২॥ ততঃ

ধেয়েষর্থেষু সহচারিণী ভবেত্যর্থঃ। সপ্তপদীতি বিভক্তিলুক্। কিঞ্চ সখ্যন্তে গমেয়ং সখ্যং মৈত্রং তে তবাহং গচ্ছামি সখা তব ভবেয়মিত্যর্থঃ। সখ্যন্তে মা যোষাঃ তে তব ময়া সহ সখ্যং যোষাঃ স্ত্রিয়ো মা ছিন্দন্ত্বিতি শেষঃ। তথা সখ্যন্তে মায়োষ্ঠ্যাঃ সুখং তস্যোত্থানং মায়োষ্ঠং তত্র ভবা মায়োষ্ঠ্যাঃ সুখকারিণ্যঃ স্ত্রিয়ঃ ত্বয়া সহ সখ্যং কুর্ব্বন্ত্বিতি শেষঃ॥ ১॥ ওঁ সুমঙ্গলীরিয়ং বধূরিমাং সমেত পশ্যত সৌভাগ্যমস্যৈ যথাস্তং বিপরেতন। ত্রিষ্টুবিয়ং প্রেক্ষকজনানুমন্ত্রণে বিনিযুক্তা। আশাস্যমানা দেবতাঃ। হে প্রেক্ষকজনাঃ ইয়ং বধূঃ সুমঙ্গলাঃ প্রশস্তমঙ্গলা পরিণীতা যতঃ অতো যূয়ং সমেত সমাগচ্ছত সমাগত্য চ ইমাং পশ্যত অথানন্তরং অস্যৈ সৌভাগ্যং দত্ত্বা যা যূয়ং অস্তং স্বগৃহং বিপরেতন গচ্ছত। বিশেষোর্থো বিশব্দস্য। দত্ত্বায়েতি ছন্দসিক্তো যক ইতি ক্ত্বা-

---

তোমার সখ্য প্রাপ্ত হইলাম। বিচ্ছেদকারিণী রমণীগণ দ্বারা যেন আমাদিগের এই দৃঢ় স্থাপিত সখ্য বিচ্ছিন্ন না হয়। সুখকারিণী অর্থাৎ হিতৈষিণী নারীরা তোমার সহিত সখ্য করিয়া আমাদিগের ঐ সখ্যকে সদুপদেশ দ্বারা বর্দ্ধিত করুন্। ১।" পরে জামাতা বিবাহদর্শনার্থ সমাগত দর্শকবৃন্দকে কহিবেন, "হে দর্শকবৃন্দ! তোমরা আগমন পূর্ব্বক এই মঙ্গলকারিণী পরিণীতা বধূকে দর্শন করিয়া ইহাকে সৌভাগ্যবতী কর, পরে

পূর্ব্বস্থাপিতোদককুম্ভধারী জামাতুর্ব্বয়স্যোঽগ্নেঃ পশ্চিমদেশেন সপ্তপদীস্থানমাগত্য মূর্দ্ধ্নি বরমভিষিঞ্চেৎ। জামাতা চ পঠতি। প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দো বিশ্বেদেবা দেবতা মূর্দ্ধাভিষেচনে বিনিয়োগঃ। ওঁ সমঞ্জন্তু বিশ্বেদেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি নৌ সন্মাতরিশ্বা সন্ধাতা সমুদেষ্ট্রী দধাতু নৌ॥ ৩॥ পশ্চাদনেনৈব

প্রত্যয়াৎ যক্। বিপরেতনেতি পরাপূর্ব্ব ইন গতৌ অস্তনথাশ্চেতি ত শব্দস্য তনাদেশঃ। সুমঙ্গলীরিতি ছন্দসি ঈকারলোপৌ বক্তব্যৌ ইতি মত্বর্থে ঈকারঃ। ছান্দসত্বাৎ সের্লোপাভাবঃ। যদ্বা পরার্দ্ধং হে প্রেক্ষকা যূয়ং অস্যৈ সৌভাগ্যং দত্ত্বা অস্তং গৃহং যাথ। নব বিপরেতন চ বিপ্রিয়া ভবথ বিপরেতনেতি বিপরা-পূর্ব্ব দিশধাতোঃ ত প্রত্যয়রূপং॥ ২॥ ওঁ সমঞ্জন্তু বিশ্বেদেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি নৌ সন্মাতরিশ্বা সন্ধাতা সমুদেষ্ট্রী দধাতু নৌ। অনুষ্টুবিয়ং বিশ্বেদেবা দেবতা মূর্দ্ধাভিষেচনে বিনিযুক্তা। হে কন্যকে নৌ আবয়োর্হৃদয়ানি হৃদয়ে বিশ্বেদেবাঃ সমঞ্জন্তু শোধয়ন্তু অকলুষীকুর্ব্বন্তু। তথা আপো জলানি তথা মাতরিশ্বা বায়ুঃ তথা ধাতা প্রজাপতিঃ তথা উদেষ্ট্রী উপদেষ্ট্রী দেবতা সংদধাতু একীকরোতু। সমাপ ইত্যাদৌ ব্যবহিতাশ্চেতি ব্যবহিতক্রিয়া-পদেনৈব উপসর্গসম্বন্ধঃ। উদেষ্ট্রেত্যত্র উশব্দঃ পাদপূরণে॥ ৩॥

স্বগৃহে প্রস্থান করিও। ২।” অনন্তর পূর্ব্বস্থাপিত-জলকুম্ভধারী জামাতৃ-বয়স্য অগ্নির পশ্চিমদিকে সপ্তপদীস্থানে গিয়া বরের মস্তকে অভিষেক করিলে জামাতা এই মন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা— “হে কন্যকে! বিশ্বেদেবগণ আমাদিগের উভয়ের হৃদয় পবিত্র করুন্; জলদেবতাগণ, বায়ু, প্রজাপতি ও উপদেষ্ট্রী দেবী ইহাঁরা

মন্ত্রেণ বধূমপ্যভিষিঞ্চেৎ। অথ পাণিগ্রহণং। ততো জামাতা অধোনিহিতবামহস্তেন বধ্বঞ্জলিং দক্ষিণহস্তেন চ সাঙ্গুষ্ঠমুত্তানং বধূদক্ষিণহস্তং গৃহীত্বা ষণ্মন্ত্রান্ জপতি। যথা প্রজাপতির্ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ছন্দো ভগাদয়ো দেবতা গৃহীতকন্যাপাণেঃ পত্যুর্জ্জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ গৃভ্নামি তে সৌভগত্বায় হস্তং ময়া পত্যা জরদষ্টির্যথাসঃ। ভাগোঽর্য্যমা সবিতা পুরন্ধ্রির্ম্মহ্যং ত্বাদুর্গার্হপত্যায়

ওঁ গৃভ্নামি তে সৌভগত্বায় হস্তং ময়া পত্যা জরদষ্টির্যথাসঃ। ভগোঽর্য্যমা সবিতা পুরন্ধ্রির্ম্মহ্যং ত্বাদুর্গার্হপত্যায় দেবাঃ। ত্রিষ্টুবিয়ং পাণিগ্রহণজপে বিনিযুক্তা। ভগাদিদেবতাকা। হে কন্যকে তে তব হস্তং গৃভ্নামি গৃহ্লামি। কিমর্থং সৌভগত্বায় সৌভাগ্যোৎপাদনায়। ময়া পত্যা সহ জরদষ্টির্জরান্তং যাবৎ ত্বং আসঃ ভবসি। কিমর্থং গৃহ্লামি যস্মাদ্ভগোঽর্য্যমা সবিতা চ পুরন্ধ্রিরগ্রণীঃ এতে দেবা মে মহ্যং ত্বা ত্বাং গার্হপত্যায় অদুর্দ্দত্তবন্তঃ। গৃভ্নামীতি হৃগ্রহোর্ভশ্ছন্দসীতি হকারস্য ভকারঃ। সৌভগত্বায় সুভগস্যেদং সৌভগং তস্য ভাবঃ সৌভগত্বং। আস ইতি অস্তের্লাঙি সিপি বহুলং

সকলে আমাদিগের উভয়ের হৃদয়ের ঐক্য সম্পাদন করুন্।৩।” এই মন্ত্রে বধূকেও অভিষেক করিতে হয়। অতঃপর পাণি গ্রহণ।—জামাতা অধোনিহিত বামহস্ত দ্বারা বধূর অঞ্জলি এবং দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বধূর উত্তানভাবস্থ দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ পূর্ব্বক ছয়টা মন্ত্র পাঠ করিবেন।—“হে কন্যকে! ভগ, অর্য্যমা, সবিতা ও পুরন্ধ্রি এই সকল দেবতারা তোমাকে আমায় সমর্পণ করিয়াছেন। তুমি আমার গৃহকর্ম্ম নিষ্পাদন করিবে। তুমি সৌভাগ্যোৎপাদনার্থ জরাবস্থা পর্য্যন্ত আমার

দেবাঃ॥ ১॥ প্রজাপতির্ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ কন্যাদেবতা গৃহীত-কন্যাপাণেঃ পত্যুর্জ্জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ অঘোরচক্ষুরপতিঘ্ন্যেধি শিবা পশুভ্যঃ সুমনাঃ সুবর্চ্চাঃ। বীরসূর্জীবসূর্দ্দেবকামা শ্যোনা শং নো ভব দ্বিপদেশং চতুষ্পদে॥ ২॥ প্রজাপতির্ঋষির্জ্জগতীচ্ছন্দঃ প্রজাপতির্দ্দেবতা গৃহীতকন্যাপাণেঃ পত্যুর্জ্জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ আ নঃ প্রজাং জনয়তু প্রজাপতিরাজরসায় সমনক্ত্বর্য্যমা ত্বাহু-

---

ছন্দসীতি শপো ন লুক্॥ ১॥ ওঁ অঘোরচক্ষুরপতিঘ্ন্যেধি শিবা পশুভ্যঃ সুমনাঃ সুর্ব্বচাঃ। বীরসূর্জীবসূর্দ্দেবকামা শ্যোনা শন্নো ভব দ্বিপদেশং চতুষ্পদে। কন্যা দেবতেয়ং ত্রিষ্টুপ্। হে কন্যকে অঘোরচক্ষুরক্রূরদৃষ্টিরপতিঘ্নী অপতিঘাতিনী চ এধি ভব। ত শিবা পশুভ্যঃ পশূনাং গোমহিষাদীনাং শিবা সুখাবহা ভব। আশিষি ষষ্ঠ্যর্থে চতুর্থী। তথা সুমনাঃ প্রসন্নমানসা সুবর্চ্চাস্তেজস্বিনী তথা বীরসূঃ সৎপুত্রপ্রসবা তথা জীবসূর্জীবদপত্যা দেবকামা পঞ্চমহাযজ্ঞাদিরতা শ্যোনা সুখকারিণী তথা নোঽস্মাকং সম্বন্ধিনে দ্বিপদেশং কল্যাণকারিণী তথা চতুষ্পদেশং গবাদিকায়কল্যাণ-কারিণী ভব ইত্যাশাস্যতে। দ্বিপদেশং চতুষ্পদে ইতি তাদর্থ্যে

সহিত অবস্থান কর, আমি তোমার হস্ত গ্রহণ করিতেছি। ১। হে কন্যে! তুমি ক্রূরদৃষ্টি ও পতিঘাতিনী না হইয়া অবস্থান কর। গোমহিষাদি পশুগণের সুখবিধাত্রী হও অর্থাৎ সর্ব্বদা গোমহিষাদি প্রতিপালন করিবে; তুমি প্রসন্নমানসা, তেজস্বিনী, বীরপ্রসবিনী, জীবদপত্যা, পঞ্চমহাযজ্ঞাদিরতা, সকলের সুখকারিণী, আমাদিগের কল্যণকরী ও গবাদিকায়কল্যাণ-কারিণী হও। ২। প্রজাপতি আমাদিগের পুত্র-পৌত্রাদিকে

র্মঙ্গলীঃ পতিলোকমাবিশ শন্নো ভব দ্বিপদেশং চতুষ্পদে॥ ৩॥
প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দ ইন্দ্রো দেবতা গৃহীতকন্যাপাণেঃ পত্যু-র্জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইমাং ত্বমিন্দ্রমিঢ্বঃ সুপুত্রাং সুভগাং কৃধি

চতুর্থী॥ ২॥ ওঁ আ নঃ প্রজাং জনয়তু প্রজাপতিরাজরসায় সমনক্ত্বর্য্যমা ত্বাদুর্ম্মঙ্গলীঃ পতিলোকমাবিশ শন্নো ভব দ্বিপদেশং চতুষ্পদে। জগতীয়ং প্রাজাপত্যা। প্রজাপতিঃ স্রষ্টা নোঽস্মাকং প্রজাঃ পুত্রপৌত্রাদিরূপামাজনয়তু। আজরসায় জরাপর্য্যন্তং। কিঞ্চ তাং প্রজামর্য্যমা দেবঃ সমনক্তু ব্যঞ্জয়তু প্রকটগুণাং করোতু হে কন্যকে মঙ্গলীঃ মঙ্গলবত্যো দেবতাঃ ত্বা ত্বাং মহ্যমর্থাৎ অদুর্দত্তবত্যঃ। অতস্ত্বং পতিলোকং পতিকুলং আবিশ। আজনয়ত্বিতি ব্যবহিতেনোপসর্গেণ সম্বন্ধঃ। আজরসায় ইতি অব্যয়ীভাবে শরৎ প্রভৃতিভ্য ইত্যত্র জরা জরশ্চেতি পঠ্যতে। আজরসাদিতি পঞ্চম্যর্থে আজরসায়েতি চতুর্থী। মঙ্গলীরিতি পূর্ব্ববদীকারঃ ব ছন্দস ইতি জসি সবর্ণঃ॥৩॥ ওঁ ইমাং ত্বমিন্দ্রমিঢ্বঃ সুপুত্রাং সুভগাং কৃধি দশাস্যাং পুত্রানাধেহি পতিমেকাদশং কুরু। অনুষ্টুবিয়ং

জরাবস্থা পর্য্যন্ত রক্ষা করুন্, অর্য্যমা সেই পুত্র-পৌত্রাদিকে প্রকটগুণবিশিষ্ট করুন্। হে কন্যে! মঙ্গলবতী দেবতারা তোমাকে আমায় সমর্পণ করিয়াছেন, অতএব তুমি পতিকুলে অবস্থান কর। তুমি আমাদিগের সম্বন্ধে কল্যাণকরী ও গবাদিকায়কল্যাণকারিণী হও। ৩। হে ইন্দ্র! তুমি জল সেচনবিধি দ্বারা আপ্যায়নকারক হইয়া এই কন্যাকে সুপুত্র-প্রসবিনী ও সৌভাগ্যবতী কর, এই কন্যাতে দশসংখ্য পুত্র প্রদান কর অর্থাৎ ইহার গর্ভে যেন দশটী পুত্র উৎপন্ন হয়

দশাস্যাং পুত্রানাধেহি পতিমেকাদশং কুরু॥ ৪ ॥ প্রজাপতির্ঋষি-রনুষ্টুপ্ ছন্দঃ কন্যা দেবতা গৃহীতকন্যাপাণেঃ পত্যুর্জ্জপে বিনি-য়োগঃ। ওঁ সাম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সাম্রাজ্ঞী শ্বশ্র্বাং ভব ননন্দরি চ সম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষু॥ ৫॥ প্রজাপতির্ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ প্রার্থ্য-মানা বৃহস্পতির্দ্দেবতা গৃহীতকন্যাপাণেঃ পত্যুর্জ্জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু মম চিত্তমনুচিত্তন্তেহস্তু মম বাচমেক-

---

ঐন্দ্রী। হে ইন্দ্র মিঢ্ব উদকপ্রক্ষেপবিধানাপ্যায়নকারকঃ সন্ ইমাং কন্যাং সুপুত্রাং সৎপুত্রপ্রসবাং সুভগাং পতিধিয়াং কৃধি কুরু। কিঞ্চ অস্যাং কন্যায়াং দশসংখ্যকান্ পুত্রানাধেহি গর্ভেহস্যাঃ পুত্রান্ প্রাপয়েতি যাবৎ। পতিঞ্চ ভর্ত্তারং অস্যাং একাদশং কুরু ইতি প্রার্থ্যতে। একাদশমিতি একাদশানাং পূরণমিতি ব্যুৎপত্ত্যা। মিঢ্ব ইতি দশ্বানসহ্বানমীঢ্বাংশ্চেতি। মিহ সেচনে ইত্যস্য কসৌ নিপা-ত্যতে। মতুবসোরুঃ সম্বদ্ধৌ ছন্দসীতি রুত্বং। কৃধীতি কৃঞেহর্ধি-করণস্য বহুলং ছন্দসীতি লুক্। শ্রুশৃণু পৃকৃবৃভ্যশ্ছন্দসীতি হের্ধি-ভাবঃ॥ ৪॥ ওঁ সাম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সাম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষু। অনুষ্টু-বীয়ং কন্যা দেবতা। হে কন্যকে সাম্রাজ্ঞী প্রধানবাসিনী নিকট-বাসিনীতি যাবৎ। শ্বশুরে পত্যুঃ পিতরি ভব। সাম্রাজ্ঞী শ্বশ্র্বাং ভব। ননন্দরি চ শ্বশ্র্বাং পত্যুর্ম্মাতরি তথা ননন্দরি পত্যুর্ভগিন্যাং অধিদেবৃষু দেবরেষু। পুনঃ পুনঃ সাম্রাজ্ঞীগ্রহণং গৌরবার্থং॥ ৫॥ ওঁ মম ব্রতে

সেই দশ পুত্র ও পতি এই সমস্ত লইয়া যেন গৃহে একাদশ-সংখ্যা হয়। ৫। হে কন্যকে! তুমি শ্বশুর, শ্বশ্রূ, ননান্দৃ ও দেবর ইহাঁদিগের নিকটে সাম্রাজ্ঞী হও অর্থাৎ ইহাঁদিগের সকাশে সর্ব্বপ্রধানা ও চিত্তরঞ্জনকারিণী হইয়া থাক। ৫। হে কন্যে!

মনা জুষস্ব বৃহস্পতিষ্ঠা নিযুনক্তু মহ্যং ॥ ৬॥ ততোগ্নিসমীপমা-গত্য বধূসহিত উপবিষ্টো জামাতা পাণিগ্রহণানন্তরং ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহৃতিহোমং কুর্য্যাৎ। যথা প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীছন্দোঽ-গ্নির্দ্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ স্বাহা। প্রজা-পতিঋষিরুষ্ণিকৃছন্দো বায়ুর্দ্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভুবঃ স্বাহা। প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা মহা-ব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বঃ স্বাহা। প্রজাপতিঋষির্বৃহতী-ছন্দঃ প্রজাপতির্দ্দেবতা ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ।

তে হৃদয়ং দধাতু মম চিত্তমনুচিত্তং তেঽস্তু মম বাচমেকমনা জুষস্ব বৃহস্পতিষ্ঠা নিযুনক্তু মহ্যং। ত্রিষ্টুবীয়ং প্রার্থনায়াং বিনিযুক্তা। প্রার্থ্যমানা দেবতাকা। হে কন্যকে তে তব হৃদয়ং মনঃ স্বয়মেব ত্বং মম ব্রতে কর্ম্মণি দধাতু স্থাপয়তু। অন্যস্য কর্ত্তৃপদস্যাশ্রুতত্বাৎ সৈব প্রথমপুরুষব্যত্যয়েনোচ্যতে এতদুক্তম্ভবতি। মম ব্রতে হৃদয়ং নিধেহীতি। অন্যচ্চ মম চিত্তমনু তে তব চিত্তমস্তু ভবতু আব-য়োর্হৃদয়ৈক্যং ভবত্বিত্যর্থঃ। কিঞ্চ মম বাচং বাণীং একমনাঃ অনন্য-চেতাঃ সতী জুষস্ব। কিঞ্চ বৃহস্পতিঃ সুরগুরুঃ ত্বা ত্বাং মহ্যং মদর্থং নিযুনক্তু নিতরাং যোজয়তু॥ ৬॥

তুমি তোমার মনকে আমার কর্ম্মে স্থাপন কর, তোমার চিত্ত আমার চিত্তের অনুরূপ কর অর্থাৎ আমাদিগের উভয়ের হৃদয়ের ঐক্য হউক্; তুমি অনন্যচিত্তা হইয়া আমার বাক্যের সেবা কর অর্থাৎ অনন্যমনে আমার আজ্ঞা পালন করিও; বৃহস্পতি তোমাকে আমার প্রীতিবিধানার্থ নিযুক্ত করুন্। ৬। তদনন্তর জামাতা অগ্নিসমীপে গিয়া বধূসহ উপবিষ্ট হইয়া

ওঁ ভূর্ভুর্বঃ স্বঃ স্বাহা। ততস্তূষ্ণীং সমিৎপ্রক্ষেপং কৃত্বা সর্ব্বকর্ম্ম-সাধারণং শাট্যায়নহোমাদি বামদেব্যগানান্তং উদীচ্যং কর্ম্ম সমাপ্য কর্ম্মকারয়িতৃব্রাহ্মণায় দক্ষিণাং দদ্যাৎ। যদি বিবাহহোমদিবসে চতুর্থীহোমঃ ক্রিয়তে তদা শাট্যায়নহোমাদি অন্তে কর্ত্তব্যং॥

অথ উত্তরবিবাহঃ। পুনরপি যোজকনামানমগ্নিং সংস্থাপ্য বিরূপাক্ষজপান্তাং কুশণ্ডিকাং সমাপ্য যদি দিবাভাগে বিবাহস্তদা নক্ষত্রোদয়ং যাবৎ পতিস্তিষ্ঠেৎ। অথোদিতে নক্ষত্রে বৃষভস্য লোহিতং শুষ্কচর্ম্ম প্রাগ্গ্রীবমাস্তীর্য্য লোমপৃষ্ঠে বধূং বাগ্যতামুপবেশ্য। উপবিষ্টো জামাতা পুনরপি ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোমং কৃত্বা ষড়াজ্যাহুতীর্জ্জুহুয়াৎ। প্রত্যাহুতিশেষং স্রুবলগ্নমাজ্যঞ্চ বধূ-শিরসি নিদধ্যাৎ। ষণ্নাং মন্ত্রাণাং ঋষ্যাদয়ঃ সাধারণাঃ। প্রজাপতি-

---

পাণিগ্রহণান্তর ব্যস্ত-সমস্তমহাব্যাহৃতি হোম করিবেন। তৎপরে তূষ্ণীভাবে সমিধ্ প্রক্ষেপ করিয়া সর্ব্বকর্ম্মসাধারণ শাট্যায়ন-হোমাদি বামদেব্যাগনান্ত উদীচ্য কর্ম্ম সমাপন করত কর্ম্ম-কারয়িতৃ-ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবে। যদি বিবাহ-হোমদিবসে চতুর্থীহোম করা হয়, তবে শাট্যায়নাদি হোম শেষে করিবে।

অনন্তর উত্তরবিবাহ।—পুনরায় যোজকনামা অগ্নি স্থাপন ও বিরূপাক্ষপান্তা কুশণ্ডিকা সমাপন পূর্ব্বক যদি দিবাভাগে বিবাহ হয়, তবে নক্ষত্রোদয় যাবৎ পতি অবস্থান করিবেন। পরে নক্ষত্রোদয় হইলে বৃষভের লোহিত শুষ্ক চর্ম্ম প্রাগ্গ্রীবভাবে বিস্তারিত করিয়া লোমপৃষ্ঠে বধকে উপবেশন করাইবেন। জামাতাও উপবেশন পূর্ব্বক ব্যস্তসমস্ত মহাব্যাহৃতি-হোম করিয়া ছয়টী আজ্যাহুতি দিবেন। প্রতি আহুতির শেষে স্রুব-

ঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দঃ কন্যা দেবতা উত্তরবিবাহে পাণিগ্রহণস্যাজ্য-হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ লেখাসন্ধিষু পক্ষ্মস্বাবর্ত্তেষু চ যানি তে তানি তে পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বাণি শময়াম্যহং স্বাহা ॥১॥ ওঁ কেশেষু যচ্চ পাপ-কমীক্ষিতে রুদিতে চ যৎ। তানি তে পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বাণি শময়াম্যহং

ওঁ লেখাসন্ধিষু পক্ষ্মস্বাবর্ত্তেষু চ যানি তে তানি তে পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বাণি শময়াম্যহং। ষড়িমা অনুষ্টুপঃ। ইয়মেকা বক্ষ্যমাণাশ্চ পঞ্চ। উত্তরবিবাহপাণিগ্রহণস্যাজ্যহোমে বিনিযুক্তাঃ। কন্যা দেবতাকাঃ। হে কন্যকে তে তব লেখাসন্ধিষু পক্ষ্মসু নেত্রপিধানেষু আবর্ত্তেষু কুহরেষু ছিদ্ররূপস্থানবিশেষেষু হৃৎদ্বারেষু বা। চকারঃ সমুচ্চয়ে। এবমলক্ষণানি যানি তে তব তানি তে পূর্ণাহুত্যা আজ্যহোমে সর্ব্বাণ্যশেষাণি অহং পাণিগ্রাহকঃ শময়ামি ॥ ১ ॥ ওঁ কেশেষু যচ্চ পাপকমীক্ষিতে রুদিতে চ যৎ তানি তে পূর্ণা-হুত্যা সর্ব্বাণি শময়াম্যহং। কন্যায়াঃ কেশেষু চিকুরেষু ঈক্ষিতে দর্শনে রুদিতে অশ্রুবিমোচনে যৎকিঞ্চিৎ পাপকং অলক্ষণং চকারাৎ যানি যানি পাপকর্ম্মলক্ষণানি তানি তে তব সম্বন্ধীনি পূর্ণাহুত্যা

লগ্ন আজ্য বধূর মস্তকে দিতে হয়। ছয়টী মন্ত্রের ঋষ্যাদি একরূপ। মন্ত্র যথা,—"হে কন্যে! তোমার দেহস্থ লোমসন্ধির মূর্দ্ধস্থানে, নেত্রপক্ষ্মে এবং আবর্ত্তে অর্থাৎ ছিদ্ররূপ স্থানে বা হৃদ্দ্বারে যে সকল অলক্ষণ (দোষ) আছে, আমি পূর্ণাহুতি দ্বারা সেই সকল দোষ নিঃশেষরূপে উপশমিত করিলাম। ১। তোমার কেশে, নেত্রে ও অশ্রুবিমোচনে যে সকল অলক্ষণ আছে, আমি পূর্ণাহুতি দ্বারা সেই সকল উপশমিত করিলাম। ২।

স্বাহা॥ ২॥ ওঁ শীলে যচ্চ পাপকং ভাষিতে হসিতে চ যৎ। তানি তে পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বাণি শময়াম্যহং স্বাহা॥ ৩॥ ওঁ আরোকেষু চ দন্তেষু হস্তয়োঃ পাদয়োশ্চ যৎ। তানি তে পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বাণি শময়াম্যহং স্বাহা॥ ৪॥ ওঁ উর্ব্বোরুপস্থে জঙ্ঘয়োঃ সন্ধানেষু চ। যানি তে তানি তে পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বাণি শময়াম্যহং স্বাহা॥ ৫॥ ওঁ যানি কানি চ ঘোরাণি সর্ব্বাঙ্গেষু তবাভবন্। পূর্ণাহুতিভিরাজ্যস্য

শময়ামি॥ ২॥ ওঁ শীলে চ যচ্চ পাপকং ভাষিতে হসিতে চ যৎ। তানি তে পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বাণি শময়াম্যহং। শীলে বৃত্তে চকারাদভিরূপ্যে চ। ভাষিতে ভণিতে হসিতে হসনে চকারাদ্যামনে চ যান্যলক্ষণানীতি গতার্থং॥ ৩॥ ওঁ আরোকেষু চ দন্তেষু হস্তয়োঃ পাদয়োশ্চ যৎ। তানি তে পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বাণি শময়াম্যহং। আরোকেষু দন্তান্তরেষু দন্তেষু। হস্তয়োঃ পাদয়োশ্চেতি চকারাৎ গুল্‌ফয়োঃ গতার্থং॥ ৪॥ ওঁ উর্ব্বোরুপস্থে জঙ্ঘয়োঃ সন্ধানেষু চ যানি তে। তানি তে পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বাণি শময়াম্যহং। উর্ব্বাদি স্পষ্টার্থঃ। লেখাসন্ধিব্যতিরেকেষু অন্যেষু সন্ধানেষু চকারান্মুখেষু চ যান্যলক্ষণানীতি গতার্থং॥ ৫॥ ওঁ যানি কানি চ ঘোরাণি

তোমার স্বভাবে, বাক্যে ও হাস্যে যে সকল দোষ আছে, আমি পূর্ণাহুতি দ্বারা তৎসমস্ত উপশমিত করিলাম। তোমার দন্তমধ্যে, দন্তে, হস্তদ্বয়ে ও পাদদ্বয়ে যে সকল দোষ আছে, আমি পূর্ণাহুতি দ্বারা তৎসমস্ত উপশমিত করিলাম। ৪। তোমার উরুদ্বয়ে, জননেন্দ্রিয়ে ও জঙ্ঘাসন্ধিতে যে সকল দোষ আছে, আমি পূর্ণাহুতি দ্বারা তৎসমস্ত উপশমিত করিলাম। ৫। তোমার সর্ব্বাঙ্গে অন্যান্য যে কোনরূপ দোষ আছে, আমি পূর্ণাহুতি

সর্ব্বাণি তান্যশশীমং স্বাহা ॥ ৬॥ ততো জামাতা বধূসহিত উত্থায় বহির্নিষ্ক্রম্য বধূমিমং মন্ত্রং পাঠয়ন্ ধ্রুবন্দর্শয়তি। প্রজাপতিঋষির-নুষ্টুপ্‌ছন্দঃ ধ্রুবো দেবতা ধ্রুবদর্শনে বিনিয়োগঃ। ওঁধ্রুবমসি ধ্রুবাহং পতিকুলে ভূয়াসং ॥ ১ ॥ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণোঽহমুকীদেব্যহং। ইতি উভয়োর্নামগ্রহণং বধ্বা কর্ত্তব্যং। ততো জামাতা অমুং মন্ত্রং পাঠয়ন্ বধূমরুন্ধতীন্দর্শয়তি। প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দো বধূর্দে-

---

সর্ব্বাঙ্গেষু তবাভবন্। পূর্ণাহুতিভিরাজ্যস্য সর্ব্বাণি তান্যশীশমং। যানি প্রকৃতান্যপ্রকৃতানি চ ঘোরাণি তব সর্ব্বাঙ্গেষলক্ষণান্য-ভবন্ তান্যশীশমং অনাশয়ং পাণিগ্রাহকোঽহমিত্যর্থঃ॥ ৬ ॥ ওঁ ধ্রুবমসি ধ্রুবাহং পতিকুলে ভূয়াসং। যজুরিদং ধ্রুবদৈবতং ধ্রুবদর্শনে বিনিযুক্তং। হে ধ্রুব ত্বং ধ্রুবমসি স্থিরো ভবসি যতোঽতস্ত্বদ্দর্শ-নাদহমপি পতিকুলে স্থিরা ভূয়াসং। ধ্রুবমিতি লিঙ্গব্যত্যয়েন

দ্বারা তৎসমস্ত উপশমিত করিলাম। ৬। * অনন্তর জামাতা বধূসহ গাত্রোত্থান করিয়া বহির্ভাগে আগমন পূর্ব্বক বধূকে মন্ত্রপাঠ করাইয়া তাহাকে ধ্রুব দর্শন করাইবেন। মন্ত্র যথা,— "হে ধ্রুব! তুমি যেমন স্থিরভাবে অবস্থান করিতেছ, আমিও যেন সেইরূপ পতিগৃহে স্থিরা হইয়া থাকি। ১।" এই স্থানে "অমুকদেবশর্ম্মার অমুকীদেবী আমি" এইরূপে বধূ উভয়েরই নাম গ্রহণ করিবে। তৎপরে জামাতা মন্ত্র পাঠ করাইয়া অরু-

---

* এই কয়টী মন্ত্রের ভাব এই যে, ভার্য্যার দোষ সংশোধনকরণ-বিষয়ে পতিই অধিকারী। কোন বিষয়ে পত্নীর ত্রুটি থাকিলে তাহা পতির কার্য্যদোষবশেই থাকিয়া যায়।

বত্তা অরুন্ধতীদর্শনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অরুন্ধত্যবরুদ্ধাহমস্মি ॥ ২ ॥ ততো বধূং পশ্যন্ জামাতা অমুং মন্ত্রং জপেৎ। প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দঃ কন্যা দেবতা কন্যানুমন্ত্রণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ধ্রুবাদ্যৌ ধ্রুবা পৃথিবী ধ্রুবং বিশ্বমিদং জগৎ। ধ্রুবাসঃ পর্ব্বতা ইমে ধ্রুবা স্ত্রী পতিকুলে ॥ ৩ ॥ ততো বধূঃ পতিগোত্রেণ ভর্ত্তারমভিবাদয়েৎ। অমুকগোত্রং শ্রীঅমুকাভিধানাহং ভোঽভিবাদয়ে ইত্যভিবাদনবাক্যং ॥ তত আয়ুষ্মতী ভব সৌম্যে ইতি বরো বদেৎ। ততস্ত্যক্তমৌনয়া বধ্বা সহিতঃ জামাতরমাচারতো বেদীমুখাপ্য জলপূর্ণকলসমাদায়াবিধবা নার্য্যঃ সহকারপল্লবোদকেন স্নানাদি মঙ্গলং কুর্য্যুঃ।

নপুংসকত্বং ॥ ১ ॥ ওঁ অরুন্ধত্যবরুদ্ধাহমস্মি। বধূদৈবতমিদং যজুররুন্ধতীদর্শনে বিনিযুক্তং। হে অরুন্ধতি অহং ভর্ত্তরি কায়বাঙ্মনোভীরুদ্ধা বৃতাস্মি ত্বমিবেতি তাৎপর্য্যমরুন্ধতীদর্শনে ॥ ২ ॥ ওঁ ধ্রুবা দ্যৌ ধ্রুবা পৃথ্বী ধ্রুবং বিশ্বমিদমিত্যাদি। অনুষ্টুবিয়ং অনুমন্ত্রণে বিনিযুক্তা কন্যাদেবতাকা। যথা ইত্যধ্যাহার্য্যং।

ন্ধতী দর্শন করাইবেন। মন্ত্র যথা,—"হে অরুন্ধতি! আমি তোমার ন্যায় যেন কায়মনোবাক্যে পতির অনুবর্ত্তিনী থাকি।২।" অনন্তর জামাতা বধূর প্রতি নেত্রপাত করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা—"দ্যুলোক, পৃথ্বী, সচরাচর এই জগৎ এবং পর্ব্বত সকল যেমন স্থির, এই স্ত্রীও সেইরূপ পতিকুলে স্থির হউক্।৩।" পরে বধূ পতিগোত্রানুসারে যথাবাক্যে ভর্ত্তাকে অভিবাদন করিলে পতিও "সৌম্যে! আয়ুষ্মতী হও" বলিবেন। তদনন্তর অবিধবা নারীরা আচারানুসারে বধূ সহ জামাতাকে বেদীতে লইয়া জলপূর্ণ কলস গ্রহণ পূর্ব্বক সহকারপল্লবমিশ্রিত জল দ্বারা

ততো জামাতা অগ্নিসমীপমাগত্য পূর্ব্ববদ্ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোমং কৃত্বা সর্ব্বকর্ম্মসাধারণশাট্যায়নহোমাদি বামদেব্যগানান্তমুদীচ্যং কর্ম্ম সমাপ্য কর্ম্মকারয়িতৃব্রাহ্মণায় দক্ষিণাং দদ্যাৎ॥ ইতি উত্তরবিবাহকর্ম্ম॥

অথ ভোজনধৃতিহোমঃ। ততো জামাতা এভির্ম্মন্ত্রৈরভিমন্ত্রিতং হবিষ্যান্নমক্ষারলবণং ভুঞ্জীত। মন্ত্রা যথা। প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দোঽন্নং দেবতা অন্নভোজনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অন্নপাশেন মণিনা প্রাণসূত্রেণ পৃশ্নিনা। বধ্নামি সত্যগ্রন্থিনা মনশ্চ হৃদয়ঞ্চ তে॥ ১॥ প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ প্রার্থ্যমানা দেবতা দম্পত্যোর্দ্দৈর্-

---

যথা ধ্রুবা স্থিরা দ্যৌঃ দ্যুলোকঃ যথা ধ্রুবা পৃথ্বী যথা ধ্রুবং সচরাচরং ইদং জগৎ যথা চ ধ্রুবাসঃ স্থিরাঃ পর্ব্বতা ইমে তথেয়ং স্ত্রী পতিকুলে ধ্রুবা ভবত্বিতি শেষঃ। ধ্রুবাস ইতি আজ্জসেরসুক॥ ৩॥ ওঁ অন্নপাশেন মণিনা প্রাণসূত্রেণ পৃশ্নিনা বধ্নামি সত্যগ্রন্থিনা মনশ্চ হৃদয়ঞ্চ তে। অনুষ্টুবিয়ং অন্নপ্রাশনে বিনিযুক্তা অন্নদেবতাকা। হে বধূ তে তব চিত্তং চকারাদ্বুদ্ধিঞ্চ হৃদয়-

---

স্নানাদি মঙ্গলকর্ম্ম সম্পাদন করিবে। তৎপরে জামাতা অগ্নিসমীপে গিয়া পূর্ব্ববৎ ব্যস্তসমস্ত মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া সর্ব্বকর্ম্মসাধারণ শাট্যায়ন-হোমাদি-বামদেব্য-গানান্ত উদীচ্য কর্ম্ম সমাপন করত কর্ম্মকারয়িতৃ ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবে।

অনন্তর ভোজনধৃতি হোম।—অনন্তর জামাতা ক্ষার-লবণবর্জ্জিত হবিষ্যান্ন ভোজন করিবেন। মন্ত্র যথা,—"হে বধূ! অন্নরূপ প্রাণ ও মণিবৎ প্রাণসূত্র দ্বারা এবং সত্যরূপ গ্রন্থি দ্বারা আমি ত্বদীয় হৃদয় ও মনকে বন্ধন করিতেছি। ১। হে বধূ!

ক্যপ্রার্থনে বিনিয়োগঃ। ওঁ যতেদদ্ধৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম যদিদং মম তদস্তু হৃদয়ং তব ॥ ২ ॥ প্রজাপতির্ঋষির্দ্বিপাজ্জগতীচ্ছন্দোঽন্নং দেবতা অন্নস্তত্তৌ বিনিয়োগঃ। ওঁ অন্ন প্রাণস্য পঙ্‌ক্তিশস্তেন বধ্নামি ত্বাসৌ স্বাহা ॥৩॥ অসাবিত্যত্র সম্বোধনান্তং দেব্যন্তং বধূনাম প্রয়োক্তব্যং। ইদানীং যদি ন ভুজ্যতে তদা বাদলকাদাব

মন্তর্গতস্করণং অহং পরিণেতা বধ্নামি। অন্নপাশেন অন্নরূপবন্ধনেন। অন্নেনৈব যতঃ শরীরবন্ধঃ। মণিনেত্যুপমায়াং গ্রন্থিনা সহ মহাভূতেন মণিনা মণিরাত্মা আত্মনা সহ রত্নভূতেন। কিঞ্চ পৃশ্নিনা বধ্নাতি কিম্ভূতেন প্রাণসূত্রেণ প্রাণসূত্রভূতো যস্য প্রাণসূত্রং অতস্তেনান্নং বৈ দেবাঃ পৃশ্নাতি বদন্তি পুনরপি তদেব বিশিষ্যতে সত্যগ্রন্থিনা সত্যং গ্রন্থিরিব যস্য তৎ সত্যগ্রন্থিঃ তেন ॥ ১ ॥ ওঁ যদেতদ্ধৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব। অনুষ্টুবিয়ং প্রার্থ্যমানা দেবতাকা হৃদয়ৈক্যপ্রার্থনে বিনিযুক্তা। আবয়োর্হৃদয়ৈক্যং ভবত্বিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥ ওঁ অন্নং প্রাণস্য পঙ্‌ক্তিংশস্তেন বধ্নামি ত্বাসৌ। দ্বিপাজ্জগতীয়ং অন্নস্তত্তৌ বিনিযুক্তা। অন্নদেবতাকা। হে বধূ অন্নং অদনীয়ং প্রাণস্য বায়ুরাজস্য পঙ্‌ক্তিশঃ বন্ধনং যতোঽতস্তেন ত্বা ত্বাং অসৌ অহং ভর্ত্তা বধ্নামি বশীকরোমি। পঙ্‌ক্তিংশ ইতি পচের্ব্বিংশের্ন্ম্

তোমার হৃদয় আমার হৃদয় হউক্ এবং আমার হৃদয় তোমার হৃদয় হউক্ অর্থাৎ আমরা উভয়ে একহৃদয় হই। ২। হে বধূ! অন্ন প্রাণবায়ুর বন্ধন, আমি সেই বন্ধন দ্বারা তোমাকে বশীভূত করিলাম। ৩।” এই মন্ত্রের মূলের মধ্যস্থ “অসৌ” শব্দ স্থানে সম্বোধনান্ত দেব্যন্ত বধূনাম উচ্চারণ করিবে।

ভিমন্না ভোজনার্থং স্থাপনীয়ং। ততো ভুক্তোচ্ছিষ্টং বধ্বৈ প্রদাতব্যং। ততঃ প্রভৃতি ত্রিরাত্রমক্ষারলবণাশিনৌ দম্পতী ব্রহ্মচারিণৌ ভূমিশয্যায়াং শয়ীয়াতাম্‌। ততো দিনান্তরেঽনেন মন্ত্রেণ রথারূঢ়াং বধূং কৃত্বা বরঃ স্বগৃহং নয়েৎ। প্রজাপতির্ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ ছন্দঃ কন্যা দেবতা যানারোহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ সুকিংশুকং শাল্মলিং বিশ্বরূপং সুবর্ণবর্ণং সুকৃতং সুচক্রং আরোহ সূর্য্যে অমৃতস্য নাভিং শ্যোনং পত্যে বহন্তং কৃণুষ ॥ ৪ ॥ ততো বধূসহিতঃ পতির্গচ্ছন্নধ্বনি চতুষ্প-

---

ছন্দসীতি সুমাগমঃ নিপাতবলাৎ তদ্বর্ণস্য ইবার্ণান্ত ইতি চ কৃতে সংযোগান্তলোপ অকারলোপশ্চ। পণ্ডক্তিশো বন্ধনে প্রোক্তঃ শুষ্কগোময়মণ্ডয়োরিত্যভিধানকাণ্ডঃ॥ ৩॥ ওঁ সুকিংশুকং শাল্মলিং বিশ্বরূপং সুবর্ণবর্ণং সুকৃতং সুচক্রং আরোহ সূর্য্যোঽমৃতস্য নাভিং শ্যোনং পত্যো বহন্তং কৃণুষ। ত্রিষ্টুবিয়ং রথারোহণে বিনিযুক্তা কন্যাদেবতাকা। সূর্য্যস্য পত্নী সূর্য্যা সূর্য্যেব সূর্য্যা উপচারাৎ। প্রকৃতাবধূরুক্তা। হে সূর্য্যে হে বধু বহন্তং যান্তং রথং আরোহ আক্রম। আদিত্যস্য পত্নীব। আদিত্যস্য রথং কিম্ভূতং শাল্মলিং শাল্মলিমিব সুরক্তং। সুকিংশুকং শোভনপলাশপুষ্পাভং রক্তমিত্যর্থঃ। তথা বিশ্বরূপং নানাবর্ণং সুবর্ণবর্ণং কাঞ্চনকান্তিং সুকৃতং সুষ্ঠু কৃতং সুচক্রং প্রশস্তপাদং তথা

ভোজনান্তে ভুক্তাবশিষ্ট বধূকে ভোজনার্থ দিবে। এই দিন হইতে তিন দিন পর্য্যন্ত দম্পতী ক্ষারলবণবর্জ্জিত হবিষ্যান্ন ভোজন পূর্ব্বক ব্রহ্মচারীভাবে তৃণশয্যায় শয়ন করিবেন। তৎপরদিনে বর মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক বধূকে রথারূঢ় করিয়া স্বগৃহে গমন করিবেন। মন্ত্র যথা—"হে বধূ! আদিত্যপত্নী যেমন শাল্মলি-

থাদীনামন্ত্রয়েৎ। প্রজাপতিঋর্ষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ পন্থানো দেবতা চতুষ্পথাদ্যামন্ত্রণে বিনিয়োগঃ। ওঁ মা বিদন্ পরিপন্থিনো য আসীদন্তি

অমৃতস্য পানীয়স্য নাভিমুৎপত্তিস্থানং এতদুক্তং ভবতি। তবাপ্যেষ পুত্রপৌত্রপশুধনধান্যানামুৎপত্তিস্থানং ভবত্বিত্যর্থঃ। কিঞ্চ শ্যোনং সুখং পত্যে স্বামিনে কৃণুষ কুরু। সূর্য্যেতি সূর্য্যা দেবতায়াং বা বক্তব্য ইতি চাপ॥ ৪॥ ওঁ মা বিদন্ পরিপন্থিনো য আসীদন্তি দম্পতী সুগেভির্দুর্গমতীতামপযান্ত্বরাতয়ঃ। অনুষ্টুবিয়ং চতুষ্পথাদ্যামন্ত্রণে বিনিযুক্তা পন্থানো দেবতাঃ। হে পন্থানঃ ইমৌ দম্পতী বধূবরৌ স্বগৃহং যান্তৌ পরিপন্থিনশ্চৌরাঃ পান্থমুষো মা বিদন্ মা জানন্তু। কিংভূতাশ্চৌরা য আসীদন্তি যে অবরুন্ধন্তি। কিঞ্চ সুগেভিঃ সুগমৈঃ মার্গৈর্দুর্গং দুর্গমমতীতাং অতিশয়েন ইতাং গচ্ছতাং দম্পতী কিঞ্চান্যেপ্যরাতয়ঃ অনয়োর্গচ্ছতোঃ অপযান্ত অপগচ্ছন্তু। পরিপন্থিন ইতি ছন্দসি পরিপন্থি পরিণো পর্য্যবস্থাতরীতি ইনিঃ। সুগেভিরিতি সুখেন গম্যতেঽত্রেতি

রক্তবর্ণ, শোভন-পলাশ-পুষ্পসন্নিভ, নানারূপবিশিষ্ট, সুবর্ণবর্ণ, সুবিরচিত, সুচক্রবিশিষ্ট জলের উৎপত্তিস্থানস্বরূপ আদিত্যরথে আরোহণ করেন, তুমিও সেইরূপ এই গমনোদ্যত রথে আরোহণ কর, এই রথ পুত্র পৌত্র পশু ধন ধান্য প্রভৃতির উৎপত্তিস্থানস্বরূপ হউক্। হে বধূ! তুমি পতির সুখবিধান কর। ৪।” পরে পতি বধূ সহ গমন করিতে করিতে পথিমধ্যে চতুষ্পথাদিকে আমন্ত্রণ করিবে। মন্ত্র যথা,—“হে পথসকল! এই দম্পতী স্বগৃহে গমন করিতেছেন, অবরোধকারী চৌরগণ যেন ইহাঁদিগকে জানিতে না পারে; ইহাঁরা সুখে দুর্গম পথ অতি-

দম্পতী সুগেভিদুর্গমতীতামপতাম্বরাতয়ঃ॥ ৫॥ ততো যানাদবতীর্য্য বামদেব্যং গীত্বা পতির্ব্বধূং গৃহং প্রবেশয়েৎ। ততঃ প্রাগ্‌গ্রীবাস্তৃতলোহিতবৃষচর্ম্মণি কৃতমঙ্গলাচারাঃ সৌভাগ্যপুত্রবত্য অবিধবা ব্রাহ্মণ্যঃ বধূমুপবেশয়েয়ুঃ। পতিশ্চ মন্ত্রং পঠতি। প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দো গবাদয়ো দেবতা অনডুচ্চর্ম্মোপবেশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইহ গাবঃ প্রজায়ধ্বমিহাশ্বা ইহো পুরুষাঃ ইহো সহস্র-

---

স্থদুরোরধিকরণে ইতি তঃ বহুলং ছন্দসীতি ত্রসন ভবতি। দুর্গমিতি পূর্ব্ববড্ডঃ॥ ৫॥ ইহ গাবঃ প্রজায়ধ্বমিহাশ্বা ইহ পুরুষা ইহো সহস্রদক্ষিণোপি পূষা নিষীদতু। অনুষ্টুবিয়ং গৃহপ্রবেশে বিনিযুক্তা গবাদয়ো দেবতাঃ। ইহ অস্মিন্ দম্পত্যোঃ সম্বন্ধিনি গৃহে হে গাবঃ যূয়ং প্রজায়ধ্বং পুত্রপৌত্রাদিসন্ততিদ্বারেণ প্রসূতা ভবত। তথা চ গোধনানি বহূনি উৎপদ্যন্তামিত্যাশংসা। তথা অশ্বাস্তথা পুরুষাঃ পুত্রাদয়ঃ উৎপদ্যন্তামিতি শেষঃ। উ পাদপূরণে পক্ষান্তরে বা অপি চার্থে। ইহাস্মিন্ গৃহে পূষা দেবতা নিষীদতু উপবিশতু। কিম্ভূতঃ সহস্রদক্ষিণঃ অয়মর্থঃ। যস্য পূষ্ণঃ প্রসা-

---

ক্রম করুন্, গমনকালে অন্যান্য অরাতিকুল ইহাঁদিগের নিকট হইতে দূরীভূত হউক্। ৫।” অনন্তর পতি যান হইতে অবতরণ পূর্ব্বক বামদেব্য গান করিয়া বধূকে গৃহে প্রবেশ করাইবেন। তদনন্তর কৃতমঙ্গলাচার, পতিপুত্রবতী, সৌভাগ্যশীলা, ব্রাহ্মণপত্নীরা প্রাগ্‌গ্রীবাস্তৃত লোহিতবর্ণ বৃষচর্ম্মোপরি বধূকে উপবেশন করাইলে পতি মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা,—“এই দম্পতীর গৃহে গো, অশ্ব ও পুত্রাদি উৎপন্ন হউক; এবং যাঁহার প্রসাদে সহস্রদক্ষিণ যজ্ঞ নিষ্পাদিত হয়, সেই আদিত্যদেব

দক্ষিণোহপি পূষা নিষীদতু॥ ৬॥ তত উপবিষ্টায়াশ্চ বধ্বাঃ ক্রোড়ে তা এব ব্রাহ্মণ্যঃ কঞ্চিৎ প্রশস্তং ব্রাহ্মণকুমারমুপবেশয়েয়ুঃ কুমারহস্তে শালূককন্দং ফলানি বা দদ্যুঃ। ততঃ পতিঃ কুমারমুত্থাপ্য পূর্ব্বোক্তকুশণ্ডিকাবিধানেন ধৃতিনামানমগ্নিং সংস্থাপ্য সমিৎ-প্রক্ষেপং ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোমঞ্চ কৃত্বা অষ্টাবাজ্যাহুতী-র্জুহুয়াৎ। অষ্টানামেব মন্ত্রাণামৃষ্যাদয়ঃ সাধারণাঃ। প্রজাপতির্ঋষি-র্বৃহতীচ্ছন্দো বধূর্দ্দেবতা ধৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইহ ধৃতিঃ স্বাহা॥ ১॥ ওঁ ইহ স্বধৃতিঃ স্বাহা॥ ২॥ ও ইহ রতিঃ স্বাহা॥ ৩॥ ওঁ ইহ রমস্ব স্বাহা॥ ৪॥ ওঁ ময়ি ধৃতিঃ স্বাহা॥৫॥ ওঁ ময়ি স্বধৃতিঃ

দেন গোসহস্রদক্ষিণা ক্রতবঃ সম্পদ্যন্তে॥ ৬॥ ওঁ ইহ ধৃতিরিহ স্বধৃতিরিহ রতিরিহ রমস্ব ময়ি ধৃতির্ম্ময়ি স্বধৃতির্ম্ময়ি রমো। অষ্ট ইমা বৃহত্যঃ বধূদেবতাকাঃ ধৃতিহোমে বিনিযুক্তাঃ। হে বধু ইহ অস্মিন্ গৃহে তব ধৃতির্ম্মনঃপ্রসাদো ভবতু। তথা স্বস্য ত্বদীয়স্য বন্ধুবর্গস্য ধৃতিঃ ইহ রতিঃ রমণং ক্রীড়া। রমস্ব ময়া সহেতি শেষঃ।

এই গৃহে অধিষ্ঠান করুন্। ৬।” পরে সেই ব্রাহ্মণীরা বধূর ক্রোড়ে একটী সুলক্ষণ শিশুকে বসাইয়া তাহার হস্তে শালূক-কন্দ বা ফল প্রদান করিবেন। তদনন্তর পতি সেই শিশুকে উত্থাপিত করিয়া পূর্ব্বোক্ত-কুশণ্ডিকোক্ত-বিধানে ধৃতিনামা অগ্নি স্থাপন পূর্ব্বক সমিৎপ্রক্ষেপ ও ব্যাস্তসমস্তমহাব্যাহৃতি-হোম করত আটটী আজ্যাহুতি দিবেন। আটটী মন্ত্রেরই ঋষ্যাদি একরূপ। মন্ত্র যথা—“হে বধূ! এই গৃহে তোমার চিত্তপ্রসাদ হউক, গৃহে তোমার বন্ধুবর্গের চিত্তপ্রসাদ হউক, এই গৃহে রতি হউক, এই গৃহে আমার সহিত বিহার কর। আমাতে

স্বাহা ॥ ৬ ॥ ওঁ ময়ি রমঃ স্বাহা ॥ ৭ ॥ ওঁ ময়ি রমস্ব স্বাহা ॥ ৮ ॥ ততো জামাতা প্রাদেশপ্রমাণাং ঘৃতাক্তাং সমিধং তূষ্ণীমগ্নৌ হুত্বা বধূং শ্বশুরাদিষু পতিগোত্রেণাভিবাদং কারয়েৎ। ততো ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহৃতিহোমং কৃত্বা সর্ব্বকর্ম্মসাধারণং শাট্যায়নহোমাদি বাম-দেব্যগানান্তমুদীচ্যং কর্ম্ম সমাপ্য কর্ম্মকারয়িতৃব্রাহ্মণায় দক্ষিণাং দদ্যাৎ। ইতি ভোজনাদিধৃতিহোমান্তং কর্ম্ম সমাপ্তং ॥ ১ ॥ অথ বিবাহদিবসাচ্চতুর্থদিবসে চতুর্থীহোমঃ কর্ত্তব্যঃ। তত্র কুশণ্ডিকো-

---

কিঞ্চ ময়ি ভর্ত্তরি তব ধৃতিরস্তু ময়ি স্বধৃতিঃ মদ্বিষয়ে ত্বদীয়স্য বন্ধুবর্গস্য ধৃতিঃ তথা ময়ি রমো রমণং ময়ি চ রমস্ব ॥ ১—৮ ॥

তোমার মনঃপ্রসাদ হউক, আমাতে তোমার এবং তোমার বন্ধুবর্গের ধৃতি হউক, আমাতে তোমার রমণ হউক্ ও আমাতেই তুমি রতি কর। ১—৮।" * অনন্তর জামাতা প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ তূষ্ণীভাবে আহুতি দিবেন এবং বধূ পতিগোত্রানু-সারে শ্বশুরাদি সকলকে অভিবাদন করিবেন। পরে ব্যস্ত-সমস্ত-মহাব্যাহৃতি হোম প্রভৃতি সম্পাদন পূর্ব্বক কর্ম্মকারয়িতৃ-ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা প্রদান করিতে হয়।

অতঃপর বিবাহদিবস হইতে চতুর্থদিনে চতুর্থীহোমকরণ

---

* এই কয়েকটী মন্ত্রের ভাবে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, স্বামীকে ভার্য্যার সহিত এবং ভার্য্যাকে স্বামীর সহিত সর্ব্বথা মিলাইবার জন্য অর্থাৎ উভয়কে যেন একটী করিয়া তুলিবার জন্য আমাদিগের আর্য্যশাস্ত্র যতদূর প্রয়াস স্বীকার করিয়াছেন, জগতীতলে কোন দেশের কোন শাস্ত্রই তাহা করিতে সমর্থ হন নাই।

ক্তবিধানেন শিখিনামানমগ্নিং সংস্থাপ্য বিরূপাক্ষজপান্তাং কুশণ্ডিকাং সমাপ্য তুষ্ণীং সমিৎপ্রক্ষপং মহাব্যাহৃতিহোমঞ্চ কৃত্বা দক্ষিণতো বধূমুপবেশ্য কুশকুঙ্কুমসহিতমুদকপাত্রং দক্ষিণে নিধায় বক্ষ্যমাণৈর্ম্মন্ত্রৈর্বিংশত্যাহুতীর্জুহুয়াৎ। প্রত্যাহুতিশেষং স্রুবলগ্নমাজ্যমুদকপাত্রে প্রক্ষিপেৎ। যথা প্রজাপতির্ঋষিরামন্ত্র্যমাণোঽগ্নির্দ্দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নে প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রহ্মাণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যাঃ পাপীলক্ষ্মীস্তামস্যা অপজহি স্বাহা ॥১॥ প্রজাপতির্ঋষিরামন্ত্র্যমাণো বায়ুর্দ্দেবতা

ওঁ অগ্নে প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকামঃ উপধাবামি যাস্যাঃ পাপীলক্ষ্মীস্তামস্যা অপজহি। যজুঃ পঞ্চকমিদং চতুর্থীকর্ম্মণি বিনিযুক্তং। আমন্ত্র্যমাণাগ্ন্যাদিদৈবতং। হে অগ্নে প্রায়শ্চিত্তে দোষাণাং নিষ্কৃতিবিধানে ত্বং দেবানামিন্দ্রাদীনাং প্রায়শ্চিত্তির্নিষ্কৃতিদোষস্যাপহন্তাসি ভবসি যতঃ অতো

কথিত হইতেছে।—প্রথমতঃ কুশণ্ডিকোক্ত বিধানে শিখিনামা অগ্নিস্থাপন, বিরূপাক্ষজপান্তা কুশণ্ডিকা সমাপন, তুষ্ণীভাবে সমিৎ প্রক্ষেপ ও মহাব্যাহৃতিহোম করিয়া দক্ষিণভাগে বধূকে উপবেশন করাইবেন এবং দক্ষিণে কুশকুঙ্কুমসহিত জলপাত্র রাখিয়া মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক বিংশতি আহুতি প্রদান করিবেন। প্রতি আহুতিশেষ স্রুবলগ্ন আজ্য জলপাত্রে প্রক্ষেপ করিতে হয়। আহুতিমন্ত্র যথা,—"হে অগ্নে! তুমি দোষনিষ্কৃতিবিধানে ইন্দ্রাদি দেবগণের দোষহারক; অতএব আমি প্রার্থী হইয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইতেছি। তুমি এই কন্যার অশুভসম্বন্ধিনী শোভা হরণ কর। ১।" এইরূপে বায়ু চন্দ্র, সূর্য্য, একত্র

চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ বায়ো প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যাঃ পাপীলক্ষ্মীস্তামস্যা অপজহি স্বাহা॥ ২॥ প্রজাপতির্ঋষিরামন্ত্র্যমাণশ্চন্দ্রো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ চন্দ্র প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যাঃ পাপীলক্ষ্মীস্তামস্যা অপজহি স্বাহা॥৩॥ প্রজাপতির্ঋষিরামন্ত্র্যমাণঃ সূর্য্যো দেবতা চতুর্থী-

---

ব্রাহ্মণোঽহং ত্বা ত্বাং উপধাবামি উপসর্পামি। কিম্ভূতো নাথকামঃ যাচ্ঞাকামঃ নাথৃনাধৃযাচ্ঞোপতাপৈশ্বর্য্যাশীঃষু ইতি পঠ্যতে। তামেব যাচ্ঞাং দর্শয়তি অস্যাঃ কন্যায়াঃ পাপী লক্ষ্মীঃ অশুভসম্বন্ধিনী শোভা তাং অপজহি অপহর। তস্যামপসারিতায়ামস্যাং শুভৈব শোভা অবতিষ্ঠতে। এতেনৈব উত্তরাণি চত্বারি ব্যাখ্যাতানি॥ ১॥ ওঁ বায়ো প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যাঃ পতিঘ্নী তনূস্তামস্যা অপজহি। পতিঘ্নীতি জায়াপত্যোষ্টক্ ভর্ত্তৃমারিণীতি যাবৎ তনুশব্দঃ সমুদয়ে বচনোপ্যত্রাবয়বে বর্ত্ততে যথা গ্রামো দগ্ধ ইতি তেনাস্যাস্তনৌ দেহমধ্যে যা পতিঘ্নী পাণিরেখা সম্ভাব্যতে তামপনয়েতি বাক্যার্থঃ। তথা চ অস্যাঃ পতিঘ্নীত্বদূষণমপনীয় জীবপতিত্বং কুর্ব্বিত্যর্থঃ॥২॥ ওঁ চন্দ্র প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যা অপুত্র্যা তনূস্তামস্যা অপজহি। অপুত্র্যা ইতি পুত্রস্য নিমিত্তং পুত্রায়েতি যৎ ন পুত্র্যা অপুত্র্যা নিমিত্তং যা ন ভবতীত্যর্থঃ। তথা চ যা তনুঃ পুত্রনিমিত্তং ন ভবতি তামপনয় ইত্যাশংসা॥ ৩॥ ওঁ সূর্য্য প্রায়শ্চিত্তে ত্বং

অগ্নি বায়ু চন্দ্র সূর্য্য ইহাঁদিগের নিকট প্রার্থনা করিয়া আহুতি

হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ সূর্য্য প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তি-রসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যাঃ পাপীলক্ষ্মীস্তামস্যা অপজহি স্বাহা ॥৪॥ প্রজাপতির্ঋষিরামন্ত্র্যমাণা অগ্নিবায়ুচন্দ্রসূর্য্যা-শ্চত্বারো দেবতাশ্চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নিবায়ুচন্দ্রসূর্য্যাঃ প্রায়শ্চিত্তয়ো যূয়ং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তয়ঃ স্থ ব্রাহ্মণো বো নাথ-কাম উপধাবামি যাস্যাঃ পাপীলক্ষ্মীস্তামস্যাঃ অপহত স্বাহা ॥৫॥ প্রজাপতির্ঋষিরামন্ত্র্যমাণোঽগ্নির্দ্দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নে প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথ-কাম উপধাবামি যাস্যাঃ পতিঘ্নী তনুস্তমস্যা অপজহি স্বাহা ॥৬॥ প্রজাপতির্ঋষিরামন্ত্র্যমাণো বায়ুর্দ্দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ বায়ো প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যাঃ পতিঘ্নী তনুস্তামস্যা অপজহি স্বাহা ॥৭॥ প্রজা-

---

দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যা অপসব্যা তনুস্তামস্যা অপজহি। পশূনাং গোমহিষাদীনাং নিমিত্তং পশব্যং অপশব্যা ইতি গোষু চ ইত্যাদিনা যৎ। ন পশব্যা পশুঘাতিনী ন ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥ অগ্নিবায়ুচন্দ্রসূর্য্যাঃ প্রায়শ্চিত্তয়ো যূয়ং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তয়ঃ স্থ ব্রাহ্মণো বো নাথ-কামঃ উপধাবামি যাস্যাঃ পাপী লক্ষ্মীস্তনুস্তামস্যা অপহত ॥ ৫ ॥

দিবে। ২—২০। * অনন্তর পতি বধূর সহিত গাত্রোত্থান করিয়া

---

* এই বিংশতিটী মন্ত্রই একরূপ; কেবলমাত্র কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে যে, কোন মন্ত্রে "অশুভসম্বন্ধিনী শোভা হরণ কর" কোন মন্ত্রে "পতিঘ্ন দোষ নাশ কর" কোন মন্ত্রে "পশুঘাতন দোষ দূর কর" এইরূপ আছে মাত্র। সুস্পষ্ট বিধায় উহার অনুবাদ প্রদত্ত হইল না।

পতির্ঋষিরামন্ত্র্যমাণশ্চন্দ্রো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ চন্দ্র প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যাঃ পতিঘ্নী তনূস্তামস্যা অপজহি স্বাহা॥ ৮॥ প্রজাপতির্ঋষিরামন্ত্র্যমাণঃ সূর্য্যো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ সূর্য্য প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথ-কাম উপধাবামি যাস্যাঃ পতিঘ্নী তনূস্তামস্যা অপজহি স্বাহা॥ ৯॥ প্রজাপতির্ঋষিরামন্ত্র্যমাণা অগ্নিবায়ুচন্দ্রসূর্য্যা দেবতাশ্চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নিবায়ুচন্দ্রসূর্য্যা প্রায়শ্চিত্তয়ো যূয়ং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তয়ঃ স্থ ব্রাহ্মণো বো নাথকাম উপধাবামি যাস্যাঃ পতিঘ্নী তনূস্তামস্যা অপহত স্বাহা॥১০॥ প্রজাপতির্ঋষিরামন্ত্র্যমাণোঽগ্নি-র্দ্দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নে প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যা অপুত্র্যা তনূস্তামস্যা অপজহি স্বাহা॥ ১১॥ প্রজাপতির্ঋষিরামন্ত্র্যমাণো বায়ুর্দ্দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ বায়ো প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যা অপুত্র্যা তনূস্তামস্যা অপজহি স্বাহা।॥১২॥ প্রজাপতির্ঋষিরামন্ত্র্য-মাণশ্চন্দ্রো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ চন্দ্র প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যা

পূর্ব্বৈকৈশ্চতুর্ভির্ম্মন্ত্রৈরগ্ন্যাদয়ঃ প্রত্যেকমভ্যর্থিতা অনেন সমুদি-তাস্ত এব প্রার্থ্যন্তে। মন্ত্রাম্নায়েঽগ্ন ইত্যেবং পঞ্চকং লাঘবার্থিভিঃ পঠ্যতে। যৎ প্রয়োগে স্যান্ত মন্ত্রাণামত্র বিংশতিঃ। অগ্নেঃ স্থানে বায়ুচন্দ্রসূর্য্যা বহুবদূহসমস্য পঞ্চমী সূত্রে চতুশ্চতুরিতি

অগ্নির উত্তরদিকে গমন পূর্ব্বক স্রুবলগ্ন আজ্যমিশ্রিত জলে

অপুত্র্যা তনূস্তামস্যা অপজহি স্বাহা ॥ ১৩॥ প্রজাপতির্ঋষিরামন্ত্র্যমাণঃ সূর্য্যো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ সূর্য্য প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যা অপুত্র্যা তনূস্তামস্যা অপজহি স্বাহা ॥ ১৪ ॥ প্রজাপতির্ঋষিরামন্ত্র্যমাণোঽগ্নিবায়ুচন্দ্রসূর্য্যা দেবতাশ্চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নিবায়ুচন্দ্রসূর্য্যাঃ প্রায়শ্চিত্তয়ো যূয়ং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তয়ঃ স্থ ব্রাহ্মণো বো নাথকাম উপধাবামি যাস্যা অপুত্র্যা তনূস্তামস্যা অপহত স্বাহা ॥ ১৫ ॥ প্রজাপতির্ঋষিরামন্ত্র্যমাণোঽগ্নির্দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নে প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যা অপসব্যা তনূস্তামস্যা অপজহি স্বাহা ॥ ১৬ ॥ প্রজাপতির্ঋষির্বায়ুর্দ্দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ বায়ো প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যা অপসব্যা তনূস্তামস্যা অপজহি স্বাহা ॥ ১৭ ॥ প্রজাপতির্ঋষিরামন্ত্র্যমাণশ্চন্দ্রো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ চন্দ্র প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যা অপসব্যা তনূস্তামস্যা অপজহি স্বাহা ॥ ১৮ ॥ প্রজাপতির্ঋষিরামন্ত্র্যমাণঃ সূর্য্যো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ সূর্য্য প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপ

শ্রুতিঃ। প্রথমে পঞ্চ পাপী লক্ষ্মীরিতি পদং ভবেৎ। অপি পঞ্চসু মন্ত্রেষু ইতি যজ্ঞবিদো বিদুঃ। দ্বিতীয়ে তু পতিঘ্নী স্যাদপুত্র্যেতি তৃতীয়কে। চতুর্থে ত্বপসব্যেতি ইদমাহুতিবিংশকং। ইতি

বধূকে স্নান করাইবেন। পরে আচারানুসারে বধূর শিরোদেশে

ধাবামি যাস্যা অপসব্যা তনূস্তামস্যা অপজহি স্বাহা ॥ ১৯ ॥ প্রজাপতির্ঋষির্বিরামন্ত্রস্যমাণোগ্নিবায়ুচন্দ্রসূর্য্যা দেবতাশ্চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নিবায়ুচন্দ্রসূর্য্যাঃ প্রায়শ্চিত্তয়ো যূয়ং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তয়ঃ স্থ ব্রাহ্মণো বো নাথকাম উপধাবামি যাস্যা অপসব্যা তনূস্তামস্যা অপহত স্বাহা ॥ ২০ ॥ ততো বধূসহিতঃ পতিরুত্থায়াগ্নেরুত্তরদেশং গত্বা স্রুবলগ্নাজ্যমিশ্রোদকেন বধূং স্নাপয়েৎ। ততো আচারতো বধ্বাঃ শিরসি সিন্দূরতিলকং বস্ত্রঞ্চ দদ্যাৎ। ততঃ প্রাদেশপ্রমাণাং ঘৃতাক্তাং সমিধং তূষ্ণীমগ্নৌ হুত্বা মহাব্যাহৃতিহোমং কৃত্বা সর্ব্বকর্ম্মসাধারণং শাট্যায়নহোমাদিবামদেব্যগানান্তমুদীচ্যং কর্ম্ম সমাপ্য কর্ম্মকারয়িতৃব্রহ্মাণায় দক্ষিণাং দদ্যাৎ॥

ইতি বিবাহকর্ম্ম ॥

ছন্দোগবিশিষ্টবচনাৎ পঞ্চানামপি মন্ত্রাণাং বিশতিত্বং হোমানুষ্ঠানে ॥ ৬-২০ ॥

ইতি বিবাহকর্ম্ম ॥

সিন্দুরতিলক ও বস্ত্র দিতে হয়। তৎরে মহাব্যাহৃতি-হোমাদি সর্ব্বকর্ম্ম শেষ করিয়া কর্ম্মকারয়িতৃ-ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবে।

ইতি সামবেদীয় বিবাহকর্ম্ম।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

যজুর্ব্বেদীয়-

দশসংস্কারাঃ।

গর্ভাধানম্।

শাস্ত্রজ্ঞানবিবেকনির্ম্মলধিয়াং প্রজ্ঞাবতামগ্রণীঃ
পাণ্ডিত্যেন বিখণ্ডিতামরগুরুঃ প্রাজ্ঞোঽতিসুজ্ঞঃ স্মৃতৌ।
বিপ্রাণাং দশকর্ম্মপদ্ধতিমিমামুদ্ধৃত্য বেদাদসৌ
চক্রে ভূপতিপণ্ডিতঃ পশুপতিঃ স্বর্গাপবর্গপ্রদাং॥

তত্র প্রথমং নিবন্ধোক্তকালে দিন এব পূর্ব্বাহ্নে কৃতনিত্য-কৃত্যো বিবাহপদ্ধত্যুক্তক্রমেণ গৌর্য্যাদিষোড়শমাতৃকাপূজাং কুর্য্যাৎ। পূর্ব্বোত্তরে শাম্যভমমুখ উপবিশ্য স্বদক্ষিণে পত্নীমুপ-বেশ্য তস্যা দক্ষিণস্কন্ধাসক্তহস্তেন হৃদয়ং স্পৃষ্ট্বা জপতি। ওঁ পূষা

যথোক্ত দিনে পূর্ব্বাহ্নে কৃতনিত্যক্রিয় হইয়া বিবাহপদ্ধত্যুক্ত নিয়মে গৌর্য্যাদি ষোড়শমাতৃকার পূজা করত স্বীয় দক্ষিণে পত্নীকে বসাইয়া তাহার দক্ষিণস্কন্ধোপরি দিয়া হস্ত দ্বারা হৃদয় স্পর্শ পূর্ব্বক "ওঁ পূষা ভগং তে সবিতা" ইত্যাদি মূলের লিখিত মন্ত্র

ভগং তে সবিতা দধাতু রুদ্রস্ত্বষ্টা মে কল্পয়তু সামগং। ত্বষ্টা রূপাণি তেজো বৈশ্বানরো দধাতু। ওঁ গর্ভন্ধেহি সিনীবালি গর্ভন্ধেহি সরস্বতি। গর্ভন্তে অশ্বিনৌ দেবাবাধত্তাং পুষ্করস্রজৌ। অনেন মন্ত্রেণ প্রাশয়েৎ। ও রেতোঽমৃতং বিজহাতি যোনিং প্রবিশদিন্দ্রিয়ং। গর্ভো জরায়ুণা বৃত উল্বং জহাতি জন্মনা। ওঁ যত্তে সুসীমে হৃদয়ং দিবি চন্দ্রমসি শ্রিতং। বেদাহং তন্মাং তদ্বিদ্যাৎ পশ্যেম শরদঃ শতং। জীবেম শরদঃ শতং শৃণুয়াম শরদঃ শতং। ততো নিষেকং কুর্য্যাৎ। এবং কৃতেঽপি যদি গর্ভং ন ধারিতবতী তদান্যস্মিনৃতৌ নস্যদানায় পতিঃ পূর্ব্বদিনে উপোষ্য পুষ্যানক্ষত্রযুক্তদিনে শ্বেতপুষ্পকণ্টকারীমূলমুদ্ধৃত্য গুপ্তদেশে স্থাপয়েৎ। তদনু ঋতুস্নানদিনে দম্পতী নিরাহারৌ তিষ্ঠেতাং। ততঃ পতিঃ সায়ংসন্ধ্যাং নির্ব্বর্ত্ত্য শুভে লগ্নে আহতবাসঃপরিধানা-মাচান্তাং কৃতমঙ্গলাং বধূং প্রাঙ্মুখীমাত্মবামে সমুপবেশ্য পূর্ব্বো-

---

জপ করিবে।* ঐরূপে যথানিয়মে পঞ্চগব্য পান করাইয়া পরে নিষেক করিতে হয়। এরূপ করিলে যদি গর্ভধারণ না হয়, তাহা হইলে অন্য ঋতুকালে পতি পূর্ব্বদিনে উপবাসী থাকিয়া পুষ্যানক্ষত্রযুক্তদিনে উদ্ধৃত শ্বেতপুষ্প-কণ্টকারির মূল গুপ্তদেশে স্থাপন করিবে। পরে ঋতুস্নানদিনে দম্পতী নিরা-হারে থাকিবে। তদনন্তর পতি সায়ংসন্ধ্যা সমাপন পূর্ব্বক

---

* যজুর্ব্বেদীয় ও ঋগ্বেদীয় দশসংস্কারের মন্ত্রগুলির সহিত সামবেদীয় মন্ত্রের তাৎপর্য্যের প্রভেদ অল্পমাত্র; বিশেষতঃ সহজবোধগম্য; এই হেতু মন্ত্রগুলির অনুবাদ প্রদত্ত হইল না। তবে যে স্থানে আবশ্যক বোধ হইবে, তথায় অর্থ লিখিত থাকিবে।

দ্ধৃতকণ্টকারীমূলমাচারাৎ পর্য্যুষিতজলেন পিষ্ট্বা মঙ্গলপূর্ব্বকং তস্যা দক্ষিণনাসাপুটে সিঞ্চেৎ। অনেন মন্ত্রেণ। ওঁ ইয়মোষধী ত্রায়মাণা সহমানা সরস্বতী। তস্যাং বৃহত্যাং পুত্রঃ পিতুরিব নাম জগ্রভত। ততো যথাসুখং ভুঞ্জীয়াতাং। ততঃ পূর্ব্বোক্ত-বিধিনা নিষেকং কুর্য্যাৎ॥ ইতি গর্ভাধানং॥

শুভলগ্নে নববস্ত্রান্বিতা আচান্তা কৃতমঙ্গলা বধূকে প্রাঙ্মুখীভাবে স্বীয় বামে বসাইয়া পূর্ব্বোদ্ধৃত কণ্টকারীর মূল আচারানুসারে পর্য্যুষিতজলে পেষণ করত মঙ্গলাচরণ সহকারে তদীয় দক্ষিণ নাসাপুটে সিঞ্চন করিবে। "ওঁ ইয়মোষধী" ইত্যাদি মূলের লিখিত মন্ত্রে উক্ত কার্য্য করিতে হয়। তৎপরে যথাসুখে ভোজন পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত বিধানে নিষেক করিবে।

ইতি যজুর্ব্বেদীয় গর্ভাধান।

পুংসবনম্।

পুরা স্পন্দত ইতি মাসে দ্বিতীয়ে তৃতীয়ে বা শুভদিনে আপূর্য্যমাণপক্ষে পুংনক্ষত্রে নির্ব্বর্ত্তিতনিত্যকৃত্যঃ পত্নীঞ্চ স্নাপয়িত্বা মাতৃকাপূজাং বসোর্ধারাং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধঞ্চ কৃত্বা পত্নীসহিতো দিবা নিরাহারাববতিষ্ঠেতাং। ততঃ পতিঃ সায়ংসন্ধ্যাং নির্ব্বির্ত্ত্য শুভে লগ্নে নূতনবাসোযুগপরিধানামাচান্তাং কৃতমঙ্গলাচারাং প্রাঙ্মুখীমাত্মবামে সমুপবেশ্য বটারোহং বটশুঙ্গাংশ্চ সস্তবে সোমলতাং পূর্ব্বকুশকণ্টঞ্চ সস্তবে পর্য্যুষিতজলেন পিষ্ট্বা মঙ্গলপূর্ব্বকং তস্যা দক্ষিণনাসাপুটে সমাসিঞ্চেৎ। ওঁ হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ। স দধার পৃথিবীং দ্যামুতে মাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম। ওঁ অদ্ভ্যঃ সম্ভূতঃ পৃথিব্যৈ রসাচ্চ বিশ্বকর্ম্মণঃ সমবর্ত্ততাগ্রে। তস্য ত্বষ্টা বিদধদ্রূপমেতি তন্মর্ত্ত্যস্য দেবত্বমাজানমগ্রে। ইতি মন্ত্রেণ। অথ যদি গর্ভস্য বীর্য্যবত্ত্বং কাময়তে তদা ভার্য্যায়াঃ ক্রোড়সন্নিধৌ পাত্রস্থং পানীয়ং স্থাপয়িত্বা

যথোক্তমাসে শুভদিনে আপূর্য্যমাণপক্ষে পুংনক্ষত্রে নিত্যকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক পত্নীকে স্নান করাইয়া মাতৃকাপূজা, বসুধারা, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ নির্ব্বাহ করত পত্নীসমন্বিত হইয়া নিরাহারে থাকিবে। পরে পতি সায়ংসন্ধ্যা সমাপন পূর্ব্বক শুভলগ্নে নববস্ত্রদ্বয়ধারিণী, আচান্তা, কৃতমঙ্গলাচারা পত্নীকে নিজ বামে বসাইয়া বটাঙ্কুর ও বটশুঙ্গা পর্য্যুষিত জলে পেষণ করত মঙ্গলাচার সহকারে তদীয় দক্ষিণ নাসাপুটে সিঞ্চন করিবে। "ওঁ হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে" ইত্যাদি মূলের লিখিত মন্ত্রে সিঞ্চন

তৎ পানীয়ং মন্ত্রেণানেন মন্ত্রয়েৎ। ওঁ সুপর্ণোঽসি গরুত্মাংস্ত্রিবৃত্তঃ শিরো গায়ত্র্যঞ্চক্ষুর্ব্বৃহদ্রথন্তরে পক্ষৌ। ওঁ স্তোম আত্মা ছন্দাংস্যাঙ্গানি যজূংষি নাম সাম তে তনূর্ব্বামদেব্যং যজ্ঞা যজ্ঞিয়ং পুচ্ছং ধিষ্ট্যাঃ শফাঃ। ওঁ সুপর্ণোঽসি গরুত্মান্‌ দিবঙ্গচ্ছ স্বঃ পত। ততঃ শান্তিং কৃত্বাশীর্ব্বাদঞ্চ কুর্য্যাৎ॥ ইতি পুংসবনং॥

করিতে হয়। গর্ভের বীর্য্যবত্তা কামনা করিলে ভার্য্যার ক্রোড়-সমীপে কোন পাত্রে জল রাখিয়া "ওঁ সুপর্ণোসি" ইত্যাদি মন্ত্রে উহা অভিমন্ত্রিত করিবে। পরে শান্তি আচরণ পূর্ব্বক আশী-র্ব্বাদ করিতে হয়।

ইতি যজুর্ব্বেদীয় পুংসবন।

সীমন্তোন্নয়নম্ ।

পুংসবনমাসে ষষ্ঠেঽষ্টমে বা ততঃ শুভদিনে প্রাতর্নির্ব্বর্ত্তিত নিত্যকৃত্যাঃ পত্নীঞ্চ স্নাপয়িত্বা প্রথমং মাতৃকাপূজাং বসোর্ধারাং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধঞ্চ নির্ব্বির্ত্ত্য শুভে লগ্নে বহিঃশালায়াং পুনরাচম্য প্রাঙ্মুখ উপবিশ্য আচারাৎ গোরোচনালিখিতপদ্মশঙ্খচক্রগদাদ্বাদশকেশব-নামযুতপীতবাসোযুগপরিধানাং কৃতমঙ্গলামাচান্তাং পত্নীমাত্মবামে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-বিষ্ণু-পদ-যুগাঙ্কিতযাজ্ঞিকবৃক্ষঘটিতভদ্রপীঠোপরি সমুপবেশয়েৎ। ততঃ পতিরগ্নিস্থাপনার্থং হস্তপ্রমাণং স্থণ্ডিলং সংস্থাপ্য পূর্ব্বোক্তেন বিধিনা কুশণ্ডিকাং প্রোক্ষণীপাত্রস্থাপনান্তাং কৃত্বা পূর্ব্বাসাদিততিলদুগ্ধমিশ্রিততণ্ডুলস্য মুষ্টিমেকাং ওঁ প্রজাপতয়ে ত্বা যুষ্টং গৃহ্নামীতি গৃহীত্বা ওঁ প্রজাপতয়ে ত্বাং যুষ্টং নির্ব্ব-

---

পুংসবনমাসে অথবা গর্ভের ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে শুভদিনে প্রাতঃকালে নিত্যকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক পত্নীকে স্নান করাইয়া প্রথমতঃ মাতৃকাপূজা, বসুধারা ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ নির্ব্বাহ করিবে। পরে শুভলগ্নে বহিঃশালায় গিয়া পুনরাচমনান্তে প্রাঙ্মুখে উপবিষ্ট হইয়া আচারানুসারে গোরোচনাদ্বারা অঙ্কিত শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ও কেশবনামযুক্ত-বস্ত্রদ্বয়ধারিণী, কৃতমঙ্গলাচারা, আচান্তা পত্নীকে নিজবামপার্শ্বে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ও বিষ্ণুপাদদ্বয়াঙ্কিত-যাজ্ঞিকবৃক্ষগঠিত ভদ্রপীঠোপরি উপবেশন করাইবে। তৎপরে পতি অগ্নিস্থাপনার্থ স্থণ্ডিল স্থাপন পূর্ব্বক যথোক্তনিয়মে প্রোক্ষণীস্থাপনান্তা কুশণ্ডিকা করিয়া মূলের লিখিত যথাযথমন্ত্রে পূর্ব্বপ্রস্তুত তিলদুগ্ধমিশ্রিত তণ্ডুলের একমুষ্টি গ্রহণ, উদূখলে

পামীতি উদূখলে নিক্ষিপ্য ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাং যুষ্টং প্রোক্ষমা-মীতি প্রোক্ষণীজলেন প্রোক্ষয়েৎ। এবং অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে ত্বা গ্রহণনির্ব্বপণপ্রোক্ষণানি কুর্য্যাৎ। ততো মুষলেনাবহত্য শূর্পেণ ত্রিঃ প্রস্ফোটনং কৃত্বা ত্রিঃ প্রক্ষাল্য তণ্ডুলান্ চরুস্থাল্যাং নিক্ষিপ্য দুগ্ধং দত্বা প্রণীতোদকেনাবসিচ্যাগ্নিমধ্যে চরুমধিশ্রপয়েৎ। ততঃ সিদ্ধং চরুং জ্ঞাত্বা ঘৃতস্রুবেণাভিঘার্য্য জ্বলদিন্ধনেন স্থালীমধ্যং দৃষ্ট্বাগ্নেরুত্তরতোঽবতার্য্য পুনর্ঘৃতস্রুবেণাভিঘারয়েৎ। তত আজ্যভাগান্তাং কুশণ্ডিকাং সমাপ্য প্রকৃতং কর্ম্ম কুর্য্যাৎ। যথা ওঁ অগ্নে ত্বং মঙ্গলনামাসীতি অগ্নের্নাম কৃত্বা ধ্যাত্বা সংপূজ্য হোমং কুর্য্যাৎ। স্থালীপাকস্য জুহোতি অবদানধর্ম্মেণ। যথা স্রুচি ঘৃতস্রুবং দত্বা চরৌ ঘৃতস্রুবং দদ্যাৎ। ততো মেক্ষণেন চরু-মবদায় পুনশ্চরাববদানং স্থানে ঘৃতস্রুবং দত্বা ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা ইতি হুত্বা ইদং প্রজাপতয়ে ইতি দেবতোদ্দেশঃ কার্য্যঃ। পুন-স্তথৈবাবদায় অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা ইদমগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে। ততো অগ্নেঃ পশ্চান্মৃদুপীঠে উপবিষ্টায়া বধ্বাঃ পূর্ব্বস্থাপিত উডুম্বরফল-স্তবকযুগ্মেন ত্রিভিস্ত্রিদর্ভপিঞ্জলৈঃ সহ একীকৃত্য সীমন্তং ললাটো-

---

ক্ষেপণ ও প্রোক্ষণীজলে প্রোক্ষণ করিবে। পরে মুষল দ্বারা অবহনন, সূর্পে ত্রিবার প্রস্ফোটন, বারত্রয় প্রক্ষালন, চরুস্থালীতে দুগ্ধ সহ নিক্ষেপ, এবং অগ্নিমধ্যে চরুপ্রস্তুতীকরণ ও অবতারণ প্রভৃতি যথানিয়মে করিয়া আজ্যভাগান্তা কুশণ্ডিকা সমাপন পূর্ব্বক মূলের লিখিত নিয়মে ও মন্ত্রে প্রকৃতকর্ম্ম করিবে। তদনন্তর দর্ভপিঞ্জলীত্রয়সহ পূর্ব্বস্থাপিত উডুম্বরফলস্তবকদ্বয় দ্বারা অগ্নির পশ্চাতে মৃদুপীঠোপরি উপবিষ্টা বধূর সীমন্ত তিন

র্দ্ধকেশবিন্যাসং যথা ভবতি তথা বিনয়তি ততো বিবিক্তং কারয়তি ওঁ ভূর্ব্বিনয়ামি। ওঁ ভুবর্বিনয়ামি। ওঁ স্ববিনয়ামি। এবং ত্রিঃ শ্বেতয়া শলল্যা উড়ুম্বরফলসহিতয়া তথা কাণ্ডেন উড়ুম্বরফলসহিতয়া তথা সূত্রপূরিততর্কুণা উড়ুম্বরসহিতেন প্রত্যেকং সীমন্তকরণং সর্ব্বেষাং করণভূতত্বাৎ। ততস্ত্রিগুণীকৃতসূত্রেণ উড়ুম্বরস্তবকং বদ্ধা কণ্ঠে বধ্নাতি। ওঁ অয়মূর্জ্জাবতো বৃক্ষ উর্জ্জীব ফলিনী ভব ইতি মন্ত্রেণ। ততঃ প্রায়শ্চিত্তহোমাদিকং কৃত্বা ব্রাহ্মণায় দক্ষিণাং দদ্যাৎ। ততঃ ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং ইত্যাদি কর্ম্ম কুর্য্যাৎ। ততো বীণাগাথিনৌ রাজানং গায়েতাং যো বাপ্যন্যো বীরতর ইতি। ততস্তৌ গায়েতাং। এতামপি নিযুক্তাং গাথাং গায়েতামিতি কেচিৎ। ওঁ সোম এব নো রাজেমা মানুষীঃ প্রজাঃ। অবিমুক্তচক্রা আসীরংস্তীরে তুভ্যমসৌ। অসাবিতস্য স্থানে এবাং নদীমুপ-বসিতারো ভবন্তি তস্য নামাতিদেশঃ। হে গঙ্গে হে যমুনে ইত্যাদি। ততঃ দক্ষিণাং দত্ত্বা ব্রাহ্মণায় ভোজনং দদ্যাৎ। ততঃ

বার উত্তোলন করিয়া দিবে। পরে উড়ুম্বরফলসমন্বিত শ্বেত শললী দ্বারা তিনবার, উড়ুম্বরফলযুক্ত কাণ্ড দ্বারা তিন বার এবং উড়ুম্বরসহিত সূত্রপূর্ণ তর্কু দ্বারা তিন বার সীমন্ত উত্তোলন করিবে। পরে ত্রিগুণীকৃত সূত্র দ্বারা উড়ুম্বরস্তবক বধূর কণ্ঠে বন্ধন করিয়া দিবে। ঐ সকল কার্য্যের যথাযথ মন্ত্র উপরে লিখিত আছে। তৎপরে প্রায়শ্চিত্ত-হোমাদি, ব্রাহ্মণকে দক্ষিণাদান, "ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং" ইত্যাদি কর্ম্ম ও অন্যান্য ক্রিয়া যথাবিধি সমাপন পূর্ব্বক সদক্ষিণ ব্রাহ্মণ-ভোজন, শান্তি-

ঋচং বাচমিত্যাদিনা শান্তিং কৃত্বা আশীর্ব্বাদমচ্ছিদ্রাবধারণঞ্চ কুর্য্যাৎ। পত্নী চ আচারাচ্চরুশেষং প্রাশ্য মঙ্গলপূর্ব্বকং ভুঞ্জীত॥

ইতি সীমন্তোন্নয়নং॥

সোষ্যন্তীকর্ম্ম।

প্রসবকালে। ওঁ এজতু দশমাস্যো গর্ভো জরায়ুণা সহ। যথায়ং বায়ুরেজতি যথা সমুদ্র এজত্যেবায়ং দশমাস্যো অস্রজ্জ-রায়ুণা সহ। ইতি পত্নীমদ্ভিরভ্যুক্ষেৎ॥ ইতি সোষ্যন্তীকর্ম্ম॥

কর্ম্ম, আশীর্ব্বাদ, অচ্ছিদ্রাবধারণ প্রভৃতি নির্ব্বাহ করিবে। তদনন্তর পত্নী আচারানুসারে চরুশেষ ভোজন করিবে।

সোষ্যন্তীকর্ম্ম।—প্রসবকালে মূলের লিখিত "ওঁ এজতু" ইত্যাদি মন্ত্রে জল দ্বারা পত্নীকে অভ্যুক্ষণ করিবে।

ইতি যজুর্ব্বেদীয় সীমন্তোন্নয়ন ও সোষ্যন্তীকর্ম্ম।

জাতকর্ম্ম।

তত্র প্রথমং সচেলং স্নাত্বা বিবাহপদ্ধত্যুক্তক্রমেণ গৌর্য্যাদি-ষোড়শমাতৃকাপূজাং বসোর্ধারাং দত্বা পুত্রস্য জন্মমুখদর্শননিমিত্ত-কয়োর্ভেদেন বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং নির্ব্বর্ত্ত্য পিতা পুত্রস্যাচ্ছিন্ননাভৌ মেধাজননায়ুষ্যে কর্ম্মণি করোতি। তত্র মেধাজননং অনামিকয়া সুবর্ণান্তর্হিতয়া চতুর্থ্যা মধুঘৃতৈর্ব্বা প্রাশয়তি ঘৃতং বা ওঁ ভূস্ত্বয়ি দধামি ওঁ ভুবস্ত্বয়ি দধামি ওঁ স্বস্ত্বয়ি দধামি ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বস্ত্বয়ি দধামি। এভির্ম্মন্ত্রৈর্যথায়ুষ্যং করোতি পুত্রস্য নাভৌ দক্ষিণকর্ণে জপতি। ওঁ অগ্নিরায়ুষ্মান্ স বনস্পতীভিরায়ুষ্মাংস্তেন ত্বা আয়ুষা আয়ুষ্মন্তং করোমি। ওঁ সোম আয়ুষ্মান্ স ওষধীভিরায়ুষ্মাংস্তেন ত্বা আয়ুষা আয়ুষ্মন্তং করোমি। ওঁ ব্রহ্ম আয়ুষ্মত্তদ্ ব্রাহ্মণৈঃ আয়ুষ্ম-ন্তেন ত্বা আয়ুষা আয়ুষ্মন্তং করোমি। ওঁ দেবা আয়ুষ্মন্তস্তেঽমৃতৈরায়ুষ্মন্তস্তেন ত্বা আয়ুষা আয়ুষ্মন্তং করোমি। ওঁ ঋষয় আয়ুষ্মন্তস্তে ব্রতৈঃ আয়ুষ্মন্তস্তেন ত্বা আয়ুষা আয়ুষ্মন্তং করোমি। ওঁ পিতর আয়ুষ্মন্তস্তে স্বধাভিরায়ুষ্মন্তস্তেন ত্বা আয়ুষা আয়ুষ্মন্তং করোমি। ওঁ যজ্ঞ আয়ুষ্মান্ সদক্ষিণাভি-রায়ুষ্মাংস্তেন ত্বা আয়ুষা আয়ুষ্মন্তং করোমি। ওঁ সমুদ্র আয়ুষ্মান্ স স্রবন্তীভিরায়ুষ্মাংস্তেন ত্বা আয়ুষা আয়ুষ্মন্তং করোমি। ইতি

প্রথমতঃ পিতা সবস্ত্র স্নান, বিবাহপদ্ধত্যুক্তনিয়মে গৌর্য্যাদি ষোড়শমাতৃকাপূজা, বসুধারা প্রভৃতি সমাপন পূর্ব্বক পুত্রের জন্মনিমিত্ত ও মুখদর্শননিমিত্ত বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিয়া পুত্রের অচ্ছিন্ন নাভিতে মেধাজনন কর্ম্ম ও আয়ুষ্যকর্ম্ম করিবেন। উহার মন্ত্র

ত্রিরাবৃত্তং জপ্ত্বা ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং যমদগ্নেস্ত্র্যায়ুষং যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষং তন্মেঽস্তু ত্র্যায়ুষং। এতদপি ত্রিরাবৃত্তং জপেৎ। ততো যদি পিতা দীর্ঘায়ুষ্ট্বং কাময়তে তদা দক্ষিণহস্তেন সর্ব্বগাত্রমভিমৃশেৎ। ওঁ দিবস্পরীত্যাদি স্বামগ্নে যজমান ইত্যন্তেনানুবাক্যেন। ততঃ কুমারস্য প্রতিদিশং মধ্যে চ পঞ্চব্রাহ্মণানবস্থাপ্য ব্রূয়াৎ। ওঁ ইমমন্নং প্রাণায়েতি পূর্ব্বো ব্রূয়াৎ। ওঁ ব্যানেতি দক্ষিণো ব্রূয়াৎ। ওঁ অপানেতি পশ্চিমো ব্রূয়াৎ। ওঁ উদানেতি উত্তরো ব্রূয়াৎ। সমানেতি অবেক্ষ্যমাণো মধ্যস্থো ব্রূয়াৎ। সমানঃ পঞ্চব্রাহ্মণা যদি ন লভন্তে তদা স্বয়মেব তেষু তেষু স্থানেষু গত্বা ব্রূয়াৎ। ততঃ কুমারো যস্মিন্ দেশে জাতস্তাং ভূমিমভিমন্ত্রয়েৎ। ওঁ বেদ তে ভূমি হৃদয়ং দিবি চন্দ্রমসি শ্রিতং। বেদাহং তন্মাং তদ্বিদ্যাৎ পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং শৃণুয়াম শরদঃ শতং ইতি। অথ কুমারং মাতা অভিমৃষতি। ওঁ অশ্মা ভব পরশুর্ভব হিরণ্যমস্রুতং ভব আত্মা বৈ পুত্রনামাসি স জীব শরদঃ শতং॥ ইতি। অথ কুমারমাতরমভিমন্ত্রয়েৎ। ওঁ ঈড়াসি মৈত্রাবরুণী বীরে

ও নিয়মাদি মূলে স্পষ্টীকৃত রহিল। তৎপরে পিতা পুত্রের দীর্ঘায়ু কামনা করিলে দক্ষিণহস্ত দ্বারা সর্ব্বগাত্র স্পর্শ করিবেন। পরে কুমারের চারিদিকে চারিটী ও মধ্যস্থলে একটী এই পাঁচটী ব্রাহ্মণ স্থাপন করিলে তাঁহারা প্রত্যেকে যথাযথ মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন। উপযুক্ত পঞ্চ ব্রাহ্মণের অভাবে পিতাই ক্রমে ক্রমে এক এক দিকে গিয়া মন্ত্র পাঠ করিবেন। তদনন্তর "ওঁ বেদ তে ভূমি" ইত্যাদি মন্ত্রে কুমারের জন্মস্থান আমন্ত্রণ; "ওঁ অশ্মা ভব" ইত্যাদি মন্ত্রে কুমারের নাভিস্পর্শন এবং

বীরমজীজনয়থাঃ। সা ত্বং বীরবতী ভব যাস্মান্ বীরবতোঽকরৎ। অথ মাতুর্দ্দক্ষিণস্তনং প্রক্ষাল্য জাতায় কুমারায় প্রযচ্ছতি। ওঁ ইমং স্তনমূর্জ্জস্বন্তং ধয়াপাং প্রপীনমগ্নে সরীরস্য মধ্যে উৎসং জুষস্ব শতধারমর্ব্বন্ সমুদ্রিয়ং সদনমাবিশস্ব॥ ইতি। ততো বামস্তনং। ওঁ যস্তে স্তনঃ শশয়ো যো ময়োভূর্যো রত্নধা বসুবিদ্যঃ সুদত্রঃ। যেন বিশ্বা পুষ্যসি বার্য্যাণি সরস্বতি তমিহ ধাতবেঽকঃ॥ ততঃ সূতিকাশয্যাশিরঃপ্রদেশে উদককুম্ভমবস্থাপ্য তমভিমন্ত্রয়েৎ। ওঁ আপো দেবেষু জাগ্রথ যথা দেবেষু জাগ্রথ। এবমস্যাং সূতিকায়াং সপুত্রিকায়াং জাগ্রথ॥ ইতি। ততঃ সূতিকা-উত্থানপর্য্যন্তং সূতিকা-গৃহদ্বারদেশে কুশণ্ডিকাব্যতিরেকেণাগ্নিমুপস্থাপ্য তণ্ডুলকণমিশ্রান্ সর্ষপান্ জুহোতি। ওঁ ষণ্ডা মর্কা উপবীরঃ শৌণ্ডিকেয় উদূখলঃ। মলিম্লুচো দ্রোণাসশ্চ্যবনো নশ্যতাদিতঃ স্বাহা॥ ওঁ আলিখন্ননিমিষঃ কিম্বদন্ত উপশ্রুতিঃ হর্য্যক্ষঃ কুম্ভীশত্রুঃ পাত্রপাণির্নৃমণির্হন্ত্রীমুখঃ সর্ষপারুণো নশ্যতাদিতঃ স্বাহা॥ অথ

"ওঁ ঈড়াসি মৈত্রা" ইত্যাদি মন্ত্রে কুমারের মাতাকে অভিমন্ত্রিত করিবেন। পরে "ওঁ ইমং স্তনমূর্জ্জস্বন্তং" ইত্যাদি মন্ত্রে জননীর দক্ষিণ স্তন প্রক্ষালন এবং "ওঁ যস্তে স্তনঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে বামস্তন প্রক্ষালন করিয়া জাতকুমারকে অর্পণ করিবেন। তৎপরে সূতিকাগৃহে কুমারের শিরোদেশে উদককুম্ভ স্থাপন করিয়া "ওঁ আপো দেবেষু" ইত্যাদি মন্ত্রে উহা অভিমন্ত্রিত করিবে। অনন্তর সূতিকা উত্থান পর্য্যন্ত সূতিকাগৃহের দ্বারদেশে কুশণ্ডিকা ব্যতিরিক্ত অগ্নি স্থাপন করিয়া "ওঁ ষণ্ডা মর্কা উপবীরঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে তণ্ডুলকণামিশ্রিত সর্ষপ হোম করিবে। এই সময়ে দশরাত্রি

দশরাত্রাভ্যন্তরে অস্মিন্ কালে যদি কুমারস্য বালগ্রহ-উপদ্রবস্তদা শুচিরাচান্তঃ পিতা উদঙ্মুখঃ প্রাঙ্মুখো বা উপবিশ্য কুমারং ক্রোড়ে কৃত্বা জলেনোত্তরীয়েণ বাচ্ছাদ্য জপতি। কূর্কুরঃ সুকূর্কুরঃ কূর্কুরো বালবন্ধনাশ্চেচ্চেচ্ছুনক সৃজ নমস্তেঽস্তু সীসরো লপেতাঽপহ্বর তৎ সত্যং যত্তে দেবা বরমদদুঃ স তং কুমারমেব বাবৃণীথাঃ। চেচ্চেচ্ছুনক সৃজ নমস্তেঽস্তু সীসরো লপেতাঽপহ্বর তৎ সত্যং যত্তে সরমা মাতা সীসরঃ পিতা শ্যামশবলৌ ভ্রাতরৌ চেচ্চেচ্ছুনক সৃজ নমস্তেঽস্তু সীসরো লপেতাঽপহ্বর॥ তৎ সত্যমিত্যাদি। দক্ষিণহস্তেনাভিমৃষতি। ওঁ ন নাময়তি ন রুদতি ন হৃষ্যতি ন গ্লায়তি যত্র বয়ং বদামো যত্র চাভিমৃষামসীতি॥ * ॥ ইতি জাতকর্ম্ম সমাপ্তং॥ * ॥

মধ্যে যদি কুমার বালগ্রহ দ্বারা আক্রান্ত হয়, তাহা হইলে পিতা পবিত্র হইয়া আচমন পূর্ব্বক উত্তরমুখে বা পূর্ব্বমুখে বসিবেন এবং কুমারকে ক্রোড়ে লইয়া উত্তরীয় দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক "কূর্কুরঃ সুকূর্কুরঃ" ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবেন ও "ওঁ ন নাময়তি ন রুদতি" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করতঃ দক্ষিণহস্ত দ্বারা কুমারের গাত্র অভিমর্ষণ করিবেন।

ইতি যজুর্ব্বেদীয় জাতকর্ম্ম।

নামকরণম্।

তত্র নিবন্ধোক্তকালে নির্ব্বর্ত্তিতনিত্যকৃত্যঃ পিতা শুভে লগ্নে বিবাহপদ্ধত্যুক্তক্রমেণ গৌর্য্যাদিমাতৃকাপূজাং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধঞ্চ কৃত্বা ব্রাহ্মণতৃপ্ত্যর্থং ভোজ্যত্রয়মুৎসৃজেৎ। ওঁ অদ্যেত্যাদি মদীয়াভি-নবজাতকুমারস্য নামকরণকর্ম্মণি কর্ত্তব্যে যথাসম্ভববেদগোত্রশাখা-নামভ্যো যথোপকল্পিতং তৃপ্ত্যৌপয়িকমহমুৎসৃজে। ভোজ্যত্রয়ং ভোজয়িত্বা যথামঙ্গলং কুশাসনে প্রাঙ্মুখ উপবিশ্য আহতবাসঃ-পরিধানাং কৃতমঙ্গলাং বন্দিতগোরোচনাদিকুমারাঙ্কাং পত্নীমাত্ম-বামে সমুপবেশ্য আচারাৎ পূর্ণঘটে গণপতিনবগ্রহদিক্পালান্ সংপূজ্য ঘৃতপ্রদীপদ্বয়ং প্রজ্বাল্য শিলাপট্টকে চ শিলাপুত্রেণ রেখা-দ্বয়ং কৃত্বা পুনরুজ্জ্বাল্য তত উজ্জ্বলাং রেখাং উজ্জ্বলঞ্চ দীপকং নামরূপেণ পরিকল্প্য কুমারস্য দক্ষিণকর্ণে শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাসীতি

যথাকালে পিতা নিত্যকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক শুভলগ্নে বিবাহ-পদ্ধত্যুক্ত নিয়মে গৌর্য্যাদিমাতৃকা-পূজা ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিয়া তৃপ্তির জন্য তিনটী ভোজ্য উৎসর্গ করিবেন। পরে কুশাসনে প্রাঙ্মুখে বসিয়া নববস্ত্রধারিণী, কৃতমঙ্গলা পত্নীকে আপনার বামভাগে বসাইয়া তাহার ক্রোড়ে কুমারকে স্থাপন পূর্ব্বক আচারানুসারে পূর্ণকুম্ভে গণপতি, নবগ্রহ ও দিক্পালগণের পূজা করিবেন। পরে দুইটী ঘৃতপ্রদীপ জ্বালিয়া এবং শিলা-পুত্র দ্বারা শিলাতলে দুইটী রেখা অঙ্কিত করিয়া পুনরু-জ্জ্বালিত করত সমুজ্জ্বল রেখা ও সমুজ্জ্বল দীপকে নামরূপে কল্পনা পূর্ব্বক কুমারের দক্ষিণ কর্ণে "তুমি অমুকনামা হইলে" এই কথা

নাম কুর্য্যাৎ। কুমারী চেত্তদা বামকর্ণে অমুকী দেব্যসীতি নাম কুর্য্যাৎ। ততঃ শান্তিং কৃত্বা শান্ত্যুদকেন কুমারমভিষিচ্যাচ্ছিদ্রং কুর্য্যাৎ॥ ইতি নামকরণং॥ *॥

বলিবেন। কন্যা হইলে বামকর্ণে "তুমি অমুকী নাম্নী দেবী" এই কথা বলিতে হয়। তদনন্তর শান্তিকর্ম্ম করিয়া শান্তিজল দ্বারা কুমারকে অভিষেক করত অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন।

ইতি যজুর্ব্বেদীয় নামকরণ।

অন্নপ্রাশনম্।

ততো নিবন্ধোক্তকালে শুভদিবসে নির্ব্বর্ত্তিতনিত্যকৃত্যঃ পিতা বিবাহপদ্ধত্যুক্তক্রমেণ গৌর্য্যাদিমাতৃকাপূজাং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধঞ্চ কৃত্বা শুভে লগ্নে গৃহ এবাগ্নিস্থাপনং কুর্য্যাৎ। ততঃ প্রাঙ্মুখ উপবিশ্য স্থণ্ডিলোপরি অগ্নিস্থাপনং কৃত্বা ব্রহ্মাসনমাস্তীর্য্য দ্রব্যাসাদনং কৃত্বা যথোক্তবিধিনা মৎস্যমাংসসাধিতব্যঞ্জনসহিতং প্রাশনার্থমন্নাসাদনং কৃত্বা পবিত্রং প্রোক্ষণীপাত্রে দত্ত্বা প্রোক্ষণীজলেন সর্ব্বাণি দ্রব্যাণি সংপ্রোক্ষ্য প্রোক্ষণীপাত্রং স্ববামে স্থাপয়েৎ। ততঃ আজ্যস্থাল্যামাজ্যং নিরূপ্য চরুমধিশ্রপয়েৎ। যথা প্রাণায় ত্বা জুষ্টং গৃহ্লামীতি মুষ্টিমেকং গৃহীত্বা প্রাণায় ত্বা জুষ্টং নির্ব্বপামীতি উদূখলে সংস্থাপ্য ওঁ প্রাণায় ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষয়ামীতি প্রোক্ষণঞ্চ কৃত্বা চরুস্থাল্যাং দুগ্ধং দত্ত্বা পচেৎ। জ্বলদগ্নিং গৃহীত্বা ত্রিঃ পরিবেষ্ট্য তত্রৈবাগ্নৌ ক্ষিপেৎ। স্রুবাজ্যসংস্কারং কৃত্বা আজ্যস্থাল্যামাজ্যং নিরূপ্য প্রোক্ষণীপাত্রস্থং পবিত্রং গৃহীত্বা আজ্যমবেক্ষেৎ। প্রোক্ষণীজলং পবিত্রঞ্চ পুনস্তথৈব উপযমনকুশানাদায়

পিতা নিবন্ধোক্ত কালে শুভদিনে নিত্যকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক বিবাহপদ্ধতিবিহিত ক্রমানুসারে গৌর্য্যাদিমাতৃকা-পূজা ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিয়া শুভ লগ্নে গৃহেই অগ্নি স্থাপন করিবেন। পরে প্রাঙ্মুখে বসিয়া স্থণ্ডিলোপরি অগ্নি-স্থাপন, ব্রহ্মাসন আস্তরণ, দ্রব্যাসাদন, প্রাশনার্থ বিধানে মৎস্য-মাংস-সাধিতব্যঞ্জন-বিহিত অন্নাসাদন, প্রোক্ষণীপাত্রে পবিত্র প্রদান, প্রোক্ষণীজল দ্বারা সর্ব্বদ্রব্য প্রোক্ষণ, এই

সমিত্ত্রয়মূত্তিষ্ঠন্নগ্নৌ ক্ষিপেৎ। প্রোক্ষণীপাত্রস্থং পবিত্রং সজলং গৃহীত্বাগ্নিং পর্য্যুক্ষেৎ। ততো যজমানেনাঽন্বারব্ধপূর্ব্বকং স্রুবং গৃহীত্বা আজ্যেনাঘারাজ্যভাগৌ জুহুয়াৎ। তত্রাঘারৌ ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা। ইদং প্রজাপতয়ে। ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা। ইদমিন্দ্রায়। ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা। ইদমগ্নয়ে। ওঁ সোমায় স্বাহা। ইদং সোমায়। ততোঽন্বারব্ধত্যাগঃ। শুচিনামানমগ্নিং পূজয়েৎ। আজ্যাহুতিং জুহোতি। ওঁ দেবীং বাচমজনয়ন্ত দেবাস্তাং বিশ্বরূপাঃ পশবো বদন্তি। সা নো মন্দ্রেষুং ঊর্জ্জং দুহানা ধেনুর্ব্বাগস্মানুপ সুষ্টুতৈতু স্বাহা। ইদং বাচে। ওঁ বাজো নো অদ্য প্রসুবাতি দানং বাজো দেবান্ ঋতুভিঃ কল্পয়াতি। বাজো হি মা সর্ব্ববীরং চকার সর্ব্বা আশা বাজপতির্জ্জয়েয়ং স্বাহা। ইদং বাচে। পুনর্ব্যাভ্যাং একাহুতিং জুহোতি। ততঃ স্থালীপাকস্য জুহোতি। ওঁ প্রাণেনান্নমশীয় স্বাহা। ওঁ অপানেন গন্ধানশীয় স্বাহা। ওঁ চক্ষুষা রূপাণ্যশীয় স্বাহা। ইদং চক্ষুষে। ওঁ শ্রোত্রেণ যশোঽশীয় স্বাহা। ইদং শ্রোত্রায়। ইতি হুত্বা ব্রহ্মণাঽন্বারব্ধং স্থালীপাকাদেব গৃহীত্বা অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহা। ইদমগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে। ততঃ আজ্যেন মহাব্যাহৃতিহোমঃ। ওঁ ভূঃ স্বাহা। ইদং ভূঃ। ওঁ ভুবঃ স্বাহা। ইদং ভুবঃ। ওঁ স্বঃ স্বাহা। ইদং স্বঃ। ততঃ সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্তহোমঃ। সঙ্কল্পং কৃত্বা বিধুনামানমগ্নিং সংস্থাপ্য জুহুয়াৎ। ওঁ ত্বন্নোঽগ্নে ইত্যাদি। ইদমগ্নীবরুণাভ্যাং। ওঁ

সমস্ত করিয়া স্ববামে প্রোক্ষণীপাত্র স্থাপন করিবে। পরে আজ্যস্থালীতে আজ্যনিরূপণ পূর্ব্বক মূলের লিখিত নিয়মানুসারে চরুপাক করিয়া যথানিয়মে সমস্ত আহুতি প্রদান করিবেন। তৎপরে সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্ত-হোম ও প্রাজাপত্যহোম

সত্বন্নোঽগ্নে ইত্যাদি। ইদমগ্নীবরুণাভ্যাং। অয়াশ্চাগ্নে ইত্যাদি। ইদমগ্নয়ে। ওঁ যে তে শতমিত্যাদি। ইদং বরুণায় সবিত্রে বিষ্ণবে বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো মরুদ্ভ্যঃ। ওঁ উদুত্তম মিতি। ইদং বরুণায়। ততঃ প্রাজাপত্যহোমঃ। ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা। ইদং প্রজাপতয়ে। ইতি হুত্বা শেষং প্রাশ্য ব্রহ্মণে দক্ষিণাং দদ্যাৎ। ততঃ কৃতমঙ্গলং কুমারমানীয় সর্ব্বানুসান্ সর্ব্বমন্নেন নাগাদিভ্যঃ পৃথক্ দত্ত্বা অমৃতোপস্তরণমসীতি মন্ত্রেণ গণ্ডূষং কৃত্বা ওঁ প্রাণায় স্বাহেত্যাদিনা প্রাণাদিভ্যো মুখে স্পর্শমাত্রেণ দত্ত্বা ক্ষিপেৎ। ততোঽন্নং গৃহীত্বা ওঁ অন্নপতেঽন্নস্য নো দেহ্যনমীবস্য শুষ্মিণঃ। প্রদাতারন্তরিষ উর্জ্জন্নো ধেহি দ্বিপদেশ্চতুষ্পদে বিশ্বকর্ম্মণে স্বাহা। অনেন মন্ত্রেণ প্রাশয়তি। ওঁ ইহস্ত ইতি ব্রাহ্মণাদয়ঃ। শূদ্রস্তু তুষ্ণীমেব। ততঃ প্রচুরতরমন্নং প্রাশ্য ক্ষিপেৎ। ততো মাণবকমাচম্য বিস্তৃতাসনে উপবিশ্য তাম্বূলং দত্ত্বা মাণবকস্যাগ্রতো মৃত্তিকাং সুবর্ণং ধান্যং শাস্ত্রং শস্ত্রং শিল্পভাণ্ডঞ্চ উপস্থাপ্য মাতুরঙ্কাৎ কুমারং ত্যজেৎ। স্বয়মেতেষু যদগ্রতো গৃহ্লাতি তেন তস্য জীবিকা ভবিষ্যতীতি বোদ্ধব্যং। ততো ব্রাহ্মণভোজনমুৎসৃজেৎ। ততঃ

করিয়া হুতশেষ সেবন পূর্ব্বক ব্রহ্মদক্ষিণা দিবেন। পরে কৃতমঙ্গল কুমারকে আনয়ন পূর্ব্বক যথাযথ নিয়মে যথাযথ মন্ত্রে অন্ন প্রাশন করাইবেন। শূদ্র হইলে মন্ত্র পাঠের আবশ্যক করে না। পরে মাণবকের অগ্রে মৃত্তিকা, সুবর্ণ, ধান্য, শাস্ত্র, শস্ত্র, শিল্পভাণ্ড প্রভৃতি রাখিয়া মাতৃক্রোড় হইতে কুমারকে পরিত্যাগ করিবেন। পরে ব্রাহ্মণভোজন, শান্তিকর্ম্ম, কুমারকে আশীর্ব্বাদ ও অচ্ছিদ্রাবধারণ এই সকল করিবে। পরে

শান্তিং কৃত্বা কুমারমভিষিচ্যাশীর্ব্বাদং কৃত্বা অচ্ছিদ্রাবধারণং কুর্য্যাৎ। ততো বহির্গত্বা কুলাচারেণ মাণবকস্যাঙ্গে লাজাদিভিঃ ক্ষিপ্ত্বা কৃতমঙ্গলাচরণেন যথাভিলষিতং গচ্ছেৎ॥ * ॥ ইতি অন্নপ্রাশনপদ্ধতিঃ॥ * ॥

বহির্গমন পূর্ব্বক কুলাচারানুসারে মাণবকের অঙ্গে লাজাদি ক্ষেপণ করত মঙ্গলাচরণ করিয়া অভিলষিত স্থানে গমন করিবে।

ইতি যজুর্ব্বেদীয় অন্নাশন।

চূড়াকরণম্।

তত্র নিবন্ধোক্তকালে শুভদিবসে নিবর্ত্তিতনিত্যকৃত্যঃ পিতা শুভে লগ্নে গৌর্য্যাদিমাতৃকাপূজাং বসুধারাং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধঞ্চ কৃত্বা ব্রাহ্মণত্রয়ভোজ্যত্রয়মুৎসৃজেৎ। অদ্যেত্যাদি মৎপুত্রস্যামুকস্য চূড়াকরণকর্ম্মণি কর্ত্তব্যে যথাসম্ভবগোত্রশাখানামভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যো যথোপকল্পিতং তৃপ্ত্যৌপায়িকমন্নমহমুৎসৃজে। এবং যথাশক্তি তাম্বূলাদি দক্ষিণাং দত্ত্বা ভোজয়িত্বা বহির্নির্গত্য প্রাঙ্গণে ছায়ামণ্ডপে শুচিরাচান্তঃ প্রাঙ্মুখ উপবিশ্যাগ্নিস্থাপনং কুর্য্যাৎ। তত্রায়ং বিশেষঃ দ্রব্যাসাদনে। তদ্‌যথা। উষ্ণজলং শীতলং জলং নবনীতপিণ্ডং। ত্রিশ্বেতশল্লকীকণ্টকং প্রত্যেকং কুশপত্রত্রয়নির্ম্মিতং কুশগুচ্ছনবকং। তাম্রক্ষুরং নূতনশরাবস্থিতবলীবর্দ্দগোময়পিণ্ডং। ততঃ পবিত্রচ্ছেদনৈঃ পবিত্রীকরণং। প্রোক্ষণ্যাং

পিতা নিবন্ধোক্তকালে শুভদিনে নিত্যকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক গৌর্য্যাদি-মাতৃকা পূজা, বসুধারা ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিয়া মূলের লিখিত বাক্যে তিনটী ব্রাহ্মণের জন্য ভোজ্যত্রয় উৎসর্গ করিবেন। পরে যথাশক্তি তাম্বূলাদি দান পূর্ব্বক বহির্নির্গমন করত প্রাঙ্গণে ছায়ামণ্ডপে পবিত্র ও আচান্তভাবে প্রাঙ্মুখে বসিয়া অগ্নি স্থাপন করিবেন। উষ্ণ জল, শীতল জল, নবনীতপিণ্ড, তিনটী শ্বেতশল্লকীকণ্টক, প্রত্যেকটী কুশপত্র দ্বারা নির্ম্মিত এরূপ নবসংখ্য কুশগুচ্ছ, তাম্রক্ষুর, নূতন-শরাবস্থিত বলীবর্দ্দগোময়পিণ্ড এই সকল দ্রব্য স্থাপন করিবে।

স্থাপনং। প্রণীতাজলেন প্রোক্ষণ্যাং পূরণং। সব্যে পাণৌ প্রোক্ষণ্যা উত্থাপনং। উত্তানাভির্দ্দক্ষিণাঙ্গুলীভিস্তদ্গতানামপামুত্তোলনং। তাভির্যথাসাদিতপ্রোক্ষণং। অয়ঞ্চ প্রোক্ষণ্যাং বিধিঃ আজ্যস্থাল্যামাজ্যনির্ব্বাপঃ। জ্বলদগ্নিনা বেষ্টনং। পর্য্যগ্নীকরণং। স্রুবপ্রতপনং। সম্মার্জ্জনকুশৈঃ স্রুবস্য মূলমধ্যাগ্রদেশেষু মার্জ্জনং। প্রণীতোদকেনাভ্যুক্ষণং। পুনঃ প্রতপনং। ভূমৌ নিধানং। ততঃ আজ্যস্থালীমাত্মসম্মুখমানীয় প্রোক্ষণীপাত্রস্থং পবিত্রং গৃহীত্বা আজ্যস্য কিঞ্চিদুত্তোলনরূপমুৎপবনং কৃত্বা আজ্যমবেক্ষেৎ। প্রোক্ষণীজলঞ্চ বামহস্তেনোপযমনকুশাদানং। উত্থায়াগ্নৌ সমিৎপ্রক্ষেপঃ। প্রোক্ষণ্যুদকেন পবিত্রেণ হস্তেনাগ্নেরীশানাদিতঃ পর্য্যুক্ষণং। পবিত্রং প্রণীতায়াং নিধানং। প্রোক্ষণীপাত্রং সংস্রবার্থমগ্নেরুত্তরে স্থাপয়েৎ। তদনু কুমারং স্নাপিতং নূতনবাসোযুগং পরিধাপ্য মাতাঙ্কে কৃত্বা পশ্চাদগ্নেরুত্তরে উপ-

---

তৎপরে পবিত্রচ্ছেদন দ্বারা পবিত্রীকরণ, প্রোক্ষণীপাত্রে স্থাপন, প্রোক্ষণীতে জলপূরণ, সব্যহস্তে প্রোক্ষণী উত্থাপন, উত্তান দক্ষিণাঙ্গুলী দ্বারা তদ্গত জল উত্তোলন, সেই জল দ্বারা দ্রব্যাদি প্রোক্ষণ, আজ্যস্থালীতে আজ্য নিরূপণ, জ্বলদগ্নি দ্বারা বেষ্টন, পর্য্যগ্নীকরণ, স্রুবপ্রতপন, সম্মার্জ্জন কুশ দ্বারা স্রুবের মূল মধ্য ও অগ্রদেশে মার্জ্জন, প্রণীতাজল দ্বারা অভ্যুক্ষণ, পুনর্ব্বার প্রতপন, ভূমিতে স্থাপন, এই সমুদায় কার্য্য করিয়া আত্মসম্মুখে আজ্যস্থালী আনয়ন পূর্ব্বক প্রোক্ষণীপাত্রস্থ পবিত্র লইয়া আজ্যের কিঞ্চিৎ উত্তোলনরূপ উৎপবন করত আজ্যদর্শন করিবেন। পরে প্রোক্ষণীজল বাম হস্ত দ্বারা লইয়া

বিশেৎ। ততোঽগ্নে ত্বং সত্যনামাসীতি নাম কৃত্বা ব্রাহ্মণোঽন্বারম্ভপূর্ব্বকং স্রুবং গৃহীত্বা আজ্যেনাঘারবাজ্যভাগৌ জুহুয়াৎ। তত্রাঘারৌ ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা। ইদং প্রজাপতয়ে। ইদং মনসৈব জুহুয়াৎ। অগ্নের্ব্বায়ুকোণাদারভ্য আগ্নেয়ং যাবদনবচ্ছিন্ন-ঘৃতধারাদানং। ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা। ইদমিন্দ্রায়। অগ্নের্নৈঋ্ঋত-কোণাদারভ্য ঐশানীং যাবদনবচ্ছিন্নঘৃতধারাদানং। তত্রাজ্য-ভাগৌ ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা ইদমগ্নয়ে। ইত্যগ্নেরুত্তরভাগে জুহুয়াৎ। ওঁ সোমায় স্বাহা। ইদং সোমায় অগ্নের্দ্দক্ষিণভাগে জুহুয়াৎ। ততঃ মহাব্যাহৃতিহোমঃ। ওঁ ভূঃ স্বাহা। ইদং ভূঃ। ওঁ ভুবঃ স্বাহা। ইদং ভুবঃ। ওঁ স্বঃ স্বাহা। ইদং সূর্য্যায়। ততঃ প্রায়শ্চিত্তহোমঃ। সঙ্কল্পং কৃত্বা অগ্নে ত্বং বিধুনামাসীতি নাম কৃত্বা জুহুয়াৎ। ওঁ ত্বন্নোঽগ্নে ইত্যাদি। ইদমগ্নীবরুণাভ্যাং। ওঁ স ত্বন্ন ইত্যাদি পুনরিদমগ্নাবরুণাভ্যাং। ওঁ অয়াশ্চাগ্নে ইত্যাদি। ইদমগ্নয়ে। ওঁ যে তে শতং ইত্যাদি। ইদং বরুণায় বিশ্বেভ্যো মরুদ্ভ্যঃ স্বর্কেভ্যঃ। ওঁ উদুত্তমং ইত্যাদি। ইদং

তৎপরে কুশ গ্রহণ ও গাত্রোত্থান করত অগ্নিতে সমিধ প্রক্ষেপ করিবে। প্রোক্ষণীজল দ্বারা পবিত্র হস্তে অগ্নির ঈশানাদি হইতে পর্য্যুক্ষণ, প্রণীতাতে পবিত্র স্থাপন ও প্রোক্ষণীপাত্র সংশ্রবার্থ অগ্নির উত্তরে স্থাপন করিবে। তৎপরে মাতা কুমারকে নূতন বস্ত্রদ্বয় পরিধান করাইয়া ক্রোড়ে করত অগ্নির উত্তরে উপবেশন করিবেন। পরে ব্রাহ্মণ "অগ্নে ত্বং সত্য-নামাসি" বলিয়া অন্বারম্ভ পূর্ব্বক স্রুব গ্রহণ করত আজ্য-ভাগ হোম করিবে। হোমের মন্ত্রাদি মূলেই স্পষ্টীকৃত আছে।

বরুণায়। ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা ইদং প্রজাপতয়ে। ততঃ স্বিষ্টি-কৃদ্ধোমঃ। ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে। ততঃ সংশ্রবং প্রাশ্যাচম্য ব্রহ্মণে দক্ষিণাং দদ্যাৎ। ততঃ শীতলজলেন উষ্ণজলং মিশ্রয়তি। ওঁ উষ্ণেন বায় উদকেনৈহ্যদিতে কেশান্ বপ ইতি মন্ত্রেণ। কেশান্তে কেশশ্মশ্রু বপেতি মন্ত্রবিশেষঃ। ততস্তত্রৈব পূর্ব্বাসাদিতনবনীতপিণ্ডং তূষ্ণীং প্রক্ষিপ্য তেনৈব জলেন কুমারস্য দক্ষিণ-শিরঃপার্শ্বং তেময়তি। ওঁ সবিত্রা প্রসূতা দৈব্যা আপ উন্দন্তু তে তনুং। দীর্ঘায়ুত্বায় বর্চ্চসে। ইতি মন্ত্রেণ। ততস্ত্রিশল্লকীকণ্টকেন কেশান্ বিজটীকৃত্য তেন কুশপত্রত্রয়ং যোজয়তি। ওঁ ওষধে ত্রায়স্ব। স্বধিতে মৈনং হিংসীঃ। ইতি মন্ত্রেণ। ততস্তাম্র-ক্ষুরং সকুশে কেশে সংলাপয়তি। ওঁ নিবর্ত্তয়াম্যায়ুষেঽন্নাদ্যায় প্রজননায় রায়স্পোষায় সুপ্রজাস্ত্বায় সুবীর্য্যায়। ইতি মন্ত্রেণ। ততস্তূষ্ণীং লৌহক্ষুরমাদায় সকুশান্ কেশান্ ছেদয়েৎ। ওঁ যেনাবপৎ সবিতা ক্ষুরেণ সোমস্য রাজ্ঞো বরুণস্য বিদ্বান্। তেন

তদনন্তর মহাব্যাহৃতি হোম, প্রায়শ্চিত্ত হোম, স্বিষ্টিকৃদ্ধোম প্রভৃতি সমাপন করিয়া ব্রহ্মদক্ষিণা দিবে। পরে শীতল জলের সহিত উষ্ণ জল মিশ্রিত করিয়া যথাযথ মন্ত্রে ও নিয়মে কেশে প্রদান করিবে এবং পূর্ব্বোক্ত নবনীতপিণ্ড ঐ জলে ফেলিয়া ঐ জল দ্বারা কুমারের দক্ষিণশিরঃপার্শ্ব তেমিত করিবে। তৎপরে তিনটী শল্লকীকণ্টক দ্বারা কেশ বিজটী করিয়া তিনটী কুশপত্র "ওঁ ওষধে ত্রায়স্ব" ইত্যাদি মন্ত্রে যোজনা করিবে। তদনন্তর "ওঁ নিবর্ত্তয়াম্যায়ুষে" ইত্যাদি মন্ত্রে তাম্রক্ষুর সকুশ কেশে লগ্ন করিবে এবং তূষ্ণীভাবে লৌহক্ষুর লইয়া সকুশ কেশ

তে ব্রহ্মণো বপতীদমস্যায়ুষ্যং জরদষ্টির্যথাসৎ। ইতি মন্ত্রেণ সকুশাংস্তান্ কেশান্ ছিত্বা কুমারস্যোত্তরে কেনাপি বিধৃতে পূর্ব্ব-স্থাপিত-গোময়পিণ্ডে তূষ্ণীং নিঃক্ষিপেৎ। ততঃ সর্ব্বমেব কেশ-স্তেমনাদি গোময়পিণ্ডে ছিন্নকেশপ্রক্ষেপান্তমমন্ত্রকমপরং দক্ষিণ-পার্শ্বে বারদ্বয়ং কর্ত্তব্যং। ততঃ শিরঃপশ্চিমে পার্শ্বেঽপি দক্ষিণ-পার্শ্ববদেব তেনৈবানুষ্ঠানক্রমেণ সর্ব্বং বারত্রয়ং কর্ত্তব্যং। প্রথমং শুচ্ছচ্ছেদনমন্ত্রস্তু ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং। ওঁ যমদগ্নেস্ত্র্যায়ুষং। ওঁ যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষং তন্মে অস্তু ত্র্যায়ুষং। সর্ব্ব এব পূর্ব্বানুষ্ঠানক্রমেণ সমন্ত্রকঃ বারদ্বয়ং কর্ত্তব্যং। তথা শির উত্তরেঽপি দক্ষিণশিরঃ-পার্শ্ববদেব তেনৈবানুষ্ঠানক্রমেণ বারত্রয়ং কর্ত্তব্যং। প্রথমচ্ছেদন-নমন্ত্রস্তু ওঁ যেন ভূরিশ্চরা দিবং জ্যোক্ পশ্চাদধিসূর্য্যং। তেন তে বপামি ব্রহ্মণা জীবাতবে জীবনায় সুশ্লোক্যায় স্বস্তয়ে। ততো লৌহক্ষুরং শিরসি দক্ষিণাবর্ত্তেন ভ্রাময়েৎ। সমন্ত্রমেক-ভাগঃ। অপরভাগদ্বয়মমন্ত্রকং বারত্রয়ং। কেশান্তে তু সম্মুখে শিরসি তথৈব ভ্রাময়েৎ। ওঁ যৎ ক্ষুরেণ মজ্জয়তা সুপেষসা বপ্তা বা বপতি কেশাংশ্ছিন্ধি শিরো মাস্যায়ুঃ প্রমোষীঃ। ইতি মন্ত্রেণ। কেশান্তে তু শিরোমুখমাস্যায়ুঃ প্রমোষীরিতি বিশেষঃ। ততস্তেনৈব জলেন সর্ব্বং শিরস্তেমযিত্বা নাপিতায় ক্ষুরং দদাতি ওঁ অক্ষুণ্ণং পরিবপং ইতি মন্ত্রেণ। ততঃ পঞ্চশিখত্বাদিরূপং যথা যথা কুলাচারক্ষৌরং বরয়িত্বা কেশাংস্তস্মিন্ গোময়পিণ্ডে প্রক্ষি-

---

ছেদন করিবে। "ওঁ যেনাবপৎ" ইত্যাদি মন্ত্রে সকুশ কেশ ছেদন পূর্ব্বক ঐ কেশ কুমারের উত্তর দিকে কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক ধৃত পূর্ব্বস্থাপিত গোময়পিণ্ডে তুষ্ণীভাবে ক্ষেপণ করিবে।

পেৎ। মঙ্গলাচারপূর্ব্বকং গোষ্ঠে সরসি পুষ্করিণ্যাং বা নিঃক্ষিপেৎ। ততঃ কুমারং পুনঃস্নাপিতং কৃতমঙ্গলাচারং তথৈবাগ্নেঃ পশ্চিমে উপবেশ্য শান্তিং কৃত্বা কুমারমভিষিচ্যাশীর্ব্বাদং কৃত্বাচ্ছিদ্রাবধারণং কুর্য্যাৎ। কেশান্তে দ্বয়ং বিশেষঃ। আচার্য্যায় গৌর্দ্দেয়া। সম্বৎসরং যাবদবপনং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ অশক্তৌ দ্বাদশরাত্রং ত্রিরাত্রং বা॥

ইতি চূড়াকরণপদ্ধতিঃ ॥ * ॥

মূলের লিখিত মন্ত্রাদি ও প্রণালী অনুসারে কেশ ছেদন পূর্ব্বক গোময়পিণ্ডে অথবা মঙ্গলাচার সহকারে গোষ্ঠে, সরোবরে, কিম্বা পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করিতে পারে। তৎপরে কুমারকে পুনরায় স্নান করাইয়া মঙ্গলাচরণ পূর্ব্বক অগ্নির পশ্চিম দিকে বসিয়া শান্তিকর্ম্ম, কুমারকে অভিষেক ও আশীর্ব্বাদ এবং অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে। আচার্য্যকে গোদান করিতে হয়। এই সময় হইতে সম্বৎসর যাবৎ কেশমুণ্ডন করিবে না এবং ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করিবে; অশক্ত হইলে দ্বাদশ রাত্র বা ত্রিরাত্র ঐ নিয়ম প্রতিপালন করিবে।

ইতি যজুর্ব্বেদীয় চূড়াকরণ।

উপনয়নম্।

মনুঃ। গর্ভাষ্টমেঽষ্টমে বাব্দে ব্রাহ্মণস্যোপনয়নং। তথা চাহ পারস্করঃ। অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণমুপনয়েৎ। গর্ভাষ্টমে বা একাদশ-বর্ষং রাজন্যং দ্বাদশবর্ষং বৈশ্যং যথাকুলং বা সর্ব্বেষামিতি। তত্র গর্ভাষ্টমাষ্টময়োস্তুল্যন্যায়ত্বাদ্বিকল্প এব ন চাপকল্পঃ। যথা মঙ্গলবচনাৎ। তত্রাপি নবমাদিষু ক্রিয়মাণে যস্মিন্ কুলে মঙ্গলং কল্যাণং দৃষ্টং তত্র কুলাচার এব কর্ত্তব্যঃ। তত্র প্রথমং নিবন্ধোক্তকালে শুভদিবসে নির্ব্বর্ত্তিতনিত্যকৃত্যঃ পিতা বিবাহ-পদ্ধত্যুক্তক্রমেণ গৌর্য্যাদিমাতৃকাপূজাং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধঞ্চ কৃত্বা শুভে লগ্নে প্রাঙ্গণে ছায়ামণ্ডপে আচম্য প্রাঙ্মুখ উপবিশ্যাগ্নিস্থাপনং কুর্য্যাৎ। তত্র হস্তপ্রমাণং স্থণ্ডিলং ত্রিঃ সংমৃজ্য গোময়েন ত্রিরু-পলিপ্য কুশেন তূষ্ণীং পূর্ব্বাগ্রেরেখাত্রয়ং কৃত্বা কুশোৎকীর্ণমৃত্তিকাং ত্রিরুদ্ধৃত্য জলেন ত্রিরভ্যুক্ষ্যাত্মদক্ষিণেঽগ্নিমানীয় জ্বলৎকুশেন

গর্ভ হইতে ধরিয়া অষ্টমবর্ষে অথবা ভূমিষ্ঠ হইবার পর অষ্টম বর্ষে ব্রাহ্মণের উপনয়ন কর্ত্তব্য। গর্ভ হইতে অষ্টম বর্ষে বা একাদশ বর্ষে ক্ষত্রিয়ের এবং দ্বাদশ বর্ষে বৈশ্যের উপনয়ন হয় অথবা কুলাচারানুসারে হইতে পারে। কুলাচারানুসারে মঙ্গল ও কল্যাণদৃষ্টত্ব হেতু নবমাদি বর্ষেও উপনয়ন হইয়া থাকে। উপ-নয়ন-সংস্কারে প্রথমতঃ পিতা শুভদিনে নিত্যকৃত্য, বিবাহপদ্ধতি অনুসারে গৌর্য্যাদি মাতৃকা পূজা ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সমাপন পূর্ব্বক শুভলগ্নে প্রাঙ্গণে ছায়ামণ্ডপে আচমনান্তে প্রাঙ্মুখে উপবেশন

ক্রব্যাদাংশং ত্যক্ত্বা তূষ্ণীং স্থণ্ডিলেঽগ্নিমারোপ্য ব্রাহ্মণত্রয়ভোজন-মুৎসৃজেৎ। ততো ব্রাহ্মণেন সহ কুমারং ভোজয়িত্বা ক্ষৌরং স্নানঞ্চ কারয়িত্বা স্রগ্দামভিরলঙ্কৃত্য অন্যে তচ্ছিষ্যাঃ স্থাপিতাগ্নেঃ পশ্চিমে গুরুসমীপমানয়ন্তি। ততো গুরুরগ্নেঃ পশ্চাদুপস্থাপ্য মাণবকমাহ। ওঁ ব্রহ্মচর্য্যমাগামীতি ব্রূহি। ততো মাণবকঃ। ওঁ ব্রহ্মচর্য্যমাগামীতি ব্রূয়াৎ। পুনরাচার্য্যঃ ওঁ ব্রহ্মচার্য্যসানীতি ব্রূহি। ততো মাণবকঃ ওঁ ব্রহ্মচার্য্যসানীতি ব্রূয়াৎ। ততো গুরুঃ ক্ষৌমাদ্যন্যতমং শুক্লং বাসঃ কুমারং পরিধাপয়তি। ওঁ যেনেন্দ্রায় বৃহস্পতির্ব্বাসঃ পর্য্যদধাদমৃতং। তেন ত্বা পরিদধ্যাম্যায়ুষে দীর্ঘায়ুষ্ট্বায় বলায় বর্চ্চসে। ইতি মন্ত্রেণ। ততো মৌঞ্জাদ্যন্যতমাং মেখলাং ত্রিরাবৃত্তাং কুলাচারেণ প্রবর-

---

করত অগ্নিস্থাপন করিবেন। হস্তপ্রমাণ স্থণ্ডিল তিনবার মার্জ্জন, গোময় দ্বারা তিনবার লেপন, কুশ দ্বারা তূষ্ণীভাবে পূর্ব্বাগ্র রেখাত্রয় অঙ্কন, তত্রত্য উৎকীর্ণ মৃত্তিকা তিনবার উত্তোলন, জল দ্বারা বারত্রয় অভ্যুক্ষণ, আত্মদক্ষিণে অগ্নি আনয়ন, প্রজ্বলিত কুশ দ্বারা ক্রব্যাদাংশ পরিত্যাগ, তূষ্ণীভাবে স্থণ্ডিলে অগ্নি আরোপণ, ব্রাহ্মণত্রয়ার্থ ভোজ্য উৎসর্গ এই সকল সমাধা করিবে। পরে অন্য শিষ্যেরা কুমারকে ব্রাহ্মণ সহ ক্ষৌর ও স্নান করাইয়া মাল্যাদি দ্বারা অলঙ্কৃত করত অগ্নির পশ্চিমে গুরুসমীপে আনয়ন করিবে। পরে গুরু মাণবককে অগ্নির পশ্চাতে বসাইয়া "ওঁ ব্রহ্মচর্য্যমাগামি" ইত্যাদি বলিতে বলিতে মাণবকও ঐরূপ বলিবে। তৎপরে গুরু পট্টবস্ত্র বা শুক্ল অন্য নববস্ত্র লইয়া "ওঁ যেনেন্দ্রায়" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ সহকারে পরি-

সংখ্যয়া ত্রিবেষ্টনগ্রন্থিযুক্তাং বধ্নাতি। ওঁ ইয়ং দুরুক্তং পরিবাধমানা বর্ণং পবিত্রং পুনতী ম আগাৎ। প্রাণাপানাভ্যাং বলমাদধানা স্বসা দেবী সুভগা মেখলেয়ং। ইতি মন্ত্রেণ। তত একাং ত্রিদণ্ডিকাং প্রযচ্ছতি। ওঁ যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং প্রজাপতের্যৎ সহজং পুরস্তাৎ। আয়ুষ্যমগ্র্যং প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং যজ্ঞোপবীতং বলমস্তু তেজঃ। ওঁ যো মে দণ্ডঃ পরাপতদ্বৈহায়সোহধিভূম্যাং তমহং পুনরাদদাম্যায়ুষে ব্রহ্মণে ব্রহ্মবর্চ্চসায়। অথ কুমারং তথৈবাঞ্জলিং গুরুর্জলাঞ্জলিনা পূরয়তি। ওঁ আপো হিষ্ঠেতি ওঁ যো বঃ শিবতম ইতি ওঁ তস্মা অরঙ্গ মাম ইতি মন্ত্রেণ। অথ কুমারং জলাঞ্জলিং দাপয়িত্বা সূর্য্যমুদীক্ষয়তি। ওঁ তচ্চক্ষুর্দেবহিতং ইতি মন্ত্রেণ। ততো মাণবকস্য দক্ষিণস্কন্ধাসক্তহস্তেন হৃদয়ং স্পৃষ্ট্বা জপতি। ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধামি মম চিত্তমনু চিত্তন্তেঽস্তু মম বাচমেকমনা জুষস্ব বৃহস্পতিস্ত্বা নিযুনক্তু মহ্যং। ইত্যনেন মন্ত্রেণ। অথ মাণবকং দক্ষিণহস্তেন

ধান করাইবেন। পরে কুলাচারানুসারে প্রবরসংখ্যায় ত্রিবেষ্টনগ্রন্থিযুক্ত ত্রিরাবৃত্তা মৌঞ্জাদি মেখলা "ওঁ ইয়ং দুরুক্তং" ইত্যাদি মন্ত্রে বন্ধন করিয়া দিবেন। অনন্তর "ওঁ যজ্ঞোপবীতং পরমং" ইত্যাদি মন্ত্রে একা ত্রিদণ্ডিকা দিয়া গুরুদেব "ওঁ আপো হি ষ্ঠা" ইত্যাদি মন্ত্রে কুমারের ও আপনার অঞ্জলি জল দ্বারা পূরিত করিবেন। পরে কুমারকে জলাঞ্জলি দেওয়াইয়া "ওঁ তচ্চক্ষুর্দেবহিতং" মন্ত্রে সূর্য্য দর্শন করাইতে হয়। পরে মাণবকের দক্ষিণ স্কন্ধোপরি সংলগ্ন হস্ত দ্বারা তদীয় হৃদয়দেশ স্পর্শ পূর্ব্বক "ওঁ মম ব্রতে" ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবেন। তৎপরে দক্ষিণ হস্ত

গৃহীত্বা গুরুঃ পৃচ্ছতি। ওঁ কো নামাসি। ততো মাণবক আহ। শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাহং ভোঃ। ততো গুরুর্মাণবকমাহ। ওঁ কস্য ব্রহ্মচার্য্যসি। তত্র ওঁ ভবতঃ ইতি মাণবকেনোক্তে গুরুঃ পঠতি। ওঁ ইন্দ্রস্য ব্রহ্মচার্য্যস্যগ্নিরাচার্য্যস্তবাহমাচার্য্যস্তবাসৌ। অত্রাসাবিতি স্থানে শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মন্নিতি। অথ মাণবকং ভূতেভ্যো দদাতি গুরুঃ। ওঁ প্রজাপতয়ে ত্বা পরিদদামি দেবায় ত্বা সবিত্রে পরিদদামি। অদ্ভ্যস্ত্বৌষধীভ্যঃ পরিদদামি। দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং ত্বা পরিদদামি বিশ্বেভ্যস্ত্বা দেবেভ্যঃ পরিদদামি সর্ব্বেভ্যস্ত্বা ভূতেভ্যঃ পরিদদাম্যরিষ্ট্যৈ। ইতি মন্ত্রেণ। ততো মাণবকোঽগ্নিং প্রদক্ষিণীকৃত্য গুরোরুত্তর উপবিশতি। ততো গুরুর্যথাশক্তি ব্রহ্মাণং বরয়েৎ। ততোঽগ্নের্দক্ষিণে প্রাগগ্রকুশসমেতং ব্রহ্মাসনমাস্তীর্য্য তত্র ব্রহ্মন্নিহোপবিশ্যতামিতি ব্রাহ্মণমুপবেশ্য অগ্নেরুত্তরে প্রণীতাপ্রণয়নং কৃত্বা সকৃদচ্ছিন্নকুশেন

দ্বারা মাণবককে স্পর্শ করত জিজ্ঞাসা করিবেন, "তোমার নাম কি?" মাণবক বলিবে, "আমার নাম অমুকদেবশর্ম্মা।" গুরু জিজ্ঞাসা করিবেন, "তুমি কাহার ব্রহ্মচারী?" মাণবক কহিবে, "আপনার।" তখন গুরু "ওঁ ইন্দ্রস্য ব্রহ্মচার্য্যসি" ইত্যাদি পাঠান্তে "ওঁ প্রজাপতয়ে ত্বা পরিদদামি" ইত্যাদি মন্ত্রে মাণবককে ভূতগণের উদ্দেশে প্রদান করিবেন। পরে মাণবক অগ্নি প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক গুরুর উত্তর দিকে উপবেশন করিলে গুরু যথাশক্তি ব্রহ্মবরণ করিবেন। তৎপরে অগ্নির দক্ষিণে প্রাগগ্রকুশ সমেত ব্রহ্মাসন আস্তরণ, তদুপরি "হে ব্রহ্মন্! উপবেশন করুন" বলিয়া উপবেশন করাইয়া অগ্নির উত্তরে প্রণীতা প্রণয়ন করত সকৃৎ

ঈশানকোণমারভ্য দক্ষিণাদিতো যথাক্রমমাসাদয়েৎ । তদ্‌যথা ।
পবিত্রচ্ছেদনানি ত্রীণি পবিত্রে প্রোক্ষণীপাত্রং আজ্যস্থালী চরু-
স্থালী সম্মার্জ্জনকুশাঃ ত্রয়োদশ সমিধস্তিস্রঃ স্রুবং আজ্যং ব্রহ্ম-
দক্ষিণা অপরং সমিত্ত্রয়ঞ্চ । ততঃ পূর্ব্বাসাদিতপবিত্রং পবিত্রচ্ছে-
দনকুশেন ছিত্বা প্রোক্ষণীপাত্রে দত্বা তত্র প্রণীতাজলং নিধায়
বামহস্ততলে প্রোক্ষণীপাত্রং বিন্যস্য দক্ষিণহস্তেন প্রোক্ষণীপাত্রস্থ-
জলং গৃহীত্বা কতিপয়প্রোক্ষণীজলেন প্রোক্ষণীজলং অন্যানি
চ পাত্রাণি সংপ্রোক্ষ্য প্রণীতাদক্ষিণেঽসঞ্চরে প্রোক্ষণীপাত্রং
স্থাপয়েৎ । তত আজ্যস্থালীমাত্মসম্মুখমানীয় পূর্ব্বাসাদিতমাজ্যং
তস্যাং নিরূপ্য অগ্নাবধিশ্রিত্য পর্য্যগ্নিকরণায় জ্বলদগ্নিং গৃহীত্বা
আজ্যস্থালীং ত্রিঃ পরিবেষ্ট্য তমগ্নিং তত্রৈবাগ্নৌ ক্ষিপেৎ । ততঃ
পূর্ব্বাসাদিতস্রুবং প্রতপ্য সম্মার্জ্জনকুশেন মূলাদগ্রং পুনরগ্রান্মূলং
যাবৎ সম্মার্জ্য পুনঃ প্রতপ্য প্রোক্ষণ্যুত্তরে স্থাপয়েৎ ।
ততঃ আজ্যস্থালীমাত্মসম্মুখে অবতার্য্য প্রোক্ষণীপাত্রস্থপবিত্রং

অচ্ছিন্ন কুশ দ্বারা ঈশান কোণ হইতে দক্ষিণাবর্ত্তক্রমে অগ্নি-
পরিস্তরণ করত অগ্নির উত্তরে প্রয়োজনদ্রব্য দক্ষিণাদিক্রমে বিন্যাস
করিবে । পবিত্রচ্ছেদনত্রয়, পবিত্রদ্বয়, প্রোক্ষণীপাত্র, আজ্যস্থালী,
চরুস্থালী, ত্রয়োদশ সম্মার্জ্জনকুশ, সমিত্রয়, স্রুব, আজ্য,
ব্রহ্মদক্ষিণা ও অপর সমিত্রয় এই সকল বিন্যাস করিতে হয় ।
তদনন্তর পবিত্রচ্ছেদন কুশ দ্বারা পূর্ব্বাসাদিত পবিত্র ছেদন পূর্ব্বক
প্রোক্ষণীপাত্রে প্রদান, তদুপরি প্রণীতাজলনিধান, বামহস্ততলে
প্রোক্ষণীপাত্র বিন্যাস, দক্ষিণ হস্ত দ্বারা প্রোক্ষণীপাত্রস্থ জলগ্রহণ,
কতিপয় প্রোক্ষণীজল দ্বারা প্রোক্ষণীজল ও অন্যান্য পাত্র

গৃহীত্বা কিঞ্চিদুত্তোলনরূপমুৎপবনং কৃত্বা আজ্যমবেক্ষেৎ। প্রোক্ষণীজলঞ্চ উপযমনকুশান্‌ বামহস্তেন গৃহীত্বা পূর্ব্বাসাদিত-সমিত্ত্রয়মুত্তিষ্ঠন্নগ্নৌ প্রক্ষিপ্য উপবিশ্য প্রোক্ষণীপাত্রস্থং পবিত্রং জলং গৃহীত্বা তজ্জলেনেশানাদিতো দক্ষিণাবর্ত্তেনাগ্নিং পর্য্যুক্ষেৎ। ততঃ পবিত্রং প্রণীতায়াং নিধায় প্রোক্ষণীপাত্রং সংস্রবার্থমগ্নেরুত্তরে স্থাপয়েৎ। ততো যজমানোঽন্বারব্ধপূর্ব্বকং স্রুবং গৃহীত্বা আজ্যেনা-ঘারাবাজ্যভাগৌ জুহুয়াৎ। তত্রাঘারৌ। ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা

প্রোক্ষণ, এই সমস্ত করিয়া প্রণীতার দক্ষিণে প্রোক্ষণীপাত্র স্থাপন করিবেন। পরে আত্মসম্মুখে আজ্যস্থালী আনয়ন, পূর্ব্বাসাদিত আজ্য তাহাতে প্রদান, পর্য্যগ্নিকরণার্থ প্রজ্বলিত অগ্নি লইয়া আজ্যস্থালী তিনবার পরিবেষ্টন, অগ্নি তদগ্নিমধ্যেই ক্ষেপণ, পরে পূর্ব্বাসাদিতস্রুব প্রতাপিত করণ, সম্মার্জ্জন কুশ দ্বারা স্রুবের মূল হইতে অগ্র এবং পুনরায় অগ্র হইতে মূল পর্য্যন্ত মার্জ্জন ও পুনঃ প্রতপন পূর্ব্বক প্রোক্ষণীর উত্তরে স্থাপন করি-বেন। অনন্তর আত্মসম্মুখে আজ্যস্থালী অবতারণ ও প্রোক্ষণী-পাত্রস্থ পবিত্র লইয়া কিঞ্চিৎ উত্তোলনরূপ উৎপবন করিয়া আজ্যদর্শন করিবেন। পরে বামহস্ত দ্বারা প্রোক্ষণীজল ও উপযমনকুশ লইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পূর্ব্বাসাদিত সমিত্ত্রয় অগ্নিতে প্রক্ষেপ করতঃ উপবেশন করিয়া প্রোক্ষণীপাত্রস্থ পবিত্র ও জল গ্রহণ করিবে এবং তজ্জল দ্বারা ঈশানাদি হইতে দক্ষিণা-বর্ত্তক্রমে অগ্নিপর্য্যুক্ষণ করিবে। তৎপরে প্রণীতাতে পবিত্র স্থাপন ও সংস্রবার্থ অগ্নির উত্তরে প্রোক্ষণীপাত্র স্থাপন করি-বেন। তৎপরে যজমান অন্বারব্ধপূর্ব্বক স্রুব লইয়া ঘৃত দ্বারা

ইদং প্রজাপতয়ে। ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা ইদমিন্দ্রায়। ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা ইদমগ্নয়ে। ওঁ সোমায় স্বাহা ইদং সোমায়। হুত্বা হুত্বা স্রুব-সংলগ্নং হবিঃশেষং প্রাশনার্থং প্রোক্ষণীপাত্রে স্থাপয়েৎ। ততো-ঽন্বারম্ভত্যাগঃ। সমুদ্ভবনামানমগ্নিং কৃত্বা পূজয়েৎ। ততো মহাব্যাহৃতিহোমঃ। ওঁ ভূঃ স্বাহা। ইদং ভূঃ। ওঁ ভুবঃ স্বাহা। ইদং ভুবঃ। ওঁ স্বঃ স্বাহা। ইদং সূর্য্যায়। ততো বিধুনামানমগ্নিং সংস্থাপ্য সংকল্পং কৃত্বা ওঁ তন্নোঽগ্নে ইত্যাদিনা প্রায়শ্চিত্তহোমং কুর্য্যাৎ। ততঃ প্রাজাপত্যহোমঃ। ওঁ প্রজা-পতয়ে স্বাহা। ইদং প্রজাপতয়ে। ততঃ স্বিষ্টিকৃদ্ধোমঃ। ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহা। ইদমগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে। ততঃ সংস্রবং প্রাশ্যাচম্য ব্রহ্মণে দক্ষিণাং দদ্যাৎ। ততো গুরুর্ম্মাণবকং সংশাস্তি। ওঁ ব্রহ্মচার্য্যসি। ওঁ ব্রহ্মচার্য্যস্মীতি মাণবকঃ। পুন-র্গুরুঃ ওঁ আপেশোনং কর্ম্ম কুরু। ওঁ আপোশানি ইতি মাণ-

---

মূলের লিখিত মন্ত্রে আঘার হোম ও আজ্যভাগহোম করিবেন। প্রতি আহুতি অন্তে স্রুবলগ্ন ঘৃত প্রোক্ষণীপাত্রে রাখিতে হয়। তদনন্তর অন্বারম্ভত্যাগ, সমুদ্ভব নামা অগ্নিস্থাপন পূর্ব্বক মূলের লিখিত মন্ত্রে মহাব্যাহৃতি হোম, তৎপরে বিধুনামা অগ্নিস্থাপন ও সঙ্কল্প পূর্ব্বক "ওঁ তন্নোঽগ্নে" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রায়শ্চিত্ত হোম, "ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রাজাপত্যহোম, "ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহা" ইত্যাদি মন্ত্রে স্বিষ্টিকৃদ্ধোম, তৎপরে সংস্রব প্রাশন ও আচমনান্তে ব্রহ্মদক্ষিণাদান, এই সমস্ত সম্পাদন করিয়া গুরু মাণবককে কহিবেন, "তুমি ব্রহ্মচারী হইলে।" মাণবকও উত্তর করিবে, "ব্রহ্মচারী হইলাম।" এই-

বকঃ। পুনর্গুরুঃ ওঁ কর্ম্ম কুরু। ওঁ করবাণি ইতি মাণবকঃ পুনর্গুরুঃ ওঁ মা দিবা স্বাপ্সীঃ। ওঁ ন স্বপামি ইতি মাণবকঃ। পুনর্গুরুঃ ওঁ বাচং যচ্ছ। ওঁ যচ্ছামি ইতি মাণবকঃ। পুনর্গুরুঃ ওঁ সমিধমাধেহি। ওঁ আদধামি ইতি মাণবকঃ। ততোঽগ্নেরুত্তরে প্রাঙ্মুখ উপবিষ্টঃ প্রত্যঙ্মুখায় শিষ্যায় দক্ষিণহস্তেন গুরোর্দ্দক্ষিণপাদং বামহস্তেন বামপাদং গৃহীত্বা উপসন্নায় গুরুমুখং সমীক্ষ্যমাণায় গায়ত্রীং দদাতি গুরুঃ। প্রথমবারং পাদাবচ্ছেদেন পাঠয়েৎ। প্রথমপাদং যথা—ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ইত্যর্দ্ধাবচ্ছেদং। তৃতীয়বারং প্রণবেন সহৈব সর্ব্বাংশব্যাহৃতিকাং গায়ত্র্যাং পাঠয়েৎ। যথা ওঁ ভূবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওম্। অনেন ক্রমেণ গায়ত্রীং মাণবকায় দদ্যাৎ। ততো মাণবকঃ সমিধাধানং কুর্য্যাৎ। ততঃ প্রথমং দক্ষিণহস্তেনাগ্নিং পরি-

---

রূপে পুনরায় গুরু "আপোশানকর্ম্ম কর" বলিলে মাণবক "আপোশানকর্ম্ম করিব," "কর্ম্ম কর" বলিলে, "কর্ম্ম করিব"; "দিবাতে নিদ্রিত হইও না" বলিলে "দিবাতে নিদ্রিত হইব না"; "বাক্য প্রতিপালন করিও" বলিলে "প্রতিপালন করিব"; এবং সমিধ আহরণ কর" বলিলে মাণবকও "আহরণ করিব" বলিবে। তদনন্তর গুরু অগ্নির উত্তরে প্রাঙ্মুখে বসিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা গুরুর দক্ষিণ পাদ এবং বাম হস্ত দ্বারা বামপদ ধারণ পূর্ব্বক গুরুমুখের প্রতি দৃষ্টি করিলে গুরুদেব গায়ত্রী উপদেশ দিবেন। যে নিয়মে গায়ত্রী উপদেশ দিবেন, তাহা মূলেই স্পষ্ট ব্যক্ত আছে। পরে মাণবক যথাযথ মন্ত্রে সমিধাধান,

সমূহতি। অগ্নে সুশ্রবঃ সুশ্রবসং মা কুরু যথা ত্বমগ্নে সুশ্রবঃ সুশ্রবা অসি। এবমগ্নে সুশ্রবঃ সৌশ্রবসং মা কুরু যথা ত্বমগ্নে দেবানাং যজ্ঞস্য নিধিপা অসি। এবমহং মনুষ্যাণাং বেদস্য নিধিপো ভূয়াসং। ইত্যনেন মন্ত্রেণ। ততো জলেন ঈশানাদিতো দক্ষিণাবর্ত্তেনাগ্নিং পর্য্যুক্ষেৎ। উত্থায় একাং সমিধমাদধাতি ওঁ অগ্নে সমিধমাহার্ষং বৃহতে জাতবেদসে যথা ত্বমগ্নে সমিধা সমিধ্যস এবমহমায়ুষা মেধয়া বর্চ্চসা প্রজয়া পশুভি-র্ব্রহ্মবর্চ্চসেন সমিন্ধে জীবপুত্রো মমাচার্য্যো মেধাব্যহমসান্য-নিরাকরিষ্ণুঃ আয়ুষ্মান্ যশস্বী তেজস্বী ব্রহ্মবর্চ্চস্ব্যন্নাদো ভূয়াসং অগ্নয়ে স্বাহা ইদমগ্নয়ে ইত্যনেন মন্ত্রেণ। এবং পরিসমূহনাদিক্রমেণ অপরসমিধদ্বয়ং হুত্বা তত্রৈবাগ্নৌ হস্তৌ প্রতপ্য তাভ্যাং স্বং মুখং মার্জ্জয়তি। ওঁ তনূপা অগ্নেঽসি তন্বং মে পাহ্যায়ুর্দা অসি অগ্নে আয়ুর্ম্মে দেহি বর্চ্চোদা অগ্নেঽসি বর্চ্চো মে দেহি অগ্নে যন্মে তন্বা ঊনং তন্ম আপৃণ। ওঁ মেধাং মে দেবঃ সবিতা আদধাতু মেধাং মে দেবী সরস্বতী। মেধং মে অশ্বিনৌ দেবাবাধত্তাং পুষ্করস্রজৌ। ইত্যাভ্যাং মন্ত্রাভ্যাং তথৈব পাণী প্রতপ্য সর্ব্বাণ্য-ঙ্গানি মার্জ্জয়েৎ। ওঁ অঙ্গানি চ ম আপ্যায়ন্তাং তথা মুখং ওঁ বাক্ চ আপ্যায়তাং নাসিকে একৈকশঃ ওঁ নাসিকা চ আপ্যায়তাং। ওঁ প্রাণাশ্চ আপ্যায়ন্তাং। তথা একৈকশশ্চক্ষুষী চক্ষুশ্চ মে আপ্যয়াতাং। তথা একৈকশঃ কর্ণৌ ওঁ শ্রোত্রঞ্চ আপ্যায়তাং। তথা সর্ব্বাঙ্গং ওঁ যশো বলঞ্চ আপ্যায়তাং। তথা

অগ্নিপর্য্যুক্ষণ ও অগ্নিপরিসমূহনাদি করিয়া সেই অগ্নিতে হস্ত-দ্বয় প্রতপ্ত করত তদ্দ্বারা স্বীয় মুখ ও সর্ব্বাঙ্গ মার্জ্জন করিবে।

ললাটাদিষু ভস্মনা অনামিকয়া তিলকং দদ্যাৎ। তত্র ললাটে ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং তথা গ্রীবায়াং যমদগ্নেস্ত্র্যায়ুষং দক্ষিণাংশে ওঁ যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষং। হৃদি তন্মেহস্তু ত্র্যায়ুষং। অথ ভিক্ষাচরণং। তত্র প্রথমং মাতরং ভগিনীং মাতৃস্বসারং যাচেত। ওঁ ভবতি ভিক্ষাং দেহি। পুরুষন্তু যাচ্যমানং ওঁ ভবন্ ভিক্ষাং দেহি ইতি যাচেত। ততো গুরবে ভিক্ষাং নিবেদয়েৎ। ততো গুরুঃ শান্ত্যুদকং কৃত্বা শিষ্যমভিষিচ্যাশীর্ব্বাদমচ্ছিদ্রাবধারণঞ্চ কুর্য্যাৎ। ততো ব্রহ্মচারী মৌনী মৌনাশক্তো নিয়তবাক্ দিনশেষং নীত্বা সন্ধ্যামুপাস্য পূর্ব্ববৎ সমিধাধানং কৃত্বা অক্ষারলবণং ভুঞ্জীত। ততো যাবদ্‌ব্রহ্মচর্য্যং সায়ং প্রাতরেব সমিধাধানং। তথা ভিক্ষাচরণং গুরুশুশ্রূষাদিকঞ্চ কুর্য্যাৎ ॥

তদনন্তর অনামিকাঙ্গুলীযোগে ভস্ম দ্বারা ললাটাদিতে তিলক প্রদান করিতে হয়। তিলকাদি দানের মন্ত্রও মূলে স্পষ্টীকৃত আছে। তৎপরে মাণবক মাতা, ভগিনী, মাতৃস্বসা প্রভৃতি সকলের নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করিবে। স্ত্রীজাতির নিকট "ওঁ ভবতি ভিক্ষাং দেহি" এবং পুরুষের নিকট "ওঁ ভবন্ ভিক্ষাং দেহি" বলিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিতে হয়। ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য গুরুকে নিবেদন করিবে। পরে গুরু শান্তিকর্ম্ম, শিষ্যকে অভিষেক, আশীর্ব্বাদ এবং অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন। অবশেষে ব্রহ্মচারী মৌনী, মৌনাশক্ত হইলে নিয়তবাক্ হইয়া দিনশেষ অতিবাহিত করত সন্ধ্যোপাসনা করিয়া পূর্ব্ববৎ সমিধাধান পূর্ব্বক অক্ষারলবণ ভোজন করিবে। যাবৎ ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় থাকিতে হয়, তাবৎকাল সায়ং ও প্রাতঃ উভয় সময়েই সমিধাধান করিবে এবং ভিক্ষাচরণ ও গুরুশুশ্রূষাদি করিতে হইবে।

ইতি যজুর্ব্বেদীয় উপনয়নকর্ম্ম।

বেদারম্ভঃ।

তত্র শুভদিবসে ব্রহ্মচারী নিত্যকৃত্যং সমাপ্য বিবাহপদ্ধত্যুক্ত-ক্রমেণ গৌর্য্যাদিমাতৃকাপূজাং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধঞ্চ কৃত্বা গুরুসমীপং যায়াৎ। গুরুরপি প্রাঙ্গণে ছায়ামণ্ডপে ব্রহ্মচারিণং আত্মন উত্তরে উপবেশ্যাগ্নিস্থাপনং কৃত্বা আঘারবাজ্যভাগৌ হুত্বা সমুদ্ভব-নামানমগ্নিং কৃত্বা বেদাহুতিহোমং কুর্য্যাৎ। ওমগ্নে ত্বং সমুদ্ভব-নামাসীতি নাম কৃত্বা ধ্যাত্বাভ্যর্চ্চ্য জুহুয়াৎ। ওঁ পৃথিব্যৈ স্বাহা ইদং পৃথিব্যৈ। ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা ইদমগ্নয়ে। ইতি ঋগ্বেদে। ওঁ অন্তরীক্ষায় স্বাহা ইদমন্তরীক্ষায়। ওঁ বায়বে স্বাহা ইদং বায়বে। ইতি যজুর্ব্বেদে। ওঁ দিবে স্বাহা ইদং দিবে। ওঁ সূর্য্যায় স্বাহা ইদং সূর্য্যায়। ইতি সামবেদে। ওঁ দিগ্‌ভ্যঃ স্বাহা ইদং দিগ্‌ভ্যঃ। ওঁ চন্দ্রমসে স্বাহা ইদং চন্দ্রমসে। ইত্যথর্ব্ববেদে। অথ সর্ব্ববেদসাধারণাহুতয়ঃ। ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা ইদং ব্রহ্মণে। ওঁ ছন্দোভ্যঃ স্বাহা ইদং ছন্দোভ্যঃ। ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা ইদং প্রজাপতয়ে। ওঁ দেবেভ্যঃ স্বাহা ইদং দেবেভ্যঃ। ওঁ ঋষিভ্যঃ স্বাহা ইদং ঋষিভ্যঃ। ওঁ শ্রদ্ধায়ৈ স্বাহা ইদং শ্রদ্ধায়ৈ। ওঁ মেধায়ৈ

শুভদিনে ব্রহ্মচারী নিত্যকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক বিবাহ-পদ্ধত্যুক্তক্রমে গৌর্য্যাদি মাতৃকাপূজা ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিয়া গুরুসমীপে গমন করিবেন। গুরুও প্রাঙ্গণে ছায়ামণ্ডপে আপনার উত্তরদিকে ব্রহ্মচারীকে বসাইয়া অগ্নিস্থাপন করত আঘার-ভাগ ও আজ্যভাগ হোম করিবেন। পরে সমুদ্ভবনামা অগ্নি

স্বাহা ইদং মেধায়ৈ। ওঁ সদসম্পতয়ে স্বাহা ইদং সদস্পতয়ে। ওঁ অনুমতয়ে স্বাহা ইদং অনুমতয়ে। ততো ব্রহ্মণোহন্বারম্ভপূর্ব্বকং মহাব্যাহৃতিহোমং কুর্য্যাৎ। ওঁ ভূঃ স্বাহা ইদং ভূঃ। ওঁ ভুবঃ স্বাহা ইদং ভুবঃ। ওঁ স্বঃ স্বাহা ইদং স্বঃ। ততঃ প্রায়শ্চিত্তহোমঃ। ততঃ প্রাজাপত্যহোমঃ। ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা ইদং প্রজাপতয়ে। ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহা ইদমগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে। ততঃ সংস্রবং প্রাশ্যাচম্য ব্রহ্মণে দক্ষিণাং দদ্যাৎ। ততো গুরুরগ্রে প্রাঙ্মুখ উপবিষ্টঃ শিষ্যমুখসমীক্ষ্যমাণো মাণবকায় প্রত্যঙ্মুখায় উপবিষ্টায় দক্ষিণহস্তেন গুরোর্দ্দক্ষিণপাদং বামহস্তেন বামপাদং গৃহীত্বা উপসন্নায় গুরুমুখসমীক্ষ্যমাণায় ওঙ্কারব্যাহৃতিপূর্ব্বকান্ পঠিতব্যানেব বেদানধ্যাপয়েৎ। প্রথমবারং পাদাবচ্ছেদেন দ্বিতীয়বারমর্দ্ধাবচ্ছেদেন তৃতীয়বারং সহৈব সর্ব্বাং ঋচং পঠন্ মাণবকং পাঠয়েৎ। যজুর্ব্বেদঋগ্বেদ-সামবেদাথর্ব্ববেদাদি-মন্ত্রান্ পাঠয়েৎ। তদ্‌যথা।

স্থাপন পূর্ব্বক বেদাহুতি হোম করিবেন। "ওঁ অগ্নে ত্বং সমুদ্ভবনামাসি" এইরূপে নাম করিয়া ধ্যান ও অর্চ্চনা করত "ওঁ পৃথিব্যৈ স্বাহা" ইত্যাদি মন্ত্রে হোম করিবেন। তৎপরে অন্বারম্ভপূর্ব্বক মহাব্যাহৃতিহোম করিয়া প্রায়শ্চিত্তহোম ও প্রাজাপত্যাদিহোম করত ব্রহ্মদক্ষিণা দিবেন। তদনন্তর গুরু সম্মুখে প্রাঙ্মুখে উপবিষ্ট হইয়া শিষ্যের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকিবেন; মাণবকও প্রত্যঙ্মুখে বসিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা গুরুর দক্ষিণপাদ এবং বামহস্ত দ্বারা বামপাদ ধারণপূর্ব্বক গুরুসমীপে তন্মুখপ্রতি নেত্রপাত করিয়া থাকিলে গুরুদেব ওঙ্কারব্যাহৃতিপূর্ব্ব বেদ অধ্যাপনা করিবেন। প্রথমবার পাদাবচ্ছেদে, দ্বিতীয়বার অর্দ্ধা-

ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং। হোতারং রত্নধাতমং ॥ ১ ॥ ওঁ ইষেত্বোর্জ্জে ত্বা বায়বস্থঃ দেবো বঃ সবিতা প্রাপয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে ॥ ২ ॥ ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে নিহোতা সৎসি বর্হিষি ॥ ৩ ॥ ওঁ শন্নো দেবীরভীষ্টয়ে আপো ভবন্তু পীতয়ে শংযোরভিস্রবন্তু নঃ। ততঃ শান্তিং কৃত্বাশীর্ব্বাদং কৃত্বাচ্ছিদ্রাবধারণং কুর্য্যাৎ। ইতি বেদারম্ভপদ্ধতিঃ ॥ * ॥

বচ্ছেদে এবং তৃতীয়বার সমস্ত পাঠ করত মাণবককে পাঠ করাইবেন। "ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং" ইত্যাদি যজুর্ব্বেদ, ঋগ্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব্ববেদোক্ত মন্ত্র পাঠ করাইবেন। তদনন্তর শান্তিকর্ম্ম আশীর্ব্বাদ ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন।

ইতি বেদারম্ভপদ্ধতি।

সমাবর্ত্তনম্ ।

তত্র প্রথমং নিবন্ধোক্তকালে শুভদিবসে ব্রহ্মচারী গুরোঃ পারিতোষিকং দত্ত্বা গুরুং প্রার্থয়েৎ। গুরো স্নাস্যামীতি। স্নাহীতি গুরুণোক্তে বিবাহপদ্ধতিক্রমেণ গৌর্য্যাদিমাতৃকা-পূজাং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধঞ্চ কৃত্বা গুরুসমীপং যায়াৎ। গুরুরপি যায়াৎ। গুরুরপি ছায়ামণ্ডপে ব্রহ্মচারিণং আত্মন উত্তরত উপবেশ্য তেজোনামানমগ্নিং পূর্ব্ববৎ সংস্থাপ্য হোমং কুর্য্যাৎ। দ্রব্যা-সাদনে ত্বয়ং বিশেষঃ। প্রাগগ্রকুশোপরি পশ্চিমাদিক্রমেণ শুচি-জল-পূর্ণ-চূত-পল্লবাস্যাঃ সকুশা অষ্টৌ কলসাঃ। ঔডুম্বরদ্বাদশাঙ্গুল-দন্তকাষ্ঠং পিষ্টতিলপিণ্ডং অনুলেপনার্থং সুগন্ধিদ্রব্যং পরিধানোত্ত-রীয়ার্থং নূতনবস্ত্রযুগ্মং উষ্ণীষার্থং নূতনবস্ত্রং যজ্ঞোপবীতং পরি-

---

প্রথমতঃ ব্রহ্মচারী নিবন্ধোক্তকালে শুভদিনে গুরুকে পারিতোষিক দিয়া "গুরো স্নাস্যামি" বলিয়া প্রার্থনা করিলে গুরুও "স্নাহি" বলিবেন। পরে ব্রহ্মচারী বিবাহপদ্ধতির নিয়মানুসারে গৌর্য্যাদি মাতৃকাপূজা ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সম্পাদন পূর্ব্বক গুরুসমীপে গমন করিবেন। গুরুও ছায়ামণ্ডপে ব্রহ্ম-চারীকে আপনার উত্তরদিকে উপবেশন করাইয়া পূর্ব্ববৎ তেজোনামা অগ্নি স্থাপন করত হোম করিবেন। দ্রব্যাসাদনে বিশেষ যথা—প্রাগগ্রকুশোপরি পশ্চিমাদিক্রমে পবিত্রজলপূর্ণ, আম্রপল্লবমুখ, সকুশ অষ্টকলস; উডুম্বরকাষ্ঠনির্ম্মিত দ্বাদশাঙ্গুল-পরিমিত দন্তকাষ্ঠ, পিষ্ট তিলপিণ্ড, অনুলেপনার্থ সুগন্ধিদ্রব্য,

ধেয়ং পুষ্পং সৌবর্ণকুণ্ডলদ্বয়ং অঞ্জনং দর্পণং ছত্রং পাদুকাযুগলং বৈণবদণ্ডং। ইত্যাদ্যুপস্থানং কৃত্বা পূর্ব্ববৎ ব্রহ্মণোঽন্বারম্ভ-পূর্ব্বকং স্রুবেণাঘারাবাজ্যভাগৌ হুত্বা বেদাহুতিহোমং কুর্য্যাৎ। ওঁ পৃথিব্যৈ স্বাহা ইদং পৃথিব্যৈ। ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা ইদমগ্নয়ে। ইতি ঋগ্বেদে। ওঁ অন্তরীক্ষায় স্বাহা ইদমন্তরীক্ষায়। ওঁ বায়বে স্বাহা ইদং বায়বে। ইতি যজুর্ব্বেদে। ওঁ দিবে স্বাহা ইদং দিবে। ওঁ সূর্য্যায় স্বাহা। ইদং সূর্য্যায়। ইতি সামবেদে। ওঁ দিগ্‌ভ্যঃ স্বাহা ইদং দিগ্‌ভ্যঃ। ওঁ চন্দ্রমসে স্বাহা ইদং চন্দ্রমসে। ইত্যথর্ব্ব-বেদে। অথ সর্ব্ববেদসাধারণাহুতয়ঃ। ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা ইদং ব্রহ্মণে। ওঁ ছন্দোভ্যঃ স্বাহা ইদং ছন্দোভ্যঃ। ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা ইদং প্রজাপতয়ে। ওঁ দেবেভ্যঃ স্বাহা ইদং দেবেভ্যঃ। ওঁ ঋষিভ্যঃ স্বাহা ইদং ঋষিভ্যঃ। ওঁ শ্রদ্ধায়ৈ স্বাহা ইদং শ্রদ্ধায়ৈ। ওঁ মেধায়ৈ স্বাহা ইদং মেধায়ৈ। ওঁ সদসস্পতয়ে স্বাহা ইদং সদসস্পতয়ে। ওঁ অনুমতয়ে স্বাহা ইদমনুমতয়ে। ততো ব্রহ্মণোঽন্বারম্ভপূর্ব্বকং মহাব্যাহৃতিহোমং কুর্য্যাৎ। ওঁ ভূঃ স্বাহা ইদং ভূঃ। ওঁ ভুবঃ স্বাহা ইদং ভুবঃ। ওঁ স্বঃ স্বাহা ইদং স্বঃ। ততঃ প্রায়শ্চিত্তহোমঃ। সঙ্কল্পং কৃত্বা অগ্নে ত্বং বিধুনা-মাসীতি নাম কৃত্বা ধ্যাত্বা সংপূজ্য জুহুয়াৎ। ত্বন্নোঽগ্ন ইত্যাদি।

পরিধানার্থ ও উত্তরীয়ার্থ নূতন বস্ত্রদ্বয়, উষ্ণীষার্থ নববস্ত্র, যজ্ঞোপবীত, পুষ্প, স্বর্ণকুণ্ডলদ্বয়, অঞ্জন, দর্পণ, ছত্র, পাদুকাযুগল, বৈণবদণ্ড, প্রভৃতি স্থাপন করত পূর্ব্ববৎ অন্বারম্ভপূর্ব্বক স্রুব দ্বারা আঘারাজ্যভাগ-হোম ও বেদাহুতি-হোম করিবেন। পরে মূলের লিখিত মন্ত্রে মহাব্যাহৃতি-হোম, প্রায়শ্চিত্ত-হোম

ইদমগ্নীবরুণাভ্যাং। ওঁ সত্বন্নোঽগ্নে ইত্যাদি। ইদমগ্নীবরুণাভ্যাং। ওঁ অয়াশ্চাগ্ন ইত্যাদি। ইদমগ্নয়ে। ওঁ যে তে শতমিত্যাদি। ইদং বরুণায় বিষ্ণবে বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো মরুদ্ভ্যঃ। ওঁ উদুত্ত-মমিত্যাদি। ইদং বরুণায়। ততঃ প্রাজাপত্যহোমঃ। ততঃ স্বিষ্টিকৃদ্ধোমঃ। ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহা। ইদমগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে। ততঃ সংস্রবং প্রাশ্য আচম্য ব্রহ্মণে দক্ষিণাং দদাৎ। ওঁ পৃথিবি ত্বং শীতলা ভব। ইত্যনেন ঐশান্যাং দুগ্ধাদিকং দত্ত্বা স্রুবলগ্ন-ভস্মনা ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং ইত্যাদিনা ললাটাদিষু তিলকং দদ্যাৎ। মাণবকঃ গুরোঃ পাদোপসংগ্রহং কৃত্বা সায়ং প্রাতঃ সমিধাদানবিধানেন সমিধাদানং কুর্য্যাৎ। ততোঽগ্নেরুত্তরে প্রাগ-গ্রকুশোপরি পশ্চিমাদিতঃ পংক্তিক্রমেণ পূর্ব্বস্থাপিতজলপূর্ণকল-সেষু পশ্চিমাদিক্রমেণ একৈকশঃ কলসাৎ পূর্ব্বে স্থিত্বা অঞ্জলিনা জলং গৃহীত্বা আত্মানমভিষিঞ্চেৎ। ততঃ পশ্চিমকলসে জলং গৃহ্লাতি। ওঁ যেঽপ্স্বন্তরগ্নয়ঃ প্রবিষ্টা গোহ্য উপগোহ্য ময়ূখো

স্বিষ্টিকৃদ্ধোম প্রভৃতি সম্পাদন পূর্ব্বক সংস্রবপ্রাশন ও আচ-মন করত ব্রহ্মদক্ষিণা দিবেন। পরে "পৃথিবি! তুমি শীতলা হও" বলিয়া ঈশানদিকে দুগ্ধাদি প্রদান পূর্ব্বক স্রুবলগ্ন ভস্ম দ্বারা "ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং" ইত্যাদি মন্ত্রে ললাটাদিতে তিলক প্রদান করিবেন। মাণবক গুরুর পাদোপসংগ্রহণ করিয়া সায়ং প্রাতঃ উভয় কালে সমিধাদানবিধানে সমিধাদান করিবেন। পরে অগ্নির উত্তরে প্রাগগ্র কুশোপরি পশ্চিমাদি হইতে পংক্তিক্রমে পূর্ব্বস্থাপিত জলপূর্ণ কলসসমূহে পশ্চিমাদি ক্রমে একটী কলস হইতে জলাঞ্জলি লইয়া আত্মাকে অভিষেক

মনোহাঃ খলো বিরুজস্তনূদুষিরিন্দ্রিয়হা তান্ বিজহামি যো রোচনস্তমিহ গৃহ্ণামি। ইতি মন্ত্রেণ গৃহ্ণাতি। ততস্তেনাভিষিঞ্চতি। ওঁ তেন মামভিষিঞ্চামি শ্রিয়ৈ যশসে ব্রহ্মণে ব্রহ্মবর্চ্চসায়। যেন শ্রিয়মকৃণ্বতাং যেনাবমৃষতাং সুরাং। যেনাক্ষাবভ্যষিঞ্চতাং যদ্বাং তদশ্বিনা যশঃ। ইতি মন্ত্রেণ। ততঃ পূর্ব্বস্থাপিতদ্বিতীয়কলসাত্তেনৈব মন্ত্রেণ তথৈবাঞ্জলিনা গৃহীত্বাভিষিঞ্চেৎ। ওঁ আপো হি ষ্ঠেতি মন্ত্রেণ। ততস্তৃতীয়কলসাত্তেনৈব মন্ত্রেণ তেনৈব জলাঞ্জলিং গৃহীত্বা সিঞ্চেৎ। ওঁ যো বঃ শিবতমো রস ইতি মন্ত্রেণ। ততঃ চতুর্থকলসাত্তেনৈব মন্ত্রেণ তথা জলাঞ্জলিং আদায়াভিষিঞ্চেৎ। ওঁ তস্মা অরঙ্গ মাম বো ইতি মন্ত্রেণ। ততঃ পঞ্চমাদিকলসাত্তেনৈব মন্ত্রেণ জলাঞ্জলিং গৃহীত্বা তূষ্ণীমভিষিঞ্চতি। ততো মেখলামূর্দ্ধগত্যা ত্যজতি। ওঁ উদুত্তমং বরুণপাশমস্মদবাধমং বিমধ্যমং

করিবেন। তদনন্তর "ওঁ যেহপ্স্বন্তরগ্নয়ঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে পশ্চিম কলসে জল লইয়া "ওঁ তেন মামভিষিঞ্চামি" ইত্যাদি মন্ত্রে অভিষেক করিবেন। পরে পূর্ব্বস্থাপিত দ্বিতীয় কলস হইতে পূর্ব্বস্থাপিত দ্বিতীয় কলস হইতে জল লইয়া "ওঁ আপো হি ষ্ঠা" ইত্যাদি মন্ত্রে অভিষেক করিবেন। তৎপরে তৃতীয় কলস হ ইতে সেই মন্ত্রেই জল লইয়া "ওঁ যো বঃ শিবতমো রসঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে অভিষেক করিবেন। পূর্ব্বোক্তরূপ মন্ত্রেই চতুর্থকলস হইতে জল লইয়া " ওঁ তস্মা অরঙ্গ" ইত্যাদি মন্ত্রে অভিষেক করিবেন। পরে সেই মন্ত্রেই পঞ্চমাদিকলস হইতে জল লইয়া তুষ্ণীভাবে অভিষেক করিবেন। তদনন্তর "ওঁ উদুত্তমং "ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক মস্তকোপরি দিয়া মেখলা

শ্রথায়। অথাবয়মাদিত্যব্রতে তবানাগসোঽদিতয়ে স্যাম ইতি মন্ত্রেণ। ততস্তাং ভূমৌ ত্যক্ত্বা তুষ্ণীং শুচিনূতনবাসোঽন্যতমং পরিধায় আদিত্যমুপতিষ্ঠতে। ওঁ উদ্যন্ ভ্রাজভৃষ্ণুরিন্দ্রো মরুদ্ভিরস্থাৎ সায়ংযাবভিরস্থাৎ সহস্রসনিরসি সহস্রসনিং মা কুর্ব্বা বিদন্মাগময়। ওঁ উদ্যন্ ভ্রাজভৃষ্ণুরিন্দ্রো মরুদ্ভিরস্থাৎ দিবাযাবভিরস্থাৎ শতসনিরসি শতসনিং মা কুর্ব্বা বিদন্মাগময়। ইত্যনেন মন্ত্রেণ। ততো দধিতিলান্ কেশেষু ম্রক্ষয়িত্বা কেশান্ নখান্ বাপয়িত্বা পূর্ব্বাসাদিতদন্তকাষ্ঠেন দন্তধাবনং কুর্য্যাৎ। ওঁ অন্নাদ্যায় ব্যূহধ্বং সোমো রাজা সমাগমৎ। স মে মুখং প্রমার্ক্ষ্যতে যশসা চ ভগেন চ। ইত্যনেন মন্ত্রেণ। ততঃ আচম্য স্নাপয়িত্বা সুগন্ধিনা হস্তাবনুলিপ্য নাসিকায়াং মুখে চ ম্রক্ষয়তি। ওঁ প্রাণাপানৌ মে তর্পয় চক্ষুর্মে তর্পয় শ্রোত্রং মে তর্পয়। ইত্যনেন মন্ত্রেণ। ততঃ সানুলেপনহস্তাভ্যাং লাজাঞ্জলিং গৃহীত্বা পিতৃতীর্থেন দক্ষিণস্যান্দিশি দদ্যাৎ। ওঁ পিতরঃ শুন্ধধ্বং। ইতি মন্ত্রেণ ততঃ সর্ব্বগাত্রং সুগন্ধিনানুলিপ্য জপেৎ। ওঁ সুচক্ষুরহমক্ষিভ্যাং ভূয়াসং। ওঁ সুবর্চ্চা মুখেন ভূয়াসং সুশ্রুতঃ কর্ণাভ্যাং ভূয়াসং।

উন্মোচন করিবেন। পরে মেখলা ভূতলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক তুষ্ণীভাবে পবিত্র নূতন বস্ত্র ধারণ করিয়া "ওঁ উদ্যন্ ভ্রাজভৃষ্ণুঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে আদিত্যোপস্থাপনা করিবেন। তৎপরে কেশে দধি তিল ম্রক্ষণ ও কেশ নখ কর্ত্তন পূর্ব্বক "ওঁ অন্নাদ্যায় ব্যূহধ্বং" ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ব্বসংগৃহীত দন্তকাষ্ঠদ্বারা দন্তধাবন করিবেন। তদনন্তর সুগন্ধি দ্বারা সর্ব্বগাত্র অনুলিপ্ত করিয়া "ওঁ চক্ষুরহম্" ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবেন। পরে "ওঁ পরিধাস্যে" ইত্যাদি

ইতি মন্ত্রেণ। ততো নূতনবাসো রজকধৌতম্বা পরিধাপয়েৎ। ওঁ পরিধাস্যে যশো ধাস্যে দীর্ঘায়ুত্বায় জরদষ্টিরস্মি শতঞ্চ জীবামি শরদঃ স্ববর্চ্চা ভূয়াসং রায়স্পোষমভিসংব্যয়য়িষ্যে। ইতি মন্ত্রেণ। ততো যজ্ঞোপবীতং পরিদধ্যাৎ। ওঁ যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং বৃহস্পতের্যৎ সহজং পুরস্তাৎ। আয়ুষ্যমগ্র্যং প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং যজ্ঞোপবীতং বলমস্তু তেজঃ। ইত্যনেন মন্ত্রেণ। ততঃ পট্টোত্তরীয়ং বা পরিদধাতি। ওঁ যশসা মা দ্যাবাপৃথিবী যশসেন্দ্রাবৃহস্পতী। যশো ভগশ্চ মাবিদদ্‌যশো মা প্রতিপদ্যতাং। ইত্যনেন মন্ত্রেণ। ততঃ পুষ্পং গৃহ্লাতি। ওঁ যা আহরজ্জমদগ্নিঃ শ্রদ্ধায়ৈ মেধায়ৈ কামায়েন্দ্রিয়ায়। তা অহং প্রতিগৃহ্লামি যশসা চ ভগেন চ। ইত্যনেন মন্ত্রেণ। অথ মালাং গৃহীত্বা পরিদধাতি। ওঁ যদ্‌যশোঽপ্সরসামিন্দ্রশ্চকার বিপুলং পৃথু। তেন সংগ্রথিতাং সুমনস অবধ্নামি যশো ময়ি। ইতি মন্ত্রেণ। ততঃ শুক্লবস্ত্রাঞ্চলেন স্বশিরোবেষ্টনং কুর্য্যাৎ। ওঁ যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আগাৎ স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ। তন্ধীরাসঃ কবয় উন্নয়ন্তি স্বাধ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ। ইতি মন্ত্রেণ। ততঃ সৌবর্ণকুণ্ডলে কর্ণয়োঃ পরিদধাতি। ওঁ অলঙ্করণমসি ভূয়ঃ অলঙ্করণং ভূয়াঃ। ইতি মন্ত্রেণ।

মন্ত্রে নূতন বস্ত্র বা রজকধৌত বস্ত্র পরিধান; "ওঁ যজ্ঞোপবীতং" ইত্যাদি মন্ত্রে যজ্ঞোপবীত ধারণ; "ওঁ যশসা" ইত্যাদিমন্ত্রে পট্টোত্তরীয় গ্রহণ; "ওঁ যা আহরৎ" ইত্যাদি মন্ত্রে পুষ্প গ্রহণ ও "ওঁ যদ্‌যশোঽপ্সরসাং" ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্গে পরিধান করিয়া শুক্লবস্ত্রাঞ্চল দ্বারা "ওঁ যুবা সুবাসাঃ" ইত্যাদিমন্ত্রে স্বীয় শিরোবেষ্টন করিবেন। অনন্তর "ওঁ অলঙ্করণমসি" ইত্যাদি মন্ত্রে কর্ণদ্বয়ে

ততশ্চক্ষুষী অঞ্জয়তি। ওঁ বৃত্রস্য কনীনিকাসি চক্ষুর্দা অসি চক্ষুর্মে দেহি। ইতি মন্ত্রেণ। ততো দর্পণেনাত্মানমভিবীক্ষেৎ। ওঁ রোচিষ্ণুরসি। ইতি মন্ত্রেণ। ততশ্ছত্রং ধারয়তি। ওঁ বৃহস্পতেশ্ছদিরসি পাপ্মনো মামন্তর্দ্ধেহি। তেজসো যশসো মামন্তর্দ্ধেহি। ইতি মন্ত্রেণ। ততঃ উপানহৌ পাদয়োগৃহ্লাতি। ওঁ প্রতিষ্ঠে স্থো বিশ্বতো মা পাতং। ইতি মন্ত্রেণ ততো বৈণবদণ্ডং গৃহ্লাতি। ওঁ বিশ্বেভ্যো মা নাষ্ট্রাভ্যঃ পরিপাহি সর্ব্বতঃ। ইতি মন্ত্রেণ। ততো বিল্বাদিদণ্ডং অগ্নৌ ক্ষিপেৎ। ততো গুরুর্বিবাহপদ্ধত্যুক্তক্রমেণ বিষ্টরপাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়মধুপর্কাদিভিঃ শিষ্যার্হণং কুর্য্যাৎ। ততঃ শান্ত্যুদকং কৃত্বা শিষ্যমভিষিচ্যাশীর্ব্বাদং দত্ত্বাচ্ছিদ্রাবধারণং কুর্য্যাৎ। ততো যথাচারং মঙ্গলাদিকং কৃত্বা শিষ্যস্ত্রিরাত্রং ব্রহ্মচারী নিরামিষং কুর্য্যাৎ॥ *॥ ইতি যজুর্ব্বেদীয়-সমাবর্ত্তনপদ্ধতিঃ॥

স্বর্ণকুণ্ডলযুগল ধারণ; "ওঁ বৃত্রস্য কনীনিকাসি" ইত্যাদি মন্ত্রে চক্ষুর্দ্বয়ে অঞ্জনপ্রদান; "ওঁ রোচিষ্ণু" ইত্যাদিমন্ত্রে দর্পণে আত্মমুখদর্শন; "ওঁ বৃহস্পতেঃ" ইত্যাদিমন্ত্রে ছত্রধারণ; "ওঁ প্রতিষ্ঠে স্থঃ" ইত্যাদিমন্ত্রে পাদদ্বয়ে উপানহধারণ এবং "ওঁ বিশ্বেভ্যঃ" ইত্যাদিমন্ত্রে বৈণবদণ্ড গ্রহণ করিবেন। তদনন্তর বিল্বাদিদণ্ড অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে হয়। পরে গুরু বিবাহপদ্ধত্যুক্ত নিয়মে বিষ্টর, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক প্রভৃতি দ্বারা শিষ্যের অর্হণ করিবেন। পরে শান্তিকর্ম্ম পূর্ব্বক শিষ্যকে অভিষেক ও আশীর্ব্বাদ করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন। তৎপরে শিষ্য আচারানুসারে মঙ্গলাদি কর্ম্ম করিয়া ত্রিরাত্র ব্রহ্মচারীভাবে নিরামিষ ভোজন করিবেন।

ইতি যজুর্ব্বেদীয় সমাবর্ত্তন।

বিবাহকর্ম্ম।
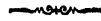
ততঃ কতিপয় দিবসভাবিনি বিবাহে স্ত্র্যাচারসিদ্ধমবিঘ্নকর্ম্মাদিকং কৃত্বা পূর্ব্বোক্তকালে বিবাহলগ্নদিবসং বা প্রাতর্নির্ব্বর্ত্তিতনিত্যকৃত্যো বরপিতা কন্যাপিতা চ গৌর্য্যাদিষোড়শমাতৃকাপূজাং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধঞ্চ কুর্য্যাৎ। ততঃ শুভে মুহূর্ত্তে হস্তোদকার্থং যথা স্ত্র্যারচারসিদ্ধং ফলকুসুমাদিকং গৃহীত্বা ব্রাহ্মণাদয়ো জামাতৃগৃহং গচ্ছেয়ুঃ। তত্র গত্বা পশ্চিমাভিমুখঃ কন্যাসম্বন্ধী ব্রাহ্মণঃ পূর্ব্বাভিমুখবরসম্বন্ধিব্রাহ্মণায় সতিলকুশোদকৈর্হস্তোদকং দদ্যাৎ। ততঃ ওঁ অদ্যেত্যাদি শুভে লগ্নে অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রস্য অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রস্যামুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ পুত্রস্য অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রীং অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রীং অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুকদেব-

---

যথাকালে বিবাহলগ্নদিনে প্রাতঃকালে বরপিতা ও কন্যাপিতা নিত্যকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক গৌর্য্যাদি ষোড়শমাতৃকাপূজা ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সম্পাদন করিবেন। তৎপরে শুভ মুহূর্ত্তে ব্রাহ্মণগণ হস্তোদকার্থ স্ত্র্যাচারসিদ্ধ ফল কুসুমাদি লইয়া জামাতৃগৃহে গমন করিবেন। তথায় গমন করিলে কন্যাসম্বন্ধীয় ব্রাহ্মণ পশ্চিমাভিমুখে উপবিষ্ট হইয়া পূর্ব্বাভিমুখে উপবিষ্ট বরসম্বন্ধীয় ব্রাহ্মণকে কুশজল দ্বারা হস্তোদক প্রদান করি-

শর্ম্মণঃ পুত্রীং অমুকগোত্রাং অমুকপ্রবরাং শ্রীমতীঅমুকীদেব্যভিধানাং কন্যাং শুভবিবাহেন দাতুং তবাহং জানে। ইতি। জামাতা বাঢ়মিতি ব্রূয়াৎ। ততঃ শুভে লগ্নে স্ত্র্যাচারসিদ্ধং উরো হস্তাদিকং কৃত্বা বাসগৃহং নীত্বা স্বস্তিবাচনং কৃত্বা ঊর্দ্ধস্থিতং বরং প্রতি কন্যাদাতা বদেৎ। ওঁ সাধু ভবানাস্তাং। ওঁ সাধ্বহমাসে ইতি বরঃ। ওঁ অর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তং ইতি কন্যাদাতা। ওঁ অর্চ্চয়েতি বরঃ। ততঃ পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়গন্ধপুষ্পমাল্যবস্ত্রালঙ্কারফলতাম্বূলাদিকং দত্ত্বা দক্ষিণং জানু বিধৃত্য বরয়েৎ। যথা অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রং অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রং অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ পুত্রং অমুকগোত্রং অমুকপ্রবরং শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাণং বরং। অমুকগোত্রস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রীং অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রীং অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ পুত্রীং অমুকগোত্রাং অমুকপ্রবরাং শ্রীঅমুকীদেব্যভিধানাং কন্যাং শুভবিবাহায় দাতুং ভবন্তমহং

বেন। "ওঁ অদ্যেত্যাদি শুভে লগ্নে" ইত্যাদি বাক্যে হস্তোদক প্রদান করিতে হয়। জামাতা "বাঢ়ং' উচ্চারণ করিবেন। তৎপরে শুভলগ্নে আচারাদি কার্য্য শেষ হইলে কন্যাদাতা বরকে বাসগৃহে লইয়া স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক ঊর্দ্ধস্থিত বরকে "ওঁ সাধু ভবানাস্তাং" বলিলে বরও "ওঁ সাধ্বহমাসে" এবং কন্যাদাতা "ওঁ অর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তং" বলিলে বর "ওঁ অর্চ্চয়" বলিবেন। পরে কন্যাদাতা পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, মাল্য, বস্ত্র, অলঙ্কার, ফল ও তাম্বূলাদি দিয়া দক্ষিণ জানু

বৃণে। ওঁ বৃতোঽস্মীতি বরঃ। যথাবিহিতং বিবাহকর্ম্ম কুরু ইতি কন্যাদাতা। যথাজ্ঞানতঃ করবাণীতি বরঃ। অতো মুখচন্দ্রিকাং কৃত্বা বাসগৃহং নীত্বা বিষ্টরাদিকং দদ্যাৎ। যথা কন্যাদাতা ওঁ বিষ্টরো বিষ্টরো বিষ্টরঃ প্রতিগৃহ্যতাং ইতি বদেৎ। ওঁ বিষ্টরং প্রতিগৃহ্লামীতি বরঃ। ওঁ বর্ষ্মোঽস্মি সমানানামুদ্যতামিব সূর্য্যঃ। ইমন্তমভিতিষ্ঠামি যো মা কশ্চাভিদাসতি। ইত্যনেন বিষ্টরাসনে উপবিশতি। ততঃ পাদয়োরন্যং দদ্যাৎ তেনৈব মন্ত্রেণ। ততঃ কন্যাদাতা। ওঁ পাদ্যং পাদ্যং পাদ্যং প্রতিগৃহ্যতাং। বরঃ পাদ্যং প্রতিগৃহ্লামীতি গৃহীত্বা ভূমৌ সংস্থাপ্য ততঃ একাঞ্জলিং গৃহীত্বা ওঁ বিরাজো দোহোঽসি বিরাজো দোহমসীয় ময়ি পাদ্যায়ৈ বিরাজো দোহঃ। ইত্যনেন দক্ষিণপাদে দদ্যাৎ। শূদ্রশ্চেদ্বামে। পুনস্তথৈ-বাঞ্জলিং গৃহীত্বা তেনৈব মন্ত্রেণ বামপাদে দদ্যাৎ। ততঃ কন্যাদাতা ওঁ অর্ঘোঽর্ঘোঽর্ঘ্যঃ প্রতিগৃহ্যতাং ইতি ব্রূয়াৎ। ততোঽর্ঘ্যং

ধারণ পূর্ব্বক "ওঁ অদ্যেত্যাদি" বাক্যে বরণ করিলে বরও "ওঁ বৃতোস্মি" কহিবেন। কন্যাদাতা "যথাবিহিতং বিবাহকর্ম্ম কুরু" বলিলে বরও "যথাজ্ঞানতঃ কবরাণি" কহিবেন। অনন্তর কন্যাদাতা মুখচন্দ্রিকা সম্পাদন পূর্ব্বক বাসগৃহে লইয়া যথাযথ মন্ত্রে বিষ্টরাদি প্রদান করিবেন এবং বরও যথাযথ মন্ত্রে উহা গ্রহণ করিবেন। তন্মধ্যে কন্যাদাতা পাদ্য প্রদান করিলে বর তাহা লইয়া ভূমিতে স্থাপন পূর্ব্বক একটী জলাঞ্জলি লইয়া "ওঁ বিরাজো দোহোসি" ইত্যাদি মন্ত্রে দক্ষিণপাদে প্রদান করিবেন। শূদ্র হইলে বামপদে দিতে হয়। ঐরূপে দক্ষিণপাদে দিয়া পুনরায় একটী জলাঞ্জলি লইয়া উক্ত মন্ত্রে

প্রতিগৃহ্লামীত্যুক্ত্বা ওঁ আপঃ স্থ যুষ্মাভিঃ সর্ব্বান্ কামানবাপ্নবানি। ইত্যনেন মন্ত্রেণ বরস্তৃষ্ণীমেব শিরসা বিধৃত্য তদর্ঘ্যজলং ত্যজন্নিমং মন্ত্রং পঠেৎ। ওঁ সমুদ্রং বঃ প্রহিণোমি স্বাং যোনিমভিগচ্ছত। অরিষ্টা অস্মাকং বীরা মা পরাসেচি মৎপয়ঃ। ততঃ কন্যাদাতা আচমনার্থং জলং গৃহীত্বা ওঁ আচমনীয়মাচনীয়মাচমনীয়ং প্রতিগৃহ্যতাং ইত্যুক্ত্বা আচমনীয়ং দদাতি। ততো বরঃ ওঁ আচমনীয়ং প্রতিগৃহ্লামীতি গৃহীত্বা ওঁ আমাগন্ যশসা সংসৃজ বর্চ্চসা তং মা কুরু। প্রিয়ং প্রজানামধিপতিং পশূনামরিষ্টং তনূনাং। ইত্যাচামতি। ততঃ কন্যাদাতা কাংস্যপাত্রস্থানি দধিমধুঘৃতানি কাংস্যপাত্রান্তরপিহিতানি গৃহীত্বা ওঁ মধুপর্কো মধুমর্কো মধুপর্কঃ প্রতিগৃহ্যতাং ইতি ব্রূয়াৎ। ততো বরঃ ওঁ মধুপর্কং প্রতিগৃহ্লামীতি গৃহীত্বা দাতৃহস্তস্থিতমেব মধুপর্কং পিধায় কাংস্যপাত্রং কিঞ্চিদপনীয় ওঁ মিত্রস্য ত্বা চক্ষুষা প্রতীক্ষে ইত্যনেন নিরীক্ষ্য ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যামাদদে। ইত্যনেন গৃহীত্বা স্ববামহস্তে নিধায় পিধানকাংস্যমপনীয় ওঁ নমস্যাবাশ্যায়ান্নশনে যৎ ত আবিদ্ধং তত্তে নিষ্কৃন্তামি। ইত্যনেন

বামপদে দিবেন। কন্যাদাতা যথামন্ত্রে অর্ঘ্য দিলে বর তাহা গ্রহণ করিয়া "ওঁ আপঃ স্থ" ইত্যাদি মন্ত্রে শিরোপরি দিয়া সেই অর্ঘ্যজল ত্যাগ করত "ওঁ সমুদ্রং বঃ প্রহিণোমি" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবেন। কন্যাদাতা যথামন্ত্রে আচমনীয় প্রদান করিলে বর তাহা লইয়া "ওঁ আমাগন্" ইত্যাদি মন্ত্রে আচমন করিবেন। কন্যাদাতা মধুপর্ক প্রদান করিলে বর গ্রহণ পূর্ব্বক আবরণ কাংস্যপাত্র কিঞ্চিৎ উন্মুক্ত করিয়া "ওঁ মিত্রস্য ত্বা"

দক্ষিণহস্তানামিকাঙ্গুষ্ঠাভ্যাং ত্রিরালোড্য তুষ্ণীমঙ্গুল্যগ্রেণ কিঞ্চিত্রিস্ত্যজতি। তদনু তত্রৈব ত্রিঃ প্রাশ্নাতি। ওঁ যন্মধুনো মধব্যং পরমং রূপমন্নাদ্যং তেনাহং মধুনো মধব্যেন পরমেণ রূপেণান্নাদ্যেন পরমো মধব্যোঽন্নাদোঽসানি। ইত্যনেন ত্রিঃ প্রাশ্য শেষং পূর্ব্বপ্রদেশে ত্যজেৎ। পুত্রায় শিষ্যায় বা দদ্যাৎ। ততঃ আচম্য প্রাণস্থানানি স্পৃশেৎ। ওঁ বাঙ্ম আস্যেঽস্তু ইতি মুখং। ওঁ নসোঃ প্রাণো মেঽস্তু ইতি নাসিকাং। ওঁ অক্ষোশ্চক্ষুর্ম্মেঽস্তু ইতি চক্ষুষী। ওঁ কর্ণয়োঃ শ্রোত্রং মেঽস্তু ইতি কর্ণৌ। ওঁ বাহ্বোর্ব্বলং মেঽস্তু ইতি বাহূ। ওঁ ঊর্ব্বোরোজো মেঽস্তু ইতি ঊরূ। অরিষ্টানি মেঽঙ্গানি তনূস্তন্বা মে সহ সন্তু। ইতি শিরঃপ্রভৃতি পাদপর্য্যন্তং স্পৃশেৎ। অতঃ আচান্তে বরে কন্যাদাতা খড়্গাং গৃহীত্বা গামবস্থাপয়েৎ। ততো নাপিতো গৌর্গৌরিতি ত্রিঃ প্রাহ। ততো বরস্তাং মোচয়তি। ওঁ মাতা রুদ্রাণাং দুহিতা

ইত্যাদ মন্ত্রে নিরীক্ষণ, "ওঁ দেবস্য ত্বা" ইত্যাদি মন্ত্রে হস্তদ্বয় দ্বারা গ্রহণ, পরে বামহস্তে রাখিয়া আবরণ উন্মোচন পূর্ব্বক "ওঁ নমস্যা" ইত্যাদি মন্ত্রে দক্ষিণ হস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তিনবার আলোড়ন করত তুষ্ণীভাবে অঙ্গুল্যগ্র দ্বারা কিঞ্চিৎ ত্যাগ করিবে, "ওঁ যন্মধুনো" ইত্যাদি মন্ত্রে তিনবার কিঞ্চিৎ প্রাশন করিবে, পরে অবশিষ্টাংশ পূর্ব্বদিকে নিক্ষেপ করিবে কিম্বা পুত্র বা শিষ্যকে দিবে। তৎপরে আচমন পূর্ব্বক যথাযথ মন্ত্রে প্রাণস্থানসকল অর্থাৎ মুখ, নাসিকা, চক্ষু, ইত্যাদি স্পর্শ করিবেন। বর আচমন করিলে কন্যাদাতা খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক গো-স্থাপন করিবেন, নাপিত তিনবার গোঃ শব্দ উচ্চারণ করিবে এবং বর "ওঁ মাতা রুদ্রাণাং"

বসূনাং স্বসাদিত্যানামমৃতস্য নাভিঃ। প্র নু বোচং চিকিতুষে জনায় মা গামনাগামদিতিং বধিষ্ঠ মম চামুষ্য চ পাপ্মা হত ওমুৎসৃজত তৃণাণ্যত্তু। ইত্যনেন মন্ত্রেণ। অমুষ্যেতি কন্যাদাতুর্নামাভিদেশঃ। ততো বরঃ ছায়ামণ্ডপং গত্বা পূর্ব্বাভিমুখোঽগ্নিস্থাপনং কুর্য্যাৎ। তত্র হস্তপ্রমাণং স্থণ্ডিলং কুশেন তুষ্ণীং ত্রিঃ সমৃজ্য গোময়েন তুষ্ণীং ত্রিরুপলিপ্য কুশমূলের তুষ্ণীং পূর্ব্বাগ্ররেখাত্রয়ং কৃত্বা অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জনীভ্যাং তত্রোৎকীর্ণমৃত্তিকাং ত্রিরুদ্ধৃত্য জলেন তুষ্ণীং ত্রিরভ্যুক্ষ্যাত্মদক্ষিণেঽগ্নিমানীয় জ্বলদিন্ধনেন ক্রব্যাদমগ্নিং ত্যজেৎ। ওঁ ক্রব্যাদমগ্নিং প্রহিণোমি দূরং যমরাজ্যং গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ। ইত্যনেন মন্ত্রেণ। ওঁ ইহৈবায়মিতরো জাতবেদা দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্। ইতি মন্ত্রেণ আত্মসম্মুখে তুষ্ণীং স্থণ্ডিলেঽগ্নিমারোপয়েৎ। ওঁ পিঙ্গভ্রূঃ শ্মশ্রুকেশাক্ষঃ পীনাঙ্গজঠরোঽরুণঃ। ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোঽগ্নিঃ সপ্তার্চ্চিঃ শক্তিধারকঃ। ইতি ধ্যাত্বা যোজকনামানমগ্নিং দত্ত্বা পূজয়েৎ। ততো বাসগৃহং গত্বা কন্যাং বাসঃ পরিধাপয়েৎ। ওঁ জরাং গচ্ছ পরিধৎস্ব বাসো ভবাকৃষ্টীনামভিশস্তিপাব। শতঞ্চ জীব শরদঃ সুবর্চ্চা রয়িঞ্চ পুত্রাননুসংব্যয়স্বায়ুষ্মতীদং পরিধৎস্ব বাসঃ। ওঁ যা অকৃন্তন্নবয়ন্ যা অতন্বত যাশ্চ দেবীস্তন্তূনভিতোঽততন্থ তাস্ত্বা দেবীর্জরসে সম্ব্যয়স্বায়ুষ্ম-

---

ইত্যাদি মন্ত্রে গোমোচন করিবেন। তৎপরে বর ছায়ামণ্ডপে গিয়া পূর্ব্বাভিমুখে উপবিষ্ট হইয়া যথাযথ নিয়মে ও মন্ত্রে অগ্নি স্থাপন, স্থণ্ডিলে অগ্নি আরোপণ, ধ্যান পূর্ব্বক যোজকনামা অগ্নি প্রদান করত পূজন প্রভৃতি সম্পন্ন করিয়া বাসগৃহে গমন করিবেন এবং "ওঁ জরাং গচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে কন্যাকে পরিধেয়বস্ত্র ও "যা অকৃন্তন্নবয়ন্" ইত্যাদি মন্ত্রে উত্তরীয় ধারণ করাইবেন।

তীদং পরিধৎস্ব বাসঃ। ইতি মন্ত্রেণ কন্যায়া উত্তরীয়ং পরিধাপয়েদ্বরঃ। অথ কন্যাদাতা পূর্ব্বাভিমুখোপবিষ্টবরাগ্রতঃ পশ্চিমাভিমুখ উপবিশতি। কন্যাঞ্চ পশ্চিমাভিমুখীং ক্রোড়স্থানে উপবেশ্য কন্যাবরয়োরন্যোন্যমুখনিরীক্ষণং কারয়তি। ততঃ কন্যাদাতা কন্যাবরৌ প্রতিপ্রৈষ্য ওঁ সমীভবেথামিতি অন্যোন্যমুখাবলোকনে সতি বরঃ পঠতি। ওঁ সমঞ্জন্তু বিশ্বেদেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি নৌ। সম্মাতরিশ্বা সন্ধাতা সমুদেষ্ট্রী দধাতু নৌ। কন্যাপ্রদকর্ত্তৃকং গ্রন্থিবন্ধনং। ততঃ কন্যাদাতা ওঁ সাচ্ছাদনালঙ্কৃতায়ৈ নমঃ। ইতি ত্রিরভ্যর্চ্চ্য এতৎসম্প্রদানায় ওঁ বরায় নমঃ। এতদধিপতয়ে ওঁ প্রজাপতয়ে নমঃ। ততঃ প্রোক্ষণং তিলকুশজলং গৃহীত্বা সম্প্রদদ্যাৎ। অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা মহাভার-

---

অনন্তর কন্যাদাতা পূর্ব্বাভিমুখে উপবিষ্ট বরের সম্মুখে পশ্চিমাভিমুখ হইয়া উপবেশন করিবেন। কন্যাকে পশ্চিমাভিমুখে ক্রোড়স্থানে বসাইয়া কন্যা ও বর উভয়ের পরস্পর মুখাবলোকন করাইবেন। কন্যাদাতা কন্যা ও বরকে "ওঁ সমীভবেথাম্" এই কথা বলিয়া অন্যোন্যের মুখাবলোকন সম্পন্ন করাইলে বর "ওঁ সমঞ্জন্তু বিশ্বে" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবেন। এই সময়েই কন্যাদাতা কর্ত্তৃক গ্রন্থিবন্ধন হয়। তদনন্তর কন্যাদাতা "ওঁ সাচ্ছাদনালঙ্কৃতায়ৈ নমঃ" বলিয়া তিনবার অর্চ্চনা পূর্ব্বক "এতৎসম্প্রদানায় ওঁ বরায় নমঃ" এবং "এতদধিপতয়ে ওঁ প্রজাপতয়ে নমঃ" বলিয়া অর্চ্চনা করিবেন। প্রোক্ষণ পূর্ব্বক তিল, কুশ ও জল লইয়া "অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা" ইত্যাদি বাক্যে সম্প্রদান করিবেন অর্থাৎ কন্যাহস্ত সহিত পূর্ব্বগৃহীত

তোক্তকন্যাদানফল প্রাপ্তিকামঃ অমুকগোত্রস্যামুক প্রবরস্যামুক-দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায় অমুকগোত্রস্যামুক প্রবরস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায় অমুকগোত্রস্যামুক প্রবরস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ পুত্রায় অমুক-গোত্রায় অমুক প্রবরায় শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণে বরায় অর্চ্চিতায়। অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রীং অমুকগোত্র-স্যামুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রীং অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবর-স্যামুকদেবশর্ম্মণঃ পুত্রীং অমুকগোত্রাং অমুকপ্রবরাং শ্রীমতী অমুকীদেব্যভিধানাং। এবং অমুকগোত্রস্যামুক প্রবরস্যামুক-দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায় অমুকগোত্রস্যামুক প্রবরস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায় অমুকগোত্রস্যামুক প্রবরস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ পুত্রায় অমুক-গোত্রায়ামুক প্রবরায় অমুকদেবশর্ম্মণে বরায় অর্চ্চিতায়। অমুক-গোত্রস্যামুক প্রবরস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রীং অমুকগোত্র-স্যামুক প্রবরস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রীং অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবর-স্যামুকদেবশর্ম্মণঃ পুত্রীং অমুকগোত্রাং অমুকপ্রবরাং শ্রীমতী অমুকীদেব্যভিধানাং কন্যাং অমুকগোত্রস্যামুক প্রবরস্যামুক-দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায় অমুকগোত্রস্যামুক প্রবরস্যামুকদেব-শর্ম্মণঃ পৌত্রায় অমুকগোত্রস্যামুক প্ররবস্যামুদেবশর্ম্মণঃ পুত্রায় অমুকগোত্রায়ামুকপ্রবরায়ামুকদেবশর্ম্মণে বরায় অর্চ্চিতায় তুভ্যং। অমুকগোত্রস্যামুক প্রবরস্যামুকদেবর্ম্মণঃ প্রপৌত্রীং অমুকগোত্রস্যামুক প্রবরস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রীং অমুকগোত্র-স্যামুক প্রবরস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ পুত্রীং অমুকগোত্রাং অমুকপ্রবরাং শ্রীমতী অমুকাদেব্যভিধানাং কন্যাং সালঙ্কৃতাং বাসোযুগাচ্ছাদিতাং প্রজাপ্রতিদেবতাকামহং সংপ্রদদে। ইতি কন্যাহস্তসহিতপূর্ব্ব-

---

জল বরহস্তে অর্পণ করিবেন। তখন বর "স্বস্তি" উচ্চারণ

গৃহীতজলং বরহস্তে দদ্যাৎ। ততো বরঃ স্বস্তীত্যুক্ত্বা গায়ত্রীঞ্চ পঠেৎ। ততঃ কন্যাদাতা ওঁ কন্যেয়ং প্রজাপতিদেবতাকা ইত্যভিধায়। ততো বরঃ কামস্তুতিং পঠেৎ। ওঁ কোঽদাৎ কস্মা অদাৎ কামোঽদাৎ কামায়াদাৎ কামো দাতা কামঃ প্রতিগৃহীতা কামৈতত্তেতব কাম সতা ভুঞ্জামহৈ। ইতি পঠিত্বা ওঁ দ্যৌস্ত্বা দদাতু পৃথিবী ত্বা প্রতিগৃহ্লাতু। ইতি পঠেৎ। ততঃ কশ্চিদন্যো ব্রাহ্মণঃ হস্তলেপদ্রব্যেন বধূবরয়োর্হস্তলেপং দদ্যাৎ। সহদেবাময়ূরশিখাবিষ্ণুক্রান্তাশতপুষ্পামোহিনীসর্জ্জরসশিক্থকুঙ্কুমচন্দনগুঞ্জকর্পূরমদনকোষমধুপুষ্পকাকোলীলতাকস্তূরীজাতিফলর্দ্ধিবৃদ্ধিকাকোলীমেদমহামেদজীবকবাসকঘৃতৈঃ। প্রত্যেকমাষকপ্রমাণৈর্জ্জামাতৃহস্তোপরি বধূহস্তমাদায় গায়ত্র্যা মন্ত্রেণ কুশবেণ্যা বধ্নীয়াৎ। ততো দক্ষিণাং দদ্যাৎ। ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা মহাভার-

---

পূর্ব্বক গায়ত্রী পাঠ করিবেন অনন্তর কন্যাদাতা "ওঁ কন্যেয়ং প্রজাপতিদেবতাকা" বলিলে বর "ওঁ কোদাৎ" ইত্যাদি কামস্তুতি পাঠ করিবেন। পরে অন্য কোন ব্রাহ্মণ হস্তলেপদ্রব্য দ্বারা বধূ ও বর উভয়ের হস্তলেপ প্রদান করিবেন। সহদেবা, ময়ূরবর্হ, অপরাজিতা, শতপুষ্পা, মোহিনী, সর্জ্জরস, সিক্থ, (মোম) কুঙ্কুম, চন্দন, গুঞ্জা, কর্পূর, মদনকোষ, মধুপুষ্প, কাকোলী লতা, কস্তূরী, জায়ফল, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদ, মহামেদ, জীবক, বাসক ও ঘৃত এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে একমাষা পরিমাণে লইয়া একত্র করিবে এবং জামাতার হস্তোপরি বধূর হস্ত রাখিয়া গায়ত্রী পাঠ সহকারে কুশবেণী দ্বারা উক্ত দ্রব্যগুলি বন্ধন করিয়া দিবেন। পরে মূলের লিখিত বাক্যে দক্ষিণা

তোক্তফলপ্রাপ্তিকামনয়া কৃতৈতৎ কন্যাদানপ্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং সুবর্ণং অমুকগোত্রায়ামুকপ্রবরায় শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণে বরায় অর্চ্চিতায় তুভ্যমহং সম্প্রদদে। বরঃ স্বস্তীত্যুক্ত্বা গৃহ্লীয়াৎ। এবং যথাশক্তি ভূমিশয্যাদাসাদিকং দদ্যাৎ। ততো বরঃ কন্যায়া উত্তরীয়বস্ত্রদশয়া ক্রোড়াঞ্চলেন গায়ত্র্যা গ্রন্থিমাবধ্নীয়াৎ। ততঃ কশ্চিদন্যো ব্রাহ্মণো বধূবরয়োর্হস্তগ্রন্থিং গায়ত্র্যা মোচয়েৎ। ততো বরঃ কন্যাহস্তং গৃহীত্বা নিষ্ক্রাময়তি। ওঁ যদৈষি মনসা দূরং দিশোহনু পবমানো বা হিরণ্যপর্ণো বৈকর্ণঃ স ত্বা মন্মনা করোমাসৌ। অসাবিতি সর্ব্বনামস্থানে বধূনাম কার্য্যং। ততো বধূসহিতো বরঃ পূর্ব্বস্থাপিতাগ্নেঃ পশ্চিমং গত্বা স্থিতো ভবতি। ততঃ কন্যাপিতা তৌ সমীক্ষয়তি ওঁ অন্যোন্যং সমীক্ষেথাং। ইতি তৌ প্রতিপ্রৈষেণ তয়োরন্যোন্যমুখাবলোকনে সতি বরঃ পঠতি।

প্রদান করিলে বর "স্বস্তি" বলিয়া তাহা গ্রহণ করিবেন। এই সময়ে জামাতাকে যথাশক্তি ভূমি, শয্যা, দাস দাসী প্রভৃতি প্রদান করিতে হয়। অনন্তর গায়ত্রী পাঠ পূর্ব্বক বরকে কন্যার উত্তরীয়বস্ত্রদশা দ্বারা ক্রোড়াঞ্চলে গ্রন্থিবন্ধন করিবে। ক্ষণ পরে অন্য কোন ব্রাহ্মণ গায়ত্রী পাঠ পূর্ব্বক বধূ ও বরের হস্তগ্রন্থি মোচন করিয়া দিবেন। তৎপরে বর কন্যাহস্ত ধারণ পূর্ব্বক "ওঁ যদৈষি মনসা" ইত্যাদি মন্ত্রে বহির্গত হইয়া পূর্ব্বস্থাপিত অগ্নির পশ্চিমে গমন করত অবস্থিতি করিবেন। অনন্তর কন্যার পিতা "ওঁ অন্যোন্যং সমীক্ষেথাং" এই কথা বলিয়া বর ও কন্যাকে পরস্পর মুখাবলোকন করাইলে বর "ওঁ অঘোরচক্ষুঃ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবেন। বধূবরের নিষ্ক্রমণ হইতে

ওঁ অঘোরচক্ষুরপতিঘ্ন্যেহধি শিবা পশুভ্যঃ সুমনাঃ সুবর্চ্চাঃ বীরসূ-র্দেবকামা স্যোনা শং ভব নো দ্বিপদেশঞ্চতুষ্পদে। সোমঃ প্রথমো বিবিদে গন্ধর্ব্বো বিবিদ উত্তরস্তৃতীয়োঽগ্নিস্তে পতিস্তুরীয়স্তে মনু-ষ্যজাঃ সোমোঽদদ্গন্ধর্ব্বায় গন্ধর্ব্বোঽদদগ্নয়ে রয়িঞ্চ পুত্রাংশ্চাদাদগ্নি-র্মহ্যমথো ইমাং। ওঁ সা নঃ পূষা শিবতমা মৈরয়ং সা ন উরূ উশতীর্বিবহ যস্যামুশন্তঃ প্রহরাম শেফং যস্যার্থকামা বহবো নি-বিষ্ট্যৈ। ইতি মন্ত্রেণ বধূবরয়োর্নিষ্ক্রমণাদারভ্যাভিষেকং যাবৎ চন্দন-চর্চ্চিতং চূতপল্লবাস্যমুদককুম্ভং ব্রাহ্মণঃ স্কন্ধে কৃত্বা বাগ্যতস্তিষ্ঠেৎ। ততো বস্ত্রবেষ্টিতং তৃণপুলকং দক্ষিণপাদেন সঞ্চাল্য হোমার্থমুপ-বিশতি বধূশ্চ তত্রৈব দক্ষিণে উপবিশতি। ততো বরো যথাশক্তি গন্ধাদিনা ব্রাহ্মণং বরয়েৎ। ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকবেদান্তর্গতামুকশা-খৈকদেশাধ্যায়িনং শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাণং মদীয়বিবাহহোমকর্ম্মণি ব্রতকর্ম্মকর্ত্তুমেভির্গন্ধাদিভিরভ্যর্চ্চ্য ব্রহ্মত্বেন ভবন্তমহং বৃণে। ওঁ বৃতোঽস্মীতি ব্রহ্মা। যথাবিহিতং ব্রহ্মকর্ম্ম কুরু ইতি বরঃ। যথা-জ্ঞানতঃ করবাণীতি ব্রহ্মা। ততোঽগ্নের্দ্দক্ষিণে প্রাগগ্রকুশসমেতং

আরম্ভ করিয়া অভিষেক যাবৎ কোন ব্রাহ্মণ চন্দনচর্চ্চিত, আম্র-পল্লবমুখ জলকুম্ভ স্কন্ধে ধারণ পূর্ব্বক বাগ্যত হইয়া অবস্থান করিবেন। অনন্তর বস্ত্রবেষ্টিত তৃণপুলক দক্ষিণ পাদ দ্বারা সঞ্চালিত করিয়া হোমার্থ উপবেশন করিবেন এবং বধূও তথায় দক্ষিণ ভাগে উপবিষ্ট হইবেন। পরে বর গন্ধাদি দ্বারা যথাশক্তি "ওঁ অদ্যেত্যাদি" মূলের লিখিত বাক্যে ব্রাহ্মণকে বরণ করিলে তিনিও "ওঁ বৃতোস্মি" কহিবেন। বর "যথাবিহিতং ব্রহ্মকর্ম্ম কুরু" বলিলে তিনিও কহিবেন, "যথাজ্ঞানতঃ করবাণি"। অন-

ব্রহ্মাসনমাস্তীর্য্য তত্র ব্রহ্মন্নিহোপবিশ্য তামিতি ব্রহ্মাণমুপবেশ্য অগ্নে-রুত্তরে প্রণীতাপ্রণয়নং কৃত্বা সকৃদচ্ছিন্নকুশেন ঈশানকোণাদারভ্য দক্ষিণাবর্ত্তেনাগ্নিং পরিস্তীর্য্য অগ্নেরুত্তরে প্রয়োজনদ্রব্যং দক্ষিণাদিতো যথাক্রমমাসাদয়েৎ। তদ্‌যথা—পবিত্রচ্ছেদনানি পবিত্রে দ্বে প্রোক্ষ-ণীপাত্রং আজ্যস্থালী সম্মার্জ্জনকুশাঃ ষট্ উপযমনকুশাস্ত্রয়োদশ প্রাদেশপ্রমাণং সমিত্রয়ং স্রুবমাজ্যং তণ্ডুলাশ্চ ব্রহ্মদক্ষিণা। তথাভি-ষেকার্থচূতপল্লবাস্যোদকপূর্ণঘটঃ। তথা শূর্পস্থশমীপত্রমিশ্রিতান্ লাজান্ সপুত্রশিলালোহিতবলীবর্দ্দচর্ম্মাণ্যাসাদয়েৎ। ততঃ পূর্ব্বাসাদি-তপবিত্রচ্ছেদনকুশেন প্রাদেশ প্রমাণং ছিত্বা প্রোক্ষণীপাত্রে দত্ত্বা তত্র প্রণীতাজলং নিধায় বামহস্ততলে প্রোক্ষণীপাত্রং স্থাপয়িত্বা কতি-

---

স্তর অগ্নির দক্ষিণে প্রাগগ্র কুশসমেত ব্রহ্মাসন আস্তীর্ণ করিয়া তাহাতে "হে ব্রহ্মন্! উপবেশন করুন্" বলিয়া ব্রহ্মাকে বসা-ইয়া অগ্নির উত্তরে প্রণীতা প্রণয়ন পূর্ব্বক সকৃৎ অচ্ছিন্ন কুশ দ্বারা ঈশান কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণাবর্ত্তে অগ্নিপরি-স্তরণ ও অগ্নির উত্তরে প্রয়োজনীয় দ্রব্য দক্ষিণাদিক্রমে স্থাপন করিবেন। যথা—পবিত্রচ্ছেদন সকল, দুইটী পবিত্র, প্রোক্ষণীপাত্র, আজ্যস্থালী, ছয়টী সম্মার্জ্জনকুশ, ত্রয়োদশ, উপযমনকুশ, প্রাদেশপ্রমাণ তিনটী সমিধ, স্রুব, আজ্য, তণ্ডুল ও ব্রহ্মদক্ষিণা। এতদ্ব্যতীত অভিষেকার্থ আম্রপল্লবাস্য উদকপূর্ণ কুম্ভ, শূর্পস্থিত শমীপত্রমিশ্রিত লাজ, শিলা, শিলা-পুত্র, (লোড়া), লোহিতবর্ণ বলীবর্দ্দচর্ম্ম এই সমস্ত রাখিবে। তৎপরে পূর্ব্বসংগৃহীত পবিত্রচ্ছেদন কুশ দ্বারা প্রাদেশপ্রমাণ কুশচ্ছেদন পূর্ব্বক প্রোক্ষণীপাত্রে অর্পণ হইতে অগ্নি পর্য্যুক্ষণ

পরপ্রোক্ষণীজলেন প্রোক্ষণীপাত্রং অন্যানি চ পাত্রাণি সংপ্রোক্ষ্য প্রণীতাদক্ষিণেঽসঞ্চরে প্রোক্ষণীপাত্রং স্থাপয়েৎ। আজ্যস্থালী-মাত্মসম্মুখমানীয় পূর্ব্বাসাদিতমাজ্যং তস্যাং নিরূপ্য চতুর্থ্যাং চরু-স্থাল্যাং প্রণীতোদকং দত্ত্বা মোদকচরৌ আসাদিততণ্ডুলাংশ্চ দত্ত্বা আজ্যমগ্নের্দ্দক্ষিণেঽধিশ্রিয়েৎ। পর্য্যগ্নিকরণায় জ্বলদগ্নিং গৃহীত্বা ঈশানকোণাদারভ্য দক্ষিণাবর্ত্তেনাজ্যস্থালীং চরুঞ্চ ত্রিঃ পরি-বেষ্ট্য তমগ্নিং তত্রৈবাগ্নৌ ক্ষিপেৎ। ততঃ পূর্ব্বাসাদিতং স্রুবং গৃহীত্বা অধোমুখমগ্নৌ প্রতপ্য চরুঞ্চ তদুত্তরে আসাদিতং সম্মার্জ্জন-কুশেন মূলাদগ্রং পুনরগ্রান্মূলং যাবৎ সংমৃজ্য সম্মার্জ্জনকুশং পরি-ত্যজ্য প্রণীতোদকেনাভ্যুক্ষ্য পুনস্তত্রৈব স্রুবং প্রতপ্য প্রোক্ষণ্যু-ত্তরে স্থাপয়েৎ। ততঃ আজ্যস্থালীমাত্মসম্মুখে চরুঞ্চ তদুত্তরে অবতার্য্য প্রোক্ষণীপাত্রস্থং পবিত্রং গৃহীত্বা আজ্যস্য কিঞ্চিদুত্তো-লনরূপমুৎপবনং কৃত্বা আজ্যমবেক্ষেৎ। প্রোক্ষণীজলঞ্চ তৎ পবিত্রং তত্রৈব স্থাপয়িত্বা উপযমনকুশান্ বামহস্তেন গৃহীত্বা পূর্ব্বাসাদিতসমিত্রয়মুত্তিষ্ঠন্নগ্নৌ প্রক্ষিপ্য উপবিশ্য প্রোক্ষণী-পাত্রস্থং সপবিত্রং জলং গৃহীত্বা তজ্জলেনেশানাদিতো দক্ষিণা-বর্ত্তেনাগ্নিং পর্য্যুক্ষেৎ। ওঁ এষো হি দেবঃ প্রদিশোনু সর্ব্বাঃ পূর্ব্বোহজাতঃ স উ গর্ব্ভেঽন্তঃ স এব জাতঃ স জনিষ্যমানঃ প্রত্য-ঙ্জনাস্তিষ্ঠতি সর্ব্বতোমুখঃ। ইতি মন্ত্রেণ সম্মুখীকরণং। ততঃ পবিত্রং প্রণীতায়াং নিধায় প্রোক্ষণীপাত্রং সংশ্রবার্থমগ্নেরুত্তরে স্থাপয়েৎ। ততো যজমানোঽন্বারম্ভপূর্ব্বকং স্রুবং গৃহীত্বা আজ্যে-

---

পর্য্যস্ত এবং "ওঁ এষো হি দেবঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে সম্মুখীকরণ সমস্ত যথানিয়মে সম্পাদন করিবেন। তদনন্তর প্রণীতাতে পবিত্র

নাঘারাবাজ্যভাগৌ জুহুয়াৎ। তত্রাঘারৌ ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা। ইদং প্রজাপতয়ে। ইতি দেবতোদ্দেশং কৃত্বা তুষ্ণীং জুহুয়াৎ। হুত্বা হুত্বা স্রুবলগ্নং হবিঃশেষং প্রাশনার্থমগ্নেরুত্তরে স্থাপয়েৎ। ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা ইদমিন্দ্রায়। ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা ইদমগ্নয়ে। ওঁ সোমায় স্বাহা ইদং সোমায়। ততঃ প্রকৃতং কর্ম্ম। আজ্যেনৈব রাষ্ট্রভৃদ্ধোমঃ। দ্বাদশ মন্ত্রা যথা। ওঁ ঋতাষাড়্ ঋতধামাগ্নি-র্গন্ধর্ব্বঃ স ন ইদং ব্রহ্ম ক্ষেত্রং পাতু তস্মৈ স্বাহা বাট্। ইদমৃতা-ষাহে ঋতধাম্নেঽগ্নয়ে গন্ধর্ব্বায় ॥ ১। ওঁ ঋতাষাড়্ ঋতধামাগ্নি-র্গন্ধর্ব্বঃ তস্যৌষধয়োঽপ্সরসো মুদোনাম তাভ্যঃ স্বাহা। ইদ-মোষধিভ্যোঽপ্সরোভ্যো মুদেভ্যঃ ॥ ২ ॥ ওঁ সংহিতো বিশ্বসামা সূর্য্যো গন্ধর্ব্বঃ স ন ইদং ব্রহ্ম ক্ষেত্রং পাতু তস্মৈ স্বাহা বাট্। ইদং সংহিতায় বিশ্বসাম্নে সূর্য্যায় গন্ধর্ব্বায় ॥ ৩ ॥ ওঁ সংহিতো বিশ্বসামা সূর্য্যো গন্ধর্ব্বঃ তস্য মরীচয়োঽপ্সরস আয়ুবো নাম তাভ্যঃ স্বাহা। ইদং মরীচিভ্যোঽপ্সরোভ্য আয়ুর্ভ্যঃ ॥ ৪ ॥ ওঁ সুষুম্নঃ সূর্য্যরশ্মিশ্চন্দ্রমা গন্ধর্ব্বঃ স ন ইদং ব্রহ্ম ক্ষেত্রং পাতু তস্মৈ স্বাহা বাট্। ইদং সুষুম্নায় সূর্য্যরশ্ময়ে চন্দ্রমসে গন্ধর্ব্বায় ॥৫॥ ওঁ সুষুম্নঃ সূর্য্যরশ্মিশ্চন্দ্রমা গন্ধর্ব্বঃ তস্য নক্ষত্রাণ্যপ্সরসো ভেকুরয়ো নাম তাভ্যঃ স্বাহা। ইদং নক্ষত্রেভ্যোঽপ্সরোভ্যো ভেকুরিভ্যঃ ॥ ৬ ॥ ওঁ ইষিরো বিশ্বব্যচা বাতো গন্ধর্ব্বঃ স ন

রাখিয়া সংশ্রবার্থ প্রোক্ষণীপাত্র অগ্নির উত্তরে স্থাপন করিবে। পরে যজমান অন্বারম্ভ পূর্ব্বক স্রুব লইয়া আজ্য দ্বারা মূলের লিখিত নিয়মে আঘারাজ্যভাগ হোম করিয়া প্রকৃত কর্ম্ম করিবেন। "ওঁ ঋতাষাড়্" ইত্যাদি দ্বাদশ মন্ত্রে আজ্য দ্বারা

ইদং ব্রহ্ম ক্ষেত্রং পাতু তস্মৈ স্বাহা বাট্। ইদমিষিরায় বিশ্বব্যচসে বাতায় গন্ধর্ব্বায় ॥ ৭ ॥ ওঁ ইষিরো বিশ্বব্যচা বাতো গন্ধর্ব্বঃ তস্যাপ্সরস উর্জ্জো নাম তাভ্যঃ স্বাহা। ইদমদ্ভ্যোঽপ্সরোভ্য উর্জ্জেভ্যঃ ॥ ৮ ॥ ওঁ ভূজ্যুঃ সুপর্ণো যজ্ঞো গন্ধর্ব্বঃ স ন ইদং ব্রহ্ম ক্ষেত্রং পাতু তস্মৈ স্বাহা বাট্। ইদং ভূজ্যবে সুপর্ণায় যজ্ঞায় গন্ধর্ব্বায় ॥ ৯ ॥ ওঁ ভূজ্যুঃ সুপর্ণো যজ্ঞো গন্ধর্ব্বঃ তস্য দক্ষিণা অপ্সরসস্তাবা নাম তাভ্যঃ স্বাহা। ইদং দক্ষিণাভ্যোঽপ্সরো-ভ্যস্তাবাভ্যঃ ॥ ১০ ॥ ওঁ প্রজাপতির্ব্বিশ্বকর্ম্মা মনো গন্ধর্ব্বঃ স ন ইদং ব্রহ্ম ক্ষেত্রং পাতু তস্মৈ স্বাহা বাট্। ইদং প্রজাপতয়ে বিশ্বকর্ম্মণে মনসে গন্ধর্ব্বায় ॥ ১১ ॥ ওঁ প্রজাপতির্ব্বিশ্বকর্ম্মা মনো গন্ধর্ব্বঃ তস্য ঋক্সামান্যপ্সরস এষ্টয়ো নাম তাভ্যঃ স্বাহা। ইদমৃক্সামভ্যোঽপ্সরোভ্যঃ এষ্টিভ্যঃ ॥ ১২ ॥ ততো জয়াহোমঃ। ওঁ চিত্তঞ্চ স্বাহা। ইদং চিত্তায়। ওঁ চিত্তিশ্চ স্বাহা। ইদং চিত্ত্যৈ। ওঁ আকূতঞ্চ স্বাহা। ইদমাকূতায়। ওঁ আকূতিশ্চ স্বাহা। ইদমাকূতয়ে। ওঁ আহূতিশ্চ স্বাহা। ইদমাহূত্যৈ। ওঁ বিজ্ঞাতঞ্চ স্বাহা। ইদং বিজ্ঞাতায়। ওঁ মনশ্চ স্বাহা। ইদং মনসে। ওঁ শক্বরী চ স্বাহা। ইদং শক্বর্য্যৈ। ওঁ দর্শশ্চ স্বাহা। ইদং দর্শায়। ওঁ পৌর্ণমাসশ্চ স্বাহা। ইদং পৌর্ণমাসায়। ওঁ বৃহচ্চ স্বাহা। ইদং বৃহতে। ওঁ রথন্তরঞ্চ স্বাহা। ইদং রথন্ত-রায়। ও প্রজাপতির্জ্জয়ানিন্দ্রায় বৃষ্ণে প্রাযচ্ছদুগ্রঃ পৃতনা জয়েষু। তস্মৈ বিশঃ সমনমন্ত সর্ব্বাঃ স উগ্রঃ স ই হব্যো বভূব স্বাহা। ইদং প্রজাপতয়ে জয়ানামধিপতয়ে। অথাষ্টাদশাহুতিঃ।

রাষ্ট্রভৃদ্ধোম করিতে হয়। তৎপরে "ওঁ চিত্তঞ্চ স্বাহা" ইত্যাদি

ওঁ অগ্নির্ভূতানামধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষেত্রেঽস্যামা-শিষ্যস্যাং পুরোধায়ামস্মিন্ কর্ম্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাং স্বাহা। ইদমগ্নয়ে ভূতানামধিপতয়ে। ওঁ ইন্দ্রো জ্যেষ্ঠানামধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষেত্রেঽস্যামাশিষ্যস্যাং পুরোধায়ামস্মিন্ কর্ম্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাং স্বাহা। ইদমিন্দ্রায় জ্যেষ্ঠানামধিপতয়ে। ওঁ যমঃ পৃথিব্যা অধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্নিত্যাদি। ইদং যমায় পৃথিব্যা অধিপতয়ে। ওঁ বায়ুরন্তরীক্ষস্যাধিপতিরিত্যাদি। ইদং বায়বে অন্তরীক্ষস্যাধিপতয়ে। ওঁ সূর্য্যো দিবোঽধিপতিঃ স মাবত্বস্মি-ন্নিত্যাদি। ইদং সূর্য্যায় দিবোঽধিপতয়ে। ওঁ চন্দ্রমা নক্ষত্রা-ণামধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্নিত্যাদি। ইদং চন্দ্রমসে নক্ষত্রাণামধি-পতয়ে। ওঁ বৃহস্পতির্ব্রহ্মণোঽধিপতিরিত্যাদি। ইদং বৃহ-স্পতয়ে ব্রহ্মণোঽধিপতয়ে। ওঁ মিত্রঃ সত্যানামধিপতিঃ স মাবত্ব-স্মিন্নিত্যাদি। ইদং মিত্রায় সত্যানামধিপতয়ে। ওঁ বরুণোঽ-পামধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্নিত্যাদি। ইদং বরুণায় অপামধিপতয়ে। ওঁ সমুদ্রঃ স্রোতসামধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্নিত্যাদি। ইদং সমু-দ্রায় স্রোতসামধিপতয়ে। ওঁ অন্নং সাম্রাজ্যানামধিপতিঃ স মাবত্ব-স্মিন্নিত্যাদি। ইদমন্নায় সাম্রাজ্যানামধিপতয়ে। ওঁ সোম ওষধীনামধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্নিত্যাদি। ইদং সোমায় ওষধী-নামধিপতয়ে। ওঁ সবিতা প্রসবানামধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্নি-ত্যাদি। ইদং সবিত্রে প্রসবানামধিপতয়ে। ওঁ রুদ্রঃ পশূনাম-ধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্নিত্যাদি। ইদং রুদ্রায় পশূনামধিপতয়ে। ওঁ ত্বষ্টা রূপাণামধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্নিত্যাদি। ইদং ত্বষ্ট্রে

মন্ত্রে জয়াহোম করিবে। পরে "ওঁ অগ্নির্ভূতানামধিপতিঃ"

রূপাণামধিপতয়ে। ওঁ বিষ্ণুঃ পর্ব্বতানামধিপতিঃ স মাবত্বস্মি-ন্নিত্যাদি। ইদং বিষ্ণবে পর্ব্বতানামধিপতয়ে। ওঁ মরুতো গণানামধিপতয়ঃ তে মাবন্তস্মিন্নিত্যাদি। ইদং মরুদ্ভ্যো গণানাম-ধিপতিভ্যঃ। ওঁ পিতরঃ পিতামহাঃ পরাঽবরে ততস্তাতাম-হাস্তে ইহ মামবন্তস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষেত্রেঽস্যামাশিষ্যস্যাং পুরো-ধায়ামস্মিন্ দেবহূত্যাং স্বাহা। ইদং পিতৃভ্যঃ পিতামহেভ্যঃ পরভ্যোঽবরেভ্যস্তাতামহেভ্যঃ। তত উদকোপস্পর্শনং কৃত্বা ওঁ অগ্নিরৈতু প্রথমো দেবতানাং সোঽস্যৈ প্রজাং মুঞ্চতু মৃত্যুপাশাৎ। তদয়ং রাজা বরুণোঽনুমন্যতাং যথেয়ং স্ত্রী পৌত্রমঘন্ন রোদাৎ স্বাহা। ইদমগ্নয়ে। ওঁ ইমামগ্নিস্ত্রায়তাং গার্হপত্যঃ প্রজামস্যৈ নয়তু দীর্ঘমায়ুঃ। অশূন্যোপস্থা জীবতামস্তু মাতা পৌত্রমানন্দ-মভিবুধ্যত্যামিয়ং স্বাহা। ওঁ স্বস্তি নোঽগ্নে দিবা পৃথিব্যা বিশ্বানি ধেহ্যথা যজত্র। যদস্যাং মহি দিবি জাতং প্রশস্তং তস্মদাস্মসু দ্রবিণং ধেহি চিত্রং স্বাহা। ইদং বৈবস্বতায়। ওঁ পরং মৃত্যোঽ-নুপরেহি পন্থাং যস্তেঽন্য ইতরো দেবযানাচ্চক্ষুষ্মতে শৃণ্বতে তে ব্রবীমি মা নঃ প্রজাং রীরিষো মোত বীরান্ স্বাহা। ইদং মৃত্যবে। ততঃ কুমার্য্যা ভ্রাতা শমীপত্রমিশ্রিতান্ লাজান্ শূর্পএব চতুর্ধা বিভজ্য বরগৃহীতকন্যাঞ্জলৌ ঘৃতস্রুবেণোপস্তরণং দত্ত্বা শূর্পস্থ-মেকলাজভাগং কুমার্য্যা অঞ্জলৌ দত্ত্বা পুনস্তথৈব ঘৃতং

ইত্যাদি মন্ত্রে অষ্টাদশ আহুতি প্রদান করিতে হয়। অনন্তর কুমারীর ভ্রাতা শমীপত্রমিশ্রিত লাজ সূর্পে চতুর্ধা ভাগ করিয়া বরগৃহীত কন্যাঞ্জলিতে ঘৃতস্রুব সহ উপস্তরণ দিয়া সূর্পস্থ একভাগ লাজ কুমারীর অঞ্জলিতে প্রদান করত পুনর্ব্বার ঘৃত-

স্রুবেণাভিঘারয়েৎ। ততঃ পত্যা সহ উত্থায় তথৈব তানঞ্জলিস্থান্ লাজান্ বারত্রয়মেব বরেণ পঠিতে মন্ত্রে জুহোতি। ওঁ অর্য্যমণং দেবং কন্যাগ্নিমযক্ষত স নোহর্য্যমা দেবঃ প্রেতো মুঞ্চতু মা পতেঃ স্বাহা। ইদমর্য্যম্নে। ইতি হুত্বা কন্যায়াঃ সাঙ্গুষ্ঠং হস্তং দক্ষিণহস্তেন গৃহ্লাতি বরঃ। ওঁ গৃভ্নামি তে সৌভগত্বায় হস্তং ময়া পত্যা জরদষ্টির্যথাসঃ। ভগোহর্য্যমা দেবঃ সবিতা পুরন্ধির্ম্মহ্যং ত্বাদুর্গার্হপত্যায় দেবাঃ। অমোহমস্মি সা ত্বং সা ত্বমস্য সোহং সামাহমস্মি ঋক্ ত্বং দ্যৌরহং পৃথিবী ত্বং তাবেহি বিবহাবহৈ সহ রেতো দধাবহৈ। প্রজাং প্রজনয়াবহৈ পুত্রান্ বিন্দ্যাবহৈ বহূংস্তে সন্তু জরদষ্টয়ঃ। সংপ্রিয়ৌ রোচিষ্ণূ সুমনস্যমানৌ। পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং শৃণুয়াম শরদঃ শতং। ততো বরোহগ্নেরুত্তরে শিলায়াং দক্ষিণপাদেনারোহয়তি। ওঁ আরোহেমমশ্মানমশ্মেব ত্বং স্থিরা ভব। অভিতিষ্ঠ পৃতন্যতোহববাধস্ব পৃতনায়তঃ। কন্যাং শিলায়ামুত্থাপ্য গাথাং গায়তি বরঃ। ওঁ সরস্বতি প্রেদমব সুভগে বাজিনীবতী। যাং ত্বা বিশ্বস্য ভূতস্য প্রগায়ামস্যাগ্রতঃ। যস্যাং ভূতং সমভবদ্যস্যাং বিশ্বমিদং জগৎ। তামদ্য গাথাং গাস্যামি যা

স্রুব দ্বারা পূর্ব্ববৎ হোম করিবে। পরে কন্যা পতি সহ উঠিয়া সেই অঞ্জলিস্থ লাজ দ্বারা হোম করিবে এবং বর "ওঁ অর্য্যমণং" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবেন। পরে বর "ওঁ গৃভ্নামি তে" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত কন্যার সাঙ্গুষ্ঠ হস্ত স্বীয় দক্ষিণ হস্ত দ্বারা গ্রহণ করিবেন। তৎপরে বর অগ্নির উত্তরে দক্ষিণপদ প্রক্ষেপ পূর্ব্বক শিলাতে আরোহণ করিবেন। "ওঁ আরোহেম" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত আরোহণ করিতে হয়। তদনন্তর বর কন্যাকে

স্ত্রীণামুত্তমং যশঃ। ততঃ সবধূকো বরোঽগ্নিপ্রদক্ষিণীকুর্ব্বন্ পঠেৎ ওঁ তুভ্যমগ্রে পর্য্যবহৎ সূর্য্যাং বহতু না সহ। পুনঃ পতিভ্যো জায়াং দাগ্নে প্রজয়া সহ। পুনঃ কুমার্য্যা ভ্রাতা লাজান্ অঞ্জলৌ দত্ত্বা পুনস্তথৈব ঘৃতস্রুবেণাভিঘারয়েৎ। ওঁ ইয়ং নার্য্যুপব্রূতে লাজানাবপন্তিকা। আয়ুষ্মানস্তু মে পতিরেধন্তং জ্ঞাতয়ো মম স্বাহা। ইদমগ্নয়ে ॥ ২ ॥ পূর্ব্বলখিতমন্ত্রেণ পাণিগ্রহণশিলারোহণাগ্নিপ্রদক্ষিণং কৃত্বা পুনর্জুহুয়াৎ। ওঁ ইমান্ লাজানাবপাম্যগ্নৌ সমৃদ্ধিকরণাংস্তব। মম তুভ্য চ সংবদনং তদগ্নিরনুমন্যতামিয়ং স্বাহা ॥ ৩ ॥ পূর্ব্বমন্ত্রেণ পাণিগ্রহণশিলারোহণাগ্নিপ্রদক্ষিণং কৃত্বা চতুর্থলাজভাগং শূর্পকোণেনৈব জুহোতি। ওঁ ভগায় স্বাহা। ইদং ভগায়। হুত্বা হুত্বা ব্রহ্মণোঽন্বারম্ভপূর্ব্বকং আজ্যেনৈব প্রাজাপত্যহোমঃ। ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা। ইদং প্রজাপতয়ে। ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহা। ইদমগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে। অথোত্তরং সপ্তমণ্ডলিকাং কৃত্বা তা একৈকশঃ কন্যায়া দক্ষিণচরণমগ্রে

শিলায় উত্থাপিত করিয়া "ওঁ সরস্বতি প্রেদ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবেন। পরে বধূ ও বর উভয়ে অগ্নি প্রদক্ষিণ করিতে করিতে "ওঁ তুভ্যমগ্নে" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবেন। অনন্তর পুনরায় কুমারীর ভ্রাতা অঞ্জলিতে লাজ দিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ ঘৃতস্রুব দ্বারা "ওঁ ইয়ং নার্য্যুপব্রূতে" ইত্যাদি মন্ত্রে হোম করাইবেন। পরে পূর্ব্বলিখিত মন্ত্রে পাণিগ্রহণশিলারোহণ ও অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া চতুর্থলাজভাগ শূর্পকোণযোগে হোম করিবেন। "ওঁ ভগায় স্বাহা" ইত্যাদি মন্ত্রে হোম করিতে হয় এবং অন্বারম্ভ পূর্ব্বক আজ্য দ্বারা "ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা"

দাপয়ত্যেভির্মন্ত্রৈঃ। একমিষে বিষ্ণুস্ত্বাং নয়তু। ওঁ দ্বে উর্জ্জে বিষ্ণুস্ত্বাং নয়তু। ওঁ ত্রাণি রায়স্পোষায় বিষ্ণুস্ত্বাং নয়তু। ওঁ চত্বারি মায়োভবায় বিষ্ণুস্ত্বাং নয়তু। পঞ্চ পশুভ্যো বিষ্ণুস্ত্বাং নয়তু, ওঁ ষড়্‌ঋতুভ্যো বিষ্ণুস্ত্বাং নয়তু। ওঁ সখে সপ্তপদাভব সামামনুব্রতা ভব বিষ্ণুস্ত্বাং নয়তু। ততো মিত্রহস্তস্থিতকলসজলেন বধূমভিষিঞ্চতি বরঃ। ওঁ আপঃ শিবাঃ শিবতমাঃ শান্তাঃ শান্ততমাঃ তাস্তে কৃণ্বন্তু ভেষজং। ওঁ আপো হি ষ্ঠা ইত্যাদিভির্মন্ত্রৈঃ। অথৈনাং সূর্য্যমুদীক্ষয়তি প্রেষ্যমুক্তা। ওঁ তচ্চক্ষুর্দ্দেবহিতং পুরস্তাচ্ছুক্রমুচ্চরৎ। পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং শৃণুয়াম শরদঃ শতং। অনেন মন্ত্রেণ। অথাস্যা দক্ষিণস্কন্ধাসক্তহস্তেন হৃদয়ং স্পৃষ্ট্বা জপতি। ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধামি মম চিত্তমনুচিত্তন্তেহস্তু। মম বাচমেকমনা জুষস্ব প্রজাপতিস্ত্বা নিযুনক্তু মহ্যং। অথৈনামভিমন্ত্রয়েৎ। ওঁ সুমঙ্গলীরিয়ং বধূরিমাং সমেত পশ্যত সৌভাগ্যমস্যৈ দত্ত্বা যথাস্তাং বিপরেতন ইতি। ততো বরোহ-

---

ইত্যাদি মন্ত্রে প্রাজাপত্য হোম করিবেন। তদনন্তর সপ্তমণ্ডলিকা করিয়া এক এক ক্রমে "একমিষে বিষ্ণুস্ত্বাং নয়তু" ইত্যাদি মন্ত্রে কন্যার দক্ষিণ পদ ক্ষেপণ করাইবেন। পরে বর মিত্রহস্তস্থ কলসোদক দ্বারা "ওঁ আপঃ শিবাঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে বধূকে অভিষেক করিবেন। তৎপরে "ওঁ তচ্চক্ষুর্দ্দেবহিতং" ইত্যাদি মন্ত্রে বধূকে সূর্য্য দর্শন করাইতে হয়। পরে বর কন্যার দক্ষিণস্কন্ধাসক্ত স্বীয় হস্ত দ্বারা তদীয় হৃদয় স্পর্শ পূর্ব্বক "ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবেন। তদনন্তর "ওঁ সুমঙ্গলীরিয়ং" ইত্যাদি মন্ত্রে কন্যাকে অভিমন্ত্রিত করিতে হয়। পরে

গ্নেরুত্তরে বস্ত্রাদিনা সুগুপ্তস্থানে লোহিতচর্ম্মণি কশ্চিৎ সমর্থঃ পুরুষঃ কন্যামুপবেশয়তি। বরশ্চ তত্রোপবিশ্য পঠতি। ওঁ ইহ গাবো নিষীদন্ত্বিহাশ্বা ইহ পুরুষাঃ। ইহ সহস্রদক্ষিণো যজ্ঞ ইহ পুষা নিষীদতু। ততঃ স্বিষ্টিকৃদ্ধোমঃ। ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে। তত আচম্য। ধ্রুবমীক্ষত ইতি প্রৈষ্যমুক্তা বধূং ধ্রুবং নিরীক্ষয়েৎ। ওঁ ধ্রুবমসি ধ্রুবং ত্বা পশ্যামি ধ্রুবৈধি পোষ্যামযি মহ্যং। ত্বাদাদ্বৃহস্পতির্ম্ময়া পত্যা প্রজাবতী সংজীব শরদঃ শতং। ইত্যনেন মন্ত্রেণ। সা যদি ন পশ্যেদপি পশ্যামীতি ব্রূয়াৎ। অথ যদি দিবাবিবাহস্তদা শেষাদিকং কৃত্বা এব রাত্রৌ ধ্রুবদর্শনং কারয়িতব্যং। ততো বিবাহদিনাৎ প্রভৃতি ত্রিরাত্রমক্ষারলবণাশিনৌ স্যাতাং অধঃ শয়ীয়াতাঞ্চ।

ততঃ চতুর্থীহোমঃ। তত্র শিখিনামানমগ্নিং সংস্থাপ্য প্রকৃতকর্ম্মারম্ভে মহাব্যাহৃতিহোমং কুর্য্যাৎ। তত্র আজ্যেন পঞ্চাহুতীর্জু-

---

কোন ব্যক্তি অগ্নির উত্তরে বস্ত্রাদি দ্বারা গুপ্ত স্থানে লোহিত-চর্ম্মোপরি কন্যাকে উপবেশন করাইলে বরও তথায় উপবিষ্ট হইয়া "ওঁ ইহ গাবো" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ কবিবেন। তৎপরে বর স্বিষ্টিকৃদ্ধোম করিয়া আচমন পূর্ব্বক "ওঁ ধ্রুবমসি" ইত্যাদি মন্ত্রে কন্যাকে ধ্রুব দর্শন করাইবেন। বধূও "দেখিলাম" এই কথা বলিবে। দিবাবিবাহ হইলে সমস্ত কর্ম্ম শেষ করিয়া রাত্রিকালে ধ্রুব দেখাইতে হয়। পরে বিবাহদিনাবধি তিন রাত্রি বর ও বধূ উভয়ে অক্ষারলবণ ভোজন ও ভূমিশয়ন করিবেন।

অনন্তর চতুর্থীহোম।—প্রথমতঃ শিখিনামা অগ্নি স্থাপন

হুয়াৎ। ওঁ অগ্নে প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্থা নাথকাম উপধাবামি যাস্যৈ পতিঘ্নী তনুস্তামস্যৈ নাশয় স্বাহা। ইদমগ্নয়ে ॥ ১ ॥ হুতশেষং জলপাত্রে স্থাপয়েৎ কন্যাভিষেকার্থং। ওঁ বায়ো প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্থা নাথকাম উপধাবামীতি যাস্যৈ প্রজাঘ্নী তনুস্তামস্যৈ নাশয় স্বাহা। ইদং বায়বে ॥ ২ ॥ ওঁ সূর্য্য প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্থা নাথকাম উপধাবামি যাস্যৈ পশুঘ্নী তনুস্তামস্যৈ নাশয় স্বাহা। ইদং সূর্য্যায় ॥ ৩ ॥ ওঁ চন্দ্র প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্থা নাথকাম উপধাবামি যাস্যৈ গৃহঘ্নী তনুস্তামস্যৈ নাশয় স্বাহা। ইদং চন্দ্রায় ॥৪॥ ওঁ গন্ধর্ব্ব প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্থা নাথকাম উপধাবামি যাস্যৈ যশোঘ্নী তনুস্তামস্যৈ নাশয় স্বাহা। ইদং গন্ধর্ব্বায় ॥ ৫ ॥ ততো যথাবিধি চরুং কৃত্বা। স্থালীপাকস্য জুহোতি। অবদান-প্রত্যবদানধর্ম্মেণ। ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা। ইদং প্রজাপতয়ে। ততঃ আহুতিশেষেণ পূর্ব্বস্থাপিতেন কন্যাভিষেচনং কুর্য্যাৎ। ওঁ যা তে পতিঘ্নী প্রজাঘ্নী পশুঘ্নী গৃহঘ্নী যশোঘ্নী নিন্দিতা তনূর্জ্জারঘ্নীং তত এনাং করোমি সা জীর্য্য ত্বং ময়া সহাসৌ। অত্র মন্ত্রে অসৌ ইতি স্থানে সম্বোধনান্তং বধূনামাভিদেশং ব্রূয়াৎ। ততঃ কন্যায়াঃ

পূর্ব্বক প্রকৃত কর্ম্মারম্ভে মহাব্যাহৃতি হোম করিবে। "ওঁ অগ্নে প্রায়শ্চিত্তে ত্বং" ইত্যাদি পাঁচটী মন্ত্রে ঘৃতযোগে পাঁচটী আহুতি দিতে হয়। পরে যথাবিধি চরুপাক করিয়া যথাবিধি হোম করত আহুতিশেষ দ্বারা "ওঁ যা তে পতিঘ্নী" ইত্যাদি মন্ত্রে কন্যাভিষেচন করিবে। পরে বর "ওঁ প্রাণৈস্তে প্রাণান্" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ

স্থালীপাকপ্রাশনে বরঃ পঠতি। ওঁ প্রাণৈস্তে প্রাণান্ সন্দধাম্যস্থিভিরস্থীনি মাংসৈর্ম্মাংসানি ত্বচা ত্বচং। ততো ব্রাহ্মণোঽন্বারব্ধঃ স্থালীপাকাদেব গৃহীত্বা ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহা। ইদমগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে। ইতি হুত্বা আজ্যেন মহাব্যাহৃতিহোমং কুর্য্যাৎ। ওঁ ভূঃ স্বাহা। ইদং ভূঃ। ওঁ ভুবঃ স্বাহা। ইদং ভুবঃ। ওঁ স্বঃ স্বাহা। ইদং স্বঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা। ইদং ভূর্ভুবঃ স্বঃ। ততঃ সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্তহোমঃ। সঙ্কল্পং কৃত্বা বিধুনামানমগ্নিং সংস্থাপ্য জুহুয়াৎ। ওঁ ত্বন্নোঽগ্নে বরুণস্য বিদ্বান্ দেবস্য হেলো অবযাসিসীষ্টা। যজিষ্টো বহ্নিতমঃ শোশুচানো বিশ্বান্দেবান্ প্রমুমুগ্ধঃ সৎ স্বাহা। ইদমগ্নীবরুণাভ্যাং॥ ১ ॥ ওঁ সত্বন্নোঽগ্নে বমোভবতীনেদিষ্টো অস্যা উষসো ব্যুষ্টৌ অবযক্ষ্ণো বরুণঞ্চ ররাণো ব্রীহি মৃলীকত্র সুহবো ন এধি স্বাহা ইদমগ্নীবরুণাভ্যং॥ ২॥ ওঁ অয়াশ্চাগ্নেঽস্যনভিস্বস্তিপাশ্চ সত্যমিত্থ ময়া অসি। অয়ানো যজ্ঞং বহাস্যয়ানো ধেহি ভেষজঞ্চ শতক্রতো স্বাহা। ইদমগ্নয়ে। ওঁ যে তে শতং বরুণ যে সহস্রং যজ্ঞিয়াঃ পাশা বিততা মহান্তস্তেভির্নোঽদ্য সবিতোত বিষ্ণুর্ব্বিশ্বে মুঞ্চন্তু মারুতঃ স্বর্কাঃ স্বাহা। ইদং বরুণায়। ওঁ বিষ্ণবে বিশ্বেভ্যো মরুদ্ভ্যঃ স্বর্কেভ্যঃ। উদুত্তমং বরুণপাশমস্মদবাধমং বিমধ্যমঞ্চ শ্রথায়। অথবয়মাদিত্যব্রতে

করিবে। অনন্তর স্থালীপাক হইতে চরু লইয়া "ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহা" মন্ত্রে হোম করতঃ আজ্যদ্বারা যথাযথমন্ত্রে মহাব্যাহৃতিহোম করিবেন। পরে সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্তহোম করিতে হয়। সংকল্প পূর্ব্বক বিধুনামা অগ্নি স্থাপন করিয়া "ওঁ ত্বন্নোঽগ্নে" ইত্যাদি মন্ত্রে হোম করত প্রায়শ্চিত্তহোম ও আচমন করিবে এবং

ত্বানাগসোঽদিতয়ে স্যামঃ স্বাহা। ইদমগ্নয়ে। ইতি হুত্বা প্রায়শ্চিত্তহোমং কৃত্বাচম্য ব্রহ্মণে দক্ষিণাং দদ্যাৎ। অদ্যেত্যাদি মদীয়বিবাহকর্ম্মাঙ্গভূতহোমকর্ম্মণি ব্রহ্মকর্ম্মপ্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং পূর্ণপাত্রং তুভ্যমহং সম্প্রদদে। স্বস্তীতি ব্রহ্মা। ততঃ শান্তিং কৃত্বা শান্ত্যুদকেনাত্মানং বধূঞ্চাভিষিচ্যাশীর্ব্বাদং কৃত্বাচ্ছিদ্রাবধারণং কুর্য্যাৎ ইতি। অধঃ শয়ীয়াতাং। সম্বৎসরং ন মৈথুনমুপেয়াতাং অশক্তৌ দ্বাদশরাত্রং ত্রিরাত্রং বা। ওঁ তৎপত্নীভিরন্বগচ্ছেম দেবাঃ পুত্রৈর্ভ্রাতৃভিরুত বা হিরণ্যেনাকং গৃভ্নানাঃ সুকৃতস্য লোকে তৃতীয়ে পৃষ্ঠেঽধিরোচনে দিবঃ॥ ইতি যজুর্ব্বেদীয়বিবাহপদ্ধতিঃ॥ * ॥

ইতি যজুর্ব্বেদীয়দশসংস্কারাঃ।

ব্রহ্মদক্ষিণা দিবে। "ওঁ অদ্যেত্যাদি" বাক্যে দক্ষিণা দিলে ব্রহ্মাও "স্বস্তি" বলিয়া শান্তিকর্ম্ম, শান্তিজল দ্বারা আত্মা ও বধূকে অভিষেক, আশীর্ব্বাদ প্রভৃতি করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন। তদনন্তর বর ও বধূ ভূমিশয়ন করিবে। এই সময় হইতে সম্বৎসর অথবা অশক্ত হইলে দ্বাদশ বা ত্রিরাত্র মৈথুনত্যাগ করিবে।

ইতি যজুর্ব্বেদীয়-বিবাহপদ্ধতি।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ঋগ্বেদীয়-

দশসংস্কারাঃ।

গর্ভাধানং।

ষোড়শদিনাভ্যন্তরে জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্তনক্ষত্রে পুংশুদ্ধিতঃ পতিরলঙ্কৃতাং পত্নীং শয্যামানীয় তয়া সহ সুখোপবিষ্টঃ জীববৎসাসধবাস্ত্রাপিষ্টশূকশিম্বারসেন পত্ন্যা দক্ষিণনাসাপুটে ব্যাক্তন্নস্থং বক্ষ্যমাণমন্ত্রাভ্যাং দদ্যাৎ। উদীর্ষ্বাত ইতি মন্ত্রদ্বয়স্য সূর্য্যাসাবিত্রাঋষিঃ সূর্য্যাসাবিত্রা দেবতা ত্রিষ্টুপ্ছন্দো নস্তদানে বিনিয়োগঃ। ওঁ উদীর্ষ্বাতঃ পতিবতী হ্যেষা নসনসা গীর্ভিঃ ফলং। অন্যামিচ্ছপিতৃষদং ব্যক্তাং স তে ভাগো জনুষা তস্য বিদ্ধি। ওঁ উদীর্ষ্বাতো বিশ্বাবসো নমসেনামহে ত্বা। অন্যামিচ্ছপ্রকর্ব্যাং সংজায়াং পত্ন্যা সৃজ স্বাহা। ওঁ গন্ধর্ব্বস্য বিশ্ববসোর্ম্মুখমাসিঃ। ইত্যুপস্পৃশেৎ। বিষ্ণুর্যোনিমিতি মন্ত্রস্য বশিষ্ঠঋষির্লিঙ্গোক্তা

ঋতু হইতে ষোড়শদিনভ্যন্তরে জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্ত নক্ষত্রে পতি অলঙ্কৃতা পত্নীকে শয্যায় আনিয়া তৎসহ সুখে উপবেশন পূর্ব্বক জীববৎসা সধবা স্ত্রী কর্তৃক পেষিত শূকশিম্বা-

দেবতানুষ্টুপ্ ছন্দো যোনিবিকাশে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণি পিংষতু। আসিঞ্চতু প্রজাপতির্ধাতা গর্ভং দধাতু তে স্বাহা। ইতি দ্বারং বিদারয়েৎ। তং পূষন্নিতি মন্ত্রস্য সূর্য্যাসাবিত্রীঋষিঃ সূর্য্যাসাবিত্রী দেবতে পংক্তিচ্ছন্দঃ পত্নী-গমনে বিনিয়োগঃ। ওঁ তৎ পূষঞ্জিবতমাসে বয়স্বয়স্যাং বীজং। মনুষ্যা আবপন্তি যাব উরূ উষতী বিশ্রয়াতে যস্যামুষন্তঃ প্রহরাম শেফঃ। ইতি পঠিত্বা গচ্ছেৎ। কন্যামিতিস্থানে পত্ন্যা নাম কর্ত্তব্যং। রেতঃপাতাবসরে হে অমুকে প্রাণে তে রেতো দধামি ইতি পঠেৎ। সমাপ্তেঽনুপ্রীণয়েৎ। ওঁ ভূরগ্নিগর্ভা যথা দ্যৌরিতি মন্ত্রেণ গর্ভিণী। বায়ুর্যথা দিশাং গর্ভং এবং গর্ভং দধামি তে। ইতি ভগালম্ভনং। ওঁ আপ ইত্বা উভেষজীরাপো-ঽমাং বচাতনীঃ। আপঃ সর্ব্বস্য ভৈষজীস্তত্তে কৃণ্বন্তু ভেষজং ইত্যুপস্থং প্রক্ষালয়েৎ। হস্তাভ্যাং দশশাখাভ্যাং জিহ্বাবচঃ পুরো গতিঃ। অনায় ইত্যুভাভ্যাং ত্বোপস্পৃশামসি। অনেন যোনিং প্রক্ষালয়েৎ। ততো হস্তৌ পাদৌ প্রক্ষাল্য দ্বিরাচম্য ওঁ সূর্য্যো নো দিবস্পতে বাতো নোঽন্তরীক্ষাৎ। অগ্নির্নঃ পার্থিবেভ্যঃ যো মা সবির্য্যস্য হেতবঃ শতং গবাং। অর্হতি পাহি নো বিদ্যুতঃ পতন্ত্যাঃ। চক্ষুর্নো দেবঃ সবিতা চক্ষুন´ উত পর্ব্বতঃ। চক্ষুর্ধাতা দধাতু নশ্চক্ষুর্নো ধেহি চক্ষুষো চক্ষুর্বীক্ষে তনুভ্যঃ সবেদং বহু

রস পত্নীর দক্ষিণনাসাপুটে প্রদান করিবেন। "ওঁ উদীর্ষ্বাত" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় পাঠ পূর্ব্বক নাসাপুটে দিতে হয়। তদনন্তর "ওঁ বিষ্ণুর্যোনিং" ও "ওঁ তৎ পূষন্" ইত্যাদি মন্ত্রে যথানিয়মে পত্নীতে উপগত হইবে। শয়নকালে "হে অমুকে প্রাণে" ইত্যাদি এবং

পশ্যেম। সুসংদৃশং ত্বা বয়ং প্রতিপশ্যেম সূর্য্যবিপশ্যেমনৃ চক্ষুষে। ইতি কৃতাঞ্জলিঃ সূর্য্যমুপস্থায়াগ্নেরুপস্থানং কুর্য্যাৎ। ওঁ বধেন দস্যুং প্রহিতা বয়স্ববয়ঃ কৃত্বানিস্তম্বেশ্বাবৈ। পিপর্ষি যৎ সহস্রং পুত্রদেবাসোগ্নে পাহি নৃতবাজে অস্মান্। বয়ন্তে অগ্ন উবৈর্ব্বিধেম বয়ং হবৈ্যঃ প্রাক্‌ভদ্রশোচে। অশ্বেরয়িং বিশ্ববারং সম্মিদ্ধো অস্যৈ বিশ্বানি দ্রবিণা নিধেহি। অস্মাকমগ্নে অধ্বরং জুষস্ব সহসঃ সুনেত্রিষদস্থহব্যং। বয়ং দেবেষু সুহৃদং স্যামশর্ম্মণো নাসবরূথেন পাহি। বিশ্বানিল ইতি মন্ত্রস্যাবসুশ্রুতঋষিরগ্নির্দ্দেবতা ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দোগ্ন্যুপস্থাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিশ্বানিলো দুর্গহা জাতবেদঃ সিন্ধুর্ননাবাদুরিতাপার্ষিঃ। অগ্নে অত্রিরন্নমসা গৃণানো হস্মাকং বোধ্যবিতা তনূনাং। যস্তা হৃদা কীরিণামন্যমানো মর্ত্ত্যাং মর্ত্ত্যোজোহবীমি। জাতবেদো যশোহস্মাসু ধেহি প্রজাভিরগ্নে অমৃতত্বমস্যাং যস্যেত্বং সুকৃম্ন জাতবেদ উলোকমগ্নে কৃণবস্মোনং। অশ্বিনং স পুত্রিণং বীরমন্তং রয়িং ন শতে স্বস্তি। অগ্নিস্তু বিশ্রব-স্তমং ভুবি ব্রহ্মাণমুত্তমং অতূর্ত্তং শ্রাবয়ৎ পতিং পুত্রং দদাতি দাশুষে। অগ্নির্দ্দদাতি সৎপতিং সমো হয়ো যুধাল্লাভঃ। অগ্নিরত্যং ঘূরস্যেদং জেতারমপরাজিতং। ইদং কর্ম্ম সকৃদেব কর্ত্তব্যং॥ *॥

"ওঁ ভূরাগ্নিগর্ভা" ইত্যাদি পাঠ করিবে। তৎপরে "ওঁ আপ ইত্বা "ইত্যাদি এবং "হস্তাভ্যাং দশশাখাভ্যাং" ইত্যাদি মন্ত্রে উভয়ে অঙ্গ প্রক্ষালন করিবে। পরে হস্ত পদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক দুইবার আচমন করিয়া "ওঁ সূর্য্যো নো দিবস্পতে" ইত্যাদি মন্ত্রে করপুটে সূর্য্যোপস্থান করিয়া "চক্ষুর্ধাতা" ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নির উপস্থান করিবে।

ইতি ঋগ্বেদীয় গর্ভাধান।

পুংসবনম্।

তত্র চন্দ্রনামাগ্নিঃ। তৃতীয়মাসে পুষ্যানক্ষত্রং প্রাপ্য করণীয়ং। পূর্ব্বদিনে গর্ভিণী হবিষ্যং কুর্য্যাৎ। পরদিনে পতিঃ কৃতনিত্যক্রিয়ো মাতৃকাপূজাং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধঞ্চ কুর্য্যাৎ। ততো লগ্নসময়ে প্রাঙ্গণচ্ছায়ামণ্ডপে প্রাঙ্মুখোপবিষ্টঃ কর্ম্ম কুর্য্যাৎ। যথা উপলেপনাদিস্রুক্স্রুবমেক্ষণপ্রতাপনান্তং কৃত্বা প্রাজাপত্যচরুং প্রসাধ্যাগ্নের্নামকরণাজ্যভাগান্তং কর্ম্ম কুর্য্যাৎ। ততো মঙ্গলতূর্য্যঘোষং কারয়িত্বা বস্ত্রাদ্যলঙ্কৃতা অবিঘ্নশরাবহস্তা বাসুদেবদ্বাদশনামলিখিতবস্ত্রবেষ্টনেন কৃতরক্ষা পত্নী পত্যুর্ব্বামপার্শ্বে উপবিষ্টা দক্ষিণহস্তং প্রসারয়েৎ। ততঃ পতিস্তদুপরি দধি দত্ত্বা দ্বৌ মাষৌ যবৈকং নিক্ষিপেৎ। ততঃ কিং পিবসীতি বারত্রয়ং পৃচ্ছেৎ। সা চ পুংসবনমিতি বারত্রয়মুক্ত্বা পিবেৎ। এবং বারত্রয়ং। ততঃ পতিজীববৎসাভ্যাং দম্পতীভ্যাং শিশিরপিষ্টদূর্ব্বারসেন দক্ষিণনাসাপুটে নস্যং দদ্যাদনেন।

এই সংস্কারে চন্দ্রনামা অগ্নি স্থাপন করিতে হয়। গর্ভের তৃতীয় মাসে পুষ্যা নক্ষত্রে এই সংস্কার করণীয়। পূর্ব্বদিনে গর্ভিণী হবিষ্য করিবে। পরদিন পতি নিত্যক্রিয়া করিয়া মাতৃকাপূজা ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিবেন। পরে লগ্নসময়ে প্রাঙ্গণে ছায়ামণ্ডপে প্রাঙ্মুখে উপবিষ্ট হইয়া কর্ম্ম করিবেন। যথা—

অগ্নিরৈতু প্রথমো দেবতানাং সোঽস্যৈ প্রজাং মুঞ্চতু মৃত্যুপাশাৎ। তদয়ং রাজা বরুণোঽনুমন্যতাং যথেয়ং স্ত্রী পৌত্রমঘং ন রোদাৎ। ততঃ পত্নীসংস্পৃষ্টো বক্ষ্যমাণমন্ত্রৈশ্চরুসাধনোক্তপরিপাচ্যচরুভিঃ ষড়াহুতীর্জুহুয়াৎ। ব্রহ্মণাগ্নিরিতি ষড়র্চ্চস্য সাংখ্যায়নঋষির্ব্রহ্মাগ্নী দেবতেঽনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ প্রধানচরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ব্রহ্মণাগ্নিঃ সম্বিদানো রক্ষোহা বাধতামিতঃ। অমীবায়স্তে গর্ভং দুর্নামায়োনিশাময় স্বাহা। ইদমগ্নীব্রহ্মাভ্যাং॥ ১॥ যস্তে গর্ভমমীবা দুর্নামায়ো নিশাময়ে। অগ্নিষ্টং ব্রহ্মণা সহ নিষ্ক্রব্যাদমনীনশৎ স্বাহা। ইদমগ্নীব্রহ্মাভ্যাং॥ ২॥ ওঁ যস্তে হন্তি পতয়ন্তন্নিশ্রয়ন্তং যঃ সরীসৃপং। যাতং যস্তেৰ্জ্জিঘাংসতি তমিতো নাশয়ামসি স্বাহা। ইদং ব্রহ্মণে॥ ৩॥ ওঁ যস্ত ঊরূবিহরত্যন্তরা দম্পতীশয়ে। যোনিং যোন্তরারেঢ়ি তমিতো নাশয়ামসি স্বাহা। ইদমগ্নয়ে॥ ৪॥ ওঁ যস্ত্বাগ্রতো পতির্ভূত্বা জারো ভূত্বা জারো ভূত্বা নিপদ্যতে। প্রজাং

উপলেপনাদি স্রুক্-স্রুব-মেক্ষণ প্রতাপনান্ত কর্ম্ম করিয়া প্রাজাপত্যচরু প্রসাধন, অগ্নির নামকরণ ও আজ্যভাগান্ত কর্ম্ম করিবেন। পরে বাসুদেবের দ্বাদশনামলিখিত বস্ত্র দ্বারা বেষ্টিতা পত্নী বস্ত্রাদ্যলঙ্কৃতা হইয়া শরাবহস্তে মঙ্গলধ্বনি সহকারে আসিয়া পতির বামপার্শ্বে উপবেশন পূর্ব্বক দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিবেন। তখন পতি সেই হস্তোপরি দধি, দুইটী মাষকলায় ও একটী যব নিক্ষেপ করিয়া তিনবার জিজ্ঞাসা করিবেন, "কি পান করিতেছ?" পত্নীও তিনবার "পুংসবন" এই কথা বলিয়া তাহা পান করিবেন। এই প্রকারে তিনবার পান করিতে হয়। তৎপরে জীববৎসা দম্পতিকর্ত্তৃক শিশিরপিষ্ট দূর্ব্বারস

যস্তে জিঘাংসতি তমিতো নাশয়ামসি স্বাহা। ইদং ব্রহ্মণে ॥ ৫ ॥ যস্ত্বা স্বপ্নেন তমসা সোহয়িত্বা নিপত্যতে। প্রজাং যস্তে জিঘাংসতি তমিতো নাশয়ামসি স্বাহা॥ ইদং ব্রহ্মণে ॥ ততঃ পত্ন্যা হৃদয়মালভেত। যত্তে সুষীম ইত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিশ্চন্দ্রো দেবতা-নুষ্টপ্ছন্দো হৃদয়ালভনে বিনিয়োগঃ। ওঁ যত্তে সুষীমে হৃদয়ে হিতমন্তঃ প্রজাপতৌ। মন্যেহং মাং তদ্বিদ্বাংসং সাহং পৌত্রমঘবন্নিসাং। ইত্যনেন। ততোহস্যাঃ সর্ব্বাঙ্গানি পাণিনা মার্জ্জয়েৎ। অক্ষিভ্যামিতি দ্বয়স্যাস্য সূক্তস্য বিবৃহাঋষির্যক্ষ্মো দেবতানুষ্টুপ্ছন্দোহঙ্গমার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অক্ষিভ্যাং কর্ণাভ্যাং চিবুকাদধি। যক্ষ্মং শীর্ষত্যং মস্তিষ্ক-জিহ্বায়া বিবৃহামি তে। ওং উরুভ্যাং তে অষ্ঠীবদ্ভ্যাং পার্ষ্ণিভ্যাং প্রপদাভ্যাং যক্ষ্মং শ্রোণিভ্যাং ভাসদাদ্‌ভ্রং সসো বিবৃহামি তে। ওঁ গ্রীবাভ্যস্ত উষ্ণিহাভ্যঃ কীকসাভ্যো বুকাৎ। যক্ষ্মং দোষল্যামংসাভ্যাং বাহুভ্যাং বিবৃহামি তে। ওঁ অন্ত্রেভ্যস্তে গুদাভ্যো বলিষ্ঠো হৃদয়াদধি। যক্ষ্মং মতঃ স্নাভ্যাং যক্নঃ প্লাশিভ্যো বিবৃহামি তে। ওঁ মেহনাদ্বলঙ্করণাল্লোমভ্যস্তেন যেভ্যঃ। যক্ষ্মং সর্ব্বস্যাদাত্মনস্ত-

---

দ্বারা পতি পত্নীর দক্ষিণনাসাপুটে নস্য প্রদান করিবেন। "ওঁ অগ্নিরেতু প্রথমো" ইত্যাদি মন্ত্রে নস্য দিবে। পরে পতি পত্নীকে স্পর্শ পূর্ব্বক "ওঁ ব্রহ্মণাগ্নিঃ সম্বিদা" ইত্যাদি ছয় মন্ত্রে ছয়টী চরুহোম :করিবেন। ১—৬। তদনন্তর পত্নীর হৃদয়দেশ স্পর্শ পূর্ব্বক "ওঁ যত্তে সুষীমে" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবেন। পরে "ওঁ অক্ষিভ্যাং" ইত্যাদি মন্ত্রে সর্ব্বাঙ্গে হস্ত মার্জ্জন করিতে হয়। তৎপরে চরু দ্বারা স্বিষ্টিকৃদ্ধোম এবং আজ্য দ্বারা প্রায়-

মিদং বিবৃহামি তে। ওঁ অঙ্গাদঙ্গাল্লোম্নো জাতং পর্ব্বণি পর্ব্বণি। যক্ষ্মং সর্ব্বস্মাদাত্মনস্তমিদং বিবৃহামি তে। এভির্ম্মন্ত্রৈঃ। ততশ্চ-রুণা স্বিষ্টিকৃতমাজ্যেন প্রায়শ্চিত্তং সমাপয়েৎ। ততো দক্ষিণা-চ্ছিদ্রাবধারণং ॥ * ॥

শ্চিত্ত হোম সমাপন পূর্ব্বক দক্ষিণা প্রদান ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন।

ইতি ঋগ্বেদীয় পুংসবন।

নবলোভনং।

অত্র শোভননামাগ্নিঃ। চতুর্থমাসে জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্তশুভ-দিবসে পতিঃ কৃতনিত্যক্রিয়ঃ মাতৃপূজাং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধঞ্চ কুর্য্যাৎ। ততঃ প্রাঙ্গণকৃতচ্ছায়ামণ্ডপে প্রাঙ্মুখ আসনে উপবিশতি। গর্ভিণী চ পুংসবনোক্তবেশা পত্যুর্ব্বামপার্শ্বে উপবিশতি পতিশ্চ তয়া স্পৃষ্টঃ কর্ম্ম কুর্য্যাৎ। উপলেপনাদিমেক্ষণপ্রতাপনান্তং কৃত্বা প্রাজাপত্যং চরুং প্রসাধ্যাগ্নের্নামকরণাঘারাজ্যভাগান্তং কর্ম্ম কুর্য্যাৎ। মুষ্টি-গ্রহণে দেবতানামানি যথা—প্রজাপতির্ব্বিষ্ণুঃ। ততশ্চরোর্ভাগমু-দ্ধৃত্য ইদং প্রজাপতয়ে ইতি দেবতানির্দ্দেশং কৃত্বা হিরণ্যগর্ভ ইত্যস্য হিরণ্যগর্ভঋষিঃ প্রজাপতির্দ্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ছন্দশ্চরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতি-রেক আসীৎ। সদাধাবঃ পৃথিবীং দ্যামুতে মাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম স্বাহা। ইদং প্রজাপতয়ে। তত ইদং হিরণ্যগর্ভায় ইত্যুদ্দেশং কৃত্বা। সাংখ্যঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ছন্দো লিঙ্গোক্তা দেবতা

এই সংস্কারে শোভননামা অগ্নি স্থাপনীয়। গর্ভের চতুর্থমাসে জ্যোতিঃশাস্ত্রবিহিত শুভদিবসে পতি কৃতনিত্যক্রিয় হইয়া মাতৃকাপূজা ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সমাপন পূর্ব্বক প্রাঙ্গণে ছায়ামণ্ডপে প্রাঙ্মুখে আসানোপরি উপবেশন করিবেন। গর্ভিণীও পুংসবনোক্ত বেশ ধারণ পূর্ব্বক পতির বামপার্শ্বে আসিয়া উপাবিষ্টা হইলে পতি তাহাকে স্পর্শ করত সমস্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন। উপলেপনাদি মেক্ষণ-প্রতাপনান্ত সমস্ত কর্ম্ম করিয়া প্রাজাপত্য চরুহোম, অগ্নির নামকরণ ও

প্রধানচরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ য আত্মদাবনদায়স্ত বিশ্বা উপাসতে প্রাশিষং দেবা যস্থ ছায়ামৃতং যস্য চক্ষুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা পিধেম স্বাহা। ইদং হিরণ্যগর্ভায়। পুনশ্চরোর্ভাগমুদ্ধৃত্য ইদমাদিপুরুষায় বিষ্ণবে ইতি দেবতানির্দ্দেশং কৃত্বা সহস্রশীর্ষেত্যস্য নারায়ণঋষিঃ পুরুষো দেবতানুষ্টুপ্ ছন্দশ্চরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। স ভূমিং সর্ব্বতঃ স্পৃষ্ট্বা অত্যতিষ্ঠেদ্দশাঙ্গুলং। ইদমাদিপুরুষায় বিষ্ণবে। ওঁ আয়ুষ্যং বর্চ্চস্যং রায়স্পোষমৌদ্ভিদং ইদং হিরণ্যং বর্চ্চস্ব জৈত্রায়া বিশ্বতাদিমাং। ইতি গর্ভবত্যাশ্চতুর্দ্দিক্ষু রক্ষাং কুর্য্যাৎ। ততশ্চরুণা স্বিষ্টিকৃতমাজ্যেন প্রায়শ্চিত্তং সমাপ্য দক্ষিণাচ্ছিদ্রাবধারণং কুর্য্যাৎ। গর্ভবতী চাশীগ্র্হণং কুর্য্যাৎ॥

আঘারাজ্যভাগান্ত সর্ব্বকর্ম্ম উপরোক্ত মূলের লিখিত নিয়মে ও মন্ত্রে সম্পাদন করত গর্ভবতীর চতুর্দ্দিকে রক্ষা বিধান করিবেন। পরে চরু দ্বারা স্বিষ্টকৃদ্ধোম ও আজ্য দ্বারা প্রায়শ্চিত্তহোম করিয়া দক্ষিণা প্রদান ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিলে গর্ভিণীও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবেন।

ইতি নবলোভন।

সীমন্তোন্নয়নম্।

অত্র মঙ্গলনামাগ্নিঃ। শুভসময়ে প্রাঙ্গণচ্ছায়ামণ্ডপে প্রাঙ্মুখ আসনোপবিষ্টঃ পতিঃ কর্ম্ম কুর্য্যাৎ। অদ্যেত্যাদি মৎপত্ন্যা অমুকীদেব্যাঃ সীমন্তোন্নয়নকর্ম্মাঙ্গসব্রহ্মকহোমকর্ম্মাহং করিষ্যামি। তত উপলেপনাদাজ্যভাগান্তং কর্ম্ম কুর্য্যাৎ। গর্ভবতী চ পুংসবনোক্তবেশা পত্যুর্বামপার্শ্বে উপবিশতি। পতিস্তয়া স্পৃষ্টো বক্ষ্যমাণমন্ত্রৈরষ্টাহুতীর্জ্জুহোতি। ধাতা দধাত্বিতি মন্ত্রস্য হিরণ্যগর্ভঋষির্ধাতা দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ আজ্যহোমে বিনিয়োগ·। ওঁ ধাতা দধাতু যে প্রাচ্যং জীবাতুমক্ষিতং। বয়ং দেবস্য ধীমহি সুমতী বাজিনীবতীং স্বাহা। ইদং ধাত্রে ॥ ১ ॥ হিরণ্যগর্ভঋষির্ধাতা দেবতানুষ্টুপ্ ছন্দঃ প্রধানাজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ধাতা প্রজানামুতরায় ঈশে ধাত্রেদং বিশ্বং ভুবনং প্রজানন্। ধাতাকৃষ্টিবনিষাভিচষ্টে ধাত্র ঈশব্যং ঘৃতবজ্জুহোতি স্বাহা। ইদং ধাত্রে ॥ ২ ॥ রাকাম ইতি মন্ত্রদ্বয়স্য গৃৎসমদঋষী রাকা দেবতা জগতীচ্ছন্দঃ আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ রাকামহং সুহবাং সুষ্টুতী হবে শৃণোতু ন সুভগা বাধস্ব ত্বং নাশীরাত্নপঃ সূচ্যা ছিদ্যমানয়া দধাতু বীরং শতধায়মুক্‌থং স্বাহা। ইদং রাকায়ৈ ॥ ৩ ॥

এই সংস্কারে মঙ্গলনামা অগ্নি স্থাপনীয়। শুভসময়ে পতি প্রাঙ্গণে ছায়ামণ্ডপে প্রাঙ্মুখে আসনোপবিষ্ট হইয়া সঙ্কল্প করত উপলেপনাদি আজ্যগাগান্ত সমস্ত কর্ম্ম করিবেন। গর্ভিণী পুংসবনোক্ত বেশে পতির বামপার্শ্বে উপবিষ্টা হইলে পতি তাহাকে স্পর্শ পূর্ব্বক "ওঁ ধাতা দধাতু" ইত্যাদি অষ্ট মন্ত্রে আটটী

ওঁ যাস্তে রাকে সুমতয়ঃ সুপেশসা যাভির্দ্দদাসি। দাশুষে বসূনি তাভির্নো অদ্যসুমনা উপাগহি সহস্রপোষং সুভগে বরাণাং স্বাহা। ইদং রাকায়ৈ॥ ৪॥ নেজমেষ ইতি ত্রয়াণাং বশিষ্ঠঋষির্ব্বিষ্ণুর্দ্দেবতানুষ্টুপ্‌ছন্দ আজ্যহোমে বিনি-য়োগঃ। ওঁ নেজমেষ পরাপত সুপুত্রঃ পুনরাপত। অস্মৈ মে পুত্রকামায়ৈ গর্ভমাধেহি যঃ পুমান্ স্বাহা। ইদং বিষ্ণবে॥ ৫॥ ওঁ যথেয়ং পৃথিবী মহুর্ত্তানা গর্ভমাদধে। এবং তং গর্ভমাধেহি দশমে মাস্যসূতবে স্বাহা। ইদং বিষ্ণবে॥ ৬॥ ওঁ বিষ্ণো: শ্রেষ্ঠেন রূপেণাস্যাং নার্য্যাং গর্ভিণ্যাং পুমাংসং পুত্রমাধেহি দশমে মাসি সূতবে স্বাহা। ইদং বিষ্ণবে॥ ৭॥ প্রজাপত ইত্যস্য হিরণ্যগর্ভঋষিঃ প্রজাপতির্দ্দেবতা ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দ আজ্যহোমে বিনি য়োগঃ। ওঁ প্রজাপতেন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বাজাতানি পরীত বভূব। যৎকামাস্তে জুহুমস্তন্নোঽস্তু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণা: স্বাহা। ইদং প্রজাপতয়ে॥ ৮॥ ততঃ পক্কোডুম্বরফলস্তবকযুগ্ম: শ্বেতশ্বাবিচ্ছলকাত্রয়ং তদভাবে পবিত্রত্রয়ং সূত্রবেষ্টিতঞ্চৈকীকৃত ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বরিত্যনেন বারত্রয়ং সীমন্তমূর্দ্ধমুন্নয়তি। তত ং সোমো ন রাজায় বতু মানুষীঃ প্রজা ইতি পঠেৎ। ততো নিবিষ্ট

আহুতি প্রদান করিবেন।১—৮। অনন্তর পক্কডুম্বরফলকস্তবকদ্ব: তিনটী পবিত্র সূত্রবেষ্টিত করিয়া ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ উচ্চারণ পূর্ব্বক তিনবার সীমন্ত উত্তোলন করিয়া দিবেন। পরে ওঁ সোমো ন রাজায়” ইত্যাদি পাঠ করিতে হয়। তৎপরে “নিবিষ্টচক্রাসি বৈ গঙ্গে নিবিষ্টচক্রাসি বৈ যমুনে “এইরূপ স্মরণ পূর্ব্বক “ওঁ আয়ুষ্য বর্চ্চস্যং” ইত্যাদি মন্ত্রে পত্নীর কণ্ঠে সুবর্ণচক্রাদি বন্ধন করিয়

চক্রাসি বৈ গঙ্গে নিবিষ্টচক্রাসি বৈ যমুনে ইতি স্মরেৎ। ততঃ সৌবর্ণচক্রাদিকং পত্ন্যাঃ কণ্ঠে বধ্নীয়াৎ। ওঁ আয়ুষ্যং বর্চ্চস্যং রায়স্পোষমৌদ্ভিদং। ইদং হিরণ্যং বর্চ্চস্ব জৈত্রায়াবিশতামিদং। ইত্যনেন। ততঃ প্রায়শ্চিত্তং সমাপয়তি। ততো দক্ষিণাং কৃত্বা জীবৎপতিপুত্রা যদ্‌যদ্বদন্তি তত্তৎ কুর্য্যাৎ। ততোঽচ্ছিদ্রা-বধারয়েৎ ॥ * ॥ ইতি সীমন্তোন্নয়নং ॥

দিবেন। পরে প্রায়শ্চিত্তহোম সম্পাদন পূর্ব্বক দক্ষিণা দিয়া পতিপুত্রবতী নারীর অভিপ্রায়ানুসারে যাহা যাহা কর্ত্তব্য করত অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন।

ইতি ঋগ্বেদীয় সীমন্তোন্নয়ন।

জাতকর্ম্ম।

তত্র প্রগল্‌ভনামাগ্নিঃ। পুত্রে জাতে নাড়ীচ্ছেদনাদন্যস্পর্শাৎ পূর্ব্বং পিতা উপলেপনাদ্যাজ্যভাগান্তং কৃত্বা পঞ্চাহুতীর্জ্জুহুয়াৎ। ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা। এবমিন্দ্রায়। প্রজাপতয়ে। বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ। ব্রহ্মণে। ততঃ প্রদীপবন্দনপূর্ব্বকং পুত্রমুখং দৃষ্ট্বা সচেলং স্নায়াৎ। ততঃ সর্পির্মধুনী কাংস্যপাত্রে প্রক্ষিপ্য সুবর্ণেন তোলয়িত্বা কুমারজিহ্বায়াং দদ্যাদনেন। সুতে দদামীত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিঃ কুমারো দেবতা ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দো মধুঘৃতসুবর্ণপ্রাশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ সুতে দদামি মধুনো ঘৃতস্য বেদং সবিতা-প্রসূতং মঘোনাং। আয়ুষ্মান্ গুপ্তো দেবতাভিঃ শতং জীব শরদো লোকেঽস্মিন্। ততঃ কুমারস্য কর্ণয়োরুপরি হিরণ্যং নিধায় জপতি। মেধাং তদেব ইত্যস্য প্রজাপতির্ঋষির্লিঙ্গোক্তা দেবতানুষ্টুপ্ ছন্দো মেধাজননে বিনিয়োগঃ। ওঁ মেধান্তে দেবঃ

এই সংস্কারে প্রগল্‌ভনামক অগ্নি স্থাপনীয়। পুত্র জন্মিলে নাড়ীচ্ছেদনের ও অন্য কর্তৃক স্পর্শের পূর্ব্বে পিতা উপলেপনাদি আজ্যভাগান্ত সমস্ত কর্ম্ম করিয়া "ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা" ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নি, ইন্দ্র, প্রজাপতি, বিশ্বেদেব ও ব্রহ্মা ইহাঁদিগের প্রত্যেককে এক একটী আহুতি দিবেন। তৎপরে প্রদীপবন্দন পূর্ব্বক পুত্রমুখ দেখিয়া সবস্ত্র স্নান করিতে হয়।

অনন্তর কাংস্যপাত্রে মধু ও ঘৃত নিক্ষেপ পূর্ব্বক সুবর্ণশলা-কাদি দ্বারা তাহা তুলিয়া "ওঁ সুতে দদামি" ইত্যাদি মন্ত্রে কুমারের জিহ্বায় প্রদান করিবেন। পরে কুমারের কর্ণোপরি

দবিতা মেধাং দেবী সরস্বতী। মেধান্তে অশ্বিনৌ দেবাবাধত্তাং পুষ্করস্রজৌ। অগ্রে দক্ষিণকর্ণে ততো বামকর্ণে। ততঃ পুত্রস্য দক্ষিণস্কন্ধে দক্ষিণহস্তং দত্ত্বা পঠেৎ। অশ্মা ভবেত্যস্যাথর্ব্বণ-ঋষির্লিঙ্গোক্তা দেবতানুষ্টুপ্ ছন্দোঽংসাভিমর্ষণে বিনিয়োগঃ। ওঁ অশ্মা ভব পরশুর্ভব হিরণ্যমমৃতং ভব। বেদো বৈ পুত্রনামাসি সংজীব শরদঃ শতং। এবং বামস্কন্ধেপি। ততঃ সাবিত্রীনাড়ীং ছেদয়িত্বা কুমারং প্রক্ষালয়েৎ। ততো মাতুর্দ্দক্ষিণস্তনং হিরণ্যো-দকেন প্রক্ষালয়েদনেন। ওঁ ইমাং কুমারো জরাং ধরতু দীর্ঘমায়ুঃ প্রজীবসে। অস্মৈ স্তনৌ প্রযুঞ্জ্যানা আয়ুর্ব্বর্চ্চো যশো বলং। এবং বামমপি। ইন্দ্রশ্রেষ্ঠানীতি মন্ত্রস্য গৃৎসমদঋষিরিন্দ্রো দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো দক্ষিণস্তনদানে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইন্দ্রশ্রেষ্ঠানি দ্রবিণা নিধেহি চিত্তং দক্ষস্য সুভগত্বমস্মৈ পোষঃ রয়ীণামরিষ্টং তনূনাং আত্মানং বাচঃ সুদিনত্বমহ্নাং। অনেন কুমারায় দক্ষিণং স্তনং দদাতি। অস্মৈ প্রয়ন্ধীতি মন্ত্রস্য কুশিকঋষিরিন্দ্রো দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো বামস্তনদানে বিনিয়োগঃ। ওঁ অস্মৈ প্রয়ন্ধি

হিরণ্য রাখিয়া "ওঁ মেধান্তে দেবঃ সবিতা" ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিতে হয়। প্রথমতঃ দক্ষিণ কর্ণে, পরে বামকর্ণে জপ করিবে। অনন্তর পুত্রের দক্ষিণস্কন্ধে দক্ষিণহাত দিয়া "ওঁ অশ্মা ভব পরশু-র্ভব" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক বামস্কন্ধেও ঐরূপে হাত দিয়া মন্ত্র পাঠ করিবেন। তৎপরে সাবিত্রী নাড়ী ছেদন পূর্ব্বক কুমারকে প্রক্ষালন করিয়া হিণ্যোদক দ্বারা "ওঁ ইমাং কুমারো" ইত্যাদি মন্ত্রে মাতার দক্ষিণস্তন প্রক্ষালন করিবেন। পরে ঐ প্রকারে বামস্তনও প্রক্ষালিত করিতে হয়। তৎপরে "ওঁ ইন্দ্রশ্রেষ্ঠানি"

মঘবন্নজীষিবত্বিন্দ্র বায়ো বিশ্বরায়স্য দৃষ্টবঃ। অস্মৈ শতং শরদো জীবমেধা অস্মৈ বীরাঞ্চশ্বৎ ইন্দ্রমিত্রিং। অনেন বামং॥

ইত্যাদি মন্ত্রে কুমারকে দক্ষিণ স্তন এবং "ওঁ অস্মৈ প্রন্নদ্ধি" ইত্যাদি মন্ত্রে বামস্তন পান করিতে দিবেন।

ইতি জাতকর্ম্ম।

গুপ্তনামকরণং।

কোপি ন জানীয়াত্তথা গুপ্তং নাম কুর্য্যাৎ। যদি দেশান্তর-গতঃ পিতা শৃণোতি পুত্রো মে জাতস্তদাগতঃ সূতকান্তে পুত্রস্য মূর্দ্ধানং গৃহীত্বা জপতি। ওঁ অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবসি হৃদয়াদধিজায়সে। আত্মা বৈ পুত্রনামাসি সংজীব শরদঃ শতং। ইতি পঠিত্বা শিরসি চুম্বনদ্বয়ং দদ্যাৎ। ততঃ প্রায়শ্চিত্তাদি সমাপয়েৎ॥

কেহ জানিতে না পারে, এইরূপ ভাবে গুপ্ত নামকরণ করিবে। যদি পিতা দেশান্তরে থাকেন, তাহা হইলে পুত্রজন্ম-সংবাদ শ্রবণান্তে গৃহে আসিয়া জননাশৌচান্তে পুত্রের মস্তক ধারণ পূর্ব্বক "ওঁ অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবসি" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত মস্তকে দুইবার চুম্বন করিবেন। পরে প্রায়শ্চিত্ত-হোমাদি সমস্ত কর্ম্ম বিধানে শেষ করিতে হয়।

প্রকাশনামকরণং।

অত্র পার্থিবনামাগ্নিঃ। পিতা স্নাত্বা কৃতনিত্যক্রিয়ো মাতৃকা-পূজাং বসোর্ধারাদানং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধঞ্চ কৃত্বা শুভসময়ে প্রাঙ্মুখ আসনে উপবিশেৎ। মাতাপি স্নানং কৃতমঙ্গলং নূতনবস্ত্রাচ্ছাদিতং দুর্ব্বাক্ষতশিরসং কুমারমঙ্কে কৃত্বা প্রাঙ্মুখী উপবিশেৎ। ততঃ সুবর্ণবদ্ধকুশৈস্তাম্রপাত্রস্থজলেন বক্ষ্যমাণমন্ত্রৈঃ কুমারং সিঞ্চেৎ। সমুদ্রজ্যেষ্ঠা ইতি মন্ত্রস্য বশিষ্ঠঋষিরাপো দেবতা ত্রিষ্টুপ্-ছন্দো মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ সমুদ্রজ্যেষ্ঠা সলিলস্য মধ্যাৎ পুনানায়ন্ত নিবিশমানাঃ। ইন্দ্রো যা বজ্রী বৃষভোবরাদত আপো দেবীরিহ মামবন্তু। ওঁ যা আপো দিব্যা উতবা শ্রবন্তি খনিত্রিয়া উত বায়াঃ। স্বয়ং যাঃ সমুদ্রর্থা যাঃ শুচয়ঃ পাবকস্তা আপো দেবীরিহ মামবন্তু। ওঁ যাসাং রাজা বরুণো যাতি মধ্যে সত্যা-নৃতেঽবপশ্যঞ্জনানাং। মধুশ্চ্যুতঃ শুচয়ো যাঃ পাবকাস্তা আপো দেবীরিহ মামবন্তু। ওঁ যাসু রাজা বরুণো যাসু সোমো বিশ্বে দেবায় সূর্জ্জুং মদন্তি। বৈশ্বানরো যাস্বগ্নিঃ প্রবিষ্টস্তা আপে

এই সংস্কারে পার্থিব নামক অগ্নি স্থাপনীয়। পিতা স্নান পূর্ব্বক নিত্যক্রিয়া, মাতৃকাপূজা, বসুধারা দান ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিয়া শুভ সময়ে প্রাঙ্মুখে আসনে উপবেশন করিবেন। মাতাও স্নান পূর্ব্বক কুমারকে নববস্ত্রাচ্ছাদিত ও কৃতমঙ্গল করত তাহার মস্তকে দূর্ব্বা ও অক্ষত দিয়া ক্রোড়ে লইবেন এবং প্রাঙ্মুখী হইয়া উপবিষ্টা হইবেন। পরে সুবর্ণসংযুক্ত কুশযোগে তাম্রপাত্রস্থ জল লইয়া "ওঁ সমুদ্র জ্যেষ্ঠা" ইত্যাদি মন্ত্রে কুমারকে অভিষিক্ত

দেবীরিহ মামবন্তু। আপোহিষ্ঠেত্যত্র্যর্চ্চস্য সিন্ধুদ্বীপঋষিরাপো দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দো মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়ো ভুবস্তান ঊর্জ্জে দধাতন। মহেরণায় চক্ষসে। ওঁ যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তে হ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ। ওঁ তস্মা অরঙ্গ মামবো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ আপো জনয়থা চ নঃ। দেবস্য ত্বা সবিতুরিত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিঃ সবিতাশ্বিপূষাণো দেবতা ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দো মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাং। অপনঃ শোশুচদঘমিত্যষ্টর্চ্চস্য কুৎসঋষিঃ শুচিরগ্নির্দ্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দো মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অপনঃ শোশুচদঘমগ্নে শোশুদ্ধ্যারয়িং। অপনঃ শোশুচদঘং। সুক্ষেত্রিয়া সুগাতুয়া বসূয়া চ যজামহে। অপনঃ শোশুচদঘং। প্রয়ন্তন্দিষ্ট এষাং প্রাস্মাকাশশ্চ সূচয়ঃ। অপনঃ শোশুচদঘং। প্রয়াতু অগ্নে সূচয়ো জায়েমহি প্রাতরয়ং। অপনঃ শোশুচদঘং। প্রয়দগ্নে সহস্বতো বিশ্বতোয়ন্তি ভাবনঃ। অপনঃ শোশুচদঘং। ত্বং হি নো বিশ্বতোমুখো বিশ্বতঃ পরিভূয়সি। অপনঃ শোশুচদঘং। দ্বিষো ন বিশ্বতোমথাভি নাবেবপাবয়।

করিবেন। তৎপরে উপলেপনাদি আজ্যভাগান্ত সর্ব্বকর্ম্ম করিয়া "ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা" ইত্যাদি প্রকারে অগ্নি,ইন্দ্র,প্রজাপতি, বিশ্বেদেব ও ব্রহ্মা ইহাঁদিগের প্রত্যেককে এক একটী আহুতি দিবে। তৎপরে মাতা উত্তরশিরা কুমারকে নামকর্ত্তার ক্রোড়ে দিয়া মঙ্গল-তুর্য্যধ্বনি সহকারে কুমারের দক্ষিণ কর্ণে কুমারের নাম কীর্ত্তন করিবেন। কুমারের কর্ণে "তোমার নাম অমুক" এই কথা বলিয়া তদীয় মাতার নিকট "এই তোমার

অপনঃ শোশুচদঘং। সনঃ সিন্ধুমিব নাবয়াতি পর্ষা স্বস্তয়ে।
অপনঃ শোশুচদঘং। তত উপলেপনাদ্যাজ্যভাগান্তং কৃত্বা
পঞ্চাহুতীর্জুহুয়াৎ। ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা ইদমগ্নয়ে। এবমিন্দ্রায়।
প্রজাপতয়ে। বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ ব্রহ্মণে। ততো মাতা
উত্তরশিরসং কুমারং নামকর্ত্তুঃ ক্রোড়ে দদ্যাৎ। স চ মঙ্গল-
তূর্য্যঘোষেষু সৎসু কুমারদক্ষিণকর্ণে কুমারনাম বদেৎ। অমুক-
দেবশর্ম্মাসি। ততঃ শ্রীঅমুদেবশর্ম্মায়ন্তে পুত্র ইতি তন্মাতুরগ্রে
কথয়েৎ। অন্যেভ্যোপি। ততো মাত্রে কুমারং সমর্পয়েৎ। ততঃ
প্রায়শ্চিত্তং স্বিষ্টিকৃতঞ্চ সমাপ্য দক্ষিণাচ্ছিদ্রাবধারণং কুর্য্যাৎ ॥ * ॥

পুত্রের নাম অমুক" এই কথা বলিবেন। তৎপরে অন্যান্য
লোকের নিকটেও ঐরূপ কুমারনাম বলিয়া কুমারকে মাতৃক্রোড়ে
প্রদান করত প্রায়শ্চিত্ত-হোম, স্বিষ্টিকৃদ্ধোম, দক্ষিণা দান,
অচ্ছিদ্রাবধারণ প্রভৃতি সম্পাদন করিবেন।

ইতি ঋগ্বেদীয়-নামকরণ।

নিষ্ক্রমণং।

তত্র পিতা কৃতনিত্যক্রিয়ো মাতৃকাপূজাং বসোর্দ্ধারাদানং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধঞ্চ কুর্য্যাৎ। ততশ্চ বিষ্ণুধর্ম্মোক্তমন্ত্রৈস্তত্তদ্দেবতাপূজাং কুর্য্যাৎ যথা। ওঁ যত ইন্দ্র ভয়ামহে ততোনোঽভয়ং কৃধি। মঘবন্ শগ্ধিতব তন্ন ঊতিভির্ব্বিদ্বিষো জহি। ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ। ওঁ অগ্নিং দূতং বৃণীমহে হোতারং বিশ্ববেদসং। অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুং। ওঁ অগ্নয়ে নমঃ। ওঁ যমায় সোমং সুনুত যমায় জুহুতা হবিঃ। যমং হ যজ্ঞং গচ্ছত্যগ্নিদূতো অরং কৃতঃ। ওঁ যমায় নমঃ। ওঁ মোষুণঃ পরাপরানির্ঋতির্দুর্হণাবধীং। পদীষ্টতৃষ্ণয়া সহ ওঁ নির্ঋতয়ে নমঃ। ওঁ তত্ত্বাযামিব্রহ্মণাবন্দমানস্তদা শাস্তে যজমানো হবির্ভিঃ। অহেনমানো বরুণেহ বোধ্যরুশংস মানমায়ুঃ প্রমোষীঃ। ওঁ বরুণায় নমঃ। ওঁ তব বায়বৃতাপতে ত্বষ্টুর্ষামাতরদ্ভুতস্য। অথাস্যা বৃণীমহে। ওঁ বায়বে নমঃ। ওঁ সোমং ধেনু সোমোঽর্ব্বন্ত মাশুংসো মোবীরং কর্ম্মণ্যং দদাতি। সাদন্যং বিতথ্যং সভেয়ং পিতৃশ্রবণং যো দদাসদস্মৈ। ওঁ সোমায় নমঃ। ওঁ তমীশানং জগতস্তস্থুষস্পতিং ধিয়ং জিন্নমবসে হূমহেবয়ং। পূষাণো যথাবেদসামসদ্বৃধে রক্ষিতাপায়ুরদব্ধঃ স্বস্তয়ে। ওঁ ঈশানায় নমঃ। ওঁ ব্রহ্মযজ্ঞানাং প্রথমং পুরস্তাদ্বিসীমতঃ সুরুচোবেণ আবঃ। সবুধ্ন্যা উপমা অস্য বিষ্ঠামসতশ্চযোনি সতশ্চবিবঃ। ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ। ওঁ কালিকো নাম সর্পো নবনাগসহস্রবলঃ। যমুনাহ্রদে সো জাতোঽহং নারায়ণ-

---

পিতা নিত্যক্রিয়া, মাতৃকাপূজা, বসুধারা দান, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ প্রভৃতি সম্পাদন পূর্ব্বক বিষ্ণুধর্ম্মোক্ত মন্ত্র দ্বারা তত্তদ্দেবতার

বাহনঃ। যদি কালিকদূতস্য যদি বা কালিকাত্তয়ং। জন্মভূমি-পরিক্রান্তো নির্ব্বিষো যাতু কালিকঃ। ওঁ অনন্তায় নমঃ। ওঁ স্যোনা পৃথিবিনো ভবানৃক্ষরাণিবেশনী। যৎসানঃ শর্ম্ম সপ্রথাঃ। ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ। ওঁ সোমং রাজানং বরুণমগ্নিমন্বারভামহে। আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিং। প্রজারন্তঃ সচেমহি। ওঁ সোমায় নমঃ। ওঁ আকৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যঞ্চ। হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনাদেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্। ওঁ সবিত্রে নমঃ। ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্। ওঁ বাসুদেবায় নমঃ। ওঁ আদিবপ্রত্নস্য রেতসো জ্যোতিঃ পশ্যন্তি বাসবং। পরো যদিধ্যতে দিবা। ওঁ গণেশায় নমঃ। ততো লগ্নসময়ে মাতা নূতনবস্ত্রাচ্ছাদিতমুত্তর-শিরসং কুমারমঙ্কে কৃত্বা পত্যুর্দ্দক্ষিণতঃ স্থিত্বা মঙ্গলতূর্য্যঘোষেষু সৎসু তদঙ্কে কুমারং দদ্যাৎ। পিতা চেতি পঠন্ গৃহ্লাতি। স্বস্তি-নোমিমীতামিতি সপ্তর্চস্য সূক্তস্য স্বস্ত্যাত্রেয়শ্যাবাশ্বঋষির্ব্বিশ্বেদেবা দেবতাস্তিস্র আদ্যাস্ত্রিষ্টুভো মধ্যে দ্বে অনুষ্টুবন্তে দ্বে ত্রিষ্টুভৌ কুমারগ্রহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বস্তিনোমিমীতামশ্বিনাভগঃ স্বস্তিদেব্যদীতিরনর্ব্বণঃ স্বস্তি পূষা অসুরো দধাতু নঃ স্বস্তি দ্যাবা পৃথিবী সুচেতনা। স্বস্তিনো বায়ুমুপব্রুবামহৈ। সোমং স্বস্তি

পূজা করিবেন। যে প্রকারে যে যে মন্ত্রে তত্তদ্দেবতা অর্থাৎ ইন্দ্র, অগ্নি, যম প্রভৃতির পূজা করিতে হয়, তাহা উপরে মূলেই স্পষ্ট রহিল। অনন্তর মাতা লগ্নসময়ে নূতনবস্ত্রাচ্ছাদিত উত্তরশিরা কুমারকে ক্রোড়ে লইয়া পতির দক্ষিণে দণ্ডায়মানা হইলে মঙ্গলধ্বনি সহকারে তদঙ্কে কুমারকে দিবেন। পরে

ভুবনস্তয়স্পতিঃ। বৃহস্পতিং সর্ব্বগণং স্বস্তয়ে স্বস্তয় আদিত্যা সো ভবন্তু নঃ। বিশ্বেদেবা নো অদ্যাঃ স্বস্তয়ে। বৈশ্বানরো বসুরগ্নিঃ স্বস্তয়ে দেবায়েবস্তৃভবঃ স্বস্তয়ে স্বস্তিনো রুদ্রঃ পাত্বংহসঃ। স্বস্তি মিত্রাবরুণা সৃস্তি পথ্যেরেবতি স্বস্তি ন ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ স্বস্তিনো অদিতয়ে কৃধি। স্বস্তি পন্থামনুচরেম সূর্য্যাচন্দ্রমসাবিব। পুনর্দ্দদতাঘ্নতা জানতাসঙ্গমেমহি। স্বস্ত্যয়নং তার্ক্ষ্যমরিষ্টনেমিং মহদ্ভুতং বায়সং দেবানাং। অসুরঘ্নমিন্দ্রসখং সমুৎ সুবৃহদ্‌যশো নাবমি বারুহেম। অঁহোমুচ মাঙ্গিরসং গয়ঞ্চ স্বস্ত্যাত্রেয়ং মনসা চ তার্ক্ষ্যং প্রয়তপাণিঃ শরণং প্রপদ্যে। স্বস্তি সম্বাধে অভয়ং নো অস্তু। ইতি সূক্তং জপ্ত্বাঙ্কে কুমারমাদায় অপ্রতিরথং জপন্ বহির্নিষ্ক্রাময়েৎ। যথা। আশুঃ শিশান ইতি ত্রয়োদশর্চ্চস্য সূক্তস্য পৈলঋষির্লিঙ্গোক্তা দেবতাস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দো অপ্রতিরথজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ আশুঃ শিশানো বৃষভোন ভীমো ঘনাঘনঃ ক্ষোভনশ্চর্ষণীনাং। সংক্রন্দনোনিমিষ একবীরঃ শতং সেনা অজয়ৎ সাকমিন্দ্রঃ। সংক্রন্দনেনানিমিষেণ জিষ্ণুনাযুৎকারেণ দুশ্চ্যবনেন ধৃষ্ণুনা। তদিন্দ্রেণ জয়ত ততসহধ্বং যুধোব ইষুহস্তেন ধৃষ্ণা। সইষুহস্তৈঃ স নিষঙ্গিভির্ব্বসংস্রষ্টাসয়ুধ ইন্দ্রোগণেনঃ। সংসৃজিৎসোম পরোহুশর্দ্ধ্যগৃধন্বা প্রতিহতাভিরস্তা। বৃহস্পতে পরিদীয়ারথেন রক্ষোহামিত্রাং অপবাধমানঃ। প্রভঞ্জন্ সেনাপ্রমৃণো যুধাজয়ন্নস্মাকমেধ্যবিতা রথানাং। বল বিজ্ঞায় স্থবিরঃ প্রবীরঃ সহস্রান্ বাজীন্ সহমান উগ্রঃ।

পতি "ওঁ স্বস্তিনোমিমীতা" ইত্যাদি সূক্ত পাঠ করিবেন। তৎপরে "ওঁ আশু শিশানো" ইত্যাদি অপ্রতিরথ মন্ত্র ও "ওঁ অসৌ

অভিবীরো অভিলসত্বা সঙ্গেজাজৈত্রমিন্দ্র রথমাতিষ্ঠ গোবিৎ। গোত্রভিদং গোবিদং বজ্রবাহুং যজন্তমজা প্রমৃণন্ত মোজসা। ইমং সজাতা স্বনূধীরমধ্বমিন্দ্রং সখায়ো অনুসংরভধ্বং। অভিগোত্রাণি সহসা গাহমানো দয়োবীরঃ শতমন্যুরিন্দ্রঃ। দুশ্চ্যবন পৃতনায়ান যুধ্যোহয়ং অস্মাকং সেনা অবতু প্রয়ুৎ স্বঃ। ইন্দ্র আসাংনেতা বৃহস্পতির্দ্দক্ষিক্ষিণযজ্ঞঃ পুরত্রতুসোমঃ। দেব-সেনা নামভঞ্জতানাং জয়ন্তীনাং মরুত্তোয়ন্দগ্রং। ইন্দ্রস্য বৃষ্ণো বরুণস্য রাজ্ঞঃ আশ্বিত্যাভ্যাং মরুতাং শর্দ্ধউগ্রং। মহামনসাং ভূবনশ্চ্যবানাং ঘোষো দেবানাং জয়ত্রাসুদস্থাৎ। উদ্দর্ষয় মঘ-বান্নায়ুধান্যুৎ সত্বানাং মামকানাং মনাংসি। উদ্বৃত্রহত্বাজিনাং ন্ম্রদ্রথানাং জয়তাং যন্তুঘোষামস্মাকমিন্দ্রঃ সমিতেষু ধ্বজেষাকং যাইষবস্তা জয়ন্তু। অস্মাকং বীরা উত্তরে ভবন্ত্বস্মাহতদেবা অবতাং হবেষু। অমাষাং চিত্তং প্রচিত্তং প্রতিলোভয়ন্তী গৃহা-ণাঙ্গান্যগ্রে দবেহি। অভিপ্রেহি নির্দ্দহহৃৎ স্বশোকৈরন্ধেনামি-ত্রাস্তমসাসতন্ত্রা শ্বেতাজয়তা স ব ইন্দ্রো বঃ শর্ম্ম যচ্ছতু। উগ্রা বঃ সন্ত বাহবো অনাধষ্ট্যা যথাসথঃ। ইত্যপ্রতিরথসূক্তং বিষ্ণুধর্ম্মোক্ত-মন্ত্রঞ্চ পঠেৎ যথা। ওঁ অসৌ যো সেনামরুতঃ পরেষামভ্যেতি ন তু জসাস্পর্দ্ধমানা। তাং গূহত তমসাপব্রতেন যথা মীমন্যোন্যং জনানাং। অন্ধা অমিত্রাভবতো শীর্ষাণা অহয় ইব। তেষাং বো অগ্নিদংষ্ট্রাণাং ইন্দ্রো হন্ত বয়ং বয়ং। ততস্তত্র পঠেন্মন্ত্রং যত্তদ্রামানিবো ধমে। চন্দ্রার্কয়োর্দ্দিগীশানাং বিশাঞ্চ গগনস্য চ।

যো সেনা" ইত্যাদি বিষ্ণুধর্ম্মোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবেন। তৎপরে ব্রাহ্মণ, বন্ধুবান্ধব ও পুত্রবতী নারীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া মঙ্গল-

নিক্ষেপার্থমহং দদ্মি তে মে রক্ষন্তু সর্ব্বদা। অপ্রমত্তং প্রমত্তং বা দিবারাত্রমথাপি বা। রক্ষন্তু সর্ব্বতঃ সর্ব্বে দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ। ততো দ্বিজসুহৃৎপুত্রবতীভির্বৃতো মঙ্গলতূর্য্যঘোষে সতি বস্ত্রপিহিতমুখং কুমারং গৃহাদ্বহির্নিষ্ক্রাময়েৎ। ততঃ পূর্ব্বাভিমুখঃ কুমারমুখবস্ত্রমপসার্য্য বক্ষ্যমাণমন্ত্রৈঃ কুমারমাদিত্যমীক্ষয়েৎ। তচ্চক্ষুরিতিমন্ত্রত্রয়স্য বশিষ্ঠঋষিঃ সূর্য্যো দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ কুমারস্য সূর্য্যদর্শনে বিনিয়োগঃ। ওঁ তচ্চক্ষুর্দ্দেবহিতং পুরস্তাচ্ছুক্রমুচ্চরৎ। পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং নন্দাম শরদঃ শতং মোদাম শরদঃ শতং ভবাম শরদঃ শতং শৃণয়াম শরদঃ শতং প্রব্রবাম শরদঃ শতং প্রভীতাঃ স্যাম শরদঃ শতং। ততঃ সূর্য্যায়ার্ঘ্যং দদ্যাদনেন। আকৃষ্ণেনেত্যস্য হিরণ্যস্তূপঋষিঃ সবিতা দেবতা ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ সূর্য্যার্ঘ্যদানে বিনিয়োগঃ। ওঁ আকৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যঞ্চ হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনাদেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্। ততো মাত্রে কুমারং সমর্পয়েৎ। মাতা চ পতিপুত্রবতীভির্বৃতা মঙ্গলতূর্য্যঘোষে সতি স্বগৃহমানয়েৎ ॥ * ॥

ধ্বনি সহকারে কুমারের মুখ বস্ত্রাচ্ছাদিত করত তাহাকে বাহিরে আনয়ন করিবেন। অনন্তর পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া কুমারের মুখাচ্ছাদন উন্মোচন পূর্ব্বক "ওঁ তচ্চক্ষুর্দেবহিতং" ইত্যাদি মন্ত্রে কুমারকে সূর্য্যদর্শন করাইতে হয়। তদনন্তর "ওঁ আকৃষ্ণেন রজসা" ইত্যাদি মন্ত্রে সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান করিবেন। পরে মাতৃক্রোড়ে শিশুকে প্রদান করিলে মাতাও পতিপুত্রবতী নারীগণে পরিবৃতা হইয়া মঙ্গলধ্বনি সহকারে স্বগৃহে কুমারকে আনয়ন করিবেন।

ইতি ঋগ্বেদীয় নিষ্ক্রমণ।

অন্নপ্রাশনং।

অত্র শুচিনামাগ্নিঃ। পিতা কৃতনিত্যক্রিয়ো মাতৃকাপূজাং বসোর্দ্ধারাদানং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধঞ্চ কৃত্বা দেবান্ পূজয়েদ্ যথা। ওঁ ব্রহ্ম-যজ্ঞানাং প্রথমং পুরস্তাদ্বিষীমতঃ সুরুচোবেন আবঃ। সবুধ্ন্যা উপমা অস্য বিষ্টাঃ সতশ্চ যোনিমসতশ্চ বিবঃ। ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ। ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনং। উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃ-ত্যোর্মুক্ষীয়মামৃতাৎ। ওঁ ত্র্যম্বকায় নমঃ। ওঁ বষট্তে বিষ্ণ-বাস আকৃণোমি তন্মে জুষস্ব শিপিবিষ্টহব্যং। বদ্ধং কৃত্বা সুষ্টু-তয়োগিরো মে যূয়ং পতিস্বস্তিভিঃ সদানঃ। ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। ওঁ আপ্যায়স্ব সমেতুতে বিশ্বতঃ সোমবৃষ্টং ভবাবা যস্য সঙ্গথে। ওঁ সোমায় নমঃ। ওঁ আকৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যঞ্চ। হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনাদেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্। ওঁ সবিত্রে নমঃ। ওঁ যত ইন্দ্র ভয়ামহে ততো নো অভয়ং কৃধি। মঘবন্ গন্ধিতর তন্ন উতিভির্ব্বিদ্বিষো বিমৃধো জহি। ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ। ওঁ অগ্নিং দূতং বৃণীমহে হোতারং বিশ্ববেদসং অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুং। ওঁ অগ্নয়ে নমঃ। ওঁ যমায় সোমং সনুতয়মায় জুহুতা-হবিঃ। যমং হ যজ্ঞং গচ্ছত্যগ্নিদূতো অবং কৃতঃ। ওঁ যমায় নমঃ। ওঁ মোষুনঃ পরাপরানির্ঋতির্দুরুহনাবধীৎ। পদীষ্টতৃষ্ণয়া সহ। ওঁ

এই সংস্কারে শুচিনামা অগ্নি স্থাপনীয়। পিতা নিত্যক্রিয়া, মাতৃকাপূজা, বসুধারাদান, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ প্রভৃতি করিয়া "ওঁ ব্রহ্ম-যজ্ঞানাং" ইত্যাদি মন্ত্রসমূহ দ্বারা ব্রহ্মাদি দেবগণের পূজা করি-বেন। তৎপরে উপলেপনাদি আজ্যভাগান্ত কর্ম্ম করিয়া

নিঋ´তয়ে নমঃ। ওঁ তত্ত্বায়ামি ব্রহ্মণা বন্দমানস্তদা শাস্তে যজমানো হবির্ভিঃ। অহনমানো বরুণে হবোধ্যরুশং সমানমায়ুঃ প্রমোষীঃ। ওঁ বরুণায় নমঃ। ওঁ তব বায় বৃহস্পতে ত্বষ্টয়ামাতজুত অবাস্যা বৃণীমহে। ওঁ বায়বে নমঃ। ওঁ সোমো ধেনুং সোমে। বারং কর্ম্মণ্যং দদাতি। সাদন্যং বিতথ্যং সভেয়ং পিতৃশ্রবণং যো দদাদস্মৈ। ওঁ সোমায় নমঃ। ওঁ তমীশানং জগতস্তস্থুষস্পতিং ধিয়ং জিন্নমবসে ভূমহে বয়ং। পূষাণো যথা বেদসামসদ্বৃধেক্ষিতা পায়ুবদধঃ স্বস্তয়ে। ওঁ ঈশা-নায় নমঃ। ওঁ ব্রহ্মহ যজ্ঞানাং প্রথমং পুরস্তাদ্বিষীমতঃ স্বরুচোবেন আবঃ। সবুধ্ন্যা উপমা অস্য বিষ্টাঃ সতশ্চ যোনিমসতশ্চ বিবঃ। ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ। ওঁ কালিকো নাম সর্পো নবনাগসহস্রবলঃ। যমুনাহ্রদেশো জাতোহয়ং নারায়ণবাহনঃ। যদি কালিকদূতস্য যদি বা কালিকাদ্ভয়ং। জন্মভূমিপরিক্রান্তো নির্ব্বিষো যাতু কালিকঃ। ওঁ অনন্তায় নমঃ। ওঁ স্যোনা পৃথিবীনোভবানৃক্ষ-রাণিবেশনী। যৎসানঃ শর্ম্মসপ্রথাঃ। ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ। ওঁ দিগ্‌ভ্যো নমঃ। ততঃ পিতা উপলেপনাজ্যভাগান্তং কৃত্বা ব্রহ্মা-দীনাং পূজোক্তমন্ত্রৈর্হোমঞ্চ কৃত্বা পঞ্চাহুতীর্জুহুয়াৎ যথা। ব্রহ্মা ত্র্যম্বক বিষ্ণু সোমসবিতৃ ইন্দ্র অগ্নি যম নিঋ´তি বরুণবায়ু সোম ঈশান ব্রহ্মা অনন্ত পৃথিবী-দিক্। ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা। ইদমগ্নয়ে। এবং ইন্দ্রায়। প্রজাপতয়ে। বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ। ব্রহ্মণে।

ব্রহ্মাদিপূজোক্ত মন্ত্রসমূহে ঐ সকল দেবতার হোম করিয়া অগ্নি, চন্দ্র, প্রজাপতি, বিশ্বেদেব ও ব্রহ্মা ইহাঁদিগের উদ্দেশে এক এক আহুতি দিবেন। পরে প্রায়শ্চিত্তহোম ও স্বিষ্টিকৃদ্ধোম করিতে

ততঃ প্রায়শ্চিত্তং স্বিষ্টিকৃতঞ্চ সমাপয়েৎ। ততো মাতা স্নাতা-লঙ্কৃতকুমারমঙ্কে কৃত্বা পত্যুর্ব্বামপার্শ্বে উপবিশতি। পাককর্ত্রী চতুর্ব্বিধমন্নমুপনয়েৎ। পিতা কুমারমাচম্য স্বস্তিবাচনপূর্ব্বকং দধিঘৃতমধুক্ষীরযুক্তান্নং প্রাশয়েদনেন। অন্নপতে অন্নস্যেত্যস্য বিশ্বামিত্রঋষিরগ্নির্দ্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ছন্দোন্নপ্রাশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অন্নপতে অন্নস্য নো ধেহ্যনমীবস্য শুষ্মিণঃ। প্রদাতারং তারিষ ঊর্জ্জন্নো ধেহি দ্বিপদেশং চতুষ্পদে। ততো মাতাপি সর্ব্বেষামন্নব্যঞ্জনানাং কিঞ্চিদুদ্ধৃত্য কুমারং প্রাশয়েৎ। তত আচম্য তাম্বূলরসং দত্ত্বা মাত্রে সমর্পয়েৎ। ততঃ স্বর্ণধান্যশাস্ত্রাদি দত্ত্বা লক্ষণং পশ্যেৎ॥ * ॥

হয়। অনন্তর মাতা কুমারকে স্নান করাইয়া অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করত পতির বামপার্শ্বে গিয়া উপবিষ্টা হইবেন। পরে পাককর্ত্রী চতুর্ব্বিধ অন্ন আনয়ন করিলে পিতা আচমন ও স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক "ওঁ অন্নপতে অন্নস্য" ইত্যাদি মন্ত্রে দধিমধুঘৃতযুক্ত অন্ন কুমারকে সেবন করাইবেন। মাতাও সমস্ত অন্ন-ব্যঞ্জন হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ লইয়া কুমারকে সেবন করাইবেন। পরে আচমন পূর্ব্বক তাম্বূলরস দিয়া মাতৃক্রোড়ে কুমারকে অর্পণ করিতে হয়। তৎপরে স্বর্ণ, ধান্য, শাস্ত্র প্রভৃতি দিয়া লক্ষণ দর্শন করিবে।

ইতি ঋগ্বেদীয় অন্নপ্রাশন।

চূড়াকরণং।

অত্র সত্যনামাগ্নিঃ। পিতা প্রাতঃ কৃতনিত্যক্রিয়ো মাতৃকা-পূজাং বসোর্দ্ধারায়ুষ্যসূক্তজপং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধঞ্চ কুর্য্যাৎ। ততশ্ছায়া-মণ্ডপে আলেপনাদিলিখিতবেদিকামধ্যে সপল্লবপূর্ণকুম্ভং স্থাপয়েৎ। ততো মঙ্গলতুর্য্যঘোষে সতি পতিঃ প্রাঙ্মুখাসনোপবিষ্টঃ কর্ম্ম কুর্য্যাৎ। মাতা চ কুমারমঙ্কে কৃত্বা পত্যুর্বামপার্শ্বে উপ-বিশেৎ। হোতা উপলেপনাজ্যভাগান্তং কৃত্বাগ্নেরুত্তরত আস্তীর্ণ-কুশেষু ব্রীহিযবমাষতিলপূর্ণান্ চতুরঃ শরাবান্ বলীবর্দ্দগোময়-শমীপত্রশীতোষ্ণোদকনবনীতপূর্ণান্ পঞ্চশরাবান্ অগ্নেঃ পশ্চা-ন্মাতুঃ সমীপে পৃথক্ পৃথক্ স্থাপয়েৎ। মাতুর্দ্দক্ষিণতঃ পিতা একবিংশতিকুশপিঞ্জলীঃ স্থাপয়েৎ। ততঃ কুমারেণারব্ধশ্চতস্র

এই সংস্কারে সত্যনামা অগ্নি স্থাপনীয়। প্রাতে পিতা নিত্য-ক্রিয়া, মাতৃকাপূজা, বসুধারাদান, আয়ুষ্যসূক্তজপ, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ এই সকল সম্পাদন করিয়া ছায়ামণ্ডপে আলেপনাদিলিখিত বেদি-মধ্যে সপল্লব পূর্ণকুম্ভ স্থাপন করিবেন। পরে মঙ্গলধ্বনি সহ-কারে প্রাঙ্মুখে আসনোপবিষ্ট হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবেন। মাতাও কুমারকে ক্রোড়ে লইয়া পতির বামপার্শ্বে উপবেশন করিবেন। হোতা উপলেপনাদি আজ্যভাগান্ত কর্ম্ম করিয়া অগ্নির উত্তরে আস্তীর্ণ কুশোপরি ব্রীহি, যব, মাষ ও তিলপূর্ণ শরাবচতুষ্টয় এবং বলীবর্দ্দ-গোময়, শমীপত্র, শীতোষ্ণোদক ও নবনীতপূর্ণ পঞ্চশরাব অগ্নির পশ্চিমে মাতার নিকটে পৃথক্ পৃথক্ স্থাপন করিবেন। মাতার দক্ষিণভাগে পিতা একবিংশতি কুশপিঞ্জলী স্থাপন করি-

উদকেনেহীত্যনেন উদকমিশ্রণং। ততঃ কিঞ্চিন্মিশ্রতজলং নবনীতঞ্চ গৃহীত্বা অদিতিঃ কেশানিত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিরদিতিরাপশ্চ দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দশ্চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ অদিতিঃ কেশান্ বপত্বাপ উন্দন্তু মেদসে দীর্ঘায়ুষ্ট্বায় বলায় বর্চ্চসে। ইত্যনেন ত্রিবারং দ্বিতীয়কেশভাগং ক্লেদয়েৎ। ততঃ কুশপিঞ্জলীত্রয়মাদায় ওষধে ইত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিরোষধির্দ্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দশ্চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ওষধে ত্রায়স্বৈনং। ইত্যনেন পিঞ্জলীস্থাপনং। তাম্রক্ষুরং গৃহীত্বা স্বধিত ইত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিঃ স্বধিতির্দ্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দশ্চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বধিতে মৈনং হিংসীঃ। ইত্যনেন পীড়য়তি। ততো লৌহক্ষুরং গৃহীত্বা ওঁ প্রজাপতির্ঋষির্ধাতা দেবতা ত্রিষ্টুপ্ছন্দশ্চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ যেন ধাতা বৃহস্পতেরগ্নেরিন্দ্রস্য চাপবৎ। তেন তে বপামি ব্রহ্মণা জীবতবে জীবনায়। ইত্যনেন বা। তেন তে আয়ুষে বপামি সুশ্লোক্যায় স্বস্তয়ে। ইত্যনেন ছিত্বা শমীপত্রৈঃ সহ মাত্রে দদ্যাৎ মাতা চ গোময়শরাবে ক্ষিপেৎ। ততঃ পুনরপি ওঁ উষ্ণেন বায় উদকেনেহীতি জলমিশ্রণং। ততঃ কিঞ্চিন্মিশ্রিতজলং নবনীতঞ্চ গৃহীত্বা অদিতিঃ কেশানিত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিরদিতিরাপশ্চ দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দশ্চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ অদিতিঃ কেশান্ বপত্বাপ উন্দন্তু মেদসে দীর্ঘায়ুষ্ট্বায় বলায় বর্চ্চসে। ইতি তৃতীয়কেশভাগং ত্রিঃ ক্লেদয়েৎ। ততঃ পিঞ্জলীত্রয়ং গৃহীত্বা ওষধে ইত্যস্য প্রজাপতি-

---

বায় উদকেনেহি" মন্ত্রে উদকমিশ্রণ, কিঞ্চিৎ মিশ্রিতজল ও নবনীত লইয়া "ওঁ অদিতিঃ কেশান্" ইত্যাদি মন্ত্রে ত্রিবার

ঋষিঃ ক্ষুধিতির্দ্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দশ্চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ওষধে ত্রায়স্বৈনং। ইতি পিঞ্জলীং স্থাপয়েৎ। তাম্রক্ষুরং গৃহীত্বা ক্ষুধিত ইত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিঃ ক্ষুধিতির্দ্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দশ্চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ক্ষুধিতে মৈনং হিংসীঃ। ইতি পীড়য়েৎ। লৌহক্ষুরং গৃহীত্বা। ওঁ যেন ভূয়শ্চ রাত্র্যাং জ্যোক্ চ পশ্যতি সূর্য্যং। তেন তে আয়ুষে বপামি সুশ্লোক্যায় স্বস্তয়ে। ইতি ছিত্ত্বা মাত্রে শমীপত্রৈঃ সহ দদ্যাৎ মাতা চ গোময়শরাবে ক্ষিপেৎ। ততঃ পুনরপি ওঁ উষ্ণেন বায় উদকেনেহীতি জলমিশ্রণং। ততঃ কিঞ্চিন্মিশ্রিতজলং নবনীতঞ্চ গৃহীত্বা অদিতিঃ কেশানিত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিরদিতিরাপশ্চ দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দশ্চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ অদিতিঃ কেশান্ বপত্বাপ উন্দন্তু মেদসে দীর্ঘায়ুষ্ট্বায় বলায় বর্চ্চসে। ইতি চতুর্থকেশভাগং ত্রিঃ ক্লেদয়েৎ। ততঃ কুশপিঞ্জলীত্রয়ং গৃহীত্বা ওষধে ইত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিরোষধির্দ্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দশ্চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ওষধে ত্রায়স্বৈনং। ইতি পিঞ্জলীং দদ্যাৎ। তাম্রক্ষুরং গৃহীত্বা ক্ষুধিত ইত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিঃ ক্ষুধিতির্দ্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দশ্চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ক্ষুধিতে মৈনং হিংসীঃ। ইতি পীড়য়েৎ। লৌহক্ষুরং গৃহীত্বা ওঁ যেনাবপৎ সবিতা ক্ষুরেণ সোমস্য রাজ্ঞো বরুণস্য বিদ্বান্। তেন তে ব্রহ্মণা বপতেদমস্যায়ুষ্যং জরদষ্টির্যথাসৎ। ওঁ যেন ধাতা বৃহস্পতেরগ্নেরিন্দ্রস্য চাপবৎ তেন তে আয়ুষে বপামি সুশ্লোক্যায় স্বস্তয়ে। ওঁ যেন

দ্বিতীয় কেশভাগ ক্লিন্নকরণ, পূর্ব্ববৎ কুশ-পিঞ্জলীত্রয় লইয়া উহা স্থাপন, তাম্রক্ষুর দ্বারা পীড়ন, লৌহক্ষুর দ্বারা ছেদন

ভূয়শ্চ রাত্র্যাং জ্যোক্ চ পশ্যতি সূর্য্যং তেন তে আয়ুষে বপামি সুশ্লোক্যায় স্বস্তয়ে। এভির্ম্মন্ত্রৈশ্ছিত্ত্বা শমীপত্রৈঃ সহ মাত্রে দদ্যাৎ। মাতা চ গোময়শরাবে ক্ষিপেৎ। ততো হোতা কুমারোত্তরতঃ পশ্চাত্তিষ্ঠেৎ। ততঃ পূর্ব্বস্থাপিতকেশং ভাগ-চতুষ্টয়ং কৃত্বা জলং মিশ্রয়েৎ। ওঁ উষ্ণেন বায় উদকেনেহি। ততঃ কিঞ্চিন্মিশ্রিতজলং নবনীতঞ্চ গৃহীত্বা অদিতিঃ কেশানিত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিরদিতিরাপশ্চ দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দশ্চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ অদিতিঃ কেশান্ বপত্বাপ উন্দন্তু মেদসে দীর্ঘায়ুষ্ট্বায় বলায় বর্চ্চসে। ইত্যুত্তরকেশভাগং ত্রিঃ ক্লেদয়েৎ। ততঃ পিঞ্জলীত্রয়ং গৃহীত্বা ওষধে ইত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিঃ স্বধিতি-র্দ্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দশ্চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ওষধে ত্রায়-স্বৈনং ইতি পিঞ্জলীং স্থাপয়েৎ। তাম্রক্ষুরং গৃহীত্বা স্বধিত ইত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিঃ স্বধিতির্দ্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দশ্চূড়াকরণে বিনি-য়োগঃ। ওঁ স্বধিতে মৈনং হিংসীঃ। ইতি পীড়য়েৎ। লৌহ-ক্ষুরং গৃহীত্বা ওঁ যেনাবপৎ সবিতা ক্ষুরেণ সোমস্য রাজ্ঞো বরুণস্য বিদ্বান্। তেন তে ব্রহ্মণা বপতেদমস্যায়ুষ্যং জরদষ্টির্যথাসৎ। ইতি ছিত্ত্বা শমীপত্রৈঃ সহ মাত্রে দদ্যাৎ। সা চ গোময়শরাবে ক্ষিপেৎ। পুনরপি ওঁ উষ্ণেন বায় উদকেনেহীতি জলমিশ্রণং। ততঃ কিঞ্চিন্মিশ্রিতজলং নবনীতঞ্চ গৃহীত্বা অদিতিঃ কেশানি-ত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিরদিতিরাপশ্চ দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দশ্চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ অদিতিঃ কেশান্ বপত্বাপ উন্দন্তু মেদসে দীর্ঘায়ু-

---

ও মাতাকে প্রদান এবং মাতা কর্ত্তৃক গোময়শরাবে নিক্ষেপ প্রভৃতি সমস্ত করিতে হইবে। এই প্রকার নিয়মে তৃতীয়

ষ্ট্বায় বলায় বর্চ্চসে। ইতি দ্বিতীয়ভাগং ত্রিঃ ক্লেদয়েৎ। পিঞ্জলী-ত্রয়ং গৃহীত্বা ওষধে ইত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিরোষধির্দ্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দশ্চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ওষধে ত্রায়স্বৈনং। ইতি পিঞ্জলীস্থাপনং। তাম্রক্ষুরং গৃহীত্বা স্বধিত ইত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিঃ স্বধিতির্দ্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দশ্চূড়াকরণ বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বধিতে মৈনং হিংসীরিতি পীড়য়েৎ। লৌহক্ষুরং গৃহীত্বা ওঁ যেনঃধাতা বৃহস্পতেরগ্নেরিন্দ্রস্য চাপবৎ। তেন তে আয়ুষে বপামি সুশ্লোক্যায় স্বস্তয়ে। ইতি ছিত্ত্বা শমীপত্রৈঃ সহ মাত্রে দদ্যাৎ। সা চ গোময়শরাবে ক্ষিপেৎ। পুনরপি ওঁ উষ্ণেন বায় উদকেনেহীতি জলমিশ্রণং। ততঃ কিঞ্চিন্মিশ্রিতজলং নবনীতঞ্চ গৃহীত্বা অদিতিঃ কেশানিত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিরদিতিরাপশ্চ দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দশ্চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ অদিতিঃ কেশান্ বপত্বাপ উন্দন্তু মেদসে দীর্ঘায়ুষ্ট্বায় বলায় বর্চ্চসে। ইতি তৃতীয়ভাগং ত্রিঃ ক্লেদয়েৎ। পিঞ্জীত্রয়ং গৃহীত্বা ওষধে ইত্যস্য প্রজাপতির্ঋষি-রোষধির্দ্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দশ্চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ওষধে ত্রায়স্বৈনং। ইতি পিঞ্জলাস্থাপনং। তাম্রক্ষুরং গৃহীত্বা স্বধিত ইত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিঃ স্বধিতির্দ্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দশ্চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বধিতে মৈনং হিংসীরিতি পীড়য়েৎ। লৌহ-ক্ষুরং গৃহীত্বা ওঁ যেন ধাতা বৃহস্পতেরগ্নেরিন্দ্রস্য চাপবৎ তেন তে আয়ুষে বপামি সুশ্লোক্যায় স্বস্তয়ে। ইতি ছিত্ত্বা শমীপত্রৈঃ সহ মাত্রে দদ্যাৎ সা চ গোময়শরাবে ক্ষিপেৎ। পুনরপি ওঁ উষ্ণেন

কেশভাগ ও চতুর্থকেশভাগও কর্ত্তন করিতে হয়। তৎপরে ঐরূপ নিয়মেই উত্তরকেশভাগচতুষ্টয়ও একাদিক্রমে কর্ত্তন ও

বায় উদকেনেহি ইতি জলমিশ্রণং। কিঞ্চিন্মিশ্রিতজলং নবনীতঞ্চ গৃহীত্বা অদিতিঃ কেশানিত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিরদিতিরাপশ্চ দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দশ্চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ অদিতিঃ কেশান বপত্বাপ উন্দন্তু মেদসে দীর্ঘায়ুষ্ট্বায় বলায় বর্চ্চসে ইতি তৃতীয়ভাগঃ ক্লেদয়েৎ। পিঞ্জলীত্রয়ং গৃহীত্বা ওষধে ইত্যস্য প্রজাপতির্ঋষি রোষধির্দ্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দশ্চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ওষধে ত্রায়স্বৈনং ইতি পিঞ্জলীস্থাপনং। তাম্রক্ষুরং গৃহীত্বা স্বধিত ইত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিঃ স্বধিতির্দ্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দশ্চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বধিতে মৈনং হিংসীঃ। ইতি পীড়য়েৎ লৌহক্ষুরং গৃহীত্বা ওঁ যেন ভূয়শ্চ রাত্র্যাং জ্যোক্ চ পশ্যতি সূর্য্যং তেন তে আয়ুষে বপামি সুশ্লোক্যায় স্বস্তয়ে। ইতি ছিত্বা শমীপত্রৈ সহ মাত্রে দদ্যাৎ সা চ গোময়শরাবে ক্ষিপেৎ। চতুর্থভাগচ্ছেদনং নাপিতেন কর্ত্তব্যং। ততো হোতা অঙ্গুষ্ঠোপকনিষ্ঠাভ্যাং ক্ষুর- ধারাং মার্জ্জয়েদনেন। যৎক্ষুরেণেত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিঃ ক্ষুরে দেবতা ক্ষুরধারামার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ যৎক্ষুরেণ মার্জ্জয়তা সুপেশসা বপ্ত্রা বপসি কেশান্ ছিন্ধি শিরোম্বায়ুঃ প্রমোষীঃ ততো নাপিতায় ক্ষুরং দত্ত্বা বদেৎ। শীতোষ্ণাভিরদ্ভিরব্যর্থং কুর্ব্বাণোঽক্ষুণ্বন্ কুমারং কুশলীকুরু। করবাণীতি নাপিতো বদেৎ।

গোময়শরাবে ক্ষেপণ করিবে। তদনন্তর হোতা "ওঁ যৎ ক্ষুরেণ মার্জ্জয়তা" ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠাযোগে ক্ষুরধারা মার্জ্জন করিবেন। পরে নাপিতকে ক্ষুর দিয়া বলিবেন, "এই শীতোষ্ণ জল দ্বারা কুমারকে কুশলীকর।" নাপিতও "করিতেছি" বলিয়া অগ্নিসমীপে সমস্ত কেশমুণ্ডন করিবে। তদনন্তর পতিপুত্রবর্ত্তী

ততোঽগ্নিসমীপে সর্ব্বান্ কেশান্ মুণ্ডয়েৎ। ততঃ কুমারং বেদ্যাং নীত্বা পতিপুত্রবত্যো মঙ্গলপূর্ব্বকং স্নাপয়িত্বা অলঙ্কৃত্য কর্ণবেধং কারয়িত্বা মাতুরঙ্কে দদ্যুঃ। হোতা প্রায়শ্চিত্তং স্বিষ্টিকৃতঞ্চ সমাপ্য দক্ষিণাচ্ছিদ্রাবধারণং কুর্য্যাৎ। ব্রীহ্যাদিচতুরঃ শরাবান্ নাপিতায় দদ্যাৎ। কেশাংশ্চ বংশবিটপাদৌ শুচিদেশে স্থাপয়েৎ॥

নারীরা কুমারকে বেদীতে লইয়া মঙ্গলাচার সহকারে স্নান করাইয়া অলঙ্কারে বিভূষিত করিবেন এবং কর্ণবেধ করাইয়া মাতৃক্রোড়ে প্রদান করিবেন। এদিকে হোতা প্রায়শ্চিত্ত-হোম ও স্বিষ্টিকৃদ্ধোম সমাপন পূর্ব্বক দক্ষিণা প্রদান ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন। নাপিতকে ব্রীহি প্রভৃতিপূর্ণ শরাবচতুষ্টয় দান করিতে হয়। কেশসমূহ বংশবিটপাদিতে শুচিপ্রদেশে ফেলিয়া দিবে।

ইতি ঋগ্বেদীয় চূড়াকরণ।

উপনয়নম্।

অত্র সমুদ্ভবনামাগ্নিঃ। পিতা কৃতনিত্যক্রিয়ো মাতৃপূজাং বসোর্ধারায়ুষ্যসূক্তজপং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধঞ্চ কুর্য্যাৎ। মাণবকো লগ্নসময়াৎ পূর্ব্বং ভুক্ত্বাচম্য শিখাধারণপূর্ব্বকং ক্ষৌরং কুর্য্যাৎ। ততঃ কুমরাং স্নাপয়িত্বা গৈরিকাদিরক্তং বস্ত্রমেকং পরিধাপয়েৎ। ততঃ পিতা উপলেপনাদিমেক্ষণসংস্কারান্তং কৃত্বা চরুং শ্রপয়েৎ। যথা ওঁ সদসস্পতয়ে ত্বা জুষ্টং গৃহ্লামি। ওঁ সদসস্পতয়ে ত্বা জুষ্টং নির্ব্বপামি। ওঁ সদসস্পতয়ে ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষয়ামি। এবং গায়ত্র্যৈ ঋষিভ্যঃ ব্রহ্মণে। ততঃ প্রস্ফোটনাদিপাকান্তং কৃত্বাবতারয়েৎ। ততোগ্নের্নামকরণাজ্যভাগান্তং কুর্য্যাৎ। ততো যজ্ঞোপবীতমেকং কুমারস্য বামস্কন্ধে দক্ষিণস্কন্ধাবলম্বনং কুর্য্যাদনেন। ওঁ যজ্ঞোপবীতমন্ত্রস্য ব্রহ্মর্ষিস্ত্রিষ্টুপ্ছন্দো ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরা দেবতা যজ্ঞোপবীতধারণে বিনিয়োগঃ। ওঁ যজ্ঞোপ-

---

এই সংস্কারে সমুদ্ভবনামা অগ্নি স্থাপনীয়। পিতা নিত্যক্রিয়া, মাতৃকপূজা, বসুধারাদান, আয়ুষ্যসূক্তজপ ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সমাপন করিবেন। মাণবক লগ্নসময়ের পূর্ব্বে ভোজন, আচমন ও শিখাধারণ পূর্ব্বক ক্ষৌর সম্পাদন করিবে। অনন্তর কুমারকে স্নান করাইয়া গৈরিকাদি-রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করাইতে হয়। পরে পিতা উপলেপনাদি মেক্ষণ-সংস্কারান্ত কর্ম্ম করিয়া যথাবিধি চরুশ্রপন, প্রস্ফোটন ও পাক করিয়া অবতরণ করিবেন। তৎপরে অগ্নির নামকরণাদি আজ্যভাগান্ত সমস্ত কার্য্য করিবেন। অনন্তর একটী যজ্ঞোপবীত দক্ষিণ স্কন্ধাবলম্বনভাবে কুমারের

বীতং পরমং পবিত্রং বৃহস্পতের্যৎ সহজং পুরস্তাৎ। আয়ুষ্যমগ্র্যং প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং যজ্ঞোপবীতং বলমস্তু তেজঃ। ততঃ কৃষ্ণাজিনোত্তরীয়ং দদ্যাদনেন। প্রজাপতির্ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ কৃষ্ণাজিনং দেবতা কৃষ্ণাজিনপরিধাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ মিত্রস্য চক্ষুর্ধরুণং বলীয়স্তেজো যশস্বি স্থবিরং সমৃদ্ধং। অনাহনস্যং বসনং জরিষ্ণু পরীদং বাজ্যজিনং দধেহং। তত আচম্য ব্রহ্মগ্রন্থিযুক্তাং মেখলাং গৃহীত্বা ওঁ ইয়ং দুরুক্তাৎ পরিবাধমানা বর্ণং পবিত্রং পুনতীন আগাৎ। প্রাণাপানাভ্যাং বলমাবহন্তী স্বসা দেবী সুভগা মেখলেয়ং। ওঁ ঋতস্য গোপ্ত্রী তপসঃ পরস্বী ঘ্নতী রক্ষঃ সহমানা অরাতীঃ। সা মা সমন্তমভিপর্য্যেহি সমস্তমনুপরেহি ভদ্রে ভর্ত্তারস্তে মেখলে মারিষাম। ইতি দত্ত্বা পঠেৎ। ওঁ স্বস্তিনো মিমীতামশ্বিনা ভগঃ স্বস্তি দেব্যদিতিরথর্ব্বণঃ। স্বস্তি পূষা অসুরো দধাতু নঃ স্বস্তি দ্যাবা পৃথিবী সুচেতনা। ততো যথাবিভবং কুণ্ডলাদিনালঙ্কুর্য্যাৎ। ততো মাণবকঃ করসংপুটং কৃত্বা যাচেত। ওঁ উপনয়স্ব মাং যুষ্মৎপাদাঃ। গুরুঃ ওঁ উপনেষ্যামি

বামস্কন্ধে দিবেন। "ওঁ যজ্ঞোপবীতং পরমং" ইত্যাদি মন্ত্রে দিতে হয়। পরে "ওঁ মিত্রস্য চক্ষুঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে কৃষ্ণাজিনোত্তরীয় প্রদান করিবেন। তদনন্তর আচমন পূর্ব্বক ব্রহ্মগ্রন্থিযুক্তা মেখলা লইয়া "ওঁ ইয়ং দুরুক্তাৎ" ইত্যাদি মন্ত্রে মেখলা পরিধান করাইয়া "ওঁ স্বস্তি নো" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবেন। পরে যথাশক্তি কুণ্ডলাদি দ্বারা মাণবককে অলঙ্কৃত করিবেন। অনন্তর মাণবক করযোড় করিয়া এইরূপ প্রার্থনা করিবেন, "আপনারা আমাকে উপনীত করুন্।" গুরু কহিবেন,

ভবন্তং। মাণবকো বাঢ়মিতি বদেৎ। তত আচার্য্যোঽগ্নে
রুত্তরতো গত্বা কুমারেণান্বারব্ধশ্চতস্র আহুতীর্জুহুয়াদ্‌যথা,—অগ্
আয়ূংষীতি ত্র্যর্চ্চস্য শতং বৈখানসা ঋষয়োঽগ্নিঃ পবমানো দেবত
দেবীগায়ত্রীচ্ছন্দ আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্ন আয়ূংষি
পবস্ব আসুরোর্যমিসঞ্চনঃ। কাবো বাধস্ব ডুচ্ছনাং স্বাহা। ইদ
মগ্নয়ে পবমানায়। ১। ওঁ অগ্নিঋষিঃ পবমানঃ পাঞ্চজন্যঃ পুরো-
হিতঃ। তমীমহে মহাগয়ং স্বাহা। ইদমগ্নয়ে পবমানায়। ২।
ওঁ অগ্নে পবস্ব স্বপা অস্য বর্চ্চঃ সুবীর্য্যং দধদ্রয়িং ময়ি পোষ
স্বাহা। ইদমগ্নয়ে পবমানায়। ৩। প্রজাপতিঋষিঃ প্রজাপতি
র্দ্দেবতা ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দ আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ প্রজাপতে
ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বাজাতানি পরিতা বভূব। যংকামাস্তে জুহু-
মস্তন্নোঽস্তু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাং স্বাহা। ইদং প্রজাপতয়ে।৪
ততঃ আচার্য্যোঽগ্নেরুত্তরত উর্দ্ধস্তিষ্ঠেৎ। ততঃ পুরস্তান্মাণবকঃ
প্রত্যঙ্মুখঃ কৃতাঞ্জলিঃ। আচার্য্যো মাণবকস্যাঞ্জলিমদ্ভিঃ পূর-
য়েৎ। আচার্য্যস্যাঞ্জলিমন্যো ব্রাহ্মণঃ পূরয়েৎ। ততো আচার্য্যো
মাণবকস্যাঞ্জলৌ স্বাঞ্জলিমিশ্রণং কুর্য্যাৎ। বশিষ্ঠঋষিস্ত্রিষ্টুপ্-

---

"তোমাকে উপনীত করিব।" তখন মাণবক "বাঢ়ং" শব
উচ্চারণ করিবেন। তদনন্তর আচার্য্য অগ্নির উত্তর দিবে
গিয়া "অগ্ন আয়ূংষি" ইত্যাদি মন্ত্র সমূহ দ্বারা চারিটী আহুতি
প্রদান করিবেন। ১—৪। পরে আচার্য্য অগ্নির উত্তরে দণ্ডায়
মান হইলে সম্মুখে মাণবকও প্রত্যঙ্মুখে করপুটে দণ্ডায়মান
হইবেন। আচার্য্য মাণবকের অঞ্জলিতে এবং অন্য ব্রাহ্মণ আচা
র্য্যের অঞ্জলিতে জল পূর্ণ করিবেন। তৎপরে আচার্য্য মাণব

ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা জলাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ তৎসবিতু-র্ব্বৃণীমহে বয়ং দেবস্য ভোজনং শ্রেষ্ঠং সর্ব্বধাতবং ভুবং ভগস্য ধীমহি ইতি। তেনোদকেন মাণবকং সিঞ্চেৎ। ততো মাণবক-দক্ষিণহস্তং সাঙ্গুষ্ঠং গৃহীত্বা প্রজাপতির্ঋষিঃ সবিতা দেবতা ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দ উপনয়নে মাণবকদক্ষিণহস্তগ্রহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাং শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মন্ হস্তং তে গৃহ্লামি। পুনরপি মাণবকস্যাঞ্জলি-মদ্ভিঃ পূরয়িত্বা পাণিভ্যাং গৃহীত্বা বশিষ্ঠঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দোগ্নি-র্দেবতা জলাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বৃণীমহে বয়ং দেবস্য ভোজনং শ্রেষ্ঠং সর্ব্বধাতবং ভুবং ভগস্য ধীমহি। ইতি তেনোদকেন মাণবকং সিঞ্চেৎ। ততো মাণবকস্য দক্ষিণহস্তং সাঙ্গুষ্ঠং গৃহীত্বা প্রজাপতির্ঋষিঃ সবিতা দেবতা ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দ উপ-নয়নে মাণবকহস্তগ্রহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ সবিতা তে হস্ত-মগ্রহীৎ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মন্ হস্তং তে গৃহ্লামি। পুনরপি মাণব-কস্যাঞ্জলিমদ্ভিঃ পূরয়িত্বা পাণিভ্যাং গৃহীত্বা বশিষ্ঠঋষিস্ত্রিষ্টুপ্-ছন্দোগ্নির্দেবতা জলাঞ্জলিকে বিনিয়োগঃ। ওঁ তৎসবিতুর্ব্বৃণীমহে বয়ং দেবস্য ভোজনং শ্রেষ্ঠং সর্ব্বধাতবং ভুবং ভগস্য ধীমহি।

কের অঞ্জলিতে স্বীয় অঞ্জলি মিশ্রণ করিয়া "ওঁ তৎসবিতুর্ব্বৃণী-মহে" ইত্যাদি মন্ত্রে তজ্জল দ্বারা মাণবককে অভিষেক করি-বেন। পরে মাণবকের সাঙ্গুষ্ঠ দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া "ওঁ দেবস্ত ত্বা সবিতুঃ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবেন। পুনরায় মাণবকের অঞ্জলি জলপূরিত করিয়া কর দ্বারা গ্রহণ পূর্ব্বক উক্ত মন্ত্র পাঠ করত তজ্জল দ্বারা মাণবককে অভিষেক করিবেন। পুন-

ইতি মাণবকং সিঞ্চেৎ। ততো মাণবকস্য হস্তং সাঙ্গুষ্ঠং গৃহীত্বা প্রজাপতির্ঋষিরগ্নির্দ্দেবতা উপনয়নে মাণবকহস্তগ্রহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নিরাচার্য্যস্তবাসৌ হস্তং গৃহ্ণামি অমুকদেবশর্ম্মন্নিতি। তত আচার্য্যো মাণবকমাদিত্যমীক্ষয়েদনেন। ওঁ দেব সবিতরেষ তে ব্রহ্মচারী ত্বং গোপায়েতি। আচার্য্যো ব্রহ্মচারিণং পৃচ্ছতি কিং নামাসি। মাণবকঃ অমুকদেবশর্ম্মাহং ভোঃ। কস্য ব্রহ্মচার্য্যসি। প্রাণস্য ব্রহ্মচার্য্যস্মি। কস্ত্বামুপনয়ৎ। কায়স্ত্বা পরিদধামি। স শৃণ্বংস্তিষ্ঠেৎ। আচার্য্যঃ ব্রহ্মচারিণমগ্নিপ্রদক্ষিণমাবর্ত্তয়তি। ওঁ গৃৎসমদঋষির্যূপো দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দোঽগ্নিপ্রদক্ষিণে বিনিয়োগঃ। ওঁ যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আগাৎ স উশ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ। তত আচার্য্য উত্থিতঃ প্রাঙ্মুখঃ প্রাঙ্মুখস্য উত্থিতস্য মাণবকস্য পৃষ্ঠদেশে স্থিত্বা

রায় উক্তরূপে মাণবকের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক মন্ত্র পাঠ ও পূর্ব্বোক্তরূপে জল দ্বারা অভিষিঞ্চন করিবেন। পরে পুনরায় মাণবকের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক "ওঁ অগ্নিরাচার্য্যঃ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবেন। তদনন্তর আচার্য্য "ওঁ দেব সবিতঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে মাণবককে সূর্য্য দর্শন করাইবেন। আচার্য্য "তোমার নাম কি?" জিজ্ঞাসা করিলে মাণবক কহিবেন, "অমুক দেবশর্ম্মা"। আচার্য্য জিজ্ঞাসা করিবেন, "কস্য ব্রহ্মচার্য্যসি?" মাণবক কহিবেন, "প্রাণস্য ব্রহ্মচার্য্যস্মি।" "কস্ত্বামুপনয়ৎ কায়স্ত্বা পরিদধামি" বলিলে মাণবক শ্রবণ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিবেন। আচার্য্য "ওঁ যুবা সুবাসাঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে ব্রহ্মচারীকে অগ্নি প্রদক্ষিণ করাইবেন। অনন্তর আচার্য্য প্রাঙ্মুখ মাণবকের

স্কন্ধস্যোপরি হস্তং দত্ত্বা হৃদয়দেশমালভেত। গৃৎসমদঋষির্যুপো দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো মাণবকহৃদয়ালম্ভনে বিনিয়োগঃ। ওঁ তং ধীবাসঃ কবয় উন্নয়ন্তি স্বাধ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ। তত উভৌ প্রাঙ্মুখবগ্নিসমীপে উপবিশতঃ। মাণবকস্তূষ্ণীমেকাং সমিধমগ্নৌ হুত্বা অপরাং গৃহীত্বা প্রজাপতির্ঋষিরগ্নির্দ্দেবতা বৃহতীচ্ছন্দ সমিদ্ধোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নয়ে সমিধমহার্ষং বৃহতে জাতবেদসে তয়া ত্বমগ্নে বর্দ্ধস্ব সমিধা ব্রহ্মণা বয়ং স্বাহা। ইদং ব্রহ্মণে। মাণবকোঽগ্নিমুপস্পৃশ্য সোদকেন পাণিনা বারত্রয়ং মুখং নির্ম্মার্ষ্ট্যনেন। ওঁ তেজসা মাং সমনর্জ্মি। তত উত্থায়াঞ্জলিং বদ্ধাগ্নিমুপস্থাপতি। যন্নাং বসুশ্রুতঋষিরগ্নির্দ্দেবতানুষ্টুপ্-ছন্দোঽগ্ন্যুপস্থাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ময়ি মেধাং ময়ি প্রজাঃ ময্যগ্নিস্তেজো দধাতু। ১। ওঁ ময়ি মেধাং ময়ি প্রজাঃ ময়ীন্দ্র ইন্দ্রিয়ং দধাতু। ২। ওঁ ময়ি মেধাং ময়ি প্রজাঃ ময়ি সূর্য্যো ভ্রাজো দধাতু। ৩। ওঁ যত্তেঽগ্নে তেজস্তেনাহং তেজস্বী ভূয়াসং। ৪। ওঁ যত্তেঽগ্নে বর্চ্চস্তেনাহং তরস্বী ভূয়াসং। ৫। ওঁ যত্তেঽগ্নে

পশ্চাদ্দেশে থাকিয়া স্কন্ধোপরি হস্ত প্রদান পূর্ব্বক "ওঁ তং ধীবাসঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে তদীয় হৃদয়দেশ স্পর্শ করিবেন। অনন্তর উভয়ে প্রাঙ্মুখে অগ্নি-সমীপে উপবেশন করিবেন। মাণবক তূষ্ণীভাবে অগ্নিতে একটী সমিধ আহুতি দিয়া অন্য সমিধ্ গ্রহণ পূর্ব্বক "ওঁ অগ্নয়ে সমিধং" ইত্যাদি মন্ত্রে আহুতি দিবেন। পরে মাণবক অগ্নি স্পর্শ পূর্ব্বক হস্তে জল লইয়া "ওঁ তেজসা" ইত্যাদি মন্ত্রে তিনবার মুখ মার্জ্জন করিবেন। অনন্তর গাত্রোত্থান করিয়া করপুটে "ময়ি মেধাং ময়ি প্রজাঃ"

তরস্তেনাহং তরস্বী ভূয়াসং। ৬। ততঃ কোৎসঋষী রুদ্রো দেবতা জগতীচ্ছন্দ আশীঃকর্ম্মণি বিনিয়োগঃ। ওঁ মানস্তোকে তনয়ে মান আয়ুষি মানো গোষু মানোঽশ্বেষু রীরিষঃ। মানো বীরান্ রুদ্রভামিনোবধীর্হবিষ্মন্তঃ সদমিত্বা হবামহে। ওঁ ত্র্যায়ুষং যমদগ্নেঃ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং তন্মেঽস্তু ত্র্যায়ুষং তত্তেঽস্ত্ব ত্র্যায়ুষং তন্নোঽস্তু ত্র্যায়ুষং। ওঁ স্বস্তি শ্রদ্ধাং যশঃ প্রজ্ঞাং বিদ্যাং বুদ্ধিং শ্রিয়ং বলং। আয়ুষ্যং তেজ আরোগ্যং দেহি মে হব্যবাহন। ততো ব্রহ্মচারী জানুদ্বয়ং ভূমৌ নিপাত্য গুরোর্দ্দক্ষিণপাদং দক্ষিণহস্তেন বামেন বামং গৃহীত্বা বদেৎ। শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাহং ভোঃ অভিবাদয়ামি। আচার্য্য ওঁ আয়ুষ্মান্ ভব সৌম্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মন্নিতি। ব্রহ্মচারী পাণিভ্যাং শির আলভেত। আচার্য্যঃ অধীহি ভোঃ সাবিত্রীং। ব্রহ্মচারী ভো অনুব্রূহি। আচার্য্যঃ ব্রহ্মচারীহস্তৌ হস্তাভ্যাং সংগৃহ্য উত্তরীয়বাসসা সংছাদ্য গায়ত্রীং বদেৎ যথা—

ইত্যাদি মন্ত্রসমূহ দ্বারা অগ্নির উপস্থান করিবেন। ১—৬। পরে "ওঁ মানস্তোকে" ইত্যাদি মন্ত্রে আশীষ প্রার্থনা করিতে হয়। তৎপরে ব্রহ্মচারী ভূতলে জানুদ্বয় পাতিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা গুরুর দক্ষিণ চরণ এবং বাম হস্ত দ্বারা বামপদ ধারণ পূর্ব্বক বলিবেন, "আমি অমুকদেবশর্ম্মা আপনাকে অভিবাদন করি।" আচার্য্য কহিবেন, ভো অমুকদেবশর্ম্মন্! আয়ুষ্মান হও।" ব্রহ্মচারী কর দ্বারা মস্তক স্পর্শ করিবেন। আচার্য্য "সাবিত্রী অধ্যয়ন কর" বলিলে, ব্রহ্মচারী কহিবেন, "আপনি উপদেশ করুন্।" তখন আচার্য্য উভয় হস্তে ব্রহ্মচারীর হস্ত দ্বয় ধারণ পূর্ব্বক উত্তরীয় বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করত গায়ত্রী

শ্বেতবর্ণা সমুদ্দিষ্টা কাষায়বসনা তথা। শ্বেতৈর্ব্বিলেপনৈঃ পুষ্পৈ-রলঙ্কারৈশ্চ শোভিতা। অক্ষমালাধরা দেবী পদ্মাসনগতা শুভা। আদিত্যমণ্ডলান্তঃস্থা ব্রহ্মলোকগতা স্থিরা। তত্রাবাহ্য জপিত্বা চ নমস্কারৈর্ব্বিসর্জ্জয়েৎ। সবিতা দেবতা চাস্যা মুখমগ্নিস্তদিত্যৃচঃ। বিশ্বামিত্রঋষিশ্ছন্দো গায়ত্রী তু বিধীয়তে। আয়াহি বরদে দেবি জপ্যে মে সন্নিধীভব। গায়ন্তং ত্রায়তে যস্মাৎ গায়ত্রী ত্বং ততঃ স্মৃতা। এষা হি ত্রিপদা দেবী শব্দব্রহ্মময়ী শুভা। মহতা তপসা দৃষ্টা বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা। গায়ত্রীঞ্চৈব বেদাংশ্চ তুলয়া সমতোলয়ৎ। বেদা একত্র সাঙ্গাশ্চ গায়ত্রী চৈকতঃ স্থিতা। যোগভূতা তু বেদানাং গুহ্যোপনিষদাং তথা। তাভ্যঃ সারন্তু গায়ত্রী তিস্রো ব্যাহৃতয়স্তথা। গায়ত্র্যাঃ পাদমর্দ্ধঞ্চ ঋচোঽর্দ্ধমৃচ এব চ। ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং সুবর্ণস্তেয়মেব চ। গুরুদারাগমঞ্চৈব জপ্যেনৈষা পুনাতি বৈ। এতয়া জ্ঞাতয়া সর্ব্বং বাঙ্ময়ং বিদিতং ভবেৎ। উপাসিতং ভবেচ্চৈব বিশ্বং ভুবনপঞ্চকং। অজ্ঞাত্বা চৈব গায়ত্রীং ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে। গায়ত্রী দেবজননী গায়ত্রী লোকপাবনী। ন গায়ত্র্যাঃ পরং জপ্যমেতদ্বিজ্ঞায় মুচ্যতে। তত্রাস্য মাতা সাবিত্রী পিতা ত্বাচার্য্য উচ্যতে। ততো গায়ত্রীং ক্রমশো বদেদ্‌-যথা—ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। মাণবকপঠিতে পুনরাচার্য্যঃ। ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। ইতি পঠেৎ। ততো ভূরিতি ভুব ইতি

বলিতে আরম্ভ করিবেন। প্রথমতঃ "শ্বেতবর্ণা সমুদ্দিষ্টা কাষায়-বসনা তথা" ইত্যাদি পাঠ করত "ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি" ইত্যাদি ক্রমে মূলের লিখিত নিয়মে ক্রমশঃ

স্বরিতি চ পাঠয়েৎ। ততো মাণবকস্য হৃদয়ে ঊর্দ্ধাঙ্গুলং দক্ষিণ হস্তং দত্ত্বা পঠেৎ। পরাকদাসঋষির্হৃদয়ং দেবতা ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দো মাণবকহৃদয়দেশালভনে বিনিয়োগঃ। ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধামি মম চিত্তমনুচিত্তন্তেহস্তু মম বাচমেকমনা জুষস্ব বৃহস্পতিস্ত্বা নিযুনক্তু মহ্যং। ততো মাণবকস্য কটিদেশে মেখলাং বধ্নাতি। বিশ্বামিত্রঋষির্মেখলা দেবতা ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দো মেখলাবন্ধনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইয়ং দুরুক্তাৎ পরিবাধমানা শর্ম্ম বরূথং পুনতী ন আগাৎ। প্রাণাপানাভ্যাং বলমাবহন্তী স্বসা দেবী সুভগা মেখলেয়ং। ওঁ ঋতস্য গোপ্ত্রী তপসঃ পরস্বী ঘ্নতী রক্ষঃ সহমানা অরাতীঃ। সা নঃ সমন্তমনুপরে হি ভদ্রে ভর্ত্তারস্তে মেখলে মা রিষাম। ততো মাণবকায় কেশসম্মিতং পালাশদণ্ডং দদ্যাদনেন। আত্রেয়ঋষির্বিশ্বেদেবা দেবতাস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দো দণ্ডগ্রহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বস্তি নো মিমীতামশ্বিনী ভগঃ স্বস্তি দেব্যদিতিরনর্ব্বণঃ। স্বস্তি পূষা অসুরো দধাতু নঃ স্বস্তি দ্যাবা পৃথিবী সুচেতনা। ততো ব্রহ্মচারিণমাদিশতি। ব্রহ্মচার্য্যসি আপোশানং কর্ম্ম কুরু মা দিবা স্বাপ্সীঃ। আচার্য্যাদ্বেদমধীস্ব উদক-

---

সমস্ত গায়ত্রী পাঠ করাইবেন। পরে মাণবকের হৃদয়ে উর্দ্ধাঙ্গুল দক্ষিণ হস্ত দিয়া "ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত "ওঁ ইয়ং দুরুক্তাৎ" ইত্যাদি মন্ত্রে মাণবকের কটিদেশে মেখলা বন্ধন করিবেন। তৎপরে "ওঁ স্বস্তি নো" ইত্যাদি মন্ত্রে মাণবককে পালাশদণ্ড প্রদান করিতে হয়। অনন্তর আচার্য্য ব্রহ্মচারীকে এইরূপ আদেশ করিবেন, "ব্রহ্মচারী হইলে, আপোশান কর্ম্ম কর, দিবা নিদ্রিত হইও না, আচার্য্য-

সমিৎকুশাদ্যাহরণং কুরু। সায়ং প্রাতঃ সমিধমাধেহি সায়ং প্রাতর্ভিক্ষাটনং কুরু। ব্রহ্মচারী বাঢ়মিতি। ব্রহ্মচারী উদকং স্পৃষ্ট্বা বদ্ধাঞ্জলির্ব্বদেৎ। ওঁ ব্রতানাং ব্রতপতিরসি ব্রতং সাবিত্রীকং ত্রৈবার্ষিকং চরিষ্যামি যথাশক্তি কালনির্দ্দেশং বা কুর্য্যাৎ। ততো গৃহীতদণ্ডো ব্রহ্মচারী পাত্রং হস্তে কৃত্বা প্রার্থয়েৎ। ভবতি ভিক্ষাং দেহীতি মাতরং তদভাবে ভগিনীং। ততো ভবন্ ভিক্ষাং দেহীতি পিতরং যাচেত। তে চ তণ্ডুলাদিকং সুবর্ণ-রজতাদিকঞ্চ যথাশক্তি দদ্যুঃ। ততোঽন্যান্ প্রার্থয়েৎ তেপি দদ্যুঃ। তদ্ভৈক্ষ্যমাচার্য্যায় নিবেদয়েৎ। আচার্য্যোপ্যুপভুজ্যতা-মিত্যনুজ্ঞাং দদ্যাৎ। মাণবকোপি তৎ সায়ং ভোক্তুং স্থাপয়েৎ।

সকাশে বেদ অধ্যয়ন কর, উদক সমিধ্ কুশ প্রভৃতি আহরণ করিও, সায়ংকালে ও প্রভাতে সমিদ্ধোম করিও এবং প্রাতে ও সন্ধ্যায় ভিক্ষার্থ বহির্গত হইও।" ব্রহ্মচারী "বাঢ়ং "বলিয়া স্বাকার করত জল স্পর্শ পূর্ব্বক বদ্ধাঞ্জলি হইয়া "ওঁ ব্রতানাং ব্রতপতিরসি" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবেন। তদ-নন্তর দণ্ডধারী ব্রহ্মচারী পাত্র হস্তে লইয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করি-বেন। প্রথমতঃ মাতার নিকট "ভবতি ভিক্ষাং দেহি" বলিয়া প্রার্থনা করিতে হয়। মাতার অভাবে ভগিনী-সকাশে প্রার্থনা করিবেন। পরে "ভবন্ ভিক্ষাং দেহি" বলিয়া পিতার নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিবেন। সকলে যথাশক্তি তণ্ডুলাদি ও স্বর্ণ-রজতাদি ভিক্ষা দিবেন। তৎপরে অন্যান্য লোকের নিকট প্রার্থনা করিলে তাঁহারাও যথাশক্তি ঐ প্রকার দিবেন। ভিক্ষা-লব্ধ সমস্ত দ্রব্য আচার্য্যকে দিতে হয়। আচার্য্য "উপভুজ্যতাং"

ততো বেদাধ্যয়নং গ্রহণঞ্চ কুর্য্যাৎ। আচার্য্যো ব্রহ্মচারিণাম্বারব্ধ
স্রুচি ঘৃতস্রুবং অবদানস্থানে ঘৃতস্রুবদ্বয়ং দত্ত্বা। বশিষ্ঠঋষিঃ সদ
সম্পতির্দ্দেবতা অনুপ্রবচনীয়চরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ সদসম্পতি
মদ্ভুতং প্রিয়মিন্দ্রস্য কাম্যং শনির্ম্মেধা ময়াশিষং স্বাহা। ইদ
সদসম্পতয়ে। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস
ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ স্বাহা। ইদং গায়ত্র্যৈ। ও
ঋষিভ্যঃ স্বাহা। ইদং ঋষিভ্যঃ। ততঃ সমিদ্ধোমঃ। বশিষ্ঠর্ঋষি
সদসম্পতির্দ্দেবতা সমিদ্ধোমে বিনিয়োগঃ। সদসম্পতিমদ্ভুত
প্রিয়মিন্দ্রস্য কাম্যং শনির্ম্মেধা ময়াশিষং স্বাহা। ইদং সদসম্প
তয়ে। এবং গায়ত্র্যৈ। ঋষিভ্যঃ। ইদানীং সন্ধ্যা কর্ত্তব্যা। ততে
ব্রহ্মচারী তূষ্ণীমেকাং সমিধং হুত্বা অপরাং গৃহীত্বা প্রজাপতি
র্ঋষিরগ্নির্দেবতা বৃহতীচ্ছন্দঃ সমিদ্ধোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নয়ে
সমিধমহার্ষং বৃহতে জাতবেদসে তয়া ত্বমগ্নে বর্দ্ধস্ব সমিধা ব্রহ্মণ
বয়ং স্বাহা। ইদং ব্রহ্মণে। ততো মাণবকঃ বিপ্রান্ অঞ্জলি
বদ্ধা যাচেত। বেদসমাপ্তিং ভবন্তো মেহনুব্রুবন্তু। বিপ্রাঃ

বলিয়া অনুজ্ঞা দিলে মাণবকও সায়ংকালে ভোজনার্থ তাহ
রাখিয়া দিবেন। তৎপরে বেদাধ্যয়ন ও বেদগ্রহণ করিতে
হয়। যথা—আচার্য্য ব্রহ্মচারী সহ মূলের লিখিত নিয়মে
ও মন্ত্রে চরুহোম ও সমিদ্ধোম করিবেন। তৎপরে সন্ধ্যা
করিতে হয়। পরে ব্রহ্মচারী একটী সমিধ্-হোম করিয়া অপর
সমিধ্ গ্রহণ পূর্ব্বক "ওঁ অগ্নয়ে সমিধং" ইত্যাদি মন্ত্রে হোম
করিবেন। অনন্তর মাণবক করযোড়ে ব্রাহ্মণগণের নিকট
প্রার্থনা করিবেন যে, "আপনারা অনুমোদন করুন, আমার

অবিঘ্নেন বেদসমাপ্তিরস্তু ভবতঃ। ততো মেধাজননং। আচার্য্যো কুম্ভোদকেনাসিঞ্চস্তং ব্রহ্মচারিণং ইমং মন্ত্রং ত্রিঃ পাঠয়েদ্ যথা। ওঁ সুশ্রুবঃ সুশ্রবা অসি যথা ত্বং সুশ্রুবঃ সুশ্রবা অস্যেবং মা সুশ্রুঃ সৌশ্রবসং কুরু যথা ত্বং দেবানাং যজ্ঞস্য নিধিপাস্যেবমহং মনুষ্যাণাং দেবানাং নিধিপো ভূয়াসং। ততো বেদারম্ভঃ। গুরু-রদ্যেত্যাদি অমুকদেবশর্ম্মণো বেদারম্ভাঙ্গহোমমহং করিষ্যামি ইতি সংকল্প্যাজ্যহোমং কুর্য্যাদ্ যথা। ওঁ পৃথিব্যৈ স্বাহা ইদং পৃথিব্যৈ। এবমগ্নয়ে। ব্রহ্মণে। প্রজাপতয়ে। ছন্দোভ্যঃ। দেবেভ্যঃ। ঋষিভ্যঃ। শ্রদ্ধায়ৈ। মেধায়ৈ। সদসস্পতয়ে। তত আচার্য্যোগ্নেরুত্তরতঃ প্রাঙ্মুখঃ প্রত্যঙ্মুখায় শিষ্যায় গুরুমুখমীক্ষ-মাণায় দক্ষিণহস্তেন গুরোর্দ্দক্ষিণপাদং গৃহীত্বোপসন্নায় ওঙ্কার-মহাব্যাহৃতিপূর্ব্বং পাঠয়ন্ বেদাদীনধ্যাপয়েৎ। মধুচ্ছন্দঋষি-র্ব্বিশ্বামিত্রো দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দো বেদারম্ভে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং। পুনরপি ঋষিচ্ছন্দঃ পঠিত্বা ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং। পুনঃ ঋষিচ্ছন্দঃ পঠিত্বা ওঁ

যেন বেদপাঠ সমাপ্তি হয়।" ব্রাহ্মণেরাও কহিবেন, "অবিঘ্নে তোমার বেদ সমাপ্তি হউক্।" তদনন্তর মেধাজনন কর্ম্ম।— আচার্য্য কুম্ভোদক দ্বারা অভিষিক্ত ব্রহ্মচারীকে তিনবার "ওঁ সুশ্রুবঃ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করাইবেন। অনন্তর বেদারম্ভ।— গুরু সঙ্কল্প করিয়া "ওঁ পৃথিব্যৈ স্বাহা" ইত্যাদি মন্ত্রসমূহ দ্বারা আজ্যহোম করিবেন। পরে আচার্য্য অগ্নির উত্তরে প্রাঙ্মুখে বসিবেন এবং শিষ্য প্রত্যঙ্মুখে বসিয়া গুরুমুখের দিকে দৃষ্টি করিয়া থাকিবেন। শিষ্য দক্ষিণ হস্ত দ্বারা গুরুর দক্ষিণ পদ

অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং হোতারং রত্নধাতমং ইতি ঋক্। যাজ্ঞবল্ক্যঋষিরুষ্ণিকৃছন্দোঽগ্নির্দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইষেত্বের্জ্জেত্বা বায়বঃ স্থ দেবো বঃ। পুনঃ ঋষিচ্ছন্দঃ পঠিত্বা ওঁ ইষে ত্বোর্জ্জেত্বা বায়বঃ স্থ দেবো বঃ সবিতা প্রাপয়তু। পুনঃ ঋষিচ্ছন্দঃ পঠিত্বা ওঁ ইষেত্বোর্জ্জেত্বা বায়বঃ স্থ দেবো বঃ সবিতা প্রাপয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে। ইতি যজুঃ। গৌতমঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে। পুনঃ ঋষিচ্ছন্দঃ পঠিত্বা ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যাদাতয়ে। পুনঃ ঋষিচ্ছন্দঃ পঠিত্বা ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে নিহোতা সৎসি বর্হিষি। ইতি সাম। পিপ্পলাদঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো বরুণো দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ শন্নো দেবীরভীষ্টয়ে। পুনঃ ঋষিচ্ছন্দঃ পঠিত্বা। ওঁ শন্নো দেবীরভীষ্টয়ে আপো ভবন্তু পীতয়ে। পুনঃ ঋষিচ্ছন্দঃ পঠিত্বা। ওঁ শন্নো দেবীরভীষ্টয়ে আপো ভবন্তু পীতয়ে শংযোরভিস্রবন্তু নঃ।

ধরিয়া নিকটস্থ হইলে গুরু তৎপরে ব্যাহৃতি পাঠ করাইয়া বেদাদি অধ্যয়ন করাইবেন। যেরূপে অধ্যাপন করিবে, তাহার প্রণালী স্পষ্টরূপে মূলেই লিখিত আছে।

ইতি ঋগ্বেদীয় উপনয়ন।

সমাবর্ত্তনম্।

ব্রহ্মচারী প্রিয়বচনপ্রণিপাতাশ্রয়ানুরূপপারিতোষিক প্রদানেন গুরুং তোষয়িত্বা স্নানাপ্লবননাম সংস্কারং করোতি। তত্র এতানি দ্রব্যাণি যথা—কর্ণে কাঞ্চনাদিনির্ম্মিতকুণ্ডলং কণ্ঠে পরিধান-যোগ্যং মণিং বস্ত্রং উপানৎযুগলং বৈণদণ্ডং সর্ব্বৌষধিগন্ধানুলেপনং উষ্ণীষং ছত্রং সর্ব্বমাচার্য্য এব দদ্যাৎ। ততঃ সর্ব্বাঃ সমিধোঽগ্নি-সমীপে স্থাপয়েৎ। আচার্য্যায় ভোজ্যং গাঞ্চ দত্বান্যেভ্যোপি ভোজ্যানি দদ্যাৎ। ততঃ কর্ত্তাদ্যেত্যাদি অমুকদেবশর্ম্মণঃ সমা-বর্ত্তনকর্ম্মাঙ্গহোমং করিষ্যে। ততঃ শ্মশ্রাদিসংস্কারং কুর্য্যাৎ। তত্রাদৌ চৌড়সমানং হোমঃ। ততঃ কুশপিঞ্জল্যাধানতাম্রলৌহ-ক্ষুরপীড়নাদিকাঃ ক্রিয়াঃ কুর্য্যাৎ। তন্মন্ত্রশ্চূড়াপ্রকরণে জ্ঞাতব্যাঃ। তৈস্তৈর্ম্মন্ত্রৈঃ সপ্তধা ছিত্বা মাত্রে সমর্পণান্তং কৃত্বা

ব্রহ্মচারী প্রিয়বাক্য, প্রণিপাত ও আশ্রয়ানুরূপ পারিতো-ষিক প্রদান দ্বারা গুরুকে সন্তুষ্ট করিয়া স্নানাপ্লবন নামক সংস্কার করিবেন। কর্ণে ধারণযোগ্য কাঞ্চনাদি-নির্ম্মিত কুণ্ডল, কণ্ঠে পারিধানযোগ্য মণি, বস্ত্র, উপানহ-যুগল, বৈণদণ্ড, সর্ব্বৌষধি গন্ধানুলেপন, উষ্ণীষ, ছত্র এই সমস্ত আচার্য্য প্রদান করিবেন। অনন্তর সমস্ত সমিধ্ অগ্নিসমীপে স্থাপন করিবেন। আচার্য্যকে ভোজ্য ও গো দান পূর্ব্বক অন্যান্য ব্রাহ্মণকেও ভোজ্য দান করিবেন। পরে কর্ত্তা সঙ্কল্প করিয়া শ্মশ্রু প্রভৃতি সংস্কার করিবেন। প্রথমতঃ চূড়াকরণ-বৎ হোম করিবে। পরে কুশপিঞ্জলী স্থাপন, ও তাম্র লৌহ-ক্ষুরপীড়নাদি সমস্ত ক্রিয়া সম্পাদন করিতে হয়। চূড়াকর-

শিখাধারণপূর্ব্বকং ক্ষৌরং কারয়েৎ। ততো মাণবকঃ সর্ব্বৌষধিভিঃ স্নাত্বা বস্ত্রাদিকং গুরবে নিবেদ্য স্বয়ং গৃহ্নীয়াদ্‌যথা— গৃৎসমদঋষির্লিঙ্গোক্তা দেবতাস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দো বস্ত্রপরিধানে বিনিয়োগঃ। ওঁ যুবং বস্ত্রাণি পীবসাথে যুবোবচ্ছিদ্রামন্তরে হি সর্গাঃ অরাতিরুতমনৃতানি বিশ্বা ঋতেন মিত্রাবরুণা সচেথে। ইত্যনেন বস্ত্রৈকং পরিধায়াপরবস্ত্রমুপধায় উষ্ণীষং বধ্নীয়াৎ। পরমাত্মাঋষিঃ পরামাত্মা দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দো যজ্ঞোপবীতধারণে বিনিয়োগঃ। ওঁ যজ্ঞোপবীতমিত্যাদিনা গৃহ্নীয়াৎ। ওঁ উদুত্তমং বরুণপাশমস্মাদবাধমং বিমধ্যমং শ্রথায়। আদিত্যব্রতে বয়ং তবানাগসোঽদিতয়ে স্যামঃ। ইতি মেখলাকৃষ্ণাজিনে মোচয়িত্বা বৈণবদণ্ডাগ্রে স্থাপয়েৎ। ওঁ অশ্মনস্তেজোসি চক্ষুষী মে পাহি। ইত্যঞ্জনং গৃহ্নীয়াৎ। ওঁ অশ্মনস্তেজোসি শ্রোত্রং মে পাহি। ইতি কুণ্ডলে বধ্নীয়াৎ। অনুলেপনেন পাণী প্রলিপ্য মুখমগ্রে ব্রাহ্মণো

ণেই ঐ সকলের মন্ত্রাদি লিখিত হইয়াছে। তদনন্তর মাণবক শিক্ষা ধারণ পূর্ব্বক ক্ষৌর সম্পাদন করিয়া সর্ব্বৌষধিজলে স্নান পূর্ব্বক বস্ত্রাদি গুরুকে নিবেদন করিবেন এবং "ওঁ যুবং বস্ত্রাণি" ইত্যাদি মন্ত্রে স্বয়ং বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক অন্য একখানি বস্ত্র উষ্ণীষরূপে বন্ধন করিবেন। পরে "ও যজ্ঞোপবীতং" ইত্যাদি মন্ত্রে যজ্ঞোপবীত ধারণ, "ওঁ উদুত্তমং বরুণপাশং" ইত্যাদি মন্ত্রে মেখলা ও কৃষ্ণাজিন মোচন পূর্ব্বক বৈণবদণ্ডাগ্রে স্থাপন করিবেন। "ওঁ অশ্মনস্তেজোসি" ইত্যাদি মন্ত্রে অঞ্জন গ্রহণ এবং "ওঁ অশ্মনস্তেজোসি শ্রোত্রং মে পাহি" ইত্যাদি মন্ত্রে কুণ্ডল ধারণ করিবেন। হস্তে অনুলেপন প্রদান, "ওঁ

লিম্পেৎ। ওঁ অনাবর্ত্তস্যানাবর্ত্তো ভূয়াসং। ইতি শিখায়াং স্রজং বধ্নীয়াৎ। ওঁ দেবানাং প্রতিষ্ঠে স্থঃ সর্ব্বতো মাং পাহি। ইত্যুপানহং। ওঁ দিবশ্ছন্দাংসি বানস্পত্যোসি সর্ব্বতো মাং পাহি। ইতি ছত্রং। ওঁ বেণুরসি বানস্পত্যোসি ঃসর্ব্বতো মাং পাহি ইতি বৈণবদণ্ডং গৃহ্লীয়াৎ। ততঃ পলাশদণ্ডং তূষ্ণীমগ্নৌ ক্ষিপেৎ। ওঁ আয়ুষ্যং বর্চ্চস্যং রায়স্পোষমৌদ্ভিদং। ইদং হিরণ্যং বর্চ্চস্য জৈত্রায়া বিশতাত্মমাং। ইতি কণ্ঠে মণিং বধ্নীয়াৎ। ততো মাণবকো লম্বমানোষ্ণীষং কৃত্বা উপানহৌ সংতাড্যাগ্নি-সমীপং গত্বাগ্নেরৈশান্যাং দিশি উর্দ্ধস্থিতো বক্ষ্যমাণমন্ত্রেণ সমিধ-মেকাং জুহুয়াৎ। ওঁ স্মৃতঞ্চ মে অস্মৃতঞ্চ মে তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ মে নিন্দা চ মে অনিন্দা চ মে তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ মে বিদ্যা চ মে অবিদ্যা চ মে তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ মে শ্রদ্ধা চ মে অশ্রদ্ধা চ মে তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ মে প্রজ্ঞা চ মে অপ্রজ্ঞা চ মে তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ মে ইষ্টঞ্চ মে অনিষ্টঞ্চ মে তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ মে দত্তঞ্চ মে অদত্তঞ্চ মে তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ মে অধীতঞ্চ মে অনধীতঞ্চ মে তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ

অনাবর্ত্তস্য” ইত্যাদি মন্ত্রে শিখায় মাল্যবন্ধন, “ওঁ দেবানাং” ইত্যাদি মন্ত্রে উপানহ ধারণ, “ওঁ দিবশ্চন্দাংসি” ইত্যাদি মন্ত্রে ছত্র গ্রহণ, এবং “ওঁ বেণুরসি” ইত্যাদি মন্ত্রে বৈণদণ্ড গ্রহণ করিতে হয়। পরে তূষ্ণীভাবে অগ্নিতে পালাশদণ্ড ক্ষেপণ করিবেন। “ওঁ আয়ুষ্যং বর্চ্চস্যং” ইত্যাদি মন্ত্রে কণ্ঠে মণি বন্ধন করিবেন। তদনন্তর মাণবক উষ্ণীষ লম্বমান করতঃ উপানহ সন্তাড়ন পূর্ব্বক অগ্নিসমীপে অগ্নির ঈশানাদিকে দণ্ডায়মান হইবেন এবং “ওঁ স্মৃতঞ্চ মে” ইত্যাদি মন্ত্রে একটী সমিধ আহুতি

মে কৃতঞ্চ মে অকৃতঞ্চ মে তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ মে সত্যঞ্চ মে অসত্যঞ্চ মে তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ মে শ্রুতঞ্চ মে অশ্রুতঞ্চ মে তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ মে ব্রতঞ্চ মে অব্রতঞ্চ মে তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ মে যমদগ্নে সেন্দ্রস্য সপ্রজাপতিকস্য সঋষিকস্য সঋষিরাজকন্যকস্য সপত্নীকস্য সপত্নীরাজকন্যকস্য সাকাশস্য সাতিকাশস্য সপ্রতীকাশস্য সদেবমনুষ্যস্য সগন্ধর্ব্বাপ্সরোরক্ষস্য সহারণ্যৈঃ পশুভির্গ্রাম্যৈশ্চ যন্মে আত্মনি ব্রতং তন্মে সর্ব্বং ব্রতং ইদমহমগ্নে সর্ব্বতো ভবামি স্বাহা। ইদমগ্নয়ে। ততো ব্রহ্মচারী উপবিশ্য মণ্ডপাৎ সমিধমাকৃষ্য বক্ষ্যমাণমন্ত্রৈঃ সমিদ্ধোমং করোতি। দশানাং প্রশস্তিরথঋষিরগ্নির্দ্দেবতা বিরাট্‌ছন্দঃ সমিদ্ধোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ যমাগ্নে বর্চ্চো বিহয়েদ্‌যস্তু বয়ং ত্বেন্ধানাস্তন্বং পুষে সমজ্যং নমন্তাঃ প্রদিশশ্চতস্রষ্টায়ধ্যক্ষেণ পৃতনা জয়েম স্বাহা। ইদমগ্নয়ে। ১। ওঁ মম দেবা বিহয়ে সন্তু সর্ব্ব ইন্দ্রবন্তো মরুতো বিষ্ণুরগ্নির্ম্মমান্তরীক্ষমুরুলোকমবস্তু মহ্যং বাতঃ পবতাং কামেস্মিন্ স্বাহা। ইদমগ্নয়ে। ২। ওঁ ময়ি দেবা দ্রবিণং ময়ি জুস্তাং মষ্যাশীরস্তু ময়ি দেবহুতি দেব্যা হোতারো ধনুষস্তু পূর্ব্বে নিবিষ্টাঃ স্যাম তন্মাং সুবীরাঃ স্বাহা। ইদমগ্নয়ে। ৩। ওঁ মহ্যং যজন্তু ঋত্বিজঃ সময়ানি হব্যাহুতিসত্যং মনসো মেহস্তু এনো মানিগাং কতমশ্চ নাহং মাগং বিশ্বেদেবা সোহবরো চতানঃ স্বাহা। ইদমগ্নয়ে। ৪। ওঁ দেবী সম্বরী বরুণঃ কৃণোতু বিশ্বেদেবা স ইহ বীরয়ধ্বং মাহাস্মহি প্রজয়া মা তনুভির্ম্মাব ধাম দ্বিষতে সোম রাজন্ স্বাহা।

দিবেন। পরে ব্রহ্মচারী উপবেশন পূর্ব্বক মণ্ডপ হইতে সমিধ আকর্ষণ করত "ওঁ যমাগ্নে বর্চ্চো" ইত্যাদি দশটী মন্ত্রে সমি-

ইদমগ্নয়ে। ৫। ওঁ অগ্নে মন্যুং প্রতিনুদন্ পরেষামদধ্বো গোপাঃ। পরিপাহি নস্বং প্রত্যঞ্চোদয়ন্তু নিগঢ়ঃ পুনানস্তমযি হসাং চিত্তং প্রবুধা বিনেশত স্বাহা। ইদমগ্নয়ে। ৬। ওঁ ধাতা ধাতৃণাং ভুবনস্যয়স্পতির্দ্দেবং ত্রাতারমভিমাতিসাহং ইমং যজ্ঞমশ্বিনোগ্নিভ্যাং বৃহস্পতির্দ্দেবাঃ পান্তু যজমানং স্যর্থাৎ স্বাহা। ইদমগ্নয়ে। ৭। ওঁ উরুব্যচানো সহিবশর্ম্ময়ং সদস্মিন হবে পুরুহুতঃ পুরুচক্ষুঃ সমঃ প্রজায়ৈ হর্য্যশ্বমূলায়েন্ত্রমানো রীরিষো মা পরান্দাঃ সদোনঃ স্বাহা। ইদমগ্নয়ে। ৮। ওঁ মেনঃ সপত্না অপতে ভবস্বিন্দ্রাগ্নীভ্যাং মম বাধামহেতাম্। বসবো রুদ্রা আদিত্যা উপরি স্পৃশন্নোগ্রং চেত্তারমবধিবাজমগ্র্যং স্বাহা। ইদমগ্নয়ে। ৯। ওঁ অর্ব্বঞ্চমিন্দ্রমযুতো হবামহে যোগোজিত্বনজিদশ্বজিৎ য ইমং নো যজ্ঞং বিহবে জুষস্বাস্য কুর্ম্মোহবিরো মো দিনং ত্বা স্বাহা। ইদমগ্নয়ে। ১০। ততঃ প্রায়শ্চিত্তং স্বিষ্টিকৃতঞ্চ সমাপ্য দক্ষিণাং দদ্যাৎ। স্নাতকস্যৈতে নিয়মাঃ। ন নক্তং স্নায়াৎ ন নগ্নঃ স্বপেৎ ন নগ্নাং স্ত্রিয়ং বীক্ষেত মৈথুনাদন্যত্র বর্ষতি ন ধাবেত ন বৃক্ষমারোহেত ন সংশয়মাপদ্যেত। এতৎ সর্ব্বং গুরুণা স্নাতকায় উপদেষ্টব্যং। ততো ব্রহ্মচারী গৃহীতদণ্ডঃ সোপানৎকঃ সোষ্ণীষঃ কপটব্যাকোপমাচরন্

দ্ধোম করিবেন। ১—১০। তৎপরে প্রায়শ্চিত্ত-হোম ও স্বিষ্টিকৃদ্ধোম করিয়া দক্ষিণা প্রদান করিতে হয়। স্নাতকের নিয়ম যথা,—রাত্রিতে স্নান করিবে না, উলঙ্গ হইয়া শয়ন করিবে না, নগ্না স্ত্রী দর্শন করিবে না, ধাবমান হইবে না, বৃক্ষে আরোহণ করিবে না, কোন বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইবে না। গুরু স্নাতককে এইরূপ উপদেশ দিবেন। তদনন্তর দণ্ড, উপানহ, উষ্ণীষ

কানিচিৎ পদানি গচ্ছতি। ততো মাত্রা পিত্রা বন্ধুভিশ্চ পরিহাস-রীত্যা প্রিয়বচনপুরঃসরং ব্যাঘুট্যানীতঃ। ততো নিবৃত্তায়াং সন্ধ্যায়াং কৃতপাদশৌচাচমন উপবিশ্য বাগ্যতো ভুঞ্জীত। অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা। ইত্যাপোশাশানং কৃত্বাঙ্গুষ্ঠকনিষ্ঠাভ্যাং অন্নং গৃহীত্বা ওঁ প্রাণায় স্বাহা। অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাং ওঁ অপানায় স্বাহা। অঙ্গুষ্ঠমধ্যমাভ্যাং ওঁ ব্যানায় স্বাহা। অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জনীভ্যাং ওঁ উদানায় স্বাহা। সর্ব্বাঙ্গুলীভিঃ ওঁ সমানায় স্বাহা। ততো মৌনবতা আতৃপ্তিং ভুক্ত্বা ওঁ অমৃতাপিধানমসি স্বাহা। ইত্যাপোশানপূর্ব্বকমাচম্য কৃতপাদপ্রক্ষালনঃ কৃষ্ণাজিনাস্তৃতায়াং

প্রভৃতি-ধারী ব্রহ্মচারী কপট কোপ প্রদর্শন পূর্ব্বক কতিপয় পদ অগ্রসর হইলে মাতা, পিতা ও বন্ধুগণ পরিহাস করিয়া প্রিয়সম্ভাষণে ফিরাইয়া আনয়ন করিবেন। অনন্তর সন্ধ্যাকাল অতীত হইলে পাদশৌচ ও আচমন পূর্ব্বক উপবেশন করত বাগ্যত হইয়া ভোজন করিতে হয়। প্রথমে "অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা" বলিয়া আপোশান পূর্ব্বক অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠা দ্বারা অন্ন গ্রহণ করতঃ "ওঁ প্রাণায় স্বাহা"; অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা গ্রহণ পূর্ব্বক "ওঁ অপানায় স্বাহা"; অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমা দ্বারা গ্রহণ পূর্ব্বক "ওঁ ব্যানায় স্বাহা"; অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা গ্রহণ পূর্ব্বক "ওঁ উদানায় স্বাহা"; এবং সর্ব্বাঙ্গুলী দ্বারা "ওঁ সমানায় স্বাহা" বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। তদনন্তর মৌনভাবে তৃপ্তি সহকারে ভোজন করিয়া "ওঁ অমৃতাপিধানমসি স্বাহা" বাক্যে আপোশান পূর্ব্বক আচমন করত পাদপ্রক্ষালন করিবেন এবং কৃষ্ণাজিন-শয্যায় শয়ন করিবেন। এই দিন হইতে তিন দিবস

শয়িত্বাক্ষারলবণাশনং দিনত্রয়মাবশ্যকং কুর্য্যাৎ। ততো যথেচ্ছয়া কর্ত্তব্যং ॥ * ॥

ইতি ঋগ্বেদীয় সমাবর্ত্তনম্ ।

যাবৎ অক্ষার-লবণ সেবন করিতে হয়। তৎপরে যথেচ্ছ ভোজন করিবেন।

ইতি ঋগ্বেদীয় সমাবর্ত্তন।

বিবাহপদ্ধতিঃ।

তত্র বিবাহাৎ প্রাগিন্দ্রাণিকর্ম্ম। তত্র প্রতিমুখ উপবিশ্য উপরি বিতানং কৃত্বা বক্ষ্যমাণমন্ত্রেণ কার্পাসসূত্রেণ প্রতিদিশং ত্রির্ব্বেষ্টয়েৎ। ওঁ ইন্দ্রাণীমাসু মাবাস্য ভগামার্হ মশ্রুবং। বহুস্যাং অপরঞ্চ ন জবমামমমতে পতিং বিশ্বস্যাদিন্দ্র উত্তরঃ। ততঃ কেশপক্ষয়োরূর্ণাসূত্রং বধ্নীয়াৎ বক্ষ্যমাণমন্ত্রেণ। ওঁ অগ্নে বিশ্বেভিঃ স্বণীকদেবৈরূর্ণাবন্তঃ প্রথমঃ সীদযোনিং কলায়িনং ঘৃতবন্তং সচিত্রে যজ্ঞং ন যজমানায় সাধুঃ। ততঃ কৃতবৃদ্ধিশ্রাদ্ধঃ প্রতিপাদিতহস্তোদকঃ কন্যাদাতা অর্হণার্থমেতানি দ্রব্যাণ্যুপকল্পয়েৎ। যথা—বিষ্টরং পাদ্যং অর্ঘ্যং আচমনীয়ং দধি মধু কাংস্যপাত্রে দ্বে গৌরিতি চ। ততঃ কন্যাদাতা শুভে লগ্নে চরে সমুপস্থিতে স্বস্তিবাচনপূর্ব্বকং সূর্য্যঃ সোম ইত্যাদি পঠিত্বা দাতা ওঁ সাধু ভবানাস্তাং ইতি পঠেৎ। বরঃ সাধ্বহমাসে ইতি

বিবাহ-সংস্কারের প্রথমেই ইন্দ্রাণিকর্ম্ম। যথা—প্রতিমুখে উপবেশন পূর্ব্বক উপরিভাগে বিতান আচ্ছাদন করত "ওঁ ইন্দ্রাণীমাসু" ইত্যাদি মন্ত্রে কার্পাসসূত্র দ্বারা প্রতিদিকে ত্রিবেষ্টন করিবে। তৎপরে, "ওঁ অগ্নে বিশ্বেভিঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে ঊর্ণাসূত্র বন্ধন করিতে হয়। অনন্তর কন্যাদাতা কৃতবৃদ্ধিশ্রাদ্ধ ও কৃতহস্তোদক হইয়া অর্হণার্থ বিষ্টর, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, দধি, মধু, দুইটী কাংস্যপাত্র ও গো এই সমস্ত স্থাপন করিবেন। পরে শুভলগ্নে স্বস্তিবাচনান্তে "সূর্য্যঃ সোম" ইত্যাদি পাঠ করিয়া "ওঁ সাধু ভবানাস্তাং" বলিলে বর "সাধ্বহমাসে"; "অর্চ্চয়িষ্যামো

বদেৎ। দাতা ওঁ অর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তং। বরঃ ওঁ অর্চ্চয় ইতি। ততঃ পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়গন্ধপুষ্পবস্ত্রমাল্যানি বরায় দদ্যাৎ। ততঃ কন্যাদাতা বরস্য দক্ষিণং জানু অক্ষতানি চ ধৃত্বা ওমদ্যামুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রং এবং পৌত্রং এবং পুত্রং অমুকগোত্রং অমুকপ্রবরং অমুকদেবশর্ম্মাণং বরং অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রীং এবং পৌত্রীং এবং পুত্রীং অমুকগোত্রাং অমুকপ্রবরাং অমুকীদেব্যভিধানাং কন্যাং শুভবিবাহেন পাদ্যাদিভিরভ্যর্চ্চ্য ভবন্তমহং বৃণে। ততঃ ওঁ বৃতোস্মীতি বরঃ। দাতা ওঁ যথাবিহিতং বিবাহকর্ম্ম কুরু। ওঁ যথাজ্ঞানতঃ করবাণি বরো বদেৎ। ততঃ আচারাৎ কন্যাবরয়োর্ম্মুখচন্দ্রিকাং কারয়েৎ। ততঃ প্রাঙ্মুখঃ কন্যাদাতা প্রত্যঙ্মুখো বর উপবিশেৎ। ততো দাতা বিষ্টরাদিভির্ব্বরমর্চ্চয়েৎ। যথা—দাতা বিষ্টরমাদায় ওঁ বিষ্টরো বিষ্টরো বিষ্টরঃ প্রতিগৃহ্যতাং। বরঃ

ভবন্তং” বলিলে, বর “অর্চ্চয়” বলিবেন। তৎপরে বরকে পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, বস্ত্র ও মাল্য দিতে হয়। কন্যাদাতা আতপতণ্ডুলসহ বরের দক্ষিণজানু ধরিয়া ওমদ্যেত্যাদি বাক্যে বরণ করিলে বর “বৃতোস্মি” বলিবেন। দাতা “ওঁ যথাবিহিতং বিবাহকর্ম্ম কুরু” বলিলে বর “ওঁ যথাজ্ঞানতঃ করবাণি” বলিবেন। তদনন্তর আচারানুসারে কন্যা ও বরের মুখচন্দ্রিকা করাইতে হয়। অনন্তর কন্যাদাতা প্রাঙ্মুখে ও বর প্রত্যঙ্মুখে উপবেশন করিবেন। তৎপরে বিষ্টরাদি দ্বারা বরকে অর্চ্চনা করিতে হয়। যথা—দাতা বিষ্টর লইয়া “ওঁ বিষ্টরো

বিষ্টরং প্রতিগৃহ্লামীত্যভিধায় মধ্যে পার্শ্বে কৃত্বা পঠেৎ। ওঁ অহং বর্ষ্ম ইত্যস্য প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ পরমেষ্ঠী দেবতা বিষ্টরাসনদানে বিনিয়োগঃ। ওঁ অহং বর্ষ্ম সজাতানামুদ্যতামিব সূর্য্যঃ ইমন্তমভিতিষ্ঠামি যোমা কশ্চাভিদাসতি। ইতি উপবিশতি বিষ্টরে উদগগ্রে আক্রম্য বা। ততঃ কন্যাদাতা পাদ্যমিতি ত্রির্নিবেদয়েৎ। ততো বরঃ পাদ্যং প্রতিগৃহ্লামীত্যনেন হস্তাভ্যাং গৃহীত্বা শিরসি দদ্যাৎ। ততো দাতা আচমনীয়মিতি ত্রির্নিবেদয়েৎ। বরঃ আচমনীয়ং প্রতিগৃহ্লামীত্যনেন আচমনীয়ং গৃহীত্বা ওঁ অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহেতি আচামেৎ। ততো দাতা কাংস্যপাত্রে দধিমধু নিক্ষিপ্য মধ্বভাবে ঘৃতম্বা কাংস্যপাত্রান্তরেণ পিধায ওঁ মধুপর্ক ইতি ত্রির্নিবেদয়েৎ। ততো বরঃ মধুপর্কং প্রতিগৃহ্লামীত্যানীয় বীক্ষেৎ। ওঁ মিত্রস্য ত্বা ইত্যস্য প্রজাপতিঋষিঃ সবিতা দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দো মধুপর্কপ্রেক্ষণে বিনিয়োগঃ। ওঁ মিত্রস্য ত্বা চক্ষুষা প্রতীক্ষে। ইত্যনেন নিরীক্ষ্য। ওঁ দেবস্য ত্বা ইত্যস্য প্রজাপতিঋষিঃ পূষা দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দো মধুপর্কগ্রহণে বিনিয়োগঃ।

বিষ্টরো বিষ্টরঃ প্রতিগৃহ্যতাং" বলিলে বর "বিষ্টরং প্রতিগৃহ্লামি" বলিয়া "ওঁ অহং বর্ষ্ম" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত তদুপরি উপবিষ্ট হইবেন। ঐ প্রকারে পাদ্য প্রদান করিলে বর পাদ্য লইয়া মস্তকে দিবেন। আচমনীয় দিলে গ্রহণ পূর্ব্বক "ওঁ অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা" বলিয়া আচমন করিবেন। তৎপরে কাংস্যপাত্রে দধি মধু অথবা মধু অভাবে ঘৃত স্থাপন পূর্ব্বক অপরকাংস্যপাত্র দ্বারা আচ্ছাদন করত তিনবার যথাযথ বাক্যে প্রদান করিলে বর তাহা "গ্রহণ করিলাম" বলিয়া "ওঁ মিত্রস্য ত্বা"

ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাং প্রতিগৃহ্লামি। ইত্যনেন প্রতিগৃহ্য। ওঁ মধুবাতেতি বিশ্বামিত্র-ঋষিঃ সবিতা দেবতা ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দো মধুপর্কালোড়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ ইতি ঋচা সব্যে পাদৌ কৃত্বা অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাং ত্রিঃ প্রদক্ষিণমালোড্য ওঁ বসবস্ত্বা গায়ত্রেণ ছন্দসা ভক্ষয়ন্ত্বিতি পুরস্তন্নিক্ষিপতি। ওঁ রুদ্রাস্ত্বা ত্রৈষ্টুভেন ছন্দসা ভক্ষয়ন্ত্বিতি দক্ষিণতঃ ওঁ আদিত্যাস্ত্বা জগতেন ছন্দসা ভক্ষয়ন্ত্বিতি পশ্চাৎ। ওঁ বিশ্বেদেবাস্ত্বা অনুষ্টুভেন ছন্দসা ভক্ষয়ন্ত্বিত্যুচতঃ। ওঁ ভূতেভ্যস্ত্বামুৎক্ষিপামি ইতি মধ্যে নিক্ষি-পেৎ। ওঁ বিরাজো দোহোঽসি প্রথমং প্রশ্নীয়াৎ। তত আচম্য। ওঁ বিরাজো দোহমসীতি দ্বিতীয়ং। ওঁ ময়ি দোহঃ পাদ্যায়ৈ বিরাজ ইতি তৃতীয়ং। তত আচম্য সর্ব্বং ন ভক্ষয়েৎ ন তৃপ্তিং গচ্ছেৎ উত্তরতো ব্রাহ্মণায়োচ্ছিষ্টং প্রযচ্ছেৎ। তত আচমনবিধানেন ওঁ অমৃতোপিধানমসীত্যনেন পুনরাচামতি।

ইত্যাদি মন্ত্রে গ্রহণ করিবেন এবং "মধুবাতা" ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্গুষ্ঠানামিকা দ্বারা তিনবার আলোড়ন করত "বসবস্ত্বা" ইত্যাদি মন্ত্রে পুরোভাগে, "ওঁ রুদ্রাস্ত্বা" ইত্যাদি মন্ত্রে দক্ষিণে, "ওঁ আদিত্যাস্ত্বা" ইত্যাদি মন্ত্রে পশ্চাতে এবং "ওঁ বিশ্বেদে-বাস্ত্বা ইত্যাদি মন্ত্রে মধ্যভাগে কিঞ্চিৎ নিক্ষেপ করত "ওঁ বিরাজো" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রথমে কিঞ্চিৎ সেবন করিবেন। পরে আচমন পূর্ব্বক "ওঁ বিরাজো" ইত্যাদি মন্ত্রে দ্বিতীয় বার এবং "ওঁ ময়ি দোহঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে তৃতীয়বার কিঞ্চিৎ সেবন করিতে হয়। পরে আচমন ও আচমনবিধানে পুনরাচমন

ততঃ শৌচার্থমাচমনং কুর্য্যাৎ। ওঁ সত্যং যশঃ শ্রীময়ি শ্রীঃ শ্রয়তামিতি দ্বিতীয়মাচমনং। ততঃ কর্ম্মাঙ্গাচমনং কুর্য্যাৎ। এবমাচান্তোদকো ভবতি। ততো দাতা গৌরিতি ত্রির্নিবেদয়েৎ। ততো বরঃ হতো মে পাপ্মা পাপ্মা মে হত ইতি গামনুস্সৃজন্ পঠতি। ওঁ মাতা রুদ্রাণামিত্যস্য বশিষ্ঠঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো গৌর্দ্দেবতা গবানুমন্ত্রণে বিনিয়োগঃ। ওঁ মাতা রুদ্রাণাং দুহিতা পশূনাং স্বসাদিত্যানামমৃতস্য নাভিঃ কৃণুবোচং চিকিতুষে জনায় মাগামনাগামদিতিং বধিষ্ঠ। ততো বন্ধনান্মুক্তোয়ং গৌরিতি নাপিতো বাচয়তি। ততঃ কন্যামানীয় বরার্থং প্রথমং ব্রাহ্মণান্ স্বস্তি বাচয়িত্বা বরং বাচয়েৎ। ওঁ দীর্ঘায়ুঃ শ্রীঃ শান্তিঃ পুষ্টিশ্চাস্তু শিবা আপঃ সন্তু অক্ষতঞ্চারিষ্টঞ্চাস্তু। ততঃ সম্প্রদানং। কন্যাং অর্চ্চয়িত্বা বাক্যং কুর্য্যাৎ। ওমদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্যামুক প্রবরস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায় তথা পৌত্রায় পুত্রায় অমুকগোত্রায় অমুকপ্রবরায় অমুকনাম্নে তুভ্যং অমুকগোত্রস্যামুক প্রবরস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রীং তথা পৌত্রীং তথা

করিবেন। তদনন্তর শৌচার্থ আচমন করিতে হয়। "ওঁ সত্যং যশঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে দ্বিতীয়াচমন করিবেন। তৎপরে কর্ম্মাঙ্গাচমন করিবেন। অনন্তর দাতা গো নিবেদন করিলে বর "ওঁ হতো মে পাপ্মা" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক গো-মোচন করিবেন এবং নাপিত "গৌ" শব্দ উচ্চারণ করিবে। তদনন্তর কন্যাকে আনয়ন পূর্ব্বক প্রথমে ব্রাহ্মণগণকে স্বস্তিবাচন করাইয়া বরকে "ওঁ দীর্ঘায়ুঃ শ্রীঃ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করাইতে হয়।

অনন্তর সম্প্রদান।—কন্যাকে অর্চ্চনা পূর্ব্বক যথাযথ বাক্যে

পুত্রীং অমুকগোত্রাং অমুকপ্রবরাং অমুকীদেব্যভিধানাং কন্যাং প্রজাপতিদেবতাকাং অমুকগোত্রস্যামুকস্য স্বর্গকামোহহং সম্প্রদদে। ততো বরঃ স্বস্তীতি বদেৎ। ততঃ প্রাঙ্মুখায় বরায় প্রত্যঙ্মুখো বদেৎ। ধর্ম্মে চার্থে চ কামে চ ন ব্যভিচারিতব্যা ত্বয়েয়ং ইতি। ততো বরো বাঢ়মিতি ব্রূয়াৎ। ততঃ কন্যামভিমৃষ্য জপতি। ক ইদমিত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিঃ কামো দেবতা ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ কন্যাগ্রহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ক ইদং কস্মা অদাৎ কামঃ কামো আদাৎ কামো দাতা কামঃ প্রতিগৃহীতা কামঃ সমুদ্রমাবিশং কামেন ত্বাং প্রতিগৃহ্ণামি কামৈতত্তে। ওঁ বৃষ্টিরসি দ্যৌস্ত্বা দদাতু পৃথিবী ত্বা প্রতিগৃহ্ণাতু। ইত্যনেন বাচয়েৎ। দক্ষিণাঃ পান্তু বহু দেয়ঞ্চ নোহস্তু প্রজাপতিঃ প্রীয়তাং তিথিকরণং মুহূর্ত্তনক্ষত্রে গ্রহলগ্নসম্পদঃ সন্তু। পুণ্যাহমিতি স্বস্তীতি ঋদ্ধিরিতি ত্রির্নিবেদয়েৎ। ততঃ উদকপাত্রং গৃহীত্বা ওঁ অনাধৃষ্টমনাধৃষ্টং দেবানামোজোভিশস্তিপাঃ। অনভিশস্তঞ্জমঞ্জসা সংসত্য অপাগয়ং সিতে মধোঃ। ওঁ যৎ কুক্ষি রামমিত্যঙ্গিরাঃ প্রজাপতির্ঋষির্ব্বিশ্বেদেবা দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দোহভিমন্ত্রণে বিনিয়োগঃ। ওঁ যৎ কুক্ষি রামং বলনং পুত্রোঙ্গিরসামদে তেন নোদ্য বিশ্বেদেবাঃ

সম্প্রদান করিলে বর "স্বস্তি" উচ্চারণ করিবেন। পরে কন্যাদাতা প্রত্যঙ্মুখোপবিষ্ট বরকে "ধর্ম্মে চার্থে চ কামে চ" ইত্যাদি বলিলে বরও "বাঢ়ং" উচ্চারণ করিবেন। তৎপরে কন্যাকে অভিমর্ষণ পূর্ব্বক "ওঁ ক ইদং কস্মা" ইত্যাদি কামস্তুতি পাঠ করাইতে হয় এবং পুণ্যাহ স্বস্তি ও ঋদ্ধিবাচন পূর্ব্বক উদকপাত্র লইয়া "ওঁ অনাধৃষ্টং" ইত্যাদি মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া "ওঁ

সম্প্রিয়ং সমজীজনৎ। ইত্যভিমন্ত্র্য। ওঁ সমুদ্রজ্যেষ্ঠাঃ সলিলস্য মধ্যাৎ পুনানায়ন্ত্যনি বিশমানাঃ ইন্দ্রো যা বজ্রী বৃষভোরবাধস্তাৎ আপো দেবী রিহমা ভবন্তু। ওঁ যা আপো দিব্যা উতবা স্রবন্তি স্বমিত্রিয়া উতবা যা স্বয়ং যাঃ শুচয়ঃ সমুদ্রার্থা পাবকাস্তা আপো দেবী রিহমা ভবন্তু। ওঁ যাসাং রাজা বরুণো যাতি মধ্যে সত্যামৃতে অবপশ্যঞ্জনানামধুশ্চ্যুতে শুচয়ঃ যাঃ পাবকাস্তা আপো দেবী রিহমা ভবন্তু। ওঁ যাস্থু রাজা বরুণো যাস্থু সোমো বিশ্বেদেবা যাঃ সূর্য্যং মদন্তি বৈশ্বানরো যাস্বগ্নিঃ পরিষ্ঠাস্তা আপো দেবী রিহমা ভবন্তু ইতি কন্যামভিষিচ্য। ওঁ আনঃ প্রজা ইতি প্রজাপতির্ঋষির্বিশ্বেদেবা দেবতা ত্রিষ্টুপ্ছন্দোঽপামার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আনঃ প্রজা জনয়তু প্রজাপতি রাজরসায় সমনক্তু-র্যমা অভূর্ম্মঙ্গলী পতিলোকমাবিশ শন্নো ভব দ্বিপদে শঞ্চতুষ্পদে। ওঁ অঘোরচক্ষুরপতিঘ্নোধি শিবা পশুভ্যঃ সুমনাঃ সুবর্চ্চাঃ বীর-সূর্জীবসূর্দ্দেবকামা স্যোনা শন্নো ভব দ্বিপদে শঞ্চতুষ্পদে। ইত্যে-তাভ্যাং স্পৃশেৎ। ততঃ সুবর্ণাদিদক্ষিণান্দদ্যাৎ। ততঃ কন্যায়া অধোবাসঃ সংগৃহ্য গৃহং বিশেয়ুঃ। ততো জনধর্ম্মান্ গ্রাম্যধর্ম্মাংশ্চ কুর্য্যুঃ। ততঃ স্বস্তিনোমিমীতেত্যাদিনা স্বস্তিবাচনং কুর্য্যাৎ। ততো মণ্ডপে আগারচ্ছায়ায়াং আষোড়শাঙ্গুলমবনীং নির্ম্মন্থ্য

সমুদ্র জ্যেষ্ঠাঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে কন্যাকে অভিষেক করিবে এবং "ওঁ আনঃ প্রজা জনয়তু" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় পাঠ পূর্ব্বক স্পর্শ করিবে। পরে সুবর্ণাদি দক্ষিণা দিতে হয়। অনন্তর কন্যার অধোবাস ধারণ পূর্ব্বক গৃহে প্রবেশ করাইবেন। এই সময়েই লোকাচার ও গ্রাম্যাচার অনুসারে তত্তৎকর্ম্ম সমাধা করিতে

তেনাগ্নিনা জাতকর্ম্মান্নপ্রাশনচৌড়কর্ম্মোপনয়নসমাবর্ত্তনবিবাহানি কর্ম্মাণি কুর্য্যুঃ। অভাবে ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াগারেভ্যো বা অগ্নিমানীয় উপলেপনাদ্যাজ্যভাগান্তং কর্ম্ম কৃত্বা যোজকনামানমগ্নিং সংস্থাপ্য। পশ্চাদগ্নেরুত্তরতঃ অশ্মানং সপুত্রমানীয় তস্মিন্নেব উদককুম্ভং সংস্থাপ্য তয়া কন্যয়া সংস্পৃষ্টো বরঃ। তত আজ্যাহুতীর্জুহোতি। ওঁ অগ্ন আয়ূংষি ইতি তিসৃণাং শতং বৈখানসঋষয়োগ্নিঃ পবমানো দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্ন আয়ূংষি পবস্বাদ্যো পুরোর্জ্জমিসঞ্চনঃ। আবেবাধস্ব দুচ্ছুনাং স্বাহা। ওঁ অগ্নিঋষিঃ পবমানঃ পাঞ্চজন্যঃ পুরোহিতঃ উতমী মহে মাগয়ং স্বাহা। ওঁ অগ্নয়ে পবস্ব স্বপা অস্মেরর্চ্চঃ স্ববীর্য্যং দধাদ্রয়িং ময়ি পোষং স্বাহা। ওঁ স্বর্য্যোমা ভবসি যৎ কনীনাং নাম স্বধাবমগুহ্যং বিভর্ষি। যুঞ্জন্তি মিত্রং সুধিতং নগোভির্যদম্পতী সমনা কৃণোষি স্বাহা। ওঁ প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বাজাতানি পরিতা বভূব যৎ কামাস্তে জুহুমস্তন্নোস্তু বয়ং স্যাম

হয়। তদনন্তর স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক ছায়ামণ্ডপে আষোড়শাঙ্গুল অবনী নির্ম্মন্থন করিবে। সেই অগ্নি দ্বারা জাতকর্ম্ম, অন্নাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, সমাবর্ত্তন ও বিবাহকর্ম্ম সম্পাদন করিতে হয়। তদভাবে ব্রাহ্মণের বা ক্ষত্রিয়ের গৃহ হইতে অগ্নি আনয়ন করিয়া উপলেপনাদি আজ্যভাগান্ত কর্ম্ম করত যোজকনামা অগ্নি স্থাপন করিবে। পরে অগ্নির উত্তরে শিলা ও শিলাপুত্র আনয়ন পূর্ব্বক তদুপরি উদককুম্ভ স্থাপন করিলে বর কন্যাকে স্পর্শ করিয়া "ওঁ অগ্ন আয়ূংষি" ইত্যাদি মন্ত্রে আজ্যাহুতি প্রদান করিবেন। তৎপরে ব্যাহৃতি উচ্চারণ পূর্ব্বক

পতয়ো রয়ীণাং স্বাহা। ততো ব্যাহৃতিভিশ্চতস্র আজ্যাহুতীর্জ্জুহুয়াৎ। তত্রাপি স্বমর্য্যমা ভবসীতি চতুর্থীপূরণার্থং জুহুয়াদিত্যেকে। ইতি হুত্বা তিষ্ঠন্ প্রত্যঙ্মুখঃ প্রাঙ্মুখ্যা আসীনায়াঃ। ওঁ গৃভ্ণামি ইতি প্রজাপতির্ঋষিঃ সবিতা দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ কন্যাপাণিগ্রহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ গৃভ্ণামি তে সৌভগত্বায় হস্তং ময়া পত্যা জরদষ্টির্যথাসঃ। ভগো অর্য্যমা দেবঃ সবিতা পুরন্ধির্ম্মহ্যং ত্বা দুর্গার্হপত্যায় দেবাঃ। ইত্যনেন সাঙ্গুষ্ঠমিব হস্তং গৃহ্ণীয়াৎ। যদি কাময়েৎ পুমাংস এব জায়েরন্নিত্যঙ্গুলীরেব স্ত্রীকামঃ। লোমান্তে হস্তং সাঙ্গুষ্ঠমুভয়কামঃ। প্রদক্ষিণমগ্নিমুদককুম্ভঞ্চাত্র পরিণয়নং জপতি। ওঁ অমোহমস্মি ইতি প্রজাপতির্ঋষিরগ্নির্দ্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দ কন্যাপরিণয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ অমোহমস্মি সা ত্বমস্যমোহং দ্যৌরহং পৃথবী ত্বং সামাহমস্মি ঋক্ ত্বং তাবেব বিষহাবহৈ প্রজাং প্রজনয়াবহৈ সম্প্রিয়ৌ রোচিষ্ণু সমনস্য মনো জীবেম শরদঃ শতমিতি। অগ্নিমুদককুম্ভঞ্চ প্রদক্ষিণীকৃত্য। ওঁ ইমমশ্মানমিতি মেধাতিথির্ঋষিরগ্নির্দ্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ছন্দোশ্মারোহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইমমশ্মানমারোহামশ্মেব ত্বং স্থিরা ভব। সহস্রপ্রতনায়তোঽভিতিষ্ঠ প্রতন্যত ইত্যনেনাশ্মানমারোহয়েৎ। ততোঽবতার্য্য কন্যায়া অঞ্জলৌ ঘৃতস্রুবং দত্ত্বা ভ্রাতা

চারিটী আহুতি দিতে হয়। এইরূপে হোম করত প্রত্যঙ্মুখ হইয়া "ওঁ গৃহ্ণামি" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রাঙ্মুখে উপবিষ্টা কন্যার সাঙ্গুষ্ঠ হস্ত গ্রহণ করিবেন। তদনন্তর "ওঁ অমোহমস্মি" ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নি ও উদককুম্ভ প্রদক্ষিণ করিয়া "ওঁ ইমমশ্মানং" ইত্যাদি মন্ত্রে শিলার উপর আরোহণ করিবেন। অনন্তর শিলা হইতে

ভ্রাতৃস্থানো বাদ্বির্লাজানাবপতি ত্রিঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য দম্পতী জুহুতঃ। পতিরাজ্যস্রুবেণাভিঘার্য্য লাজকোষমপি ঘৃতস্রুবেণাভিঘার্য্য। ওঁ অর্য্যমনমিতি প্রজাপতিঋ্ষিঃ সবিতা দেবতা বৃহতীচ্ছন্দো লাজহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অর্য্যমনং নু দেবং কন্যা অগ্নিমযক্ষতঃ স ইমাং দেবো অর্য্যমা প্রেতো মুঞ্চাতু মামুত স্বাহা। ইতি কন্যা জুহোতি যথা বহ্নৌ পততি। ততঃ প্রদক্ষিণমগ্নিমুদককুম্ভঞ্চ কৃত্বা ওঁ অমোহমস্মি ইত্যনেনাগ্নিং পরিক্রম্য। ওঁ ইমমশ্মানমারোহেত্যনেনাশ্মানমারোহয়িত্বাবতার্য্য পুনরঞ্জলিপূরণাদিকং কৃত্বা। ওঁ বরুণং ত্বদেবমিতি প্রজাপতিঋ্ষিঃ সবিতা দেবতা বৃহতীচ্ছন্দো লাজহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ বরুণং ত্বদেবং কন্যা অগ্নিমযক্ষতঃ স ইমাং দেবো বরুণঃ প্রেতো মুঞ্চাতু মামুত স্বাহেতি। তথৈব জুহুয়াৎ। পুনরমোহমস্মি ইত্যনেনাগ্নিমুদককুম্ভঞ্চ প্রদক্ষিণং কারয়িত্বা ইমমশ্মানমারোহেত্যনেনাশ্মারোহণং কৃত্বাবতার্য্য পুন-

---

অবতরণ করিলে ভ্রাতা বা ভ্রাতৃস্থানীয় অপর কেহ কন্যার অঞ্জলিতে ঘৃতস্রুব ও লাজ প্রদান করিবে। তখন দম্পতী তিনবার অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া হোম করিবেন। "ওঁ অর্য্যমনং নু দেবং" ইত্যাদি মন্ত্রে কন্যা আহুতি দিবে, যেন আহুতি বহ্নিমধ্যে নিপতিত হয়। তৎপরে "ওঁ অমোহমস্মি" ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নি ও উদককুম্ভ প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক "ওঁ ইমমশ্মানং" ইত্যাদি মন্ত্রে শিলার উপর আরোহণ করিয়া পুনরায় অবতরণ করিবেন এবং পুনর্ব্বার অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া "ওঁ বরুণং ত্বদেবং" ইত্যাদি মন্ত্রে আহুতি দিবেন। পুনর্ব্বার ঐরূপে অগ্নি ও উদককুম্ভ প্রদক্ষিণ, শিলার উপর আরোহণ, শিলা হইতে অবতরণ

রঞ্জলিপূরণাদিকং তথৈব কারয়িত্বা ওঁ পূষণং ত্বদেবমিতি প্রজা-পতির্ঋষিঃ সবিতা দেবতা বৃহতীচ্ছন্দো লাজহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ পূষণং ত্বদেবং কন্যা অগ্নিমযক্ষতঃ স ইমাং দেবঃ পূষা প্রেতো মুঞ্চাতু মামুত স্বাহা। ইতি তথৈব জুহুয়াৎ। পুনরমোহমস্মীত্য-নেনাভিমুখং সূর্পকোণেন যথা বহ্নৌ পততি তথা সর্ব্বং তূষ্ণীং জুহুয়াৎ। ততো বরো বধূকেশপক্ষে ইমং মন্ত্রং পঠেৎ। ওঁ প্রত্বা মুঞ্চামি বরুণস্য পাশাৎ যেন বধ্নাৎ সবিতাসুশেব। ঋতস্য যোনৌ সুকৃতস্য লোকে বিষ্টাং ত্বাং সহপত্যা দধামি ইত্য-নেন কেশান্মোচয়েৎ। ওঁ প্রেতো মুঞ্চাতু মামুত। সুবর্দ্ধা-সমুতস্করং যথেয়মিন্দ্রমীঢ়েয়ুঃ সুপুত্রা সুভগা সতি ইত্যনেন বধ্নীয়াৎ। তথৈতামপরাজিতায়াং দিশি সপ্তপদানভ্যুৎক্রাময়তি বরঃ। ওঁ ইষ একপদীত্যাদীনাং প্রজাপতির্ঋষিরিন্দ্রো দেবতানু-ষ্টুপ্ছন্দঃ সপ্তপদীকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইষ একপদীভব সা মামনুব্রতা ভব পুত্রান্ বিন্দাবহৈ বহূংস্তে সন্তু জরদষ্টয়ঃ। অপরমন্ত্রে স্বর্গায়ুহুতে সা মামনুব্রতা ভবেত্যাদি। ঊর্জ্জেদ্বিপ-দীভব সা মেত্যাদি। ওঁ রায়স্পোষায় ত্রিপদীভব। ওঁ মায়ো ভব্যায় চতুষ্পদীভব। ওঁ প্রজাসু পঞ্চপদী ভব। ওঁ ঋতুভ্যঃ

এবং অঞ্জলি গ্রহণ পূর্ব্বক "ওঁ পূষণং ত্বদেবং" ইত্যাদি মন্ত্রে আহুতি দিবেন। তৎপরে পুনরায় ঐ প্রকারে অগ্নি প্রদ-ক্ষিণ পূর্ব্বক সূর্পকোণ দ্বারা তুষ্ণীভাবে হোম করিতে হয়। তৎপরে বর "ওঁ প্রত্বা মুঞ্চাতু" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া বধূর কেশ মোচন করিবেন এবং "ওঁ প্রেতো মুঞ্চাতু" ইত্যাদি মন্ত্রে বন্ধন করিয়া দিবেন। অনন্তর "ওঁ ইষ একপদীভব"

ষট্‌পদীভব। ততো দম্পত্যোঃ শিরসি সন্নিধায় উদককুম্ভেন বা সিঞ্চেৎ। দম্পতী মৌনী ভূত্বা তাবদাস্তাং যাবদ্বধূররুন্ধতীং সপ্তর্ষীংশ্চ ন পশ্যতি। ততো বাচং বিসৃজেতাং মাসহনি চেতং দিশমবলোকয়েৎ। ততশ্চ প্রায়শ্চিত্তং স্বিষ্টিকৃদাদিকং সমাপয়েৎ। ওঁ ধ্রুবাদাবিত্যস্য প্রজাপতিঋষিঃ পূষা দেবতা জগতীচ্ছন্দো ধ্রুবদর্শনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ধ্রুবাদ্যৌ ধ্রুবা পৃথিবী ধ্রুবাসঃ দেবতা ইমে ধ্রুবো রাজবিশমেয়ং ধ্রুবস্তে রাজা বরুণো ধ্রুবো দেবো বৃহস্পতিঃ। ধ্রুবন্ত ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ রাষ্ট্রং ধারয়তাং ধ্রুবং। ধ্রুবমীক্ষমাণো বরঃ পঠেৎ। ততঃ প্রয়ান উপপদ্যমানে ওঁ পূষান্নিতো নয়তু হস্ত গৃহ্যাশ্বিনা প্রবহতাং রথেন। গৃহাণ গচ্ছ গৃহপত্নী যথাশো বশীনিপুং বিদথ মাবদাসি ইত্যনেন যানমারোহয়েৎ। যদি নদ্যন্তরা ভবতি তদা অশ্মিন্নভিধীয়তে সংভধ্বমুত্তিষ্ঠতঃ প্রতরতা সথায় ইত্যর্দ্ধর্চ্চেন বধূং নাবমারোহয়েৎ। অত্রাজহময়ে অসত্বসেবাঃ শিবান্নয়মুত্তরেমাভিরাজানি ইত্যর্দ্ধর্চ্চেন নাবউত্তরে স্বত্ম্র বর্ণীবং সায়দিনীয়মানা রোদতি তদা জীবং রুদন্তী

ইত্যাদি মন্ত্রে সপ্তপদী গমন করিবেন। পরে জলকুম্ভ দ্বারা দম্পতীর মস্তকে অভিষেক করিতে হয়। যাবৎ বধূ অরুন্ধতী ও সপ্তর্ষি দর্শন না করেন, তাবৎ দম্পতী মৌনভাবে অবস্থান করিবেন। পরে যথাযথ মন্ত্রে সর্ব্বদিক্ অবলোকন পূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত-হোম ও স্বিষ্টিকৃদ্ধোম করিবেন। "ওঁ ধ্রুবাদ্যৌ ধ্রুবা" ইত্যাদি মন্ত্রে বর ধ্রুব দর্শন করিবেন এবং "ওঁ পূষান্নিতো" ইত্যাদি মন্ত্রে যানারোহণ করিবেন। যদি নদীপথে যানাদি আরোহণ করিতে হয়, তাহা হইলে "সংভধ্বমুত্তিষ্ঠতঃ" ইত্যাদি পাঠ

বিষয়মন্তে অধ্বরে দীর্ঘামনু প্রসূতি দিধায়ুর্নরঃ। ধ্যানং পিতৃভ্যো ইয়ং সমেধিরেময়ঃ পরিভ্যোজনয়ঃ পরিষ্বজে ইতি পঠেৎ। বিবাহাগ্নিং তস্মিন্নেব কালেঽগ্রতো নয়েৎ। কন্যানেন সুপুণ্যবৃক্ষচতুষ্পদেষু। ওঁ মা বিদ পরিপন্থিনো য আসীদন্তী দম্পতী। সুগোভিদুর্গমতীতান্ পুত্রান্দুরশয় ইতি পঠেৎ। সুমঙ্গলীরয়ং বধূরিমাং সমেত পশ্যত। সৌভাগ্যমস্যৈ ত্বা যথাস্বং বিপরেতেন ইত্যনেন বাসে বাসে বা ঈক্ষকান্ দর্শয়েৎ। ওঁ ইহ প্রিয়ং প্রজায়তে সমৃধ্যতীমস্মিন্ গ্রহে গার্হপত্যায় জাগ্রতি। এনাপত্যা তন্বং সংস্কৃজ। স্বাথাজিব্রীবিদথমাবদাংথ ইত্যনেন বধূং গৃহং প্রবেশয়েৎ। অথ বিবাহাগ্নিমুপসমাধায় পশ্চাদগ্নেরানডূহং চর্ম্মাস্তীর্য্য পূর্ব্বগ্রীবমুত্তলোমতাস্মংস্তামুপবিশ্য তয়া পরিগৃহীত আজ্যাহুতীর্জুহোতি। এবংবিধাহুতিত্রয়স্য সংশ্রবং গ্রহণং কার্য্যং। ওঁ আনঃ প্রজা জনয়তু প্রজাপতিরাজরসায় সমনক্তর্য্যমা। অহর্ম্মঙ্গলীঃ পতিলোকমাবিশ শন্নো ভব দ্বিপদে শঞ্চতুষ্পদে স্বাহা। ওঁ ইমাং ত্বমিন্দ্রমীঢ়ঃ সুপুত্রাং সুভগং কৃণু। দশাস্যাং পুত্রমাধেহি পতিমেকাদশং কৃধি স্বাহা। ওঁ সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বশ্রবাং ভব ননন্দরি চ সম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষু স্বাহা। ওঁ সমঞ্জন্তু বিশ্বেদেবাঃ সমাপো হৃদয়ানিমৌ। সম্মানতা বিশ্বাসন্ধাতী সমুদেষ্ট্রী দধাতু নৌ ইতি প্রাশয়েৎ। সংশ্রবমাজ্যশেষেণ বধূহৃদয়দেশমভ্যনক্তি বা।

করিবেন। এই সময়েই সম্মুখে বিবাহাগ্নি আনয়ন করিতে হয়। তৎপরে কন্যা যথাযথ মন্ত্র পাঠ করিলে যথাবিধি মন্ত্রপাঠ দ্বারা তাঁহাকে গৃহে প্রবেশ করাইবেন। পরে বিবাহাগ্নি সম্মুখে রাখিয়া অনডুহ-চর্ম্মোপরি বসিয়া বধূসহ বর আজ্যাহুতি

অথ চতুর্থীহোমঃ। নিবর্ত্তিতনিত্যকৃত্যঃ শিখিনামানমগ্নিং সংস্থাপ্য প্রাজাপত্যচরুং শ্রপয়িত্বা প্রথমমাজ্যাহুতীর্জুহোতি। ওঁ ভূঃ পৃথিব্যৈ দিব্যায় মহতে চ স্বাহা। ওঁ ভুবো বায়বে চান্তরীক্ষায় দিব্যায় মহতে চ স্বাহা। ওঁ স্বঃ সূর্য্যায় দিব্যায় মহতে চ স্বাহা। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বশ্চন্দ্রমসঃ নক্ষত্রেভ্যশ্চ দিগ্‌ভ্যশ্চ দিব্যায় মহতে চ স্বাহা। অথ চরুহোমঃ। ওঁ অগ্নে প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি যাস্যা পতিঘ্নী তনূস্তামস্যা অপজহি স্বাহা। ওঁ বায়ো প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি যাস্যা অপুত্র্যা তনূস্তামস্যা অপজহি স্বাহা। ওঁ সূর্য্যঃ প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি যাস্যা অপসব্যা তনূস্তামস্যা অপজহি স্বাহা। ওঁ বরুণন্ দেবং কন্যা অগ্নিং অযক্ষতঃ। স ইমং দেবো বরুণঃ প্রেতো মুঞ্চাতু মামুত স্বাহা। ওঁ পূষাণমিত্যাদি ওঁ প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বজানাতি পরিতা বভূব। যৎকামস্তে জুহুমস্তন্নো অস্ত বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীনাং স্বাহা। ততো ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা স্বস্ত্যয়নং বাচয়েৎ।

ইতি ঋগ্বেদীয়-বিবাহপদ্ধতিঃ ॥

প্রদান করিবেন। "আনঃ প্রজা জনয়তু" ইত্যাদি হোমমন্ত্র মূলে স্পষ্টীকৃত আছে।

পরে চতুর্থী হোম।—নিত্যক্রিয়া সম্পাদন পূর্ব্বক শিখি-নামক অগ্নি স্থাপন করিয়া প্রাজাপত্য চরু গ্রহণ করত "ওঁ ভূঃ পৃথিব্যৈ দিব্যায়" ইত্যাদি মন্ত্রে আহুতি দিবেন। পরে "ওঁ অগ্নে প্রায়শ্চিত্তে" ইত্যাদি মন্ত্রে চরুহোম করিতে হয়। তৎপরে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া স্বস্তিবাচন করাইবে।

ইতি ঋগ্বেদীয় বিবাহকর্ম্ম।

ঋতুসংস্কারঃ।

তত্র মারুতনামাগ্নিঃ। যদা পত্ন্যাঃ প্রথমং রজো ভবতি তদা সা গৃহে ঋতুব্রতমাচরন্তী ত্রিরাত্রমতিবাহয়েৎ। ততঃ ষোড়শদিবসাভ্যন্তরে জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্তফলবন্ধনদিবসে পতিঃ কৃতনিত্যক্রিয়ো লগ্নসময়ে প্রাঙ্গণচ্ছায়ামণ্ডপে মঙ্গলতূর্য্যঘোষেষু সৎসু প্রাঙ্মুখ আসনে উপবিশেৎ। পত্নী পরিধৃতরক্তবস্ত্রালঙ্কারবতী নাভৌ নিহিতসুবর্ণপদ্মা পত্যুর্ব্বামপার্শ্বে উপবিশতি। ততঃ পতিঃ কর্ম্ম কুর্য্যাৎ। অদ্যেত্যাদি মৎপত্ন্যাঃ শ্রীঅমুকীদেব্যাঃ প্রথমঋতুসংস্কারাঙ্গসব্রহ্মক-হোমাদি-কর্ম্মাহং করিষ্যে। ততঃ কুশণ্ডিকোক্তবিধিনা উপলেপনাদিমেক্ষণসংস্কারান্তং কর্ম্ম কৃত্বা প্রাজাপত্যচরুং প্রসাধ্য। মুষ্টিগ্রহণে দেবতানামানি যথা।—বিষ্ণুস্ত্বষ্টৃ প্রজাপতি-

---

উল্লিখিত সংস্কারসমূহ ব্যতিরেকে “ঋতুসংস্কার” নামে আর একটী সংস্কার আছে। এই সংস্কারে মারুত নামা অগ্নি স্থাপন করিতে হয়। প্রথম রজোদর্শন হইলে নারী ঋতুব্রত আচরণ পূর্ব্বক ত্রিরাত্র গৃহমধ্যে অতিবাহিত করিবে। পরে ষোড়শদিনাভ্যন্তরে জ্যোতিঃশাস্ত্রবিহিত ফলবন্ধনদিবসে পতি নিত্যক্রিয় হইয়া লগ্নসময়ে প্রাঙ্গণে ছায়ামণ্ডপে মঙ্গলধ্বনি সহকারে আসনে উপবেশন করিবেন। পত্নীও রক্তবস্ত্র ও অলঙ্কার ধারণ পূর্ব্বক নাভিদেশে স্বর্ণপদ্ম নিহিত করত পতির বামপার্শ্বে উপবিষ্ট হইবেন। অনন্তর পতি “অদ্যেত্যাদি মৎপত্ন্যাঃ” ইত্যাদি মূলের লিখিত বাক্যে যথানিয়মে হোমাদি কর্ম্ম করিবেন। কুশণ্ডিকোক্ত বিধানে উপলেপনাদি মেক্ষণ-সংস্কারান্ত কর্ম্ম করিয়া প্রাজাপত্যচরু-হোম করিতে হইবে। বিষ্ণু, ত্বষ্টা,

ধাতৃভ্যস্ত্বাজুষ্টং ইত্যাদি এবং সিনীবালীস্বরস্বত্যশ্বিভ্যঃ অগ্নিভ্যাং প্রজাপতয়ে বিষ্ণবে প্রজাপতয়ে। তত অগ্নের্নামকরণাঘারাজ্য-ভাগান্তং কর্ম্ম কুর্য্যাৎ। ততঃ পত্নী সমারব্ধপতিঃ স্রুচি স্রুবেণ ঘৃতস্রুবং দত্বা চরোঃ পূর্ব্বার্দ্ধাদ্মেক্ষণেন দ্বিরবদায় পুনরাজ্যেনাভি-ঘার্য্য বক্ষ্যমাণমন্ত্রৈঃ ষড়াহুতীর্জুহোতি। যথা বিষ্ণুর্যোনিমিত্যস্য সূক্তস্য বশিষ্ঠঋষির্লিঙ্গোক্তা দেবতানুষ্টুপ্‌ছন্দঃ প্রথমঋতুসংস্কারকর্ম্মণি চরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণি পিংসতু। আসিঞ্চতু প্রজাপতির্ধাতা গর্ভং দধাতু তে স্বাহা। ইদং বিষ্ণুত্বষ্টৃপ্রজাপতিধাতৃভ্যঃ॥ ১॥ হিরণ্যগর্ভঋষিঃ সিনী-বালীসরস্বত্যশ্বিনৌ দেবতা অনুষ্টুপ্‌ছন্দো গর্ভাধানে চরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ গর্ভং ধেহি সিনীবালি গর্ভং ধেহি সর-স্বতি। গর্ভং তে অশ্বিনৌ দেবাবাধত্তাং পুষ্করস্রজৌ স্বাহা। ইদং সিনীবালীসরস্বত্যশ্বিভ্যঃ॥ ২॥ হিরণ্যগর্ভঋষিরশ্বিনৌ দেবতানুষ্টুপ্‌ছন্দশ্চরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ হিরণ্ময়ী অরণী যন্নির্ম্মন্থতো অশ্বিনাতন্তে গর্ভং হবামহে দশমে মাসি সূতবে স্বাহা। ইদমশ্বিভ্যঃ॥ ৩॥ হিরণ্যগর্ভঋষিঃ প্রজাপতির্দ্দেবতানু-ষ্টুপ্‌ছন্দশ্চরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ নেজমেষপরাপত সপুত্রঃ পুনরাপত অস্যৈমে পুত্রকামায়ৈ গর্ভমাধেহি যঃ পুমান্ স্বাহা। ইদং প্রজাপতয়ে॥ ৪॥ হিরণ্যগর্ভঋষির্ব্বিষ্ণুর্দ্দেবতানুষ্টুপ্‌ছন্দশ্চরু-

---

প্রজাপতি, ধাতা, সিনিবালী, প্রজাপতি, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার উদ্দেশে হোম করিবেন। পরে অগ্নির নামকরণ ও আঘারাজ্য-ভাগান্ত কর্ম্ম করিতে হয়। তদনন্তর মূলের লিখিত নিয়মে "ওঁ বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু," ইত্যাদি ছয়টী মন্ত্রে ছয়টী আহুতি

হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিষ্ণোঃ শ্রেষ্ঠেণ রূপেণাস্যাং নার্য্যাং গর্ব্ভিণ্যাং পুমাংসং পুত্রমাধেহি দশমে মাসি সূতবে স্বাহা। ইদং বিষ্ণবে ॥ ৫ ॥ প্রজাপত ইত্যস্য হিরণ্যগর্ভঋষিঃ প্রজাপতির্দ্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দশ্চরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বাজাতা ন পরিতা বভুব যৎ কামাগ্নে জুহুমস্তন্নোস্ত বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীনাং স্বাহা। ইদং প্রজাপতয়ে ॥ ৬ ॥ হিরণ্যগর্ভঋষির্ব্বিষ্ণুর্দ্দেবতানুষ্টুপ্‌ছন্দশ্চরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ যথেয়ং পৃথিবী মহ্যুত্তানা গর্ভমাদধে। এবং তং গর্ভমাধেহি দশমে মাসি সূতবে স্বাহা। ইদং বিষ্ণবে ॥ ৭ ॥ ততঃ পতির্ব্বক্ষ্যমাণমন্ত্রৈঃ পত্ন্যা মূর্দ্ধানমালভেৎ। অপনঃ শোশুচদঘমিত্যস্য সূক্তস্য কুৎসঋষিরগ্নির্দ্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শির আলভনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অপনঃ শোশুচস্যাবয়িং অপনঃ শোশুচদঘং। সুক্ষত্রিয়া সুগাত্তয়া বসুয়া চ যজামহে অপনঃ শোশুচদঘং। প্রয়দগ্নে এষাং প্রাস্মাকাশশ্চ সূরয়ঃ অপনঃ শোশুচদঘং। প্রয়াত্তময়ে সূরয়ো জায়েমহি প্রাতরয়ং অপনঃ শোশুচদঘং। প্রয়দগ্নে সহস্বতো বিশ্বতো যন্তিভাবনঃ অপনঃ শোশুচদঘং। ত্বং হি নো বিশ্বতোমুখঃ বিশ্বতঃ পরিভূরসি অপনঃ শোশুদঘং। সমং সিন্ধুমিব নাচরতি পর্ষা স্বশুয়ে অপনঃ শোশুচদঘং। তত উত্থায় পতিঃ সূর্য্যার্ঘ্যং দদ্যাৎ। অকৃষ্ণেণেতি মন্ত্রস্য হিরণ্যস্তূপঋষিঃ সবিতা দেবতা ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ সূর্য্যার্ঘ্যদানে বিনিয়োগঃ। ওঁ আকৃষ্ণেণ

প্রদান করিবে। ১—৬। পরে "ওঁ যথেয়ং পৃথিবী" ইত্যাদি মন্ত্রে একটী আহুতি দিবেন। ৭। তৎপরে পতি "ওঁ অপনঃ শোশুচ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক পত্নীর মস্তক স্পর্শ করিবেন।

রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যঞ্চ হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্। ওঁ বিশ্বাত্মা বিশ্বকর্ত্তা চ বিশ্বেশো বিশ্বদক্ষিণঃ। নবপুষ্পোৎসবে চৈতদ্ গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর। নমস্তে পদ্মিনীকান্ত সুধাকান্ত নমোঽস্তু তে। নবপুষ্পোৎসবে চৈতদ্-গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর। এভির্ম্মন্ত্রৈঃ সূর্য্যার্ঘ্যং দদ্যাৎ। অথ ফল-বন্ধনং। যাঃ ফলিনীরিত্যস্য ত্রিতঋষির্ব্বনস্পতির্দ্দেবতানুষ্টুপ্ছন্দঃ ফলদানে বিনিয়োগঃ। ওঁ যাঃ ফলিনীর্যা অফলা অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিনীঃ। বৃহস্পতিপ্রসূতাস্তা না মুঞ্চন্ত্বংহসঃ। অনেন পতিঃ পত্ন্যৈ দদ্যাদাশীর্ব্বাদঞ্চ সা চ প্রসারিতকরা পুত্রাণামিত্যাশংসন্তী গৃহ্ণীয়াৎ। ততঃ স্বিষ্টিকৃদাদি সমাপয়তি। অদ্যেত্যাদি মৎপত্ন্যা অমুকীদেব্যাঃ কৃতৈতদৃতুসংস্কারকর্ম্মাঙ্গভূতসব্রহ্মকহোমকর্ম্ম প্রতি-ষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদমিত্যাদি। ততোঽচ্ছিদ্রাবধারণং॥

তদনন্তর "ওঁ বিশ্বাত্মা বিশ্বকর্ত্তা" ইত্যাদি মন্ত্রে সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান করিতে হয়। পরে "ওঁ যাঃ ফলিনীঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে ফল বন্ধন করত পত্নীকে দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলে পত্নীও হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন। তৎপরে স্বিষ্টিকৃদাদি সমাপন পূর্ব্বক দক্ষিণা প্রদান ও আচ্ছিদ্রাবধারণ করিয়া কর্ম্ম শেষ করিতে হয়। *

ইতি ঋতুসংস্কার সমাপ্ত।

ইতি দশসংস্কারাধ্যায়ঃ।

---

* সামবেদীয় ও যজুর্ব্বেদীয় সংস্কারাধ্যায়ে ঋতুসংস্কারের বিষয় লিখিত হয় নাই বটে; কিন্তু এই সংস্কার ত্রিবেদীয়েরই কর্ত্তব্য।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

নিত্যকৃত্যম্।

সাধারণতঃ দিবারাত্রি আট ভাগে বিভক্ত। উহার এক এক ভাগের নাম প্রহর বা যাম। তাহার অর্দ্ধাংশকে যামার্দ্ধ বা প্রহরার্দ্ধ কহে। যামার্দ্ধ বা প্রহরার্দ্ধ ধরিয়াই স্মৃতিশাস্ত্রে নিত্যক্রিয়াগুলির নির্দ্ধারণ হয়। সুতরাং প্রতি যামার্দ্ধের পরিমাণ দেড় ঘটিকা। এই হেতু যামার্দ্ধের কর্ত্তব্য প্রতি দেড় ঘটিকার করণীয় বলিয়াই নিরূপিত। রাত্রির শেষ যামার্দ্ধ ৪॥ টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত। দিবার প্রথম যামার্দ্ধ ৬টা হইতে ৭॥ টা। এই প্রকার পর পর ভাগ করিলেই ষোড়শসংখ্য যামার্দ্ধে দিবারাত্রি শেষ হয় এবং ষোড়শ যামার্দ্ধই রাত্রি ৪॥টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। উল্লিখিত ষোড়শ যামার্দ্ধের প্রত্যেকটীতে সাধারণতঃ যাহা যাহা করণীয়, তাহারই স্থূল স্থূল বিষয় বিবৃত হইতেছে।—

নিত্যকৃত্য সাধারণতঃ ছয় ভাগে বিভক্ত ;—(১) প্রাতঃকৃত্য, (২) পূর্ব্বাহ্নকৃত্য, (৩) মধ্যাহ্নকৃত্য, (৪) অপরাহ্নকৃত্য, (৫) সায়াহ্নকৃত্য, (৬) রাত্রিকৃত্য।

তন্মধ্যে প্রাতঃস্মরণীয় বিষয় চিন্তন, দৈনিক ধর্ম্ম ও তদবিরোধী অর্থাদি চিন্তন, পৃথিবীকে নমস্কার, মলমূত্রত্যাগ, শৌচাচরণ, আচমন, দন্তধাবন, প্রাতঃস্নান, তিলকধারণ, তর্পণ, প্রাতঃ-

সন্ধ্যা এই কয়েকটী ক্রিয়া প্রাতঃকৃত্যের অন্তর্গত। অর্থাৎ রাত্রির শেষ যামার্দ্ধ (৪॥ টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত) প্রাতঃকৃত্যের সময়।

তৎপরে দিনকৃত্যের আরম্ভ। দেবগৃহমার্জ্জনাদি, গুরু ও মঙ্গলদ্রব্য দর্শন, কেশ-প্রসাধন, দর্পণে মুখ দর্শন, পুষ্পচয়ন এই গুলি প্রথমযামার্দ্ধে অর্থাৎ ৬টা হইতে ৭॥ টা পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে নিষ্পাদন করিবে।

দ্বিতীয় যামার্দ্ধে অর্থাৎ ৭॥ টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত বেদাভ্যাস ও শাস্ত্রালোচনা করিতে হয়।

তৃতীয় যামার্দ্ধে অর্থাৎ ৯টা হইতে ১০॥টা পর্য্যন্ত অর্থসাধন (পোষ্যবর্গের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সাধনচেষ্টা) করিবে।

চতুর্থ যামার্দ্ধে (১০॥টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত) মধ্যাহ্নস্নান, তর্পণ ও মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যাপূজাদি করিবে। এইগুলিই পূর্ব্বাহ্ন-কৃত্য।

তৎপরে মধ্যাহ্নকৃত্য অর্থাৎ পঞ্চম যামার্দ্ধে (১২টা হইতে ১॥টা পর্য্যন্ত) হোম, বৈশ্বদেব, বলি, অতিথি সৎকার, নিত্যশ্রাদ্ধ, গোগ্রাসদান ও ভোজন এই সমস্ত সম্পন্ন করিতে হয়।

তদনন্তর অপরাহ্নকৃত্য অর্থাৎ ষষ্ঠ যামার্দ্ধ, (১॥টা হইতে ৩টা) সপ্তম যামার্দ্ধ, (৩টা হইতে ৪॥টা) এবং অষ্টম যামার্দ্ধের অর্থাৎ ৪॥টা হইতে ৬টা পর্য্যন্তের কিয়দংশ পর্য্যন্ত, এই সময়ে নিরুদ্বেগ হইয়া চিত্তরঞ্জক ও ধর্ম্ম-জ্ঞানবিবর্দ্ধক কার্য্যে মনোনিবেশ করিবে অর্থাৎ নিদ্রা-ক্রীড়াদি ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রাদির আলোচনা করিবে এবং দিবার শেষ অংশ ভ্রমণে ও সাধুজন সহ আলাপে অতিবাহিত করিবে।

তৎপরে সায়াহ্নকৃত্য অর্থাৎ সূর্য্যাস্তের একদণ্ড বিলম্ব থাকিতে সায়ংসন্ধ্যোপাসনা করিতে হয়।

তদনন্তর রাত্রিকৃত্য।—প্রথমযামে অর্থাৎ ৬টা হইতে ৯টার মধ্যে দিবাকৃত কর্ম্মের আলোচনা ও অননুষ্ঠিত ক্রিয়ার সম্পাদন করিবে।

তৎপরে দ্বিতীয় যামে বৈশ্বদেব, বলি, অতিথিসৎকার, স্বয়ং ভোজন প্রভৃতি নিষ্পাদন পূর্ব্বক তৎপরে শয়ন ও যথাবিধি দারোপগমনাদি দ্বারা রাত্রি অতিবাহিত করিতে হয়।

এক্ষণে প্রাতঃকৃত্যাদি বিষয় সবিস্তার বিবৃত হইতেছে।—

প্রাতঃকৃত্য।

প্রাতঃস্মরণীয় বিষয়।

প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গা দুর্গাক্ষরদ্বয়ং।
আপদস্তস্য নশ্যন্তি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা॥

ব্রহ্মা মুরারিস্ত্রিপুরান্তকারী
ভানুঃ শশী ভূমিসুতো বুধশ্চ।
গুরুশ্চ শুক্রঃ শনী রাহুকেতূ
কুর্ব্বন্তু সর্ব্বে মম সুপ্রভাতং॥ *

নিদ্রাত্যাগান্তে প্রথমতঃ এই শ্লোক দুইটী পাঠ করিয়া তৎপরে গুরুদেবকে স্মরণ ও নমস্কার করিবে; যথা—

প্রাতঃ শিরসি শুক্লাব্জে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুং।
প্রসন্নবদনং শান্তং স্মরেত্তন্নামপূর্ব্বকং॥

---

* এই শ্লোক দ্বারা সর্ব্বময় জগৎপাতার বিশ্বরূপটী ধ্যান করা হইল। নিদ্রাত্যাগান্তে যেন নূতনরূপে জগতে আসিয়া পুনর্জ্জাতবৎ ধর্ম্মতত্ত্বের আদি সোপানে অবস্থিত হওয়া গেল।

ওঁ নমোঽস্তু গুরবে তস্মৈ ইষ্টদেবস্বরূপিণে।
যস্য বাক্যামৃতং হন্তি বিষং সংসারসংজ্ঞকং ॥ *

তদনন্তর নিম্নলিখিত শ্লোক পাঠ করিতে হয়, যথা—

অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তঃ স্বভাববান্ ॥

লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব
শ্রীকান্ত বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং
সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে ॥
জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি-
র্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি ॥ †

---

* গুরুদেবকে দ্বিনেত্র ও দ্বিভুজ বলায় তাঁহাকে নররূপধারীই বুঝাইতেছে। ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, মানুষই মানুষের আদর্শ, মানুষের নিকটেই মানুষ শিক্ষা পায়, মানুষকেই সর্ব্বময়ের তুল্য জ্ঞান করিতে হয়। কেননা, জগতে এমন কেহই নাই, যিনি একজনকে আদর্শ না করিয়া কোন কিছু শিক্ষা করিয়াছেন। বস্তুতঃ ইহাই ধর্ম্মোন্নতির একমাত্র সোপান। গুরুস্বীকার না করিলে জগতে কোন ব্যক্তিই ধর্ম্মশীল বা সিদ্ধমনোরথ হইতে পারেন না। (গুরুতত্ত্ববিষয় অর্থাৎ গুরুলক্ষণ, গুরুপূজা, গুরুস্তব প্রভৃতি সমস্তই মৎপ্রকাশিত পঞ্চগীতা গ্রন্থে সবিস্তার দ্রষ্টব্য।)

† এই শ্লোকটীর তাৎপর্য্যে অনেকে বুঝিয়া থাকেন যে,"ঈশ্বর আমাদিগের হৃৎপ্রদেশে অধিষ্ঠিত আছেন, তিনিই আমাদিগের ধর্ম্মে ও অধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকেন।" বস্তুতঃ ইহার তাৎপর্য্য উহা নহে। ইতিপূর্ব্বে "লোকেশ

কর্কোটকস্য নাগস্য দময়ন্ত্যা নলস্য চ।
ঋতুপর্ণস্য রাজর্ষেঃ কীর্ত্তনং কলিনাশনং॥
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনো নাম রাজা বাহুসহস্রভৃৎ।
যোঽস্য সংকীর্ত্তয়েন্নাম কল্যমুত্থায় মানবঃ।
ন তস্য বিত্তনাশঃ স্যাৎ নষ্টঞ্চ লভতে পুনঃ॥
পুণ্যশ্লোকো নলো রাজা পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ।
পুণ্যশ্লোকা চ বৈদেহী পুণ্যশ্লোকো জনার্দ্দনঃ॥
অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চকন্যাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনং॥

এইরূপ পাঠ করিয়া পরে দৈনিক ধর্ম্ম ও তদবিরোধী অর্থাদি চিন্তন করিবে,—

দৈনিক ধর্ম্ম ও তদবিরোধী অর্থাদিচিন্তন।

প্রবুদ্ধশ্চিন্তয়েদ্ধর্ম্মমর্থঞ্চাস্য বিরোধিনং।
অপীড়য়া তয়োঃ কাম্যমুভয়োরপি চিন্তয়েৎ॥

অর্থাৎ দিবাভাগে কি কার্য্য করিতে হইবে, ধর্ম্মের অবি-

চৈতন্যময়াধিদেব” ইত্যাদি শ্লোকে কথিত হইয়াছে যে, হে জগদীশ্বর! তোমার আদেশ পালনার্থ ও ত্বদীয় প্রীতিবিধানার্থ আমি সংসারযাত্রায় প্রবৃত্ত হইতেছি। এই কারণে পরবর্ত্তী (এই) শ্লোকে উক্ত হইতেছে যে, ত্বদীয় আদেশ ও প্রীতিবিধান কিরূপে হয়, তাহা হৃৎপ্রদেশস্থ যে তুমি, সেই তোমার আজ্ঞা হইতেই তাহা অবগত হই এবং ধর্ম্মে প্রবৃত্তি ও অধর্ম্মে যে নিবৃত্তি, তাহাও তোমা হইতেই হইয়া থাকে; তাহাতে মদীয় কর্ত্তৃত্ব নাই। ইহার তাৎপর্য্যে কেবলমাত্র নিরভিমানিতা ও অকিঞ্চনতাই প্রকাশ পাইতেছে।

রোধী কি কি অর্থসাধন করিবে, আর ধর্ম্মার্থের অবিরোধী কি কি কাম সাধন করিবে, তৎসমস্তের চিন্তা করিতে হয়। *

পৃথিবী-প্রণতি।

ওঁ প্রিয়দত্তায়ৈ ভুবে নমঃ।

অনন্তর উক্তমন্ত্রে পৃথিবীকে নমস্কার করিবে।

বিণ্মূত্রত্যাগবিধি।

কাশীখণ্ডে—

ততশ্চাবশ্যকং কর্ত্তুং নৈর্ঋতীং দিশমাশ্রয়েৎ।
গ্রামাদ্ধনুঃশতং গচ্ছেন্নগরাচ্চ চতুর্গুণং।
কর্ণোপবীত্যুদগ্বক্ত্রো দিবসে সন্ধ্যয়োরপি।
বিণ্মূত্রে বিসৃজেন্মৌনী নিশায়াং দক্ষিণামুখঃ।
নালোকয়েদ্দিশো ভাগান্ জ্যোতিশ্চক্রং নভোঽমলং।
ন মূত্রং গোব্রজে কুর্য্যান্ন বল্মীকে ন ভস্মনি।
ন গর্ত্তেষু সসত্ত্বেষু ন তিষ্ঠন্ন ব্রজন্নপি॥

তৎপরে মলমূত্র ত্যাগ করিবে। গ্রামে বাস হইলে তথা হইতে নৈঋত দিকে শতধনু দূরে এবং নগর হইলে তাহার চতুর্গুণ দূরে গমন করত কর্ণে উপবীত দিয়া মলমূত্র ত্যাগ করিবে। দিবাভাগে ও সন্ধ্যাদ্বয়ে উত্তরাস্য হইয়া এবং রাত্রিতে দক্ষিণমুখ হইয়া মৌনভাবে মূত্র ও পুরীষ ত্যাগ করিতে হয়। তৎকালে কোন দিকে, আকাশে অথবা জ্যোতিশ্চক্রদিকে দৃষ্টি করিবে না। গোব্রজে, বল্মীকে, ভস্মে, প্রাণীবিশিষ্ট গর্ত্তে এবং দণ্ডায়-

---

* প্রত্যহ উত্তরোত্তর এইরূপ উচ্চভাবনা দ্বারা যে দিন দিন সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মান হইয়া বা গমন করিতে করিতেও মূত্র-পুরীষ ত্যাগ করিতে নাই।

কৌর্ম্মে।—

ন চৈবাভিমুখঃ স্ত্রীণাং গুরু-ব্রাহ্মণয়োর্গবাং।
ন দেবদেবালয়য়োর্নাবামপি কদাচন।
নদীং জ্যোতীংষি বীক্ষিত্বা ন বায়্বভিমুখোপি বা।
প্রত্যাদিত্যং প্রত্যনিলং প্রতিসোমং তথৈব চ।
বাচং নিয়ম্য যত্নেন ষ্ঠীবনোচ্ছ্বাসবর্জ্জিতঃ॥

স্ত্রীজাতি, গুরু, ব্রাহ্মণ, গো, দেবতা, দেবালয়, নৌকা, সূর্য্য, বায়ু, চন্দ্র ইহাদিগের অভিমুখে মলমূত্র ত্যাগ করিবে না। তৎকালে নদী ও জ্যোতিষ্কমণ্ডল দেখিতে নাই, কথা কহিবে না, থু থু ফেলিবে না এবং উর্দ্ধশ্বাস ত্যাগ করিবে না।

শৌচবিধি।

বিষ্ণুপুরাণে—

বসাশুক্রমসৃঙ্মজ্জা-মূত্রবিট্-কর্ণবিণ্নখাঃ।
শ্লেষ্মাশ্রুদূষিকা স্বেদো দ্বাদশৈতে নৃণাং মলাঃ॥
আদদীত মৃদোপশ্চ ষট্সু পূর্ব্বেষু শুদ্ধয়ে।
উত্তরেষু তু ষট্স্বদ্ভিঃ কেবলাভির্বিশুদ্ধ্যতি॥

মল-মূত্রত্যাগান্তে শৌচাচরণ করিবে। মানবদেহে মল দ্বাদশটী;—বসা, শুক্র, রক্ত, মজ্জা, মূত্র, বিষ্ঠা, কর্ণমল, নখ, শ্লেষ্মা, অশ্রু, দূষিক (পিঁচুটি) ও স্বেদ। এই দ্বাদশটী মলের মধ্যে প্রথম ছয়টীর শুদ্ধ্যর্থ মৃত্তিকা ও জল এবং শেষোক্ত ছয়টীর শুদ্ধ্যর্থ কেবলমাত্র জল আবশ্যক।

বল্মীকমূষিকোৎখাতাং মৃদং নান্তর্জ্জলাং তথা।
শৌচাবশিষ্টাং গেহাচ্চ নাদদ্যাল্লেপসম্ভবাং।
অন্তঃপ্রাণ্যবপন্নাঞ্চ হলোৎখাতাঞ্চ পার্থিব।
পরিত্যজেন্মৃদশ্চৈতাঃ সকলাঃ শৌচসাধনে॥

উয়ের মাটি, মূষিকোদ্ধৃত মাটি, জলমধ্যস্থ মাটি, অন্যের শৌচাবশিষ্ট মাটি, গৃহের লেপযোগ্য মাটি, মধ্যে জীববিশিষ্ট মাটি এবং হলোৎখাত মাটি শৌচার্থ গ্রহণ করিবে না। তদ্ভিন্ন অন্য মৃত্তিকা দ্বারা শৌচ সম্পাদন করিবে। *

---

* বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে, শৌচার্থ শিশ্নে একবার, গুহ্যে তিনবার, বামহস্তে দশবার ও পুনরায় দুই হস্তে সাতবার মৃত্তিকা দিবে। যমস্মৃতিতে লিখিত আছে যে, পদদ্বয়ে তিনবার মৃত্তিকা দিতে হয়। স্কন্দপুরাণে বর্ণিত আছে যে, গুহ্যে একবার, পায়ুতে পাঁচবার, বাম হাতে দশবার, দুই হাতে সাতবার, প্রতিপদে এক একবার এবং পরে দুই হাতে তিনবার মৃত্তিকা দিবে। তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামা এই তিনটী অঙ্গুলীর পর্ব্বত্রয় পূর্ণ হইতে পারে, এতৎপ্রমাণ মৃত্তিকা শৌচার্থ গ্রাহ্য। কেবলমাত্র মূত্রত্যাগান্তে শিশ্নে একবার, বামহাতে একবার এবং পরে দুই হাতে দুইবার মৃত্তিকা দিবে। ব্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে যে,দুই পদে দুইবার মৃত্তিকা দিয়া হস্তপদধৌতান্তে আচমন পূর্ব্বক বিষ্ণুস্মরণ করিয়া শুদ্ধ হইবে। এই যে সকল বিধি কথিত হইল, ইহা গৃহীর পক্ষে জানিবে। ব্রহ্মচারী প্রভৃতি অবশিষ্ট আশ্রমীর পক্ষে উত্তোরত্তর ইহার দ্বিগুণ ব্যবস্থেয়। রাত্রিকালে দিবা-শৌচের অর্দ্ধেক করিবে। রোগ হইলে তদর্দ্ধ, পথিমধ্যে চৌরাদিপীড়িত হইলে তাহার অর্দ্ধ এবং স্ত্রীজাতির পক্ষে তদপেক্ষাও অর্দ্ধ ব্যবস্থা।

আচমন।

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।

করচরণ প্রক্ষালন পূর্ব্বক পূর্ব্বাস্য বা উত্তরাস্য হইয়া বামকর দ্বারা গোকর্ণাকার দক্ষিণহস্ততলের ব্রাহ্মতীর্থে একটী মাষকলায় নিমগ্ন হইতে পারে এতৎপ্রমাণ জল লইয়া তিনবার পান করিবে। পরে দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠমূল দ্বারা মিলিত ওষ্ঠযুগল দক্ষিণ বাম পর্য্যায়ক্রমে বারদ্বয় মার্জ্জনা পূর্ব্বক দুই হাত ধৌতান্তে মস্তকদেশে ও চরণে জলের ছিটা দিবে। অনন্তর তর্জ্জন্যাদি অঙ্গুল্যগ্রত্রয় দ্বারা ওষ্ঠাধর, অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জন্যগ্র দ্বারা দক্ষিণক্রমে নাসাপুটযুগল, অনামাঙ্গুষ্ঠাগ্রযোগে নেত্রদ্বয় ও কর্ণযুগল, আর অঙ্গুষ্ঠকনিষ্ঠাগ্র দ্বারা নাভি স্পর্শ পূর্ব্বক হস্ত ধৌতান্তে হস্ততল দ্বারা হৃদয় ও সর্ব্বাঙ্গুলীযোগে মস্তক এবং অঙ্গুল্যগ্র দ্বারা যথাক্রমে বাহুমূলদ্বয় স্পর্শ করত বামহস্তস্থ জল ভূতলে ত্যাগ করিবে। তৎপরে "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ" ইত্যাদি বলিয়া বিষ্ণু স্মরণ করিতে হয়। *

দন্তধাবন।

কাশীখণ্ডে—

অতো মুখবিশুদ্ধ্যর্থং গৃহ্ণীয়াদ্দন্তধাবনং।
আচান্তোপ্যশুচির্যস্মাদকৃত্বা দন্তধাবনং॥

---

* স্ত্রীজাতি ও শূদ্রেরা দৈবতীর্থ দ্বারা ওষ্ঠে একবার জল স্পর্শ করাইয়া পরে উপরোক্তবৎ মুখাদি স্পর্শ করিবে এবং "নমো বিষ্ণু" বলিয়া বিষ্ণু স্মরণ করিবে। আচমনবিধি কথিত হইল বটে, কিন্তু দন্তধাবনের পূর্ব্বে যে আচমন করিতে হয়, তাহা সামান্য কুল্লিমাত্র।

তৎপরে দন্তধাবন করিতে হয়। মুখবিশুদ্ধ্যর্থ দন্তধাবন না করিয়া আচান্ত হইলেও অশুচি বলিয়া পরিগণিত হয়।

খদিরশ্চ কদম্বশ্চ করঞ্জশ্চ তথা বটঃ।
তিন্তিড়ী বেণুপৃষ্ঠঞ্চ আম্রনিম্বৌ তথৈব চ।
অপামার্গশ্চ বিল্বশ্চ অর্কশ্চোডুম্বরস্তথা।
বর্জ্জয়িত্বা নিন্দিতানি গৃহীত্বৈকং যথোদিতং॥

নিন্দিত কাষ্ঠ পরিত্যাগ করিয়া খদির, কদম্ব, করঞ্জ, তিন্তিড়ী, বাখারি, আম্র, নিম্ব, অপামার্গ, বিল্ব, আকন্দ ও ডুম্বুর ইহাদের মধ্যে যে কোন কাষ্ঠিকা লইয়া দন্তধাবন করিবে। *

প্রাতঃস্নান।

প্রথমতঃ নাভিমগ্নজলে স্রোতের অভিমুখে দাঁড়াইয়া দুই হস্ত দ্বারা মুখ,নাসিকা, চক্ষু ও কর্ণ আচ্ছাদন পূর্ব্বক একবার ডুব দিবে। পরে আচমন সঙ্কল্প ও মন্ত্রপাঠাদি করত পুনর্ব্বার স্নান করিতে হয়। † সঙ্কল্পমন্ত্র যথা—

বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ প্রাতঃস্নানমহং করিষ্যে। ‡

---

* নিম্নলিখিত মন্ত্রে দন্তধাবন করিতে হয়, যথা—
"আয়ুর্ব্বলং যশো বর্চ্চ প্রজাঃ পশুরশুনিস্থ চ।
ব্রহ্ম প্রজ্ঞাঞ্চ মেধাঞ্চ ত্বং নো ধেহি বনস্পতে॥"

† কৃত্রিম জলাশয়ে স্নান করিতে হইলে তাহা হইতে তিনটী মৃত্তিকাপিণ্ড তীরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক স্নান করিতে হয়। যে জলাশয়ে স্রোত নাই, তাহাতে উদঙ্মুখ হইয়া স্নান করিবে।

‡ সৌর, মুখ্যচান্দ্র ও গৌণচান্দ্র এই ত্রিবিধ মাসই সঙ্কল্পে

তৎপরে "ওঁ নমো নারায়ণায়" উচ্চারণ পূর্ব্বক চারিদিকে এক হস্ত করিয়া জল মাপিবে এবং অঙ্কুশমুদ্রাযোগে * তীর্থ আবাহন করিতে হইবে। যথা—

ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥ †

অনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্রে স্নান করিবে; যথা—

ওঁ বিষ্ণুপাদপ্রসূতাসি বৈষ্ণবী বিষ্ণুপূজিতা।
পাহি নস্ত্বেনসস্তস্মাদাজন্মমরণান্তিকাৎ।

ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সংক্রান্তি হইতে অন্য সংক্রান্তি পর্য্যন্ত সৌর, শুক্লা প্রতিপত্তিথি হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত মুখ্যচান্দ্র এবং কৃষ্ণা প্রতিপত্তিথি হইতে পৌর্ণমাসী যাবৎ গৌণচান্দ্র। বিবাহাদি সংস্কারক্রিয়াসমূহে সৌর মাস ব্যবহৃত হয় এবং সে স্থলে রাশির উল্লেখ করিবে। তিথিকৃত্যে অর্থাৎ জন্মাষ্টম্যাদিক্রিয়ায় গৌণ-চান্দ্র ব্যবহৃত হয় এবং তদ্ব্যতীত সমস্তকর্ম্মে প্রায়ই মুখ্যচান্দ্র মাস উল্লেখ হইয়া থাকে। কেহ কেহ সংক্রান্তিনিমিত্তক কার্য্যে মুখ্যচান্দ্র ব্যবহার করেন।

* দক্ষিণ হাতের মুষ্টি হইতে মধ্যমাঙ্গুলী অধোমুখ ও সরল এবং তর্জ্জনী বক্রভাবে নির্গত রাখিলেই তাহার নাম অঙ্কুশমুদ্রা।

† স্ত্রীজাতি ও শূদ্রগণ ওঙ্কার উচ্চারণ করিবে না। এতদ্ব্যতীত শ্রীং, স্বাহা, স্বধা, বেদ এ সমস্তও উচ্চারণ করিতে নাই। উহার পরিবর্ত্তে "নমঃ" বলিবে এবং ব্রাহ্মণ ঐ সমস্ত পাঠ করিবেন। অধিকন্তু স্ত্রীজাতি ও শূদ্রেরা শ্রাদ্ধ, স্নান ও পঞ্চযজ্ঞ ব্যতীত পৌরা-ণিক মন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারে। শ্রাদ্ধ ব্যতীত অন্যান্যস্থলে মন্ত্রাদি উচ্চারণে অনুপনীত বিপ্রবালকও শূদ্রের ন্যায় অনধিকারী।

তিস্রঃ কোট্যর্দ্ধকোটী চ তীর্থানাং বায়ুরব্রবীৎ।
দিবি ভুব্যন্তরীক্ষে চ তানি তে সন্তু জাহ্নবি।
নন্দিনীত্যেব তে নাম দেবেষু নলিনীতি চ।
বৃন্দা পৃথ্বী চ সুভগা বিশ্বকায়া শিবামৃতা।
বিদ্যাধরী সুপ্রসন্না তথা লোকপ্রসাদিনী।
ক্ষেমা চ জাহ্নবী চৈব শান্তা শান্তিপ্রদায়িনী।
এতানি পুণ্যনামানি স্নানকালে প্রকীর্ত্তয়েৎ।
ভবেৎ সন্নিহিতা তত্র গঙ্গা ত্রিপথগামিনী॥ *

---

* গঙ্গায় স্নান করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিশেষ মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

ওঁ বিষ্ণুপাদার্ঘ্যসংভূতে গঙ্গে ত্রিপথগামিনি।
ধর্ম্মদ্রবীতি বিখ্যাতে পাপং মে হর জাহ্নবি।
শ্রদ্ধয়া ভক্তিসম্পন্নে শ্রীমাতর্দ্দেবি জাহ্নবি।
অমৃতেনাম্বুনা দেবি ভাগীরথি পুনীহি মাং॥

এতদ্ব্যতীত মাঘমাসীয় স্নান, কার্ত্তিকমাসীয় স্নান, গ্রহণ-স্নান, ব্রহ্মপুত্র-স্নান, বারুণীস্নান, গঙ্গাসাগর-স্নান প্রভৃতিতে বিশেষ বিশেষ মন্ত্র ও সঙ্কল্প-বাক্যের বিভিন্নতা আছে। তাহা নিম্নে লিখিত হইল। যথা—

ব্রহ্মপুত্রস্নানে পূর্ব্ববৎ বিষ্ণুরোম্ ইত্যাদি বলিয়া "মোক্ষপ্রাপ্তি-কামো ব্রহ্মপুত্রনদে স্নানমহং করিষ্যে" বাক্যে সঙ্কল্প করতঃ "ওঁ ব্রহ্মপুত্র মহাভাগ শান্তনোঃ কুলনন্দন। অমোঘাগর্ভসম্ভূত পাপং লৌহিত্য মে হর॥" এই মন্ত্রে স্নান করিবে।

গ্রহণস্নানে পূর্ব্ববৎ বিষ্ণুরোম্ ইত্যাদির পর "রাহুগ্রস্তনিশা-

তদনন্তর সাতবার "ওঁ নমো নারায়ণায়" উচ্চারণ পূর্ব্বক যুক্তকরাগ্রযোগে বারত্রয় শিরঃপ্রদেশে জল দিবে।

করে অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা বহুশতচন্দ্রগ্রহণকালীন-গঙ্গাস্নানজন্য-ফলসম-ফলপ্রাপ্তিকামো গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে" এই বাক্যে সঙ্কল্প করতঃ "ওঁ বিষ্ণুপাদপ্রসূতাসি" ইত্যাদি মন্ত্রে স্নান করিবে। মুক্তিস্নানের পর "ওঁ উত্তিষ্ঠ গম্যতাং রাহো ত্যজ্যতাং চন্দ্রসঙ্গমঃ। কর্ম্মচাণ্ডালযোগাত্থং কুরু পাপ-ক্ষয়ং মম" এই মন্ত্র পাঠ করিবে। গ্রহণস্নান ও মুক্তিস্নান কূপ প্রভৃতিতেও হয়। গ্রহণ-অদর্শীর পক্ষেও মুক্তিস্নান কর্ত্তব্য। মেঘ প্রভৃতি বশতঃ অদর্শন হইলেও তৎসময় অতিক্রম পূর্ব্বক স্নান করিবে। রবিবারে সূর্য্যগ্রহণ ও সোমবারে চন্দ্রগ্রহণ হইলে চূড়ামণি যোগ বলে। তৎকালে অনন্তফল কামনা করিতে হয়।

মাঘমাসীয় প্রাতঃস্নানের সময় অরুণোদয় হইতে অর্দ্ধ ভাস্করোদয় যাবৎ চারিদণ্ড। তিনরূপ মাসেই মাঘস্নান হয়। সৌরমাসীয় মাসিক সংকল্পে বিষ্ণুরোম্ ইত্যাদি বলিয়া "অমুক-তিথিমারভ্য মকরস্থরবিং যাবৎ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ প্রত্যহং (গঙ্গায় হইলে গঙ্গায়াং) প্রাতঃস্নান-মহং করিষ্যে" ইত্যাদিরূপ বলিবে। চান্দ্রস্নানে "প্রতিপদি তিথি-বারভ্য মাঘমাসং যাবৎ" ইত্যাদি। মেষস্নান সৌরে; কার্ত্তিক স্নান সৌর ও মুখ্যচান্দ্রে আর দৈনিক সংকল্পে চান্দ্রমাস উল্লেখ হইবে। সঙ্কল্পান্তে পূর্ব্বকথিত স্নানমন্ত্র পাঠ করিয়া এই বিশেষ মন্ত্র পাঠ করিবে; যথা,—ওঁ মাঘমাসমিমং পুণ্যং স্নাম্যহং দেব মাধব। তীর্থস্যাস্য জলে নিত্যং প্রসীদ ভগবন্ হরে॥ দুঃখ-

নিম্নলিখিত মন্ত্রে গাত্রে মৃত্তিকা মাখিতে হয়; যথা—
ওঁ অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে।
মৃত্তিকে হর মে পাপং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতং।
উদ্ধৃতাসি বরাহেণ কৃষ্ণেন শতবাহুনা।
নমস্তে সর্ব্বভূতানাং প্রভবারিণি সুব্রতে।
আরুহ্য মম গাত্রাণি সর্ব্বং পাপং প্রমোচয়॥

ারিদ্র্যনাশায় শ্রীবিষ্ণোস্তোষণায় চ। প্রাতঃস্নানং করোম্যদ্য
াঘে পাপবিনাশনং॥ মকরস্থে রবৌ মাঘে গোবিন্দাচ্যুত মাধব।
ানেনানেন মে দেব যথোক্তফলদো ভব॥ ওঁ দিবাকর জগন্নাথ
প্রভাকর নমোস্তু তে। পরিপূর্ণং কুরুষ্বেদং মাঘস্নানং মহাব্রতং॥"
এই মন্ত্রচতুষ্টয়ের মধ্যস্থ "মকরস্থে রবৌ" মন্ত্রটি চান্দ্রস্নানে অন্যমাসে
পরিত্যাগ করিতে হয়। মাঘস্নানের শেষে বাসুদেব, হরি, কৃষ্ণ
ও শ্রীধর ইহাঁদিগকে স্মরণ করিবে।

মাকরী সপ্তমীস্নানে সঙ্কল্পে সর্ব্বত্র মাঘমাসের উল্লেখ, বিষ্ণুরোম্
অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা বহুশতসূর্য্যগ্রহণকালীন-গঙ্গাস্নান-
জন্যফলসমফলপ্রাপ্তিকামো গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে" এইরূপ
সঙ্কল্পান্তে সাতটি কুলপত্র ও সাতটি আকন্দপত্র মস্তকে লইয়া "ওঁ
যদ্‌যজ্জন্মকৃতং পাপং ময়া সপ্তসু জন্মসু। তন্মে রোগঞ্চ শোকঞ্চ
মাকরী হন্তু সপ্তমী।" এই মন্ত্র পাঠান্তে স্নান করিবে।

কার্ত্তিক মাসীয় প্রাতঃস্নানমন্ত্র যথা—"ওঁ কার্ত্তিকেহং করি-
ষ্যামি প্রাতঃস্নানং জনার্দ্দন। প্রীত্যর্থং তব দেবেশ দামোদর
ময়া সহ॥"

গঙ্গাসাগরস্নানমন্ত্র যথা,—ত্বং দেব সরিতাং নাথ ত্বং দেবি
সরিতাং বরে। উভয়োঃ সঙ্গমে স্নাত্বা মুঞ্চামি দুরিতানি বৈ॥

এই প্রকারে স্নান * করিয়া গঙ্গাস্তোত্রাদি পাঠ পূর্ব্বক গঙ্গাকে প্রণাম করিবে; যথা।—

ওঁ সদ্যঃ পাতকসংহন্ত্রী সদ্যো দুঃখবিনাশিনী।
সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমা গতিঃ॥

তিলকধারণ।

যজ্ঞো দানং তপো হোমঃ স্বাধ্যায়ঃ পিতৃতর্পণং।
ব্যর্থং ভবতি তৎ সর্ব্বং ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং বিনা কৃতং॥

---

* স্নান সপ্তবিধ;—মান্ত্র, ভৌম, আগ্নেয়, বায়ব্য, দিব্য, বারুণ ও মানস। মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক স্নানকে মান্ত্র স্নান কহে এবং মৃত্তিকা লেপন দ্বারা ভৌম, হোমাগ্নিজ ভস্মলেপন দ্বারা আগ্নেয়, গোপদরজঃ-প্রবহমান বায়ু দ্বারা বায়ব্য, সাতপবৃষ্টিপাত দ্বারা দিব্য, সলিলে মজ্জন দ্বারা বারুণ ও বিষ্ণুচিন্তন দ্বারা মানস স্নান হইয়া থাকে যথা—

মান্ত্রং ভৌমং তথাগ্নেয়ং বায়ব্যং দিব্যমেব চ।
বারুণং মানসঞ্চৈব সপ্তস্নানং প্রকীর্ত্তিতং॥

শয়নোত্থিত ব্যক্তি লালাস্বেদাদি-সমাকীর্ণ শরীরে অস্নাত থাকিয়া জপাদি ক্রিয়া করিবেন না। নবচ্ছিদ্রান্বিত দেহ অতীব অপবিত্র; অহোরাত্র উহা হইতে কিছু না কিছু ক্ষরিত হইতেছে। প্রাতঃস্নান দ্বারা ঐ শরীরের বিশোধন হয়। প্রমাণ যথা—

অস্নাত্বা নাচরেৎ কর্ম্ম জপহোমাদি কিঞ্চন।
লালাস্বেদসমাকীর্ণঃ শয়নাদুত্থিতঃ পুমান্।
অত্যন্তমলিনঃ কায়ো নবচ্ছিদ্রসমন্বিতঃ।
স্রবত্যেব দিবারাত্রৌ প্রাতঃস্নানং বিশোধয়েৎ॥

স্নানান্তে ললাটাদিতে ঊর্দ্ধপুণ্ড্রাদি তিলক ধারণ পূর্ব্বক তর্পণ করিবে। ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ না করিলে যজ্ঞ, দান, তপস্যা, হোম, স্বাধ্যায়, পিতৃতর্পণ প্রভৃতি সকলই বিফল হয়। *

যস্যোর্দ্ধপুণ্ড্রং দৃশ্যেত ললাটে নো নরস্য হি।

তদ্দর্শনং ন কর্ত্তব্যং দৃষ্ট্বা সূর্য্যং নিরীক্ষয়েৎ ॥

যে ব্রাহ্মণের ললাটে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র দৃষ্ট না হয়, তাহাকে দেখিবে না। হঠাৎ দর্শন করিলে সূর্য্যনিরীক্ষণ পূর্ব্বক শুদ্ধিলাভ করিবে।

সামবেদীয়-তর্পণ।

অত্র প্রথমং প্রাচীনাবীতী দক্ষিণামুখঃ কৃতাঞ্জলিঃ পঠেৎ। ওঁ

সর্ব্বাগ্রে প্রাচীনাবীতী † হইয়া করযোড়ে দক্ষিণাস্য হওত

---

* দশাঙ্গুলপ্রমাণ ঊর্দ্ধপুণ্ড্র উত্তমোত্তম, নবাঙ্গুল মধ্যম ও অষ্টাঙ্গুলপ্রমাণ অধম। নখদ্বারা ঊর্দ্ধপুণ্ড্র করিবে না। নিরন্তরাল ঊর্দ্ধপুণ্ড্র করিলে শ্রীভ্রষ্ট হয়। পর্ব্বতাগ্র, নদীতীর, বিল্বমূল, জলাশয় এবং যে স্থানে বিষ্ণুর স্নানজল থাকে এই সমস্ত স্থলের মৃত্তিকা দ্বারা তিলক ও ঊর্দ্ধপুণ্ড্রাদি রচনা করিতে হয়। অনামা অঙ্গুলী দ্বারা তিলক রচনা করিলে বাসনা পূর্ণ হয়, মধ্যমা দ্বারা দীর্ঘায়ু লাভ, অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পুষ্টি এবং তর্জ্জনী দ্বারা রচনা করিলে মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। দ্বিজাদিরা তিলক রচনাকালে ললাটে কেশব, উদরে নারায়ণ, বক্ষে মাধব, কণ্ঠে গোবিন্দ, দক্ষিণ কুক্ষিতে বিষ্ণু, বাহুতে মধুসূদন, কন্ধরে ত্রিবিক্রম, বামপার্শ্বে বামন, বামবাহুতে শ্রীধর, পৃষ্ঠে পদ্মনাভ ও কটিদেশে দামোদরকে স্মরণ করিবে।

† তদনন্তর তর্পণ করিবে। এই স্থানেই যথাক্রমে ত্রিবে-

কুরুক্ষেত্রং গয়া গঙ্গা প্রভাসপুষ্করাণি চ। তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি তর্পণকালে ভবন্তিহ॥ ১॥ উপবীতী পূর্ব্বাভিমুখঃ। ওঁ ব্রহ্মা তৃপ্যতাং ওঁ বিষ্ণুস্তৃপ্যতাং ওঁ রুদ্রস্তৃপ্যতাং ওঁ প্রজাপতি-

---

"ওঁ কুরুক্ষেত্রং" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। ১। পরে

দীয় তর্পণ লিখিত হইল। "জলমধ্যে থাকিয়া তর্পণ করিতে হইলে আর্দ্রবস্ত্র এবং স্থলে হইলে শুষ্কবস্ত্র পরিধান করিয়া তর্পণ করিবে। তীর্থে শুষ্ক বস্ত্র ধারণ করিয়া তর্পণ করিলে তৎকালে জলমধ্যে একটী পদ স্থাপন করিবে। নিত্য স্নান-কালে তর্পণ করিতে হয়। প্রেতপক্ষ ভীষ্মাষ্টমী প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ দিবসে তিলতর্পণ করিবে। স্নান না করিলে মধ্যাহ্নসময়ে অর্থাৎ চতুর্থযামার্দ্ধে তর্পণ করিতে হয়। সন্ধ্যার কাল উপস্থিত হইলে সামবেদীয়েরা সূর্য্যোপস্থাপনান্তে "ওঁ নমো ব্রহ্মণে" ইত্যাদি মন্ত্রে জল দিয়া তৎপরে তর্পণ করিবেন। যজুর্ব্বেদীয়েরা সূর্য্যার্ঘ্যের পরে তর্পণ করিবেন। শুক্র ও শনি-বারে, দ্বাদশী, সপ্তমী, সংক্রান্তি, রাত্রি ও সন্ধ্যাকালে, আর অমা-বস্যানিমিত্তক শ্রাদ্ধ ব্যতীত শ্রাদ্ধাহে ও জন্মতিথ্যাদিতে তিলতর্পণ নিষিদ্ধ। পরন্তু অয়ন ও বিষুবসংক্রান্তিতে, গ্রহণে, যুগাদিতে, দাহাবসানে, প্রেতপক্ষে ও গঙ্গাদি তীর্থক্ষেত্রে নিষিদ্ধদিবসেও তিলতর্পণ করিবে। তিলের অভাবে স্বর্ণ, রৌপ্য বা কুশস্পৃষ্ট জল দ্বারা, তাহার অভাবে অথবা নিষিদ্ধ দিবসে কেবল মাত্র সলিল দ্বারা তর্পণ কর্ত্তব্য। তাম্রাদি পাত্রে তর্পণই প্রশস্ত। শূদ্র-গণ ও স্ত্রীজাতিরা ব্রাহ্মণ দ্বারা তর্পণমন্ত্র পাঠ করাইয়া স্বয়ং জল দিবে। জীবৎপিতৃক ও অনুপনীতের এবং স্ত্রীগণের প্রেততর্পণ

তৃপ্যতাং ইতি প্রত্যেকেন দৈবতীর্থেন জলাঞ্জলিমেকং দদ্যাৎ। ততো জলাঞ্জলিং গৃহীত্বা। ওঁ দেবা যক্ষাস্তথা নাগা গন্ধর্ব্বাপ্সরসোঽসুরাঃ। ক্রূরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবো জম্ভগাঃ খগাঃ। বিদ্যাধরা জলাধারাস্তথৈবাকাশগামিনঃ। নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্ম্মে রতাশ্চ যে। তেষামাপ্যায়নায়ৈতদ্দীয়তে সলিলং ময়া।

উপবীতী হইয়া অর্থাৎ স্বভাবতঃ যে ভাবে গলদেশে যজ্ঞসূত্র থাকে, সেই ভাবে রাখিয়া পূর্ব্বাস্যে "ওঁ ব্রহ্মা তৃপ্যতাং" প্রভৃতি মূলের লিখিত মন্ত্র দ্বারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ও প্রজাপতি ইহাঁদিগের প্রত্যেককে দৈবতীর্থযোগে * এক এক অঞ্জলি সলিল দিতে হয়। তদনন্তর দৈবতীর্থযোগে একটী

ব্যতীত অন্য তর্পণে অধিকার নাই। তর্পণকালে জল আধার হইতে অর্দ্ধহস্ত উচ্চ করিয়া এরূপভাবে ফেলিবে যেন মৃত্তিকায় না পড়ে। বৃষ্টির সময় আবৃত স্থলে তর্পণ করা কর্ত্তব্য। কেহ কেহ মরাচ্যাদি ঋষিতর্পণ যাবৎ অন্বারব্ধ হইয়া (দক্ষিণহস্ততলপৃষ্ঠমূলে বামহস্ততল সংযোগ করতঃ) জল দেন। জলে বামকনুইয়ের নিকটবর্ত্তী অলোমস্থলে তিল স্থাপন করতঃ দক্ষিণ হস্তের মধ্যম অঙ্গুলী দ্বারা গ্রহণ করিতে হয়।" যজ্ঞসূত্র যে ভাবে গলদেশে থাকে, তাহার বিপরীতভাবে অর্থাৎ দক্ষিণ স্কন্ধের উপরি হইতে বাম পার্শ্ব দিয়া লম্বিত করিয়া দিলেই তাহার নাম প্রাচীনাবীত।

* অঙ্গুষ্ঠাগ্রকে দৈবতীর্থ, অঙ্গুষ্ঠমূলকে ব্রাহ্মতীর্থ, অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যভাগকে পিতৃতীর্থ এবং কনিষ্ঠা ও অনামিকামূলকে কায়তীর্থ কহে।

ইত্যনেন দৈবতীর্থেন জলাঞ্জলিমেকং দদ্যাৎ ॥ ২ ॥ ততো নিবীতী উত্তরাভিমুখঃ। ওঁ সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ। কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢুঃ পঞ্চশিখস্তথা। সর্ব্বে তে তৃপ্তিমায়ান্তু মদ্দত্তেনাম্বুনা সদা। ইত্যনেন কায়তীর্থেন জলাঞ্জলিদ্বয়ং দদ্যাৎ ॥৩॥ তত উপবীতী পূর্ব্বাভিমুখঃ। ওঁ মরীচিস্তৃপ্যতাং ওঁ অত্রিস্তৃপ্যতাং ওঁ অঙ্গিরাস্তৃপ্যতাং ওঁ পুলস্ত্যস্তৃপ্যতাং ওঁ পুলহস্তৃপ্যতাং ওঁ ক্রতুস্তৃপ্যতাং ওঁ প্রচেতাস্তৃপ্যতাং ওঁ বশিষ্ঠস্তৃপ্যতাং ওঁ ভৃগুস্তৃপ্যতাং ওঁ নারদস্তৃপ্যতাং ওঁ দেবাস্তৃপ্যন্তাং ওঁ ব্রহ্মর্ষয়স্তৃপ্যন্তাং ইত্যনেন প্রত্যেকেন দৈবতীর্থেন জলাঞ্জলিমেকং দদ্যাৎ ॥ ৪ ॥ ততঃ প্রাচীনাবীতী দক্ষিণাভিমুখঃ। ওঁ অগ্নিষ্বাত্মাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতদুদকং তেভ্যঃ স্বধা। এবং ওঁ সোম্যাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামিত্যাদি

সলিলাঞ্জলি দিবে। ইহার মন্ত্র "ওঁ দেবা যক্ষা" ইত্যাদি মূলে দ্রষ্টব্য। ২। তৎপরে নিবীতী হইয়া অর্থাৎ মালার ন্যায় যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া উত্তরাস্তে "ওঁ সনকশ্চ সনন্দশ্চ" প্রভৃতি মূলের লিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া কায়তীর্থযোগে জলাঞ্জলিদ্বয় প্রদান করিতে হয়। ৩। * অনন্তর উপবীতী হইয়া পূর্ব্বাস্তে "ওঁ মরীচিস্তৃপ্যতাং" প্রভৃতি মূলের লিখিত মন্ত্র দ্বারা মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বশিষ্ঠ ভৃগু, নারদ, দেবর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিবর্গ ইহাঁদিগের প্রত্যেককে পূর্ব্ববৎ দৈবতীর্থযোগে এক এক অঞ্জলি সলিল প্রদান করিবে। ৪। তৎপরে প্রাচীনাবীতী হইয়া দক্ষিণাস্তে "ওঁ অগ্নিষ্বাত্মাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতদুদকং তেভ্যঃ স্বধা" প্রভৃতি মূলের লিখিত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক

---

* যজুর্ব্বেদীয়গণ উদঙ্মুখ হইয়া এই তর্পণ করিবেন।

ওঁ হবিষ্মন্তঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামিত্যাদি ওঁ উষ্মপাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামিত্যাদি ওঁ শৌকালিনঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামিত্যাদি ওঁ বর্হিষদঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামিত্যাদি ওঁ আজ্যপাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামিত্যাদি। ইত্যনেন প্রত্যেকেন জলাঞ্জলিত্রয়ং পিতৃতীর্থেন দদ্যাৎ ॥৫॥ ততো যমতর্পণং যথা—ওঁ যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ। বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূতক্ষয়ায় চ। ঔডুম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে। বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ। ইত্যনেন অঞ্জলিত্রয়ং দদ্যাৎ ॥ ৬ ॥ ততঃ কৃতাঞ্জলির্ব্বদেৎ,—ওঁ আগচ্ছন্তু মে পিতরঃ ইমং গৃহ্লন্ত্বপোঽঞ্জলিং ॥ ৭ ॥ ততঃ সতিলজলাঞ্জলিং গৃহীত্বা বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্রঃ পিতা অমুকদেবশর্ম্মা তৃপ্যতামেতৎ সতিলোদকং তস্মৈ স্বধা। ইত্যনেন জলাঞ্জলিত্রয়ং দদ্যাৎ ॥৮॥ ততঃ এবং-

---

পিতৃগণের প্রত্যেককে পিতৃতীর্থযোগে তিন অঞ্জলি করিয়া জল দিবে। ৫। * তদনন্তর 'ওঁ যমায় ধর্ম্মরাজায়' প্রভৃতি মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক জলাঞ্জলিত্রয় প্রদান করিয়া করযোড়ে 'ওঁ আগচ্ছন্তু মে পিতরঃ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। ৬—৭। পরে তিলমিশ্রিত উদকাঞ্জলি লইয়া "বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্রঃ পিতা' প্রভৃতি মন্ত্রপাঠ

---

* অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণের উদ্দেশে তর্পণ করিতে হইলে পিতৃতীর্থ দিয়া জলাঞ্জলি পরিত্যাগ করিবে। যেখানে সাধারণ সলিল দ্বারা তর্পণ করিবে, সে স্থানে "তৃপ্যন্তামেতদুদকং স্বধা" এই প্রকার বাক্য উচ্চারণ করিতে হয়, কিন্তু তিলতর্পণ-স্থলে "তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলোদকং" এই প্রকার বাক্য উচ্চারণ করিবে আর গঙ্গাজল দ্বারা তর্পণ করিতে হইলে, "তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং" ইত্যাদিরূপ বাক্য প্রয়োগ করাই বিধেয়।

ক্রমেণ পিতামহ-প্রপিতামহ-মাতামহপ্রমাতামহ-বৃদ্ধপ্রমাতামহেভ্য মাতৃপিতামহী-প্রপিতামহীভ্যঃ প্রত্যেকং অঞ্জলিত্রয়ং দত্ত্বা মাতামহীপ্রভৃতীনাং প্রত্যেকমেকৈকাঞ্জলিনা তর্পণং কার্য্যং। এবং-ক্রমেণ পিতৃব্য-মাতুল-পিতৃস্বসৃ-মাতৃস্বসৃ-ভ্রাতৃ-ভগিনীসপিণ্ডান্ একৈকাঞ্জলিনা তর্পয়েৎ।৯। ততঃ ওঁ নরকেষু সমস্তেষু যাতনাসু চ যে স্থিতাঃ। তেষামাপ্যায়নায়ৈতদ্দীয়তে সলিলং ময়া। ইত্যনেন জলাঞ্জলিত্রয়ং নির্ব্বপেৎ। ১০। ততঃ ওঁ যে বান্ধবাবান্ধবা বা যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ। তে তৃপ্তিমখিলাং যান্তু যে চাস্মত্তোয়-কাঙ্ক্ষিণঃ। ইত্যঞ্জলিত্রয়ং দদ্যাৎ। ১১। ওঁ আব্রহ্মভুবনা লোকা দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ। তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ। অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাং। ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ং। ইতি অঞ্জলিত্রয়ং দত্ত্বা। ওঁ আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং

পূর্ব্বক জলাঞ্জলিত্রয় প্রদান করিবে।৮। তৎপরে উল্লিখিত নিয়মে পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধ প্রমাতামহ, মাতা, পিতামহী, ইহাঁদিগের প্রত্যেকের উদ্দেশে তিন তিন সলিলাঞ্জলি দিয়া মাতামহী প্রভৃতি প্রত্যেকের উদ্দেশে এক একটী উদকাঞ্জলি অর্পণ করিবে। এইরূপ নিয়মানুসারেই পিতৃব্য, মাতুল, পিতৃস্বসা, মাতৃস্বসা, ভ্রাতা, ভগিনী ও সপিণ্ড ইত্যাদির প্রত্যেকের উদ্দেশে এক এক জলাঞ্জলি দিবে। ৯। অনন্তর "ওঁ নরকেষু সমস্তেষু" প্রভৃতি মন্ত্রোচ্চারণ করত তিনটী উদকাঞ্জলি অর্পণ করিবে। ১০। তৎপরে "ওঁ যে বান্ধবাবান্ধবা" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া জলাঞ্জলি-ত্রয় প্রদান করিতে হয়। ১১। তদনন্তর "ওঁ আব্রহ্মভুবনা লোকা" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক তিনটী জলাঞ্জলি এবং "ওঁ আব্রহ্মস্তম্ব-

জগত্তৃপ্যতু ইতি ত্র্যঞ্জলিনা তর্পয়েৎ। ১২। ওঁ যে চাস্মাকং কুলে জাতা অপুত্রাগোত্রিণো মৃতাঃ। তে তৃপ্যন্তু ময়া দত্তং বস্ত্রনিষ্পীড়নোদকং। ইত্যনেন বস্ত্রং নিষ্পীড্য তজ্জলেন তর্পয়েৎ।১৩। ততঃ কৃতাঞ্জলিঃ। ওঁ পিতাঃ স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ। পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥ ইতি নমস্কৃত্য ওমদ্য কৃতৈতৎতর্পণকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু। ওমদ্যেত্যাদি কৃতেঽস্মিন্ তর্পণকর্ম্মণি যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় ওঁ শ্রীবিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে। ততঃ ওঁ বিষ্ণুরিতি দশধা জপ্ত্বা। ওঁ অজ্ঞানাদ্‌যদি বা মোহাৎ প্রচ্যবেতাধ্বরেষু যৎ। স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণোঃ সংপূর্ণঃ স্যাদিতি শ্রুতিঃ। ওঁ প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ। তস্মিংস্তুষ্টে জগত্তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ। ময়া যদিদং কর্ম্ম কৃতং তৎ সর্ব্বং ভগবতি বিষ্ণৌ সমর্পিতমিতি॥ ১৪॥

পর্য্যন্তং" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত জলাঞ্জলিত্রয় প্রদান করিয়া "ওঁ যে চাস্মাকং কুলে জাতা" প্রভৃতি মন্ত্রে বস্ত্রনিষ্পীড়নোদক দ্বারা তর্পণ করিবে। ১২—১৩। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ" ইত্যাদি পাঠ করিবে। অবশেষে করযোড়ে "ওমদ্য কৃতৈতৎ" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক বিষ্ণু স্মরণ করিয়া দশবার বিষ্ণুনাম জপ করত "ওঁ অজ্ঞানাদ্ যদি বা মোহাৎ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। ১৪। *

ইতি সামবেদীয় তর্পণ সমাপ্ত।

---

*নিত্য তর্পণ করিতে অক্ষম হইলে "ওঁ আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু" বলিয়া যথাকালে অঞ্জলিত্রয় জল দিলেই কার্য্য সম্পন্ন হয়। কেহ কেহ যমতর্পণ দৈবরীতিক্রমে করেন

যজুর্ব্বেদীয়গণের ও শূদ্রের তর্পণ।

যজুর্ব্বেদীয়গণের তর্পণ প্রায়ই সামবেদীয়ের ন্যায়; কেবল "ওঁ উশন্তস্ত্বা নিধীমহ্যুশন্তঃ সমিধীমহি উশন্নুশত আবহ পিতৄন্ হবিষে অত্তবে। ওঁ আয়ান্তু নঃ পিতরঃ সোম্যাসোঽগ্নিষ্বাত্তাঃ পথিভির্দেবযানৈঃ। অস্মিন্ যজ্ঞে স্বধয়া মদন্তোঽধিব্রুবন্তু তেঽব্যন্ত্বস্মান্॥" এই মন্ত্রে পিতৃগণের আবাহন পূর্ব্বক "বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মংস্তৃপ্যস্বৈতত্তে সতিলোদকং স্বধা" বলিয়া জলাঞ্জলিত্রয় প্রদান করিবে। * আর "অমুকগোত্রে

এবং ভূতচতুর্দ্দশী প্রভৃতিতে যমের প্রতি নামে তিন অঞ্জলি জল দিয়া থাকেন। ভীষ্মাষ্টমীতে ভীষ্মতর্পণ করিতে হয়। পিতৃব্যাদির তর্পণের পর "ওঁ বৈয়াঘ্রপদ্যগোত্রায় সাংকৃতিপ্রবরায় চ। অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সলিলং ভীষ্মবর্ম্মণে॥" এই মন্ত্রে ভীষ্মতর্পণ করত পিতৃরীতিক্রমে একাঞ্জলি জল দিবে। পরে "ওঁ ভীষ্মঃ শান্তনবো বীরঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ। আভিরদ্ভিরবাপ্নোতু পুত্রপৌত্রোচিতাং ক্রিয়াং॥" এই মন্ত্রে ভীষ্মদেবকে প্রণাম করিতে হয়। শূদ্রেরা পিতৃতর্পণের পূর্ব্বে ভীষ্মতর্পণ করিবে। অনেকে ভীষ্মাষ্টমী কেন, প্রত্যহই ভীষ্মতর্পণের ব্যবস্থা দেন ও তদনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

তর্পণের মধ্যে যে বস্ত্রনিষ্পীড়নোদক দ্বারা তর্পণ করার উল্লেখ হইল, উহা সংক্রান্তি পক্ষান্ত দ্বাদশী ও শ্রাদ্ধাহে (ষষ্ঠী ও শনিকুজ বারে) নিষিদ্ধ।

* গঙ্গাজলে "সতিলগঙ্গোদকং" উচ্চারণ পূর্ব্বক তর্পণ করিতে হয়।

মাতরমুকীদেবি তৃপ্যস্বৈতত্তে সতিলোদকং স্বধা” ইত্যাদি নিয়মে দিবে। শূদ্রগণের পক্ষেও তর্পণবিধি এইরূপ।

ঋগ্বেদীয় তর্পণ।

ঋগ্বেদীয়দিগের তর্পণও ঠিক সামবেদীয়বৎ, কেবল পিতৃগণকে “বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্রং পিতরং অমুকদেবশর্ম্মাণং সতিলোদকেন স্বধা নমস্তর্পয়ামি” বলিয়া সতিলোদক দিবে, এইমাত্র প্রভেদ।

সামবেদীয়-সন্ধ্যাবিধিঃ। *

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্। ইতি মন্ত্রেণ বিষ্ণুং স্মৃত্বা আচমনং কুর্য্যাৎ ॥ ১ ॥

“ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং” প্রভৃতি মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক সপ্রণব বিষ্ণুনাম বারত্রয় স্মরণ করত আচমন করিবে। ১। আচমনান্তে

---

* মহর্ষি কশ্যপের উক্তি যথা,—মন্দেহনামক মহাবলবান্ ত্রিংশৎকোটি রাক্ষসেরা সমবেত হইয়া একদা দিবাকর সূর্য্যের বিনাশার্থ আগত হইয়াছিল; পরন্তু দেবগণ ও ঋষিরা মিলিত হইয়া জলাঞ্জলি গ্রহণ পূর্ব্বক সন্ধ্যার উপাসনা করেন এবং সেই সন্ধ্যোপাসনাকৃত বজ্রীভূত জল প্রক্ষেপ দ্বারা সমস্ত দৈত্যগণের বিনাশ সাধন করেন। এই জন্যই বিপ্রগণ নিত্য সন্ধ্যোপাসনা করিয়া থাকেন। যথা—

ত্রিংশৎকোট্যো মহাবীর্য্যা মন্দেহা নাম রাক্ষসাঃ।
কৃষ্ণাতিদারুণা ঘোরাঃ সূর্য্যমিচ্ছন্তি খাদিতুং ॥
ততো দেবগণাঃ সর্ব্বে ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ।
উপাসতেঽত্র যে সন্ধ্যাং প্রক্ষিপন্ত্যুদকাঞ্জলিং ॥

আচম্য কালাতিপাতে গায়ত্র্যাং দশধা জপ্ত্বা আপোমার্জ্জনং কুর্য্যাৎ॥ ২॥

আপোমার্জ্জন করিতে হয়। অর্থাৎ "শন্ন আপো" ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া মাথায় জল দিবে।—সন্ধ্যাকাল অতীত হইলে দশবার গায়ত্রী জপ করিয়া সন্ধ্যার উপাসনা করিবে। ২।

দহ্যন্তে তেন তে দৈত্যা বজ্রীভূতেন বারিণা।
এতস্মাৎ কারণাদ্বিপ্রাঃ সন্ধ্যাং নিত্যমুপাসতে॥

সন্ধ্যা অবশ্য কর্ত্তব্য। সন্ধ্যার উপাসনা করিলে বিষ্ণুর উপাসনা করা হয়। যিনি গায়ত্রী, তিনিই সন্ধ্যা। একেই দ্বিধা হইয়া রহিয়াছেন। যিনি যাবজ্জীবন ত্রিসন্ধ্যা করেন, তিনি তেজে ও তপস্যায় সূর্য্যের তুল্য হইয়া থাকেন। তাঁহার পদধূলি দ্বারা বসুন্ধরা সদ্যঃপূতা হয়েন। সেই সন্ধ্যাপূত তেজস্বী বিপ্র জীবন্মুক্ত সন্দেহ নাই। যথা—

যা সন্ধ্যা সা তু গায়ত্রী দ্বিধাভূত্বা প্রতিষ্ঠিতা।
সন্ধ্যা উপাসিতা যেন বিষ্ণুস্তেন উপাসিতঃ॥
স চ সূর্য্যসমো বিপ্রস্তেজসা তপসা সদা।
তৎপাদপদ্মরজসা সদ্যঃ পূতা বসুন্ধরা।
জীবন্মুক্তঃ স তেজস্বী সন্ধ্যাপূতো হি যো দ্বিজঃ॥

পূর্ব্বাস্য হইয়া প্রাতঃসন্ধ্যা এবং বায়ুকোণাভিমুখ হইয়া সায়ংসন্ধ্যা করিতে হয়। জননমরণাশৌচ ভিন্ন সন্ধ্যার নিষেধ নাই। যথাকাল অতীত হইলে দশধা গায়ত্রী-জপরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সন্ধ্যারম্ভ করিবে।

অথাপোমার্জ্জনং ।

ওঁ শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ শমনঃ সন্তু নূপ্যা শন্নঃ সমুদ্রিয়া আপঃ শমনঃ সন্তু কূপ্যাঃ ॥ ১। ওঁ দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ স্বিন্নঃ স্নাতো মলাদিব পূতং পবিত্রেণেবাজ্যমাপঃ শুন্ধন্তু মৈনসঃ ॥ ২ ॥ ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবস্তান উর্জ্জে দধাতন মহেরণায় চক্ষসে। ওঁ যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ ন উশতীরিব মাতরঃ। ওঁ তস্মা অরঙ্গমামবো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ আপো জনয়থা চ নঃ ॥ ৩ ॥ ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রোঽর্ণবঃ সমুদ্রাদর্ণবাদধিসম্বৎসরোঽজায়ত। অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়দ্দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথো স্বঃ ॥ ৪ ॥

আপোমর্জ্জন যথা।—মরুদেশোৎপন্ন জল আমাদিগের মঙ্গল বিধান করুন। অনূপদেশোৎপন্ন জল আমাদিগের কল্যাণদায়ী হউন্, সমুদ্রজল আমাদিগের মঙ্গল বিধান করুন এবং কূপজল আমাদিগের কল্যাণদায়ী হউন। ১। পরিশ্রমার্ত্ত ব্যক্তি বৃক্ষমূলে অবস্থিতি করিয়া যে প্রকার স্বাস্থ্য লাভ করে, স্নাতব্যক্তি যেমন দেহের মল অপসারণ করে এবং মন্ত্রপাঠ দ্বারা যে প্রকার হবিঃ পবিত্র হয়, জল আমাকে সেইরূপ পবিত্র করুন্। ২। * মহাপ্রলয়সময়ে কেবলমাত্র ব্রহ্ম বর্ত্তমান ছিলেন। তৎকালে চতুর্দ্দিক্ তিমিরাবৃত ছিল, তৎপরে সৃষ্টির আরম্ভকালে অদৃষ্টবশে সৃষ্টির মূলস্বরূপ জলপূর্ণ সমুদ্র সঞ্জাত হইল। সেই সমুদ্রজল হইতে জগৎসৃষ্টিকারী বিধি সমুৎপন্ন হইলেন। সেই বিধিই

---

* আপো হি ষ্ঠেতি মন্ত্রের অর্থ অঘমর্ষণে দ্রষ্টব্য।

(সামগৈরস্মিন্নেব সময়ে কালাতিপাতদোষনিবারণায় দশধা গায়ত্রীজপঃ কার্য্যঃ। ইতি বৃদ্ধসম্মতং।)॥ ৪ ॥ (ইতি মার্জ্জনং)

(ততঃ প্রাতঃসন্ধ্যায়ামেব পঠেদ্‌যথা—)

ওঁ নত্বা তু পুণ্ডরীকাক্ষং উপাত্তাঘঃপ্রশান্তয়ে। ব্রহ্মবর্চ্চস কামার্থং প্রাতঃসন্ধ্যামুপাস্মহে ॥

অথ প্রাণায়ামঃ। তত্র বদ্ধাঞ্জলিঃ।

ওঁকারস্য ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে বিনিয়োগঃ। ওঁ সপ্তব্যাহৃতীনাং প্রজাপতিঋষির্গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুব্‌-বৃহতী-পংক্তি-ত্রিষ্টুব্‌-জগত্যশ্ছন্দাংসি অগ্নি-বায়ু-সূর্য্য-

---

দীবাপ্রকাশক সূর্য্য ও রজনীপ্রকাশক শশধরের সৃষ্টি করিয়া বৎসরের কল্পনা করেন অর্থাৎ তৎকাল হইতেই দিবা, রাত্রি, ঋতু, অয়ন, বৎসর প্রভৃতি যথানিয়মে প্রবর্ত্তিত হইল। তৎপরে ব্রহ্মা ক্রমে ক্রমে মহদাদি ঊর্দ্ধতন লোকচতুষ্টয় এবং ভূঃ প্রভৃতি লোকত্রয় সমুৎপাদন করিলেন। (পূর্ব্বতন সুধীগণ বলিয়া থাকেন যে, এই সময়েই অর্থাৎ এইরূপে আপোমার্জ্জন করিয়া সামবেদীয় দ্বিজগণ কালাতিপাত-দোষ বিদূরণার্থ দশবার গায়ত্রী জপ করিবেন)। ৪। তৎপরে "ওঁ নত্বা তু পুণ্ডরীকাক্ষং" মন্ত্রটী পাঠ করিবে। *

অতঃপর প্রাণায়াম করিতে হয়। (সকল মন্ত্রই কোন ঋষি কর্ত্তৃক প্রণীত, তাহাদিগের কি প্রকার ছন্দঃ, সেই সেই মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কে আর কোন্ কর্ম্ম সাধনার্থ সেই সমস্ত মন্ত্রের প্রয়োজন, এই সমস্ত অবগত থাকা কর্ত্তব্য। এই হেতু মন্ত্র

---

* এই মন্ত্রটী কেবলমাত্র প্রাতঃকালে পাঠ্য।

রুণ-বৃহস্পতীন্দ্রবিশ্বেদেবা দেবতাঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ। ওঁ গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্রঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ। ওঁ শিরসঃ প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো ব্রহ্মবায়্বগ্নি-সূর্য্যাশ্চতস্রো দেবতাঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ ॥ ৫ ॥

(ইত্যুক্ত্বা জলেন শিরো বেষ্টয়িত্বা, অঙ্গুষ্ঠেন দক্ষিণনাসাপুটং ধৃত্বা, বামনাসাপুটেন বায়ুং পূরয়ন্, নাভিদেশে ব্রহ্মাণং ধ্যায়েৎ।)

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য, ধীমহি, ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ আপোজ্যোতী রসোঽমৃতং ব্রহ্মভূর্ভুবঃস্বরোম্। ওঁ রক্তবর্ণং চতুর্ম্মুখং, দ্বিভুজং, অক্ষসূত্রকমণ্ডলুকরং, হংসাসনসমারূঢ়ং ব্রহ্মাণং ধ্যায়েৎ ॥ ৬ ॥

পাঠ করিবার পূর্ব্বে তাহাই কথিত হইতেছে) প্রণব অর্থাৎ ওঙ্কারের ঋষি ব্রহ্মা, গায়ত্রী উহার ছন্দ, অগ্নি উহার দেবতা এবং সমস্ত কর্ম্মের প্রারম্ভে উহার প্রয়োগ হয়। সপ্ত ব্যাহৃতির ঋষি প্রজাপতিঃ, উহার ছন্দঃ গায়ত্রী, উষ্ণিক, অনুষ্টুপ, বৃহতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুভ ও জগতী, উহার দেবতা অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, বৃহস্পতি,বরুণ, ইন্দ্র, ও বিশ্বেদেব এবং প্রাণায়ামে উহার প্রয়োগ হয়। বিশ্বামিত্র গায়ত্রীয় ঋষি, উহার ছন্দ গায়ত্রী, উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সূর্য্য এবং প্রাণায়ামে উহার প্রয়োগ হয়। গায়ত্রী-শিরের ঋষি প্রজাপতি, উহার ছন্দ গায়ত্রী, উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ব্রহ্মা, বায়ু, অগ্নি ও সূর্য্য এবং প্রাণায়ামে প্রয়োগ হয়।৫। (তৎপরে জলদ্বারা মস্তক বেষ্টন করত দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ-যোগে দক্ষিণ নাসাপুট ধরিয়া বামনাসা দ্বারা বায়ু পূরণ পূর্ব্বক নাভিদেশে

(ততঃ অনামিকাকনিষ্ঠাভ্যাং বামনাসাপুটং ধৃত্বা, বায়ুং সংস্তম্ভয়ন্, হৃদি কেশবং ধ্যায়েৎ। ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য, ধীমহি, ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ আপোজ্যোতী রসোঽমৃতং ব্রহ্মভূর্ভুবঃস্বরোম্॥ ওঁ নীলোৎপলদলপ্রভং, চতুর্ভুজং, শঙ্খচক্রগদাপদ্মহস্তং, গরুড়াসনসমারূঢ়ং কেশবং ধ্যায়েৎ॥ ৭॥

(ততোঽঙ্গুষ্ঠমুত্তোল্য, দক্ষিণনাসাপুটেন বায়ুং ত্যজন্, ললাটে শম্ভুং ধ্যায়েৎ।)

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য, ধীমহি, ধিয়ো য়ো নঃ প্রচো-

---

ব্রহ্মাকে ধ্যান করিবে।) ব্রহ্মা রক্তবর্ণ, চতুর্ম্মুখ, অক্ষসূত্র ও কমণ্ডলুধারী দ্বিভুজ এবং হংসবাহন। (এইরূপে নাভিদেশে ব্রহ্মাকে ধ্যান করিয়া) সূর্য্যদেবের ভূঃ প্রভৃতি সপ্তলোকব্যাপী অত্যুত্তম জ্যোতিঃ চিন্তা করি। সেই জ্যোতিঃ আমাদিগের বুদ্ধিকে সত্যমার্গে প্রবর্ত্তিত করে। আপ, জ্যোতিঃ রস ও অমৃতরূপ ব্রহ্ম ভূরাদি তিন লোকে বিরাজমান আছেন। ৬। (এই প্রকারে থাকিয়া অনামা ও কনিষ্ঠাদ্বারা বামনাসিকাপুট চাপিয়া ধরিয়া বায়ুনিরোধরূপ কুম্ভক করত মন্ত্র পাঠ করিবে,) যথা—নীলোৎপলদলবৎ বর্ণবিশিষ্ট, শঙ্খচক্র-গদাপদ্মবান্, চতুর্হস্ত, গরুড়াসন বিষ্ণু আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছেন। (এই প্রকার ভাবনান্তে) পূর্ব্ববৎ চিন্তা করিতে হয়। ৭। (তৎপরে বৃদ্ধাঙ্গুলী উত্তোলন পূর্ব্বক দক্ষিণনাসাপুট দ্বারা বায়ু পরিত্যাগান্তে মন্ত্র পাঠ করিবে,) যথা—শুভ্রবর্ণ, ত্রিশূলডমরুধারী, অর্দ্ধশশী-বিরাজিত,

দয়াৎ॥ ওঁ আপোজোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্মভূর্ভুর্বঃস্বরোম্। ওঁ শ্বেতবর্ণং, দ্বিভুজং, ত্রিশূলডমরুকরমর্দ্ধচন্দ্রবিভূষিতং, ত্রিনেত্রং, বৃষভস্থং শম্ভুং ধ্যায়েৎ ॥ ৮ ॥

(ইতি প্রাণায়ামঃ।)

ততঃ আচমনং। তত্র প্রাতর্ম্মন্ত্রঃ।

ওঁ সূর্য্যশ্চমেতি মন্ত্রস্য ব্রহ্মঋষিঃ প্রকৃতিচ্ছন্দঃ আপো দেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ। ওঁ সূর্য্যশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাং, যদ্রাত্র্যা পাপমকার্ষং, মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না, অহস্তদবলুম্পতু যৎ কিঞ্চিদ্দুরিতং ময়ি, ইদমহমাপোঽমৃতযোনৌ সূর্য্যজ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি স্বাহা ॥ ৯ ॥

ত্রিলোচন, বৃষারূঢ় মহেশ্বর মদীয় ললাটদেশে অধিষ্ঠিত আছেন। (এই প্রকার ভাবনান্তে) পূর্ব্ববৎ চিন্তা করিবে। ৮। তৎপরে হস্ততলে জল লইয়া আচমনমন্ত্র পড়িবে, যথা—প্রাতঃকালীন আচমনমন্ত্রের ঋষি ব্রহ্মা, ছন্দঃ প্রকৃতি, দেবতা অপ্, আচমনে ইহার বিনিয়োগ। ভাস্কর, যজ্ঞ ও ইন্দ্রাদি দেবগণ আমাকে অসম্পূর্ণ যজ্ঞনিবন্ধন পাতক হইতে পরিত্রাণ করুন, আমি রাত্রিযুক্ত হইয়া মন, বচন, চরণ, উদর ও শিশ্ন দ্বারা যে পাপানুষ্ঠান করিয়াছি, দিবস তাহা ধ্বংস করুন্। আমাতে অন্য যে কোন পাতক বিদ্যমান আছে, এই বারিরূপ সেই পাপ হৃৎকমলস্থ স্বপ্রকাশরূপ সূর্য্যজ্যোতিতে আমি আহুতি দিই, ইহা সুসম্পন্ন হউক্। ৯। (ঐ জল দ্বারা আচমন করিবে, তদনন্তর গায়ত্রীপাঠান্তে মস্তকে জল দিতে হয়।)

মধ্যাহ্নাচমনমন্ত্রঃ।

ওঁ আপঃ পুনন্ত্বিতিমন্ত্রস্য বিষ্ণুর্ঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দঃ আপো দেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আপঃ পুনন্তু পৃথিবীং, পৃথ্বী পূতা পুনাতু মাং পুনন্তু ব্রহ্মণঃ পতিং, ব্রহ্ম পূতা পুনাতু মাং, যদুচ্ছিষ্টমভোজ্যঞ্চ যদ্বা দুশ্চরিতং মম, সর্ব্বং পুনাতু মামাপোঽসতাঞ্চ প্রতিগ্রহং স্বাহা॥ ১০॥

(সায়াহ্নে আচমনমন্ত্রঃ।)

ওঁ অগ্নিশ্চমেতি মন্ত্রস্য রুদ্রঋষিঃ প্রকৃতিচ্ছন্দ আপো দেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নিশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাং, যদহ্না পাপমকার্ষং, মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না, রাত্রিস্তদবলুম্পতু, যৎ কিঞ্চিদ্দুরিতং

মধ্যাহ্নাচমনমন্ত্রের ঋষি বিষ্ণু, অনুষ্টুপ্ ইহার ছন্দঃ, জল ইহার দেবতা এবং আচমনে বিনিয়োগ। জল আমার পার্থিব শরীর ও জ্ঞানাশ্রয় পরমাত্মাকে পূত করুন্; শরীর পূত হইয়া আত্মাকে পবিত্র করুন্; ব্রহ্ম পূত হইয়া এই প্রকার শরীরপাবন দ্বারা উচ্ছিষ্ট, অভোজ্য, অসৎ আচরণ ও অগ্রহণীয়-গ্রহণ জন্য মদীয় যাবতীয় পাতক দূর করুন্, এই আচমনরূপ হোম সুসিদ্ধ হউক্। ১০। (ঐ জলে আচমনান্তে গায়ত্রী পাঠ করিয়া মস্তকে জল দিবে।)

সায়াহ্নাচমনমন্ত্রের ঋষি রুদ্র, প্রকৃতি ইহার ছন্দঃ, জল ইহার দেবতা এবং আচমনে বিনিয়োগ। অগ্নি, যজ্ঞ ও ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ আমাকে অসম্পূর্ণ যজ্ঞনিবন্ধন পাতক হইতে পরিত্রাণ করুন্। আমি দিবাযুক্ত হইয়া মন, বচন, কর, চরণ, উদর ও শিশ্ন দ্বারা যে পাতকাচরণ করিয়াছি, নিশা তাহা ধ্বংস করুন্। আমাতে

ময়ি, ইদমহমাপোঽমৃতযোনৌ সত্যে জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি স্বাহা॥ ১১॥

(ইতি মন্ত্রেণ জলগণ্ডূষত্রয়ং পীত্বা, যাথবিধি আচম্য, পুনর্ম্মার্জ্জনং কুর্য্যাৎ।)

পুনর্ম্মার্জ্জনং।

ওঁ আপো হি ষ্ঠেতি ঋক্‌ত্রয়স্য সিন্ধুদ্বীপঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ আপো দেবতা আপোমার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন ঊর্জ্জে দধাতন মহে রণায় চক্ষসে। ওঁ যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ ন উশতীরিব মাতরঃ। ওঁ তস্মা অরঙ্গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ আপো জনয়থা চ নঃ। ১২॥

(ততো জলগণ্ডূষং নাসিকায়ামারোপ্য, অঘমর্ষণং কুর্য্যাৎ।)

অন্য যে কোন পাতক বিদ্যমান আছে, এই বারিরূপ সেই পাতক, সত্য ও জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মাতে আহুতি দিই, উহা সুসিদ্ধ হউক্। ১১। (ঐ জলে পূর্ব্ববৎ আচমনান্তে গায়ত্রী পড়িয়া মস্তকে জল দিবে।)

অনন্তর পুনর্ম্মার্জ্জন।—পুনর্ম্মার্জ্জন মন্ত্রতিনটীর ঋষি সিন্ধুদ্বীপ, গায়ত্রী ছন্দঃ, জল দেবতা, মার্জ্জনে বিনিয়োগ। হে বারি! তোমরা অতি সুখপ্রদ, সুতরাং ইহলোকে আমাদিগের অন্নবিধান করিয়া দিও, আর পরলোকে পরমমনোহর পরব্রহ্ম সহ আমাদিগের সংযোজনা করিও। হে আপ! তোমরা হিতৈষিণী জননীর তুল্য ইহলোকে আমাদিগকে অতিমঙ্গলপ্রদ স্বীয় রসের অংশী করিও। হে জল! যে রস দ্বারা তোমরা জগতের তৃপ্তি বিধান করিতেছ, আমরা যেন সেই রস দ্বারা তৃপ্ত হই। ১২।

ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চেতি মন্ত্রস্যাঘমর্ষণঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দো ভাববৃত্তো দেবতা অশ্বমেধাবভৃথে বিনিয়োগঃ ।১৩॥ ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত, ততো রাত্র্যজায়ত, ততঃ সমুদ্রোর্ণবঃ, সমুদ্রাদর্ণবা দধিসম্বৎসরোঽজায়ত, অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী স্বর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়দ্দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথো স্বঃ ॥ ১৪ ॥

(ইতি পঠিত্বা, বামনাসয়া বায়ুমাকৃষ্য, দক্ষিণনাসয়া কৃষ্ণবর্ণপাপপুরুষেণ সহ তদ্বায়ুং নিঃসার্য্য, কল্পিতশিলারূপে বামহস্ততলে নিক্ষিপেৎ। ইত্থমেব বারত্রয়ং কুর্য্যাৎ। ততো গায়ত্র্যা জলাঞ্জলিত্রয়ং স্বর্য্যায় দদ্যাৎ। ততঃ স্বর্য্যোপস্থানং কুর্য্যাৎ।)

অথ স্বর্য্যোপস্থানং।

ওঁ উদুত্যমিত্যস্য প্রস্কন্নঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ স্বর্য্যো দেবতা স্বর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ উদুত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ

পরে জলগণ্ডূষ ঘ্রাণ করত শ্বাসরোধ করিয়া পাঠ করিবে।—ঋতঞ্চ ইত্যাদি মন্ত্রের ঋষি অঘমর্ষণ, অনুষ্টুপ্ ইহার ছন্দঃ, ভাববৃত্ত অর্থাৎ ব্রহ্মা ইহার দেবতা, অশ্বমেধস্নানে ইহার বিনিয়োগ। ১৩। * (একবার বা তিন বার এই মন্ত্র দ্বারা জল আঘ্রাণ করিয়া ভূতলে ফেলিবে। অনন্তর গায়ত্রী পাঠ পূর্ব্বক, মধ্যাহ্নে একবার, সায়ং ও প্রাতে তিনবার স্বর্য্যদেবকে জল দিতে হয়। পরে স্বর্য্যোপস্থান করিবে।)

স্বর্য্যোপস্থান।—সায়ং ও প্রভাতে সযজ্ঞোপবীত ও অধোমুখাঞ্জলি হইয়া এবং মধ্যাহ্নে আত্মাভিমুখে উর্দ্ধকরাঞ্জলি হইয়া মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—স্বর্য্যোপস্থানের প্রথম মন্ত্রের ঋষি

---

* ১৪নং মন্ত্রের অর্থ পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যং। ১৫। ওঁ চিত্রমিত্যস্য কৌৎসঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ চিত্রং দেবানামুদ-গাদনীকং চক্ষুর্ম্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেরাপ্রাদ্যাবা পৃথিবীঙ্কান্তরীক্ষং সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ ॥ ১৬ ॥ (ইতি সূর্য্যোপস্থানং।)

ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ, ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ, ওঁ আচার্য্যেভ্যো নমঃ, ওঁ ঋষিভ্যো নমঃ, ওঁ দেবেভ্যো নমঃ, ওঁ মৃত্যবে নমঃ, ওঁ বায়বে নমঃ, ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, ওঁ বৈশ্রবণায় নমঃ, ওঁ উপজায় নমঃ।

(ইতি প্রত্যেকং জলাঞ্জলিনা প্রত্যুপস্থানং কুর্য্যাৎ। এতদনন্তরং নিষ্পিতৃকস্থ পিত্রাদিতর্পণং ॥)

অথ গায়ত্র্যা আবাহনং। তত্র কৃতাঞ্জলিঃ।

আয়াহীত্যস্থ বিশ্বামিত্রঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা জপোপনয়নে বিনিয়োগঃ ॥

প্রস্কন্ন, গায়ত্রী ইহার ছন্দঃ, সূর্য্য ইহার দেবতা এবং সূর্য্যোপস্থাপনে বিনিয়োগ। রশ্মিসমূহ বিশ্বপ্রকাশনার্থ তেজস্বী সূর্য্যদেবকে বহন করিতেছে। ১৫। কৌৎস দ্বিতীয় মন্ত্রের ঋষি, ত্রিষ্টুপ্ ইহার ছন্দঃ, সূর্য্য ইহার দেবতা এবং সূর্য্যোপস্থানে ইহার বিনিয়োগ। মিত্র, বরুণ ও অগ্নি এই দেবত্রয়ের নেত্রস্বরূপ এবং স্থাবর-জঙ্গম-সমূহের আত্মাস্বরূপ সর্ব্বদেবাত্মক ভাস্কর অত্যদ্ভুতরূপে সমুদিত হইয়া স্বীয় রশ্মিসমূহ দ্বারা স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও গগন পূর্ণ করিয়াছেন। ১৬। তৎপরে "ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ" ইত্যাদি প্রতি মন্ত্র দ্বারা এক একবার জল দিবে। এই সময়েই নিষ্পিতৃক ব্যক্তি যথানিয়মে পিত্রাদি-তর্পণ করিবে। অনন্তর করপুটে গায়ত্রীর আবাহন করিতে হয়। আয়াহি, মন্ত্রের ঋষি

ওঁ আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি। গায়ত্রি ছন্দসাং মাতর্ব্রহ্মযোনি নমোঽস্তু তে ॥ ১৭ ॥ (ইত্যাবাহয়েৎ ।)

ততো ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ। শিরসি বিশ্বামিত্রঋষয়ে নমঃ, মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি সবিত্রে দেবতায়ৈ নমঃ।

(ততঃ ষড়ঙ্গন্যাসং কুর্য্যাৎ।)

ওঁ হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ ভূঃ শিরসে স্বাহা, ওঁ ভুবঃ শিখায়ৈ বষট্, ওঁ স্বঃ কবচায় হুঁ ; ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ

বিশ্বামিত্র, গায়ত্রী ইহার ছন্দঃ, দেবতা সূর্য্য এবং জপে ও উপনয়নে ইহার বিনিয়োগ। হে পরমার্থদায়িনি বরপ্রদে বেদপ্রকাশিনি ছন্দোমাতঃ ত্র্যক্ষরস্বরূপিণি গায়ত্রি দেবি! সমাগত হউন্, আমি আপনাকে প্রণাম করি। ১৭। তৎপরে ঋষ্যাদিন্যাস এবং "ওঁ হৃদয়ায় নমঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে ষড়ঙ্গন্যাস করিতে হয়। ঐ সকল মন্ত্র পাঠও ব্যবহৃত আছে। শেষোক্ত মন্ত্র দ্বারা বামহস্ততলে দক্ষিণ হস্তাঘাত করিবে। এই প্রকার আর বারদ্বয় করিতে হয়। (এই প্রকারে গায়ত্রীকে আবাহন করত ঋষ্যাদিন্যাস, ষড়ঙ্গন্যাস, দিগ্বন্ধন প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক কূর্ম্মমুদ্রাযোগে * ধ্যান করিতে হয়। উক্ত ন্যাসাদির মন্ত্র মূলে স্পষ্টই লিখিত আছে।

---

* সপুষ্প চিতভাবে অবস্থিত বামহস্ততলের অঙ্গুষ্ঠ তর্জ্জনী মধ্যস্থলে, অধোমুখ দক্ষিণহাতের মধ্যমা ও অনামা যোগ করিবে; দক্ষিণ তর্জ্জন্যগ্র দ্বারা বামাঙ্গুষ্ঠাগ্রযোগ আর দক্ষিণকনিষ্ঠাগ্রে বামতর্জ্জন্যগ্রযোগ করিবে। পরে বামমধ্যমা ও অনামা দক্ষিণ হাতের কনিষ্ঠামূলে যোগ করিয়া কূর্ম্মকার করিবে। ইহারই নাম কূর্ম্মমুদ্রা।

করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্,ইত্যঙ্গন্যাসং কৃত্বা, তালত্রয়ং দিগ্বন্ধনঞ্চ কুর্য্যাৎ। ততঃ কূর্ম্মমুদ্রাং বদ্ধা ধ্যায়েৎ। প্রাতর্ধ্যানং যথা।—ওঁ প্রাতর্গায়ত্রী রবিমণ্ডলমধ্যস্থা, রক্তবর্ণা, দ্বিভুজা, অক্ষসূত্রকমণ্ডলু-ধরা, হংসাসনমারূঢ়া, ব্রহ্মাণী, ব্রহ্মদৈবত্যা, কুমারী ঋগ্বেদোদাহৃতা ধ্যেয়া॥ ১৮॥ মধ্যাহ্নধ্যানং যথা।—ওঁ মধ্যাহ্নে সাবিত্রী রবি-মণ্ডলমধ্যস্থা, কৃষ্ণবর্ণা, চতুর্ভুজা, ত্রিনেত্রা, শঙ্খচক্রগদাপদ্মহস্তা, যুবতী, গরুড়ারূঢ়া, বৈষ্ণবী, বিষ্ণুদৈবত্যা, যজুর্ব্বেদোদাহৃতা ধ্যেয়া॥ ১৯॥ সায়াহ্নধ্যানং যথা।—ওঁ সায়াহ্নে সরস্বতী রবিমণ্ডল-মধ্যস্থা, শুক্লবর্ণা, দ্বিভুজা, ত্রিশূলডমরুকরা, বৃষভাসনমারূঢ়া, বৃদ্ধা, রুদ্রাণী, রুদ্রদৈবত্যা সামবেদোদাহৃতা ধ্যেয়া॥ ২০।

(এবং প্রাতরাদিকালভেদেন যথাক্রমং গায়ত্রীং সাবিত্রীং সরস্বতীং ধ্যায়ন্, ঊর্দ্ধস্তিষ্ঠন্, প্রাতরূর্দ্ধোত্তানকরৌ, মধ্যাহ্নে তথা

গায়ত্রীধ্যান।—প্রভাতে গায়ত্রীকে কুমারী, ঋগ্বেদস্বরূপিণী, ব্রহ্মরূপা, হংসবাহনা, কুশহস্তা ও সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থা চিন্তা করত হৃদয়-সন্নিধানে চিতহস্ত হইয়া অষ্টাদশবার, সক্ষম হইলে একশত আটবার বা সহস্রবার পুংদেবতা নাম জপবৎ গায়ত্রী জপ করিবে। মধ্যাহ্নকালে গায়ত্রীকে যুবতী, যজুর্ব্বেদস্বরূপিণী, বিষ্ণুরূপা, গরুড়াসনা, পীতবসনা ও সূর্য্যমণ্ডলমধ্যগতা চিন্তা করত হৃদয়াভিমুখে বক্রহস্ত হইয়া পূর্ব্ববৎ জপ করিবে। ১৯। সায়াহ্নকালে গায়ত্রীকে রুদ্ররূপা, রুদ্রদৈবত্যা, সামবেদরূপিণী, শুক্লবর্ণা, দ্বিভুজা ত্রিশূলডমরুকরা বৃদ্ধা, বৃষারূঢ়া, ও সূর্য্য-মণ্ডলমধ্যগতা চিন্তা করত অধোহস্ত হইয়া পূর্ব্ববৎ জপ করিবে। ২০। (এই প্রকারে প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে

তিষ্ঠন্ তির্য্যক্করৌ, সায়মুপবিষ্টোঽধোমুখৌ করৌ কৃত্বা, অনামিকামধ্য-মূল-পর্ব্বদ্বয়-কনিষ্ঠামূলাদিপর্ব্বত্রয়ানামিকাগ্রপর্ব্ব-মধ্যমাগ্রপর্ব্বতর্জ্জন্যগ্রাদিপর্ব্বত্রয়রূপদশপর্ব্বসু অঙ্গুষ্ঠাগ্রপর্ব্বযোগেন।)

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য, ধীমহি, ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওম্।

(ইতি দশধা জপ্ত্বা, সমর্থশ্চেৎ শতধা সহস্রধা বাপি।)

ওঁ মহেশবদনোৎপন্না বিষ্ণোর্হৃদয়সম্ভবা। ব্রহ্মণা সমনুজ্ঞাতা গচ্ছ দেবি যথেচ্ছয়া॥ ২১॥ (ইতি বিসৃজেৎ) অনেন জপেন ভগবন্তাবাদিত্যশুক্রৌ প্রীয়েতাং। ওঁ আদিত্যশুক্রাভ্যাং নমঃ (ইতি জলাঞ্জলিং দদ্যাৎ)। ২২।

যথাক্রমে গায়ত্রী, সাবিত্রী ও সরস্বতীকে চিন্তা করিবে। প্রভাতে ঊর্দ্ধভাবে থাকিয়া হস্তদ্বয় ঊর্দ্ধোত্তান, মধ্যাহ্নে তদনুরূপ অবস্থান করত হস্তদ্বয় তির্য্যক্‌গত এবং সায়াহ্নে উপবিষ্ট হইয়া হস্তদ্বয়কে অধোমুখ করত অনামা অঙ্গুলীর মধ্যপর্ব্ব, মূলপর্ব্ব, কনিষ্ঠাঙ্গুলীর মূলাদি তিনপর্ব্ব, অনামার অগ্রপর্ব্ব, মধ্যমার অগ্রপর্ব্ব, আর তর্জ্জনীর তিনপর্ব্ব এই দশপর্ব্বে অঙ্গুষ্ঠাগ্রপর্ব্বদ্বারা গায়ত্রী জপ করিতে হয়।) পরে বিসর্জ্জন করিবে, যথা—হে গায়ত্রিদেবি! আপনি মহেশ্বরের বদনকমল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ব্রহ্মার আদেশে বিষ্ণুর হৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছেন। অধুনা স্বেচ্ছানুসারে প্রস্থান করুন্। ২১। (এই মন্ত্র দ্বারা কিঞ্চিৎ জল দিয়া) "আমার এই জপ দ্বারা ভগবান্ আদিত্য ও শুক্রদেব প্রীতিলাভ করুন্" বলিয়া পুনরায় জল দিবে।) ২২।

অথ আত্মরক্ষাং কুর্য্যাৎ।

জাতবেদস ইত্যস্য কাশ্যপঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দোঽগ্নির্দেবতা আত্মরক্ষায়াং জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ জাতবেদসে সুনবাম সোমমরাতীয়তো নিদহাতি বেদঃ স নঃ পরিষদতি দুর্গাণি বিশ্বা নাবেব সিন্ধুং দুরিতাত্যগ্নিঃ॥ ২৩॥ (ইতি শিরসি রক্ষাং কুর্য্যাৎ।) ঋতমিত্যস্য কালাগ্নিরুদ্রঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দো রুদ্রো দেবতা রুদ্রোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলং ঊর্দ্ধলিঙ্গং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপং নমো নমঃ॥(কৃতাঞ্জলির্জ্জপেৎ)।২৪

ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ, ওঁ অদ্ভ্যো নমঃ, ওঁ বরুণায় নমঃ, ওঁ শিবায় নমঃ, ওঁ ঋষিভ্যো নমঃ, ওঁ দেবেভ্যো নমঃ, ওঁ বায়বে নমঃ, ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, ওঁ প্রজাপতয়ে নমঃ, ওঁ রুদ্রায় নমঃ,ওঁ সর্ব্বেভ্যো নমঃ, ওঁ দেবেভ্যো নমঃ॥ ২৫॥ (ইতি প্রত্যেকং জলাঞ্জলিং দত্ত্বা, সূর্য্যায় অর্ঘ্যং দদ্যাৎ।)

তৎপরে আত্মরক্ষার্থ মন্ত্র পাঠ করিবে। সযজ্ঞসূত্র বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দক্ষিণকর্ণপৃষ্ঠে সংযোজিত করত পড়িবে।—আত্মরক্ষার্থ মন্ত্রের ঋষি কশ্যপ, ত্রিষ্টুপ্ ইহার ছন্দঃ, অগ্নি ইহার দেবতা এবং আত্মরক্ষায় বিনিয়োগ। যে অগ্নি আমাদিগের অনিষ্টকারীগণকে ভস্মীভূত ও দেবতাকে বশ করেন, নৌকাযোগে নদীতরণবৎ যে অগ্নি দ্বারা দুর্গম বিশ্ব সমুত্তরণ করা যায়, আমরা সেই অগ্নির জন্য যজ্ঞ অনুসন্ধান করিব। ২৩। তৎপরে করপুটে প্রণাম করিবে, যথা—রুদ্রোপস্থানমন্ত্রের ঋষি কালাগ্নিরুদ্র, অনুষ্টুপ্ ইহার ছন্দঃ, দেবতা রুদ্র এবং রুদ্রোপস্থানে ইহার বিনিয়োগ। ঊর্দ্ধরেতা, ত্রিলোচন, বিশ্বময়, নীললোহিত পুরুষরূপ, নিত্য,সত্য পরব্রহ্মকে

ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে। জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে॥ ইদমর্ঘ্যং ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ॥ ২৬॥

(ইতি সূর্য্যায় অর্ঘ্যং দত্ত্বা।)

ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং। ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরং॥ ২৭॥ (ইতি প্রণমেৎ।)

(ততো বেদাদি-মন্ত্রচতুষ্টয়ং পঠেৎ।)

মধুচ্ছন্দঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ অগ্নির্দ্দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ। ওঁঅগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য বেদমৃত্বিজং হোতারং রত্নধাতমম্॥ যাজ্ঞবল্ক্যঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দো বায়ুর্দ্দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইষেত্বোর্জ্জেত্বা বায়বঃ স্থ দেবো বঃ সবিতা প্রাপয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে। গোতমঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্য দাতয়ে নিহোতা সৎসি বর্হিষি॥ পিপ্পলাদঋষিরুষ্ণিক্‌ছন্দো বরুণো দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ শন্নো দেবীরভীষ্টয়ে শন্নো ভবন্তু পীতয়ে শংযোরভিস্রবন্তু নঃ॥ (ইতি পঠেৎ) ॥২৮॥

ইতি সামবেদীয়সন্ধ্যা।

প্রণাম করি। ২৪। অনন্তর "ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রত্যেককে এক এক অঞ্জলি জল দিবে এবং যথামন্ত্রে সূর্য্যদেবকে অর্ঘ্য দিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিবে। তৎপরে মূলের লিখিত বেদাদি মন্ত্রচতুষ্টয় পড়িতে হয়। ২৫—২৮।

ইতি সামবেদীয়সন্ধ্যা।

অথ যজুর্ব্বেদীয়-সন্ধ্যাবিধিঃ।

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্। ইতি মন্ত্রেণ বিষ্ণুং স্মৃত্বা আচমনং কুর্য্যাৎ।

কালাতিপাতে গায়ত্রীং দশধা জপ্ত্বা আপোমার্জ্জনং কুর্য্যাৎ ॥১॥

অথ আপোমার্জ্জনং।

ওঁ শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ শমনঃ সন্তু নূপ্যাঃ শন্নঃ সমুদ্রিয়া আপঃ শমনঃ সন্তু কূপ্যাঃ ॥ ২ ॥ ওঁ দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ স্বিন্নঃ স্নাতো মলাদিব পূতং পবিত্রেণেবাজ্যমাপঃ শুন্ধন্তু মৈনসঃ ॥ ৩ ॥ ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন ঊর্জ্জে দধাতন মহে রণায় চক্ষসে। ওঁ যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ উশতীরিব মাতরঃ। তস্মা অরঙ্গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ আপো জনয়থা চ নঃ ॥ ৪ ॥ ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত,ততো রাত্র্যজায়ত, ততঃ সমুদ্রোঽর্ণবঃ, সমুদ্রাদর্ণবাদধিসম্বৎসরোঽজায়ত। অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়দ্দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথো স্বঃ ॥ ৫ ॥ (ইতি মার্জ্জনং।)

প্রথমতঃ "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ" প্রভৃতি মন্ত্রে বিষ্ণু স্মরণ করিয়া আচমন করিবে। সন্ধ্যাকাল বিগত হইলে দশবার গায়ত্রী জপ করিয়া সন্ধ্যারম্ভ করিবে। এইরূপে আচমন করিয়া আপোমর্জ্জন করিতে হয়। ১। "ওঁ শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে আপোমার্জ্জন করিবে। ২-৫। *

---

* মন্ত্রগুলির অর্থ সামবেদীয় সন্ধ্যায় লিখিত হইয়াছে। আপোমার্জ্জনের যেরূপ মন্ত্র মূলে লিখিত হইল, এতদ্ব্যতিরেকে গ্রন্থান্তরে কিঞ্চিৎ প্রভেদ দৃষ্ট হয় এবং অনেকেও তদনুরূপ

অথ প্রাণায়ামঃ। তত্র বদ্ধাঞ্জলিঃ।

ওঁকারস্য ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা, সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে বিনিয়োগঃ। সপ্তব্যাহৃতীনাং প্রজাপতিঋর্ষির্গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুব্‌বৃহতী-পঙ্‌ক্তিত্রিষ্টুব্‌জগত্যশ্ছন্দাংসি, অগ্নি-বায়ু সূর্য্য-বৃহস্পতীন্দ্র বিশ্বেদেবা দেবতাঃ, প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ। গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ, সবিতা দেবতা, প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ। ওঁ শিরসঃ প্রজাপতিঋর্ষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো, ব্রহ্মবায়ুগ্নিসূর্য্যাশ্চতস্রো দেবতাঃ, প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ॥ ৬॥

(ইত্যুক্ত্বা জলেন শিরো বেষ্টয়িত্বা, অঙ্গুষ্ঠেন দক্ষিণনাসাপুট ধৃত্বা, বামনাসাপুটেন বায়ুং পূরয়ন্, নাভিদেশে ব্রহ্মাণং ধ্যায়েৎ।

অনন্তর প্রাণায়াম।—করযোড়ে "ওঁ ঋকারস্য ব্রহ্মঋষি" ইত্যা পাঠ পূর্ব্বক জল দ্বারা মস্তক বেষ্টন করত দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষি নাসাপুট ধরিয়া বাম নাসা দ্বারা বায়ু পূরণ করত নাভিদেশে ব্রহ্মা ধ্যান করিবে। তিনি রক্তবর্ণ,অক্ষসূত্র ও কমণ্ডলুধারী, দ্বিভুজ ও

আচরণ করিয়া থাকেন, যথা—ওঁ দ্রুপদাদিব" এই মন্ত্রটি পাঠের পূর্ব্বে "ওঁ কোকিলো রাজপুত্র ঋষিরনুষ্টুপ ছন্দ আপো দেবত মার্জ্জনে সৌত্রামণ্যবভৃথে বিনিয়োগঃ॥" পাঠ করিবে। "ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ" মন্ত্র পাঠের পূর্ব্বে "ওঁ অঘমর্ষণঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দো ভাব-বৃত্তো দেবতা অশ্বমেধাবভৃথে বিনিয়োগঃ" পাঠ করিয়া নাসিকাগ্র দ্বারা জল আঘ্রাণ করিতে করিতে "ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ" ইত্যাদি পাঠ করিবে। তৎপরে আঘ্রাত জল ফেলিয়া দিয়া "ওঁ অন্ত-শ্চরসি ভূতেষু গুহায়াং বিশ্বতোমুখ। ত্বং যজ্ঞস্ত্বং বষট্‌কার আপোজ্যোতীরসোঽমৃতং" এইটী পড়িয়া আচমন করিতে হয়

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য, ধীমহি, ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ আপোজ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্মভূর্ভুবঃস্বরোম্। ওঁ রক্তবর্ণং, চতুর্ম্মুখং, দ্বিভুজং, অক্ষসূত্রকমণ্ডলুকরং, হংসাসনসমারূঢ়ং ব্রহ্মাণং ধ্যায়েৎ॥ (ততঃ অনামিকাকনিষ্ঠাভ্যাং বামনাসাপুটং ধৃত্বা, বায়ুং সংস্তম্ভয়ন্ হৃদি কেশবং ধ্যায়েৎ। ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং ওঁতৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং,ভর্গো দেবস্য, ধীমহি, ধিয়োঃ যো নঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ আপোজ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্মভূর্ভুবঃস্বরোম্॥ ওঁ নীলোৎপদলপ্রভং, চতুর্ভুজং শঙ্খচক্রগদাপদ্মহস্তং, গরুড়াসনসমারূঢ়ং কেশবং ধ্যায়েৎ। (ততোঽঙ্গুষ্ঠত্তোল্য,দক্ষিণনাসাপুটেন বায়ুং ত্যজন্, ললাটে শম্ভুং ধ্যায়েৎ।)

হংসবাহন। (এইরূপে নাভিদেশে ব্রহ্মার ধ্যান করিয়া) সূর্য্যদেবের ভূরাদি সপ্তলোকব্যাপী অত্যুত্তম জ্যোতি চিন্তা করি, সেই জ্যোতিঃ আমাদিগের মতিকে সত্যমার্গে প্রবর্ত্তিত করে। অপ্, জ্যোতিঃ, রস ও অমৃতরূপ ব্রহ্মা ভূরাদি লোকত্রয়ে বিরাজিত আছেন।

(তদনন্তর অনামা ও কনিষ্ঠা এই অঙ্গুলীদ্বয়-যোগে বামনাসাপুট ধরিয়া বায়ু স্তম্ভন করত হৃদয়ে কেশবের চিন্তা করিবে।) নীলোৎপলদলসন্নিভ, চতুর্হস্ত, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, গরুড়াসন জনার্দ্দন হৃদয় প্রদেশে বিরাজিত আছেন। (এইরূপে ধ্যান করত) পূর্ব্ববৎ মন্ত্র পাঠ করিবে।

(তৎপরে অঙ্গুষ্ঠ উত্তোলন পূর্ব্বক দক্ষিণনাসা দ্বারা বায়ু বিসর্জ্জন করিতে করিতে ললাটে শম্ভুর চিন্তা করিবে।) শুভ্রবর্ণ,

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং,ভর্গো দেবস্য,ধীমহি,ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ আপোজ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্মভূর্ভুবঃস্বরোম্। ওঁ শ্বেতং, দ্বিভুজং, ত্রিশূলডমরুকরমর্দ্ধচন্দ্রবিভূষিতং, ত্রিনেত্রং, বৃষভারূঢ়ং শম্ভুং ধ্যায়েৎ ॥ ৭ ॥ (ইতি প্রাণায়ামঃ।

ততঃ আচমনং।

প্রাতর্ম্মন্ত্রঃ।—ওঁ সূর্য্যশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাং, যদ্রাত্র্যা পাপমকার্ষং, মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না,অহস্তদবলুম্পতু, যৎ কিঞ্চিদ্দুরিতং ময়ি,ইদমহ-মাপোঽমৃতযোনৌ সূর্য্যে জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি স্বাহা ॥৮॥

মধ্যাহ্নাচমনমন্ত্রঃ।—ওঁ আপঃ পুনন্তু পৃথিবীং, পৃথ্বী পূতা পুনাতু

দ্বিভুজ, ত্রিশূল ও ডমরুধারী, চন্দ্রকলাবিরাজিত, ত্রিনেত্র, বৃষাসন শম্ভু ভাল-প্রদেশে বিরাজিত আছেন। (এইপ্রকার ধ্যানপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। ৭।

এই প্রকারে প্রাণায়াম করিয়া আচমন করিবে। প্রাতঃ কালীন মন্ত্র যথা—সূর্য্য, যজ্ঞ ও ইন্দ্রাদি সুরগণ আমাকে অসমাহিত যজ্ঞজন্য পাতক হইতে উদ্ধার করুন্। আমি রাত্রি যোগে মন, বাক্য, হস্ত, পদ, উদর ও শিশ্ন দ্বারা যে সকল পাত কের অনুষ্ঠান করিয়াছি, দিবা তাহা বিনাশ করুন্। এতদ্ব্যতি-রেকে আমাতে অন্য যে কোন পাতক আছে, আমি এই জলরূপ সেই পাপ হৃৎপদ্মস্থ স্বপ্রকাশস্বরূপ সূর্য্যজ্যোতিতে হোম করি উহা সুসম্পন্ন হউক্। ৮।

মধ্যাহ্নাচমনমন্ত্র।—জল মদীয় পার্থিব দেহকে ও জ্ঞানাশ্রয়

মাং, পুনন্তু ব্রহ্মণঃ পতিং, ব্রহ্ম পূতা পুনাতু মাং, যদুচ্ছিষ্টমভোজ্যঞ্চ যদ্বা দুশ্চরিতং মম, সর্ব্বং পুনন্তু মামাপোঽসতাঞ্চ প্রতিগ্রহং স্বাহা॥ ৯ ॥

সায়াহ্নে আচমনমন্ত্রঃ।—ওঁ অগ্নিশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাং, যদহ্না পাপমকার্ষং, মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না, অহস্তদবলুম্পতু, যৎ কিঞ্চিদ্দুরিতং ময়ি, ইদমহ-মাপোঽমৃত-যোনৌ সত্যে জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি স্বাহা॥ ১০ ॥

(ইতি মন্ত্রেণ জলগণ্ডূষত্রয়ং পীত্বা যথাবিধি পুনর্ম্মার্জ্জনং কুর্য্যাৎ।)

ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন উর্জ্জে দধাতন মহে রণায় চক্ষসে।

পরমাত্মাকে পবিত্র করুন্। দেহ পবিত্র হইয়া আত্মাকে বিশুদ্ধ করুন্। ব্রহ্ম পূত হইয়া এইরূপ দেহশুদ্ধি দ্বারা উচ্ছিষ্ট, অভোজ্য অসদনুষ্ঠান ও অগ্রাহ্য-গ্রহণজন্য পাতকরাশি বিনাশ করুন, এই আচমনরূপ হোম সুসিদ্ধ হউক্। ৯।

সায়াহ্নাচমনমন্ত্র।—অগ্নি, যজ্ঞ ও ইন্দ্রপ্রমুখ অমরগণ আমাকে অসাঙ্গ যজ্ঞজনিত পাতক হইতে উত্তীর্ণ করুন্। আমি দিবাতে বাক্য, মন, কর, পদ, জঠর ও শিশ্ন দ্বারা যে সকল পাপ করিয়াছি, নিশা তাহা বিদূরিত করিয়া দিউন্। এতদ্ভিন্ন আমাতে আর যে কিছু পাপ বিদ্যমান আছে, আমি এই সলিলরূপ সেই পাতক সত্যজ্যোতিস্বরূপ পরমাত্মাতে হোম করি, উহা সুসিদ্ধ হউক্। ১০। (এই প্রকারে তিন গণ্ডূষ জলপান করিয়া বিধানে আচমন করতঃ পুনর্ম্মার্জ্জন করিবে।)

হে জল! তোমরা অতীব সুখপ্রদ; সুতরাং তোমরা ইহলোক

ওঁ যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ উশতীরিব মাতরঃ। ওঁ তস্মা অরঙ্গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ আপো জনয়থা চ নঃ॥ ১১॥

অথ অঘমর্ষণং।

(জলগণ্ডূষং নাসিকায়ামারোপ্য অঘমর্ষণং কুর্য্যাৎ।)

ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত, ততো রাত্র্যজায়ত, সমুদ্রোঽর্ণবঃ, সমুদ্রাদর্ণবাদধিসম্বৎসরোঽজায়ত, অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়দ্দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথো স্বঃ॥ ১২॥ (ইতি পঠিত্বা বামনাসয়া বায়ুমাকৃষ্য দক্ষিণনাসয়া কৃষ্ণবর্ণপাপপুরুষেণ সহ তদ্বায়ুং নিঃসার্য্য

আমাদিদিগের জন্য অন্নবিধান করিয়া দিও। তোমরা পরলোকে আমাদিগের সহিত পরমসুন্দর পরব্রহ্মের সংযোজনা করিয়া দিও। হে বারি! জননী যেমন সন্তানের হিতৈষিণী, তদ্রূপ তোমরাও হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া ইহলোকে আমাদিগকে মঙ্গলজনক স্বীয় রসের ভাগী করিও। হে জল! যে রস দ্বারা তোমরা অখিল জগতের প্রীতি বিধান কর, আমরা যেন সেই রসে যার পর নাই তৃপ্তি লাভ করি। ১১।

তৎপরে অঘমর্ষণ করিবে।—নাসিকাতে জলগণ্ডুষ আরোপণ পূর্ব্বক "ওঁ ঋতঞ্চ' ইত্যাদি মন্ত্রে অঘমর্ষণ করিতে হয়। ১২। (উক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া বাম নাসাপুট দ্বারা বায়ু আকর্ষণ পূর্ব্বক কৃষ্ণবর্ণ পাপপুরুষের সহিত সেই বায়ুকে দক্ষিণনাসাপুট দ্বারা নিষ্ক্রান্ত করত কল্পিত শিলারূপ বামকরতলে ফেলিবে। এই

কল্পিতশিলারূপে বামহস্ততলে নিক্ষিপেৎ। ইত্থবেম বারত্রয়ং কুর্য্যাৎ। ততো গায়ত্র্যা জলাঞ্জলিত্রয়ং সূর্য্যায় দদ্যাৎ) ॥ ১৩ ॥

সূর্য্যোপস্থানং।

ওঁ উদুত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ, দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যং ॥ ১৪ ॥ ওঁ চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্ম্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেরাপ্রাদ্যাবা পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষং সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ ॥ ১৫ ॥ ওঁ তচ্চক্ষুর্দ্দেবহিতং পুরস্তাচ্ছুক্রমুচ্চরৎ,পশ্যেম শরদঃ শতং,জীবেম শরদঃ শতং, শৃণুয়াম শরদঃ শতং ॥ (ততঃ কৃতাঞ্জলিঃ।) ওঁ তেজোঽসি, শুক্রমস্যমৃতমসি, ধামনামাসি। প্রিয়ন্দেবানামনাধৃষ্টং

প্রকার তিনবার করিতে হয়। পরে গায়ত্রী পাঠ করিয়া সূর্য্যদেবকে তিন অঞ্জলি জল দিয়া সূর্য্যোপস্থান করিবে)। ১৩।

সূর্য্যোপস্থান।—"ওঁ উদুত্যং" ইত্যাদি মন্ত্রে সূর্য্যোপস্থান করিতে হয়। ১৪-১৫। * তৎপরে "ওঁ তেজোসি শুক্রমসি"

---

* যজুর্ব্বেদীয় সূর্য্যোপস্থানে যে মন্ত্র লিখিত হইল, কোন কোন গ্রন্থে এবং কোন কোন প্রাচীন পণ্ডিতের মতে নিম্নলিখিত অতিরিক্ত মন্ত্রও দৃষ্ট হয়; যথা—

"ওঁ প্রস্কন্নঋষিঃ সূর্য্যো দেবতা অনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ সৌত্রামণ্যবভৃথে সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ উদ্বয়ং তমসঃ পরিস্বঃ পশ্যন্ত উত্তরং দেবং দেবত্রাঃ, সূর্য্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তমং। সূর্য্যঋষিঃ সূর্য্যো দেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বয়ম্ভূরসি শ্রেষ্ঠো রশ্মির্ব্বর্চ্চোদা অসি বর্চ্চো মে দেহি। ওঁ আকৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যঞ্চ হিরণ্ময়েন সবিতা রথেন দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্ ॥

দেবযজনম্। ওঁ আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি। গায়ত্রি ছন্দসাং মাতর্ব্রহ্মযোনি নমোহস্তু তে ॥ ১৬॥ (ইত্যাবাহয়েৎ।)

ততঃ ঋষ্যাদিন্যসং, ষড়ঙ্গন্যাসং, দিগ্বন্ধনং কুর্য্যাৎ।

ওঁ হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ ভূঃশিরসে স্বাহা, ওঁ ভুবঃ শিখায়ৈ বষট্, ওঁ স্বঃ কবচায় হুং, ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্, ইত্যঙ্গন্যাসং কৃত্বা কূর্ম্মমুদ্রাং বদ্ধা ধ্যায়েৎ।

প্রাতর্ধ্যানং যথা।—ওঁ প্রাতর্গায়ত্রী রবিমণ্ডলমধ্যস্থা, রক্তবর্ণা, দ্বিভুজা, অক্ষসূত্রকমণ্ডলুধরা, হংসাসনমারূঢ়া, ব্রহ্মাণী, ব্রহ্মদৈবত্যা ঋগ্বেদোদাহৃতা, ধ্যেয়া ॥ ১৭ ॥

মধ্যাহ্নধ্যানং যথা।—ওঁ মধ্যাহ্নে সাবিত্রী রবিমণ্ডলমধ্যস্থা, কৃষ্ণবর্ণা, চতুর্ভুজা, ত্রিনেত্রা, শঙ্খচক্রগদাপদ্মহস্তা, যুবতী, গরুড়ারূঢ়া, বৈষ্ণবী, বিষ্ণুদৈবত্যা, যজুর্ব্বেদোদাহৃতা ধ্যেয়া ॥ ১৮ ॥

সায়াহ্নধ্যানং যথা।—ওঁ সায়াহ্নে সরস্বতী রবিমণ্ডলমধ্যস্থা, শুক্লবর্ণা, দ্বিভুজা, ত্রিশূলডমরুকরা, বৃষভাসনমারূঢ়া, বৃদ্ধা, রুদ্রাণী, রুদ্রদৈবত্যা সামবেদোদাহৃতা ধ্যেয়া ॥ ১৯ ॥

(এবং প্রাতরাদিকালভেদেন যথাক্রমং গায়ত্রীং সাবিত্রীং সর-

ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া গায়ত্রীর আবাহন করিবে। ১৬। এইরূপে গায়ত্রীর আবাহন পূর্ব্বক মূলের লিখিত "ওঁ হৃদয়ায় নমঃ" ইত্যাদি নিয়মে ঋষ্যাদিন্যাস, ষড়ঙ্গন্যাস, দিগ্বন্ধন প্রভৃতি সম্পাদন করত কূর্ম্মমুদ্রাযোগে ধ্যান করিবে। প্রাতর্ধ্যান, মধ্যাহ্নধ্যান ও সায়াহ্নধ্যান মূলেই লিখিত আছে। ১৭—১৯। (এই প্রকারে প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যা-

স্বতীং ধ্যায়ন্ ঊর্দ্ধস্তিষ্ঠন্ প্রাতরূর্দ্ধোত্তানকরৌ,মধ্যাহ্নে তথা তিষ্ঠন্, তির্য্যক্‌করৌ, সায়মুপবিষ্টোঽধোমুখৌ করৌ কৃত্বা, অনামিকামধ্য-মূলাদিপর্ব্ব-ত্রয়ানামিকাগ্রপর্ব্বমধ্যমাগ্রপর্ব্ব-তর্জ্জন্যগ্রাদি-পর্ব্বত্রয়রূপ-দশপর্ব্বসু অঙ্গুষ্ঠাগ্রপর্ব্বযোগেন।)

ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য, ধীমহি, ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওম্।

(ইতি দশধা জপ্ত্বা সমর্থশ্চেৎ শতধা সহস্রধা বাপি জপং

কালে ক্রমান্বয়ে গায়ত্রী, সাবিত্রী ও সরস্বতীর ধ্যান করিবে। প্রাতে ঊর্দ্ধভাবে থাকিয়া হস্তযুগল ঊর্দ্ধোত্তান, মধ্যাহ্নে উক্তভাবে থাকিয়া হস্তদ্বয় তির্য্যক্‌গত এবং সায়াহ্নে উপবিষ্ট হইয়া হস্ত-দ্বয়কে অধোমুখ করত অনামার মধ্যপর্ব্ব, মূলপর্ব্ব, কনিষ্ঠার মূলাদি তিন পর্ব্ব, অনামার অগ্রপর্ব্ব, মধ্যমার অগ্রপর্ব্ব, আর তর্জ্জনীর অগ্রাদি তিন পর্ব্ব, এই দশ পর্ব্বে অঙ্গুষ্ঠাগ্রপর্ব্বযোগে দশধা, সক্ষম হইল একশত বা সহস্রবার গায়ত্রী জপ করিবে।) *

---

* কোন কোন পদ্ধতিতে আবাহনের মন্ত্র এইরূপ আছে, যথা—ওঁ শ্বেতবর্ণা সমুদ্দিষ্টা কাষায়বসনা তথা। অক্ষসূত্রধরা দেবী পদ্মাসনগতা শুভা। আদিত্যমণ্ডলান্তস্থা ব্রহ্মলোক-স্থিতাথবা। শ্বৈতৈর্বিলেপনৈঃ পুষ্পৈরলঙ্কারৈশ্চ ভূষিতা॥ ওঁ তেজোসীত্যস্য দেবা ঋষয়ো গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শুক্রং দৈবতং গায়ত্র্যা-বাহনে বিনিয়োগঃ। ওঁ তেজোঽসি শুক্রমস্যমৃতমসি ধামনামাসি প্রিয়ং দেবানামনাধৃষ্টং দেবযজনং দেবযজনমসি। গায়ত্র্যস্যেকপদী দ্বিপদী ত্রিপদী চতুষ্পদ্যপদসি নহি পদ্যসে। ওঁ নমস্তে তুরীয়ায় দর্শতায় পরায় পরোরজসেঽসাবদোমাপ্রাপৎ॥

কৃত্বা, ওঁ উত্তরে শিখরে জাতা ভূম্যাং পর্ব্বতবাসিনি। ব্রহ্মণা সমস্তুজ্ঞাতা গচ্ছ দেবি যথেচ্ছয়া। (ইতি মন্ত্রেণ জপং সমর্পয়েৎ) ॥২০॥

(মৃতপিতৃকঃ অস্মিন্নেব সময়ে পিতৃতর্পণং কুর্য্যাৎ।)

ততঃ সূর্য্যায় অর্ঘ্যং দদ্যাৎ।

ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে, জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে, এষোঽর্ঘ্যঃ ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ ॥ ২১ ॥

ইতি সূর্য্যায় অর্ঘ্যং দত্ত্বা।—ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং। ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরং ॥২২॥ (ইতি প্রণমেৎ। ততো বেদাদি-মন্ত্রচতুষ্টয়ং পঠেৎ।)

অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য বেদমৃত্বিজং হোতারং রত্নধাতমম্। ওঁ ইষেত্বোর্জ্জেত্বা বায়ব স্থঃ দেবো বঃ সবিতা পাপয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে। অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে

তৎপরে "ওঁ উত্তরে শিখরে জাতা" ইত্যাদি মন্ত্রে বিসর্জ্জন করিবে। ২০। (মৃতপিতৃক ব্যক্তির পক্ষে এই সময়েই পিতৃতর্পণ করা বিধেয়।) তদনন্তর "ওঁ নমো বিবস্বতে" * ইত্যাদি

---

* কোন কোন পদ্ধতিতে সূর্য্যার্ঘ্যপ্রদানের পূর্ব্বে নিম্নলিখিত মন্ত্রসমূহ উচ্চারণ পূর্ব্বক এক একবার জল দিবার নিয়ম আছে, যথা—"ওঁ নমো দিগভ্যঃ, ওঁ নমো দিগ্‌দেবতাভ্যঃ, ওঁ নমো ব্রহ্মণে, ওঁ নমঃ পৃথিব্যৈ, ওঁ নম ওষধিভ্যঃ, ওঁ নমোঽগ্নয়ে, ওঁ নমো বাচে, ওঁ নমো বাচস্পতয়ে, ওঁ নমো বিষ্ণবে, ওঁ নমো মহতে, ওঁ নমোঽদ্ভ্যঃ, ওঁ নমোঽপাং পতয়ে, ওঁ নমো বরুণায় ॥

নিহোতা সৎসি বর্হিষি। ওঁ শন্নো দেবীরভীষ্টয়ে আপো ভবন্তু পীতয়ে শংযোরভিস্রবন্তু নঃ॥ (ইতি পঠেৎ)॥ ২৩॥

ইতি যজুর্ব্বেদীয়সন্ধ্যা॥

মন্ত্রে সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান ও "জবাকুসুমসঙ্কাশং" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রণাম করিয়া * বেদাদি মন্ত্রচতুষ্টয় পাঠ করিবে॥ ২২-২৩।

ইতি যজুর্ব্বেদীয়-সন্ধ্যা।

---

* কোন কোন পদ্ধতিতে "জবাকুসুমসঙ্কাশং" এই মন্ত্রটী পাঠের পূর্ব্বে আর একটী প্রণামমন্ত্র উচ্চারণের উল্লেখ দেখা যায়, যথা—"ওঁ নমঃ সবিত্রে জগদেকচক্ষুষে, জগৎপ্রসূতিস্থিতিনাশ-হেতবে। ত্রয়ীময়ায় ত্রিগুণাত্মধারিণে, বিরিঞ্চিনারায়ণশঙ্করাত্মনে নমঃ॥"

অথ ঋগ্বেদীয়-সন্ধ্যাবিধিঃ ।*

ওম্ তৎসৎ ।

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ, দিবীব চক্ষুরাততম্। (ইতি মন্ত্রেণ বিষ্ণুং স্মৃত্বা যথাবিধি আচমনং কুর্য্যাৎ। কালাতিপাতে দশধা গায়ত্রীজপরূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়ং। ১।)

ওঁকারস্য ব্রহ্মঋষিরগ্নির্দ্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সন্ধ্যাকর্ম্মণি সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে বিনিয়োগঃ। সপ্তব্যাহৃতীনাং প্রজাপতির্ঋষিরগ্নির্ব্বায়ুরাদিত্যো বরুণো বৃহস্পতিরিন্দ্রো বিশ্বেদেবা দেবতা গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুপবৃহতীপংক্তি-জগত্যশ্ছন্দাংসি অনাদিষ্টোপনয়নে প্রাণায়ামে প্রায়শ্চিত্তে বিনিয়োগঃ। শিরসঃ প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো ব্রহ্মাগ্নিবায়ু-সূর্য্যা দেবতাঃ প্রাণায়ামে প্রায়শ্চিত্তে বিনিয়োগঃ। গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্রঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা প্রাণায়ামে প্রায়শ্চিত্তে বিনিয়োগঃ ॥ ২ ॥

(ইতি পঠিত্বা,জলেন শিরো বেষ্টয়িত্বা, অঙ্গুষ্ঠেন দক্ষিণনাসাপুটং ধৃত্বা, বামনাসায়াং বায়ুং পূরয়ন্, নাভিদেশে ব্রহ্মাণং ধ্যায়েৎ ।) ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য, ধীমহি, ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোয়দয়াৎ ওম্। ওঁ আপোজ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃস্বরোম্। ওঁ রক্ত-

---

* সামবেদীয়-সন্ধ্যাতেই মন্ত্রের অর্থ পরিষ্কার লিখিত হইয়াছে বিধায় বাহুল্যভয়ে ঋগ্বেদীয়-সন্ধ্যার অর্থ লিখিত হইল না; পরন্তু। যদিও মন্ত্রের মধ্যে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে, তথাপি অর্থ সুগম।

বর্ণং, চতুর্ম্মুখং, দ্বিভুজং, অক্ষসূত্রকমণ্ডলুকরং, হংসারূঢ়ং ব্রহ্মাণং ধ্যায়েৎ ॥ ৩ ॥

(ততঃ কনিষ্ঠানামিকাভ্যাং বামনাসাপুটং ধৃত্বা, বায়ুং কুম্ভয়ন্, হৃদি কেশবং ধ্যায়েৎ।) ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য, ধীমহি, ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওম্। ওঁ আপোজ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্মভূর্ভুবঃ স্বরোম্। ওঁ নীলোৎপলদলপ্রভং, চতুর্ভুজং, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধরং, গরুড়ারূঢ়ং কেশবং ধ্যায়েৎ ॥ ৪ ॥

(ততো বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠমুত্তোল্য,দক্ষিণনাসাপুটেন বায়ুং রেচয়ন্, শম্ভুং ধ্যায়েৎ।) ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য, ধীমহি, ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওম্। ওঁ আপোজ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্মভূর্ভুবঃস্বরোম্। ওঁ শ্বেতবর্ণং, দ্বিভুজং, ত্রিশূলডমরুকরমর্দ্ধচন্দ্রবিভূষিতং, ত্রিনেত্রং, বৃষভস্থং শম্ভুং ধ্যায়েৎ ॥ (ইতি প্রাণায়ামঃ) ॥ ৫ ॥

অথ আচমনং।

তত্র প্রাতর্ম্মন্ত্রঃ।—সূর্য্যশ্চ মেতি মন্ত্রস্য নারায়ণঋষিঃ সূর্য্যো দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ আচমনে বিনিয়োগঃ। ওঁ সূর্য্যশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাং, যদ্রাত্র্যা পাপমকার্ষং, মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না, অহস্তদবলুম্পতু, যৎ কিঞ্চিদ্দুরিতং ময়ি ইদমহমাপোঽমৃতযোনৌ সূর্য্যে জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি স্বাহা ॥ ৬ ॥

মধ্যাহ্নাচমনমন্ত্রঃ।—আপঃ পুনন্ত্বিতি পূতঋষিঃ পৃথ্বী দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ আচমনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আপঃ পুনন্তু পৃথিবীং

পৃথ্বী পূতা পুনাতু মাং। যদুচ্ছিষ্টমভোজ্যঞ্চ যদ্বা দুশ্চরিতং মম। সর্ব্বং পুনন্তু মামাপোহসতাঞ্চ প্রতিগ্রহং স্বাহা॥ ৭॥

সায়াহ্নে আচমনমন্ত্রঃ।—অগ্নিশ্চ মেতি মন্ত্রস্য নারায়ণঋষি- রগ্নির্দ্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ আচমনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নিশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাং, যদহ্ন পাপমকার্ষং, মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না, রাত্রিস্ত দবলুম্পতু, যৎকিঞ্চিদ্দুরিতং ময়ি ইদমহংমাপোহমৃতযোনৌ সতে জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি স্বাহা॥ ৮॥ (ইত্যনেন জল গণ্ডূষত্রয়ং পীত্বা যথাবিধি আচমনং কুর্য্যাৎ।)

তেতো মার্জ্জনং।

আপো হি ষ্ঠেতি সিন্ধুদ্বীপঋষিরাপো দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দ পঞ্চমী বর্দ্ধমানা সপ্তমী প্রতিষ্ঠা অষ্টম্যাদ্যনুষ্টুপ্‌ছন্দো মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ॥ ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়ো ভুবস্তা ন উর্জ্জে দধাতন মহে রণায় চক্ষসে॥ ওঁ যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ উশতী রিব মাতরঃ। ওঁ তস্মা অরঙ্গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ আপো জনয়থা চ নঃ। ওঁ শন্নো দেবীরভীষ্টয়ে আপো ভবন্তু পীতয়ে শং যোরভিস্রবন্তু নঃ। ওঁ ঈশানা বার্য্যাণাং ক্ষয়ন্তীশ্চর্ষণীনাং আপো যাচামি ভেষজং অপ্সু মে সোমোঽব্রবীদন্তি বিশ্বানি ভেষজ অগ্নিঞ্চ বিশ্বশম্ভুবং আপঃ প্রণীত ভেষজং বরূথং তন্মে মম জ্যোক্‌চ সূর্য্যং দৃশে। ওঁ ইদমাপঃ প্রবহত যৎকিঞ্চিদ্দুরিতং ময়ি যদ্বাহমভিদুদ্রোহ যদ্বা শেপ উতানৃতং আপোঽদ্যান্বচারিষং রসেন সমগস্মহি পয়স্বানগ্ন আগহি তন্মা সংসৃজ বর্চ্চসা সহস্রর্বল্‌শস্তুদকে দিবা নক্তঞ্চ সহস্রর্ষের্ব্বরেণ্যং ক্রতুরহমা দেবীরবসে হুবে। (ইতি আপোমার্জ্জনং কুর্য্যাৎ॥ ৯॥)

অথ অঘমর্ষণং।

(দক্ষিণহস্তে জলং গৃহীত্বা।) ঋতমিত্যঘমর্ষণঋষির্ভাববৃত্তো দেবতা অনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ অশ্বমেধাবভৃথে অঘমর্ষণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত, ততো রাত্র্যজায়ত, ততঃ সমুদ্রোঽর্ণবঃ, সমুদ্রাদর্ণবাদধিসম্বৎসরোঽজায়ত, অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়-দ্দিবঞ্চ পৃথিবীং চান্তরীক্ষমথো স্বঃ॥ ১০॥

(ইতি পঠিত্বা, বামনাসয়া বায়ুমাকৃষ্য, দক্ষিণনাসয়া কৃষ্ণবর্ণপাপ-পুরুষেণ সহ গৃহীতজলে তদ্বায়ুং নিঃসার্য্য, কল্পিতশিলারূপে বাম-হস্ততলে নিক্ষিপেৎ। ইত্থমেব বারত্রয়ং কুর্য্যাৎ। ততো গায়ত্র্যা জলাঞ্জলিত্রয়ং দত্ত্বা, সূর্য্যোপস্থানং কুর্য্যাৎ।)

যথা প্রাতঃ।—চিত্রং দেবনামিতি কুৎসঋষিঃ সূর্য্যো দেবতাঽ-নুষ্টুপ্‌ছন্দঃ সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ চিত্রন্দেবানামুদ-গাদনীকং চক্ষুর্ম্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেরাপ্রাদ্যাবা পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষং সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ। ওঁ সূর্য্যো দেবীমুষসং রোচমানা মর্য্যোনয়েষামভ্যেতি পশ্চাদ্ যত্রানরো দেবয়ন্ যো যুগানি বিতন্বতে প্রতিভদ্রায় ভদ্রং ভদ্রা অশ্বা হরিতস্বধঃস্থাঃ সূর্যস্য চিত্রা এতগবা অনুমদ্যাসন্ নমঃ সন্তো দিবঃ আলপৃষ্ঠে স্বস্থোয়ন্তি সদ্যস্তৎ সূর্য্যস্য দেবত্বং তন্মোহিত্বং মধ্যাকর্ত্তোর্ব্বিদধবম্‌সঞ্জধারং যদেতদ্রুক্তং হরিতঃ স্বধঃস্থাদ্দত্রিবাসস্তনুতেঽতিমস্মৈ তন্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নের-ভিচক্ষে সূর্য্যো রূপং বৃণুতে দ্যৌ রূপস্থে অনন্তমন্যদ্ শদস্যপাজঃ কৃষ্ণমন্যদ্ধরিতঃ সম্ভবন্তি আদ্যা দেবা অদীতা সূর্য্যস্য নিরংহসঃ প্রপৃতা নিরবদ্যাৎ তন্নো মৈত্রাবরুণো মাম হন্তা মদেতি সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ॥ ১১॥

মধ্যাহ্নে।—উদুত্যমিতি প্রস্কন্নঋষিঃ সূর্য্যো দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ উদুত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যং। অপত্যেতায় বো যথা। নক্ষত্রা যান্তক্তুভিঃ বিশ্বচক্ষুষে অদৃশ্রমস্য কেতবো বীবশ্বযোজনাং অনুভ্রাজন্তো অগ্নয়ো যথা তরণিঃ বিশ্বদর্শদো জ্যোতিষ্কৃদসি সূর্য্য বিশ্বমাভাসি রোচনং প্রত্যঙ্ বিশ্বং স্বর্দৃশ বিধঃ প্রত্যঙ্দিশি মানুষান্ প্রত্যঙ্ বিশ্বং স্বদৃশে যেনাপাবকচক্ষুষা হিরণ্যত্বং বরুণং পশ্যসি বিদ্যামেষিহামিমানো অযুক্তভিঃ পশ্যন্ জন্মানি সূর্য্য সপ্তত্বা হরিতো রথেন অথো হারিদ্রমে সুমে হবিমানং নিদধ্যাসি রোপণাকাসু দধ্যাসি উদগাদয় আদিত্যা বিশ্বেন যশসা সহ দ্বিষন্তং মহ্যং বন্দয়েন্মোহং দ্বিষতেরধঃ॥ ১২॥

সায়াহ্নে।—আকৃষ্ণেনেতি হিরণ্যস্তূপঋষিঃ সবিতা দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ আকৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যঞ্চ হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্॥ মোসু বরুণেতি বশিষ্ঠঋষির্ব্বরুণো দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ সোসু বরুণো মৃণ্ময়ং গৃহং রাজন্নহং গমং মৃলাসু ক্ষেত্রমৃলয় যাদোমে প্রস্ফুরন্নিব ধাতা অদ্রিব ক্বত্যং সমূহ দীনতা প্রদীপ ধৃতিনো জগমাসুরে ক্ষত্রমৃড়য় অপাং মধ্যে তস্থিবাংসং কৃষ্ণাবিজ্জরিতারং মৃলাসু ক্ষত্রমৃড়য় যৎ কিঞ্চেদং বরুণং জনোহভিদ্রোহমুতঃ সঙ্গশ্চরমেসি অচিত্তীয়ন্তব ধর্ম্মায়ুযোহপি সমানস্তস্মাদেনসো দেব রিরীষঃ॥১৩॥

ততো ধ্যানং।

প্রাতঃ।—হংসোপরি পদ্মাসনস্থাং, চতুর্ম্মুখীং, রক্তবর্ণাং, দ্বিভুজাং, ব্রহ্মণঃ সদৃশরূপাং, ব্রহ্মাণীং ধ্যায়েৎ॥ ১৪॥

মধ্যাহ্নে।—কৃষ্ণাং, চতুর্ভুজাং, শঙ্খচক্রগদাপদ্মাধরাং, বিষ্ণোঃ সদৃশরূপাং, সাবিত্রীং ধ্যায়েৎ। ১৫ ॥

সায়াহ্নে।—শুক্লাং, বৃষারূঢ়াং, ত্রিশূলডমরুকরামর্দ্ধচন্দ্রবিভূষিতাং, বৃষভস্থাং, শম্ভোঃ সদৃশরূপাং, সরস্বতীং ধ্যায়েৎ ॥ ১৬ ॥

ততো ঋষ্যাদিন্যাসঃ।

গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্রঋষিঃ সবিতা দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ দশধা শতধা সহস্রধা বা গায়ত্রীজপে বিনিয়োগঃ ॥ ১৭ ॥

শিরসি বিশ্বামিত্রঋষয়ে নমঃ, মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি সবিত্রে দেবতায়ৈ নমঃ। (ইতি ন্যস্য আবাহনং কুর্য্যাৎ।) যথা—

ওঁ আয়াহি বরদে দেবি জপে মে সন্নিধীভব। গায়ন্তং ত্রায়সে যস্মাদ্ গায়ত্রী ত্বমতঃ স্মৃতা। ওঁ আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি। গায়ত্রি ছন্দসাং মাতর্ব্রহ্মযোনি নমোঽস্তু তে ॥ ১৮ ॥

মধ্যাহ্নে বিশেষঃ।

ওঁ তেজোঽসি, সহসি, বলমসি, ভ্রাজোঽসি, বেদানাং ধামনামাসি, বিশ্বমসি, বিশ্বায়ুঃ সর্ব্বমসি, সর্ব্বায়ুরসি ভুবম্ গায়ত্র্যামাবাহয়ামি ॥ ১৯ ॥

ততোঽঙ্গন্যাসঃ।

ওঁ ভূঃ হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ ভুবঃ শিরসে স্বাহা, ওঁ স্বঃ শিখায়ৈ বষট্, ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং কবচায় হুং, ওঁ ভর্গো দেবস্য ধীমহি নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ওঁ ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওম্ অস্ত্রায় ফট্॥ (ইতি ষড়ঙ্গন্যাসং কৃত্বা যথাশক্তি গায়ত্রীং জপেৎ) ॥ ২০ ॥

(মৃতপিতৃকঃ অস্মিন্নেব সময়ে পিতৃতর্পণং কুর্য্যাৎ।)

ততো জপং সমর্পয়েৎ। যথা—

ওঁ উত্তরে শিখরে জাতে ভূম্যাং পর্ব্বতবাসিনি। ব্রহ্মণা সমনুজ্ঞাতা গচ্ছ দেবি যথেচ্ছয়া॥ ২১॥

(ইতি প্রাতঃ সায়াহ্নে জলেন গোযোনিমুদ্রয়া জপং সমর্পয়েৎ।) মধ্যাহ্নে বিশেষঃ।

ওঁ মহার্ণবঃ সরতো প্রচেতয়তি কেতনঃ। ধিয়ো বিশ্বা বিরাজতি। (ইতি বিসর্জ্জয়েৎ)॥ ২২॥

ততঃ আত্মরক্ষা।

কাশ্যপঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা আত্মরক্ষায়াং জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ জাতবেদসে সুনবাম সোমমরাতীয়তো নিদহাতি দেবঃ স নঃ পরিষদতি দুর্গাণি বিশ্বা নাবেব সিন্ধুং দুরিতাত্যগ্নিঃ। (ইত্যনেন অঙ্গুষ্ঠেন কর্ণমূলং স্পৃশন্ আত্মরক্ষাং কুর্য্যাৎ)॥ ২৩॥

ততঃ সূর্য্যায় অর্ঘ্যং দদ্যাৎ। জলাঞ্জলিং গৃহীত্বা, ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে, জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে। এহি সূর্য্য সহস্রাংশো তেজোরাশে জগৎপতে। অনুকম্পয় মাং নিত্যং গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর। ওঁ হংসঃ শুচিঃ সদ্বসুরন্তরীক্ষং সদ্ধোতা দেবীসদ তিথির্দুরোনসদবসদৃতসদ্বজা গোজা ঋতজা আদিজা ঋতং বৃহৎ। ইদমর্ঘ্যং নমো ভগবতে শ্রীসূর্য্যায় নমঃ। ইত্যনেন জলাঞ্জলিনা সূর্য্যায় অর্ঘ্যং দত্ত্বা, নমস্কারং কুর্য্যাৎ॥ ২৪॥

ওঁ নমঃ সবিত্রে জগদেকচক্ষুষে জগৎপ্রসূতিস্থিতিনাশহেতবে। ত্রয়ীময়ায় ত্রিগুণাত্মধারিণে বিরিঞ্চিনারায়ণশঙ্করাত্মনে নমঃ। ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং। ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরং। (ইত্যনেন নমস্কুর্য্যাৎ॥ ২৫॥)

ততো বেদাদি-মন্ত্রচতুষ্টয়ং পঠেৎ।

মধুচ্ছন্দঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ অগ্নির্দ্দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং হোতারং রত্ন-ধাতমম্॥ যাজ্ঞবল্ক্যঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ছন্দো বায়ুর্দ্দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইষেত্বোর্জ্জেত্বা বায়বঃ স্থ দেবো বঃ সবিতা প্রাপয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে। গোতমঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে নিহোতা সৎসি বহর্ষি॥ পিপ্পলাদঋষি-রুষ্ণিক্ছন্দো বরুণো দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ শন্নো দেবীরভীষ্টয়ে শন্নো ভবন্তু পীতয়ে শংযোরভিস্রবন্ত নঃ॥ ইতি পঠেৎ॥ ২৬॥

ইতি ঋগ্বেদীয় সন্ধ্যাবিধিঃ।

অথ গায়ত্রী-কবচং॥ *

ওঁ গায়ত্রী পূর্ব্বতঃ পাতু সাবিত্রী পাতু দক্ষিণে। ব্রহ্মসন্ধ্যা তু মে পশ্চাদুত্তরে তু সরস্বতী। পাবকী মে দিশং পাতু পাবকী

---

* গায়ত্রীর কবচ ও শাপোদ্ধার না জানিয়া গায়ত্রী জপ বিফল, সুতরাং কবচ ও শাপোদ্ধার লিখিত হইল। অধিকন্তু গায়ত্রীর অর্থ ও মাহাত্ম্যও পরিজ্ঞাত থাকা বিশেষ আবশ্যক বিধায় সংক্ষেপে এই স্থলে লিখিত হইতেছে, যথা—

মনুঃ।—অকারঞ্চাপ্যুকারঞ্চ মকারঞ্চ প্রজাপতিঃ।
বেদত্রয়ান্নিরদুহদ্‌ভূর্ভুবঃস্বরিতীতি চ।
ত্রিভ্য এব তু বেদেভ্যঃ পাদং পাদমদূদুহৎ॥

জলশায়িনী। যাতুধানী দিশং রক্ষেদ্‌যাতুধানী ভয়ঙ্করী। পাবমানী দিশং রক্ষেৎ পাপানাঞ্চ বিনাশিনী। দিশং রৌদ্রী সদা পাতু

অকার, (বিষ্ণু), উকার, (ব্রহ্মা), মকার, (মহেশ্বর) এই বর্ণত্রয়; ভূঃ, (ভূর্লোক) ভুব, (পাতাল), স্বঃ, (স্বর্গ) এই তিনটী ব্যাহৃতি; এবং গায়ত্রীর এক এক পাদ ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ ও সামবেদ; পদ্মযোনি ব্রহ্মা এই বেদত্রয় হইতে সারাংশ গ্রহণ পূর্ব্বক সুমধুর অথচ সুপেয় এই গায়ত্রী দোহন করিয়াছেন।

যমসংহিতায়াং।—ওঙ্কারপূর্ব্বিকাস্তিস্রো মহাব্যাহৃতয়স্তথা।
ত্রিপদা চৈব গায়ত্রী বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মণো মুখং॥

ওঙ্কারপূর্ব্ব ভূঃ ভুবঃ, স্বঃ এই তিন ব্যাহৃতি এবং ত্রিপাদযুক্ত গায়ত্রী, ইহাই পরমেশ্বরের বদনকমল হইতে প্রথম বহির্গত হয়।

যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ।—গায়ত্রীঞ্চৈব বেদাংশ্চ তুলয়া সমতোলয়ন্।
বেদা একত্র সাঙ্গাস্তু গায়ত্রী চৈকতঃ স্মৃতা॥
সারভূতাস্তু বেদানাং গুহ্যোপনিষদা মতাঃ।
তাভ্যঃ সারস্তু গায়ত্রী তিস্রো ব্যাহৃতয়স্তথা॥

ব্রহ্মাদি দেবগণ তৌলদণ্ডের একদিকে সাঙ্গোপাঙ্গ বেদচতুষ্টয় এবং অন্যদিকে গায়ত্রীকে রাখিয়া তৌলন করিয়াছিলেন; কিন্তু উভয়ই ওজনে সমান হইল। নিখিল বেদমধ্যে গুহ্য উপনিষৎ-সমূহই সারভূত; কিন্তু তাহা হইতেও গায়ত্রী ও ব্যাহৃতিত্রয় শ্রেষ্ঠ।

ওঙ্কারপূর্ব্বিকাস্তিস্রো গায়ত্রীং যশ্চ বিন্দতি।
চরিতব্রহ্মচর্য্যশ্চ স বৈ শ্রোত্রিয় উচ্যতে॥

রুদ্রাণী রুদ্ররূপিণী। ঊর্দ্ধং ব্রহ্মাণী মে রক্ষেদধস্তাদ্বৈষ্ণবী তথা। এবং দশদিশো রক্ষেৎ সর্ব্বাঙ্গে ভুবনেশ্বরী। তৎপদং পাতু মে পাদং

এতয়া জ্ঞাতয়া সর্ব্বং বাঙ্ময়ং বিদিতং ভবেৎ।
উপাসিতং ভবেত্তেন বিশ্বং ভুবনসপ্তকং।
অজ্ঞাত্বা চৈব গায়ত্রীং ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে॥

যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্য্য ধারণপূর্ব্বক ওঙ্কারপূর্ব্বিক ব্যাহৃতিত্রয় পাঠ করেন, তাঁহাকেই শ্রোত্রিয় বলা যায়। এই গায়ত্রী বিদিত হইলেই বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞাতা বলা হইয়া থাকে। অধিক কি, এই গায়ত্রী-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মোপাসনা করিলে সপ্তভুবনাত্মক সংসার জ্ঞাত হওয়া যায়। গায়ত্রী বিদিত না থাকিলে সে ব্রাহ্মণ্য হইতে বর্জ্জিত হয়।

কৌর্ম্মে।—ক্রিয়াহীনস্য মূর্খস্য মহারোগিণ এব চ।
যথেষ্টাচরণস্যাহুর্ম্মরণান্তমশৌচকং॥

ক্রিয়াহীন, মূর্খ অর্থাৎ সার্থ গায়ত্রীবর্জ্জিত, মহারোগী এবং যথেষ্টাচারী, এই কয় ব্যক্তি যাবজ্জীবন অশুচি অর্থাৎ তাহারা যতদিন জীবন ধারণ করে, ততদিন কোন ক্রিয়াকাণ্ডে তাহাদের অধিকার থাকে না।

ব্যাসঃ।—প্রতিগ্রহান্নদোষাচ্চ পাতকাদুপপাতকাৎ।
গায়ত্রী প্রোচ্যতে তস্মাৎ গায়ন্তং ত্রায়তে যতঃ॥

অসৎপ্রতিগ্রহ, নিকৃষ্টান্ন-ভোজন, পাপ, উপপাপ প্রভৃতি হইতে পরিত্রাণ করেন, এই জন্য গায়ত্রী নাম হইয়াছে; অর্থাৎ ঐ সকল পাপাচরণ করিয়া গায়ত্রী জপ করিলে পাতক হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

জঙ্ঘে মে সবিতুঃ পদং। বরেণ্যং কটিদেশন্তু নাভিং ভর্গস্তথৈব চ। দেবস্য মে পাতু হৃদয়ং ধীমহীতি জলন্তথা। ধিয়ো য়ো ইতি

সবিতৃদ্যোতনাৎ সৈব সাবিত্রী পরিকীর্ত্তিতা।

জগতঃ প্রসবিতৃত্বাৎ বাগ্‌রূপত্বাৎ সরস্বতী॥

সূর্য্যের উপাসনা হেতু সাবিত্রী এবং জগতের প্রসবকর্ত্তৃত্ব ও বাগ্‌রূপত্ব হেতু ইহাঁর সরস্বতী নাম হইয়াছে।

যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ।—গায়ত্রী বেদজননী গায়ত্রী পাপনাশিনী।

গায়ত্র্যাস্তু পরং নাস্তি দেবি চেহ চ পাবনম্॥

গায়ত্রী বেদের জননীস্বরূপা ও পাতকহারিণী। ইহা হইতে পবিত্র বস্তু আর দ্বিতীয় নাই।

হস্তত্রাণপ্রদা দেবী পততাং নরকার্ণবে।

তস্মাত্তামভ্যসেন্নিত্যং ব্রাহ্মণো হৃদয়ে শুচিঃ॥

নরকার্ণবে পতিত ব্যক্তির পরিত্রাণার্থ একমাত্র গায়ত্রীই হস্তাবলম্বনদাত্রী। এই জন্যই দ্বিজগণ প্রত্যহ স্বহৃদয়ে ইহা অভ্যাস করিবেন।

গায়ত্রীনিরতং হব্যকব্যেষু বিনিযোজয়েৎ।

তস্মিন্ন তিষ্ঠতে পাপমব্বিন্দুরিব পুষ্করে॥

গায়ত্রীনিরত ব্যক্তিকেই দৈব ও পৈত্র্য ক্রিয়ায় নিযুক্ত করিবে; কেন না, পদ্মপত্রে যেমন জলবিন্দু স্থান পায় না, সেই-রূপ উক্তরূপ ব্যক্তিতেও পাতক আশ্রয় করিতে সমর্থ নহে।

গায়ত্র্যাঃ পাদমর্দ্ধন্তু ঋচোর্দ্ধমৃচ এব বা।

ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং গুরুদারাভিমর্ষণম্।

যচ্চান্যৎ দুষ্কৃতং সর্ব্বং পুনাতীত্যাহ বৈ মনুঃ॥

মে নেত্রং নঃ পদন্ত ললাটকং। এবং পাদাদি-মূর্দ্ধান্তং মূর্দ্ধানং মে প্রচোদয়াৎ॥ ইদন্ত কবচং পুণ্যং হত্যাকোটিবিনাশনং।

গায়ত্রীর এক চরণ কিম্বা পাদার্দ্ধ অথবা অর্দ্ধ কিম্বা সম্পূর্ণ জপ দ্বারা ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, গুরুদারাগমন প্রভৃতি জনিত ও অন্যান্য যাবতীয় পাপ বিনষ্ট হয়।

যজ্ঞাদানরতো বিদ্বান্ সাঙ্গবেদস্য পাঠকঃ।
গায়ত্রীধ্যানপূতস্য কলাং নার্হতি ষোড়শীং॥

যজ্ঞদানাদিরত এবং সাঙ্গবেদাধ্যায়ী ব্যক্তিও গায়ত্রী ধ্যান দ্বারা পবিত্র বিপ্রের ষোড়শাংশের একাংশের সমান নহে।

আগ্নেয়ে।—গায়ত্রীং জপতে যস্তু দ্বৌ কালৌ ব্রাহ্মণঃ সদা।
অসৎপ্রতিগৃহীতাপি স যাতি পরমাং গতিং॥

যে ব্রাহ্মণ প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে গায়ত্রী জপ করেন, তিনি অসৎপ্রতিগৃহীতা হইলেও পরমা গতি প্রাপ্ত হন।

গায়ত্রীব্যাখ্যা যথা—তৎ তস্য ভর্গঃ তেজঃ ধীমহি চিন্তয়ামঃ। কিম্ভূতস্য? সবিতুঃ সর্ব্বভূতানাং প্রসবিতুরিত্যর্থঃ। তথা চ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—"সবিতা সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বভাবান্ প্রসূয়তে। সবনাৎ প্রেরণাচ্চৈব সবিতা তেন চোচ্যতে॥" পুনঃ কিম্ভূতস্য? দেবস্য দীপ্তিক্রীড়াযুক্তস্য। তথা চ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—"দীপ্যতে ক্রীড়তে যস্মাৎ রোচতে দ্যোততে দিবি। তস্মাদ্দেব ইতি প্রোক্তঃ স্তূয়তে সর্ব্বদৈবতৈঃ॥" কিম্ভূতং? যো ভর্গো নোঽস্মাকং ধিয়ঃ বুদ্ধিবৃত্তীঃ প্রচোদয়াৎ প্রেরয়তি, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু অস্মাকং বুদ্ধিং যো ভর্গো নিযোজয়তীত্যর্থঃ। তথা চ স এব যাজ্ঞবল্ক্যঃ— "চিন্তয়ামো বয়ং ভর্গং ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। ধর্ম্মার্থ-

চতুঃষষ্টিকলা বিদ্যা সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী। জপারম্ভে চ গায়ত্রী-জপান্তে কবচং পঠেৎ। গোস্ত্রী-ব্রহ্মবধাদীনি মিত্রদ্রোহাদি-

---

কামমোক্ষেষু বুদ্ধিবৃত্তীঃ পুনঃ পুনঃ॥" তথাহি ভর্গশব্দেন বহু-বিধাত্মযুক্তঃ সবিতৃমণ্ডলমধ্যগত-আদিত্যদেবতাস্বরূপপুরুষ উচ্যতে। তথাচ স এব—"ভ্রাজতে দীপ্যতে যস্মাজ্জগদন্তে হরত্যপি। কালাগ্নিরূপমাস্থায় সপ্তার্চ্চিঃসপ্তরশ্মিভিঃ।। ভ্রাজতে তৎস্বরূপেণ তস্মাদ্ভর্গঃ স উচ্যতে॥ ভেতি ভাসয়তে লোকান্ রেতি রঞ্জয়তে প্রজাঃ। গ ইত্যাগচ্ছতেঽজস্রং ভরগো ভর্গ উচ্যতে॥ অয়মেব তু ভর্গো বহিরাকাশে সূর্য্যমণ্ডলান্তঃস্থোপি সকলপ্রাণিনাং হৃদয়মধ্যে জীবভূতঃ প্রতিবসতি। তথাচ সএব।—"আদিত্যান্তর্গতং তচ্চ জ্যোতিষাং জ্যোতিরুত্তমং। হৃদয়ে সর্ব্বভূতানাং জীবভূতঃ স তিষ্ঠতি॥" তথা— "হৃদ্ব্যোম্নি তপতি হ্যেষ বাহ্যে সূর্য্যস্য চান্তরে। অগ্নৌ বা ধূমকেতৌ চ জ্যোতিশ্চিত্রকরঞ্চ যৎ॥" প্রাণিনাং হৃদয়ে জীব-রূপতয়া য এব ভর্গস্তিষ্ঠতি স এব আকাশে আদিত্যমধ্যে পুরুষরূপতয়া বিদ্যতে, অতো অনয়োর্ভেদো নাস্ত্যেব। তথাপি 'ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ' প্রাণিনাং বুদ্ধিপ্রেরকত্বাৎ যো হৃদ্-বর্ত্তী স এব চিন্তনীয়ঃ অয়ন্তু বিশেষঃ। সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তীভর্গেণ সহ একীভূতশ্চিন্তনীয়ঃ। পুনঃ কিম্ভূতং ভর্গং? বরেণ্যং বরণীয়ং প্রার্থনীয়ং জন্মমৃত্যু-দুঃখাদিনাশায় ধ্যানেনোপাসনীয়মিত্যর্থঃ। তথাচ স এব—"বরেণ্যং বরণীয়ঞ্চ জন্মসংসারভীরুভিঃ। আদি-ত্যান্তর্গতং যচ্চ ভর্গাখ্যং বৈ মুমুক্ষুভিঃ। জন্মমৃত্যুবিনাশায় দুঃখস্যঃ ত্রিবিধস্য চ। ধ্যানেন পুরুষো যস্তু দ্রষ্টব্যঃ সূর্য্যমণ্ডলে।"

পাতকৈঃ। মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥ ইতি শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে গায়ত্রীকবচং সমাপ্তং॥ ওম্ তৎ সদিত্যাদি॥

পুনঃ কিম্ভূতঃ স ভর্গঃ? ভূর্ভুবস্বরিতি ভূর্লোকান্তরিক্ষলোক-স্বর্গলোকান্তস্বরূপোপি স এব, দেবতাত্মক ভর্গ ইত্যর্থঃ॥

অর্থাৎ আমরা সেই দেবতার ভর্গ (তেজঃ) চিন্তা করি। ঐ দেবতা সকল ভূতের প্রসবকর্ত্তা, এই জন্যই তাঁহাকে সবিতা কহে।) এবং সর্ব্বদা দীপ্তি ও ক্রীড়াযুক্ত। (হৃদয়াকাশে দ্যোত-মান বলিয়াই তাঁহাকে দেবতা কহে।) ঐ ভর্গ (তেজ) আমা-দিগের বুদ্ধিবৃত্তিকে ধর্ম্মকামার্থ-মোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গে প্রেরণ (নিয়োজিত) করিতেছেন। (এই সমস্ত বিশেষণ দ্বারা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, সর্ব্বভূতাত্মস্বরূপ সবিতৃমণ্ডলমধ্যগত আদিত্য-দেবতারূপী পুরুষই ভর্গ শব্দের অর্থ। ভৃজিধাতুর অর্থ পাক, যেহেতু তিনি সকল পদার্থকে পাক করেন, পুণ্যের ফলও নিষ্পাদন করেন এবং সর্ব্বদা ভ্রাজমান (দেদীপ্যমান) থাকিয়া প্রলয়কালে কালাগ্নিরূপ গ্রহণ করত সপ্ত-রশ্মিসংযুক্ত হইয়া জগৎ হরণ করেন, এই হেতু উক্ত তেজকে ভর্গ কহে।) সকলকে প্রকাশিত করেন, এই জন্য তাহাকে 'ভ' কহে। [ভাসি ড] সকলকে রাগান্বিত করেন, এই জন্য তাহাকে 'র' কহে। সর্ব্বদা গমন করেন, এই জন্য 'গ' কহে; [গম ড]। পশ্চাৎ উক্ত তিন পদের পৃষোদরাদির ন্যায় এখন এই সমস্ত বিশেষণ দ্বারা বোধ হইতেছে যে, সর্ব্বভূতাত্মস্বরূপ সবিতৃমণ্ডল-মধ্যগত আদিত্য-দেবতারূপী পুরুষই ভর্গশব্দের অর্থ।

অপিচ,—ওঙ্কারকেই প্রণব বা নাদ কহে। গায়ত্রীর

অথ গায়ত্রীশাপোদ্ধারঃ।

অস্য ব্রহ্মশাপবিমোচনমন্ত্রস্য ব্রহ্মঋষিঃ কামদুঘা গায়ত্রীচ্ছন্দো ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাণাং বীজা ভুক্তিমুক্তিপ্রদা ব্রহ্মানুগৃহীতা গায়ত্রী-শক্তির্দ্দেবতা ব্রহ্মশাপবিমোচনার্থজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ গায়ত্রী ত্বং ব্রহ্মাদ্যপাসিতা যদ্রূপং ব্রহ্মবিদো বিদুস্তাং পশ্যন্তি ধীরাঃ সুমনসা বাচামগ্রতো গায়ত্রী ত্বং ব্রহ্মশাপাদ্বিমুক্তা ভব॥১॥ অস্য বিশ্বামিত্র-শাপবিমোচনমন্ত্রস্য নূতনসৃষ্টিকর্ত্তা বিশ্বামিত্রঋষির্ব্বাগ্দুহা গায়ত্রী-

---

আদিতে ও অন্তে এই প্রণব পাঠ করিতে হয়। অ+উ+ম= ওঁ। অর্থাৎ অ, উ, ম এই বর্ণত্রয় মিলিত হইয়া ওঁ হইয়াছে। ওঁ শব্দের অর্থ সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারাত্মক ব্রহ্মা-বিষ্ণু রুদ্ররূপ ত্রিগুণাত্মক পরব্রহ্ম। যিনি দিবাকরমণ্ডলাভ্যন্তরে তৎপ্রকা-শক আদিত্যদেবস্বরূপ পরমপুরুষরূপে বিরাজিত আছেন, তিনিই জীবের হৃদয়কমলে জীবত্মাকারে প্রকাশমান হইতেছেন, এই অভেদজ্ঞান দ্বারা (দেবস্য) দীপ্তি ও ক্রীড়াবিশিষ্ট, (সবিতুঃ) সর্ব্বভূতপ্রসবকারী সূর্য্যের (ভূর্ভুবঃ স্বঃ) পৃথ্বী অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ এই ত্রিভুবনস্বরূপ (বরেণ্যং) জননমরণভীতিবিদূরণার্থ উপাস্য (তৎভর্গঃ) সেই ভর্গনামক ব্রহ্মস্বরূপ যে জ্যোতিঃ, তাহাই আমি (ধীমহি) চিন্তা করি। (যো) যে ভর্গ সর্ব্বান্তর্যামী জ্যোতিরূপী পরমেশ্বর (নঃ) সংসারী আমাদিগের (ধিয়ঃ) বুদ্ধি-বৃত্তিকে (প্রচোদয়াৎ) ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গে নিরন্তর প্রেরণ করাইতেছেন। (এই প্রকারে অদ্বৈতভাবে গায়ত্রীজপ করত ব্রহ্মের আরাধনা করিলে নিশ্চয়ই পাতকপুঞ্জ বিধ্বস্ত হইয়া আধ্যাত্মিকভাবের উন্নতি হয়।)

চ্ছন্দো বিশ্বামিত্রানুগৃহীতা গায়ত্রীশক্তির্দ্দেবতা বিশ্বামিত্রশাপবিমোচনে বিনিয়োগঃ। ওঁ গায়ত্রী ত্বং ভজাম্যগ্নিমুখীং বিশ্বগর্ভা যদুদ্ভবা দেবাশ্চক্রিরে বিশ্বসৃষ্টিং কল্যাণীমিষ্টকরীং প্রপদ্যে যন্মুখান্নিঃসৃতাখিলবেদগর্ভা গায়ত্রী ত্বং বিশ্বামিত্রশাপাদ্বিমুক্তা ভব ॥২॥ অস্য শ্রীবশিষ্ঠশাপবিমোচনমন্ত্রস্য নিগ্রহানুগ্রহকর্ত্তা বশিষ্ঠঋষির্ব্বিশ্বোদ্ভবা গায়ত্রীচ্ছন্দো বশিষ্ঠানুগৃহীতাগায়ত্রীশক্তির্দ্দেবতা বশিষ্ঠশাপবিমোচনে বিনিয়োগঃ। ওঁ সোঽহমর্কমহং জ্যোতির্রর্কজ্যোতিরহং শিবঃ। শিবজ্যোতিরহং বিষ্ণুঃ সর্ব্বজ্যোতিরসৌ মুহুঃ। অহো দেবী মহাদেবী দেবী সন্ধ্যা সরস্বতী। অজরে অমরে চৈব হ্রীং হ্রীং গায়ত্রী ত্বং বশিষ্ঠশাপাদ্বিমুক্তা ভব ॥

তান্ত্রিকীসন্ধ্যা। *

আচমনং।

"ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা।"

---

* বৈদিক কর্ম্মের পরে ক্রমান্বয়ে প্রতিদিন তান্ত্রিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করাই বিপ্রগণের কর্ত্তব্য। সন্ধ্যাকাল অতীত হইলে দশধা দেবতার গায়ত্রী জপ করত সন্ধ্যারম্ভ করিতে হয়। অশৌচাদি হইলেও প্রাণায়াম হইতে নমস্কার যাবৎ সাঙ্গ মূলমন্ত্র জপ করা এবং শিব ও কালী প্রভৃতি ইষ্টদেবতার অর্চ্চনা করা অবশ্য বিধেয়। শক্তিবিষয়ক সাধারণ সন্ধ্যার যে প্রণালী এই স্থলে প্রদর্শিত হইল, প্রায় সমস্ত সন্ধ্যাই এইরূপ পদ্ধতিতে করিতে হয়; তবে যে কিছু প্রভেদ আছে, তাহা গুরুসকাশে জ্ঞাত হইতে হয়।

এই তিনটী মন্ত্র দ্বারা তিনবার জল পান করত আচমন পূর্ব্বক মুখ প্রভৃতি স্পর্শ করিতে হয়। তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে জলশুদ্ধি করিবে ; যথা।—

"ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্‌ সন্নিধিং কুরু।"

অনন্তর ধেনুমুদ্রা * দেখাইয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ করত তত্ত্ব-মুদ্রাযোগে † বারত্রয় ভূতলে ও সাতবার শিরঃপ্রদেশে জলের ছিটা দিতে হয়। তদনন্তর মূলমন্ত্র দ্বারা প্রাণায়াম ও ষড়ঙ্গন্যাস করত বামহস্ততলে জল গ্রহণ করিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা আবরণ পূর্ব্বক "হং যং বং লং রং" এই মন্ত্র বারত্রয় উচ্চারণ করিবে এবং বামহস্তাঙ্গুলী-বিনির্গত ঐ জল প্রত্যেকবারে মূলমন্ত্রোচ্চারণ সহকারে তত্ত্বমুদ্রাযোগে শিরঃপ্রদেশে সাতবার দিবে ; অবশিষ্ট জল দক্ষিণহস্ততলে গ্রহণ পূর্ব্বক আঘ্রাণ করিয়া অস্ত্রমন্ত্রে অর্থাৎ

---

* ধেনুমুদ্রা যথা,—কৃতাঞ্জলি হইয়া বামহস্তাঙ্গুলীর রন্ধ্র-(ফাঁক) চতুষ্টয়ের মধ্যে দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জন্যাদি চারিটী অঙ্গুলী প্রবেশিত করত বামকরের মধ্যমাতে দক্ষিণ করের তর্জ্জনী ও দক্ষিণ হাতের মধ্যমাতে বামহাতের তর্জ্জনী যোগ করিবে। পরে দক্ষিণ হাতের অনামিকাতে বাম হাতের কনিষ্ঠা এবং বামহাতের অনামিকাতে দক্ষিণ হাতের কনিষ্ঠা যোগ করিবে। ইহারই নাম ধেনুমুদ্রা।

† তত্ত্বমুদ্রা,—দক্ষিণ হস্ত অধোমুখ করিয়া উহার মধ্যমাঙ্গুলী ও অনামার অগ্রদেশে অঙ্গুষ্ঠ যোগ করিলেই তাহাকে তত্ত্বমুদ্রা কহে।

"ফট্" এই মন্ত্রে ভূতলে নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর হস্ত ধৌত করত বৈদিক আচমন পূর্ব্বক দেবতার গায়ত্রী উচ্চারণ সহকারে তিনবার জল দিবে আর প্রত্যেককে বারত্রয় তর্পণ করিবে। * তর্পণের মন্ত্র যথা,—

---

* সন্ধ্যাকালে তর্পণ নিষিদ্ধ, কোন কোন ব্যক্তি প্রভাতেও করেন না। এই স্থলে সাধারণের বিদিতার্থ কতিপয় দেবতার গায়ত্রী লিখিত হইল, যথা——

দুর্গার গায়ত্রী।—মহাদেব্যৈ বিদ্মহে, দুর্গায়ৈ ধীমহি, তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ।

তারার গায়ত্রী।—তারায়ৈ বিদ্মহে, মহোগ্রায়ৈ ধীমহি, তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ।

কালীর গায়ত্রী।—তারায়ৈ বিদ্মহে, শ্মশানবাসিন্যৈ ধীমহি, তন্নো ঘোরে প্রচোদয়াৎ।

ভুবনেশ্বরীর গায়ত্রী।—নারায়ণ্যৈ বিদ্মহে, ভুবনেশ্বর্য্যৈ ধীমহি, তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ।

অন্নপূর্ণার গায়ত্রী।—ভগবত্যৈ বিদ্মহে, মাহেশ্বর্য্যৈ ধীমহি, তন্নোঽন্নপূর্ণে প্রচোদয়াৎ।

সূর্য্যের গায়ত্রী।—আদিত্যায় বিদ্মহে, মার্ত্তণ্ডায় ধীমহি, তন্নঃ সূর্য্যঃ প্রচোদয়াৎ।

বিষ্ণুর গায়ত্রী।—ত্রৈলোক্যরক্ষণায় বিদ্মহে, স্মরায় ধীমহি, তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ।

শ্রীরামের গায়ত্রী।—দাশরথায় বিদ্মহে, সীতাবল্লভায় ধীমহি, তন্নো রামঃ প্রচোদয়েৎ।

"ওঁ দেবাংস্তর্পয়ামি, ওঁ ঋষীংস্তর্পয়ামি, ওঁ পিতৄংস্তর্পয়ামি, ওঁ মনুষ্যাংস্তর্পয়ামি, ওঁ গুরূংস্তর্পয়ামি, ওঁ পরমগুরূংস্তর্পয়ামি, ওঁ পরাপরগুরূংস্তর্পয়ামি, ওঁ পরমেষ্ঠিগুরূংস্তর্পয়ামি।"

প্রথমে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করত তৎপরে "অমুকদেবতাং তর্পয়ামি স্বাহা" বলিয়া বারত্রয় তর্পণ করিতে হয়। তদনন্তর দেবতার স্ব স্ব পটল-কথিত আবরণ-দেবতাগণকে এক একবার তর্পণ করিবে। তৎপরে সূর্য্যদেবকে অর্ঘ্য প্রদান করিতে হয়। মন্ত্র যথা,—

"ওঁ হ্রীং হংস মার্ত্তণ্ডভৈরবায় প্রকাশশক্তিসহিতায় ইদমর্ঘ্যং শ্রীসূর্য্যায় স্বাহা।"

শূদ্রজাতি ও স্ত্রীজাতি নিম্নোক্ত মন্ত্রে সূর্য্যার্ঘ্য দিবে, যথা—

"ঘৃণি সূর্য্য আদিত্য ইদমর্ঘ্যং শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।"

শ্রীগোপালগায়ত্রী।—কৃষ্ণায় বিদ্মহে, দামোদরায় ধীমহি, তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ।

নারায়ণগায়ত্রী।—নারায়ণায় বিদ্মহে, বাসুদেবায় ধীমহি, তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ।

গণপতির গায়ত্রী।—তৎপুরুষায় বিদ্মহে, বক্রতুণ্ডায় ধীমহি, তন্নো দন্তী প্রচোদয়াৎ।

শিবের গায়ত্রী।—তৎপুরুষায় বিদ্মহে, মহাদেবায় ধীমহি, তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ।

বিপ্রগণ প্রতি গায়ত্রীর প্রথমে প্রণব যোগ পূর্ব্বক উচ্চরণ করিবেন।

তৎপরে দেবতাকে অর্ঘ্যপ্রদান করিবে। গায়ত্রী পাঠ করিয়া অথবা নিম্নোক্ত মন্ত্রে দেবতাকে অর্ঘ্য দিতে হয়,* যথা—

"সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থায়ৈ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ।"

অনন্তর গায়ত্রীর ধ্যান করিবে। † যথা—

প্রাতে।—"উদ্যদাদিত্যসঙ্কাশাং পুস্তকাক্ষকরাং স্মরেৎ। কৃষ্ণাজিনধরাং ব্রাহ্মীং ধ্যায়েত্তারকিতেঽম্বরে॥"

মধ্যাহ্নে।—"শ্যামবর্ণাং চতুর্ব্বাহুং শঙ্খচক্রলসৎকরাং। গদাপদ্মধরাং দেবীং সূর্য্যাসনকৃতাশ্রয়াং॥"

---

* বৈষ্ণবগণ সূর্য্যার্ঘ্য দিবার পূর্ব্বে নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রত্যেককে তিন তিনবার তর্পণ করিবে, যথা—

"ওঁ নারদং তর্পয়ামি নমঃ, ওঁ পর্ব্বতং তর্পয়ামি নমঃ, ওঁ বিষ্ণুং তর্পয়ামি নমঃ, ওঁ নিশঠং তর্পয়ামি নমঃ, ওঁ উদ্ধবং তর্পয়ামি নমঃ, ওঁ দারুকং তর্পয়ামি নমঃ, ওঁ বিষ্বক্সেনং তর্পয়ামি নমঃ, ওঁ শৈলেয়ং তর্পয়ামি নমঃ, ওঁ গুরূংস্তর্পয়ামি নমঃ।"

এই প্রকারে তিন তিনবার তর্পণ করিয়া ইষ্টদেবতাকে তিনবার তর্পণ করত আবরণদেবতার তর্পণান্তে সূর্য্যার্ঘ্য দিবে।

† এই স্থলে প্রভাত, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন, এই ত্রিকালীন ধ্যানই লিখিত হইল; কারণ তিন বারেই সন্ধ্যা একরূপ, কেবল ধ্যানের প্রভেদ মাত্র। এস্থলে ইহাও পরিজ্ঞাত থাকা কর্ত্তব্য যে, প্রভাতকালে গায়ত্রীধ্যানকালে কুণ্ডলিনী শক্তিকে মূলাধারকমলে গলিত-কাঞ্চনরাশিবৎ তরুণতপনপ্রভা; মধ্যাহ্নকালে হৃদয়পদ্মে কোটিভাস্করসন্নিভা এবং সায়াহ্নসময়ে ভ্রূদ্বয়াভ্যন্তরে কোটিশশাঙ্কসমপ্রভাবিশিষ্টা চিন্তা করত গায়ত্রীধ্যান করিবে।

সায়াহ্নে ।—"সায়াহ্নে বরদাং দেবীং গায়ত্রীং সংস্মরেদ্‌যতিঃ। শুক্লাং শুক্লাম্বরধরাং বৃষাসনকৃতাশ্রয়াং। ত্রিনেত্রাং বরদাং পাশং শূলঞ্চ নৃকরোটিকাং। সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থাং ধ্যায়েদ্দেবীং সমভ্যসেৎ।"

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া দেবতার গায়ত্রী দশধা জপ পূর্ব্বক "গুহ্যাতি" মন্ত্রে জল প্রদান করিতে হয়, যথা—

"ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্ত্রী ত্বং গৃহাণাস্মাৎকৃতং জপং। সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বরি ॥"

(পুংদেবতা হইলে নিম্নলিখিতরূপে মন্ত্র পাঠ করিতে হয়,) যথা—

ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপং। সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বর ॥" (অথবা "ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বর।")

অনন্তর "রং" এই মন্ত্র দ্বারা শিরোদেশে জল প্রদান পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া যথাক্রমে বামনেত্রপ্রান্ত, দক্ষিণ-নেত্রপ্রান্ত ও ললাটদেশ স্পর্শ করত প্রণাম করিবে, যথা—

(বামে)—"ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরাপরগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমেষ্ঠিগুরুভ্যো নমঃ।" (দক্ষিণে)—"ওঁ গণেশায় নমঃ।" (মধ্যে)—"ওঁ অমুকদেবায় নমঃ।"

অবশেষে প্রাণায়াম, ঋষ্যাদিন্যাস, করাঙ্গন্যাস প্রভৃতি সম্পাদন পূর্ব্বক দেবতার ধ্যান করত একশত আটবার বা সহস্রবার মূলমন্ত্র জপ করিবে। * পরে "গুহ্যাতি" মন্ত্রে জল

---

* সাধারণের বিদিতার্থ এই স্থলে জপের বিধান লিখিত হইল, যথা—"জপের স্থান নির্জ্জন হওয়া চাই। অথবা যেখানে মনের একাগ্রতা জন্মে, তথায় জপ করিতে পারে। সুখাসনে

প্রদান পূর্ব্বক পুনর্ব্বার প্রাণায়াম করত দেবতার প্রণামমন্ত্রে দেবতাকে এবং গুরুরপ্রণামমন্ত্রে গুরুদেবকে নমস্কার করিবে। গুরুপ্রণামমন্ত্র যথা,—

বসিয়া জপ করিবে। জপের আদিতে প্রাণায়াম করিতে হয়। দক্ষিণ হাতের তর্জ্জন্যাদি চারিটী অঙ্গুলী পরস্পর লগ্ন করিবে এবং বক্ষঃস্থলের নিকটে বস্ত্রাভ্যন্তরে স্থাপন পূর্ব্বক তৎপৃষ্ঠে বাম হস্ত উক্তভাবে রাখিবে। পরে সংযত মানসে হৃদয়কমলে পূজিত দেবতাকে ধ্যান পূর্ব্বক মস্তকস্থিত গুরু ও মন্ত্রসহ দেবতার ঐক্য করিয়া জপ করিবে। জপকালে মন্ত্র এরূপভাবে উচ্চারণ করিবে যেন, অন্য কাহারও শ্রুতি-গোচর না হয় এবং স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করিবে। অধিকন্তু মন্ত্রোচ্চারণ দ্রুত বা অতি বিলম্বে না হয়। অক্ষমালাতে জপ করাই প্রশস্ত। তাহার অভাবে অনামিকার মূল পর্ব্বদ্বয়, কনিষ্ঠার পর্ব্বত্রয়, অনামা ও মধ্যমার অগ্র দুইপর্ব্ব এবং তর্জ্জ-নীর পর্ব্বত্রয়, এই দশ স্থলে ক্রমান্বয়ে অঙ্গুষ্ঠের অগ্র দ্বারা জপ করিবে। স্ত্রীদেবতা হইলে তর্জ্জনীর পর্ব্বত্রয় পরিত্যাগ করিয়া মধ্যমার তিনপর্ব্ব ও তর্জ্জনীর মূলপর্ব্ব যাবৎ দশস্থলে জপ করিবে। এই প্রকার জপের প্রতি দশবার হইলে উক্তরূপ নিয়মে বাম হাতের পর্ব্বে একবার জপ করা হইবে। এইরূপে বামকরে দশবার পূর্ণ হইলেই জানিবে যে শতসংখ্যা পূর্ণ হইল। অষ্টাদশবার বা একশত আটবার ইত্যাদিরূপ অষ্টাধিক করিয়া জপ করাই বিধেয়। শক্ত্যনুসারে ঐরূপে জপ করিবে। শিবার্চ্চনা প্রভৃতিতে সচরাচর দশবার জপই ব্যবহৃত হয়।

"ওঁ অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং। তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ওঁ গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু-র্গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ। গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া। চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

ইতি তান্ত্রিকী সন্ধ্যা।

জপাবসানে "গুহ্যাতি" মন্ত্রে হস্তে কিঞ্চিৎ জল গ্রহণ পূর্ব্বক গোযোনি মুদ্রা দ্বারা জপফল সমর্পণ করত পুনর্ব্বার প্রাণায়াম করিতে হয়। পুংদেবতা হইলে দক্ষিণ করে এবং স্ত্রীদেবতা হইলে বাম করে জল লইয়া জপফল সমর্পণ করিবে। জপকালে দন্ত বিকাশ করিতে নাই এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিও স্পন্দন করিবে না। (সাধারণের বিদিতার্থ উল্লিখিত গোযোনিমুদ্রাও এই স্থলে বিবৃত হইল, যথা—দক্ষিণ হস্তের মুষ্টির কনিষ্ঠামূলে যে সঙ্কুচিত স্থল, তাহারই নাম গোযোনিমুদ্রা অর্থাৎ দক্ষিণ হাত মুষ্টিবদ্ধ করিলে কনিষ্ঠাঙ্গুলীর মূলে যে সঙ্কুচিত স্থল দৃষ্ট হয়, তাহাকেই গোযোনিমুদ্রা কহে।)

পূর্ব্বাহ্নকৃত্য।

রাত্রি সাড়ে চারি ঘটিকা হইতে প্রভাত ছয়টা পর্য্যন্ত প্রাতঃকৃত্যের সময়। তৎপরে দিনকৃত্যের আরম্ভ। দিনকৃত্যের প্রথমে অর্থাৎ বেলা ছয়টা হইতে সাড়ে সাতটা পর্য্যন্ত প্রথম-যামার্দ্ধে দেবায়তন-মার্জ্জনাদি, গুরু ও মঙ্গলদ্রব্য দর্শন, কেশ-প্রসাধন, দর্পণে মুখদর্শন, ও পুষ্পচয়ন করিবে। যথা—

দেবগৃহমার্জ্জনাদি। *

(তত্র মার্জ্জনং।)

বরাহপুরাণে,—"যাবৎকানি প্রহারাণি ভূমিসংমার্জ্জনে দত্তঃ।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি শাকদ্বীপে মহীয়তে।"

মার্জ্জনী দ্বারা দেবমন্দিরে যতগুলি প্রহার করা যায়, মার্জ্জন-কর্ত্তা ততসহস্রবর্ষ শাকদ্বীপে সুখভোগ করে।

নারসিংহে।—"নরসিংহগৃহে নিত্যং যঃ সংমার্জ্জনমাচরেৎ।
সমস্তপাপনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকে স মোদতে।"

নরসিংহমন্দিরে সম্মার্জ্জন করিলে সে ব্যক্তি সর্ব্বপাপে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।—
"সংমার্জ্জনন্তু যঃ কুর্য্যাৎ পুরুষঃ কেশবালয়ে।
রজস্তমোভ্যাং নির্ম্মুক্তঃ স ভবেন্নাত্র সংশয়ঃ।

---

* দেবগৃহমার্জ্জনাদি বলিতে দেবমন্দির সংমার্জ্জন, সংস্কার, উপলেপন, অভ্যুক্ষণ, ধ্বজপতাকাদি আরোপণ, কদলীস্তম্ভা-রোপণ, পীঠপাত্র ও বস্ত্রাদি সংস্কার প্রভৃতি বুঝিতে হইবে।

পাংশূনাং যাবতাং রাজন্ কুর্য্যাৎ সংমার্জ্জনং নরঃ।
তাবন্ত্যব্দানি স সুখী নাকমাসাদ্য মোদতে।"

যে ব্যক্তি মন্দির সংমার্জ্জন করে, সে রজস্তমঃশূন্য হইয়া মুক্ত হয় সন্দেহ নাই। সংমার্জ্জনকালে যত সংখ্য ধূলিকণা মার্জ্জিত হয়, তত বর্ষ সেই ব্যক্তি স্বর্গে আনন্দ ভোগ করে।

(তত্র সংস্কারঃ।)

স্কান্দে।—

"আচম্য বিধিবদ্ব্রহ্মন্ মার্জ্জয়েদ্দেবমন্দিরং।
শুদ্ধং গোময়মাদায় ততো মৃৎস্নাং জলং তথা।
ভক্ত্যা তৎপরিতো লিম্পেৎ অভ্যুক্ষেচ্চ তদঙ্গনং।"

আচমন পূর্ব্বক বিধানে দেবমন্দির মার্জ্জন করিবে। বিশুদ্ধ গোময়, মৃত্তিকা ও জল এই সমস্ত দ্বারা ভক্তিসহকারে লেপন করিয়া তৎপরে অভ্যুক্ষণ করিবে।

(উপলেপনং।)

নৃসিংহপুরাণে।—

"গোময়েন মৃদা তোয়ৈর্যঃ কুর্য্যাদুপলেপনং।
চান্দ্রায়ণফলং প্রাপ্য বিষ্ণুলোকে মহীয়তে॥"

গোময় ও জল দ্বারা দেবমন্দির উপলেপন করিলে সে ব্যক্তি চান্দ্রায়ণফল প্রাপ্ত হয় এবং অন্তিমে বিষ্ণুলোকে গৌরবান্বিত হইয়া থাকে।

বরাহপুরাণে—

"গোময়ং গৃহ্য বৈ ভূমি মম বেশ্মোপলেপয়েৎ।
যাবতস্তু পদাংস্তত্র সমন্তাদুপলেপয়েৎ।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি মস্তকো জায়তে তথা॥"

ভগবান্ হরি পৃথিবীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, হে পৃথিবি! গোময় গ্রহণ পূর্ব্বক আমার মন্দির লেপন করিবে। চারিদিকে যত সংখ্য পদ উপলেপন করিবে, তত সহস্রবর্ষ মদ্ভক্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করিবে।

"সমীপে যদি বা দূরে যশ্চালয়তি গোময়ং।
যাবত্তস্য পদাগ্রাণি তাবৎ স্বর্গে মহীয়তে।
শাল্মলৌ তৎপরিভ্রষ্টো রাজা ভবতি ধার্ম্মিকঃ।
মদ্ভক্তশ্চৈব জায়েত সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ।
যশ্চালেপয়তে ভূমিং গোময়েন দৃঢ়ব্রতঃ।
তস্য দৃষ্ট্বাম্বুলেপন্তু মম তুষ্টিঃ প্রজায়তে॥"

দেবমূর্ত্তির সমীপে বা দূরে যে ব্যক্তি গোময় লেপন করে, তদীয় যতসংখ্য পদাগ্র লেপিত হয়, তত সহস্র বর্ষ সেই ব্যক্তি স্বর্গলোকে গৌরবান্বিত হয়। তৎপরে সে ব্যক্তি স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া শাল্মলি দ্বীপে জন্মগ্রহণ করে এবং পরমধার্ম্মিক, হরিভক্ত ও সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ হয়। যে ব্যক্তি দৃঢ়ব্রত হইয়া গোময় দ্বারা দেবমন্দির লেপন করে, তাহার সেই অম্বুলেপন দর্শনে হরি স্বয়ং তুষ্ট হইয়া থাকেন। প্রভু নিজমুখে এই কথা বলিয়াছেন।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।—

"কৃত্বোপলেপনং বিষ্ণোর্নরস্ত্বায়তনে সদা।
গোময়েন শুভাল্লোকানযত্নাদেব গচ্ছতি॥"

যিনি গোময় দ্বারা হরিমন্দির লেপন করেন, তিনি অবহেলে শুভলোক প্রাপ্ত হন সন্দেহ নাই।

"হস্তপ্রমাণং ভূভাগমনুলিপ্য প্রযত্নতঃ।
দেবরামাশতং নাকে লভতে সততং নরঃ॥"

যত্ন সহকারে দেবমন্দিরের হস্তপ্রমাণ স্থান গোময় দ্বারা লেপন করিলে সে ব্যক্তি স্বর্গে গমন পূর্ব্বক শতসংখ্য দেবনারী প্রাপ্ত হয়।

"যাবন্তি জলবিন্দূনি লিপ্যমানস্য সুন্দরি।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে॥"

ভগবান্ হরি ধরণীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, হে সুন্দরি! লেপনকালে যতসংখ্য জলবিন্দু নিপতিত হয়, তত সহস্রবর্ষ সেই লেপনকর্ত্তা স্বর্গলোকে সুখভোগ করে।

"যাবন্তো বিন্দবঃ কেচিৎ পানীয়স্য বসুন্ধরে।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি ক্রৌঞ্চদ্বীপে মহীয়তে।
ক্রৌঞ্চদ্বীপাৎ পরিভ্রষ্টঃ সর্ব্বধর্ম্মপরায়ণঃ।
সর্ব্বসঙ্গান্ পরিত্যজ্য মম লোকঞ্চ গচ্ছতি॥"

হে বসুন্ধরে! লেপনকালে যতসংখ্য পানীয়বিন্দু নিপতিত হয়, তত সহস্র বর্ষ সে ব্যক্তি ক্রৌঞ্চদ্বীপে পূজিত হয়। পরে ক্রৌঞ্চ দ্বীপ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া সর্ব্বসঙ্গ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সর্ব্বধর্ম্মপরায়ণ হইয়া মদীয় লোকে গমন করে।

দূতান্ প্রতি যমানুশাসনং।—

"সংমার্জ্জনং যঃ কুরুতে গোময়েনোপলেপনং।
করোতি ভবনে বিষ্ণোস্ত্যাজ্যং তেষাং কুলত্রয়ং॥"

যমরাজ কোন সময়ে তদীয় দূতগণকে বলিয়াছিলেন যে, হে দূতগণ! যে ব্যক্তি গোময় দ্বারা দেবমন্দির লেপন করে,

তোমরা তাহাদিগের কুলত্রয় পরিত্যাগ করিবে অর্থাৎ তাহাদিগকে কদাচ আমার আলয়ে আনয়ন করিও না।

(অভ্যুক্ষণং ।)

"অভ্যুক্ষণন্তু যঃ কুর্য্যাৎ দেবদেবাজিরে নরঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বারুণং লোকমশ্নুতে ॥"

যে ব্যক্তি দেবমন্দির অভ্যুক্ষণ করে, সে সর্ব্বপাপে মুক্ত হইয়া বরুণলোকে প্রয়াণ করে।

অপি চ শাস্ত্রান্তরে—

"অভ্যুক্ষণন্তু যঃ কুর্য্যাৎ পানীয়েন সুরালয়ে।
স শান্ততাপো ভবতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥"

যে ব্যক্তি জল দ্বারা দেবায়তন অভ্যুক্ষণ করে, সে ব্যক্তি আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ তাপ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া থাকে সন্দেহ নাই।

(ধ্বজারোপণং ।)

স্কান্দে ।—

"ততো ধ্বজপতাকাদি বিন্যস্য দেবমন্দিরে।
ভূষয়েদ্বিধিবত্তচ্চ ভক্তিমান্ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥"

তদনন্তর দেবমন্দিরে ধ্বজপতাকাদি বিন্যাস করিতে হয়। জিতেন্দ্রিয় ও ভক্তিমান্ হইয়া বিধানে ধ্বজপতাকাদি দ্বারা দেবমন্দির বিভূষিত করিবে।

"ধ্বজমারোপযেদ্যস্তু প্রাসাদোপরি ভক্তিতঃ।
তস্য ব্রহ্মপদে বাসঃ ক্রীড়তে ব্রহ্মণা সহ ॥"

ভক্তি সহকারে দেবপ্রাসাদোপরি ধ্বজারোপণ করিলে তাহার ব্রহ্মপদে বাস হয় এবং সে ব্রহ্মার সহিত ক্রীড়া করে।

"পাতকৈর্ব্বা মহাপাপৈরুপপাতকৈরেব চ ।
প্রমুচ্যতে ধ্বজং কৃত্বা যত্নতো দেবমন্দিরে ॥"

যত্ন সহকারে দেবমন্দিরে ধ্বজারোপণ করিলে সেই ব্যক্তি পাপ, মহাপাপ ও উপপাপ সমস্ত হইতে মুক্তি লাভ করে।

বৃহন্নারদীয়ে।—

"যঃ কুর্য্যাৎ বিষ্ণুভবনে ধ্বজারোপণমুত্তমং।
স পূজ্যতে বিরিঞ্চ্যাদ্যৈঃ কিমন্যৈর্ব্বহুভাষিতৈঃ ॥"

যিনি বিষ্ণুমন্দিরে অত্যুত্তম ধ্বজারোপণ করেন, অধিক কি বলিব, তিনি ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া থাকেন।

"আরোপিতং ধ্বজং দৃষ্ট্বা যেঽভিনন্দন্তি ধার্ম্মিকাঃ।
তেঽপি সদ্যো বিমুচ্যন্তে হ্যুপপাতককোটিভিঃ ॥

দেবমন্দিরে ধ্বজারোপণ দর্শন পূর্ব্বক যে সমস্ত ধার্ম্মিক আনন্দ প্রকাশ করেন, তাঁহারা সদ্য কোটি কোটি উপপাতক হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকেন।

(পতাকারোপণং।)

"দেবালয়ং যঃ কুরুতে পতাকাভির্বিভূষিতং।
ইহলোকে সুখং স্থিত্বা বায়ুলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥"

যে ব্যক্তি পতাকা দ্বারা দেবমন্দির বিভূষিত করে, সে ইহলোকে সুখে থাকিয়া দেহান্তে বায়ুলোকে প্রস্থিত হয়।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।—

"পতাকাঞ্চ শুভাং দত্ত্বা তথা কেশববেশ্মনি।
বায়ুলোকমবাপ্নোতি বহূনব্দগণান্ দ্বিজাঃ ॥
"দোধূয়তে যথা সা তু বায়ুনা কেশবালয়ে।
তথা তস্যাপি সকলং দেহাৎ পাপং বিধূয়তে ॥"

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেও লিখিত আছে যে, হরিমন্দিরে শুভকরী পতাকারোপণ করিলে সেই ব্যক্তি বহুবর্ষ যাবৎ বায়ুলোকে অবস্থিতি করে। সেই পতাকা যেমন বায়ুবশে মন্দিরে দোধূয়মান হয়, সেইরূপ তাহার দেহ হইতেও অখিল পাপপুঞ্জ দূর হইয়া যায়।

(কদলীস্তম্ভারোপণং।)

"দেবালয়ং যঃ কুরুতে কদলীস্তম্ভভূষিতং।
সুরকন্যাশতৈঃ সোপি সেব্যতে ত্রিদশালয়ে॥"

যিনি কদলীস্তম্ভারোপণ পূর্ব্বক দেবালয় সুশোভিত করেন, তিনি দেহান্তে সুরধামে গমন পূর্ব্বক শত শত দেবনারী কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া থাকেন।

(গুরুদর্শনং মঙ্গলদ্রব্যদর্শনঞ্চ।)

এই প্রকারে দেবগৃহমার্জ্জনাদি করিয়া গুরু ও মঙ্গলদ্রব্য দর্শন করিবে। গুরু ও মঙ্গলদ্রব্য দর্শন করিলে তাহার অভীষ্ট-সিদ্ধি হয় সন্দেহ নাই, যথা।—

"গুরূন্ বীক্ষেত্ততো ধীমান্ পুষ্পাণি বিবিধানি চ।
দেবানাং বিগ্রহাংশ্চৈব সাধ্বীঃ পতিপরায়ণাঃ।
কদলীস্তম্বকান্ পূর্ণকুম্ভাদীন্ মাল্যমেব চ।
অন্যানি যানি দেবেশি মঙ্গলানি শুভানি চ॥"

তৎপরে গুরু সকল, * নানাবিধ পুষ্প, দেবমূর্ত্তি, পতি-

* এখানে গুরুশব্দে যে মন্ত্রদাতা গুরু বুঝাইবে, তাহা নহে; মন্ত্রদাতা, বিদ্যাদাতা, পিতা, মাতা, প্রভৃতি সমস্ত গুরুজন বুঝিতে হয়।

পরায়ণা রমণী, কদলীস্তম্ভ, পূর্ণকুম্ভ, মাল্য প্রভৃতি মঙ্গলদ্রব্য দর্শন কারাই ধীমান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য।

(কেশ প্রসাধনং।)

তদনন্তর যথাবিধানে কেশপ্রসাধন করিবে। ওঙ্কার ও গায়ত্রী স্মরণ পূর্ব্বক শিখা বন্ধন করিতে হয়। দক্ষিণমুখ হইয়া ঊর্দ্ধভাবে কেশপ্রসাধন করিতে নাই। যথা—

"ন দক্ষিণামুখো নোর্দ্ধং কুর্য্যাৎ কেশপ্রসাধনং।
স্মৃত্বোঁকারঞ্চ গায়ত্রীং নিবধ্নীয়াচ্ছিখান্ততঃ॥"

(দর্পণে মুখদর্শনং পুষ্পচয়নঞ্চ।)

"মুখবিম্বং ততো পশ্যেদ্দর্পণে হৃষ্টমাননঃ।
হৃদি স্মৃত্বা তু দেবেশং পুষ্পাদানাহরেত্ততঃ॥"

তদনন্তর প্রফুল্লচিত্তে দর্পণে আত্মমুখ দর্শন করিয়া হৃদয়ে ঈশ্বরকে স্মরণ পূর্ব্বক পুষ্পাদি অর্থাৎ পুষ্প, তুলসী ইত্যাদি চয়ন করিবে।

"স্নানং কৃত্বা তু যে কেচিৎ পুষ্পং গৃহ্নন্তি বৈ দ্বিজাঃ।
দেবতাস্তন্ন গৃহ্নন্তি ভস্মীভবতি কাষ্ঠবৎ॥"

যে সকল ব্রাহ্মণ স্নান করিয়া পরে পুষ্পচয়ন করেন, তাঁহাদিগের সেই পুষ্প দেবতারা গ্রহণ করেন না; উহা কাষ্ঠবৎ ভস্মীভূত হয়। *

দ্বিতীয়যামার্দ্ধকৃত্যং।

এই প্রকারে প্রথমযামার্দ্ধক্রিয়া শেষ করিয়া দ্বিতীয়-যামার্দ্ধে

---

* ইহা মধ্যাহ্নস্নানবিষয়ে জানিবে, অর্থাৎ মধ্যাহ্নস্নানের পর পুষ্পচয়ন করিতে নাই।

অর্থাৎ সাড়ে সাতটা হইতে নয়টা পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে বেদাভ্যাস করিবে। যথা।—

"ততোঽভ্যাসেদ্বিধানেন বেদান্ বিপ্র অনন্যধীঃ।"

অর্থাৎ তৎপরে যথাবিধানে অনন্যমনা হইয়া বেদাভ্যাস করিবে। * বেদাভ্যাসই বিপ্রজাতির পক্ষে পরম তপস্যাস্বরূপ। ষড়ঙ্গ সহিত বেদাভ্যাসকে ব্রহ্মযজ্ঞ বলা যায়। যথা—

---

* বেদাভ্যাস পাঁচভাগে বিভক্ত ;—(১) বেদস্বীকরণ, (২) বেদবিচার, (৩) বেদের অভ্যাস, (৪) বেদের জপ এবং (৫) বেদের ধ্যান। গুরুসকাশে শ্রবণকে দেবস্বীকরণ, তর্ক করিয়া আলোচনাকে বেদবিচার, পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিকে বেদের অভ্যাস, মানসচিন্তাকে বেদের জপ এবং অধ্যাপনকেই বেদের ধ্যান বলা যায়। এথানে "বেদাভ্যাস করিবে" বলাতে কেবল যে উক্ত পঞ্চধারূপে বেদের আলোচনা বুঝাইবে, তাহা নহে। বেদ ব্যতীত অন্যান্য বেদানুকুল শাস্ত্রের আলোচনা ও অভ্যাসাদিও করিবে। তবে যে বিপ্র যে বেদের এবং যে বেদশাখার অন্তর্ভূত, তাহার দৈনিক পাঠ্যাংশ বা স্বাধ্যায় অধ্যয়ন না করিয়া অগ্রে অন্য শাস্ত্রের আলোচনা করিতে নাই। ফলতঃ অস্মদ্দেশে এথন আর এ নিয়ম নাই; কারণ আমাদিগের দেশ হইতে বেদপাঠ এক প্রকার উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। তৎপরিবর্ত্তে এথন গায়ত্রীপাঠ উহার অনুকল্প হইয়াছে। স্বাধ্যায় পাঠ শেষ হইলে তৎপরে স্মৃতি অথবা ধর্ম্মশাস্ত্র এবং বেদশাথা ব্যাকরণাদি অধ্যয়ন করাই বিধেয়। ফল কথা, আর্য্য ঋষিগণ সূক্ষ্মবিবেচনা করিয়াই শাস্ত্রাধ্যয়নের পক্ষে এই দ্বিতীয়-যামার্দ্ধ কালটী নিরূপণ করিয়া

"বেদাভ্যাসো হি বিপ্রাণাং পরমং তপ উচ্যতে।
ব্রহ্মযজ্ঞঃ স বিজ্ঞেয়ঃ ষড়ঙ্গসহিতশ্চ যঃ॥"

যথাবিধি বেদাভ্যাসের পর অন্যান্য বিদ্যার আলোচনা করিবে। বিদ্যার তুল্য আদরের বস্তু আর কিছুই নাই।*

গিয়াছেন। কেন না, দেহ পবিত্র, মনোবৃত্তি সতেজ আর স্নান সন্ধ্যাদি দ্বারা ঐ সময়ে মনের সম্পূর্ণ উদারতা সাধিত হইয়াছে, এরূপ সুসময়ে শাস্ত্রালোচনা করিলে যে তাহাতে বিশেষরূপে মনঃসংযোগ হইবে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। বিশেষতঃ ঐ সময়ে মেধাশক্তি ও স্মৃতিশক্তির বলবত্তা জন্মে, সুতরাং যাহা কিছু অভ্যাস বা আলোচনা করা যায়, তাহাই উত্তমরূপ স্মরণ থাকে, শাস্ত্রকথিত উদারভাবগুলি হৃদয়কন্দরে স্থান প্রাপ্ত হয় এবং শাস্ত্রচিন্তনজনিত ক্লেশেরও লাঘব হইয়া থাকে। সুতরাং বিশেষ অনুধাবন করিলে স্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, শাস্ত্রালোচনার পক্ষে এইরূপ উপযুক্ত সময় আর নাই।

* বিদ্যাশিক্ষা করিয়া তদ্দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিলে অর্থাৎ বেতন গ্রহণ করত ছাত্র পড়াইলে তাঁহার পরলোক বিফল হয় আর বিদ্যা দ্বারা অপরের যশের হানি করিলেও পরলোকে সুগতি হয় না, যথা—

"যশ্চ বিদ্যামাসাদ্য তয়া জীবেন্ন তস্য পরলোকে ফলপ্রদা ভবতি, যশ্চ বিদ্যয়া পরেষাং যশো হন্তি॥"

বিদ্যা শিক্ষা করত বিদ্যার্থীকে তাহা দান অবশ্য কর্ত্তব্য।

যাহা কিছু হইতে বেদার্থ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তাহারই গৌরব করা কর্ত্তব্য। ফলতঃ বিদ্যাদ্বারা যেমন সুগতি লাভ হয়, কি দান, কি তপঃ, কি যজ্ঞ, কি উপবাস, কি ব্রত, কিছুতেই সেরূপ সুগতির প্রত্যাশা নাই, যথা—

"দানেন তপসা যজ্ঞৈরুপবাসৈর্ব্রতৈস্তথা।
ন তাং গতিমবাপ্নোতি বিদ্যয়া যামবাপ্নুয়াৎ॥"

তৃতীয়যামার্দ্ধকৃত্যং।

(অর্থসাধনং।)

তৎপরে তৃতীয়যামার্দ্ধে অর্থাৎ বেলা নয়টা হইতে সাড়েদশ

তাহা না দিলে সেই ব্যক্তি কার্য্যবিঘ্নকারী বলিয়া গণ্য হয় এবং আপনিই আপনার মঙ্গলের দ্বার রুদ্ধ করে। এ বিষয়ে শ্রুতি যথা,—

"যোঽহরহরধীত্য বিদ্যামর্থিভ্যো ন প্রযচ্ছেৎ, স কার্য্যহা স্যাৎ, শ্রেয়সো দ্বারমাবৃণুয়াৎ॥"

ইতিহাস-পুরাণাদি গ্রন্থ লিখিয়া দান করিলে বেদপ্রদানের দ্বিগুণ ফল হইয়া থাকে, যথা—

"ইতিহাসপুরাণাদি লিখিত্বা যঃ প্রযচ্ছতি।
ব্রহ্মদানসমং পুণ্যং প্রাপ্নোতি দ্বিগুণীকৃতং॥"

মূর্খতা নিবন্ধন গ্রন্থ লিখিয়া বা পড়িয়া যদি পুনরায় ভুলিয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকে ঘোর নরকে পড়িতে হয়, যথা—

"বিস্মরেচ্চ তথা মৌঢ্যাৎ যোঽপি শাস্ত্রমনুত্তমং।
স যাতি নরকং ঘোরং অক্ষয়ং ভীমদর্শনং॥"

ঘটিকা পর্যান্ত পোষ্যবর্গের জন্য অর্থোপায়ের চেষ্টা করিবে। *

---

* "মাতা পিতা গুরুর্ভার্য্যা প্রজা দীনাঃ সমাশ্রিতাঃ।
অভ্যাগতোঽতিথিশ্চাগ্নিঃ পোষ্যবর্গ উদাহৃতঃ॥"

মাতা, পিতা, গুরু, দারা, অপত্য, দরিদ্র, আশ্রিত ব্যক্তি, অভ্যাগত ব্যক্তি, অতিথি ও অগ্নি ইহাদিগকেই পোষ্যবর্গ বলা যায়। পরন্তু অগ্নি কেবল সাগ্নিক ব্যক্তির পক্ষে জানিবে। পোষ্যবর্গ সম্বন্ধে মনু একটী বিশেষ কথা বলিয়া গিয়াছেন, যথা—

"বৃদ্ধৌ চ মাতাপিতরৌ সাধ্বী ভার্য্যা সুতঃ শিশুঃ।
অপ্যকার্য্যশতং কৃত্বা ভর্ত্তব্যা মনুরব্রবীৎ॥"

অর্থাৎ শত অকার্য্য করিয়াও বৃদ্ধ পিতা মাতা, সাধ্বী ভার্য্যা ও শিশু সন্তানকে পালন করিবে। অনেকের এইরূপ ধারণা আছে যে, শত শত অকার্য্য অর্থাৎ দস্যুবৃত্তি, চৌর্য্যবৃত্তি প্রভৃতি করিয়াও বৃদ্ধ মাতাপিতাদির প্রতিপালন করিতে হয়, কিন্তু তাহা নহে। এখানে "অকার্য্য" শব্দে চৌর্য্যাদি কুক্রিয়া নহে। পোষ্য-বর্গের পরিপালনার্থ ব্রাহ্মণের পক্ষে যেরূপ বৃত্তি অবলম্বনের ব্যবস্থা শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে, তদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ না হইলে নিম্নশ্রেণীর অর্থাৎ ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাদির বৃত্তি অবলম্বন করিয়াও জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে। সাধারণের বিদিতার্থ ব্রাহ্মণের বৃত্তির স্থূল স্থূল মর্ম্ম এই স্থলে লিখিত হইল, যথা—

অধ্যাপনঞ্চাধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ষট্‌কর্ম্মাণ্যগ্রজন্মনঃ॥

পোষ্যবর্গের ভরণপোষণার্থ যত্ন করা যে কর্ত্তব্য, তাহা শাস্ত্রোক্ত বচনেই প্রমাণীকৃত হইতেছে, যথা—

ষণ্ণাং তু কর্ম্মণাং মধ্যে ত্রীণি কর্ম্মাণি জীবিকা।
যাজনাধ্যাপনে চৈব বিশুদ্ধাচ্চ প্রতিগ্রহঃ॥"

অর্থাৎ ব্রাহ্মণের কর্ম্ম ছয়টী;—অধ্যাপন, অধ্যয়ন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ। তন্মধ্যে যাজন, অধ্যাপন ও সৎপ্রতিগ্রহ এই তিনটাই তাঁহাদিগের জীবিকা।

"কুষীদকৃষিবাণিজ্যং প্রকুর্ব্বীতাস্বয়ংকৃতং।
আপৎকালে স্বয়ং কুর্ব্বন্নৈনসা যুজ্যতে দ্বিজঃ॥"

বিপ্রেরা অপরের দ্বারা কৃষি, বাণিজ্য ও কুষীদগ্রহণ কর্ম্ম চালাইয়াও জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন। বিশেষতঃ আপৎকাল সমুপস্থিত হইলে নিজেও ঐ সমস্ত ক্রিয়া করিতে পারেন। কৃষিকর্ম্মের কথা যাহা উল্লেখ করা গেল, তদ্বিষয়ে শাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে যথা—

"অষ্টাগবং ধর্ম্মহলং ষড়্গবং জীবিতার্থিনাং।
চতুর্গবং নৃশংসানাং দ্বিগবং ব্রহ্মঘাতিনাং॥"

অর্থাৎ আটটা হেলিয়া গরুর দ্বারা সমস্ত দিন হল চালনা করিলে তাহাকেই ধর্ম্মহল বলা যায়; জীবিকার্থীরা ছয়টী দ্বারা হল চালনা করিবে অর্থাৎ ছয়টা দ্বারা চালাইলে তাহাকে জীবিকার্থীর হল বলে। চারিটার দ্বারা চালনা করিলে নৃশংসের হল কহে আর দুইটামাত্র দ্বারা চালাইলে তাহাকে ব্রহ্মহত্যাকারীর হল কহে।

"বহবো বর্ত্তনোপায়া ঋষিভিঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
সর্ব্বেষামপি বৈ তেষাং কুষীদমধিকং বিদুঃ॥"

"স জীবতি বরশ্চৈকো বহুভির্যোপজীবতি।
জীবন্তো মৃতকাশ্চান্যে পুরুষাঃ স্বোদরম্ভরাঃ॥"

অর্থাৎ যে মহান্ পুরুষ বহুজনের উপজীব্য হয়েন, তাঁহাকেই প্রকৃত জীবিত বলা যায় আর যাহারা কেবল আত্মোদর-পূরণায় ব্যস্ত, তাহারা জীবিত থাকিলেও মৃতস্বরূপ।

আর্য্য-ঋষিগণ আপৎকালে জীবিকার বহুবিধ উপায় কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন; তন্মধ্যে কুষীদগ্রহণই শ্রেষ্ঠ।

ব্রাহ্মণেরা বাণিজ্যও করিতে পারেন, কিন্তু লৌহ, লাক্ষা লবণ ও দুগ্ধ এই সমস্ত বস্তুর ব্যবসায় অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয় করিলে দিবসত্রয়মধ্যে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইতে হয়, যথা—

"সদ্যঃ পততি লৌহেন লাক্ষয়া লবণেন চ।
ত্র্যহেণ শূদ্রীভবতি ব্রাহ্মণঃ ক্ষীরবিক্রয়াৎ॥"

এই প্রকারে ক্ষত্রিয়াদি অন্যান্য জাতিরাও স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়া দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিবে। ক্ষত্রিয়াদির কর্ম্ম প্রকীর্ণ অংশে দ্রষ্টব্য। পরন্তু শূদ্রজাতি সকল প্রকার দ্রব্যের ব্যবসায় করিতে পারে; কিন্তু মধু, চর্ম্ম, সুরা, লাক্ষা, মাংস এই কয় দ্রব্যের ব্যবসায় করিবে না, যথা।—

"বিক্রয়ং সর্ব্ববস্তূনাং কুর্ব্বন্ শূদ্রো ন দোষভাক্।
মধু চর্ম্ম সুরাং লাক্ষাং ত্যক্ত্বা মাংসঞ্চ পঞ্চমং॥"

এই বিধির তাৎপর্য্যে বোধ হয় যে, ঐ সমস্ত বস্তুর ক্রয়, বিক্রয়াদি দ্বেষবহুলাদি-দোষপূর্ণ বলিয়া শবর, কিরাত, ব্যাধ প্রভৃতি বন্য জাতিকে ছাড়িয়া দেওয়ার জন্যই আর্য্য ঋষিরা বিধি নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

"পাদেন তস্য পারক্যং কুর্য্যাৎ সঞ্চয়মাত্মবান্।
অৰ্দ্ধেন চাত্মভরণং নিত্যং নৈমিত্তিকং তথা।
পাদস্যার্দ্ধার্দ্ধমত্তিস্য মূলভূতং বিবর্দ্ধয়েৎ।
এবমারভতঃ পুংসশ্চার্থং সাফল্যমৃচ্ছতি॥"

সুবুদ্ধি ব্যক্তি যথাবিধানে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া তাহার এক-চতুর্থাংশ পারলৌকিক হিত সাধনার্থ নিযোজিত করিবে, অর্দ্ধাংশ দ্বারা নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়া সম্পাদন ও আত্মভরণ করিবে এবং অবশিষ্ট এক-চতুর্থাংশের অর্দ্ধার্দ্ধ মূলধনরূপে বর্দ্ধিত করিবে। এই প্রকার করিলেই সেই অর্থ সফল বলিয়া গণনীয় হয়। এইরূপে তৃতীয়যামার্দ্ধকৃত্য * শেষ করিয়া তৎপরে চতুর্থযামার্দ্ধের ক্রিয়া অর্থাৎ বলা সাড়ে দশ ঘটিকা হইতে বারোটা পর্য্যন্ত যাহা যাহা কর্ত্তব্য, তাহা সম্পাদন করিবে।

---

* প্রাচীন আর্য্যঋষিগণ দেড় ঘটিকাকালমাত্র অর্থোপায়ের সময় নিরূপণ করিয়াছিলেন; বস্তুতঃ পূর্ব্বে ঐ সময়েই তত্তৎ-কার্য্য সম্যক্‌রূপে সুসম্পন্ন হইত। এখন অহোরাত্র যত্ন করি-লেও কুলায় না। ইহার কারণ এই যে, ইদানীন্তন কালের ন্যায় তখন তত ধনলোভ ছিল না। এখন দিন দিন ধনলোভ ও ভোগবিলাসেচ্ছা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতেছে। তখন আর্য্য ঋষিগণ এই প্রকার উপদেশ ও শিক্ষা দিতেন যে, আপনার জন্য কোন কাজই করিতে নাই; কিন্তু এখনকার শিক্ষা এইরূপ হইয়াছে যে, "নিজের জন্য ভিন্ন পরের জন্য কোন কার্য্যই করিবে না।"

চতুর্থযামার্দ্ধকৃত্যম্।

চতুর্থ যামার্দ্ধে অর্থাৎ বেলা সাড়ে দশ ঘটিকা হইতে দ্বাদশ ঘটিকা পর্য্যন্ত মধ্যাহ্ণ স্নান, তর্পণ ও মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা আদি করিবে। তন্মধ্যে স্নান, তর্পণ ও সন্ধ্যার প্রণালী পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে; কেবল স্নানের কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে, তাহাই কথিত হইতেছে।

মধ্যাহ্নস্নান।

যে নিয়মে প্রাতঃস্নান করিতে হয়, সেই নিয়মেই মধ্যাহ্নস্নান সম্পন্ন করিবে, তবে প্রভেদ এই যে, প্রাতঃকালে তৈলাভ্যঙ্গের কথা নাই, কিন্তু মধ্যাহ্নস্নানে তৈলাভ্যঙ্গের বিধি আছে।

"প্রাতঃস্নানে ব্রতে শ্রাদ্ধে দ্বাদশ্যাং গ্রহণে তথা।
মদ্যলেপসমং তৈলং তস্মাত্তৈলং বিবর্জ্জয়েৎ॥"

প্রাতঃস্নানের সময় গাত্রে তৈল মাখিবে না। প্রাতঃস্নানে, ব্রতদিনে, শ্রাদ্ধাহে, দ্বাদশীতে ও গ্রহণদিবসে তৈল মাখিলে উহা মদ্য-লেপনের সদৃশ হয়; সুতরাং তৈল বর্জ্জন করিবে

"শিরোভ্যঙ্গাবশিষ্টেন তৈলেনাঙ্গং ন লেপয়েৎ॥"

যখন তৈল মাখিতে হয়, তখন দেহের নিম্নদিক্ হইতে উপরের দিকে মাখিবে অর্থাৎ প্রথমতঃ মস্তকে দিয়া সেই তৈলের অবশিষ্ট অংশ দ্বারা অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লেপন করিবে না। *

* রবিবারে ও মঙ্গলবারে তৈল ব্যবহার নিষিদ্ধ। চতুর্দ্দশী অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও রবিসংক্রান্তিদিনেও তৈলাভ্য[ঙ্গ] করিতে নাই। এতদ্ভিন্ন ষষ্ঠী ও নবমীতে মস্তকে ও পর্ব্বসন্ধিতে তৈল মাখিবে না। তৈলাভ্যঙ্গ করিলে শ্রম, শতদোষ, জ্বর

তৈলাভ্যঙ্গের নিষেধ কেবল তিল-তৈলেরই প্রতি সন্দেহ নাই। ঘৃত, সর্ষপতৈল, পুষ্পবাসিত তৈল আর পক্ক তৈল এই সমস্ত প্রত্যহ ব্যবহার করা দোষাবহ নহে। তবে দেহে শ্লেষ্মদোষ উৎপন্ন হইলে অথবা স্নানাদি দ্বারা বিশুদ্ধি লাভান্তে কিম্বা অজীর্ণদোষ জন্মিলে তৈলাভ্যঙ্গ করিতে নাই; যথা—

"তৈলাভ্যঙ্গনিষেধে তু তিলতৈলং নিষিধ্যতে।
ঘৃতঞ্চ সার্ষপং তৈলং যত্তৈলং পুষ্পবাসিতং।

প্রভৃতি বিনাশ পায়। মস্তকে, কর্ণে ও পদে বিশেষরূপে তৈল দিতে হয়। আয়ুর্ব্বেদে ইহার প্রমাণ আছে, যথা—

"অভ্যঙ্গমাচরেন্নিত্যং স জরাশ্রমবাতহা।
শিরঃশ্রবণপাদেষু তং বিশেষেণ শীলয়েৎ॥"

আমাদিগের দেশের অধুনাতন লোকেরা ইংরাজীশিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া তৈল-ব্যবহার এক প্রকার ছাড়িয়া দিয়াছেন বলিলেই হয়; কিন্তু তাহাতে স্বাস্থ্যের হানি ব্যতীত অন্য কোন উপকারের প্রত্যাশা নাই। ইউরোপখণ্ডের উত্তরাংশ অত্যন্ত শীতপ্রধান দেশ। তত্রত্য বাসীরা গাত্রবস্ত্র খুলিয়া থাকিতে পারে না। সুতরাং তথায় কোনরূপ তৈলের ব্যবহার প্রচলিত নাই। পরন্তু ইউরোপখণ্ডের প্রায় সর্ব্বস্থানেই সাবান ব্যবহার প্রচলিত। সাবানে তৈল কিম্বা বসা ইত্যাদি তৈলবৎ পদার্থ এবং ক্ষারমৃত্তিকা উভয়ই আছে; সুতরাং উহার ব্যবহারে এক প্রকার তৈলব্যবহার করাই হয়; কাজে কাজেই তাহাদিগের স্বাস্থ্যের হানি হয় না। পূর্ব্বকালে য়িহুদি, গ্রীক ও রোমীয়গণও তৈল এবং বেসন গাত্রে ব্যবহার করিত।

অদুষ্টং পক্কতৈলঞ্চ স্নানাভ্যঙ্গে চ নিত্যশঃ ॥
বর্জ্জ্যোঽভ্যঙ্গঃ কফগ্রস্তৈঃ কৃতসংশুদ্ধ্যজীর্ণিভিঃ ॥”

তৈলাভ্যঙ্গের পর অবগাহন স্নান, জলাদি দ্বারা তিলক তৎপরে তর্পণ, আর্দ্রবস্ত্র ত্যাগ প্রভৃতি সম্পাদন করিয়া মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা করিবে। বৈধকর্ম্মের সময় পরিহিত বস্ত্র সর্ব্বথা পবিত্র হওয়া উচিত। যথা—

“স্বয়ং ধৌতেন কর্ত্তব্যাঃ ক্রিয়াধর্ম্ম্যা বিপশ্চিতা।
ন চ রাজকধৌতেন ন চাধৌতেন কর্হিচিৎ।
পুত্রমিত্রকলত্রেণ স্বজ্ঞাতিবান্ধবেন চ।
দাসবর্গেণ যদ্ধৌতং তৎ পবিত্রমিতি স্মৃতং ॥”

অর্থাৎ পণ্ডিতগণ ধর্ম্মকর্ম্মসাধনার্থ বস্ত্রাদি আপনারাই ধৌ করিয়া লইয়া থাকেন। রজকধৌত বা অধৌত বস্ত্র ব্যবহা করেন না; পরন্তু পুত্র, কলত্র, মিত্র, জ্ঞাতি, বান্ধব বা ভৃত দ্বারা ধৌত বস্ত্র পবিত্র বলিয়া গ্রহণীয়। তদনন্তর যথানিয়মে মধ্যাহ্নসন্ধ্যা করিবে।

মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যার শেষে “ব্রহ্মযজ্ঞ” নামে একটি অনুষ্ঠা আছে। অনেকের ধারণা আছে যে, ইহাও সন্ধ্যার একা অঙ্গস্বরূপ; বস্তুতঃ তাহা নহে। উহার উপাদান স্বাধ্যায় পাঠ (অনুকল্পে গায়ত্রী পাঠ) এবং বেদচতুষ্টয়ের চারিটি মন্ত্রের জপ ঐ চারিটি মন্ত্র সন্ধ্যার শেষভাগে পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। মন্ত্র চারিটির মধ্যে ঋগ্বেদীয় প্রথমটিতে বহ্নির, যজুর্ব্বেদীয় দ্বিতী টিতে বায়ুর, সামবেদীয় তৃতীয়টিতে অগ্নির এবং অথর্ব্ববেদী চতুর্থটিতে জলের আবাহন ও স্তুতি করা হয়।

দেবপূজা।

ব্রহ্মযজ্ঞের পর দেবতাদিগের পূজা করিবে। দেবার্চ্চনার মধ্যে পার্থিব শিবলিঙ্গে অথবা বাণলিঙ্গে মহাদেবের; শালগ্রামশিলায় বিষ্ণুর এবং (গৃহীতদীক্ষের পক্ষে) কুলদেবতার অথবা ইষ্টদেবতার পূজাই প্রধান। পঞ্চদেবতার পূজাই মুখ্য পূজা। পঞ্চদেবতার পূজার ক্রমও শাস্ত্রে উক্ত আছে, যথা—

"আদিত্যং গণনাথঞ্চ দেবীং রুদ্রং যথাক্রমং।
নারায়ণং বিশুদ্ধাখ্যমন্তে চ কুলদেবতাং।"

সূর্য্য, গণেশ, দেবী, রুদ্র, বিশুদ্ধাখ্য নারায়ণ এবং অবশেষে কুলদেবতার অর্চ্চনা করিতে হয়।

"সামিৎপুষ্পকুশাদীনি ব্রাহ্মণঃ স্বয়মাহরেৎ।
শূদ্রানীতৈঃ ক্রয়ক্রীতৈঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্ পতত্যধঃ॥"

দেবপূজার্থ হোমকাষ্ঠ, পুষ্প, কুশাদি সমস্তই ব্রাহ্মণ নিজে আহরণ করিয়া আনিবেন। শূদ্র দ্বারা আনীত কিম্বা মূল্য দিয়া ক্রীত দ্রব্যাদি দ্বারা কার্য্য করিলে পূজককে অধোগামী হইতে হয়। *

---

* প্রাচীন ঋষিগণ বিশেষ বিবেচনা করিয়া নিজ হস্তে এই সকল আহরণের বিধি নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। কেন না, লোককে পবিত্র করা যেরূপ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য, সেইরূপ লোককে আলস্যশূন্য, কর্ম্মঠ ও সর্ব্বদা ঈশ্বরের কার্য্যে ভক্তিসহ অবহিত করিয়া রাখাও একটি প্রধান উদ্দেশ্য। পূজাকালে দেবগৃহটী ও পূজোপকরণ সকল সাধ্যমত পরিষ্কার রাখিবে এবং সুন্দররূপে ব্যবস্থিত করিয়া পরিচ্ছন্নভাবে স্থাপন করিবে। পূজাকালে কাম, দ্বন্দ্ব,

(পূজার প্রকৃত অধিকারী)।

কোন্ ব্যক্তি দেবপূজায় প্রকৃত অধিকারী, তাহাও শাস্ত্রে বর্ণিত আছে. যথা—

ভয়, রাগ, মাৎসর্য্য প্রভৃতিকে হৃদয়ে স্থান দিবে না; মৌনভাবে ধ্যানপরায়ণ হইয়া পূজা করিবে। এইরূপ করিলেই ভক্তির উন্মেষ হইবে।

চতুর্থযামার্দ্ধের কৃত্য যাহা কথিত হইল, অনেকের বিবেচনায় দেড় ঘণ্টার মধ্যে এতগুলি কার্য্য নির্ব্বাহিত হওয়া কঠিন; কিন্তু তাহা নহে। অভ্যস্ত হইলে দেড় ঘণ্টা কেন, এক ঘণ্টার মধ্যেও সুসমাহিত হইতে পারে। তবে এ স্থলে আরও একটী কথা আছে যে, এক্ষণে সহরাদিতে চাকুরিয়া লোকের ভাগই অধিক। বেলা সাড়ে দশ ঘটিকার মধ্যেই তাঁহাদিগকে আহারাদি করিয়া কর্ম্মস্থলে যাইতে হয়। সুতরাং তাঁহারা তৃতীয় যামার্দ্ধ হইতেই আরম্ভ করিয়া মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা ও দেবপূজাদি সম্পন্ন করিয়া থাকেন। ফলতঃ এক যামার্দ্ধকৃত্য অন্য যামার্দ্ধে নির্ব্বাহিত হইলে ততদূর দোষাবহ হয় না। স্মার্ত্ত-শিরোমণি রঘুনন্দনও বলিয়া গিয়াছেন যে, "অত্রাপ্রত্যাখ্যেয়কর্ম্মানুরোধেন প্রধানকালাদন্যত্রাপি কালান্তরে কর্ম্মানুষ্ঠানমিতি।" অর্থাৎ যে কার্য্যের প্রত্যাখ্যান করা যায় না, তদনুরোধে মুখ্য কাল বর্জ্জন পূর্ব্বক গৌণকালেও বৈধকার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে। বস্তুতঃ সন্ধ্যা-পূজাদির জন্য কখনই লোকের কার্য্যের হানি হয় না। তবে যাহারা অলস ও নাস্তিক, তাহাদিগের কথা স্বতন্ত্র।

"ক্ষমা শৌচং দমঃ সত্যং দানমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
অহিংসা গুরুশুশ্রূষা তীর্থানুসরণং দয়া।
আর্জবং লোভশূন্যত্বং দেববাহ্মণপূজনং।
অনভ্যসূয়া চ তথা ধর্ম্মঃ সামান্য উচ্যতে॥"

ক্ষমা, শৌচ, দম, সত্যনিষ্ঠা, দান, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, অহিংসা, গুরুসেবা, তীর্থগমন, দয়া, সরলতা, অলোভ, দেবতা ও বিপ্র-পূজা, অনসূয়া এই সকলই পরম ধর্ম্ম। যে ব্যক্তি এই সকল গুণে বিভূষিত, তিনি দেবতা-পূজায় প্রকৃত অধিকারী। অর্থব্যয় ব্যতিরেক্যকে কেবলমাত্র জল দ্বারাও দেবপূজা হইতে পারে; কিন্তু গৃহীর পক্ষে সে বিধি নহে।

"অন্নেন সুমনোভিশ্চ গন্ধৈর্ধূপৈঃ প্রদীপকৈঃ।
গৃহস্থঃ পূজয়েন্নিত্যং স্বগৃহে গৃহদেবতাং॥"

গৃহী ব্যক্তি স্বীয় গৃহে অন্ন, পুষ্প, গন্ধ, ধূপ, দীপ প্রভৃতি দ্বারা গৃহদেবতার অর্চ্চনা করিবেন।

বিষ্ণুপূজাবিধিঃ। *

"প্রথমং আচম্য শুদ্ধাসনে উপবিশ্য শালগ্রামং স্নাপয়েৎ॥" যথা—

"ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। স ভূমিং সর্ব্বত-স্পৃষ্ট্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলং॥ ১॥ ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং হোতারং রত্নধাতমম্॥ ২॥ ওঁ ইষেত্বোর্জ্জেত্বা বায়বঃ স্থ দেবো বঃ সবিতা প্রাপয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে॥ ৩॥ ওঁ অগ্ন

---

* এই বিষ্ণুপূজা-বিধির মধ্যেই সাধারণতঃ সূর্য্যপূজা গণেশপূজা প্রভৃতি লিখিত হইল।

আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে নিহেতা সৎষি বর্হিষি ॥ ৪ ॥ ওঁ শন্নো দেবীরভীষ্টয়ে শন্নো ভবন্তু পীতয়ে শংযোরভিস্রবন্তু নঃ ॥ ৫ ॥ গায়ত্র্যা চ। কেচিৎ পুরুষসূক্তমন্ত্রেণাপি।”

প্রথমে আচমন পূর্ব্বক শুদ্ধাসনে উপবেশন করিয়া “ওঁ সহস্রশীর্ষা’ ইত্যাদি উপরোক্ত মন্ত্রে এবং গায়ত্রী পাঠ করত নারায়ণকে স্নান করাইবেন। কেহ কেহ পুরুষসূক্ত মন্ত্রও পাঠ করিয়া থাকেন। স্নপনান্তে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা শ্বেত-চন্দনম্রক্ষিত তুলসী লইয়া উহা চিত করত নারায়ণকে দিতে হয়, মন্ত্র যথা—

“ইদং সচন্দনতুলসীপত্রং ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা।”

“ততঃ সূর্য্যায়ার্ঘ্যং দত্ত্বা, স্বস্তিবাচনপূর্ব্বকং “ওঁ সূর্য্যঃ সোম” ইতি পঠেৎ।”

তৎপরে “নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্” ইত্যাদি মন্ত্রে সজল দূর্ব্বাক্ষত গন্ধ পুষ্প দ্বারা সূর্য্যার্ঘ্য দিয়া স্বস্তিবাচন করত নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

“ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ সন্ধ্যে ভূতান্যহঃ ক্ষপা।
পবনো দিক্পতির্ভূমিরাকাশং খচরামরাঃ।
ব্রাহ্মং শাসনমাস্থায় কল্পধ্বমিহ সন্নিধিং ॥”

“ততঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বিঘ্ননাশায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আদিত্যাদি-নবগ্রহেভ্যো নমঃ, ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ। ইতি পূজয়িত্বা “ওঁ ত্রৈলোক্যপূজিত শ্রীমন্ সদা বিজয়বর্দ্ধন। শান্তিং কুরু গদাপাণে নারায়ণ নমোঽস্তু তে ॥ ইতি প্রণমেৎ।”

পরে "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বিঘ্ননাশায় নমঃ" ইত্যাদিরূপে এক একটি গন্ধ পুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া "ওঁ ত্রৈলোক্যপূজিত শ্রীমন্" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক প্রণাম করিবে।

"ততঃ সামান্যার্ঘ্যং কুর্য্যাৎ। যথা স্ববামে ত্রিকোণমণ্ডলং কৃত্বা, তত্র ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ, ইতি গন্ধাক্ষতৈঃ পূজয়িত্বা, 'ফট্' ইতি মন্ত্রেণ অর্ঘ্যপাত্রং সংস্থাপ্য, 'নম' ইতি মন্ত্রেণ জলেনাপূর্য্য, তত্র দূর্ব্বাক্ষতগন্ধপুষ্পাদিকং নিক্ষিপ্য, অঙ্কুশমুদ্রয়া 'গঙ্গে চ যমুনে চৈব' ইত্যাদিনা জলং সংশোধ্য, 'বং' ইতি ধেনুমুদ্রাং প্রদর্শ্য, প্রণবং জপ্ত্বা, তজ্জলেন আত্মানং পূজোপকরণঞ্চ প্রোক্ষয়েৎ।"

তৎপরে সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিবে, যথা—বামদিকে ভূমিতে ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তাহার উপরে "ওঁ আধার-শক্তয়ে নমঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে পূজা করিবে। পরে "ফট্" মন্ত্রে কোশাকুশি ধুইয়া তদুপরি স্থাপন করত "নমঃ" মন্ত্রে উহা জল-পূর্ণ করিবে। তৎপরে উহাতে দূর্ব্বা, অক্ষত, গন্ধ, পুষ্প ইত্যাদি প্রদান পূর্ব্বক অঙ্কুশমুদ্রাযোগে "ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব" মন্ত্রে জলশুদ্ধি করিবে। তদনন্তর "বং" মন্ত্রে ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক দশধা প্রণব জপ করিয়া ঐ জল দ্বারা আপনার মস্তক ও পূজোপকরণাদি প্রোক্ষিত করিবে।

"ততঃ আসনশুদ্ধিঃ। এতে গন্ধপুষ্পে আধারশক্তিকম-লাসনায় নমঃ। ইতি আসনং সংপূজ্য আসনং ধৃত্বা পঠেদ্ যথা— ওঁ আসনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ কূর্ম্মো দেবতা আসনপরিগ্রহে বিনিয়োগঃ। ওঁ পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা। ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনং॥"

"অতো ওঁ বামে গুরুভ্যো নমঃ, দক্ষিণে ওঁ গণেশায় নমঃ, উর্দ্ধে ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ, অধো ওঁ অনন্তায় নমঃ, মধ্যে ওঁ নারায়ণায় নমঃ। ইতি যথাস্থানং স্পৃষ্ট্বা প্রণমেৎ।"

তৎপরে আসনশুদ্ধি করিবে অর্থাৎ ভূমিতে আসনের নিম্নে ত্রিকোণ মণ্ডল আঁকিয়া একটী গন্ধ পুষ্প লইয়া "হ্রীং আধারশক্তিকমলাসনায় নমঃ" মন্ত্রে আসনের পূজা করিবে। পরে আসন ধরিয়া "ওঁ আসনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠঋষিঃ" ইত্যাদি মন্ত্র পড়িতে হয়। তৎপরে "বামে ওঁ গুরুভ্যো নমঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে যথাযথ স্থান স্পর্শ পূর্ব্বক প্রণাম করিবে। *

"ততঃ পুষ্পশুদ্ধিঃ। পুষ্পাণি ধৃত্বা পঠেৎ—ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্প সম্ভবে। পুষ্পচয়াবকীর্ণে চ হুং ফট্ স্বাহা। ততঃ পুষ্পৈকং গৃহীত্বা ঐং রং অস্ত্রায় ফট্ ইত্যনেন করদ্বয়েন সংপিষ্য বামতো নিক্ষিপেৎ। জলেন পুষ্পাণি চ প্রোক্ষয়েৎ।"

অর্থাৎ তৎপরে পুষ্পশুদ্ধি করিবে। পুষ্প ধরিয়া "ওঁ পুষ্পে পুষ্পে" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক একটী পুষ্প লইয়া ঐং রং অস্ত্রায় ফট্ এই মন্ত্রে তুই হস্তে পেষণ করত বামদিকে নিক্ষেপ করিবে। পুষ্পে কিঞ্চিৎ জলের ছিটাও দিতে হয়।

"ততো ভূতানপসার্য্য দশদিগ্বন্ধনং কৃত্বা ভূতশুদ্ধি-প্রাণায়ামৌ কুর্য্যাৎ।"

তদনন্তর ভূতাপসরণ, দশদিক বন্ধন, ভূতশুদ্ধি ও প্রাণায়াম

---

* এই সময়ে অনেকে সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান ও সূর্য্যপ্রণাম করিয়া থাকেন।

করিবে, যথা—"ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতা। যে ভূতা বিঘ্নকর্ত্তারস্তে নশ্যন্তু মমাজ্ঞয়া।" এই মন্ত্রে অক্ষত বিকীরণ করিবে। পরে ভূমিতে বামপদের তিনটী আঘাত করিয়া মস্তকোপরি তিনবার ফট্ মন্ত্রে করতালি প্রদান করত তুড়ি দ্বারা দশদিগ্বন্ধন করিবে। তৎপরে সংক্ষেপে ভূতশুদ্ধি করিবে অর্থাৎ "ওঁ ভূতশৃঙ্গাটাচ্ছিরঃ সুষুম্নপথেন জীব শিবং পরমশিবপদে যোজয়ামি স্বাহা। ১। ওঁ যং লিঙ্গশরীরং শোষয় শোষয় স্বাহা॥ ২॥ ওঁ রং সঙ্কোচশরীরং দহ দহ স্বাহা। ৩; ওঁ পরমাশিব-সুষুম্ন-পথেন মূলশৃঙ্গাটমুল্লসোল্লস জ্বল জ্বল প্রজ্জ্বল প্রজ্জ্বল সোহং হংসঃ স্বাহা। ৪।" এই মন্ত্রচতুষ্টয় পাঠ করিলেই ভূতশুদ্ধি হয়। পরে প্রাণায়াম করিবে অর্থাৎ সুখাসনে উপবেশন করিয়া মূলাধার হইতে মেরুদণ্ড ঠিক সমানভাবে রাখিতে হয়। পরে অতি মৃদুভাবে পূরক, (শ্বাসবায়ুর আকর্ষণ), কুম্ভক, (রোধ) ও রেচক (ত্যাগ) করিতে করিতে হৃদয়ে দেবমূর্ত্তির ধ্যান করিবে। তৎপরে দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণনাসিকাপুট রোধ করত বামকরে চারি বার দেবতার বীজমন্ত্র জপ করিতে করিতে বামনাসিকাপুট দ্বারা বায়ু পূরণ করিবে; এবং অঙ্গুষ্ঠ ও অনামা দ্বারা নাসিকাপুটদ্বয় ধরিয়া পূর্ব্ববৎ উক্ত বীজমন্ত্র ষোড়শবার জপ করিতে করিতে কুম্ভক করিবে। পরে অনামা ও কনিষ্ঠা দ্বারা বামনাসিকাপুট ধরিয়া অষ্টবার উক্ত মন্ত্র জপ করিতে করিতে শ্বাসবায়ু বিসর্জ্জন করিতে হয়। এই প্রকারে থাকিয়া পুনর্ব্বার বিপরীতক্রমে শ্বাস বিসর্জ্জনের পর দক্ষিণনাসিকাপুট দ্বারা পূর্ব্বের ন্যায় চারিবার জপ করিতে করিতে বায়ু পূরণ ও নাসাপুটদ্বয় ধরিয়া কুম্ভক, অবশেষে রেচন

করিবে। তৎপরে পুনরায় প্রথমবারবৎ দক্ষিণনাসিকাপুট ধারাণাদিক্রমে পূরক, কুম্ভক ও রেচক করিতে হয়। ইহারই নাম প্রাণায়াম। ইহা অভ্যস্ত হইলে চারিগুণ অর্থাৎ, ষোড়শ, চতুঃষষ্টি ও দ্বাত্রিংশৎবারাদিক্রমে অভ্যাস করা যায়।

"ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ কৃত্বা গণেশং পূজয়েৎ, যথা—গাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, গীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, গূংমধ্যমাভ্যাং বষট্, গৈং অনামিকাভ্যাং হুং, গৌং কানিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, গঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। গাং হৃদয়ায় নমঃ, গীং শিরসে স্বাহা, গূং শিখায়ৈ বষট্, গৈং কবচায় হুং, গৌং নেত্রাভ্যাং বৌষট্, গঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।" *

উক্ত প্রকারে করাঙ্গন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে ; যথা—

গণেশধ্যানং।—কূর্ম্মমুদ্রয়া পুষ্পং গৃহীত্বা, ওঁ খর্ব্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরং, প্রস্যন্দন্মদগন্ধলুব্ধ মধুপব্যালোলগণ্ডস্থলং। দন্তাঘাতবিদারিতারিরুধিরৈঃ সিন্দূর-

---

* এই প্রকারে দেবতার নামের আদি অক্ষরে দীর্ঘস্বরাদি যোগ করিয়া ন্যাস করিবে অথবা যে দেবতার যে বীজমন্ত্র, সেই মন্ত্রে দীর্ঘস্বরাদি যোগ করিলেও হইতে পারে। অধিকন্তু সাধারণতঃ পুংদেবতার ওঙ্কার এবং স্ত্রী-দেবতার হ্রীং এই বীজ দ্বারাও ন্যাস হইয়া থাকে। ন্যাসের মধ্যে যেস্থানে "নেত্রাভ্যাং বৌষট্" আছে, ত্রিনেত্রা দেবতা হইলে সেই স্থলে "নেত্রত্রয়ায় বৌষট্" বলিয়া ন্যাস করিতে হয়। কেহ কেহ সর্ব্বাগ্রে গণেশের পূজা না করিয়া প্রথমে সূর্য্য ও তৎপরে গণেশের পূজা করিয়া থাকেন।

শাভাকরং, বন্দে শৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কর্ম্মসু।”
'তি ধ্যাত্বা স্বশিরসি পুষ্পং দত্ত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য পুনর্ধ্যাত্বা শাল-
ামে পুষ্পং দদ্যাৎ। প্রতিমাদৌ তু ওঁ গণেশ ইহাগচ্ছাগচ্ছ ইহ
তিষ্ঠ তিষ্ঠ অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ, ইত্যাবাহ্য পূজ-
য়েৎ। এতৎ পাদ্যং ওঁ গণেশায় নমঃ, এবং ইদমর্ঘ্যং ইদমাচম-
নীয়ং, এষ গন্ধঃ, এতৎ পুষ্পং, এষ ধূপঃ, এষ দীপঃ,এতন্নৈবেদ্যং,
ানার্থজলং, ইদং পুনরাচমনীয়ং, এতত্তাম্বূলং। সর্ব্বত্র ওঁ গণে-
াায় নমঃ ইতি নিবেদ্য যথাশক্তি জপিত্বা জপং সমর্প্য প্রার্থ-
য়েৎ প্রণমেচ্চ। তত্র প্রার্থনা যথা—ওঁ দেবেন্দ্র মৌলিমন্দার-
'করন্দকণারুণাঃ। বিঘ্নং হরন্তু হেরম্ব-চরণাম্বুজরেণবঃ॥
প্রণামমন্ত্র যথা—ওঁ একদন্তং মহাকায়ং লম্বোদরং গজাননং।
বিঘ্ননাশকরং দেবং হেরম্বং প্রণমাম্যহং॥”

সর্ব্বত্র পূজাতেই কূর্ম্মমুদ্রাযোগে প্রথম ধ্যানান্তে পুষ্পাদি
নিজমস্তকে দিয়া প্রার্থনামুদ্রা করত * দেবতা ও আত্মাকে
অভেদজ্ঞানে হৃদয়কমলে ধ্যানকথিত তেজোময় মূর্ত্তি চিন্তা
করিতে করিতে তৎপদে মনে মনে পাদ্যাদি দ্বারা মানসার্চ্চনা
করিবে এবং সুষুম্নাপথযোগে তত্তেজ ব্রহ্মরন্ধ্রে আনাইয়া পুন-
ায় ধ্যানান্তে বামনাসিকারন্ধ্র হইতে প্রশ্বাসবায়ু সহ হস্ততলস্থ
পুষ্পে আরোপণ করাইয়া পূজাধারে সংস্থাপন পূর্ব্বক বাহ্য পূজা
করিতে হয়। প্রতিমাদিতে পূজা করিতে হইলে “ওঁ গণেশ

---

* প্রার্থনামুদ্রা যথা—বাম হস্তের তলোপরি দক্ষিণহাত
উচিতভাবে রাখিয়া বিপরীতভাবে বক্ষ-সমীপে স্থাপন করিলেই
তাহার নাম প্রার্থনা মুদ্রা।

ইহাগচ্ছাগচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করিয়া পূজা করিবে। (অন্যান্য দেবতার আবাহনে তত্তদ্দেবতার নাম গ্রহণ পূর্ব্বক আবাহন করিবে।) “এতৎপাদ্যং ওঁ গণেশায় নমঃ” ইত্যাদি ক্রমে দশোপচারে অথবা গন্ধ পুষ্প দ্বারা যথাশক্তি পূজা করিবে। * এই প্রকারে যথানিয়মে পূজা, জপ ও জপসমর্পণ পূর্ব্বক উপরোক্ত প্রার্থনামন্ত্রে প্রার্থনা ও প্রণামমন্ত্রে প্রণাম করিবে। তৎপরে সূর্য্যের পূজা করিতে হয়।—

* পূজাকালে সুবসন ধারণ পূর্ব্বক শুচি, মৌনী, তন্মনা ও চিত্তবিশোধনার্থ নিষ্কামী হইবে। তৎকালে আসন ত্যাগ করিতে নাই। ত্যাগ করিলে পুনরায় প্রাণায়াম করিতে হয়। দণ্ডায়মান হইলে আচমন ও অঙ্গন্যাস করিবে; অন্য কথা উচ্চারণ করিলে পুনরায় আচমন করিবে; ক্ষুৎ (হাঁচি) বা কাস হইলে অথবা অধোবায়ু নির্গত হইলে দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিতে হয় এবং শ্রীবিষ্ণু স্মরণ করিবে। কোন উপচারদ্রব্য দানে অসমর্থ হইলে গন্ধ পুষ্প দ্বারাও পূজা হইতে পারে অর্থাৎ যে উপচারদ্রব্যের অভাব হইবে, জল দ্বারা তাহা পূরণ করিতে হয়। মনে কর, দীপের অভাব হইয়াছে, সে স্থলে “দীপার্থোদকং অমুকদেবায় নমঃ” বলিয়া জল দিবে। গঙ্গাজল হইলে “দীপার্থগঙ্গোদকং” ইত্যাদি রূপ বলিবে। কেবলমাত্র জল দ্বারাও অর্চ্চনা হয় আর্থৎ পুষ্পের ন্যায় হাতে জল লইয়া ধ্যানাদি করত “ওঁ ইদং অর্ঘ্যার্থোদকং অমুকদেবায় নমঃ” ইত্যাদি রীতিক্রমে দিতে হয়। পুষ্পের অভাব হইলে পুষ্পবৃক্ষের পাতা অথবা আতপতণ্ডুলও তৎপ্রতিনিধিস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে সমস্ত দ্রব্যের অর্থাৎ জল পর্য্যন্তেরও অভাব হইলে মানস পূজা

সূর্য্যধ্যানং।—"ওঁ রক্তাম্বুজাসনমশেষগুণৈকসিন্ধুং, ভানুং ।মস্তজগতামধিপং ভজামি। পদ্মদ্বয়াভয়বরং দধতং করাব্জৈ- াণিক্যমৌলিমরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রং ॥"

এই প্রকার ধ্যানে যথানিয়মে পাদ্যার্ঘ্য * দ্বারা সূর্য্যের পূজা ়রিয়া প্রণাম করিবে। তৎপরে নিম্নলিখিতরূপে গন্ধপুষ্প দ্বারা ূজা করিতে হয়, যথা—

"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শিবাদিপঞ্চদেবতাভ্যো নমঃ। এতে ন্ধপুষ্পে ওঁ আদিত্যাদিনবগ্রহেভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ঁ ইন্দ্রাদিদশদিক্পালেভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সর্ব্বেভ্যো দবেভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সর্ব্বাভ্যো দেবীভ্যো নমঃ। াতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গুরবে নমঃ ॥" †

তৎপরে "নাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, নীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা"

়রিবে। পূজার সাধারণতঃ যে প্রণালী লিখিত হইল, এই নয়মেই সকল দেবতার পূজা করিবে; কেবল নাম, ধ্যান, ্রণামমন্ত্র ইত্যাদি বিভিন্ন মাত্র।

* সূর্য্যদেবকে রক্তচন্দন ও সচন্দন বিল্বপত্র দিবে। গণ- াতিকেও বিল্বপত্র দিতে পারে, কিন্তু স্থানবিশেষে সূর্য্যদেবকে ও গণপতিকে বিল্বপত্রদানে নিষেধ আছে।

† শিব, ভাস্কর, অগ্নি, কেশব, কৌশিকী এই পাঁচকেই পঞ্চ- দেবতা কহে। সক্ষম হইলে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে উহাঁদের পূজা করিতে পারে। সমস্ত কার্য্যের প্রারম্ভেই গণেশাদি গুরু যাবৎ দেবতাগণের পূজা যথাশক্তি করিবে।

ইত্যাদি নিয়মে অঙ্গন্যাস করন্যাস করিয়া * বামে "ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরাপরগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমেষ্ঠিগুরুভ্যো নমঃ।" দক্ষিণে "ওঁ গণেশায় নমঃ" মধ্যে "ওঁ নারায়ণায় নমঃ" ইত্যাদি নিয়মে গুরুপংক্তির পূজা করিয়া কূর্ম্মমুদ্রাযোগে পুষ্প গ্রহণ করত নারায়ণের ধ্যান করিবে।

নারায়ণধ্যান।—"ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী, নারায়ণঃ সরসিজাসনঃ সন্নিবিষ্টঃ। কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটী, হারী হিরণ্ময়বপুর্ধৃতশঙ্খচক্রঃ॥"

এই প্রকারে ধ্যানপূর্ব্বক স্বীয় মস্তকে পুষ্প দিয়া মানসোপচারে অর্চ্চনা করত বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিবে, যথা।—

বিশেষার্ঘ্যস্থাপনং।—স্ববামে হুংগর্ভং ত্রিকোণবৃত্তচতুরস্রমণ্ডলং কৃত্বা, তত্র ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ, ইতি গন্ধাক্ষতৈঃ সংপূজ্য ত্রিপদিকামারোপ্য, নমঃ ইতি মন্ত্রেণ শঙ্খং প্রক্ষাল্য আধারে স্থাপয়েৎ। ততো বিলোম মাতৃকয়া ত্রিভাগং জলেনাপূর্য্য ওঁ বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ ইতি ত্রিপদিকায়াং, অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ ইতি শঙ্খে, উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ ইতি জলে পূজয়িত্বা, দূর্ব্বাক্ষতগন্ধপুষ্পাদিকং দত্ত্বা, জলে গন্ধপুষ্পে নিক্ষিপ্য ধেনুমুদ্রয়া অমৃতীকৃত্য, ওঁ ইত্যষ্টধা জপ্ত্বা, ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব ইত্যাদি মন্ত্রেণ সূর্য্যমণ্ডলাত্তীর্থমাবাহ্য, তজ্জলেনাত্মানং পূজোপকরণঞ্চাভ্যুক্ষ্য, পুনর্ধ্যাত্বা, শালগ্রামে পুষ্পং দত্ত্বা, পূর্ব্ববদ্বিধানেন পাদ্যাদিনা যথাশক্তি পূজয়েৎ।"

---

* নারায়ণপূজার করাঙ্গন্যাস "আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ঈং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা" ইত্যাদিরূপে দীর্ঘস্বর দ্বারাও হয়।

এই প্রকারে বিশেষার্ঘ্য স্থাপন * করত পুনরায় ধ্যান করিয়া শালগ্রামে পুষ্প প্রদান পূর্ব্বক পূর্ব্ববদ্বিধানে নারায়ণের পূজা করিবে। সমস্ত উপচার প্রদানান্তে করাঙ্গন্যাস করিয়া "ওঁ নমো নারায়ণায়" এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র যথাশক্তি জপ করত "গুহ্যাতি" মন্ত্রে গোযোনিমুদ্রাযোগে জপ সমর্পণ করিবে। তৎপরে নিম্নলিখিত প্রণামমন্ত্রগুলি পাঠ করিতে হয়, যথা।—

"ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং,
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যং।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপালভবাব্ধিপোতং,
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্‌॥ ১॥
ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজসুরেপ্সিতরাজ্যলক্ষ্মীং,
ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যং।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবৎ।
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দং ॥ ২ ॥
নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥ ৩॥

---

* নারায়ণের অর্ঘ্য স্থাপনের ন্যায় অন্যান্য দেবতারও তত্ত-মূলমন্ত্র দ্বারা অর্ঘ্য সংস্থাপন করিতে হয়। ষোড়শোপচার, বাহুল্যরূপ দশোপচার এবং তান্ত্রিকী পূজায় এই অর্ঘ্য ব্যবহৃত হয়। সক্ষম হইলে প্রথম অর্ঘ্যস্থাপনান্তে আত্মসমর্পণার্থ দ্বিতীয়ার্ঘ্য স্থাপন করিবে। পাদ্য দিবার পর দেবতাকে এই অর্ঘ্যই দিতে হয়। পূজাকালে নারায়ণকে যে মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক তুলসী প্রদান করিতে হয়, তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে।

ওঁ পাপোঽহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ।
ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ব্বপাপহরো ভব ॥ ৪ ॥
প্রপন্নং পাহি মামীশ ভীতং মৃত্যুগ্রহার্ণবাৎ।
যৎ কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে দেব ময়া সুকৃতদুষ্কৃতং।
তৎ সর্ব্বং ত্বয়ি সংন্যস্তং ত্বৎপ্রযুক্তঃ করোম্যহং ॥ ৫ ॥
মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং জনার্দ্দন।
যৎ পূজিতং ময়া দেব পরিপূর্ণং তদস্তু মে ॥ ৬ ॥
ইতি প্রণম্য স্তবাদিকং পঠেৎ ॥"

এই প্রকারে প্রণাম করিয়া স্তবাদি পাঠ করিতে হয়। * তৎপরে লক্ষ্মী-সরস্বত্যাদির পূজা করিবে। (পূজার প্রণালী একরূপ, কেবল ধ্যান ও প্রণামাদি বিভিন্ন। যথা—

লক্ষ্মীধ্যানং।—"ওঁ পাশাক্ষমালিকাম্ভোজ শৃণিভির্যাম্যসৌময়োঃ, পদ্মাসনস্থাং ধ্যায়েচ্চ শ্রিয়ং ত্রৈলোক্যমাতরং। গৌরবর্ণাং স্বরূপাঞ্চ সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাং, রৌক্মপদ্মব্যগ্রকরাং বরদাং দক্ষিণেন তু ॥"

পুষ্পাঞ্জলিপ্রদান মন্ত্র।—"ওঁ নমস্তে সর্ব্বভূতানাং বরদাসি হরিপ্রিয়ে। যা গতিস্ত্বৎপ্রপন্নানাং সা মে ভূয়াত্ত্বদর্চ্চনাৎ॥"

প্রণামমন্ত্র।—"ওঁ বিশ্বরূপস্য ভার্য্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে। সর্ব্বতঃ পাহি মাং দেবি মহালক্ষ্মি নমোঽস্তু তে ॥"

সরস্বতীধ্যানং।—"ওঁ তরুণশকলমিন্দোর্বিভ্রতী শুভ্রকান্তিঃ,

---

* দেব-দেবীর স্তবকবচ মৎপ্রকাশিত "স্তবকবচমালায়" দ্রষ্টব্য।

কুচভরনমিতাঙ্গী সন্নিষণ্ণা সিতাব্জে। নিজকরকমলোদ্যল্লেখনী-পুস্তক-শ্রীঃ, সকলবিভবসিদ্ধ্যৈ পাতু বাগ্‌দেবতা নঃ ॥”

পুষ্পাঞ্জলিমন্ত্র।—“ওঁ ভদ্রকাল্যৈ নমো নিত্যং সরস্বত্যৈ নমো নমঃ। বেদবেদাঙ্গবেদান্তবিদ্যাস্থানেভ্য এব চ স্বাহা ॥”

প্রণাম।—“ওঁ সরস্বতি মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে। বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোঽস্তু তে ॥”

মনসাধ্যানং।—“দেবীমম্বামহীনাং শশধরবদনাং চারু-কান্তিং বদান্যাং, হংসারূঢ়ামুদারাং সুললিতনয়নাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ। স্মেরাস্যাং মণ্ডিতাঙ্গীং কনকমণিগণৈর্নাগরত্নৈ-রনেকৈর্বন্দেঽহং সাষ্টনাগামুরুকুচযুগলাং ভোগিনীং কামরূপাং ॥”

মনসার প্রণাম।—“ওঁ আস্তীকস্য মুনের্মাতা,ভগিনী বাসুকে-স্তথা। জরৎকারুমুনেঃ পত্নী মনসাদেবি নমোঽস্তু তে॥”

ইতি গণেশ-সূর্য্য-নারায়ণ-লক্ষ্মী-সরস্বতী-মনসা-পূজা।

শিবপূজাপদ্ধতিঃ।

(তত্র পার্থিবলিঙ্গপূজনং।)

তত্র প্রথমং শুদ্ধাসনে উপবিশ্য আচমনং কৃত্বা ওঁ নমো বিব-স্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে, জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্ম-দায়িনে, ইদমর্ঘ্যং ওঁ নমো ভগবতে শ্রীসূর্য্যায় নমঃ। ইত্যনেন সূর্য্যায় অর্ঘ্যং দদ্যাৎ। ততঃ পূর্ব্ববৎ সামান্যার্ঘ্যং কুর্য্যাৎ। ত ঃ

প্রথমে শুদ্ধাসনে উপবেশন পূর্ব্বক আচমন করিয়া সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান করত পূর্ব্ববৎ সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিবে। তৎপরে “ওঁ হরায় নমঃ” মন্ত্রে মৃত্তিকাহরণ ও “ওঁ মহেশ্বরায় নমঃ” মন্ত্রে লিঙ্গ মার্জ্জন করিয়া অখণ্ড বিল্বপত্রোপরি উত্তরাভিমুখে স্থাপন

ওঁ হরায় নমঃ ইতি মন্ত্রেণ মৃদাহরণং কৃত্বা,ওঁ মহেশ্বরায় নমঃ ইত্যনেন লিঙ্গং সম্মার্জ্জ্য, অথওবিল্বপত্রোপরি উত্তরাভিমুখং স্থাপয়েৎ। ততঃ ইদং স্নানীয়ং ওঁ পশুপতয়ে নমঃ ইতি স্নাপয়িত্বা,ওঁ শূলপাণে ইহ সুপ্রতিষ্ঠিতো ভব, ইতি প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কুর্য্যাৎ। ১।

ততঃ ওঁ হৃদয়ায় নমঃ, নং শিরসে স্বাহা, মং শিখায়ৈ বষট্, শিং কবচায় হুং, বাং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, য়ঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং ওঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ইত্যাদিনা অথবা শাং হৃদয়ায় নমঃ, শীং শিরসে স্বাহা ইত্যাদিক্রমেণ কৃত্বা বামে ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরাপরগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমেষ্ঠি-

---

করিবে। * পরে "ইদং স্নানীয়ং ওঁ পশুপতয়ে নমঃ" মন্ত্রে স্নান করাইয়া "ওঁ শূলপাণে ইহ সুপ্রতিষ্ঠিতা ভব" মন্ত্রে লিঙ্গোপরি আতপতণ্ডুল দিয়া প্রতিষ্ঠা করিবে। ১।

তৎপরে মূলের লিখিত নিয়মে ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া গুরু-

---

* অঙ্গুষ্ঠের অন্যূনপ্রমাণ সবজ্র শিবলিঙ্গ উত্তরদিকে পিণাক করাইয়া ও বিল্বপত্র দ্বারা তদ্গাত্র মার্জ্জন করত মধ্যদলের সোজা পৃষ্ঠের উপর বসাইতে হয়। স্বয়ং উদঙ্মুখ হইয়া উপবেশন করিবে। পার্থিবেতর শিবলিঙ্গ বিল্বপত্রোপরি বসাইতে নাই। স্বর্ণ, রজত, তাম্র বা কাংস্যপাত্রে পূজা করাই প্রশস্ত। ভস্ম দ্বারা অথবা মৃত্তিকা দ্বারা কপালে অর্দ্ধচন্দ্রাকার ত্রিপুণ্ড্রক করিয়া এবং রুদ্রাক্ষমালা ধারণ করত শিবপূজা করাই কর্ত্তব্য। আচাণ্ডাল সকলেই শিবপূজায় অধিকারী। রুদ্রাক্ষমালা ধারণ করিবার সময় প্রত্যেক রুদ্রাক্ষে "ওঁ হুং নমঃ" মন্ত্র অষ্টোত্তরশত জপ করিয়া শিবচরণামৃত দ্বারা প্রক্ষালন করত ধারণ করাই বিধি।

গুরুভ্যো নমঃ, দক্ষিণে ওঁ গণেশায় নমঃ, মধ্যে ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ, ইতি গুরুপংক্তিনমস্কারপূর্ব্বকং ধ্যায়েৎ। ২।

অথ ধ্যানং।—ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং, রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নং। পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং, বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং॥ এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য পূর্ব্ববৎ বিশেষার্ঘ্যস্থাপনং কৃত্বা আবাহয়েৎ। ৩।

ওঁ পিণাকধৃক্ ইহাগচ্ছাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ, তিষ্ঠ, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ, ইত্যাবাহ্য কৃতাঞ্জলিঃ পঠেৎ।—স্থাং স্থীং স্থিরীভব, যাবৎ পূজাং করোম্যহং। ততঃ পাদ্যাদিনা পূজয়েৎ। এতৎ পাদ্যং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ, এবংক্রমেণ ইদমর্ঘ্যং, ইদ-মাচমনীয়ং, ইদং স্নানীয়ং, ইদং পুনরাচমনীয়ং, এষ গন্ধঃ, এতৎ পুষ্পং, এতদ্বিল্বপত্রং, এষ ধূপঃ, এষ দীপঃ, এতন্নৈবেদ্যং, ইদং পুনরাচমনীয়ং, এতৎ তাম্বূলং, সর্ব্বত্র ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ ইতি মন্ত্রেণ নিবেদয়েৎ। ৪।

পংক্তিকে নমস্কার পূর্ব্বক ধ্যান করিবে। ২। ধ্যানান্তে মানসপূজা করিয়া পূর্ব্ববৎ বিশেষার্ঘ্য স্থাপন পূর্ব্বক আবাহন করিবে। ৩। ওঁ পিণাকধৃক্ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করিয়া করযোড়ে "স্থাং স্থীং স্থিরীভব" ইত্যাদি পাঠ করত পাদ্যাদি দ্বারা যথানিয়মে পূজা করিবে। "এতৎ পাদ্যং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ" ইত্যাদি নিয়মে সমস্ত উপাচারে অর্চ্চনা করিতে হয়। ৪। *

---

* সাধারণতঃ সকলে দশোপচারেই পূজা করিয়া থাকে।

ততঃ শিবস্য অষ্টমূর্ত্তীঃ পূজয়েৎ।—পূর্ব্বস্যাং এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ, এবং ঈশানে ওঁ ভবায় জলমূর্ত্তয়ে নমঃ, উত্তরস্যাং ওঁ রুদ্রায় অগ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ, বায়ুকোণে ওঁ উগ্রায় বায়ুমূর্ত্তয়ে নমঃ, পশ্চিমস্যাং ওঁ ভীমায় আকাশমূর্ত্তয়ে নমঃ,

---

তদনন্তর উপরোক্তনিয়মে শিবের অষ্টমূর্ত্তির পূজা করিবে। পুনরায় অঙ্গন্যাসাদি করিয়া যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ পূর্ব্বক

তন্মধ্যে দেবতার পাদমূলে পাদ্য, মস্তকে অর্ঘ্য ও মুখে আচমনীয় প্রদান করিতে হয়। পুষ্প, চন্দন, অক্ষত, দূর্ব্বা, বিল্বপত্র এই সমস্ত দ্বারা অর্ঘ্য দিবে। শিব ও সূর্য্য এই দুই দেব ব্যতীত অন্যান্য দেবতার উদ্দেশে শঙ্খে করিয়া অর্ঘ্যদানই প্রশস্ত। বিষ্ণুপূজায় বিল্বপত্রের পরিবর্ত্তে তুলসী দিয়া অর্ঘ্য সজ্জিত করিবে। অর্ঘ্যে ত্রিপত্রা দূর্ব্বাই প্রশস্ত। স্নানীয়ের পরিবর্ত্তে মধুপর্কও প্রদান করা যায়। ঘৃত, দধি, চিনি ও মধু একত্রিত করিয়া মধুপর্ক প্রস্তুত করিবে; উহা কাংস্যপাত্রে রাখিয়া অপর একখানি কাংস্যপাত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিতে হয়। পুংদেবতাকে প্রায়শঃ রক্তচন্দন প্রদান করিবে না। অঙ্গুষ্ঠ যোগ রাখিয়া পুংদেবতাকে কনিষ্ঠাঙ্গুল্যগ্র দ্বারা আর স্ত্রীদেবতাকে অনামিকা ও মধ্যমাঙ্গুল্যগ্র দ্বারা চন্দন প্রদান করিতে হয়। অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা পুষ্প বিল্বপত্র প্রভৃতি দিবে। বিল্বপত্রের বৃন্তমূলে যে বজ্র আছে, তাহা ফেলিয়া দিয়া শিবপূজায় ব্যবহার করিবে। ধূপ ও দীপ প্রদানকালে আধারে স্থাপন পূর্ব্বক পূজা করত নিবেদন করিয়া আরত্রিকের ন্যায় তিন তিনবার ঘুরাইবে। সমস্ত উপচারই

নৈঋ'তে ওঁ পশুপতয়ে যজমানমূর্ত্তয়ে নমঃ, দক্ষিণস্যাং ওঁ ঈশানায় সূর্য্যমূর্ত্তয়ে নমঃ, অগ্নিকোণে ওঁ মহাদেবায় সোমমূর্ত্তয়ে নমঃ, মধ্যে ওঁ নন্দিনে নমঃ, ওঁ ভৃঙ্গিণে নমঃ, ওঁ ক্ষেত্রপালায় নমঃ, ওঁ বামদেবায় নমঃ। ইতি পূজয়িত্বা ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপং। সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বর। ইতি মন্ত্রেণ জপং সমর্পয়েৎ। ৫।

ততঃ প্রণমেৎ।—নমস্তভ্যং বিরূপাক্ষ নমস্তে দিব্যচক্ষুষে। নমঃ পিনাকহস্তায় বজ্রহস্তায় বৈ নমঃ। নমস্তে শূলহস্তায় দণ্ড-

---

গুহ্যাতি মন্ত্রে জপ সমর্পণ করিতে হয়। গোযোনি মুদ্রা দ্বারা অর্ঘ্য লইয়া দেবতার দক্ষিণ হস্তে জপ সমর্পণ করিবে; অর্ঘ্যের অভাবে জল লইয়া দিবে। ৫।

তৎপরে "ওঁ নমস্তভ্যং বিরূপাক্ষ" ইত্যাদি মন্ত্র কয়টী পাঠ

লিঙ্গোপরি পূর্ব্বভাগ অশ্রয় করত প্রদান করিবে। শিবনৈবেদ্যাদি গ্রহণ নিষিদ্ধ; কিন্তু কোন কোন মতে এইরূপ নিয়ম আছে, যে, শালগ্রামে পূজিত শিবনৈবেদ্যাদি গ্রহণ করিতে পারে আর কেহ কেহ বলেন যে, শিবের ঈশাননামক প্রধানমুখে যে নৈবেদ্যাদি দেওয়া যায়, কেবল তাহাই অগ্রাহ্য। কেহ কেহ এইরূপ মত দিয়া থাকেন যে, শিবপূজা সর্ব্বাগ্রে করিয়া তৎপরে অন্যান্য দেবতার পূজা করিবে। আবার কোন কোন ব্যক্তি এইরূপ ব্যবস্থা দেন যে, সমস্ত দেবতার পূজান্তে শিবপূজা করিবে; কেননা, অধিকাংশ পুরাণাদি শাস্ত্রে এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, শিবের পূজা করিলে সমস্ত দেবতারই পূজা করা হয়, এই জন্য সর্ব্বশেষে শিবপূজাই ব্যবস্থেয়।

পাশাসিপাণয়ে। নমস্ত্রৈলোক্যনাথায় ভূতানাং পতয়ে নমঃ॥” ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে। নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বরঃ। ওঁ বাণেশ্বরায় নরকার্ণবতারকায়, জ্ঞান-প্রদায় করুণাময়সাগরায়। কর্পূরকুন্দধবলেন্দুজটাধরায় দারিদ্র্য-দুঃখদহনায় নমঃ শিবায়॥ ইতি নমস্কৃত্য স্তবাদিকং পঠেৎ। ৬॥

ততঃ মুখবাদ্যং কৃত্বা ঐশান্যাং ত্রিকোণমণ্ডলং কৃত্বা সংহারমুদ্রয়া স্বহৃদয়াত্তেজোরূপদেবতয়া সহ নির্ম্মাল্যমাদায় মণ্ডলে স্থাপয়িত্বা তত্র ওঁ চণ্ডেশ্বরায় নমঃ ইতি সংপূজ্য নৈবেদ্যাদিকং কিঞ্চিৎ

পূর্ব্বক প্রণাম করিবে।* পরে স্তবাদি পাঠ করিতে হয়। ৬।

পরে মুখবাদ্য করিবে অর্থাৎ দক্ষিণ হাতের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা দক্ষিণ গণ্ডস্থলে আঘাত করত “বম্ বম্ বম্” শব্দে মুখ-বাদ্য করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। তৎপরে ঈশানকোণে ত্রিকোণমণ্ডল করিয়া সংহারমুদ্রাযোগে স্বহৃদয় হইতে তেজো-রূপদেবতা সহ নির্ম্মাল্য লইয়া আঘ্রাণ করতঃ মণ্ডলে স্থাপন পূর্ব্বক “ওঁ চণ্ডেশ্বরায় নমঃ” মন্ত্রে পূজন ও কিঞ্চিৎ নৈবেদ্যাদি

---

* পুং-দেবতাকে বামাঙ্গ দেখাইয়া প্রণাম করাই বিধেয়; কিন্তু শিবকে দক্ষিণাঙ্গ দেখাইয়া প্রণাম করিবে। স্ত্রীদেব-তাকেও দক্ষিণাঙ্গ দেখাইয়া প্রণাম করিতে হয়। প্রণাম ত্রিবিধ;—উত্তম, মধ্যম ও অধম। দণ্ডবৎ ভূমিষ্ঠ হইয়া জানু, বক্ষ ও শিরোদেশ দ্বারা ভূতল লুণ্ঠন করত অষ্টাঙ্গে প্রণতি করি-লেই তাহাকে উত্তম প্রণাম কহে; জানুযুগল ও মস্তক দ্বারা ভূতল স্পর্শ করিলে মধ্যম প্রণাম এবং কেবলমাত্র করপটে প্রণাম করিলেই অধম প্রণাম বলা যায়।

দদ্যাৎ। ততঃ আবাহনং ন জানামি নৈব জানামি পূজনং। বিসর্জ্জনং ন জানামি ক্ষমস্ব পরমেশ্বর ॥” ইতি পঠিত্বা ওঁ মহাদেব ক্ষমস্ব ইতি দেবং বিসৃজ্য নির্ম্মাল্যং পাদোদকঞ্চ গৃহীত্বা বিহরেদিতি ॥ ৭ ॥

প্রদান করিবে। তদনন্তর “আবাহনং ন জ্ঞানামি” ইত্যাদি পাঠ করত “ওঁ মহাদেব ক্ষমস্ব” বলিয়া বিসর্জ্জন পূর্ব্বক শিবের মস্তকে জল দিয়া শিবটীকে শয়ানভাবে অর্থাৎ “কাত” করিয়া রাখিতে হয়। ৭।

ইতি পার্থিবশিবপূজাপদ্ধতিঃ।

কতিপয় দেবতার ধ্যান।*

বাণলিঙ্গধ্যান।—প্রমত্তং শক্তিসংযুক্তং বাণাখ্যঞ্চ মহাপ্রভং। কামবাণান্বিতং দেবং সংসারদহনক্ষমং। শৃঙ্গারাদিরসোল্লাসং বাণাখ্যং পরমেশ্বরং ॥†

মঙ্গলচণ্ডীধ্যান।—যৈষা ললিতকান্তাখ্যা দেবী মঙ্গলচণ্ডিকা। বরদাভয়হস্তা চ দ্বিভুজা গৌরদেহিকা। রক্তপদ্মাসনস্থা চ মুকুটোজ্জ্বলমণ্ডিতা। রক্তকৌষেয়বসনা স্মিতবক্ত্রা শুভাননা। নববৌবনসম্পন্না চার্ব্বঙ্গী ললিতপ্রভা ॥

---

* পূজার পদ্ধতি সাধারণতঃ সকল দেবতারাই প্রায় একরূপ, এই জন্য পৃথক্ পৃথক্ রূপে বৃথা লিখিয়া গ্রন্থবিস্তার করা অনাবশ্যক বোধে, কেবলমাত্র সাধারণতঃ কতিপয় প্রধান প্রধান দেবতার ধ্যান ও প্রণামমন্ত্র এই স্থলে লিখিত হইল।

† পার্থিব শিবলিঙ্গ ব্যতীত বাণলিঙ্গেও শিবের পূজা হইয়া

মঙ্গলচণ্ডীর প্রণাম।—সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোস্তু তে॥ *

চণ্ডীর ধ্যান।—বন্ধূককুসুমাভাসাং পঞ্চমুণ্ডাধিবাসিনীং। স্ফুরচ্চন্দ্রকলারত্নমুকুটাং মুণ্ডমালিনীং। ত্রিনেত্রাং রক্তবসনাং পীনোন্নতঘটস্তনীং। পুস্তকঞ্চাক্ষমালাঞ্চ বরঞ্চাভয়কং ক্রমাৎ। দধতীং সংস্মরেন্নিত্যমুত্তরাম্নায়মানিতাং॥

জগদ্ধাত্রীধ্যান।—ওঁ সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং নানালঙ্কারভূষিতাং। চতুর্ভুজাং মহাদেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীং। রক্তবস্ত্র-পরীধানাং বালার্কসদৃশীতনুং। নারদাদ্যৈর্ম্মুনিগণৈঃ সেবিতাং ভবসুন্দরীং। ত্রিবলীবলয়োপেতাং নাভিনালমৃণালিনীং। রত্ন-দ্বীপে মহাদ্বীপে সিংহাসনসমন্বিতে। প্রফুল্লকমলারূঢ়াং ধ্যায়েত্তাং ভবগেহিনীং॥

দুর্গাধ্যান।—কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈ রবিকুলভয়দাং মৌলি-বদ্ধেন্দুখণ্ডাং, শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপি করৈরুদ্বহন্তীং ত্রিনেত্রাং। সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং ত্রিভুবনমখিলং তেজসা পূরয়ন্তীং, ধ্যায়েদ্দুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশপরিবৃতাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ॥

থাকে; কিন্তু ইহাঁর প্রতিষ্ঠাদি নাই, কেবলমাত্র ধ্যান, স্নান ও পূজা আছে। অনেকে বেদীবিহীন শিবলিঙ্গ-পূজা-স্থলে অষ্ট-মূর্ত্তির পূজা পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।

* মঙ্গলচণ্ডীর ধ্যান ও প্রণাম দ্বারাই শুভচণ্ডী, কুলুইচণ্ডী, সঙ্কটাচণ্ডী, প্রভৃতির পূজা করিতে হয়। শুক্লাষ্টমীতে ও মঙ্গলবারে মঙ্গলচণ্ডীপূজাই প্রশস্ত।

ভগবতীধ্যান।—বর্ত্তনস্থাং জগদ্ধাত্রীং কৃষ্ণবর্ণাং ত্রিলোচনাং। দ্বিভুজাং বেষ্টিতাং গোভির্বসনাং চৌতচন্দনাং॥ *

তারার ধ্যান।—প্রত্যালীঢ়পদার্পিতাঙ্ঘ্রিশবহৃৎঘোরাট্ট-হাসা পরা, খড়্গেন্দীবরকর্ত্তৃখর্পরভুজা হুঙ্কারবীজোদ্ভবা। খর্ব্বা নীলবিশালপৈঙ্গলজটাজূটোগ্রনাগৈর্বৃতা, জাড্যং ন্যস্য কপালকে ত্রিজগতাং হন্ত্যুগ্রতারা স্বয়ং॥

দক্ষিণকালিকাধ্যান।—ওঁ মেঘাঙ্গীং বিগতাম্বরাং শবশিবা-রূঢ়াং ত্রিনেত্রাং পরাং, কর্ণালম্বিতবালযুগ্মভয়দাং মুক্তস্রজাং মালিনীং। বামাধোর্দ্ধকরাম্বুজে নরশিরঃ খড়্গঞ্চ সব্যেতরে, দানা-ভীতিবিমুক্তকেশনিচয়াং বন্দে সদা কালিকাং॥

অন্নপূর্ণাধ্যান।—রক্তাং বিচিত্রবসনাং নবচন্দ্রচূড়াং, অন্ন-প্রদাননিরতাং স্তনভারনম্রাং। নৃত্যন্তমিন্দুশকলাভরণং বিলোক্য, হৃষ্টাং ভজে ভগবতীং ভবদুঃখহন্ত্রীং॥

বগলামুখীধ্যান।—ওঁ মধ্যে সুধাব্ধিমণিমণ্ডপরত্নবেদিসিংহা-সনোপরিগতাং পরিপীতবর্ণাং, পীতাম্বরাভরণরত্নবিভূষিতাঙ্গীং দেবীং নমামি ধৃতমুদ্গরবৈরিজিহ্বাং। জিহ্বাগ্রমাদায় করেণ দেবীং বামেন শত্রূন্ পরিপীড়য়ন্তীং, গদাভিঘাতেন চ দক্ষিণেন পীতাম্বরাঢ্যাং দ্বিভুজাং ভজামি॥

---

* সৌর বৈশাখের প্রথমদিবসে গোষ্ঠে গিয়া তথায় সাম্রপল্লব দুগ্ধভাণ্ডে সিন্দুরাঙ্কিত করত পূজা করিতে হয়। হ্রীঁ ওঁ ভগবত্যৈ নমঃ এই বীজমন্ত্রে পূজা করিবে। "ওঁ গবে নমঃ" মন্ত্রে গো-পূজাও করিয়া "নমো গোভ্যঃ শ্রীমতীভ্যঃ সৌরভেয়ীভ্য এব চ। নমো ব্রহ্মসুতাভ্যশ্চ পবিত্রাভ্যো নমো নমঃ॥" এই মন্ত্রে প্রণাম করিবে।

ভুবনেশ্বরীধ্যান।—শ্যামাঙ্গীং শশিশেখরাং নিজকরৈর্দানঞ্চ রক্তোৎপলং, রত্নাঢ্যং চসকং বরং ভয়হরং সংবিভ্রতীং শাশ্বতীং। মুক্তাহারলসৎপয়োধরনতাং নেত্রত্রয়োল্লাসিনীং, বন্দেঽহং সুরপূজিতাং হরবধূং রক্তারবিন্দস্থিতাং॥

ব্রহ্মার ধ্যান।—ওঁ পদ্মাসনস্থো জটিলো ব্রহ্মা ধ্যেয়শ্চতুর্ভুজঃ। অক্ষমালাং স্রুবং বিভ্রং পুস্তকঞ্চ কমণ্ডলুং। বাসঃ কৃষ্ণাজিনং তস্য পার্শ্বে হংসস্তথৈব চ॥

ব্রহ্মার প্রণাম।—বেদাধারায় বেদ্যায় জ্ঞানগম্যায় সূরয়ে। কমণ্ডল্বক্ষমালা স্রুক্-স্রুবহস্তায় তে নমঃ॥

বাস্তুধ্যান।—অরুণিতমণিবর্ণং কুণ্ডলশ্রেষ্ঠকর্ণং, সুসিতসুভগসাম্যং দণ্ডপাণিং সুবেশং। নিখিলজননিবাসং বিশ্ববীজস্বরূপং, নতজনভয়নাশং বাস্তুদেবং ভজামি॥

বকালাখ্যরুদ্রধ্যান।—উদ্যন্মার্ত্তণ্ড-কোটি প্রতিম-তনু-রুচিং সোমসূর্য্যাগ্নিনেত্র-বিদ্যুজ্জ্বালাকলাপোজ্জ্বলবিপুলজটাজূটবদ্ধেন্দুখণ্ডং। ঘণ্টাটঙ্কাভয়াষ্টান্যপি নিজকভুজৈর্বিভ্রতং ভীষণাঙ্গং, শ্রীমৎকালাখ্যরুদ্রং প্রণতভয়হরং সাট্টহাসং ভজামঃ॥

সীতার ধ্যান।—নীলাম্ভোজদলাভিরামনয়নাং নীলাম্বরালঙ্কৃতাং, গৌরাঙ্গীং শরদিন্দুসুন্দরমুখীং বিস্মেরবিম্বাধরাং। কারুণ্যামৃতবর্ষিণীং হরিহরব্রহ্মাদিভির্বন্দিতাং, ধ্যায়েৎ সর্ব্বজনেপ্সিতার্থফলদাং রামপ্রিয়াং জানকীং॥

ষষ্ঠীর ধ্যান।—ওঁ দ্বিভুজাং হেমগৌরাঙ্গীং রত্নালঙ্কারভূষিতাং। বরদাভয়হস্তাঞ্চ শরচ্চন্দ্রনিভাননাং। পট্টবস্ত্রপরীধানাং পীনোন্নতপয়োধরাং। অঙ্কার্পিতসুতাং ষষ্ঠীমম্বুজস্থাং বিচিন্তয়েৎ॥

ষষ্ঠীর প্রণাম।—জয় জয় জগন্মাতর্জ্জগদানন্দকারিণি। প্রসীদ মম কল্যাণি নমস্তে ষষ্ঠীদেবিকে॥

কার্ত্তিকের ধ্যান।—ওঁ কার্ত্তিকেয়ং মহাভাগং ময়ূরোপরি সংস্থিতং। তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভং শক্তিহস্তং বরপ্রদং। দ্বিভুজং শত্রুহন্তারং নানালঙ্কারভূষিতং॥

মার্কণ্ডেয়ধ্যান।—দ্বিভুজং জটিলং সৌম্যং সুবৃদ্ধং চিরজীবিনং। মার্কণ্ডেয়ং নরো ভক্ত্যা পূজয়েৎ প্রযতস্তথা॥

মার্কণ্ডেয়প্রার্থনা।—চিরজীবী যথা ত্বং ভো ভবিষ্যামি তথা মুনে। রূপবান্ বিত্তবাংশ্চৈব শ্রিয়া যুক্তশ্চ সর্ব্বদা॥

মার্কণ্ডেয়ের প্রণাম।—মার্কণ্ডেয় মহাভাগ সপ্তকল্পান্তজীবন। আয়ুরিষ্টার্থসিদ্ধ্যর্থমস্মাকং বরদো ভব॥

রাধিকার ধ্যান।—অমলকমলকান্তিং নীলবস্ত্রাং সুকেশীং, শশধরসমবক্ত্রাং খঞ্জনাক্ষীং মনোজ্ঞাং। স্তনযুগগতমুক্তাদামদীপ্তাং কিশোরীং, ব্রজপতিসুতকান্তাং রাধিকামাশ্রয়েহং॥

রাধিকার প্রণাম।—রাধাং রাসেশ্বরীং রম্যাং কনককুণ্ডলান্বিতাং, বৃকভানুসুতাং দেবীং তাং নমামি হরিপ্রিয়াং॥

গঙ্গার ধ্যান।—ওঁ সুরূপাং চারুনেত্রাঞ্চ চন্দ্রাযুতসমপ্রভাং। চামরৈর্বীজ্যমানাঞ্চ শ্বেতচ্ছত্রোপশোভিতাং। সুপ্রসন্নাং সুবদনাং করুণার্দ্রনিজান্তরাং। সুধাপ্লাবিতভূপৃষ্ঠামার্দ্রগন্ধানুলেপনাং। ত্রৈলোক্যনমিতাং গঙ্গাং দেবাদিভিরভিষ্টুতাং॥

শীতলাধ্যান।—ওঁ সূর্পালঙ্কারমস্তকাং সুরগণৈঃ সংস্তূয়মানাং মুদা, বামে কুম্ভধরাং পয়োদবদনাং বন্দে খরস্থাং সদা। দিগ্বাসামুরুহাসসুন্দরমুখীং সংমার্জ্জনীং দক্ষিণে, পাণৌ তাং দধতীং ভবার্ত্তিশমনীং সংসারবিদ্রাবণীং॥

শীতলার প্রণাম ।—ওঁ নমামি শীতলাং দেবীং রাসভস্থাং দিগম্বরীং। মার্জ্জনীকলসোপেতাং সূর্পালঙ্কৃতমস্তকাং।

কুবেরের ধ্যান।—ওঁ কুবেরং ধনদং থর্ব্বং দ্বিভুজং পীতবাসসং। প্রসন্নবদনং দেবং যক্ষগুহ্যকসেবিতং॥

কুবেরের পুষ্পাঞ্জলিমন্ত্র।—ধনদায় নমস্তুভ্যং নিধিপদ্মাধিপায় চ। ভবন্তু ত্বৎপ্রসাদান্মে ধনধান্যাদিসম্পদঃ॥

বিষ্ণুধ্যান।—বিষ্ণুং শারদচন্দ্রকোটিসদৃশং শঙ্খং রথাঙ্গং গদামম্ভোজং দধতং সিতাব্জনিলয়ং কান্ত্যা জগন্মোহনং। আবদ্ধাঙ্গদহার-কুণ্ডল-মহামৌলিং স্ফুরৎকঙ্কণং, শ্রীবৎসাঙ্কমুদারকৌস্তুভধরং বন্দে মুনীন্দ্রৈস্তুতং॥

রামের ধ্যান।—কোমলাঙ্গং বিশালাক্ষমিন্দ্রনীলসমপ্রভং। দক্ষিণাংশে দশরথং পুত্রাবেক্ষণতৎপরং। পৃষ্ঠতো লক্ষ্মণং দেবং সচ্ছত্রং কনকপ্রভং। পার্শ্বে ভরতশত্রুঘ্নৌ তালবৃন্তকরাবুভৌ। অগ্রে ব্যগ্রং হনুমন্তং রামানুগ্রহকাঙ্ক্ষিণং॥

রামের প্রণাম।—ওঁ রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে। রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ॥

কৃষ্ণের ধ্যান।—ওঁ ফুল্লেন্দীবরকান্তিমিন্দুবদনং বর্হাবতংসপ্রিয়ং, শ্রীবৎসাঙ্কমুদারকৌস্তুভধরং পীতাম্বরং সুন্দরং। গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিততনুং গোগোপসংঘাবৃতং, গোবিন্দং কলবেণুবাদনপরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে।

গোপালধ্যান।—ওঁ শ্রীমৎকল্পদ্রুমূলোদ্গতকমললসৎকর্ণিকাসংস্থিতো যস্তচ্ছাথালম্বিপদ্মোদরবিসরদসংখ্যাত-রত্নাভিষিক্তঃ। হেমাভঃ স্বপ্রভাভিস্ত্রিভুবনমখিলং ভাসয়ন্ বাসুদেবঃ, পায়াদ্বঃ পায়সাদোহনবরতনবনীতামৃতাশী বশী সঃ॥

তান্ত্রিকী পূজা ।

এই প্রকারে সন্ধ্যা-পূজা সমাপনান্তে তান্ত্রিকী পূজা করিবে অর্থাৎ যাঁহারা দীক্ষিত, তাঁহাদিগকে এই সময়েই তান্ত্রিকী পূজা করিতে হয়। বিপ্রগণ সামান্যার্ঘ্য হইতে লক্ষ্মীপূজা পর্য্যন্ত আর শূদ্র বা স্ত্রীজাতিরা শিবপূজা পর্য্যন্ত করিয়া তান্ত্রিক পূজায় প্রবৃত্ত হইবেন। সংক্ষেপার্থ কেহ কেহ নিত্যপূজায় সামান্যার্ঘ্য হইতে ভূতশুদ্ধি পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া পৌরাণিক পূজা সমাধা করেন। তদনন্তর তান্ত্রিকী পূজায় যথাস্থলে ঋষ্যাদি ন্যাস ও করাঙ্গন্যাসাদি করিয়া থাকেন। ন্যাস প্রভৃতি দ্বারা আপনাকে দেবসদৃশ জ্ঞান করত পূজা আরম্ভ করিতে হয়। *

---

* তান্ত্রিকী পূজার ন্যায় তান্ত্রিক স্নানেরও বিধি আছে। ভ্রমবশতঃ যথাস্থানে তাহার উল্লেখ না হওয়াতে এই স্থানে লিখিত হইল, যথা—

নিত্যস্নানান্তে দীক্ষাস্নান অর্থাৎ তান্ত্রিক স্নান করিতে হয়। প্রথমতঃ আচমন পূর্ব্বক "বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকতিথৌ অমুকদেবতাপ্রীতয়ে স্নানমহং করিষ্যে" বাক্যে সংকল্প করিয়া প্রাণায়াম ও ষড়ঙ্গন্যাস করত সম্মুখস্থ জলে "ওঁ গঙ্গে চ যমুনে" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা অঙ্কুশমুদ্রা-যোগে তীর্থ আবাহন করিবে। তৎপরে ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক কবচমুদ্রা দ্বারা ঐ জল বেষ্টন করত অস্ত্রমুদ্রা দ্বারা উহার রক্ষা করিবে। তৎপরে উহার উপর একাদশবার মূলমন্ত্র জপ করিয়া তজ্জল হইতে সূর্য্যাভিমুখে দ্বাদশবার জল নিক্ষেপ করিবে। পরে ঐ জলকে নিজ ইষ্টদেবতার পাদপদ্মনিঃসৃত জ্ঞান করিয়া যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করিতে হয়। পরে ডুব দিয়া জলের উপর

তান্ত্রিকী পূজায় প্রথমতঃ মন্ত্রাচমন পূর্ব্বক "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দ্বারদেবতাভ্যো নমঃ" বলিয়া পূজা করিবে। পরে ঋষ্যাদিন্যাস করতে হয়। সক্ষম হইলে পীঠন্যাসও করিতে পারে। ঋষ্যাদিন্যাস যথা—

"অমুকমন্ত্রস্য অমুক-ঋষিঃ অমুকচ্ছন্দঃ অমুকদেবতা অমুকবীজং অমুকশক্তিঃ অমুককীলকং মম ইষ্টসিদ্ধ্যর্থে বিনিয়োগঃ। (শিরসি) অমুকঋষয়ে নমঃ, (মুখে) অমুকচ্ছন্দসে নমঃ, (হৃদি) অমুকদেবতায়ৈ নমঃ, (গুহ্যে) অমুকবীজায় নমঃ, (পাদয়োঃ) অমুকশক্তয়ে নমঃ, (সর্ব্বাঙ্গে) অমুককীলকায় নমঃ।"

এই সমস্ত মন্ত্র দ্বারা যথাযথ স্থান স্পর্শ করিতে হয়। তদনন্তর মূলমন্ত্রে করন্যাস, অঙ্গন্যাস ও প্রাণায়াম করিবে। পরে ব্যাপক ন্যাস করিবে, যথা—মূলমন্ত্র প্রত্যেকে উচ্চারণ করত সাতবার বাহুযুগল দ্বারা হৃদয়াভিমুখে শিরঃপ্রদেশ হইতে পাদাবধি বায়ু বিতাড়িত করিয়া আকর্ষণ করিবে। দেবতাভেদে যথাবিহিত মুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক দেবতার প্রথমধ্যানান্তে বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিতে হয়, যথা—

প্রথমধ্যানের পর মস্তকোপরি পুষ্প প্রদান করত মনে মনে পাদ্যাদি দ্বারা মানসোপচারে দেবমূর্ত্তির অর্চ্চনা করিবে। তদনন্তর অর্ঘ্য স্থাপন পূর্ব্বক পুনরায় ধ্যান করিয়া পাদ্যপ্রদানান্তে

তিনবার মূলমন্ত্র জপ করিয়া স্বীয় শিরোদেশে তিনবার ছিটাইয়া দিবে। শূদ্রজাতি ও স্ত্রীগণ সঙ্কল্পকালে বিষ্ণুর্নমঃ তৎসৎ ইত্যাদি পাঠ করিবে। অদাক্ষিতের তান্ত্রিক স্নান নাই।

এই অর্ঘ্য দিতে হয়। পূজকের বামপার্শ্বে ভূতলে দেবতার বীজ-মন্ত্র লিখিয়া তাহার উপর ত্রিকোণমণ্ডল অঙ্কিত করিবে। পরে তদুপরি একটী গোল বৃত্ত ও চতুষ্কোণ মণ্ডল অঙ্কিত করত "ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ" মন্ত্রে অক্ষত প্রদান করিবে। তাহার উপর ত্রিপদিকা স্থাপন পূর্ব্বক "ফট্‌" মন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্র প্রক্ষালন করত প্রণবমন্ত্রে তিনবারে শঙ্খের তিনভাগ জলপূর্ণ করিবে। পরে প্রণবমন্ত্রে শঙ্খের অগ্রে অর্ঘ্য সাজাইয়া "মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ" মন্ত্রে ত্রিপদিকায়, "অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ" মন্ত্রে শঙ্খে এবং "উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ" মন্ত্রে শঙ্খস্থজলে অক্ষত প্রদান করিবে এবং মূলমন্ত্রে একটী পুষ্প দিতে হইবে। পরে "ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব" ইত্যাদি মন্ত্রে জলশুদ্ধি করত "ওঁ অমুকদেব ইহাগচ্ছাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আত্মহৃদয় হইতে তেজোময় দেবতাকে শঙ্খস্থ জলে আবাহন করিয়া "হুং" মন্ত্রে অর্ঘ্যোপরি অবগুণ্ঠনমুদ্রা প্রদর্শন করিবে। পরে "বষট্‌" বলিয়া গালিনী মুদ্রা * সঞ্চালন করত "বৌষট্‌"

---

* অবগুণ্ঠনমুদ্রা যথা—বাম করের মুষ্টি হইতে অধোমুখ সরল তর্জ্জনীকে "হুং" মন্ত্রে একবার দক্ষিণাবর্ত্তে ঘূরাইলেই তাহার নাম অবগুণ্ঠন মুদ্রা। গালিনী মুদ্রা।—সরল বামহস্ত-তলে দক্ষিণ হস্তাঙ্গুলী আর দক্ষিণ হস্ততলে বামকরাঙ্গুলিসমূহ স্থাপন করত বামাঙ্গুষ্ঠ সহ দক্ষিণ কনিষ্ঠাগ্র এবং দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠাগ্র সহ বাম কনিষ্ঠাগ্র সংযোগ করিলেই গালিনী মুদ্রা হয়।

মন্ত্রে অর্ঘ্য দর্শন করিয়া "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আং হৃদয়ায় নম, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঔঁ নেত্রাভ্যাং বৌষট্, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্" বলিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা তদুপরি পূজা করিতে হয়। * তদনন্তর মৎস্যমুদ্রা দ্বারা আচ্ছাদন করত তাহার উপর দশধা "ওঁ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ" জপ করিয়া ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন করিবে। কাল্যাদি বিষয়ে যোনিমুদ্রা ও ভূতনী মুদ্রা প্রভৃতি দেখাইতে হয়। † তৎপরে কোশায় কিঞ্চিৎ জল ঢালিয়া কোশাস্থ জলের কিঞ্চিৎ লইয়া পূজাদ্রব্যে প্রক্ষেপ করিবে। তদনন্তর গুরুর ধ্যান করিতে হয়, যথা—

---

* সক্ষম হইলে ষড়ঙ্গেরই অর্চ্চনা করিতে পারে।

মৎস্যমুদ্রা যথা। অধোমুখ দক্ষিণহস্তপৃষ্ঠোপরি বামহস্ততল স্থাপন পূর্ব্বক অঙ্গুষ্ঠদ্বয় মৎস্যের ডানার ন্যায় নির্গত রাখিলেই তাহার নাম মৎস্যমুদ্রা।

† কৃতাঞ্জলি হইয়া বামহস্তাঙ্গুলীর রন্ধ্র-(ফাঁকে) চতুষ্টয়ে দক্ষিণহস্তের তর্জ্জন্যাদি চারিটি অঙ্গুলী প্রবেশ করাইয়া দিবে। তদনন্তর তর্জ্জনীদ্বয় খুলিয়া লইয়া চিতভাবে বক্র করত বাম-অনামিকা-পৃষ্ঠে দক্ষিণ তর্জ্জনী আর দক্ষিণ-অনামিকাপৃষ্ঠে বাম-তর্জ্জনী সংযোজিত করিবে। এইরূপ করিলেই অবশিষ্ট দক্ষিণ হস্তাঙ্গুলীসমূহের পৃষ্ঠে স্ব-স্ব-জাতীয় বামহস্তাঙ্গুলী সংলগ্ন হইবে। তৎপরে সর্ব্বোপরি উভয় অঙ্গুষ্ঠ অধোমুখে রাখিবে। ইহার নাম ভূতনী মুদ্রা।

যোনি মুদ্রা—ভূতনী মুদ্রা করত নিম্ন হইতে উভয় কনিষ্ঠাঙ্গুলী সর্ব্বোপরি উভয় অঙ্গুষ্ঠের নিম্নে পূর্ব্বের ন্যায় স্থাপন করিলেই যোনিমুদ্রা হয়।

গুরুধ্যানং।— শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং শুদ্ধক্ষৌমবিরাজিতং। গন্ধানুলেপনং শান্তং বরাভয়করাম্বুজং। মন্দস্মিতং নিজগুরুং কারুণ্যেনাবলোকিতং। বামোরুশক্তিসংযুক্তং শুক্লাভরণভূষিতং। স্বশক্ত্যা দক্ষহস্তেন ধৃতচারুকলেবরং। বামে ধৃতোৎপলায়াশ্চ সুরক্তায়া সুশোভনং। পরানন্দরসোল্লাস-লোচনদ্বয়-পঙ্কজং।

স্ত্রীগুরুধ্যানং।—সহস্রারে মহাপদ্মে কিঞ্জল্কগণশোভিতে। প্রফুল্লপদ্মপত্রাক্ষীং ঘনপীনপয়োধরাং। প্রসন্নবদনাং ক্ষীণমধ্যাং ধ্যায়েচ্ছিবাং গুরুং। পদ্মরাগসমাভাসাং রক্তবস্ত্রসুশোভনাং। রক্তকঙ্কণপাণিঞ্চ রক্তনূপুরশোভিতাং। শরদিন্দুপ্রতীকাশাং রক্তোদ্ভাসিতকুণ্ডলাং। স্বনাথবামভাগস্থাং বরাভয়করাম্বুজাং॥

পরে "এতৎপাদ্যং ঐং শ্রীগুরবে নমঃ" তদনন্তর "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গুরুভ্যো নমঃ" এই প্রকার নিয়মে পরমগুরু, পরাপরগুরু ও পরমেষ্ঠিগুরুর অর্চ্চনা করিবে। অনন্তর "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্ত্যাদিপীঠদেবতাভ্যো নমঃ" বলিয়া পূজা করিতে হয়। সক্ষম হইলে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে পীঠদেবতাগণের পূজা করিবে। তৎপরে মূলমন্ত্রে পূজাধারে যন্ত্র অথবা পুষ্প প্রভৃতি স্থাপন করত পুনরায় দেবতার ধ্যানান্তে শক্ত্যনুসারে উপচার দ্বারা অর্চ্চনা করিবে।* অবশেষে মূলমন্ত্রে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া আবরণদেবতাদির অর্চ্চনা, প্রাণায়াম,ঋষ্যাদিন্যাস, করাঙ্গন্যাস,যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ,

* কালী প্রভৃতি শক্তিবিষয়ে অর্ঘ্যে স্বাহা, ধূপ দীপ মধুপর্ক ও আচমনীয়ে স্বধা, বস্ত্র ও আভরণে নিবেদয়ামি এবং পুষ্পদানে বৌষট্-অন্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিবে; আর অন্যত্র নমঃশব্দান্ত করিয়া মন্ত্র পাঠ করিতে হয়।

গুহ্যাতিমন্ত্রে জপ সমর্পণ ও পুনর্ব্বার প্রাণায়াম এই সমস্ত সমাপন করত দেবতাকে ও গুরুদেবকে প্রণাম করিবে। তৎপরে কৃতাঞ্জলি হইয়া আত্মসমর্পণ করিতে হয়, যথা—

"ইতঃ পূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্ম্মাদিকারতো জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্য-বস্থাসু মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎ স্মৃতং যদুক্তং যৎ কৃতং তৎ সর্ব্বং ব্রহ্মার্পণমস্তু। মাং মদীয়ং সকলং সম্যক্ অমুকদেবতায়ৈ সমর্পয়ে। ওঁ তৎসৎ।"

দেবতার শরীরে আবরণদেবতার লয় চিন্তা করিতে হয়। তৎপরে বিসর্জ্জন করিবে, যথা—ঈশানকোণে ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কন করত পূজাধার হইতে সংহারমুদ্রা-যোগে একটী নির্ম্মাল্য গ্রহণপূর্ব্বক আঘ্রাণান্তে পূর্ব্বকৃত মণ্ডলে রাখিবে। তৎকালে তেজোময় দেবতাকে শ্বাসপথদ্বারা হৃদয়কমলে পূর্ব্বের ন্যায় পুনঃসংস্থাপিত চিন্তা করিতে হয়। পরে কালিকাদিবিষয়ে "উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিন্যৈ নমঃ." শক্তিবিষয়ে "শোষিকায়ৈ নমঃ," শিববিষয়ে "চণ্ডেশ্বরায় নমঃ" এবং বিষ্ণুবিষয়ে "বিশ্বক্সেনায় নমঃ" এই প্রকারে নির্ম্মাল্য দ্বারা অর্চ্চনা করিতে হয়।

ইতি তান্ত্রিকীপূজা।

মধ্যাহ্নকৃত্যম্।

(পঞ্চমযামার্দ্ধকৃত্যম্।)

দেবপূজার অন্তে পঞ্চমযামার্দ্ধে অর্থাৎ বেলা ১২ টা হইতে দেড় ঘটিকা পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে হোম, বৈশ্বদেব, বলি, অতিথি-সেবন, নিত্যশ্রাদ্ধ, গোগ্রাসদান ও ভোজন এই সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়। যথাক্রমে ঐ অনুষ্ঠানগুলির সংক্ষেপ বর্ণন হইতেছে।

(হোম।)

ইদানীন্তন কালে আমাদিগের দেশে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ এক প্রকার নাই বলিলেই হয়। নিত্যহোমাও অতি বিরল। বিশেষতঃ নিত্যহোমের অনুষ্ঠানও তাদৃশ বৃহৎ বা কঠিন নহে। আহুতির সংখ্যাও অল্প এবং আহবনীয় বস্তুও মহার্ঘ্য বা দুষ্প্রাপ্য নহে। শাস্ত্রেও কথিত আছে যথা—

"গৃহমেধিনা যদশনীয়ং তস্য
হোমাবলয়শ্চ স্বস্বপুষ্টিসংযুক্তাঃ।"

অর্থাৎ গৃহীর খাদ্য যাহা, তাহার হবনীয় পোষণকারী বস্তুও তাহাই হইবে। বিশেষতঃ জলেও আহুতি-প্রদান হোমকার্য্যের স্থানীয় হইতে পারে; কেননা, শাস্ত্রেও আছে যে, "জুহুয়াদম্বুনাপি চ।" সুতরাং এরূপ অনায়াসসাধ্য অনুষ্ঠানটী যে লোপ হইয়া যায়, ইহার প্রতি যে প্রায় কেহই সেরূপ আস্থা প্রদর্শন করেন না, ইহা যাহার পর নাই দুঃখের বিষয়। যাহা হউক, নিত্য হোম যে প্রকারে করিতে হয়, তাহা নিম্নে লিখিত হইল * যথা—

"দ্বিজাতিভবনাদ্বাপি বহ্নিমানীয় সাধকঃ। বৌষড়ন্তেন মূলেন মন্ত্রিতং তং বিলোকয়েৎ॥"

প্রথমতঃ দ্বিজাতিগৃহ হইতে অগ্নি আনয়ন পূর্ব্বক বৌষড়ন্ত মূলমন্ত্র উচ্চারণ করত উহা অভিমন্ত্রিত করিবে ও নিরীক্ষণ করিবে।

* নিত্য হোমের প্রণালী অনেক প্রকার আছে, আমাদিগের বিবেচনায় যেটী অল্পায়াসসাধ্য ও ক্ষুদ্র বোধ হইল, তাহাই প্রকাশিত করিলাম।

"অগ্নিমাবাহয়েদস্ত্রমন্ত্রেণ তদনন্তরং।
হূঁ ফড়ন্তেন মূলেন ক্রব্যাদাংশং পরিত্যজেৎ॥"

তৎপরে "ফট্" এই মন্ত্রে অগ্নির আবাহন করিয়া হূঁ ফড়্ মূলমন্ত্র দ্বারা ক্রব্যাদাংশ ত্যাগ করিবে অর্থাৎ মূলমন্ত্র বলিয়া হূ ফট্ ক্রব্যাদেভ্যো নমঃ বলিয়া ক্রব্যাদাংশ ত্যাগ করিতে হয়।

"ততঃ ওঁ বহ্নের্যোগপীঠায় নমঃ। চতুর্দ্দিক্ষু ওঁ বামায়ৈ নমঃ। এবং জ্যেষ্ঠায়ৈ, রৌদ্র্যৈ, অম্বিকায়ৈ।"

তৎপরে "ওঁ বহ্নের্যোগপীঠায় নমঃ" বলিয়া পূজা করত চতুর্দ্দিকে উপরোক্ত মন্ত্রে বামা-জ্যেষ্ঠাদির পূজা করিবে।

"ততো মূলমুচ্চার্য্য অমুকদেবতাকুণ্ডায় নমঃ। ইতি কুণ্ডং সংপূজ্য তদধো বাগীশ্বরীং তত্তদ্দেবতারূপাং ঋতুমতীং ধ্যাত্বা যথোক্তবহ্নিমানীয় বীক্ষণাদিভিঃ সংস্কৃত্য রমিতি তস্মাৎ বহ্নি-মুদ্ধৃত্য মূলমুচ্চার্য্য হূং ফট্ ক্রব্যাদেভ্যঃ স্বাহা ইত্যনেন ক্রব্যা-দাংশং পরিত্যজ্য বহ্নিবীজেন সংরক্ষ্য হূং ইত্যবগুণ্ঠ্য ধেনুমুদ্রয়া অমৃতীকৃত্য বাহুভ্যাং সমুদ্ধৃত্য কুণ্ডোপরি ত্রিঃ পরিভ্রাময়েৎ।"

পরে মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক "অমুকদেবতাকুণ্ডায় নমঃ" বলিয়া কুণ্ডের পূজা করত তদধোদেশে বাগীশ্বরীকে তত্তদ্দেব-তারূপা ঋতুমতী ধ্যান করিয়া যথোক্ত বহ্নি আনয়ন করিবে এবং বীক্ষণাদি দ্বারা সংস্করণ, "রং" বীজে তাহা হইতে বহ্নি উদ্ধরণ, মূলমন্ত্র উচ্চারণ করত হূং ফট্ ইত্যাদি মন্ত্রে ক্রব্যাদাংশ পরিত্যাগ, বহ্নিবীজ দ্বারা সংরক্ষণ, হূং মন্ত্রে অবগুণ্ঠন, ধেনু-মুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ, এবং অবশেষে বাহুদ্বয় দ্বারা উত্তোলন পূর্ব্বক কুণ্ডোপরি তিনবার ভ্রামিত করিবে।

"ততো হ্রীং বহ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ ইত্যভ্যর্চ্চ্য, রং বহ্নিচৈতন্যায়

নমঃ ইতি চৈতন্যং সংযোজ্য, ওঁ চিৎপিঙ্গল হন হন দহ দহ পচ পচ সর্ব্বং জ্ঞাপয় জ্ঞাপয় স্বাহা ইতি জ্বালয়েৎ।”

অনন্তর হ্রীঃ বহ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ” মন্ত্রে পূজন, “রং” ইত্যাদি মন্ত্রে চৈতন্য সংযোজন এবং “ওঁ চিং পিঙ্গল” ইত্যাদি মন্ত্রে প্রজ্জ্বলিত করিবে।

“ততঃ অগ্নিং প্রজ্বলিতং বন্দে জাতবেদং হুতাশনং। সুবর্ণ-বর্ণমমলং সমিদ্ধং বিশ্বতোমুখং। ইত্যুপতিষ্ঠেৎ।”

পরে “অগ্নিং প্রজ্বলিতং” ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্ন্যুপস্থান করিতে হইবে।

“ততো অগ্নে ত্বমমুকনামাসীতি নাম কৃত্বা ওঁ বৈশ্বানর জাত-বেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্ব্বকর্ম্মাণি সধায় স্বাহা। অনেনা-র্ঘ্যাদিভিঃ সংপূজ্য ওঁ অগ্নের্হিরণ্যাদিসপ্তজিহ্বাভ্যো নমঃ। ওঁ সহস্রার্চ্চিষে হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি অগ্নিষড়ঙ্গেভ্যো নমঃ। ওঁ অগ্নয়ে জাতবেদসে ইত্যাদ্যষ্টমূর্ত্তিভ্যো নমঃ। তদ্বাহ্যে ব্রাহ্ম্যাষ্ট-শক্তিভ্যো নমঃ। তদ্বহিঃ ওঁ পদ্মাদ্যষ্টশক্তিভ্যো নমঃ। তদ্বহিঃ ওঁ ইন্দ্রাদিলোকপালেভ্যো নমঃ। তদ্বাহ্যে ওঁ বজ্রদ্যস্ত্রেভ্যো নমঃ। ইত্যনেন পূজয়েৎ।”

তদনন্তর “অগ্নে ত্বং অমকনামাসি” বলিয়া অগ্নির নামকরণ এবং “ওঁ বৈশ্বানর” ইত্যাদি মন্ত্রে অর্ঘ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া “ওঁ অগ্নেহিরণ্যাদিসপ্তজিহ্বাভ্যো নমঃ” ইত্যাদি মন্ত্র সমূহ দ্বারা যথাক্রমে উপরি উক্ত নিয়মে পূজা করিবে।

তৎপরে প্রাদেশপ্রমাণ দুইটী কুশপত্র ঘৃতমধ্যে নিক্ষেপ পূর্ব্বক সব্য, অপসব্য ও মধ্যভাগে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নাকে ধ্যান করত হোম করিতে প্রবৃত্ত হইবে। স্রুব দ্বারা দক্ষিণ-

ভাগ হইতে ঘৃত লইয়া "ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা" মন্ত্রে অগ্নির দক্ষিণ নেত্রে এবং বামভাগ হইতে ঘৃত লইয়া "ওঁ সোমায় স্বাহা" মন্ত্রে বামনেত্রে হোম করিবে। তদনন্তর মধ্যভাগ হইতে ঘৃত লইয়া "ওঁ অগ্নীসোমাভ্যাং স্বাহা" মন্ত্রে অগ্নির ললাটস্থ নেত্রে হোম করিতে হয়; পুনরায় "নমঃ" মন্ত্রে দক্ষিণভাগ হইতে ঘৃত লইয়া "ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহা" মন্ত্রে অগ্নির মুখদেশে আহুতি দিবে। তৎপরে "ওঁ ভূঃ স্বাহা, ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ওঁ স্বঃ স্বাহা, ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয় স্বাহা" এই মন্ত্রে তিনবার আহুতি দিতে হয়। পরে মূল-মন্ত্র দ্বারা অগ্নিতে পীঠদেবতার পূজা করিয়া অগ্নিমুখে মূল-মন্ত্র দ্বারা পঞ্চবিংশতি ঘৃতাহুতি প্রদান করিবে। অনন্তর বহ্নি ও দেবতার সহ আত্মার ঐক্য চিন্তা করিয়া মূলমন্ত্র দ্বারা একা-দশ আহুতি দিতে হয়। তৎপরে "মূলমন্ত্রস্য অঙ্গদেবতাভ্যঃ স্বাহা" বলিয়া একটী আহুতি দিবে। পরে সঙ্কল্প করিয়া তত্তৎ-কল্পোক্ত দ্রব্য দ্বারা হোম করত মূলমন্ত্র দ্বারা পূর্ণাহুতি দিবে। তৎপরে সংহার মুদ্রা দ্বারা স্বেষ্ট দেবতাকে হৃদয়ে আন-য়ন পূর্ব্বক "ক্ষমস্ব" বলিয়া বিসর্জ্জন, পরে দক্ষিণা ও তৎপরে অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে।

ইতি নিত্যহোমবিধিঃ।

(বৈশ্বদেব।)

তৎপরে বৈশ্বদেব-পূজা করিবে। "ও বিশ্বদেবায় নমঃ" এই মন্ত্রে যথাবিধি পূজা করিলেই বৈশ্বদেবক্রিয়া সমাহিত হয়। *

(বলিকর্ম্ম।)

তদনন্তর বলিকর্ম্ম করিবে অর্থাৎ এই ক্রিয়ায় বিশ্বব্যাপক যাবতীয় প্রাণীদিগকে অন্ন প্রদান করিতে হয়। মন্ত্র যথা,—

"দেবা মানুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি
সিদ্ধাঃ সযক্ষোরগদৈত্যসংঘাঃ।
প্রেতাঃ পিশাচাস্তবরঃ সমস্তা
যে চান্নমিচ্ছন্তি ময়া প্রদত্তং॥
পিপীলিকাকীটপতঙ্গকাদ্যা
বুভুক্ষিতাঃ কর্ম্মনিবদ্ধবদ্ধাঃ।
প্রায়স্তু তে তৃপ্তিমিদং ময়ান্নং
তেভ্যো বিসৃষ্টং মুদিতা ভবন্তু॥

---

* সন্ধ্যাকালে ও প্রাতে বৈশ্বদেবের পূজা ও বলিকর্ম্ম না করিয়া আহার করিলে পাপী হইতে হয়, যথা—

"সায়ং প্রাতর্বৈশ্বদেবঃ কর্ত্তব্যো বলিকর্ম্ম চ।
অনশ্নতাপি কর্ত্তব্যমন্যথা কিল্বিষী ভবেৎ॥"

এই বৈশ্বদেব কর্ম্ম আর কিছুই নহে, ইহাও প্রকারান্তরে এক প্রকার বিষ্ণুর আরাধনা। যাহা সমষ্টিভাবে বিষ্ণু বলিয়া কথিত, তাহাই ব্যষ্টিভাবে বিশ্বদেব শব্দে অভিহিত।

যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধু-
নৈবান্নসিদ্ধির্ন তথান্নমস্তি।
তত্তৃপ্তয়েঽন্নং ভুবি দত্তমেতৎ
প্রয়ান্তু তৃপ্তিং মুদিতা ভবন্তু॥
যে চান্যে পতিতাঃ কেচিদ-
পাত্রাঃ পাপযোনয়ঃ॥

বলিপ্রদানকালে মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে হয় ও পাঠ করিতে হয়, * যথা—

"ভূতানি সর্ব্বাণি তথান্নমেত-
দহঞ্চ বিষ্ণুর্ন যতোঽন্যদস্তি।
তস্মাদহং ভূতনিকায়ভূত-
মন্নং প্রযচ্ছামি ভবায় তেষাং॥

---

* গৃহীই সকল জীবের আশ্রয়স্বরূপ, সুতরাং সকলকে আহার না দিয়া কদাচ স্বয়ং ভোজন করিতে পারে না। এই জন্যই বলিকর্ম্মের ব্যবস্থা হইয়াছে যথা—

"ভুবি ভূতোপকারায় গৃহী সর্ব্বাশ্রয়ো যতঃ।
শ্ব-চণ্ডালবিহঙ্গানামন্নং দদ্যাত্ততো নরঃ॥"

পুরুষানুক্রমিক এই প্রকার সদানুষ্ঠানের ফলেই ভারত-বাসী আর্য্যজাতিরা অন্যান্য জাতির অপেক্ষা দয়ার্দ্র, পরার্থজীবী ও হিংসাবর্জ্জিত হইয়াছেন সন্দেহ নাই। এইরূপ শাস্ত্রশিক্ষিত অনুষ্ঠানের দ্বারা সর্ব্বভূতে দয়ার ও পরোপকারিতার অভ্যাস যে প্রকার সাধিত হয়, অন্য জাতির পক্ষে তাহা কল্পনাশক্তিরও অগোচর।

(অতিথিসৎকার।)

বলিসমাধানান্তে অতিথি সৎকার করাই আর্য্যজাতির প্রধান তম নিত্যকর্ম্ম। অভ্যাগত ব্যক্তিকে ব্রহ্মার স্বরূপ জ্ঞান করাই গৃহীর কর্ত্তব্য। যথা—

"হিরণ্যগর্ভবুদ্ধ্যা তং মন্যেতাভ্যাগতং গৃহী।"

অতিথি প্রিয় হউক, দ্বেষ্য হউক, মূর্খ হউক, বিদ্বান্ হউক্, যেরূপই হউক্ না কেন, বৈশ্বদেবক্রিয়ার অন্তে যে অতিথি লাভ করা যায়, তাঁহা হইতে স্বর্গলাভ হইয়া থাকে, যথা—

"প্রিয়ো বা যদি বা দ্বেষ্যো মূর্খঃ পণ্ডিত এব বা।
সংপ্রাপ্তো বৈশ্বদেবান্তে সোঽতিথিঃ স্বর্গসংক্রমঃ॥"

অতিথি সমাগত হইলে তাঁহার নিবাস, নাম, কুল, বিদ্যা প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিতে নাই। ঐ সমস্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া অন্ন প্রদান করিলে অন্নদান নিষ্ফল হয় এবং দাতার স্বর্গলাভের আশা থাকে না, যথা—

"দেশং নাম কুলং বিদ্যাং পৃষ্ট্বা যোন্নং প্রযচ্ছতি।
ন স তৎফলমাপ্নোতি দত্ত্বা স্বর্গং ন গচ্ছতি॥"

(নিত্যশ্রাদ্ধ।)*

প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা আমাদিগকে ধর্ম্মশীল করিবার জন্য যে সমস্ত উপায় উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে পূর্ব্বপুরুষগণের

---

* শাস্ত্রোক্ত বিধানে পিতৃকর্ম্মকেই শ্রাদ্ধ বলা যায় অর্থাৎ পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রদ্ধা সহকারে যে অন্নাদি দান, তাহাকেই শ্রাদ্ধ কহে। সুসংস্কৃত ব্যঞ্জন, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত এই সমস্ত দ্রব্য

স্মৃতি জাগরুক করাও একটী প্রধানতম উপায় সন্দেহ নাই। এই কারণেই পূর্ব্বপুরুষগণের স্মারক শ্রাদ্ধক্রিয়া বৎসরে বৎসরে সাধনের যেরূপ একটা প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে, তদ্রূপ মাসে মাসে, বিশেষ পর্ব্বদিবসে এবং প্রতি দিনেও করিবার নিয়ম আছে। তবে নিত্যশ্রাদ্ধে বিশেষ বাহুল্যানুষ্ঠানের আবশ্যক করে না। এই শ্রাদ্ধে পিণ্ডদান, ভোজ্য উৎসর্গ, বিশ্বদেবাবাহন,

---

শ্রদ্ধা সহকারে পিতৃগণকে প্রদান করা যায়, এই হেতুই ঐ কর্ম্মকে শ্রাদ্ধ কহে, যথা—

"সংস্কৃতব্যঞ্জনাঢ্যঞ্চ পয়োদধিঘৃতান্বিতং।
শ্রদ্ধয়া দীয়তে যস্মাৎ শ্রাদ্ধং তেন নিগদ্যতে॥"

শ্রাদ্ধ দ্বাদশবিধ;—(১) নিত্য, (২) নৈমিত্তিক, (৩) কাম্য, (৪) বৃদ্ধি (৫) সপিণ্ডন, (৬) পার্ব্বণ, (৭) গোষ্ঠীশ্রাদ্ধ, (৮) শুদ্ধ্যর্থক, (৯) কর্ম্মাঙ্গ, (১০) দৈবিক, (১১) যাত্রার্থ এবং (১২) পুষ্ট্যর্থ। প্রতিদিন যে-শ্রাদ্ধ করা যায়, তাহার নাম নিত্য। একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধকে নৈমিত্তিক কহে; কামনা করিয়া অভিপ্রেতার্থ সিদ্ধির জন্য যে শ্রাদ্ধ করা যায়, তাহার নাম কাম্য; বিবাহাদি কর্ম্মকালে কৃত শ্রাদ্ধকে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ কহে; পূর্ণসম্বৎসর-ক্রিয়মাণ-পার্ব্বণৈ-কোদ্দিষ্টেতিকর্ত্তব্যতাকশ্রাদ্ধের নাম সপিণ্ডন অর্থাৎ মৃত্যুর পর একবর্ষ পূর্ণ হইলে পিতৃপিণ্ডের সহিত প্রেতপিণ্ডের মিশ্রীকরণরূপ শ্রাদ্ধকেই সপিণ্ডনশ্রাদ্ধ বলা যায়; অমাবস্যা অথবা পর্ব্বদিনকৃত শ্রাদ্ধের নাম পার্ব্বণ; বহুবিদ্বন্মণ্ডলীর সম্পৎ-সুখকামনায় পিতৃগণের তৃপ্ত্যর্থ গোষ্ঠীতে যে শ্রাদ্ধ করা যায়, তাহাকে গোষ্ঠীশ্রাদ্ধ কহে; শুদ্ধ্যর্থ শ্রাদ্ধ ও ব্রাহ্মণ ভোজনের

বলিক্রিয়া কিছুই করিতে হয় না। কেবলমাত্র ষট্‌পিতৃগণকে অর্থাৎ পিতৃপক্ষীয় তিন ও মাতামহপক্ষীয় তিন পুরুষকে স্মরণ করত কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অন্ন দিলেই যথেষ্ট হয়। কিঞ্চিৎ জল দিলেও কার্য্য সমাহিত হইতে পারে, যথা—

"অহন্যহনি যৎ শ্রাদ্ধং তন্নিত্যমভিধীয়তে।
বৈশ্বদেববিহীনং তদশক্তাবুদকেন তু॥"

(গোগ্রাসদান।)

"সৌরভেয্যঃ সর্ব্বহিতাঃ পবিত্রাঃ পুণ্যরাশয়ঃ।
প্রতিগৃহ্লন্তু মে গ্রাসং গাবস্ত্রৈলোক্যমাতরঃ॥"

অর্থাৎ "সকলের হিতকারিণী, পুণ্যতমা, পুণ্যরাশিস্বরূপিণী, ত্রৈলোক্যজননীরূপা সুরভিনন্দিনীগণ মদ্দত্ত এই গ্রাস গ্রহণ করুন্" এই মন্ত্রে গোগ্রাস প্রদান করিতে হয়! *

নাম শুদ্ধ্যর্থ শ্রাদ্ধ; নিষেককালে, সীমন্তোন্নয়নে ও পুংসনবনসময়ে কৃত শ্রাদ্ধকে কর্ম্মাঙ্গ শ্রাদ্ধ কহে, দেবতার উদ্দেশে শ্রাদ্ধের নাম দৈবিক; দেশান্তরে গমনকালে ঘৃতদ্বারা কৃত শ্রাদ্ধকে যাত্রার্থ শ্রাদ্ধ কহে এবং আর্থোপচয় ও শরীরোপচয়ের জন্য যে শ্রাদ্ধ করা যায় তাহার নাম পুষ্ট্যর্থ শ্রাদ্ধ। বৃহস্পতির মতে শ্রাদ্ধ পঞ্চবিধ;—নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, বৃদ্ধি, পার্ব্বণ। কূর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে যে, নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, বৃদ্ধি ও পার্ব্বণ, শ্রাদ্ধ এই পঞ্চবিধ। মৎস্যপুরাণে নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য এই ত্রিবিধ শ্রাদ্ধের উল্লেখ আছে।

* সুরভিকন্যা গাভীর প্রতি ভারতবাসী আর্য্যজাতির যে ঐকান্তিকী ভক্তি, ইহাদ্বারা তাহাই প্রকাশ পাইতেছে। গোজা-

(ভোজন।)

পঞ্চমযামার্দ্ধে যতগুলি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে হয়,তন্মধ্যে ভোজনই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ব্যাপার বলিতে হইবে। এই যামার্দ্ধে হোম, বৈশ্বদেব, বলি, অতিথিসেবা, নিত্য শ্রাদ্ধ, গোগ্রাসদান এই সকল কার্য্য শেষ করিয়া তৎপরে অনুষ্ঠেয় ভোজন ব্যাপার নির্ব্বাহ করিতে হইবে। পরন্তু যজ্ঞাশী হওয়াই শাস্ত্রের বিধি অর্থাৎ যজ্ঞের অবশিষ্টাংশ ভোজন করিবে। আবার বিধি হইল যে, "পঞ্চযজ্ঞান্নং হাপয়েৎ" দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃ-যজ্ঞ, ও নরযজ্ঞ * নির্ব্বাহিত না করিলে গৃহীর ভোজন শাস্ত্রমতে হইতে পারে না। কিন্তু ভোজন করিতে হইবে বলিয়া যে যাহা তাহা আহার করিবে অথবা যেমন তেমন করিয়া খাইবে, তাহা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। যাহাতে আহারকালেও পাশব ভাব বিদ্যমান না থাকে, আর্য্য ঋষিগণ সেইরূপেই উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। যথা—

"ইন্দ্রিয়প্রীতিজননং বৃথাপাকং বিবর্জ্জয়েৎ।"

অর্থাৎ যাহা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রামের প্রীতিজনক, তাদৃশ বৃথা পাক পরিত্যাগ করিবে।

তির সম্বন্ধে একটু বিশেষ করিবার জন্যই ভৌতবলি প্রদানের পর এই গোগ্রাসদানের বিধি নিবদ্ধ হইয়াছে।

* অধ্যাপনাকে ব্রহ্মযজ্ঞ, তর্পণকে পিতৃযজ্ঞ, হোমকে দেব-যজ্ঞ, বলিকে ভূতযজ্ঞ এবং অতিথিসৎকারকেই নৃযজ্ঞ কহে, যথা—

"অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণং।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনং॥"

"প্রাঙ্মুখোন্নানি ভুঞ্জীত শুচিঃ পীঠমধিষ্ঠিতঃ ।
বিশুদ্ধবদনঃ প্রীতো ভুঞ্জীত ন বিদিঙ্মুখঃ ॥"

পূর্ব্বাস্য হইয়া অন্নসেবন করিবে ; তৎকালে পবিত্র আসনে বসিবে, মুখ পরিষ্কার রাখিবে, প্রীতিপূর্ণচিত্তে ভোজন করিবে এবং বিদিঙ্মুখে বসিবে না অর্থাৎ কোণাকুণিভাবে বসিতে নাই।

অপিচ—"পঞ্চার্দ্রো ভোজনং কুর্য্যাৎ প্রাঙ্মুখো মৌনমাস্থিতঃ"।
হস্তৌ পাদৌ তথৈবাস্যমেষা পঞ্চার্দ্রতা মতা ॥"

আবার এইরূপ বিধিও নির্দ্দিষ্ট আছে যে, প্রথমতঃ দেহের পাঁচটী অংশ আর্দ্র করিয়া তৎপরে পূর্ব্বাস্য হইয়া উপবেশন পূর্ব্বক আহার করিবে। হস্তদ্বয়, পদদ্বয় ও মুখ, ইহাকেই পঞ্চ অংশ থাকে। এই কয়টী অঙ্গ ধৌত করিয়া ভোজনে প্রবৃত্ত হইবেন। *

---

* আর্য্যশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, আহারের সময়ে মৌনভাবে থাকিবে, কিন্তু ইউরোপ খণ্ডে ইহার বিপরীতাচরণ দৃষ্ট হয়। তাঁহারা এইরূপ মত প্রকাশ করেন যে, আহারের সময় কথোপকথন করিলে পরিপাকাদি ক্রিয়া সুন্দররূপে সমাহিত হইয়া থাকে। আমাদিগের যুক্তিতে ও বিবেচনায় স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, কথোপকথন করিলে মুখের লালা-নিস্রাব কম হইয়া জিহ্বা শুষ্ক হইয়া উঠে। এই কারণেই বোধ হয়, ইউরোপবাসীরা আহারকালে ঘন ঘন সুরা বা জল পান করিয়া থাকেন। মুখের লালা শুষ্ক হওয়া আর মধ্যে মধ্যে জল পান করা কখনই পরিপাকক্রিয়ার অনুকূল নহে। তবে কথা এই যে, মাংস পরিপাক করিবার জন্য তত লালার আবশ্যক করে

"প্রাগ্দ্রবং পুরুষোশ্নন্ বৈ মধ্যে চ কঠিনানি চ।
পুনরন্তে দ্রবাশী তু বলারোগ্যে ন মুঞ্চতি॥"

আহারকালে প্রথমতঃ দ্রব পদার্থ ভোজন করিবে, মধ্যে কঠিন দ্রব্য এবং সর্ব্বশেষে পুনরায় দ্রব পদার্থ ভোজন করিতে হয়। এই প্রকার করিলে বলের বা স্বাস্থ্যের হানি হয় না। এতদ্ব্যতীত কোন্ রস কোন্ সময়ে সেবন করিতে হয়, তাহারও বিধি শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে, যথা—

"অশ্নীয়াত্তন্মনা ভূত্বা পূর্ব্বন্তু মধুরং রসং।
লবণাম্লৌ তথা মধ্যে কটুতিক্তাদিকং তথা॥"

অর্থাৎ তন্মনা হইয়া প্রথমে মধুররস সেবন করিবে, তৎপরে লবণ, তদনন্তর অম্ল এবং অবশেষে কটু ও তিক্তরস সেবন করিবে। *

"পূজয়েদশনং নিত্যং দদ্যাচ্চৈতদকুৎসয়ন্।
দৃষ্ট্বা হৃষ্যেৎ প্রসীদেচ্চ প্রতিনন্দেচ্চ সর্ব্বশঃ॥"

না। ইহার আরও একটি স্পষ্ট দৃষ্টান্ত দেখা গিয়া থাকে যে, মাংসাশী জন্তুরা আহারকালে গর গর করিয়া শব্দ করে, কিন্তু উদ্ভিজ্জভোজীরা সেরূপ শব্দ করে না, বরং নিঃশব্দে আহার করিয়া থাকে।

* আমাদিগের দেশে আহারের নিয়ম ঠিক ইহার বিপরীত অর্থাৎ অস্মদ্দেশে প্রথমতঃ তিক্ত, তৎপরে কটু, তদনন্তর লবণ ও অম্ল এবং অবশেষে মধুর রস সেবন করা হয়; কিন্তু পঞ্জাব-প্রদেশের ব্রাহ্মণেরা অদ্যাপি উপরোক্ত শাস্ত্রবিধির অনুবর্ত্তী হইয়া ভোজন-ক্রিয়া সমাহিত করেন।

আহরীয় দ্রব্য সম্মুখভাগে উপস্থিত হইলে মনের ভাব যেরূপ হওয়া উচিত, এই শ্লোকে তাহাও স্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে। অর্থাৎ প্রত্যহ আহারীয় দ্রব্যের আদর করিবে, ভক্ষ্য দ্রব্যের নিন্দা করিতে নাই, আহারীয় দর্শনমাত্র পুলকিত হইবে এবং সর্ব্বথা হর্ষযুক্ত হইয়া থাকিবে। ভোজনের পাত্র যে প্রকারে রাখিতে হয়, তাহাও শাস্ত্রে উক্ত আছে, যথা—

"উপলিপ্তে সমে স্থানে শুচৌ লঘ্বাসনান্বিতঃ।
চতুরস্রং ত্রিকোণঞ্চ মণ্ডলঞ্চার্দ্ধচন্দ্রকং।
কর্ত্তব্যমানুপূর্ব্বেণ ব্রাহ্মণাদিষু মণ্ডলং ॥"

অর্থাৎ গোময় দ্বারা উপলিপ্ত, সম ও পবিত্র স্থলে লঘু আসনোপরি সমাসীন হইবে এবং চতুরস্র অথবা ত্রিকোণ কিম্বা বৃত্ত বা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি মণ্ডল আঁকিয়া আনুপূর্ব্বিক ক্রমে বিপ্র, ক্ষত্র, বৈশ্য ও শূদ্র ভোজন করিবে।

"অপ্যেকপংক্ত্যা নাশ্নীয়াৎ সংবৃতঃ স্বজনৈরপি।
ভস্মস্তম্বজলদ্বারমার্গৈঃ পঙ্‌ক্তিঞ্চ ভেদয়েৎ ॥"

আত্মীয়জনের সহিতও একপঙ্‌ক্তি হইয়া আহার করিতে নাই। ভস্ম, তৃণ কিম্বা জলের অঙ্ক দিয়া পংক্তিভেদ করিয়া লইবে। *

আহারের সময় প্রথমতঃ পঞ্চ বাহ্য বায়ুর উদ্দেশে ভূতলে

* এখানে ভস্ম শব্দে হোমজাত ভস্ম বুঝিবে। অন্য কোনরূপ ভস্ম হইলে চলিবে না। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণেরা জলের অঙ্ক দিয়া তদুপরি পঞ্চগুঁড়ি বিন্যাস করত পংক্তিভেদের চিহ্নগুলি পরম সুন্দর করিয়া থাকেন।

কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অন্ন দিয়া গণ্ডূষ গ্রহণ করত অন্তর্বায়ু-পঞ্চকের আহুতি দিয়া উৎসর্গীকৃত অন্ন ধীরে ধীরে অঙ্গুলীর পর্ব্বমাত্র-যোগে আহার করিবে এবং তৎকালে বাগ্‌যত হইয়া থাকিবে।

"লশুনং গৃঞ্জনঞ্চৈব পলাণ্ডুং করকাণি চ।
অভক্ষ্যাণি দ্বিজাতীনাং অমেধ্যপ্রভবাণি চ॥"

লশুন, গাজোর, পলাণ্ডু, (পেঁয়াজ), ছত্রাক এবং অমেধ্য দ্রব্য ভক্ষণ করা বিপ্রগণের অকর্ত্তব্য। *

---

* ভোজনের দোষ-গুণে মানুষের স্বভাবেরও পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। বস্তুতঃ দেহযন্ত্রে পাকক্রিয়ার দ্বারা মথিত হই য়াই অন্তঃকরণাদি সংঘটিত হইয়া থাকে; সুতরাং ভক্ষ্যদ্রব্যে গুণ-দোষ যে অন্তঃকরণবৃত্তিতে সংক্রামিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আহারের দোষ-গুণ এক পুরুষ হইতে তৎপরবর্ত্তী পুরুষান্তরেও সংক্রামিত হইবার সম্ভব। এই জন্যই আর্য্যশাস্ত্র সত্ত্বগুণবিরোধী কতকগুলি দ্রব্যের আহার দ্বিজাতিগণের পক্ষে নিষেধ করিয়া রাখিয়াছেন। প্রসবের পর দশদিনের মধ্যে ছাগীর, মেষীর, গোরুর, সন্ধিনীর, (বৃষের জন্য ইচ্ছাবর্ত্তী গোরুর,), উষ্ট্রীর, মৃতবৎসা বা দূরস্থবৎসা ধেনুর, মহিষীর রাসভাদি একশফের দুগ্ধ সেবন করিতে নাই। কেন না ঐ সকল দুগ্ধ রোগোৎপত্তিকর, মনের অপকর্ষজনক এবং তাদৃশ দুগ্ধগ্রহণ স্বল্পবয়স্ক বৎসের প্রতি নৃশংসতাপ্রকাশক। ব্যভি চারিণী, বার্দ্ধুষিক, পতিত, গণিকা, মত্ত, ক্রুদ্ধ, ক্রূর, আতুর পিশুন, শত্রু, স্ত্রীজিত, ব্যাধ, সূত্রধর, চোর, গায়ক, মিথ্যাবাদী উচ্ছিষ্টভোজী, ইহাদিগের অন্ন ভোজন করিবে না। অবশ্য

"বৃথা-কৃষর-সংযাবপায়সাপূপমেব চ।
অনুপাকৃত-মাংসানি দেবান্নানি হবীংষি চ॥"

বৃথা কৃষর, অর্থাৎ কেবলমাত্র আত্মপ্রীতিসাধনার্থ প্রস্তুত কৃষর, (তিলতণ্ডুলপক্ক বস্তু), কিম্বা সংযাব, (গুড়, ঘৃত, ক্ষীর ও গোধূমাদিচূর্ণ-পক্ক বস্তু) অথবা পায়স, বা পিষ্টক আহার করিতে নাই। অসংস্কৃত মাংস অর্থাৎ যাহা দেবতাকে নিবেদন করা হয় নাই তাদৃশ মাংস, দেবতার নৈবেদ্য ও হবিও ভোজন করিবে না। *

দত্ত, ভাবদুষ্ট, বাগ্দুষ্ট, ভ্রূণঘ্নী কর্ত্তৃক দৃষ্ট, রজস্বলাস্পৃষ্ট, ভুক্তোচ্ছিষ্ট, পদ দ্বারা মর্দ্দিত, এই সমস্ত অন্ন ভোজনও নিষিদ্ধ। মরণাশৌচান্ন, জননাশৌচান্ন, যাহার উপর হাঁচিয়াছে এরূপ অন্ন, সূতিকান্ন, বারোয়ারির অন্ন এবং উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া দেওয়া অন্নও গ্রহণ করিবে না। অর্থাৎ দাতার ক্লেশকর, অথবা সন্দেহজনক, ঘৃণাকর, উদ্বেগকর ও অপবিত্রতাজনক দ্রব্য ভোজন করিতে নাই, উহাতে মনোমালিন্য জন্মিবার অবশ্যই সম্ভব। কালবশে বিকৃতিপ্রাপ্ত দ্রব্যও ভক্ষণ করিবে না। উহা দ্বারা সত্ত্বগুণের বিনাশ এবং তমোগুণের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই কারণে দধি ও দধিজাত দ্রব্যাদি ব্যতীত সকল প্রকার শুক্তই পরিত্যজ্য। মধুর রস কালবশে অম্লরস হইলেই তাহার নাম শুক্ত। যেমন কাঁজি, বিনিগার ইত্যাদি। ফল, মূল, কন্দ ও পুষ্পাদি হইতে প্রস্তুত শুক্ত মত্ততাসাধক না হইলেই ভক্ষ্য।

* এই সমস্ত দ্রব্য অত্যন্ত ইন্দ্রিয়প্রীতিজনক ও অতি-

"দিবা পুনর্ন ভুঞ্জীতান্যত্র ফলমূলয়োঃ ॥"

দিবাভাগে দুইবার আহার করিতে নাই। একাধিকবার আহারের অভিলাষ হইলে ফল-মূলাদি ভক্ষণ করিবে।

রুচিকর। ঐ সমস্ত বস্তু অতিথি বা দেবতার জন্য প্রস্তুত হইলে উহারা লালসার উদ্রেক করিয়া প্রকৃতির ক্ষুদ্রতা সম্পাদন করিতে পারে না, এই কারণেই আর্য্যশাস্ত্র অতিথি ও দেবতার উদ্দেশে ঐ সমস্ত প্রস্তুতের বিধান করিয়াছেন।

তিথি, বার ও মাসাদিভেদেও কতকগুলি দ্রব্য ভোজনের নিষেধ আছে, সাধারণের বিদিতার্থ এস্থলে তাহা উদ্ধৃত হইল, যথা—প্রতিপদাদি পঞ্চদশী যাবৎ তিথিসমূহে ক্রমান্বয়ে কুষ্মাণ্ড, বৃহতী, পটোল, মূলা, বেল, নিম্ব, তাল, মাংস ও নারিকেল, লাউ, কলম্বী, শিম, পুঁই, বেগুণ, মাষকলায় ও মাংস এবং মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ। মঙ্গলবারে মাংস নিষিদ্ধ। রবিবারে মাষকলায়, আমিষ, মসূর, রাঙ্গাশাক, নিম্ব, আদা, এই সমস্ত ভোজন করিতে নাই। কার্ত্তিক মাসে মৎস্য ও মাংস সেবন নিষিদ্ধ। কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষীয়া একাদশী তিথি হইতে পূর্ণিমা যাবৎ কয় দিনকে বকপঞ্চক কহে। ঐ কয়দিন মৎস্য বা মাংস আহার করিতে নাই। মাঘ মাসে মূলা ভক্ষণ নিষিদ্ধ। শয়নে অর্থাৎ আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষীয়া একাদশী হইতে কার্ত্তিক মাসের শুক্লা দ্বাদশী যাবৎ পটোল, বেগুণ, কলম্বী, শ্বেতশিম্বী বরবটী ও কদম্ব ভক্ষণ নিষিদ্ধ। ভাদ্রমাসে অলাবু ভক্ষণ করিবে না। শ্বেতবর্ণ তাল, গোলাকার অলাবু, কুন্দপুষ্পবৎ শুভ্রবর্ণ বেগুণ, শ্বেত কলমী এবং শ্বেতবর্ণ কুষ্মাণ্ড

ভোজনের সময় স্বীয় অভীষ্ট-দেবকে অন্ন নিবেদন করিয়া দিবে। স্বয়ং যাহা ভোজন করিবে, স্বীয় দেবতাকেও তাহা নিবেদন করিবে। শাস্ত্রেও আছে, যথা—

"যদন্নঃ পুরুষো রাজন্ তদন্নস্তস্য দেবতাঃ।"
"লবণং ব্যঞ্জনঞ্চৈব ঘৃতং তৈলং তথৈব চ।
লেহ্যং পেয়ঞ্চ বিবিধং হস্তদত্তং ন ভক্ষয়েৎ॥"

লবণ, ব্যঞ্জন, ঘৃত, তৈল, লেহ্য বা পেয় ইহার কিছু হস্তে লইয়া পরিবেশন করিলে তাহার দত্ত দ্রব্য ভোজন করিবে না।

"যো ভুঙ্‌ক্তে বেষ্টিতশিরা যশ্চ ভুঙ্‌ক্তে বিদিঙ্মুখঃ।
সোপানাৎকশ্চ যো ভুঙ্‌ক্তে সর্ব্বং বিদ্যাত্তদাসুরং॥"

বেষ্টিতশিরা হইয়া অর্থাৎ মস্তকে বস্ত্র বান্ধিয়া কিম্বা বিদিঙ্মুখ হইয়া অথবা উপানহ (জুতা) পায়ে দিয়া ভোজন করিলে তাহাকে আসুর ভোজন কহে। সুতরাং ঐরূপে ভোজন করিবে না। *

"অনারোগ্যমনায়ুষ্যমস্বর্গ্যঞ্চাতিভোজনং।
অপুণ্যং লোকবিদ্বিষ্টং তস্মাত্তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ॥"

অতিভোজন করিলে রোগ জন্মে, আয়ুর হ্রাস হয়, স্বর্গ-

শাক ভক্ষণ করিতে নাই। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাংস ভক্ষণ একেবারে নিষিদ্ধ।

* মাথায় কাপড় বান্ধিয়া কিম্বা কোণাকুণি বসিয়া অথবা জুতা পায়ে দিয়া ভোজন করিলে রজোগুণের বৃদ্ধি হয় ও সাত্ত্বিকগুণের লোপ পায়, এই জন্যই উহা নিষিদ্ধ।

লাভের ব্যাঘাত জন্মে, এবং উহা অপবিত্র, সর্ব্বজনবিদ্বেষকর; সুতরাং অতিভোজন পরিত্যজ্য। *

"ভুক্তাচামেদ্ যথোক্তেন বিধানেন সমাহিতঃ।
শোধয়েন্মুখহস্তৌ চ মৃদদ্ভির্ঘর্ষণৈরপি॥"

আহার শেষ হইলে যথাবিধানে আচমন করিতে হয়। মুখে ও হস্তে মৃত্তিকা এবং জল দিয়া ঘর্ষণ করত শোধন করিবে। †

"আচান্তোঽপ্যশুচিস্তাবৎ যাবৎ পাত্রমনুদ্ধৃতং।
উদ্ধৃত্যাপ্যশুচিস্তাবৎ যাবন্নোচ্ছিষ্টমার্জ্জনং॥"

আচমন করিলেও যাবৎ উচ্ছিষ্টপাত্র উত্তোলন করিয়া মার্জ্জন করা না যায় এবং উচ্ছিষ্ট স্থান লেপিত না হয়, তাবৎ ভোজনকর্ত্তার শুচিতা জন্মে না। এই জন্য আহার সমাপ্তিমাত্র উচ্ছিষ্টপাত্র মার্জ্জন ও তৎস্থান লেপন করিবে। আমাদিগের দেশের অনেকে রাত্রিযোগে আহারের উচ্ছিষ্টপাত্র তৎপরদিন মার্জ্জন করিয়া থাকেন; কিন্তু তাহা হিন্দু-আচারের সম্পূর্ণবিরুদ্ধ।

"পর্ণমূলে ভবেদ্ব্যাধির্পর্ণাগ্রে পাপসম্ভবঃ।
জীর্ণং পর্ণং হরেদায়ুঃ শিরা বুদ্ধিপ্রণাশিনী॥"

আচমনের পর তাম্বূল সেবন করিবে। কিন্তু পানের মূলে ব্যাধি জন্মে, উহার অগ্রে অর্থাৎ ডগা সেবন করিলে পাপ হয়,

---

* অধিক আহার করা ঘোর তমোগুণের আশ্রয়ীভূত এবং উহা অতীব ঘৃণিত ও অপবিত্র আচরণ; এই জন্য শাস্ত্রে উহার নিষেধ উল্লেখ হইয়াছে।

† সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মুখের ও হাতের আর পরম্পরাসম্বন্ধে মনের বিশুদ্ধতা রক্ষার্থই এই বিধান বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

জীর্ণ অর্থাৎ পচা পান ভক্ষণ করিলে পরমায়ু হ্রাস পায় আর পানের শিরা বুদ্ধি বিনাশ করে। এই জন্যই পানের মূল, অগ্র-ভাগ ও শিরা ফেলিয়া দিয়া পান প্রস্তুত করিবার প্রথা আমা-দিগের দেশে প্রচলিত আছে। *

"অনায়াসপ্রদায়ীনি কুর্য্যাৎ কর্ম্মাণ্যতন্দ্রিতঃ।"

তাম্বূল ভক্ষণের পর অতন্দ্রিত হইয়া অনায়াসপ্রদায়ী কর্ম্ম করিবে অর্থাৎ যে সমস্ত কার্য্য বিনা ক্লেশে সম্পাদিত করা যায়, তাহাতেই মনোনিবেশ করিবে।

(বিরুদ্ধ ভোজ্য।)

আহার সম্বন্ধে খাদ্যাখাদ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। কোন্‌টী উপযুক্ত ভোজ্য, কোন্‌টী বিরুদ্ধ ভোজ্য, কোন্ দ্রব্যের কি গুণ, এ সমস্ত পরিজ্ঞাত না হইয়া ভোজন-ব্যাপার সম্পাদন করিলে পদে পদে রোগ, শোক প্রভৃতি নানা-বিধ বিঘ্নজালে আবদ্ধ হইতে হয়। এই জন্য সংক্ষেপে ঐ সম্বন্ধের স্থূল স্থূল বিষয় লিখিত হইতেছে।

নারিকেল, তেঁতুল, জাম, কুল, কাঁঠাল, কয়েতবেল, আক-রোট, চালিতা, আমলকী, দাড়িম্ব, কামরাঙ্গা, আমড়া, মাদার ফল, মোচা, গোঁড়ালেবু, করমচা এবং অন্যান্য যাবতীয় দ্রব বা অদ্রব অম্লদ্রব্য দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করতঃ সেবন করিলে উহাকে বিরুদ্ধ ভোজ্য বলা যায়; সুতরাং তদ্রূপ আহার ত্যাগ করিবে। কাংস্যপাত্রে দশদিন ঘৃত রাখিলেই উহা বিরুদ্ধভোজ্য

---

* অনেকে পানের সমস্ত শিরা বাদ দিয়া ভক্ষণ করেন। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণেরাও সেইরূপ বিধি পালন করিয়া থাকেন।

হয়। শীতল অন্ন পুনরুষ্ণাকৃত হইলেই বিরুদ্ধ। মাষকলায়, সজিনাশাক, মূলা, মৎস্য, গ্রাম্য পশুর মাংস, অধিক জলযুক্ত দেশোৎপন্ন মাংস, গুড় এই সমস্ত দ্রব্য পরস্পর একটীর সহিত অপরটী মিশ্রিত করিলে অথবা যে কোনটীর সহিত দুগ্ধ মিশাইলেই বিরুদ্ধ হয়। কদলীর সহিত দধি ঘোল, দুগ্ধ বা তালফল মিশাইলেই বিরুদ্ধ ভোজ্য হইয়া থাকে। মূলা, ঘৃত, মধু বা মাংসের সহিত পাক করিলেই বিরুদ্ধ হয়। মধু উষ্ণ হইলেই বিরুদ্ধ। দুগ্ধের সহিত পরিপক্ক মাদারফল মিশ্রিত করিলেই বিরুদ্ধ আহার হয়। মৎস্যের সহিত মধু বা ইক্ষুরস মিশ্রিত হইলেই বিরুদ্ধ হইয়া থাকে।

(দুগ্ধাদির গুণ।)

গোদুগ্ধ।—রসায়ন, আয়ুর্ব্বৃদ্ধিকর, জীবন, বাতপিত্তহারক, বল্য, বায়ুনাশক ও পুষ্টিবর্দ্ধক।

অজাদুগ্ধ।—ক্ষয়কাসহারক, গ্রাহী, বাতপিত্তনাশক, শীতল ও মধুর।

মহিষীদুগ্ধ।—অগ্নিমান্দ্যকর, অতিশীতল, নিদ্রাজনক, গুরু ও মধুর। উহা শৃত ও শীতল হইলে পিত্তহারক এবং শৃতোষ্ণ হইলে কফবাত-নাশক হইয়া থাকে।

বিগত-বৎসার দুগ্ধ, বালবৎসার দুগ্ধ, ছেঁড়া দুগ্ধ এবং লবণযুক্ত দুগ্ধ সেবন নিষিদ্ধ।

(দধ্যাদির গুণ।)

গব্যদধি।—বলকর, স্নিগ্ধ, বাতনাশক এবং পাকে দীপক।

মহিষীদধি।—রক্তপিত্তপ্রসাদক, অতিশয় স্নিগ্ধ এবং পাকে

কফবৰ্দ্ধক, গুরু, বৃষ্য ও মধুর। ইহা অধিক অম্ল হইলে কফদোষ, পিত্তদোষ ও রক্তদোষ উৎপাদন করে।

গব্যঘৃত।—বলকর ও চক্ষুর তেজোবৰ্দ্ধক এবং পাকে বাত-পিত্তঘ্ন, শীতল ও মধুর।

মাহিষ ঘৃত।—কফকর, গুরু, রক্তপিত্তহর, স্বাদু, শীতল, বাতপিত্তনাশক ও মধুর।

তক্র।—এক চতুর্থাংশ জলমিশ্রিত করিলে দীপন, লঘু, অম্ল ও কষায়। ত্রিকটু ও ক্ষারের সহিত সেবন করিলে কফ বিনাশ পায়, সৈন্ধবের সহিত সেবন করিলে বাত ধ্বংস হয় এবং চিনির সহিত সেবন করিলে পিত্ত বিনাশ পায়।

ঘোল।—নির্জ্জল হইলে কফবৃদ্ধিকর এবং বাতপিত্তনাশক।

(ফলাদির গুণ।)

"সিন্ধূত্থ-শর্করা-শুণ্ঠী-কণা-মধু-গুড়ৈঃ ক্রমাৎ।
বর্ষাদিষ্বভয়া সেব্যা রসায়নগুণৈষিণা॥"

হরীতকী।—ঋতুবিশেষে সৈন্ধব, শর্করা, শুণ্ঠী, পিপ্পলী, মধু ও গুড় ইত্যাদির সহিত বর্ষাকাল হইতে পর পর ঋতুতে ব্যবহার করিলে সর্ব্ব দোষ বিনষ্ট হয়। অর্থাৎ বর্ষা ঋতুতে সৈন্ধবের সহিত, শরতে চিনির সহিত, হেমন্তে শুণ্ঠীর সহিত, শীতে পিপ্পলীর সহিত, বসন্তে মধুর সহিত এবং গ্রীষ্মকালে গুড়ের সহিত সেবন করিবে।

আমলকী।—"হরীতকী সমং ধাত্রীফলং কিন্তু বিশেষতঃ।
রক্তপিত্তপ্রমেহঘ্নং পরং বৃষ্যং রসায়নং।
হন্তি বাতং তদম্লত্বাৎ পিত্তং মাধুর্য্যশৈত্যতঃ।
কফং রুক্ষকষায়ত্বাৎ ফলং ধাত্র্যাস্ত্রিদোষজিৎ॥

হরীতকীতে যে গুণ আছে, আমলকীতেও সেই গুণ বর্ত্তমান। বিশেষ এই যে, আমলকী রক্তপিত্ত ও প্রমেহদোষের উপশম করে এবং উহা বীর্য্যকরী, আয়ুর্ব্বৃদ্ধিকরী, অম্লত্ব নিবন্ধন বাতাপহরী; মাধুর্য্য এবং শৈত্য নিবন্ধন পিত্তনাশিনী আর কষায়ত্ব ও রুক্ষত্ব বশতঃ কফনাশিনী। সুতরাং স্পষ্টই প্রতীত হইল যে, আমলকী ত্রিদোষ বিনাশ করিতে পটীয়সী।

দাড়িম্ব।—বৃষ্য, হৃদ্য, কফপিত্তবিরোধী, উষ্ণ, মধুর, বাতনাশক, কষায়, দীপন, অম্ল ও গ্রাহী।

পিয়ারা।—সারক, অম্ল ও মধুর।

কাঁঠাল।—শীতল, শুক্র ও কফ-বর্দ্ধক, মধুর, গুরুপাক, স্নিগ্ধ ও কষায়।

ইক্ষু।—শ্লেষ্মবৃদ্ধিকর, বলজনক, রক্তপিত্তহারক ও বৃষ্য। পাকে মূত্রল, স্নিগ্ধ, মধুর ও গুরু।

তেঁতুল।—পাকা হইলে বাতহর, অগ্নিবৃদ্ধিকর, ঈষৎ উষ্ণ, কফনাশক, রুক্ষ। কাঁচা হইলে কফপিত্তনাশক ও বাতঘ্ন।

কদলী।—গুরু, রুচ্য, মধুর, রক্তপিত্তনাশক, অম্ল, হৃদ্য, শীতল, কষায় ও বৃষ্য।

আম্র।—পাকা হইলে অগ্নিবৃদ্ধিকর, বলকর, মাংসশুক্রবর্দ্ধক, বাতহর, গুরু, রুচ্য ও হৃদ্য। অত্যন্ত কচি হইলে রক্তপিত্তজনক। মধ্যবিধ হইলে পিত্তবর্দ্ধক। আমশী হইলে শ্লেষ্মবাতহর, কষায়, ভেদক ও উষ্ণ।

নারিকেল।—কোমল অর্থাৎ নেয়াপাতি হইলে পিত্ত এবং পিত্তজ্বরনাশক আর দাহ-তৃষ্ণাহারক। ঝুনানারিকেল হইলে বলকর, শীতল, পিত্তনাশক ও স্বাদু।

কেশুর।—শীতল, বাতপিত্তনাশক ও শুক্রবর্দ্ধক।

পাতি ও কাগজিলেবু।—শ্বাসনিবারক, পিত্তকর, অম্ল, কফ-বায়ু-তৃষ্ণা-শূলছর্দ্দিনাশক, মধুর, অগ্নিকর, গুরু ও সুগন্ধি।

পানিফল।—পিত্তজনক, ধারক, গুরু ও শীতল।

আমড়া।—মলবদ্ধকর, শুক্রবৃদ্ধিকর, শ্লেষ্মল, মধুর, স্নিগ্ধ, শীতল ও গুরু।

নারাঙ্গালেবু।—পিপাসানাশক, কোষ্ঠশোধক, অরুচিনাশক, অগ্নিবৃদ্ধিকর ও হৃদ্য।

বিল্ব।—পাকা হইলে গ্রাহী, দুষ্পচ, সুগন্ধি ও মধুর। কচি হইলে কফবিনাশক, মলসংগ্রাহী, কষায়, কটু, পাচক, বাতনাশক, অগ্নিবৃদ্ধিকর, উষ্ণ ও তিক্ত।

(শাকাদির গুণ।)

"শাকেষু সর্ব্বে নিবসন্তি রোগা
রোগো হি দেহস্য বিনাশহেতুঃ।
তস্মাদ্বুধৈঃ শাকবিবর্জ্জনঞ্চ
কার্য্যং তথাম্লেষু ত এব দোষাঃ॥"

শাকে সমস্ত রোগই বিদ্যমান আছে, এবং রোগ হইতেই দেহ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এই কারণেই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা শাক ত্যাগ করিবেন আর অম্লেও ঐ সমস্ত দোষ বিদ্যমান, সুতরাং অম্ল বর্জ্জন করাও সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

"স্নিগ্ধং নিষ্পীড়িতরসং স্নেহাক্তঞ্চ প্রশস্যতে।
সর্ব্বশাকমচক্ষুষ্যমজাজ্যেয়মমৈথুনং।
ঋতে পটোলবাস্তূককাকমাচীপুনর্নবাঃ॥"

যদি শাকের জল গালিয়া স্নেহের সহিত উত্তমরূপে পক্ব

করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে শাকের দোষ নষ্ট হইয়া থাকে। পল্‌তা, বেতুয়া, কাকমাচী ও পুনর্নবা এই কয়টী শাক ব্যতীত সমস্ত শাকেই চক্ষুর তেজোনাশক এবং শুক্রতেজহর।

ব্রাহ্মীশাক।—স্বরশক্তিবর্দ্ধক, জরাদোষনাশক, আয়ুর্ব্বর্দ্ধক, স্মৃতিশক্তিবর্দ্ধক, মেধাকর ও কফপিত্তনাশক।

শুষ্‌নিশাক।—গাত্রদাহনাশক, ত্রিদোষহারক ও ধারক।

নিম্ব।—হৃল্লাসনিবারক এবং ইহা ব্রণ, কুষ্ঠ, কফ, পিত্ত ছর্দ্দি প্রভৃতি নাশ করে।

পালঙ্কশাক।—রুক্ষ, কফনাশক, বায়ুবর্দ্ধক ও পিত্তহর।

পল্‌তা।—পিত্তনাশক। পটোলফল ত্রিদোষ নষ্ট করে। ইহার ডাঁটা দ্বারা কফদোষ ধ্বংস হয়। ইহার মূল বিরেচক।

নটিয়াশাক।—গুরু, শীতল, মধুর, পিত্তহর ও অজীর্ণকর।

বাস্তুক অর্থাৎ বেতুয়া শাক।—পাকে অগ্নি ও বলবৃদ্ধিকর, এবং লঘু। যবক্ষার যোগে সেবন করিলে শুক্রবৃদ্ধি হয় এবং ক্রমি নাশ পায়।

মূলাশাক। ত্রিদোষকর, গুরু ও কোষ্ঠবদ্ধকর। সিদ্ধ হইলে পিত্তজনক এবং কফবায়ুনাশক।

(ধান্যাদির গুণ।)

হৈমন্তিক ধান্য।—সাধারণতঃ স্বল্পশুক্রবৃদ্ধিকর, কিঞ্চিৎ বায়ু ও কফবৃদ্ধিকর, মধুর রস ও স্থায়ী।

হৈমন্তিক নূতন ধান্য।—গুরু, স্নিগ্ধ, শ্লেষকর, স্বাদু ও শুক্র-বৃদ্ধিকর।

হৈমন্তিক পুরাতন ধান্য।—অগ্ন্যুদ্দীপক ও রুক্ষ

শারদীয় ধান্য ও গ্রীষ্মকালীন ধান্য ।—গুরু, পিত্তজনক ও রুক্ষ ।

শ্যামাধান্য ।—কফপিত্তহারী, শোষক, বাতবৃদ্ধিকর ও রুক্ষ ।

বোরোধান্য ।—গুরুপাক,মধুর ও অম্লরস এবং পিত্তবৃদ্ধিকর ।

খই ।—অগ্নিবৃদ্ধিকর, লঘুপাক । ইহা দ্বারা বমনরোগে তৃষ্ণা, কফ, পিত্ত, কাস, মেহ, অতিসার প্রভৃতি নষ্ট হয় ।

গোধূম ।—মলশোধক, বাতপিত্তহর, শ্লেষ্মাবৃদ্ধিকর, মধুর, শুক্রজনক, বল্য, গুরু ও স্থির ।

যব ।—পাকে পিত্তকফনাশক এবং কটু । অপক্কে স্নিগ্ধ, মধুর ও কষায় ।

তিল ।—"স্নিগ্ধো বল্যোঽল্পমূত্রোষ্ণো ব্রণলেপহিতশ্চ সঃ ।
সমাধুর্য্যাত্তথোষ্ণাচ্চ স্নেহাচ্চানিলনাশনঃ ।
কষায়ভাবান্মাধুর্য্যাত্তিক্তত্বাচ্চত্বাপি পিত্তহা ।
ঔষ্ণ্যাৎ কষায়ভাবাচ্চ তিক্তত্বাচ্চ কফে হিতঃ ॥"

তিল স্নিগ্ধ, বল্য, মূত্রলাঘবকর, উষ্ণ, ব্রণলেপে হিতকর, মধুর, উষ্ণ ও স্নেহগুণবশতঃ বায়ুহারক, কষায়ত্ব ও তিক্তত্ব বশতঃ পিত্তঘ্ন এবং উষ্ণত্ব কষায়ত্ব ও তিক্তত্ব হেতু শ্লেষ্মদোষনাশক ।

মসূর ।—পীতবর্ণ হইলে কৃমিজনক । রক্তবর্ণ হইলে বলকর ও সংগ্রাহী ।

সর্ষপ ।—উষ্ণ, কটু ও বাতঘ্ন ।

মাষকলায় ।—মাংসবর্দ্ধক, কফবৃদ্ধিকর, বায়ুবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ এবং মেহকর ।

ছোলা ।—পুরুষত্বনাশক, মধুর, শীতল, বাতবর্দ্ধক, রক্তপিত্ত ও কফনাশক ।

মুগ।—ঈষৎ বায়ুবর্দ্ধক, চক্ষুর তেজোবৃদ্ধিকর, মধুর, কষায়, শীতল এবং পিত্তশ্লেষ্মনাশক।

অড়হর।—কফপিত্তহারক।

ডাইল।—সাধারণতঃ সমস্ত ডাইলই পাকে পিত্তহর, বলকর ও মধুর।

সৈন্ধব।—রেচক, ধাতুপোষক, দীপক, ত্রিদোষহারক, স্নিগ্ধ ও চক্ষুর তেজঃসম্পাদক।

মরিচ।—শুষ্ক হইলে শুক্রক্ষয়কর, রুক্ষ, লঘু ও আগ্নেয়।

তৈল।—পিত্তকর, বল্য, উষ্ণ, দীপক, কষায়, অম্ল ও রুক্ষ।

হিঙ্গু।—লঘু, শূলহারক, উষ্ণ, পাচক, কফবায়ুনাশক, তীক্ষ্ণ, অজীর্ণহারক।

আর্দ্রক।—ধাতুপোষক, অগ্নিবৃদ্ধিকর এবং মলবদ্ধ-আম-বাত-কফনাশক।

ধনিয়া।—শুষ্ক হইলে ইহা দ্বারা দাহ পিপাসা বায়ু কফ বমন প্রভৃতি নাশ পায়।

হরিদ্রা।—ইহা দ্বারা রক্ত পরিষ্কার হয় এবং বাত, ব্রণ, শোথ, কফ ও গাত্রকণ্ডু ধ্বংস হয়।

লবঙ্গ।—লঘু, উষ্ণ, দীপক এবং শূল ও আধ্মাননাশক।

কুমদ উৎপল ও পদ্ম।—ইহাদিগের নাল দ্বারা পিত্ত ও বায়ু বিনষ্ট হয়। ইহা পাকে মধুর।

ছোট এলাইচ।—অর্শ, কাস, শ্বাস, কফ ও মূত্রকৃচ্ছ্রে হিতকর।

বড় এলাইচ।—ইহা দ্বারা বায়ু, শুক্ররোগ, পিপাসা, কাস ও তৃষ্ণা বিনষ্ট হয়।

(তরকারি প্রভৃতির গুণ।)

বার্ত্তাকু।—"বার্ত্তাকুরেষা গুণসপ্তযুক্তা

বহ্নিপ্রদা মারুতনাশিনী চ।

শুক্রপ্রদা শোণিতবর্দ্ধিনী চ

হৃল্লাসকাসারুচিনাশিনী চ॥

সা বালা কফপিত্তঘ্না পক্কা রুক্ষা চ পিত্তলা।

সদাফলা ত্রিদোষঘ্না রক্তপিত্তপ্রণাশিনী॥"

বলিতে গেলে যাবতীয় তরকারির মধ্যে বার্ত্তাকুই শ্রেষ্ঠ। ইহার গুণ সপ্ত প্রকার যথা—(১) অগ্নিবর্দ্ধক, (২) বায়ুদোষনাশক,(৩) শুক্রপ্রদ, (৪) রক্তবর্দ্ধক,(৫) হৃল্লাসনাশক, (৬) অরুচিহারক এবং (৭) কাসনাশক। বেগুণ কচি হইলে কাসপিত্ত ধ্বংস করে এবং পক্ক হইলে পিত্তকর ও রুক্ষ হয়।

শিম্বী।—শুক্লবর্ণের শিমই উত্তম। অন্যান্য বর্ণের হইলে রুক্ষ।

মানকচু।—কটু, স্বাদু, শোথনাশক, শীতল ও গুরু।

কুষ্মাণ্ড।—দেশী কুমড়া পাকা হইলে সর্ব্বদোষনাশক, পথ্য, হৃদ্য, উষ্ণ, বস্তিশোধক, লঘু ও দীপন। মধ্যবিধ হইলে শ্লেষ্মনাশক। কচি হইলে পিত্তনাশক। উহার ডাঁটা কাস ও বাত নষ্ট করে এবং গুরু।

ঝিঙা।—বাতবৃদ্ধিকর, গুরু, কফপিত্তনাশক ও মলবৃদ্ধিকর।

কচু।—পিত্তবর্দ্ধক, আমবাতজনক ও গুরু।

অলাবু।—বাতশ্লেষ্মকর, পিত্তকর, কফনাশক, শীতল, মধুর ও গুরু।

ওল।—লঘু, অর্শরোগে হিতকর, দীপন, কোষ্ঠপরিষ্কারক, শ্লেষ্মঘ্ন।

কদলীমূল।—থোড় বা এঁটে অত্যন্ত বলকর, কফপিত্ত-নাশক এবং গুরু।

করোলা ও উচ্চে।—পিত্ত ও কাস নাশ করে।

মোচা।—দীপক, কৃমিনাশক, শ্লেষ্মহারক এবং কুষ্ঠ ও প্লীহাজ্বরনাশক।

মৎস্যাদির গুণ।

মৎস্য।—সাধারণতঃ কফপিত্তবৃদ্ধিকর, গুরুপাক, মধুর, স্নিগ্ধ ও শুক্রবৃদ্ধিকর।

ক্ষুদ্র মৎস্য।—গ্রহণী রোগে হিতকর, গ্রাহী ও লঘু।

মাংস।—সাধারণতঃ মাংসবৃদ্ধিকর, গুরু, বল্য, বাতনাশক ও বৃষ্য।

ইতি মধ্যাহ্নকৃত্য।

অপরাহ্ন-সায়াহ্ন-রাত্রিকৃত্যানি।

(ষষ্ঠ-সপ্তমাদি-যামার্দ্ধকৃত্যম্)

মধ্যাহ্নে আহারান্তে প্রশান্তভাব অবলম্বন পূর্ব্বক আসনে সমাসীন হইয়া ষষ্ঠ সপ্তমাদি যামার্দ্ধকৃত্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়। যে সকল ক্রিয়া দ্বারা ধর্ম্ম ও জ্ঞানের পরিবৃদ্ধি হয় এবং যে সমস্ত ক্রিয়া চিত্তের প্রসাদজনক, এই যামার্দ্ধগুলিতে তত্তৎ-ক্রিয়ারই অনুষ্ঠান করিবে। আজি কালি আমাদের দেশে অনেক ব্যক্তি মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ করিয়া শয়ন করিয়া থাকেন কিন্তু তাহা শাস্ত্রে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, যথা—

"দিবা স্বপ্নং ন কুর্ব্বীত স্ত্রিয়শ্চৈব পরিত্যজেৎ।
আয়ুক্ষীণা দিবানিদ্রা দিবাস্ত্রী পুণ্যনাশিনী॥"

অর্থাৎ দিবাভাগে নিদ্রা যাইবে না এবং স্ত্রীসংসর্গও পরি-

ত্যাগ করিবে; কেন না, দিবানিদ্রা আয়ুক্ষয়করী এবং দিবাতে নারীসহবাস পুণ্যরাশির ক্ষয় করে। *

"ইতিহাসপুরাণানি সর্ব্বশাস্ত্রাণি চাভ্যসেৎ।
বৃথাবিবাদবাক্যানি পরীবাদঞ্চ বর্জ্জয়েৎ॥"

আহারের পর ইতিহাস, পুরাণ ও অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতির আলোচনা করিবে। বৃথা বিবাদ অথবা পরনিন্দা এ সমস্তের আলোচনা করা সর্ব্বথা অকর্ত্তব্য।

"অহঃশেষং সমাসীত শিষ্টৈরিষ্টৈশ্চ বন্ধুভিঃ।"

এই প্রকারে থাকিয়া তৎপরে দিবার শেষভাগে কিঞ্চিৎ ভ্রমণ করিবে এবং শিষ্টজন ও আত্মীয় বন্ধুগণের সহিত সদালাপ

---

* অস্মদ্দেশে অনেকে দিবানিদ্রা শাস্ত্র নিষিদ্ধ বলিয়া তাহা পরিত্যাগ করেন সত্য, কিন্তু সেই সময়টী তাস-ক্রীড়াদি ব্যসনে বৃথা নষ্ট করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণের পক্ষে সেটীও সর্ব্বথা নিষিদ্ধ, যথা—

"দ্যূতমেতৎ পুরাকল্পে দৃষ্টং বৈরকরং মহৎ।
তস্মাদ্দ্যূতং ন সেবেত হাস্যার্থমপি বুদ্ধিমান্॥"

অর্থাৎ পুরাকালে এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে যে, দ্যূত দ্বারা বহুবিধ শত্রুতার উৎপত্তি হয়; সুতরাং হাস্যার্থও অর্থাৎ আমোদ করিয়াও দ্যূতক্রীড়া করা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নহে। আর্য্যশাস্ত্র সর্ব্বত্রই সত্ত্বগুণের পক্ষপাতী। দ্যূতক্রীড়াদি দ্বারা কেবলমাত্র তমোগুণের পোষণ হয় সন্দেহ নাই। এই জন্যই ভোজনের পর নিদ্রাদি বা দ্যূতক্রীড়াদি ত্যাগ করত করণীয় বিষয়ের ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

করিবে। এই প্রকারে ষষ্ঠযামার্দ্ধ, সপ্তমযামার্দ্ধ ও অষ্টম যামার্দ্ধের কিয়দংশ অতীত হইলে সূর্য্যাস্তের এক দণ্ড বিলম্ব থাকিতে সায়ংসন্ধ্যায় প্রবৃত্ত হইতে হয় ও সায়ংসন্ধ্যা পশ্চিমাভিমুখ বা বায়ুকোণাভিমুখ হইয়া করিবে এবং সম্মুখ আকাশে তারকাদর্শন যাবৎ গায়ত্রী জপ করিবে। *

(রাত্রৌ প্রথমযামার্দ্ধকৃত্যম্।)

রাত্রির প্রথম যামার্দ্ধে অর্থাৎ ছয়টা হইতে নয়টা পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে দিবাকৃত সকল কর্ম্মের আলোচনা করিবে, অর্থাৎ দিবাভাগে কি কি কার্য্য করা হইয়াছে, তাহাই মনে মনে চিন্তা করিবে এবং প্রমাদবশে যে সকল কার্য্য দিবাভাগে অনুষ্ঠিত হয় নাই, সেই সকল বৈধকর্ম্মগুলির সম্পাদন করিবে ; † যথা—

---

* সন্ধ্যোপাসনা যে নিত্যক্রিয়া এবং অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে এবং ইহা দ্বারা যে পরম ফলের উৎপত্তি হয়, তাহাতেও সন্দেহ নাই, যথা—

"সন্ধ্যামুপাসতে যে তু সততং সংযতব্রতাঃ।
বিধূতপাপাস্তে যান্তি ব্রহ্মলোকমনাময়ং॥"

অর্থাৎ সংযতব্রত হইয়া সন্ধ্যোপাসনা করিলে বিগতপাপ হইয়া অনায়াসে ব্রহ্মলোকে গমন করে।

† ফল কথা, নিত্যাচারের যাবতীয় অনুষ্ঠানগুলি যাহাতে যথাকালে অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে যত্নবান্ থাকা অবশ্য কর্ত্তব্য। অনুষ্ঠানের দ্বারা শিক্ষণীয় বিষয়ের সংস্কার দৃঢ়ীভূত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ এই সকল বৈধকর্ম্মের অনুষ্ঠানের পরিণামফল যে কতদূর সুখাবহ ও অনির্ব্বচনীয়, তাহা বলা বাহুল্য

"দিবোদিতানি কর্ম্মাণি প্রমাদাদকৃতানি চ।
শর্ব্বর্য্যাঃ প্রথমে যামে তানি কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ॥"

অর্থাৎ প্রমাদতঃ দিবাবিহিত যে কার্য্য অকৃত রহিয়াছে, শর্ব্বরীর প্রথম যামে অতন্দ্রিত হইয়া সেই গুলি সম্পাদন করিবে।

এই প্রকারে রাত্রির প্রথম যামার্দ্ধে উপরোক্ত কার্য্যগুলি সম্পাদন পূর্ব্বক রাত্রিভোজনের পূর্ব্বকৃত্যস্বরূপ বৈশ্বদেব, বলি ও ও অতিথিসৎকার করিয়া স্বয়ং আহার করিবে। শাস্ত্রে কথিত আছে যে, দিবার অতিথি অপেক্ষা রাত্রির অতিথিকে অধিকতর সম্মাননা করিলে অধিকতর পুণ্যলাভ হইয়া থাকে।

মাত্র। বহুকাল যাবৎ অনুষ্ঠানের অনুসরণ দ্বারা অভ্যাস দৃঢ়ীভূত হইলে উচ্চ অধিকারীকে বাহ্য অনুষ্ঠান বিসর্জ্জনপূর্ব্বক শুদ্ধমানসকার্য্যে প্রবৃত্তি দিবার জন্য শাস্ত্রে মানসক্রিয়ার ভূরি ভূরি প্রশংসা দৃষ্ট হইয়া থাকে। মানসস্নান, মানসার্চ্চনা ও মানস জপ এই তিনটীই বাহ্যস্নান, বাহ্যপূজা ও বাহ্যজপ হইতে শ্রেষ্ঠ। ইহার কয়েকটী শাস্ত্রোক্ত উদাহরণ এই স্থলে প্রদত্ত হইল, ইহা দ্বারাই শাস্ত্রের গভীরতম তাৎপর্য্য উপলব্ধি হইবে। যথা—

"বায়ব্যাৎ মানসঞ্চেহ সর্ব্বস্নানাৎ পরং বরং।
মর্ত্ত্যশ্চেৎ মানসস্নাতঃ সর্ব্বত্র বিজয়ী ভবেৎ॥"

অর্থাৎ স্নান সম্বন্ধে বায়ব্য স্নানই সমস্ত স্নানাপেক্ষা প্রধান বলিয়া কথিত; কিন্তু সেই বায়ব্য স্নান হইতেও আবার মানস স্নান শ্রেষ্ঠ। মানব মানসস্নাত হইলেই সর্ব্বত্র বিজয়ী হইয়া থাকে। পূজা সম্বন্ধেও শাস্ত্রে কথিত আছে, যথা।—

(রাত্রিভোজন।)

আর্য্যশাস্ত্রে এইরূপ নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে যে, রাত্রিকালে আহারবিষয়ে অতিতৃপ্তি পরিত্যাগ করিবে, অর্থাৎ রাত্রিযোগে উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিতে নাই। অনেকের এইরূপ

"বাহ্যপূজা প্রকর্ত্তব্যা গুরুবাক্যানুসারতঃ।
অন্তর্যাগাত্মিকা পূজা সর্ব্বপূজোত্তমোত্তমা॥
বহিঃপূজা বিধাতব্যা যাবজ্ জ্ঞানং ন জায়তে।
জাতে জ্ঞানে চ দেবেশি দেবতামূর্ত্তিভাবনা॥"

অর্থাৎ গুরুর আদেশে বাহ্যপূজা করিবে। যাবতীয় পূজা অপেক্ষাই অন্তর্যাগ অর্থাৎ মানসিকী পূজা প্রধান। যতদিন জ্ঞানোদয় না হয়, ততদিনই বাহ্যপূজার অনুষ্ঠান করিবে। জ্ঞানোদয় হইলে কেবলমাত্র দেবমূর্ত্তি চিন্তা করিতে হয়। যজ্ঞ-সম্বন্ধেও শাস্ত্রের উক্তি যথা—

"যাবন্তঃ কর্ম্মযজ্ঞাঃ স্যুঃ প্রদিষ্টানি তপাংসি চ।
সর্ব্বে তে জপযজ্ঞস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং।
মাহাত্ম্যং বাচিকস্যৈতৎ জপযজ্ঞস্য কীর্ত্তিতং।
তস্মাচ্ছতগুণোপাংশুঃ সহস্রো মানসঃ স্মৃতঃ॥"

অর্থাৎ যতরূপ কর্ম্মযজ্ঞ ও তপোবিধি আছে, তৎসমস্ত জপযজ্ঞের কলামাত্রও নহে। বাচিক জপের মাহাত্ম্যও তদ্রূপ। উপাংশুজপে অর্থাৎ ওষ্ঠমাত্র নড়িবে, শব্দ শ্রুত হইবে না এরূপ জপে পূর্ব্বোক্ত অপেক্ষা শতগুণ ফল এবং মানসজপে তদপেক্ষাও সহস্রগুণ ফল হইয়া থাকে। শৌচসম্বন্ধেও কথিত আছে, যথা—

সংস্কার ও ধারণা আছে যে, রাত্রিযোগে আহারের্র পরিপাক উত্তম হয়, সুতরাং দিবা অপেক্ষা রাত্রিকালে অধিক আহার করাই উচিত; কিন্তু সেটী তাঁহাদের সম্পূর্ণ ভ্রম। শাস্ত্রের বিধি মানিয়া রাত্রির আহারটা অতিতৃপ্তিকর না করাই উচিত।

"গঙ্গাতোয়েন কৃৎস্নেন মৃদ্ভারৈশ্চ নাগোপমৈঃ।
আমৃত্যোঃ স্নাতকশ্চৈব ভাবদুষ্টো ন শুধ্যতি॥"

অর্থাৎ সমস্ত গঙ্গোদক, গিরিপ্রমাণ মৃত্তিকা এবং আমরণ-কাল পর্য্যন্ত স্নান, এই সমস্ত দ্বারাও ভাবদুষ্ট ব্যক্তি পবিত্র হইতে পারে না। সুতরাং বাহ্য অনুষ্ঠান অপেক্ষা যে মানসক্রিয়া শ্রেষ্ঠ, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। ফল কথা, নিত্যকৃত্যসম্বন্ধে যে সকল অনুষ্ঠান নির্দ্দিষ্ট আছে, তৎসমস্তই মানসকার্য্যের দ্বারা অনুকল্পিত হইতে পারে। এ বিষয়ে গৌতম ঋষিও বলিয়া গিয়াছেন, যথা—

"যদাঽসমর্থস্তদা মনসা সমগ্রমাচারমনুপালয়েৎ॥"

অর্থাৎ যাঁহারা কার্য্যতঃ সম্পাদনে অসমর্থ, তাঁহারা সমস্ত আচার মনে মনেই নির্ব্বাহিত করিতে পারেন। সুতরাং এটী একপ্রকার সংক্ষিপ্ত নিত্যকর্ম্মের মধ্যেই পরিগণিত বলিতে হইবে। কেননা, যাঁহারা চাকরী করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন অথবা যাঁহারা অন্যান্য বিশেষ কারণে যথাকালে যথা-নিয়মে ক্রিয়াগুলির অনুষ্ঠানে অক্ষম, তাঁহারা রাত্রির প্রথম যামার্দ্ধে করিতে পারেন, অথবা মনে মনে সমস্তগুলি স্মরণ করিলেও কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে পারে।

শাস্ত্রে আরও উক্ত আছে যে, রাত্রিযোগে আহারের পরক্ষণেই শয়ন করিবে না, কিঞ্চিৎ বিলম্বে শয়ন করিতে হয়। ভৃত্য-গণকে তাহাদিগের রাত্রিতে করণীয় সম্বন্ধে আজ্ঞা প্রদান করিয়া পরে যথানিয়মে শয়ন করিবে।

(শয়ন।)

"শুচৌ দেশে বিবিক্তেষু গোময়েনোপলিপ্তকে।
প্রাগুদক্প্লবনে চৈব সম্বিশেত্তু সদা বুধঃ।
মাঙ্গল্যং পূর্ণকুম্ভঞ্চ শিরঃস্থানে নিধাপয়েৎ।
বৈদিকৈর্গারুড়ৈর্ম্মন্ত্রৈরক্ষাং কৃত্বা স্বপেত্ততঃ॥"

অসংলগ্নভাবে অর্থাৎ প্রাচীরাদিতে শয্যা স্পর্শ না হয়, এরূপে গোময়লিপ্ত, পবিত্র, নির্জ্জন স্থানে শিয়রে জলপূর্ণ কলস স্থাপন করত বৈদিক মন্ত্র ও গারুড় মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শয়ন করাই ধীমান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য।

"নাবিশালাং ন বৈ ভগ্নাং নাসমাং মলিনাং ন চ।
ন চ জন্তুময়ীং শয্যামধিগচ্ছেদনাস্তৃতাং॥
ন শুক্রেনাপবিত্রে চ ন তৃণে ন চ ভূতলে।
তুলিকায়াং তথা বস্ত্রে শয্যাভাবে স্বপেদ্গৃহী।
স্বপেন্ন পট্টবস্ত্রে চ কলঙ্কি-কম্বলেষু চ॥"

ক্ষুদ্র, ভগ্ন, উচ্চাবচ, মলিন, জন্তুময় অর্থাৎ যে বিছানায় ছারপোকা ইত্যাদি থাকে, আস্তরণহীন ও অপবিত্র শয্যায় শয়ন করিবে না। তৃণের উপর, কেবলমাত্র মাটীতে, পট্টবস্ত্রে অথবা দাগযুক্ত কম্বলে শয়ন নিষিদ্ধ। শয্যার অভাব হইলে ভূতলে কার্পাস বস্ত্র আস্তৃত করত শয়ন করাই গৃহীর কর্ত্তব্য।

"ত্রিদোষশমনী খট্টা তুলী বাতকফাপহা।
ভূশয্যা বাতলাতীব রুক্ষা পিত্তাস্রনাশিনী।
সুশয্যা শয়নং হৃদ্যং পুষ্টিনিদ্রাধৃতিপ্রদং।
শ্রমানিলহরং বৃষ্যং বিপরীতমতোঽন্যথা॥"

খট্টা অর্থাৎ খাট বা তক্তপোষের উপর শয্যা প্রস্তুত করিয়া শয়ন করিলে ত্রিদোষ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তুলানির্ম্মিত শয্যা বাতহরী ও কফবিনাশিনী। ভূতলে শয়ন করিলে বাতবৃদ্ধি হয় এবং উহা রুক্ষ, কিন্তু পিত্তহর আর চক্ষুজলনাশক। উত্তম শয্যায় শয়ন করিলে তৃপ্তি, পুষ্টি, নিদ্রা ও ধৈর্য্য সঞ্চার হয়, শ্রম ও বায়ু নাশ পায় এবং বলবৃদ্ধি হইয়া থাকে। কুশয্যা ইহার বিপরীত জানিবে।

"ধান্যগোবিপ্রদেবানাং গুরূণাঞ্চ তথোপরি।
ন চাপি ভগ্নশয়নে নাশুচৌ নাশুচিঃ স্বয়ং।
আর্দ্রবাসা ন নগ্নশ্চ নোত্তরাপরমস্তকঃ॥"

ধান্য, গো, বিপ্র ও দেবতা ইহাঁদিগের উপরিতলে শয়ন করিবে না অর্থাৎ যে গৃহে ঐ সমস্তের কোন একটীও থাকে, তাহার উপরিতলে শয়ন নিষিদ্ধ। ভগ্ন বা অপবিত্র শয্যায় শয়ন করিবে না, স্বয়ং অশুচি থাকিলেও তদবস্থায় শয্যায় শয়ন করিতে নাই। উলঙ্গ হইয়া, আর্দ্র বস্ত্র পরিধান করিয়া অথবা উত্তরশিরা বা পশ্চিমশিরা হইয়া শয়ন করিবে না।

(দারোপগমন।)

রাত্রিকৃত্যমধ্যে দারোপগমনও একটী অনুষ্ঠেয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। তদ্বিষয়ে শাস্ত্রে যেরূপ নিয়ম নিরূপিত আছে, তাহারই স্থূল স্থূল মর্ম্মগুলি এই স্থানে উদ্ধৃত হইল, যথা—

"পরদাবরতিঃ পুংসামুভয়ত্রাপি ভীতিদা।
মৃতো নরকমভ্যেতি হীয়তেঽত্রাপি চায়ুষঃ।
ইতি মত্বা স্বদারেষু ঋতুমৎসু বুধো ব্রজেৎ॥"

অর্থাৎ পরদাররতি কি ইহ কি পর উভয় লোকেই ভীতি-প্রদা, উহা দ্বারা পরমায়ুঃ হ্রাস প্রাপ্ত হয় এবং মরণান্তে নরকগামী হইতে হইয়া থাকে; এই জন্যই এ বিষয় বিশেষ বিদিত হইয়া ঋতুকালে আপন স্ত্রীতে সঙ্গত হওয়াই বুধব্যক্তির কর্ত্তব্য।

"ষোড়শর্ত্তু নিশা স্ত্রীণাং তাসু যুগ্মাসু সংবিশেৎ॥"

প্রতিমাসে রজোদর্শন হইলে রজোদর্শন হইতে ষোড়শ রাত্রি পর্য্যন্তই নারীগণের ঋতুকাল অর্থাৎ গর্ভধারণের উপযুক্ত কাল। তন্মধ্যে যুগ্মরাত্রিতেই সহবাস কর্ত্তব্য।

"ষষ্ঠ্যষ্টমীমবাবাস্যামুভে পক্ষে চতুর্দ্দশী।
মৈথুনং নোপসেবেত দ্বাদশীঞ্চ মম প্রিয়াং॥"

ষষ্ঠী, অষ্টমী, অমাবাস্যা, পূর্ণিমা, কৃষ্ণ বা শুক্লপক্ষীয়া চতুর্দ্দশী, দ্বাদশী এই সকল তিথিতে মৈথুন সেবন নিষিদ্ধ। এতদ্ব্যতীত রবিসংক্রান্তিতেও স্ত্রীসঙ্গ করিতে নাই।

"চতুর্থী প্রভৃত্যুত্তরোত্তরা প্রজা নিশ্রেয়সার্থং।"

রজোদর্শনের চতুর্থ দিন হইতে যত পর দিনে গর্ভাধান হয়, সন্তান ততই মঙ্গলের কারণ হইয়া থাকে। *

---

* য়িহুদীদিগের শাস্ত্রেও এই নিয়ম আছে। উহারা নবম দিনের পর নারীসঙ্গ করিয়া থাকে। এই জন্যই উহাদিগের সন্তান-সন্ততি-সকল হৃষ্টপুষ্ট ও দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে।

"রজস্যুপরতে সাধ্বী স্নানেন স্ত্রী রজস্বলা।"

রজঃস্রাব নিবৃত্তি প্রাপ্ত হইলে সেই রজস্বলা নারী স্নানান্তে সাধ্বী হয় অর্থাৎ গর্ভধারণের উপযুক্তা হইয়া থাকে। তৎপরেই পতিসহবাস করা উপযুক্ত। রজোনিবৃত্তি না হইলে এবং স্নাতা না হইলে তাহার সহিত সংসর্গ করিবে না।

"ঋতুকালাভিগামী স্যাৎ যাবৎ পুত্রো ন জায়তে॥"

যাবৎ পুত্রোৎপত্তি না হয়, ততদিনই ঋতুসময়ে নারীসহবাসের কর্ত্তব্যতা জানিবে।* পরন্তু রমণীর মনস্তুষ্টি বিধানার্থ

---

* পুত্রকামনাতেই নারীসহবাস করিবে, ইহাই আমাদিগের শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। পরন্তু প্রধানতঃ একটী মাত্র পুত্রই প্রার্থনীয়। জ্যেষ্ঠ পুত্রই পুত্রমধ্যে গণ্য, অপরেরা তাহা নহে; যথা—

"যস্মিন্নৃণং সন্নয়তি যেন চানন্ত্যমশ্নুতে।
স এব ধর্ম্মজঃ পুত্রঃ কামজানিতরান্ বিদুঃ॥"

অর্থাৎ যাহার জন্ম হইলে জন্মদাতা পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হন এবং আনন্ত্য প্রাপ্তি অর্থাৎ বংশরক্ষা হয়, সেই জ্যেষ্ঠ পুত্রকেই ধর্ম্মজ পুত্র কহে, অন্য সকলকে কামজ পুত্র বলা যায়। শাস্ত্রকারগণের মত মূলতঃ এইরূপ বটে, কিন্তু পরে তাঁহারা দেখিলেন যে, মানুষ যতগুলি সন্তান লাভ করে, তাহাদিগের মধ্যে প্রায় অর্দ্ধাংশই শৈশবে কালগ্রাসে নিপতিত হয়। এই হেতুই মহাভারতের সময়ে একাধিক পুত্রোৎপাদনের ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যথা—

"একপুত্রো হ্যপুত্রো মে মতঃ কৌরবনন্দন॥"

অন্য সময়েও তৎসহবাস করিতে পারা যায় বটে, কিন্তু ইচ্ছা-পূর্ব্বক নারীগমন বিপ্রের পক্ষে অকর্ত্তব্য। যাহা হউক, শাস্ত্রোক্ত যথাযোগ্য ঋতুর লক্ষণ বুঝিয়া গর্ভাধানের ব্যবস্থা যদি সম্যক্ রক্ষিত হয় এবং প্রাজাপত্যাদি বৈদিক ব্রত সম্যক্ আচরিত হয়, তাহা হইলে পিতৃ-মাতৃ-দেহের ও তাহাদিগের চিত্তের ভাব এ প্রকার পরিশুদ্ধ হয় যে, সহজাত দোষ বশতঃ সন্তান কদাচ অকালে মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হয় না; সুতরাং বংশ-রক্ষার্থ বহু সন্তানোৎপাদনেরও আবশ্যক করে না।

ইতি নিত্যকৃত্য সমাপ্ত।

অন্যান্য পুরাণাদিতেও বহু পুত্রোৎপাদনসম্বন্ধীয় ব্যবস্থা দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহা বহুপুত্রজননের প্রশংসার জন্য নহে, অপরাপর বিষয়ের অর্থবাদ মাত্র। যেমন—

"ইষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদ্যপ্যেকো গয়াং ব্রজেৎ॥"

অর্থাৎ মানুষেরা বহু পুত্রের কামনা করিবে, কেন না, তাহা-দিগের মধ্যে একজনও গয়ায় গিয়া পিণ্ড দান করিতে পারে। এখানে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, শ্রীগয়াক্ষেত্রের মাহাত্ম্য প্রচারই এই প্রমাণের মুখ্য উদ্দেশ্য।

পঞ্চম অধ্যায়।

মাসিক ও বার্ষিক কৃত্য।

দৈনন্দিন ভিন্ন যে সমস্ত শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম সময়বিশেষে অনুষ্ঠেয়, তাহাই সাধারণতঃ প্রায় মাসিক ও বার্ষিক কৃত্যের অন্তর্ভূত। ঐ গুলিকেই নৈমিত্তিক কর্ম্ম বলা যায় অর্থাৎ কোন নিমিত্ত (হেতু) অবলম্বনে অথবা উপলক্ষে যে সমস্ত অনুষ্ঠান করণীয়, তাহাই নৈমিত্তিক শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। ঐ সমস্ত অনুষ্ঠানের মধ্যে কতকগুলিকে সংস্কার, কতকগুলিকে পূজা, কতকগুলিকে ব্রত, কতকগুলিকে শ্রাদ্ধ এবং কতকগুলিকে সাধন কহে। তন্মধ্যে সংস্কারগুলি প্রথম অধ্যায়েই লিখিত হইয়াছে; সেইগুলি স্মৃতিশাস্ত্রের দ্বারা আদিষ্ট এবং তাহাতে বৈদিক মন্ত্রাদির প্রয়োগই দৃষ্ট হইয়া থাকে। পূজাগুলির অধিকাংশই স্মৃতিশাস্ত্রের আদিষ্ট এবং পৌরাণিক মন্ত্রের দ্বারা সম্পাদিত। ব্রতগুলিরও অধিকংশই স্মৃতি ও পুরাণমূলক। শ্রাদ্ধ বৈদিক ও পৌরাণিক মন্ত্রদ্বারা নিষ্পাদিত এবং সাধনগুলি প্রায় সমস্তই তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত। এতদ্ভিন্ন কোন কোন পূজাও অস্মদ্দেশে তন্ত্রবিধির অনুসারে নিষ্পাদিত হয়। প্রথমতঃ বৈশাখাদি মাসানুসারে অস্মদ্দেশপ্রচলিত পূজা ও ব্রতগুলির তালিকা নিম্নে প্রকাশিত হইল, যথা—

প্রচলিত-পূজা।

বৈশাখকৃত্য।

গোষ্ঠবিহার।—১লা বৈশাখ, এই উপলক্ষ্যে গৃহে ধ্বজারোপণ ও বিষ্ণুপূজাদি করিতে হয়।

চন্দনযাত্রা।—ইহাকেই চলিত কথায় "ফুলদোল" বলে। ইহার উপলক্ষ্য দেবতা বিষ্ণু অর্থাৎ বিষ্ণুপূজাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। *

জ্যৈষ্ঠকৃত্য।

দশহরা।—জ্যৈষ্ঠের শুক্লাদশমী তিথিতে করণীয়। ইহার উপলক্ষ্য দেবতা গঙ্গা। †

স্নানযাত্রা।—জ্যৈষ্ঠের পূর্ণিমাতে কর্ত্তব্য। ইহার উপলক্ষ্য দেবতা বিষ্ণু অর্থাৎ জগন্নাথরূপী বিষ্ণুকে বিধানে স্নান ও পূজা করাইতে হয়। ‡

ফলাহারী পূজা।—অমাবাস্যায় কর্ত্তব্য।

আষাঢ়কৃত্য।

গুরুপূর্ণিমা।—পূর্ণিমাতে করণীয়। গুরুপূজাইইহার উদ্দেশ্য। পশ্চিম দেশে সাদরে ইহা প্রতিপালিত হয়।

---

* মহারাষ্ট্র ও গুজরাটদেশে ইহাকে কূর্ম্মজয়ন্তী কহে। ঐ দিনে সেই স্থানে বিষ্ণুর অর্চ্চনা হয়। ত্রৈলিঙ্গ ও দ্রাবিড় দেশে এই তিথি ব্যাসপূর্ণিমা বলিয়া অভিহিত। ঐ দুই স্থানে ব্যাসদেবের অর্চ্চনা ও দধ্যন্ন দান হয়।

† বঙ্গদেশে ও উড়িষ্যাপ্রদেশে এই দিনে গঙ্গাপূজার সঙ্গে সঙ্গে মনসাপূজাও হইয়া থাকে। ঐ দিন গঙ্গা মর্ত্ত্যে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন। এই দিনে গঙ্গাস্নান করিলে দশবিধ পাপের ক্ষয় হয়।

‡ দ্রাবিড় প্রভৃতি অন্যান্যদেশে এই তিথি মন্বাদি বলিয়া

রথযাত্রা।—আষাঢ় মাসের শুক্লাদ্বিতীয়াতে কর্ত্তব্য। বিষ্ণু-পূজাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই দিনে জগন্নাথদেবের রথারোহণ হয়। *

শ্রাবণকৃত্য।

ঝুলনযাত্রা।—শ্রাবণের শুক্লা একাদশীতে করণীয়। মুখ্য উদ্দেশ্য রাধাকৃষ্ণের অর্চ্চনা।

রাখীপূর্ণিমা।—শ্রাবণীপূর্ণিমায় করণীয়। কাশ্মীরে অমরনাথ দেবের নিকট মহা সমারোহ হয়।

ভাদ্রকৃত্য।

স্বর্ণগৌরী।—ভাদ্র শুক্লাদ্বিতীয়ায় গৌরীর উদ্দেশে পূজা করিতে হয়।

গণেশচতুর্থী।—ভাদ্রশুক্লাচতুর্থীতে গণেশপূজা কর্ত্তব্য।

সম্পৎষষ্ঠী।—ভাদ্রশুক্লাষষ্ঠীতে সম্পৎকামনায় ষষ্ঠী দেবীর পূজা করণীয়।

মনোমহেশযাত্রী।—ভাদ্রপূর্ণিমায় মহেশের উদ্দেশে করণীয়। চম্পানগরে ইহা প্রচলিত আছে।

বিশ্বকর্ম্মাপূজা।—ভদ্রমাসের সংক্রান্তি দিনে করণীয়। দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মার পূজাই মুখ্য উদ্দেশ্য।

প্রথিত। এই দিনে শ্রীক্ষেত্রতীর্থে মহামহোৎসব হয়; বঙ্গদেশে পুরুষোত্তম উদ্দেশে সমারোহ হইয়া থাকে।

* এই উৎসব মহারাষ্ট্র, উড়িষ্যা, বাঙ্গলা ও জম্বুতে প্রচলিত। এই উৎসব যে দিবাকরের উত্তরায়ণের সীমাপ্রাপ্ত্যন্তে দক্ষিণায়নে সঞ্চরণসূচক, তাহার সন্দেহ নাই।

আশ্বিনকৃত্য।

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা।—আশ্বিনের শুক্লা সপ্তমী হইতে নবমী যাবৎ তিনদিন করণীয়। ভগবতী দুর্গার পূজাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। *

---

* এই দুর্গাপূজা উপলক্ষে আশ্বিনের শুক্লা প্রতিপদ হইতে নবমী পর্য্যন্ত নয়দিন নবরাত্র নামে অভিহিত। এই কয় দিন ঘট স্থাপন, দেবীপূজা ও চণ্ডীপাঠ প্রভৃতি হইয়া থাকে। এই নবরাত্রি উপলক্ষে মিথিলাপ্রদেশে প্রতিপদদিনে কুম্ভস্থাপন, দ্বিতীয়াতে রেমন্তের অর্চ্চন, ষষ্ঠীতে গজপূজা ও বিল্বাভিমন্ত্রণ, সপ্তমীতে পত্রিকাপ্রবেশ, অষ্টমীতে মহাষ্টমীব্রত এবং মহানবমীতে ত্রিশূলিনীর পূজা হইয়া থাকে। দশমীদিনে মিথিলাতে অপরাজিতার পূজা হয়। দ্রাবিড়দেশে দশমীতে দ্বিদল নামক প্রসিদ্ধ ব্রত আরম্ভ হয়। গুজরাটে ও মহারাষ্ট্রে বিজয়া দশমী বৈজয়ন্তী নামে প্রসিদ্ধ। নবরাত্রি উপলক্ষে দ্রাবিড় দেশে বেঙ্কটেশ্বরের অর্চ্চনা, সপ্তমীতে পুস্তক ও সরস্বতীর পূজা, অষ্টমীতে দুর্গার পূজা ও মহানবমীতে অশ্ব আয়ুধ প্রভৃতির অর্চ্চনা হয়। জম্বুতে এই নব-রাত্রির মধ্যে সরস্বতীশয়ন নামে একটী পর্ব্ব হয়, আর অষ্টমীর দিনে দুর্গাপূজা হইয়া থকে। নেপালে সপ্তমীতে পত্রিকা প্রবেশ এবং অষ্টমী ও নবমীতে দুর্গাপূজা হইয়া থাকে। কর্ণাট দেশে বেদপাঠ, এবং সরস্বতী, দুর্গা, অশ্ব ও অস্ত্রাদির পূজা হয়। পঞ্জাবে ও কাশ্মীরে সরস্বতী এবং দুর্গার পূজা হইয়া থাকে। মহারাষ্ট্রদেশে দুর্গাপূজা ও সরস্বতী-পূজা হয় এবং সরস্বতীর নিকটে বলিদান দিয়া সরস্বতীকে বিসর্জ্জন করা হইয়া থাকে। বিশেষতঃ ঐ দিনে তথায় মাতামহের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ সম্পাদিত

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা।—আশ্বিনমাসের পূর্ণিমাতে করণীয়। লক্ষ্মীদেবীর অর্চ্চনাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। *

শ্যামাপূজা।—আশ্বিন মাসের আমাবস্যাতে করণীয়। লক্ষ্মীদেবীর আরাধনাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই দিন অস্মদ্দেশে দীপন্বিতাকৃত্য হইয়া থাকে।

দীপান্বিতা লক্ষ্মীপূজা।—শ্যামাপূজার দিনে সন্ধ্যাকালে লক্ষ্মীদেবীর পূজা প্রচলিত আছে। দ্রাবিড় প্রদেশে ইহাকে ধনলক্ষ্মীপূজা কহে।

কার্ত্তিককৃত্য।

জগদ্ধাত্রীপূজা।—কার্ত্তিকের শুক্লা নবমী তিথিতে করণীয়। জগদ্ধাত্রী দুর্গাই ইহার উপলক্ষ্য দেবী অর্থাৎ তাঁহার পূজা করাই মুখ্য উদ্দেশ্য। †

হয়। উৎকলপ্রদেশে দুর্গার্চ্চনা ও মহাষ্টমীদিনে মহানিশাতে বলিদানের প্রথা প্রচলিত আছে।

* এই দিনে রাত্রিকালে লক্ষ্মীদেবীর পূজা, নারিকেলোদক ও চিপিটক ভক্ষণ এবং রাত্রিজাগরণ করিতে হয়। এই দিনে রাত্রে অক্ষক্রীড়ায় লক্ষ্মীবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

† মিথিলা দেশে এই নবমীকে ধাত্রীনবমী অথবা অমলক নবমী কহে। দাক্ষিণাত্যে এই দিনে বিষ্ণুপূজা ও কুষ্মাণ্ড দান হয়। কর্ণাট, ত্রৈলিঙ্গ, গুজরাট ও মহারাষ্ট্র দেশে এই দিনকে কৃতযুগাদি বলে। নেপালে এই তিথির নাম কুষ্মাণ্ড নবমী। উৎকল প্রদেশে এই দিনে রাসযাত্রা আরম্ভ হইয়া থাকে। এই দিনে কাশ্মীর, পঞ্জাব ও জম্বুতে একটী পর্ব্ব হয়, তাহার নাম "পরিক্রমণ"।

রাসযাত্রা।—কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে প্রচলিত। বিষ্ণুই ইঁহার উপলক্ষ্য দেবতা। *

কার্ত্তিক পূজা।—কার্ত্তিক মাসের সংক্রান্তিতে করণীয়। উপলক্ষ্য দেবতা কার্ত্তিকেয়। অপুত্রক ব্যক্তি পুত্রলাভার্থ এই পূজা করিয়া থাকেন।

অগ্রহায়ণকৃত্য।

কাত্যায়নী পূজা।—অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে করণীয়। কাত্যায়নীর পূজাই মুখ্য উদ্দেশ্য। †

পৌষকৃত্য।

রটন্তী পূজা।—কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীতে করণীয়। কালিকার উদ্দেশে পূজাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। অস্মদ্দেশ ও উৎকল প্রদেশ ভিন্ন অন্য কুত্রাপি ইহা প্রচলিত নাই।

---

* দাক্ষিণাত্য প্রদেশে এই দিনে ত্রিপুরোৎসব হয়; তদুপলক্ষে শিবের অর্চ্চনা হইয়া থাকে এবং প্রদোষে দীপমালা দান হয়। উৎকলপ্রদেশে এই দিনেই রাসযাত্রার শেষ হয়। মিথিলাবাসীরা এই দিনকে "সর্ব্বদেবের উত্থানদিন" বলিয়া কীর্ত্তন করেন। ত্রৈলিঙ্গ ও দ্রাবিড় দেশে এই তিথির নাম ব্যাস পূর্ণিমা। তথায় ব্যাসদেবের অর্চ্চনা হয়। এতদ্ভিন্ন মিথিলা, কর্ণাট, ত্রৈলিঙ্গ ও মহারাষ্ট্রবাসীরা এই দিনকে মন্বাদি বলিয়া থাকেন।

† অগ্রহায়ণের শুক্লাষষ্ঠীতে অধিবাসাদি করিয়া তৎপরে সপ্তম্যাদি তিন দিন যথাবিধানে কাত্যায়নী দেবীর পূজা করিতে হয়।

এতদ্ভিন্ন পৌষমাসে নীলদুর্গাপূজাও প্রায় অনেক দেশে প্রচলিত আছে।

মাঘকৃত্য।

সরস্বতীপূজা।—মাঘমাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে করণীয়। বিদ্যালাভার্থ সরস্বতীর উদ্দেশে পূজা করিতে হয়। *

ফাল্গুনকৃত্য।

দোলযাত্রা।—ফাল্গুনের পূর্ণিমাতে কর্ত্তব্য। শ্রীকৃষ্ণ ইহার মুখ্য দেবতা। †

চৈত্রকৃত্য।

বাসন্তী পূজা।—চৈত্রমাসের শুক্লা সপ্তমী হইতে নবমী যাবৎ তিনদিন করণীয়। দুর্গা দেবী ইহার মুখ্য দেবতা। ‡

অন্নপূর্ণা পূজা।—চৈত্রমাসের শুক্লাষ্টমীতে করণীয়। অন্নপূর্ণা দেবীর উদ্দেশে পূজা করিতে হয়। ¶

---

* দ্রাবিড় দেশে ও ত্রৈলিঙ্গ দেশে এই দিনের নাম লক্ষ্মী-পঞ্চমী। অনেক স্থানে ইহাকে বসন্তপঞ্চমী কহে এবং বিষ্ণুর অর্চ্চনা করে।

† উৎকল, মহারাষ্ট্র, মৈথিল, গুজরাট ও কর্ণাট দেশে এই দিনের নাম মন্বাদি; মিথিলাতে কলিযুগান্তও বলে। অনেক স্থলে এই দিন হোলিকোৎসব বলিয়া প্রথিত।

‡ জম্বু. পঞ্জাব ও কাশ্মীর প্রদেশে এই দিনের নাম গঙ্গাসপ্তমী। ত্রৈলিঙ্গ, কর্ণাট ও দ্রাবিড়দেশে ইহাকে সন্তান সপ্তমী বলে।

¶ কাশ্মীর ও জম্বু প্রদেশে ইহাকে দুর্গাষ্টমী বলে। আমা-

চড়কপূজা।—চৈত্রমাসের সংক্রান্তিদিনে কর্ত্তব্য। উপলক্ষ্য দেবতা মহাদেব।

সাধারণদেবদেবীপূজাপদ্ধতি। *

তত্র প্রথমং পুণ্যাহং বাচয়েৎ, তদ্যথা—কর্ত্তা ব্রাহ্মণান্ প্রতি। ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ অমুককর্ম্মণি পুণ্যাহং ভবন্তোঽধিব্রুবন্ত ইতি বদেৎ। ওঁ পুণ্যাহং ওঁ পুণ্যাহং ওঁ পুণ্যাহং ইতি ব্রাহ্মণৈরুক্তে। কর্ত্তা ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ অমুককর্ম্মণি ওঁ স্বস্তি ভবন্তোঽধিব্রুবন্ত। ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ইতি ব্রাহ্মণাঃ। কর্ত্তা ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ অমুককর্ম্মণি ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তোঽধিব্রুবন্ত ইতি। ওঁ ঋদ্ধতাং ওঁ ঋদ্ধতাং ওঁ ঋদ্ধতাম্। ইতি ব্রাহ্মণাঃ। ওঁ সোমং রাজানং বরুণমগ্নিমন্বারভামহে আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিং। ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি। যজুর্ব্বেদী তু। স্বস্তিঋদ্ধিক্রমেণ। ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদা স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যোঽরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দ্দধাতু। ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি। ঋগ্বেদী তু। ওঁ স্বস্তি নোমিমীতামশ্বিনাভগঃ স্বস্তি দেব্যদিতিরথর্ব্বণঃ। স্বস্তি পূষা অসুরো দধাতু নঃ স্বস্তি দ্যাবা পৃথিবী সুচেতনা। স্বস্তি নো বায়ু

দিগের দেশে এবং উৎকল, মিথিলা, দ্রাবিড়, কর্ণাট ও ত্রৈলিঙ্গ দেশে উহার নাম অশোকাষ্টমী। এই দিবসে শোকবিনাশার্থ অশোককলিকা পান ও ব্রহ্মপুত্রনদে স্নান করিতে হয়।

* সকলের বিদিতার্থ এই স্থানে সাধারণ পূজাপদ্ধতি লিখিত হইল। সমস্ত দেবদেবীর পূজাপদ্ধতি সবিস্তার মৎ প্রকাশিত "দেবদেবীপূজা" নামক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

মুপক্রুবামহে। সোমং স্বস্তি ভুবনস্যয়স্পতিঃ। বৃহস্পতিং সর্ব্বগণং স্বস্তয়ে স্বস্তয় আদিত্যাশো ভবন্ত নঃ। বিশ্বদেবা নো অদ্যাঃ স্বস্তয়ে বৈশ্বানরো বসুরগ্নিঃ স্বস্তয়ে। দেবা অবন্ধৃভবঃ স্বস্তয়ে স্বস্তি নো রুদ্রঃ পাত্বংহসঃ। স্বস্তি মিত্রাবরুণা স্বস্তি পথ্যেরেবতি। স্বস্তি ন ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ স্বস্তি নো অদিতয়ে কৃধি। স্বস্তি পন্থা মনু চরেম সূর্য্যাচন্দ্রমসাবিব। পুনর্দ্দতাঘ্নতাজানতাসঙ্গমেমহি। স্বস্ত্যয়নং তার্ক্ষমরিষ্টনেমিং মহদ্ভূতং বায়সং দেবানাং। অসুরঘ্নমিন্দ্রসখং সমুৎসু বৃহদ্যশো নাবমিবারুহেম। অজ্যোমূঢ় মাঙ্গিরসঙ্গয়ঞ্চ স্বস্ত্যাত্রেয়ং মনসাচ তার্ক্ষ্যং প্রমতপাণিঃ শরণং প্রপদ্যে। স্বস্তি সম্বাধে স্বভয়ং নোঽস্তু॥ ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ সন্ধ্যে ভূতান্যহঃ ক্ষপা। পবনো দিক্‌পতির্ভূমিরাকাশং খচরামরাঃ। ব্রাহ্মং শাসনমাস্থায় কল্পধ্বমিহ সন্নিধিম্॥ ইতি পঠিত্বা। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গণেশাদিপঞ্চদেবতাভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আদিত্যাদিনবগ্রহেভ্যো নমঃ ইতি পূজয়েৎ॥ অথ সঙ্কল্পঃ। শ্রীবিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা পরার্থে অমুকগোত্রস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকপ্রীতিকামঃ অমুককামো বা অমুককর্ম্মাহং করিষ্যে পরার্থে তু করিষ্যামি। ইতি। সঙ্কল্পসূক্তং পঠেৎ। সামবেদীনাং। ওঁ দেবো বা দ্রবিণোদা পূর্ণং বিবষ্টাসিচং উদ্বা সিঞ্চধ্বমুপবা প্রণুধ্বমাদিদ্বো দেবোঽহতে ইতি॥ যজুর্ব্বেদী তু। ওঁ যজ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবং তদসুপ্তস্য তথৈবেতি দূরং গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু॥ ঋগ্বেদীনাং সূক্তং যথা।—ওঁ যাগঙ্গূর্য্যা সিনীবালী যা রাকা যা সরস্বতী। ইন্দ্রাণী বাত্তুয়ে চাস্মিন্ বরুণানীহ স্বস্তয়ে॥ ইতি সূক্তং॥ স্বয়ং কর্ম্ম-

করণাভাবে ব্রাহ্মণান্ বৃণুয়াৎ যথা।—ওঁ কর্ত্তা ব্রাহ্মণমুখমবলোক্য ওঁ সাধু ভবানাস্তাং ইতি বদেৎ। ওঁ সাধ্বহমাসে ইতি প্রতিবচনম্। কর্ত্তা ওঁ অর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তং ইতি বদেৎ। ওঁ অর্চ্চয় ইতি প্রতিবচনং। বস্ত্রালঙ্কারাদীন্ দত্ত্বা তণ্ডুলৈর্দক্ষিণজানুং গৃহীত্বা ওম্ অদ্যেত্যাদি অমুককর্ম্মণি পূজাদিকর্ম্মকরণায় অমুকগোত্রং অমুকদেবশর্ম্মণামেভিঃ পাদ্যাদিভিরভ্যর্চ্চ্য ভবন্তমহং বৃণে। ওঁ বৃতোস্মি ইতি প্রতিবচনং। কর্ত্তা ওঁ যথাবিহিতং পূজাদি কর্ম্ম কুরু। যথাজ্ঞানং করবাণীতি প্রতিবচনং॥ অথ ঘটস্থাপনমন্ত্রাঃ। সামগানাং।—ভূমৌ হস্তং দত্ত্বা পঠেৎ। ওঁ ভূমিরন্তরীক্ষং দ্যৌ দ্যৌভূতায়াঃ। ধান্যং ধৃত্বা পঠেৎ। ধানাবন্তং করন্তিনমপূপবন্তমুক্‌থিনং ইন্দ্রপ্রাতুর্য্যস্বন্। ঘটং ধৃত্বা। ওঁ আবিষং কলসং সুতো বিশ্বা অর্হন্নভিঃ শ্রিয়ঃ ইন্দোরিন্দ্রায় ধীয়তে। জলং ধৃত্বা ওঁ আপো মিত্রা বরুণা ঘৃতৈর্গব্যূতিমুক্ষতং মধ্বারজাংসি সুক্রতুম্। পল্লবং ধৃত্বা। ওঁ অয়মূর্জ্জাবতো বৃক্ষ উর্জীব ফলিনী ভব। পর্ণং বনস্পতে নুত্বা নুত্বা চ সূয়তাং রয়ি। ফলং ধৃত্বা ওঁ ইন্দ্রং নরোণেমধিতা হবন্তে যৎপার্য্যাযুনয়তে ধিয়স্তা সুরো নৃষাতাং শ্রবসশ্চ কাম। আগো মতিব্রজে ভজত্বন্নঃ। পুষ্পং ধৃত্বা।—ওঁ শ্রীরসি ময়ি রমস্ব। সিন্দূরং ধৃত্বা পঠেৎ।—সিন্ধোরুচ্ছ্বাসে পতয়ন্তমুক্‌থিনং হিরণ্যপাবা পশুমপ্সু গৃভ্নতে। স্থিরীকরণং।—ওঁ স্বাবতঃ পূরুবসো বয়মিন্দ্রং প্রণেতঃ সিস্থা তর্হরীণাং। ওঁ স্থাং স্থীং স্থিরো ভব। ততঃ কৃতাঞ্জলিঃ পঠেৎ। ওঁ সর্ব্বতীর্থোদ্ভবং বারি সর্ব্বদেবসমন্বিতং। ইমং ঘটং সমারুহ্য তিষ্ঠ দেবগণৈঃ সহ। ততো ঘটে গায়ত্রীং পঠেৎ॥ যজুর্ব্বেদী তু। ভূমিং স্পৃষ্ট্বা—ওঁ ভূরসি ভূমিরস্যদিতিরসি বিশ্বধায়া বিশ্বস্য ভুবনস্য

ধর্ত্রীং পৃথিবীং যচ্ছ পৃথিবীং দৃংহঃ পৃথিবীং মা হিংসীঃ। ধান্যং স্পৃষ্ট্বা। ওঁ ধান্যমসি ধিনুহি দেবান্ ধিনুহি যজ্ঞং ধিনুহি যজ্ঞপতিং ধিনুহি মাং যজ্ঞন্যং। কলসং স্পৃষ্ট্বা। ওঁ আজিঘ্র কলসং মহ্যাত্বা বিশন্ত্বিন্দবঃ পুনরূর্জ্জানিবর্ত্ত স্বসানঃ সহস্রং ধুক্ষোরুধারা। পয়স্বতী পুনর্মাবিশতাদ্রয়ি। জলং স্পৃষ্ট্বা পঠেৎ। ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসি বরুণস্য স্কম্ভঃ সর্জনীস্থঃ বরুণস্য ঋত সদন্যসি বরুণস্য ঋত সদনমসি বরুণস্য ঋত সদনীমাসীদ। পল্লবং স্পৃষ্ট্বা পঠেৎ।—ওঁ ধন্বনাগা ধন্বনাজিং জয়েম ধন্বনা তীব্রাঃ সমদো জয়েম ধনুঃ শত্রোরপকামং কৃণোতু ধন্বনা সর্ব্বাঃ প্রদিশো জয়েম। ফলং স্পৃষ্ট্বা পঠেৎ।—ওঁ যাঃ ফলিনীর্যা অফলা অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিণীঃ বৃহস্পতি প্রসূতাস্তা নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ। সিন্দুরং স্পৃষ্ট্বা পঠেৎ।—ওঁ সিন্ধোরিব প্রাধ্বনেহশূঘনাসো বাতপ্রমিয়ঃ পতয়ন্তিয়িহ্বা ঘৃতস্য ধারা অরুষোন বাজী কাষ্ঠাভিন্দন্নূর্ম্মিভিঃ পিণ্বমানঃ। ওঁ স্থিরো ভব বীড়্বঙ্গ আশুর্ভব বাজ্যর্ব্বন্ পৃথুর্ভব শুসদস্ত্বমগ্নে পুরীষ বাহন॥ ঋগ্বেদী তু।—ওঁ উর্ব্বী সদ্মনী বহুঋতেন হুবে দেবানামস্যা জনিত্রী দধাতে সুভগে সুপ্রতিকে দ্যাবা রক্ষিতং পৃথিবী নো অহ্বা। ইতি ভূমেঃ। ওঁ ধানাবন্তং করম্ভিনমপূপবন্তমুক্থিনং ইন্দ্রত্বাদাতু মিত্বসঃ। ইতি ধান্যস্য। ওঁ এতানি ভদ্রা কলস ক্রিয়া মাকুশ্রবন্দধতোদান ইন্দ্রো মঘবান্ সোমস্তঞ্চ সোমো হৃদয়ং বিবর্ম্মি। ইতি কলসস্য। ওঁ বরুণস্যো-ত্তম্ভনমসি বরুণস্য স্কম্ভঃ সর্জ্জনীস্থঃ বরুণস্য ঋত সদন্যসি বরুণস্য ঋত সদনমসি বরুণস্য ঋত সদনীমাসীদ। ইতি জলস্য। ওঁ যাঃ ফলিনীর্যাফলা অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিণী বৃহস্পতি প্রসূতাস্তা নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ। ইতি ফলস্য। ওঁ স্থিরো ভব বীড়্বঙ্গ আশুর্ভব পৃথুর্ভব

বাহুর্ব্বন্ সুসদস্তমগ্নে পুরীষবাহন। ইতি পঠিত্বা স্থিরীকুর্য্যাৎ। অথ সামান্যার্ঘ্যং। যথা।—স্ববামে ত্রিকোণবৃত্তচতুষ্কোণমণ্ডলং বিলিখ্য তত্র ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ। ওঁ অনন্তায় নমঃ। ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ। ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ। ইতি অক্ষতৈঃ সম্পূজ্য অস্ত্রায় ফট্ ইতি তাম্রপাত্রং প্রক্ষাল্য সাধারং পাত্রং নিধায় নমঃ ইতি মন্ত্রেণ জলেন সংপূর্য্য দূর্ব্বাক্ষতগন্ধপুষ্পনির্ম্মিতার্ঘ্যং সংস্থাপ্য অঙ্কুশ-মুদ্রয়া ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্ম্মদে সিন্ধু-কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥ ইতি সূর্য্যমণ্ডলাত্তীর্থমা-বাহ্য ওঁ ইতি প্রণবেন গন্ধপুষ্পাভ্যাং তত্র সম্পূজ্য বং ইতি ধেনু-মুদ্রাং প্রদর্শ্য তদুপরি ওঁ ইতি প্রণবমষ্টধা দশধা বা জপেৎ। ততঃ ফট্ ইতি মন্ত্রেণ তজ্জলেন দ্বারমভ্যুক্ষ্য ওঁ দ্বারদেবতাভ্যো নমঃ ইতি সম্পূজ্য। ওঁ বাস্তুপুরুষায় নমঃ ওঁ নমঃ ব্রহ্মণে নমঃ ইতি নৈঋর্ত্যাং পূজয়েৎ। ততো মূলমন্ত্রেণ দিব্যদৃষ্ট্যাবলোকনাৎ দিব্যান্ বিঘ্নান্ উৎসার্য্য অস্ত্রায় ফট্ ইতি মন্ত্রেণ জলেনান্তরীক্ষগান্ বিঘ্নান্ উৎসার্য্য বামপার্ষ্ণিঘাতত্রয়েণ ভৌমান্ বিঘ্নানুৎসার্য্য ফট্ ইতি সপ্তজপ্তান্ লাজচন্দনসিদ্ধার্থভস্মদূর্ব্বাকুশাক্ষতান্ বিকীরান্ কেবলতণ্ডুলান্ বা গৃহীত্বা। ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ। যে ভূতা বিঘ্নকর্ত্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া॥ ইতি পঠিত্বা তান্ বিকিরেৎ। আসনশুদ্ধির্যথা—ওঁ হ্রীং আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ। ইতি আসনং সংপূজ্য। আসনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ কূর্ম্মো দেবতা আসনপরিগ্রহে বিনিয়োগঃ। ওঁ পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা। ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনম্॥ ইতি পঠিত্বা স্বস্তিকাদিক্রমেণ উপবিশেৎ। ততঃ কৃতাঞ্জলিঃ বামে

ওঁ গুরুভ্যো নমঃ ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ ওঁ পরাপরগুরুভ্যো নমঃ ওঁ পরমেষ্ঠিগুরুভ্যো নমঃ দক্ষিণে ওঁ গণেশায় নমঃ মধ্যে অমুকদেবতায়ৈ নমঃ। ইতি নমস্কুর্য্যাৎ॥ অথ ভূতশুদ্ধিঃ যথা।—ফট্ ইতি মন্ত্রেণ গন্ধপুষ্পাভ্যাং করৌ সংশোধ্য ঊর্দ্ধোর্দ্ধতালত্রয়ং দত্ত্বা ছোটিকাভির্দ্দশদিগ্‌বন্ধনং কৃত্বা রং ইতি জলধারয়া বহ্নিপ্রাকারং বিচিন্ত্য স্বাঙ্কে উত্তানৌ করৌ কৃত্বা সোঽহমিতি জীবাত্মানং হৃদয়স্থং দীপকলিকাকারং মূলাধারকুলকুণ্ডলিন্যা সহ সুসুম্নাবর্ত্মনা মূলাধারস্বাধিষ্ঠানমণিপূরানাহতবিশুদ্ধাজ্ঞাখ্যষট্‌চক্রাণি ভিত্ত্বা শিরোবস্থিতাধোমুখসহস্রদলকমলকর্ণিকান্তর্গতপরমাত্মনি সংযোজ্য তত্রৈব পৃথিব্যপ্তেজোবায্বাকাশগন্ধরসরূপস্পর্শশব্দনাসিকাজিহ্বাচক্ষুস্ত্বক্‌শ্রোত্রবাক্‌পাণি-পাদ-পায়ূপস্থ-প্রকৃতিমনোবুদ্ধ্যহঙ্কাররূপচতুর্বিংশতিতত্ত্বানি লীনানি বিভাব্য যমিতি বায়ুবীজং ধূম্রবর্ণং বামনাসাপুটে বিচিন্ত্য তস্য ষোড়শবারজপেন বায়ুনা দেহমাপূর্য্য নাসাপুটৌ ধৃত্বা তস্য চতুঃষষ্টিবারজপেন কুম্ভকং কৃত্বা বামকুক্ষিস্থকৃষ্ণবর্ণপাপপুরুষেণ সহ দেহং সংশোষ্য তস্য দ্বাত্রিংশদ্বারজপেন দক্ষিণনাসয়া বায়ুং রেচয়েৎ। দক্ষিণনাসাপুটে রমিতি বহ্নিবীজং রক্তবর্ণং ধ্যাত্বা তস্য ষোড়শবারজপেন বায়ুনা দেহমাপূর্য্য নাসাপুটৌ ধৃত্বা তস্য চতুঃষষ্টিবারজপেন কুম্ভকং কৃত্বা পাপপুরুষেণ সহ দেহং মূলাধারোত্থিতবহ্নিনা দগ্ধ্বা তস্য দ্বাত্রিংশদ্বারজপেন বামনাসয়া ভস্মনা সহ বায়ুং রেচয়েৎ। ঠমিতি চন্দ্রবীজং শুক্লবর্ণং বামনাসায়াং ধ্যাত্বা তস্য ষোড়শবারজপেন ললাটে চন্দ্রং নীত্বা নাসাপুটৌ ধৃত্বা বমিতি বরুণবীজস্য চতুঃষষ্টিবারজপেন তস্মাল্ললাটস্থচন্দ্রাদ্গলিতসুধয়া মাতৃকাবর্ণাত্মিকয়া সমস্তদেহং বিরচ্য লমিতি পৃথ্বীবীজস্য দ্বাত্রিংশ-

দ্বারজপেন দেহং সুদৃঢ়ং বিচিন্ত্য দক্ষিণেন বায়ুং রেচয়েৎ। ততঃ হংসঃ ইতি মন্ত্রেণ জীবং স্বস্থানে সংস্থাপ্য দেবীরূপমাত্মানং চিন্তয়েৎ। মাত্রাসংখ্যয়া বা॥ তদুক্তং গৌতমীয়ে।—সুষুম্নাবর্ত্মনা সোঽহমিতি মন্ত্রেণ যোজয়েৎ। সহস্রারে শিরঃস্থানে পরমাত্মনি দেশিকঃ। ধূম্রবর্ণং ততো বায়ুবীজং ষড়্বিন্দুলাঞ্ছিতম্। পূরয়েদিড়য়া বায়ুং সুধীঃ ষোড়শমাত্রয়া॥ মাত্রয়া তু চতুঃষষ্ট্যা কুম্ভয়েচ্চ সুষুম্নয়া। দ্বাত্রিংশন্মাত্রয়া মন্ত্রী রেচয়েৎ পিঙ্গলাখ্যয়া॥ পূরয়েদনয়া চৈব সঞ্চিন্ত্য নীলমারুতম্। রক্তবর্ণং বহ্নিবীজং ত্রিকোণং স্বস্তিকান্বিতম্॥ তেন পূরকযোগেন মাত্রয়া ষোড়শাখ্যয়া। চতুঃষষ্ট্যা মাত্রয়া চ নির্দ্দহেৎ কুম্ভকেন চ॥ বামপার্শ্বস্থিতং পাপপুরুষং কজ্জলপ্রভম্। ব্রহ্মহত্যা শিরস্কঞ্চ স্বর্ণস্তেয়ভুজদ্বয়ম্॥ সুরাপানহৃদাযুক্তং গুরুতল্পকটিদ্বয়ম্। তৎসংসর্গি-পদদ্বন্দ্বমঙ্গপ্রত্যঙ্গপাতকম্॥ উপপাতকরোমাণং রক্তশ্মশ্রুবিলোচনম্। খড়্গচর্ম্মধরং ক্রুদ্ধমেবং কুক্ষৌ বিচিন্তয়েৎ॥ মূলাধারোত্থিতেনৈব বহ্নিনা নির্দ্দহেচ্চ তম্। এবং সংদহ্য পরিতো দ্বাত্রিংশন্মাত্রয়া ততঃ। ভস্মনা সহিতং মন্ত্রী রেচয়েদিড়য়া পুনঃ। বামনাড্যাং চন্দ্রবীজং কুন্দেন্দুযুতমপ্রভম্। ভালেন্দুরাজে সংযোজ্য ততঃ ষোড়শমাত্রয়া। সুষুম্নয়া চতুঃষষ্টিমাত্রয়া তোয়বীজকম্॥ ধ্যাত্বামৃতময়ীং বৃষ্টিং পঞ্চাশদ্বর্ণরূপিণীম্। তয়া দেহং বিরিচিন্ত্যৈবং মনসা পিঙ্গলাধ্বনা॥ দ্বাত্রিংশন্মাত্রয়া মন্ত্রী লংবীজেন দৃঢ়ং নয়েৎ। স্বস্থানে হংসমন্ত্রেণ পুনস্তেনৈব বর্ত্মনা॥ জীবং তত্ত্বানি চানীয় স্বস্থানে স্থাপয়েত্ততঃ। ইতি ভূতশুদ্ধিং কৃত্বা মাতৃকান্যাসমাচরেৎ॥ সংক্ষেপভূতশুদ্ধির্যথা।—পুরশ্চরণচন্দ্রিকায়াং। অথবান্যপ্রকারেণ ভূতশুদ্ধির্বিধীয়তে। ধর্ম্মকন্দসমুদ্ভূতং জ্ঞানানলসুশোভনম্। ঐশ্বর্য্যাষ্টদলোপেতং পরং

বৈরাগ্যকর্ণিকম্। স্বীয়হৃৎকমলে ধ্যায়েৎ প্রণবেন বিকাসিতম্। কৃত্বা তৎকর্ণিকাসংস্থং প্রদীপকলিকানিভম্। জীবাত্মানং হৃদি ধ্যাত্বা মূলে সঞ্চিন্ত্য কুণ্ডলীম্॥ সুষুম্নাবর্ত্মনাত্মানং পরমাত্মনি যোজয়েৎ॥ ইতি তন্ত্রসারঃ॥ অথ মাতৃকান্যাসঃ।—অস্য মাতৃকামন্ত্রস্য ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো মাতৃকা সরস্বতী দেবতা হলো বীজানি স্বরাঃ শক্তয়ো মাতৃকালিপিন্যাসে বিনিয়োগঃ। শিরসি ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ। মুখে ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি ওঁ মাতৃকাসরস্বত্যৈ নমঃ। গুহ্যে ওঁ ব্যঞ্জনেভ্যো বীজেভ্যো নমঃ। পাদয়োঃ স্বরেভ্যঃ শক্তিভ্যো নমঃ। তথাচ জ্ঞানার্ণবে। মাতৃকাং শৃণু দেবেশি ন্যসেৎ পাপনিকৃন্তনীম্। ঋষির্ব্রহ্মাস্য মন্ত্রস্য গায়ত্রীচ্ছন্দ উচ্যতে। দেবতা মাতৃকাদেবী বীজং ব্যঞ্জন-সঞ্চয়ম্। শক্তয়স্ত স্বরা দেবি ষড়ঙ্গন্যাসমাচরেৎ॥ ততঃ ষড়ঙ্গ-ন্যাসৌ। অং কং খং গং ঘং ঙং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং মধ্যমাভ্যাং বষট্। এং তং থং দং ধং নং ঐং অনামি-কাভ্যাং হুং॥ ওং পং ফং বং ভং মং ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। এবং হৃদয়াদিষু। অং কং খং গং ঘং ঙং আং হৃদয়ায় নমঃ। ইত্যাদি। তথাচ জ্ঞানার্ণবে। অং আং মধ্যে কবর্গন্ত ইং ঈং মধ্যে চবর্গকং। উং ঊং মধ্যে টবর্গন্ত এং ঐং মধ্যে তবর্গকং॥ ওং ঔং মধ্যে পবর্গন্ত বিন্দুযুক্তং ন্যসেৎ প্রিয়ে। অনুস্বারবিসর্গান্তৌ যশবর্গৌ সলক্ষকৌ। হৃদয়ন্ত শিরো দেবি শিখা কবচকং তথা। নেত্রমন্ত্রং ন্যসেৎ ঙেন্তং নমঃ স্বাহা ক্রমেণ তু। বষট্ হুং বৌষড়ন্তঞ্চ ফড়ন্তং যোজয়েৎ প্রিয়ে। ষড়ঙ্গোঽয়ং

মাতৃকায়াঃ সর্ব্বপাপহরঃ স্মৃতঃ॥ অথান্তর্মাতৃকান্যাসঃ। অকারাদিষোড়শস্বরান্ সবিন্দূন্ ষোড়শদলকমলে কণ্ঠমূলে ন্যসেৎ। ককারাদিদ্বাদশবর্ণান্ সবিন্দূন্ দ্বাদশদলকমলে হৃদয়ে ন্যসেৎ। ডকারাদি দশবর্ণান্ সবিন্দূন্ দশদলকমলে নাভৌ ন্যসেৎ। বকারাদি ষড়্বর্ণান্ সবিন্দূন্ ষড়্দলকমলে লিঙ্গমূলে ন্যসেৎ। বকারাদিচতুরো বর্ণান্ সবিন্দূন্ চতুর্দ্দলকমলে মূলাধারে ন্যসেৎ। হক্ষবর্ণদ্বয়ং সবিন্দুং দ্বিদলকমলে ভ্রূমধ্যে ন্যসেৎ। তথাচ জ্ঞানার্ণবে।—দ্ব্যষ্টপত্রাম্বুজে কণ্ঠে স্বরান্ ষোড়শ বিন্যসেৎ। দ্বাদশচ্ছদহৃৎপদ্মে কাদীন্ দ্বাদশ বিন্যসেৎ॥ দশপত্রাম্বুজে নাভৌ ডকারাদীন্ন্যসেদ্দশ। ষট্পত্রমধ্যে লিঙ্গস্থে বকারাদীন্ন্যসেচ্চ ষট্। আধারে চতুরো বর্ণান্ ন্যসেদ্বাদীন্ চতুর্দ্দলে। হক্ষৌ ভ্রূমধ্যগে পদ্মে দ্বিদলে বিন্যসেৎ প্রিয়ে॥ অগস্ত্যসংহিতায়াং। একৈকবর্ণমেকৈকপত্রান্তে বিন্যসেৎ প্রিয়ে। এবমন্তঃ প্রবিন্যস্য মনসাতো বহির্ন্যসেৎ॥ বৈষ্ণবে তু।—একৈকবর্ণমুচ্চার্য্য মূলাধারাচ্ছিরোন্তকম্। নমোন্তমিতি বিন্যাস আন্তরঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ অথান্তর্মাতৃকান্যাসো মূলাধারে চতুর্দ্দলে। সুবর্ণাভে ব শ ষ স চতুর্ব্বর্ণ বিভূষিতে। ষড়্দলে বৈদ্যুতনিভে স্বাধিষ্ঠানে হনলত্বিষি। ব ভ মৈ র্য ব লৈ র্যুক্তে বর্ণৈঃ ষড়্ভিশ্চ সুব্রতে। মণিপূরে দশদলে নীলজীমূতসন্নিভে। ডাদিফান্তদলৈর্যুক্তে বিন্দুভাসিতমস্তকৈঃ। অনাহতে দ্বাদশারে প্রবালরুচিসন্নিভে। কাদিঠান্তদলৈর্যুক্তে যোগিনাং হৃদয়ঙ্গমে॥ বিশুদ্ধে ষোড়শদলে ধূম্রাভে স্বরভূষিতে। আজ্ঞাচক্রে তু চন্দ্রাভে দ্বিদলে হক্ষলাঞ্ছিতে॥ সহস্রারে হিমনিভে সর্ব্ববর্ণবিভূষিতে। অকথাদিত্রিরেখাত্ম হ ল ক্ষ ত্রয়ভূষিতে॥ তন্মধ্যে পরবিন্দুঞ্চ সৃষ্টিস্থিতি-

লয়াত্মকম্। এবং সমাহিতমনা ধ্যায়েন্ন্যাসোঽয়মান্তরঃ॥ বাহ্যমাতৃকান্যাসঃ। তস্যাঃ ধ্যানং যথা।—পঞ্চাশল্লিপিভি-বিভক্তমুখদোঃপন্মধ্যবক্ষঃস্থলাং ভাস্বন্মৌলিনিবদ্ধচন্দ্রশকলামাপী-নতুঙ্গস্তনীম্। মুদ্রামক্ষগুণং সুধাঢ্যকলসং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈ-র্বিভ্রাণাং বিষদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগ্দেবতামাশ্রয়ে॥ এবং ধ্যাত্বা ন্যসেৎ। তত্রাঙ্গুলিনিয়মস্তন্ত্রে।—ললাটে নাসিকামধ্যে বিন্যসে-ন্মুখপঙ্কজে। তর্জ্জনীমধ্যমানামা বৃদ্ধানামা চ নেত্রয়োঃ। বৃদ্ধাস্তু কর্ণয়োর্ন্যস্য কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠকৌ নসোঃ। মধ্যাস্তিস্রো গণ্ডয়োশ্চ মধ্যমাঞ্চোষ্ঠয়োর্ন্যসেৎ। অনামাং দন্তয়োর্ন্যস্য মধ্যমামুত্তমাঙ্গকে। মুখেঽনামাং মধ্যমাঞ্চ হস্তপাদেষু পার্শ্বয়োঃ। কনিষ্ঠানামিকাম-ধ্যাস্তাস্তু পৃষ্ঠে চ বিন্যসেৎ। তাঃ সাঙ্গুষ্ঠা নাভিদেশে সর্ব্বাঃ কুক্ষৌ চ বিন্যসেৎ। হৃদয়ে চ তলং সর্ব্বমংশয়োশ্চ ককুংস্থলে। হৃৎ-পূর্ব্বং হস্তপৎকুক্ষিমুখেষু তলমেব চ। এতাস্তু মাতৃকামুদ্রাঃ ক্রমেণ পরিকীর্ত্তিতাঃ। অজ্ঞাত্বা বিন্যসেদ্যস্তু ন্যাসঃ স্যাত্তস্য নিষ্ফলঃ॥ স্থাননিয়মঃ গৌতমীয়ে।—ললাটমুখবৃত্তাক্ষিশ্রুতিঘ্রাণেষু গণ্ডয়োঃ। ওষ্ঠদন্তোত্তমাঙ্গাস্যদোঃপৎসন্ধ্যগ্রকেষু চ। পার্শ্বয়োঃ পৃষ্ঠতো নাভৌ জঠরে হৃদয়েঽংসকে। ককুদ্যংশে চ হৃৎপূর্ব্বং পাণিপাদযুগে তথা। জঠরাননয়োর্ন্যস্যেন্মাতৃবর্ণান্ যথাক্রমাৎ॥ তদ্যথা। অং নমো ললাটে। আং নমো মুখবৃত্তে। ইং ঈং চক্ষুষোঃ। উং ঊং কর্ণয়োঃ। ঋং ৠং নসোঃ। ঌং ৡং গণ্ডয়োঃ। এং ওষ্ঠে। ঐং অধরে। ওং ঊর্দ্ধদন্তে। ঔং অধোদন্তে। অং ব্রহ্মরন্ধ্রে। অঃ মুখে। কং দক্ষবাহুমূলে। খং কূর্পরে। গং মণিবন্ধে। ঘং অঙ্গুলিমূলে। ঙং অঙ্গুল্যগ্রে। এবং চং ৫ বামবাহুমূলস-ন্ধ্যগ্রকেষু। এবং টং ৫ দক্ষিণপাদমূলসন্ধ্যগ্রকেষু। তং ৫ বাম-

পাদমূলসন্ধ্যগ্রকেষু। পং দক্ষিণপার্শ্বে। ফং বামবার্শ্বে। বং পৃষ্ঠে। ভং নাভৌ। মং উদরে। যং হৃদি। রং দক্ষিণবাহুমূলে। লং ককুদি। বং বামবাহুমূলে। শং হৃদাদিদক্ষিণহস্তে। ষং হৃদাদিবামহস্তে। সং হৃদাদিদক্ষপদে। হং হৃদাদিবামপদে। লং হৃদাহ্যদরে। ক্ষং হৃদাদিমুখে। সর্ব্বত্র নমোন্তেন ন্যসেৎ। তথাচ। ওমাদ্যন্তো নমোন্তো বা সবিন্দুর্বিন্দুবর্জ্জিতঃ। পঞ্চাশদ্বর্ণ-বিন্যাসঃ ক্রমাদুক্তো মনীষিভিঃ॥ ইতি ভট্টঃ॥ অথ সংহার-মাতৃকান্যাসঃ।—তস্যা ধ্যানং যথা। অক্ষস্রজং হরিণপোতমুদগ্র টঙ্কবিদ্যাং করৈরবিরতং দধতীং ত্রিনেত্রাং। অর্দ্ধেন্দুমৌলিমরু-ণামরবিন্দরামাং বর্ণেশ্বরীং প্রণমতস্তনভারনম্রাম্॥ ন্যাসস্তু ক্ষকারাদ্যকারান্তঃ। যথা।—ক্ষং নমো হৃদাদিমুখে ইত্যাদি॥ অপরঞ্চ। চতুর্ধা মাতৃকা প্রোক্তা কেবলা বিন্দুসংযুতা। সবিসর্গা সোভয়া চ রহস্যং শৃণু কথ্যতে। বিদ্যাকরী কেবলা চ সোভয়া ভক্তিদায়িনী। পুত্রদা সবিসর্গা তু সবিন্দুর্বিত্তদায়িনী॥ বিশুদ্ধেশ্বরে।—বাগ্‌ভবাদ্যা চ বাক্সিদ্ধ্যৈ রমাদ্যা শ্রীপ্রবৃদ্ধয়ে। হৃল্লেখাদ্যা সর্ব্বসিদ্ধ্যৈ কামাদ্যা লোকবশ্যদা। শ্রীকাণ্ঠদ্যানিমান্ ন্যস্য সর্ব্বমন্ত্রঃ প্রসীদতি॥ শ্রীবিদ্যাবিষয়ে নবরত্নেশ্বরে। বাগ্‌ভ-বাদ্যা নমোন্তাশ্চ ন্যস্তব্যা মাতৃকাক্ষরাঃ। শ্রীবিদ্যাবিষয়ে মন্ত্রী বাগ্‌ভবাদ্যষ্টসিদ্ধয়ে॥ জামলে।—ভূতশুদ্ধিলিপিন্যাসৌ বিনা যস্তু প্রপূজয়েৎ। বিপরীতফলং দদ্যাদভক্ত্যা পূজনং যথা। সামান্যন্যাসে অঙ্গুলিনিয়মো গৌতমীয়ে।—মনসা বিন্যসে-ন্ন্যাসান্ পুষ্পেণৈবাথ বা মুনে। অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাং বা চান্যথা বিফলং ভবেৎ॥ বিশেষন্যাসে তু নায়ং নিয়মঃ॥ অথ পীঠ-ন্যাসঃ। ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ ওঁ প্রকৃতয়ে নমঃ ওঁ কূর্ম্মায়

নম ওঁ অনন্তায় নমঃ ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ ওঁ ক্ষীরসমুদ্রায় নমঃ ওঁ শ্বেতদ্বীপায় নমঃ এবং মণিমণ্ডপায় কল্পবৃক্ষায় মণিবেদিকায়ৈ রত্নসিংহাসনায় এতৎ সর্ব্বত্ত হৃদি। ততো দক্ষিণস্কন্ধে ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ বামস্কন্ধে ওঁ জ্ঞানায় নমঃ। এবং বামোরৌ বৈরাগ্যায়। দক্ষিণোরৌ ঐশ্বর্য্যায়। মুখে অধর্ম্মায়। বামপার্শ্বে অজ্ঞানায়। নাভৌ অবৈরাগ্যায়। দক্ষিণপার্শ্বে অনৈশ্বর্য্যায়। সর্ব্বত্র প্রণবাদিনমোন্তেন ন্যসেৎ। তথাচ সারদীয়াং।—অংশোরুযুগ্ময়োর্ব্বিদ্বান্ প্রাদক্ষিণ্যেন সাধকঃ। ধর্ম্মং জ্ঞানঞ্চ বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যং ক্রমশঃ সুধীঃ॥ মুখপার্শ্ব-নাভিপার্শ্বেস্বধর্ম্মাদীন্ প্রকল্পয়েৎ। পুনর্হৃদি। ওঁ অনন্তায় নমঃ। এবং পদ্মায় নমঃ। অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ। উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ। ইতি। ঋষিচ্ছন্দোঽ-পরিজ্ঞানান্ন মন্ত্রফলভাগ্‌ভবেৎ॥ দৌর্ব্বল্যং যাতি মন্ত্রাণাং বিনি-য়োগমজানতাম্। তন্ত্রান্তরে।—ঋষিং ন্যসেন্মূর্দ্ধ্নি দেশে ছন্দস্তু মুখপঙ্কজে। দেবতাং হৃদয়ে চৈব বীজন্তু গুহ্যদেশকে। শক্তিঞ্চ পাদয়োশ্চৈব সর্ব্বাঙ্গে কীলকং ন্যসেৎ॥ অথাঙ্গন্যাসঃ। তত্রাঙ্গুলিনিয়মঃ। ত্রিদ্ব্যেকদশকদ্বিত্রিসংখ্যয়া শৈলসম্ভবে। অঙ্গুলীনামিতি বচনাৎ॥ ইতি সর্ব্বসাধারণম্॥ জামলে। হৃদয়ং মধ্যমানামাতর্জ্জনীভিঃ স্মৃতং শিরঃ। মধ্যমাতর্জ্জনীভ্যাং স্যাদঙ্গুষ্ঠেন শিখা স্মৃতা॥ দশভিঃ কবচং প্রোক্তং তিসৃভি-র্নেত্রমীরিতম্। প্রোক্তাঙ্গুলীভ্যামস্ত্রং স্যাদঙ্গক্লৃপ্তিরিয়ং মতা॥ তিসৃভিস্তর্জ্জনীমধ্যমানামাভিঃ॥ তর্জ্জনীমধ্যমানামা প্রোক্তা নেত্রত্রয়ে ক্রমাৎ। যদি নেত্রদ্বয়ং প্রোক্তং তদা তর্জ্জনীমধ্যমে। ইতি ভট্টধৃতবচনাৎ॥ হৃদয়াদিষু বিন্যসেদঙ্গমন্ত্রাংস্ততঃ সুধীঃ। হৃদয়ায় নমঃ পূর্ব্বং শিরসে বহ্নিবল্লভা॥ শিখায়ৈ বষড়িত্যুক্ত

কবচায় হুমীরিতম্। নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ স্যাদস্ত্রায় ফড়িতি ক্রমাৎ॥ ষড়ঙ্গমন্ত্রানিত্যুক্তান্ ষড়ঙ্গেষু নিযোজয়েৎ। পঞ্চাঙ্গানি মনোর্যত্র তত্র নেত্রমনুং ত্যজেৎ॥ ইতি সারদাবচনং॥ বৈষ্ণবে তু। অনঙ্গুষ্ঠা ঋজবো হস্তশাখা ভবেন্মুদ্রা হৃদয়ে শীর্ষকে চ। অধোঙ্গুষ্ঠা খলু মুষ্টিঃ শিখায়াং করদ্বন্দ্বাঙ্গুলয়ো বর্ম্মণি স্যুঃ॥ নারাচমুষ্ট্যু-দ্ধৃতবাহুযুগ্মকাঙ্গুষ্ঠতর্জ্জন্যাদিতো ধ্বনিস্তু। বিশ্বগ্বিশক্তা কথিতাস্ত্র-মুদ্রা যত্রাক্ষিণী তর্জ্জনীমধ্যমে চ। সারদায়াং।—ন্যাসক্রমেণ দেহেষু ধর্ম্মাদীন্ পূজয়েত্ততঃ। পুষ্পাদ্যৈঃ পীঠমন্বন্তং তস্মিংশ্চ পরদেবতাং। ইতি দর্শনাৎ শরীরে পীঠপূজা॥ অঙ্গহীনস্য মন্ত্রস্য স্বৈনৈবাঙ্গানি কল্পয়েৎ। তথা ব্রহ্মজামলে।—স্বনামাদ্য-ক্ষরং বীজং সর্ব্বেষামভিধীয়তে॥ অথ ব্যাপকন্যাসঃ। নবধা সপ্তধা বাপি মূলেন পঞ্চধা ত্রিধেতি ভৈরবতন্ত্রবচনাৎ। নবধা করণে শিরস্তঃ পাদান্তং পাদতঃ শিরোঽন্তম্। এবং চতুর্ধা সপ্তধা করণে তাদৃশং ত্রিধা। পঞ্চধা করণে তাদৃশং দ্বিধা। ত্রিধা করণেপি তাদৃশমেকধা। হৃদাদিমুখান্তস্তু শেষে একধা সর্ব্বত্রৈব। শতধা করণে তু তাদৃশং পঞ্চাশদ্বারং হৃদাদিমুখান্তং নাস্তীতি ব্যাপকন্যাসঃ। ইত্যাগমতত্ত্ববিলাসঃ॥ নিত্যং ন্যাসকরণ-ফলং যথা—আগমোক্তেন বিধিনা নিত্যং ন্যাসং করোতি যঃ। দেবতাভাবমাপ্নোতি মন্ত্রসিদ্ধিঃ প্রজায়তে। যো ন্যাসকবচচ্ছন্না মন্ত্রং জপতি তং প্রিয়ে। বিঘ্না দৃষ্ট্বা পলায়ন্তে সিংহং দৃষ্ট্বা যথা গজাঃ॥ ন্যাসাকরণে দোষো যথা।—অকৃত্বা ন্যাসজালং যো মূঢ়ত্বাৎ প্রজপেন্মনুম্। সর্ব্ববিঘ্নৈঃ স বাধ্যঃ স্যাদ্ব্যাঘ্রৈর্ম্মৃগশিশু-র্যথা॥ ইতি তন্ত্রসারঃ॥ এতে ন্যাসাঃ সামান্যপূজাপ্রকর-ণোক্তাঃ। অন্যে চ দেবতাবিশেষে বহবঃ সন্তি। বাহুল্যভিয়া

তেষাং প্রমাণাদিকমলিখিত্বা কেবলং নামানি লিখ্যন্তে। তত্র বিষ্ণুবিষয়ে কেশবকীর্ত্ত্যাদি ১ মূর্ত্তিপঞ্জর ২ তত্ত্ব ৩ ভূতিপঞ্জর ৪ দশাঙ্গ ৫ পঞ্চাঙ্গ ৬ ন্যাসাঃ। শিববিষয়ে শ্রীকণ্ঠাদি ১ ঈশানাদিপঞ্চমূর্ত্তি ২ মন্ত্র ৩ মূর্ত্তি ৪ গোলক ৫ সুভগাদি ৬ ভূষণ ৭ ন্যাসাঃ। অন্নপূর্ণাবিষয়ে পদন্যাসঃ ১। শ্রীবিদ্যাবিষয়ে বশিন্যাদি ১ নবযোন্যাত্মক ২ পীঠ ৩ তত্ত্ব ৪ পঞ্চদশী ৪ ষোড়শী ৬ সংহার ৭ স্থিতি ৮ সৃষ্টি ৯ নাদ ১০ ষোঢ়া ১১ গণেশ ১২ গ্রহ ১৩ নক্ষত্র ১৪ যোগিন ১৫ রাশি ১৬ ত্রিপুরা ১৭ ষোড়শনিত্য ১৮ কামরতি ১৯ সৃষ্টিস্থিতি ২০ প্রকটযোগিনী ২১ আয়ুধ ২২ ন্যাসাঃ। তারাবিষয়ে রুদ্র ১ গ্রহ ২ লোকপাল ৩ ন্যাসাঃ। এতেষাং প্রমাণানি তন্ত্রসারাদৌ জ্ঞেয়ানি॥ ততো দেবতানাং যথাবিধি ধ্যানং কৃত্বা স্বশিরসি পুষ্পং দত্ত্বা মানসোপচারৈঃ সম্পূজ্য বিশেষার্ঘ্যং কুর্য্যাৎ যথা।—স্ববামে ত্রিকোণমণ্ডলং কৃত্বা তত্র ত্রিপদিকামারোপ্য অস্ত্রেণ শঙ্খং প্রক্ষাল্য তদুপরি সংস্থাপ্য নম ইতি মন্ত্রেণ গন্ধপুষ্পাক্ষতদূর্ব্বাদি তত্র নিঃক্ষিপ্য বিলোমমাতৃকয়া মূলেন চ পূরয়েৎ। ততস্ত্রিপদিকায়াং বহ্নিমণ্ডলপূজা, জলে সোমমণ্ডলপূজা, ততো গঙ্গে চ ইত্যাদিমন্ত্রেণাঙ্কুশমুদ্রয়া সূর্য্যমণ্ডলাত্তীর্থমাবাহ্য মূলমন্ত্রেণ স্বহৃদয়াদ্দেবতাং তত্রাবাহ্য কূর্চ্চমন্ত্রেণাবগুণ্ঠ্যাস্ত্রমন্ত্রেণ গালিনীমুদ্রাং প্রদর্শ্য মূলেন তজ্জলং বীক্ষ্য অস্ত্রমন্ত্রৈঃ সকলীকৃত্য গন্ধপুষ্পাভ্যাং দেবতাং সম্পূজ্য তদুপরি মৎস্যমুদ্রয়াচ্ছাদ্য মূলমন্ত্রমষ্টধা জপ্ত্বা ধেনুমুদ্রাং প্রদর্শ্যাস্ত্রেণ সংরক্ষ্য তস্মাৎ কিঞ্চিৎ জলং প্রোক্ষণীপাত্রে নিঃক্ষিপেৎ। ইতি তন্ত্রসারঃ॥

অথ পীঠপূজা।—পীঠন্যাসক্রমেণ পীঠপূজাং কুর্য্যাৎ। ততঃ পুনর্ধ্যাত্বা ঘটাদৌ পুষ্পং দত্ত্বা দেবং দেবীং বা আবাহ্য ষোড়শোপ-

চারপঞ্চপোচারাদিভির্বা যথাশক্তি দেবং দেবীং বা পূজয়েৎ। ততো আবরণদেবতাপূজাং কৃত্বা অর্ঘ্যসহিতোদকমাদায় ওঁ ইতঃপূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্ত্যবস্থাসু কর্ম্মণা মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎ কৃতং তৎ সর্ব্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু স্বাহা। মাং মদীয়ং সকলং সম্যক্ শ্রীঅমুকদেবতায়ৈ সমর্পিতং। ওঁ তৎ সৎ। ইত্যাত্মানং সমর্পয়েৎ। ততঃ সমাপ্যার্ঘ্যং জয় জয়েত্যুক্ত্বা পাদপদ্মে দদ্যাৎ। প্রাণায়ামং কৃত্বা শান্তিং কুর্য্যাৎ। তত্র মন্ত্রো যথা।—ওঁ উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে দেবা যজন্তস্তেমহে উপপ্রয়ান্তু মরুতঃ স্বদানব ইন্দ্র প্রাশুর্ভবাসচা॥ ওঁ সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ। বাসুদেবো জগন্নাথস্তথা সঙ্কর্ষণঃ প্রভুঃ॥ প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ ভবন্তু বিজয়ায় তে। আখণ্ডলোঽগ্নির্ভগবান্ যমো বৈ নির্ঋতিস্তথা। বরুণঃ পবনশ্চৈব ধনাধ্যক্ষস্তথা শিবঃ॥ ব্রহ্মণা সহিতঃ শেষো দিক্‌পালাঃ পান্তু তে সদা॥ কীর্ত্তির্লক্ষ্মীর্ধৃতির্ম্মেধা পুষ্টিঃ শ্রদ্ধা ক্ষমা মতিঃ। বুদ্ধির্লজ্জা বপুঃ শান্তিস্তুষ্টিঃ কান্তিশ্চ মাতরঃ॥ এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ধর্ম্মপত্ন্যঃ সুসংযুতাঃ। আদিত্যশ্চন্দ্রমা ভৌমো বুধজীবসিতার্কজাঃ। গ্রহাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু রাহুঃ কেতুশ্চ তর্পিতাঃ॥ ঋষয়ো মুনয়ো গাবো দেবমাতর এব চ। দেবপত্ন্যোঽধ্বরা নাগা দৈত্যাশ্চাপ্সরসাং গণাঃ। অস্ত্রাণি সর্ব্বশস্ত্রাণি রাজানো বাহনানি চ। ঔষধানি চ রত্নানি কালস্যাবয়বাশ্চ যে। সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাস্তীর্থানি জলদা হ্রদাঃ। দেবদানবগন্ধর্ব্বা যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ। এতে ত্বামভিষিঞ্চন্তু ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে॥ ইতি সাধারণবৃহন্নন্দিকেশ্বরপুরাণোক্তশান্তিমন্ত্রাঃ॥ বিশেষশান্তিমন্ত্রো যথা।—ঋগ্বেদীনাং। ওঁ সন্দণী

পাবয়ন্তে তন্মুঞ্চয়ন্তি বচো যথা। আভ্যাবন্তং যমাবন্তং যত্র বেদমিতি ব্রুবন্। বায়াকেতুং পুরস্পৃহং ভারতী ব্রহ্মবর্দ্ধিনী। সঞ্জ-মানামভিহিতো যত্র বেদমিতি ব্রুবন্। ইন্দ্রস্থং কিং বিভুং প্রভুং ভানুনায়ং সরস্বতীং। তেন সূর্য্যমরোচয়ৎ যেনোমে রোদসি উভে যুষস্বাগ্নে আঙ্গীরসঃ কান্নং মেদ্যাতিথি মাত্মা সোমস্য ববৃহৎ শোতস্থ্যর্মধূমোত্তমঃ। যুষস্বাগ্নে অঙ্গিরসঃ শোতস্থ্যর্দেবরীতমঃ আশান্ত মাসান্তজাভিঃ শান্তে স্বস্তিমকুর্ব্বতঃ শন্নঃ কনিক্রদন্দেব পর্য্যন্যোঽভিবর্ষতু ওষধয়ঃ প্রদীপন্তাং শন্নো দ্যাবা পৃথিবী সংপ্রজাভ্যঃ শন্নোঽস্তু দ্বিপদেশঞ্চতুষ্পদে। ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যোঽরিষ্টনেমি স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু॥ যজুষাং।—ওঁ ঋচং বাচং প্রপদ্যে মনোযজুঃ প্রপদ্যে সামপ্রাণং প্রপদ্যে চক্ষুঃ শ্রোত্রং প্রপদ্যে বাগোষঃ সহজো ময়ি প্রাণাপানয়োর্যন্মে ছিদ্রং চক্ষুষো হৃদস্য বাতিতীর্ণং বৃহস্পতির্মেত দধাতু শন্নো ভবতু ভুবনস্যয়স্পতি। ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্র ইত্যাদি॥ সাম-গানাং।—কয়ানশ্চিত্রেত্যস্য মহাবামদেব্যঋষির্বিরাড়্ গায়ত্রী-চ্ছন্দ ইন্দ্রো দেবতা শান্তিকর্ম্মণি বিনিয়োগঃ। ওঁ কয়ানশ্চিত্রা আভূব দূতী সদাবৃধঃ সখাকয়া স্বচিষ্টয়াবৃতা ওঁ কস্থা সত্যো মদানাং মংহিষ্টো মৎসদন্ধস দৃঢ়াচি দারুজেবসু। ওঁ অভীষুণঃ সখীনামবিতা জরিত্রীণাং সতান্তবাঃ স্যূতয়ে। ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্র ইত্যাদি॥ ততো দক্ষিণান্তং কুর্য্যাৎ যথা।—ওঁ বিষ্ণুর্নমোদ্য অমুকে মাস্যমুকে পক্ষে অমুকতিথাবমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা পরার্থে অমুকগোত্রস্যামুকদেবর্ম্মণঃ কৃতৈতৎ অমুকপূজাকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং তন্মূল্যং বা যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে

ব্রাহ্মণায়াহং দদে। পরার্থে দদানীতি। কৃতৈতৎ অমুকপূজাকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু। বিষ্ণুঃ ওঁ তৎ সৎ ওঁ অদ্যামুকে মাস্যমুকে পক্ষেঽমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ অমুকদেবশর্ম্মা কৃতেঽস্মিন্ অমুকপূজাকর্ম্মণি যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় শ্রীবিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে। ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমঃ পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততং॥

ইতি সাধারণপূজাপদ্ধতিঃ।

প্রচলিত ব্রত।

(বৈশাখকৃত্য।)

ক্ষীর প্রতিপদব্রত।—বৈশাখ মাসের শুক্লা প্রতিপত্তিথিতে এই ব্রত করণীয়। এই ব্রতের উদ্দেশ্য ব্রাহ্মণপূজন। পূর্ণ একবর্ষ পর্য্যন্ত প্রতিমাসের শুক্লা প্রতিপত্তিথিতে ব্রাহ্মণকে ক্ষীর ভোজন করাইতে হয়। স্ত্রীজাতিরা বিশেষতঃ নিকৃষ্টজাতীয়া রমণীরা উৎকর্ষলাভার্থ এই ব্রতের অনুষ্ঠান করে।

অক্ষয়তৃতীয়াব্রত।—বৈশাখশুক্লা তৃতীয়াতে করণীয়। উপলক্ষ্য দেবতা বিষ্ণু। জম্বু, ত্রৈলিঙ্গ, মহারাষ্ট্র ও গুজরাটবাসীরা এই দিনে ত্রেতাযুগের উৎপত্তি ও পরশুরামের জন্মতিথি বলিয়া ভৃগুরামের উদ্দেশে অর্ঘ্য দিয়া থাকেন। অস্মদ্দেশে ও মিথিলায় সংস্কার এই যে, এই দিনে সত্যযুগের উৎপত্তি, হিমগিরিতে সুরগঙ্গার পতন ও বিষ্ণু কর্তৃক যব সৃজন হয় ; এই জন্য আমাদিগের দেশে ঐ দিনে ব্রাহ্মণকে যব ভোজন করাইয়া থাকে এবং যবশ্রাদ্ধ ও পার্ব্বণশ্রাদ্ধও অনুষ্ঠিত হয়। কর্ণাটবাসীরা এই পর্ব্বকে "বলরামজয়ন্তী" বলেন এবং বলরামের পূজা করিয়া থাকেন।

জহ্নুসপ্তমী ব্রত।—বৈশাখ-শুক্লাসপ্তমীতে করণীয়। ইহার উপলক্ষ্য দেবতা গঙ্গা। নেপাল ও কাশ্মীর ব্যতীত ভারতের সর্ব্বত্র এই ব্রত চলিত।

সীতানবমী ব্রত।—বৈশাখশুক্লা নবমীতে করণীয়। এই দিনে সীতার জন্ম হয়, এই হেতু তদুদ্দেশে ব্রত ও তাঁহার পূজা কর্ত্তব্য।

পিপীতকী ব্রত।—বৈশাখ শুক্লা দ্বাদশীতে করণীয়। ইহার উপলক্ষ্য দেবতা বিষ্ণু। চারি বৎসরে এই ব্রত সংপূর্ণ হয়। তৃষ্ণারহিত ও ধনধান্য-পুত্রাদিবান্ হইয়া বিষ্ণুলোকগমনকামনায় এই ব্রত করিবে।

বৈষ্ণবী দ্বাদশী।—এই ব্রতও দ্বাদশীতে কর্ত্তব্য। উপলক্ষ্য দেবতা বিষ্ণু।

রুক্মিণী ব্রত।—উক্ত দিনেই করণীয়। উপলক্ষ্য দেবতা বিষ্ণু।

নৃসিংহচতুর্দ্দশী।—বৈশাখ-শুক্লাচতুর্দ্দশীতে করণীয়। উপলক্ষ্য দেবতা নৃসিংহরূপী বিষ্ণু। মিথিলা, দ্রাবিড় ও নেপাল ব্যতীত ভারতের সর্ব্বত্র প্রচলিত।

ত্রিলোচনাষ্টমী।—বৈশাখকৃষ্ণাষ্টমীতে করণীয়। উপলক্ষ্য দেবতা শিব। মহারাষ্ট্রবাসীরা ইহাকে শীতলাষ্টমী বলিয়া শীতলার পূজা এবং গুজরাটবাসীরা কালাষ্টমী বলিয়া শিবের অর্চ্চনা করেন।

(জ্যৈষ্ঠকৃত্য।)

রম্ভাতৃতীয়া।—জ্যৈষ্ঠা শুক্লা তৃতীয়াতে করণীয়। উপলক্ষ্য দেবতা হরগৌরী।

উমাচতুর্থী।—শুক্লাচতুর্থীতে করণীয়। উপাস্য দেবতা উমা।

আরণ্যষষ্ঠী।—শুক্লাষষ্ঠীতে করণীয়। উপাস্য দেবতা ষষ্ঠী। উৎকলদেশে এই ষষ্ঠীকে শীতলষষ্ঠী কহে। অস্মদ্দেশে এই দিনে জামাতার আদর প্রসিদ্ধ।

নির্জ্জলৈকাদশীব্রত।—শুক্লা একাদশীতে করণীয়। উপাস্য দেবতা বিষ্ণু।

চম্পকচতুর্দ্দশী ব্রত।—শুক্লাচতুর্দ্দশীতে করণীয়; উপাস্য দেবতা শিব।

মঙ্গলচণ্ডিকাব্রত।—শুক্লা অষ্টমী বা নবমীতে করণীয়। উপাস্য দেবতা চণ্ডী।

বটসাবিত্রী।—জ্যৈষ্ঠ্যপূর্ণিমায় করণীয়। উপাস্য দেবতা সাবিত্রী সত্যবান। এ ব্রত কেবল গুজরাট, কর্ণাট, দ্রাবিড় ও মহরাষ্ট্র দেশে প্রচলিত।

(আষাঢ়কৃত্য।)

মনোরথদ্বিতীয়া ব্রত।—আষাঢ়-শুক্লা দ্বিতীয়াতে করণীয়। উপাস্য দেবতা বিষ্ণু ও চন্দ্র।

আশা দশমী।—শুক্লাদশমীতে করণীয়। উপাস্য দেবতা আশাদেবী। দময়ন্তী নল রাজাকে পুনরায় পাইবার জন্য এই ব্রত করিয়াছিলেন। এ ব্রত কেবলমাত্র দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত।

শয়নৈকাদশী।—শুক্লৈকাদশীতে করণীয়। উপাস্য দেবতা বিষ্ণু।

গোপদ্ম ব্রত।—উক্ত দিনে করণীয়। উপাস্য দেবতা বিষ্ণু। ত্রৈলিঙ্গ, কর্ণাট ও দ্রাবিড়ে এই ব্রত প্রচলিত।

কোকিলাব্রত।—উক্ত দিনে করণীয়। উপাস্য দেবতা গৌরী। কেবলমাত্র মহারাষ্ট্র দেশে প্রচলিত।

চাতুর্ম্মাস্য ব্রত।—শুক্লাদ্বাদশীতে আরম্ভ করিয়া কার্ত্তিকের দ্বাদশীতে সমাপন করিবে। উপাস্য দেবতা বিষ্ণু।

(শ্রাবণকৃত্য।)

নাগপঞ্চমী।—শ্রাবণ-শুক্লাপঞ্চমীতে কর্ত্তব্য। উপাস্য দেবতা মনসা।

অশূন্যশয়ন ব্রত।—কৃষ্ণাদ্বিতীয়ায় করণীয়। উপাস্য দেবতা বিষ্ণু। মহারাষ্ট্র, ত্রৈলিঙ্গ ও দ্রাবিড় দেশে এই ব্রত ভাদ্রকৃষ্ণাদ্বিতীয়ায় হইয়া থাকে।

জন্মাষ্টমীব্রত।—শ্রাবণের কৃষ্ণাষ্টমীতে কর্ত্তব্য। উপাস্য দেবতা শ্রীকৃষ্ণ এবং তদাবরণদেবসমূহ।

অঘোর চতুর্দ্দশী।—কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে করণীয়। উপাস্য দেবতা মহাদেব।

ভদ্রকালী চতুর্দ্দশী।—উক্ত দিনে করণীয়। উপাস্য দেবতা কালী। কেবল কাশ্মীর ও জম্বুতে এই ব্রত চলিত।

মহাভৈরবচতুর্দ্দশী।—উক্ত দিনে কর্ত্তব্য। উপাস্য দেবতা মহাভৈরব। কেবলমাত্র মিথিলা প্রদেশে প্রচলিত।

অলোকামাবস্যা।—শ্রাবাণর অমাবস্যায় (কোন কোন মতে গৌণভাদ্রীয় অমাবস্যায়) করণীয়। উপাস্য দেবতা লক্ষ্মী নারায়ণ।

(ভাদ্রকৃত্য।)

হরিতালিকা ব্রত।—ভাদ্রশুক্লাতৃতীয়াতে করণীয়। উপাস্য দেবতা ভবানী ও শঙ্কর। মহারাষ্ট্রদেশে ইহার নাম বরাহজয়ন্তী এবং উৎকলে ইহাকে গৌরীব্রত কহে।

শিবচতুর্থীব্রত।—শুক্লচতুর্থীতে করণীয়। উপাস্য দেবতা শিব ও শিবানী। *

ঋষিপঞ্চমী।—শুক্লাপঞ্চমীতে করণীয়। উপাস্য দেবতা সপ্তর্ষি।

চপেটাষষ্ঠী।—শুক্লাষষ্ঠীতে করণীয়। উপাস্য দেবতা ষষ্ঠী।

কুক্কুটী বা ললিতা সপ্তমী।—শুক্লা সপ্তমীতে করণীয়। উপাস্য দেবতা দুর্গা ও শিব।

গৌরীব্রত।—কেবলমাত্র ঐ দিনে গৌরীর উদ্দেশে মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে প্রচলিত। দাক্ষিণাত্যে ঐ দিনে অনন্তফলসপ্তমী, ও অচলাসপ্তমী নামে ব্রত হয়। দেবকী মৃতবৎসা-দোষ-শান্ত্যর্থ ঐ দিনে অমুক্তাভরণ নামক ব্রত করিয়াছিলেন।

দূর্ব্বাষ্টমী।—ভাদ্রশুক্লাষ্টমীতে করণীয়। উপাস্য দেবতা লক্ষ্মী নারায়ণ ও দূর্ব্বা।

রাধাষ্টমী। ঐ দিনে করণীয়। উপাস্য দেবতা রাধা।

তালনবমী—শুক্লানবমীতে করণীয়। উপাস্য দেবতা লক্ষ্মী ও নারায়ণ।

দশাবতাব ব্রত।—শুক্লা দশমীতে করণীয়। উপাস্য দেবতা দশাবতার।

পার্শ্বপরিবর্ত্তন ব্রত। শুক্লা একাদশীতে কর্ত্তব্য। উপাস্য দেবতা বিষ্ণু।

শ্রবণাদ্বাদশী। শুক্লাদ্বাদশীতে করণীয়। উপাস্য দেবতা বিষ্ণু।

---

* ভাদ্র মাসের এই চতুর্থী ও তৎপরবর্ত্তী চতুর্থীর নাম নষ্ট-চন্দ্র। ঐ দিনে চন্দ্রদর্শন নিষিদ্ধ।

বামনব্রত।—শুক্লাদ্বাদশীতে করণীয়। উপাস্য দেবতা বামনদেব।

অনন্ত।—শুক্লাচতুর্দ্দশীতে করণীয়। উপাস্য দেবতা অনন্ত-দেব বিষ্ণু।

উমামহেশ্বর ব্রত।—পূর্ণিমাতে করণীয়। উপাস্য দেবতা শিব-গৌরী।

জিতাষ্টমী।—(গৌণ আশ্বিন কৃষ্ণাষ্টমীতে করণীয়।) উপাস্য দেব জীমূতবাহন।

(আশ্বিনকৃত্য।)

মানচতুর্থী।—শুক্লাচতুর্থীতে করণীয়। উপাস্য দেবতা গৌরী ও শিব।

উপাঙ্গললিতাব্রত।—শুক্লাপঞ্চমীতে করণীয়। উপাস্য দেবতা ললিতা দেবী।

দুর্গাব্রত।—শুক্লাষ্টমীতে করণীয়। উপাস্য দেবতা দুর্গা।

বীরাষ্টমী।—উক্ত দিনেই করণীয়। উপাস্য দেবতা দুর্গা।

কোজাগরব্রত।—পূর্ণিমায় করণীয়। উপাস্য দেবতা লক্ষ্মী।

ভূতচতুর্দ্দশী।—কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে করণীয়। উপাস্য দেব চতুর্দ্দশ যম।

(কার্ত্তিককৃত্য।)

উত্থানৈকাদশী ব্রত।—কার্ত্তিক-শুক্লা একাদশীতে কর্ত্তব্য। উপাস্য দেব বিষ্ণু।

ভীষ্মপঞ্চক।—উক্তদিনে করণীয়। উপাস্য দেবতা বিষ্ণু।

বকপঞ্চক।—উক্ত দিনেই করণীয়। উপাস্য দেবতা বিষ্ণু।

দূতপ্রতিপদ।—শুক্লা তৃতীয়াতে করণীয়। উপলক্ষ্য বলিরাজ।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ব্রত। শুক্লা দ্বিতীয়াতে করণীয়। উপাস্য দেবতা যম, যমুনা ও চিত্রগুপ্ত।

গোষ্ঠাষ্টমী।—শুক্লাষ্টমীতে করণীয়। উপাস্যা ধেনু।

দুর্গানবমী ও পিষ্টান্ন ব্রত।—শুক্লা নবমীতে কর্ত্তব্য। উপাস্য দেবতা জগদ্ধাত্রী।

অক্ষয়া নবমী।—ঐ দিনে জগদ্ধাত্রীর উদ্দেশেই করণীয়।

পাষাণচতুর্দ্দশী।—শুক্লা চতুর্দ্দশীতে করণীয়। উপাস্য দেবতা গৌরী।

রাসপূর্ণিমা ব্রত।—পূর্ণিমাতে কর্ত্তব্য। উপাস্য দেব বিষ্ণু।

ধাত্রীব্রত।—উক্ত দিনেই করণীয়।

কার্ত্তিকেয়ব্রত।—কার্ত্তিক সংক্রান্তিতে করণীয়। উপাস্য দেবতা কার্ত্তিকেয়।

(অগ্রহায়ণকৃত্য।)

সর্ব্বজয়া ব্রত।—বিষ্ণুপদীসংক্রান্তিতে আরম্ভ করিতে হয়। উপাস্য দেবতা হরগৌরী।

উমামহেশ্বর ব্রত।—চতুর্দ্দশীতে করণীয়। উপাস্য দেবতা উমা ও শিব।

গুহষষ্ঠী।—শুক্লাষষ্ঠীতে কর্ত্তব্য। উপাস্য দেবতা কার্ত্তিকেয়।

চিত্রভানুব্রত।—শুক্লাসপ্তমীতে করণীয়। উপাস্য দেবতা অগ্নি চন্দ্র ও সূর্য্য।

শৈলব্রত সারস্বত ব্রত ও মুনিব্রত।—ঐ দিনে করণীয়। উপাস্য শৈল, নদী বা মুনি।

বায়ুব্রত।—ঐ দিনে করণীয়। উপাস্য বায়ু।

স্বগতিব্রত।—ঐ দিনে করণীয়। উপাস্য দেব ইন্দ্র।

সপ্তমীলোক ব্রত।—ঐ দিনে করণীয়। উপাস্য সপ্তলোক।

ভাস্করব্রত।—ঐ দিনে কর্ত্তব্য। উপাস্য সূর্য্য।

পাষাণ চতুর্দ্দশী ব্রত।—শুক্লা চতুর্দ্দশী গৌরীর উদ্দেশে প্রচলিত।

অখণ্ডদ্বাদশীব্রত।—শুক্লাদ্বাদশীতে করণীয়। উপাস্য বিষ্ণু।

অন্নপূর্ণাষ্টমীব্রত।—শুক্লাষ্টমীতে করণীয়। উপাস্য দেবতা অন্নপূর্ণা।

স্নানযাত্রাব্রত।—পূর্ণিমাতে কর্ত্তব্য। উপাস্য বিষ্ণু।

(মাঘকৃত্য।)

দধিসংক্রান্তিব্রত।—উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে আরম্ভ করিবে। উপাস্য নারায়ণ।

বরদাচতুর্থী।—শুক্লাচতুর্থীতে কর্ত্তব্য। উপাস্য দেবতা গৌরী।

ষট্‌পঞ্চমীব্রত।—শুক্লাপঞ্চমীতে কর্ত্তব্য। উপাস্য দেবতা লক্ষ্মী ও সরস্বতী।

শীতলাষ্টমী।—শুক্লষষ্ঠীতে কর্ত্তব্য। উপাস্য দেবতা ষষ্ঠী।

বিধানসপ্তমী।—শুক্লাসপ্তমীতে করণীয়। উপাস্য দেবতা সূর্য্য।

আরোগ্যসপ্তমী।—ঐ দিনে করণীয়। উপাস্য দেবতা সূর্য্য।

ভীষ্মাষ্টমী।—শুক্লাষ্টমীতে কর্ত্তব্য। উপাস্য ভীষ্ম।

বুধাষ্টমী।—ঐ দিনে করণীয়। উপাস্য দুর্গা ও শিব।

ভৈমী একাদশী ব্রত।—শুক্লা দ্বাদশীতে করণীয়। উপাস্য বিষ্ণু।

আমলকী দ্বাদশী ব্রত।—শুক্লা দ্বাদশীতে করণীয়। উপাস্য বিষ্ণু ও লক্ষ্মী।

সন্তান দ্বাদশী।—ঐ দিনে কর্ত্তব্য। উপাস্য বাসুদেব।

পুণ্যক ব্রত।—শুক্লা ত্রয়োদশীতে করণীয়। উপাস্য কৃষ্ণ।

সোম ব্রত।—পূর্ণিমাতে কর্ত্তব্য। উপাস্য চন্দ্র।

(ফাল্গুনকৃত্য।)

ত্রিগতি সপ্তমী।—শুক্লাসপ্তমীতে কর্ত্তব্য। উপাস্য সূর্য্য।

সুগতি ব্রত।—শুক্লা দ্বাদশীতে করণীয়। উপাস্য বিষ্ণু।

ত্রয়োদশী ব্রত।—শুক্লাত্রয়োদশীতে কর্ত্তব্য। উপাস্য বিষ্ণু ও লক্ষ্মী।

শিবরাত্রি ব্রত।—কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীতে করণীয়। উপাস্য শিব।

গোবিন্দ দ্বাদশী।—শুক্লদ্বাদশীতে করণীয়। উপাস্য বিষ্ণু।

(চৈত্রকৃত্য।)

নবরাত্রি ব্রত।—শুক্লাপ্রতিপদে করণীয়। উপাস্য গৌরী।

অনন্তব্রতং। *

ভাদ্রশুক্লচতুর্দ্দশ্যাং কর্ত্তব্যমনন্তদেবস্য ব্রতং। তদ্বিধির্যথা! ভবিষ্যে।—অনন্তব্রতমেতদ্ধি সর্ব্বপাপহরং শুভম্। সর্ব্বকাম-প্রদং নৃণাং স্ত্রীণাঞ্চৈব যুধিষ্ঠির॥ তথা শুক্লচতুর্দ্দশ্যাং মাসি ভাদ্রপদে ভবেৎ। তস্যানুষ্ঠানমাত্রেণ সর্ব্বপাপং প্রণশ্যতি। ব্রতারম্ভপ্রতিষ্ঠয়োর্ব্বর্জ্জ্যকালমাহ জ্যোতিষে।—গুরোর্ভৃগোর-

---

* সাধারাণের অবগতির জন্য অনন্তব্রতপদ্ধতি এই স্থানে প্রদত্ত হইল। অন্যান্য ব্রতপদ্ধতি সবিস্তার মৎপ্রকাশিত "ব্রত" নামক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

বাল্যে বার্দ্ধকে সিংহগে গুরৌ। বক্রিজীবাষ্টবিংশেহ্নি গুর্ব্বাদিত্যে দশাহিকে॥ পূর্ব্বরাশাবনায়তাতিচারি গুরুবৎসরে। প্রাগ্রাশিগন্তৃজীবস্থ চাতিচারে ত্রিপক্ষকে॥ কল্পাদ্যস্তুতসপ্তাহে নীচস্থেজ্যে মলিম্লুচে। ভানুলঙ্ঘিতকে মাসি ক্ষয়ে রাহুযুতে গুরৌ॥ পৌষাদিকচতুর্ম্মাসে চরণাঙ্কিতবর্ষণে। একেনাহ্না চৈকদিনে দ্বিতীয়ে ন দিনত্রয়ে॥ তৃতীয়েন তু সপ্তাহে মাঙ্গল্যানি শুভান্বিতাঃ। বিদ্যারম্ভকর্ণবেধৌ চূড়োপনয়নোদ্বাহান্॥ তীর্থস্নানমনাবৃত্তং তথানাদিসুরেক্ষণম্। পরীক্ষারামযজ্ঞাংশ্চ পুরশ্চরণদীক্ষণে॥ ব্রতারম্ভপ্রতিষ্ঠে চ গৃহারম্ভপ্রবেশনে॥ প্রতিষ্ঠারম্ভণে দেব কূপাদের্ব্বর্জ্জয়ন্তি হি॥ দ্বাত্রিংশদ্দিবসাশ্চান্তে জীবস্য ভার্গবস্থ চ। দ্বাসপ্ততির্ম্মহত্যন্তে পাদান্তে দ্বাদশক্রমাৎ॥ অস্তাৎ প্রাক্ পরয়োঃ পক্ষং গুরোর্ব্বার্দ্ধিকবালতে। পক্ষং বৃদ্ধো মহান্তে তু ভৃগুর্ব্বালো দশাহিকঃ॥ পাদান্তে তু দশাহানি বৃদ্ধো বালো দিনত্রয়ং॥

অথ ব্যবস্থা।—অস্য পূর্ব্বাহ্ন এব মুখ্যকালঃ। তত্রাসামর্থ্যে মধ্যাহ্নে এব তৎ কার্য্যং। তত্র যদ্দিনে পূর্ব্বাহ্নে চতুর্দ্দশীলাভস্তত্র ব্রতং। উভয়দিনে তথা পরদিনে যুগ্মাৎ॥ ন চ মধ্যাহ্নে ভোজ্যবেলায়াং সমুত্তীর্য্য সরিত্তটে। দদর্শ শীলা সা স্ত্রীণাং সমূহং রক্তবাসসাম্॥ চতুর্দ্দশ্যামর্চ্চয়ন্তং ভক্ত্যা দেবং পৃথক্ পৃথক্। ইতি ভবিষ্যোত্তরীয়ান্মধ্যাহ্নব্যাপিনী তিথিগ্রাহ্যেতি বাচ্যং। পূর্ব্বাহ্নো বৈ দেবানামিতি শ্রুত্যাদিভিঃ পূর্ব্বাহ্নে দৈবকৃত্যবিধানাৎ। বিধ্যসমভিব্যবহৃতার্থবাদেন তদ্বাধাযোগাৎ। কিন্তু তস্যৈব গৌণকালবোধকমেতৎ। কালমাধবীয়োপ্যেবং। ভবিষ্যেঽপি পূজাবিধায়কো মধ্যাহ্নো নোক্তঃ যথা।—কৃত্বা দর্ভময়ানন্তং বারিধান্যাং নিবেশ্য চ। পূজয়েদ্গন্ধপুষ্পাদ্যৈর্নৈবেদ্যৈর্বিবিধৈরপি॥

চতুর্দ্দশফলৈর্মূলৈর্জলজৈঃ কুসুমৈরপি। যবগোধূমশালীনাং চূর্ণে-
নৈকতরস্য চ॥ কৃত্বা পূপদ্বয়ং তস্মৈ দদ্যাদেকং ঘৃতান্বিতম্।
স্বয়মেকন্তু ভুঞ্জীত করে বদ্ধা সুডোরকম্॥ চতুর্দ্দশগ্রন্থিযুক্তং কুঙ্কু-
মেন বিলেপিতম্। সুবিন্যস্তং বিষ্ণুনাম প্রতিগ্রন্থিসমন্বিতম্।
চতুর্দ্দশসূত্রময়ং সূত্রং কার্পাসমেব চ॥ পূজাডোরকবন্ধন-
মন্ত্রস্তু রত্নাকরে।—অনন্ত সংসারমহাসমুদ্রে মগ্নান্ সমভ্যুদ্ধর
বাসুদেব। অনন্তরূপিন্ বিনিযোজয়স্ব অনন্তরূপায় নমো
নমস্তে॥ ইতি মন্ত্রমুক্ত্বা। অনেন ডোরকং বদ্ধা ভোক্তব্যং
সুস্থমানসৈঃ। ইত্যর্দ্ধং ভবিষ্যোত্তরীয়ং কালকৌমুদ্যাং লিখিত-
মিতি॥ তথা।—পাপোঽহং পাপকর্ম্মাঽহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ।
ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ব্বপাপহরো ভব॥ অদ্য মে সফলং জন্ম
জীবিতঞ্চ সুজীবিতম্। যত্তবাংঘ্রিযুগাব্জাগ্রে মূর্দ্ধা মে ভ্রমরায়তে॥
ইত্যাভ্যাং নমস্কুর্য্যাৎ। অনন্তকথামপ্যত্র শৃণোতি। ইতি তিথ্যাদি-
তত্ত্বং॥ অথ প্রয়োগঃ। আচম্য স্বস্তিবাচ্য সঙ্কল্পং কুর্য্যাৎ। অদ্য
ভাদ্রে মাসে শুক্লপক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং তিথিবারভ্য অমুকগোত্রঃ
শ্রীঅমুকঃ ধনধান্যপুত্রপৌত্রাদ্যনবচ্ছিন্নসন্ততিপ্রাপ্তিকামঃ শ্রীবিষ্ণু-
প্রীতিকামো বা চতুর্দ্দশবর্ষপর্য্যন্তং ভগবদনন্তভট্টারকপূজাচতু-
র্দ্দশগ্রন্থিযুক্তডোরকরমূলবন্ধনকথাশ্রবণব্রাহ্মণসম্প্রদানকাত্তপসিত-
তণ্ডুলপ্রস্থদ্বয়ঘটিতপূপার্দ্ধোপকল্পনতদর্দ্ধাত্মকর্ত্তৃকভোজনরূপমনন্ত-
ব্রতমহং করিষ্যে। ইতি সঙ্কল্প্য সূক্তং পঠেৎ যথা—ওঁ ইদং ব্রতং
ময়া দেব গৃহীতং পুরতস্তব। নির্বিঘ্নাং সিদ্ধিমাপ্নোতু প্রসাদাত্তব
কেশব॥ গৃহীতেঽস্মিন্ ব্রতে দেব যদ্যপূর্ণে ম্রিয়ে ত্বহম্। তথাপি
ত্বৎপ্রসাদেন পরিপূর্ণং মমাস্ত্বিদম্॥ ইতি প্রার্থ্যাসনশুদ্ধ্যাদি কৃত্বা
স্নানসোপচারৈঃ সংপূজ্যার্ঘ্যাদিকং কৃত্বা॥ সমুদ্রং পূজয়েদ্যথা।—

দক্ষিণে পাত্রস্থজলে দুগ্ধমিশ্রিতজলে ওঁ আয়র্ণে সর্ব্বপাপঘ্নাঃ সর্ব্ব-লোকসুখবহাঃ। সমুদ্রাশ্চ তথৈবান্যে গিরয়ঃ সরিতস্তথা॥ ইতি পঠিত্বা ওঁ সমুদ্রায় নম ইত্যনেন পূজয়েৎ। ততঃ পশ্চিমায়াং বরুণং পূজয়েদ্যথা—ওঁ এহ্যেহি যাদোগণনায়কস্ত্বং গণেন সংপূজ্য সহাপ্সরোভিঃ। বিদ্যাধরেন্দ্রামরগীয়মানঃ পাহি ত্বমস্মান্ ভগবন্নমস্তে॥ ইত্যাবাহ্য এতৎ পাদ্যং ওঁ বরুণায় পাশহস্তায় মকরধ্বজায় জলাধিপতয়ে নমঃ ইত্যনেন পূজয়েৎ॥ ততো গুণ্ডিকয়া অষ্টদলপদ্মং নির্ম্মায় তন্মধ্যে ঘটমারোপ্য শালগ্রামং বা চতুর্দ্দিক্ষু ধ্বজান্ তোরণানি চ নিবেশ্য যথোক্তবিধিনা গণেশনবগ্রহদিক্-পালশিবদুর্গালক্ষ্মীনারায়ণপূজাং কৃত্বা ততঃ পূর্ব্বস্যাং ইন্দ্রমাবাহ-য়েদ্যথা।—ওঁ যস্য হস্তগতো বজ্রো গজো যস্য চ বাহনঃ। তমিমং দেবরাজানমিন্দ্রমাবাহয়াম্যহম্॥ ওঁ এহ্যেহি সর্ব্বামরসিদ্ধসংঘৈর-ভিষ্টুতো বজ্রধরো মহেন্দ্রঃ। সমুত্থিতস্ত্বং শ্রবণাজ্যপাদে গৃহাণ, পূজাং ভগবন্নমস্তে॥ ইত্যাবাহ্য এতৎ পাদ্যং ওঁ ইন্দ্রায় নম ইতি সম্পূজ্য শক্রং ধ্যায়েৎ যথা—ওঁ মহেন্দ্রং মত্তৈরাবতস্কন্ধস্থং সহস্র-নয়নোজ্জ্বলং মণিকাঞ্চনঘটিতনানালঙ্কারভূষিতং বজ্রহস্তং শচ্যন্বিতং দেবং গন্ধর্ব্বগণৈর্ব্বৃতং মুনিগণৈঃ স্তূয়মানম্। এবং ধ্যাত্বা মহেন্দ্রায় নমঃ এবংক্রমেণ সম্পূজ্য প্রণমেৎ। ওঁ শক্রঃ সুরপতিশ্চৈব বজ্রহস্তো মহাবলঃ। ঐরাবতগজারূঢ়ঃ সহস্রাক্ষো নমোহস্তু তে॥ ততো দক্ষিণে বৃহৎপাত্রে দুগ্ধমিশ্রিতজলং সংস্থাপ্য হস্তং দত্ত্বা সমুদ্রমাবাহ-য়েৎ। ওঁ গঙ্গেচেত্যাদিনাবাহ্য সমুদ্রং পূজয়েৎ॥ ততো ভূত-শুদ্ধ্যাদিপ্রাণায়ামান্তং কৃত্বা অনন্তং ধ্যায়েৎ।—ওঁ দিব্যসিংহাসনা-সীনং দেবেশং গরুড়ধ্বজম্। শুক্লবর্ণং চতুর্ব্বাহুং নাগযজ্ঞোপবী-তিনম্॥ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধরং পীতাম্বরং বিভুম্। শ্রিয়া বাণ্যা চ

সংশ্লিষ্টং কিরীটাদিসমুজ্জ্বলম্॥ ফণাশতসমাযুক্তং জগন্নাথং জগদ্‌গুরুম্। অনন্তং চিন্তয়েদ্দেবং নারদাদ্যৈরুপস্তুতম্॥ এবং ধ্যাত্বা স্বশিরসি পুষ্পং দত্ত্বা মানসোপচারৈঃ সংপূজ্য অর্ঘ্যং সংস্থাপ্য। আং হৃদয়ায় নমঃ এবং ষড়ঙ্গানি বিন্যস্য পুনর্ধ্যাত্বা-বাহয়েৎ। ওঁ আগচ্ছানন্ত দেবেশ পত্নীভ্যাং বাহনান্বিত। গন্ধর্ব্বাদিগণোপেত সান্নিধ্যমিহ কল্পয়॥ ইতি ষোড়শোপচারৈঃ পূজয়েদ্যথা।—ঘৃতশর্করাদিযুক্তং পূপাদিকং দদ্যাৎ। কদলী লবণী ধাত্রী কক্কোলং নাগরঙ্গকম্। নারিকেলং তথা পূগং শ্রীফলং দাড়িমং তথা॥ হরীতকী কামরঙ্গং তালং কুষ্মাণ্ডমেব চ। জাতিফলং তথা দেয়ং চতুর্দ্দশফলং নৃপ॥ এতানি চ দদ্যাৎ। ওঁ অনন্তায় নমঃ॥ আসনং গৃহীত্বা। ওঁ আসনং গৃহ্ন দেবেশ রজতাদিবিনির্ম্মিতম্। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহাণ পরমেশ্বর॥ ওঁ আং অনন্তায় স্বাগতং সুস্বাগতম্। পাদ্যং গৃহীত্বা। ওঁ পাদ্যং গৃহাণ দেবেশ সুরাসুরমনোহরং। তুষ্টো মে ভব দেবেশ নরসিংহ নমোস্তু তে॥ অর্ঘ্যং গৃহীত্বা।—অর্ঘ্যং গৃহাণ দেবেশ সুগন্ধিকুঙ্কুমান্বিতম্। দূর্ব্বাক্ষতসমাযুক্তং নমস্তেবিশ্বমূর্ত্তয়ে॥ আচমনীয়ং গৃহীত্বা। ওমিদমাচমনীয়ন্তে দিব্যতোয়োদ্ভবং প্রভো। ভক্ত্যা দত্তং ময়ানন্ত নমস্তে পন্নগাধিপ॥ মধুপর্কং গৃহীত্বা।—ওঁ মধুপর্কো মহাদেব ব্রহ্মাদ্যৈঃ পরিকল্পিতঃ। ময়া নিবেদিতো ভক্ত্যা গৃহ্যতাঞ্চ জনার্দ্দন॥ আচমনীয়ং পূর্ব্ববৎ। স্নানীয়ং গৃহীত্বা।—ওঁ গন্ধপুষ্পঞ্চ তোয়ঞ্চ শঙ্খাদিপাত্রসংস্থিতম্। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা স্নানীয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥ বস্ত্রং গৃহীত্বা।—ওঁ তন্তুসন্তানসংযুক্তং নানাচিত্রসমন্বিতম্। ভক্ত্যা নিবেদিতং দেব বসনং পরিগৃহ্যতাম্॥ আভরণং গৃহীত্বা।—ওঁ অঙ্গুরীয়ং মহারত্ন-

নির্ম্মিতং কাঞ্চনাদিনা। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহাণ পরমেশ্বর। গন্ধঃ।—ওম্ গন্ধোঽয়ং দেবদেবেশ কুঙ্কুমাগুরুসম্ভবঃ। যথাশক্ত্যা ময়া দত্তো দেবেশ প্রতিগৃহ্যতাম্॥ পুষ্পং।—ওম্ পুষ্পং গৃহাণ ভোঽনন্ত সুগন্ধিদ্রব্যমুত্তমম্। পদ্মনাভ নমস্তেঽস্তু কুশলং কুরু সর্ব্বদা॥ ধূপঃ।—ওম্ ধূপোঽয়ং তে মহাভাগ দশাঙ্গোঽগুরুণা সহ। ময়া দত্তঃ প্রভো বিষ্ণো গৃহ্যতাং সুরনায়ক॥ দীপঃ।—ওম্ দীপং গৃহাণ ভোঽনন্ত জাজ্বল্যমানমদ্ভুতম। ত্বং গৃহাণ সদা দেব রক্ষ মাং ঘোরসাগরাৎ॥ যজ্ঞোপবীতং।—ওম্ ঋগ্-যজুঃসামমন্ত্রেণ ত্রিবৃত্তং পদ্মযোনিনা। সাবিত্রীগ্রন্থিসংযুক্তমুপবীতং তবানঘ॥ নৈবেদ্যং।—ওম্ নানাভক্ষ্যসমাযুক্তং চতুর্দ্দশফলৈর্যুতম্। ভক্ত্যা সম্পাদিতং দেব চাপূপং গৃহ্যতাং বিভো॥ তাম্বূলং।—তাম্বূলং সর্ব্বভোগানাং দেবানাং প্রিয়কারকম্। ত্রয়োদশগুণৈর্যুক্তং গৃহাণ পরমেশ্বর॥ ততো বলভদ্রং সংপূজ্য স্তুতিং কুর্য্যাৎ। ওম্ বল-ভদ্রং মহাত্মানং হলিনং লাঙ্গলায়ুধম্। কাদম্বরীমদোন্মত্তং নমামি বলদেবকম্॥ তত আবরণদেবতাঃ পূজয়েৎ। ওম্ গণেশায় নমঃ। এবং লোকপালেভ্যঃ। নবগ্রহেভ্যঃ। অষ্টবসুভ্যঃ। একাদশ-রুদ্রেভ্যঃ। দ্বাদশাদিত্যেভ্যঃ। অনন্তাদিনাগেভ্যঃ। মৎস্যাদিদশা-বতারেভ্যঃ। ঋতুভ্যঃ। বৎসরেভ্যঃ। ধর্ম্মায়। অধর্ম্মায়। জ্ঞানায় অজ্ঞানায়। বৈরাগ্যায়। অবৈরাগ্যায়। ঐশ্বর্য্যায়। অনৈশ্বর্য্যায়। শিবায়। দুর্গায়ৈ। পৃথিব্যৈ। গঙ্গায়ৈ। যমুনায়ৈ। মহালক্ষ্ম্যৈ। সরস্বত্যৈ। গরুড়ায়। শঙ্খায়। চক্রায়। গদায়ৈ। পদ্মায়। কৌস্তু-ভায়। সূর্য্যমণ্ডলায়। সোমমণ্ডলায়। বহ্নিমণ্ডলায়। বায়ুমণ্ডলায়। সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যঃ। সর্ব্বাভ্যো দেবীভ্যঃ॥ ততঃ যথাশক্তি জপ্‌ত্বা কৃতাঞ্জলিঃ স্তুতিং পঠেৎ। দেবদৈত্যোরগৈঃ সিদ্ধৈর্যক্ষরাক্ষস-

কিন্নরৈঃ। সংপূজিতো ময়া দেব সর্ব্বসিদ্ধিঞ্চ দেহি মে॥ অনন্তঃ সর্ব্বকামানামনন্তো ভগবান্ প্রভুঃ। দেহি বিত্তমনন্তস্ত্বং মম জন্মনি জন্মনি॥ অসারসংসারবিমোচনায় সর্ব্বাত্মনে সর্ব্বসুখপ্রদায়। নমোঽস্ত্বনন্তায় মহেশ্বরায় ত্রৈলোক্যনাথায় বরপ্রদায়॥ অনন্ত-সংসারমহাসমুদ্রে মগ্নান্ সমভ্যুদ্ধর বাসুদেব। অনন্তরূপিন্ বিনি-যোজয়স্ব চানন্তরূপায় নমো নমস্তে॥ নমোঽস্ত্বনন্তায় সহস্রমূ-র্ত্তয়ে সহস্রপাদাক্ষিশিরোরুবাহবে। সহস্রনাম্নে পুরুষায় শাশ্বতে সহস্রকোটীযুগধারিণে নমঃ॥ হৃদিস্থং সর্ব্বদেবানামিন্দ্রিয়াণাং গুণাতিগম্। সর্ব্বপাহরং দেবং প্রণমামি জনার্দ্দনম্॥ অনন্তরূপেণ বিভর্ষি পৃথ্বীমনন্তলক্ষ্মীং বিদধাসি তুষ্টঃ। অনন্তভোগান্ প্রদদাসি তুষ্টো হ্যনন্তমোক্ষং পুরুষে প্রহৃষ্টঃ॥ প্রণমামি হৃষীকেশং বাসুদেবং জগদ্গুরুম্। সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং কর্ত্তারং প্রণমাম্যহম্॥ রাক্ষ-সানামরিং নৌমি নৌমি দৈত্যবিমর্দ্দকম্। জগতাং হিতকর্ত্তারং নৌমি পঙ্কেরুহেক্ষণম্॥ জন্মজন্মকৃতং যচ্চ বাল্যযৌবনবার্দ্ধকে। বৃদ্ধিমাপ্নোতু তৎ পুণ্যং পাপং হর হলায়ুধ॥ ত্রিবিক্রমায় রামায় নমঃ কৃষ্ণায় বিষ্ণবে। কৃপাং কুরু জগন্নাথ ময়ি ভক্তিপরায়ণে॥ নমো মৎস্যায় কূর্ম্মায় নমো বরাহরূপিণে। হলিনে নরসিংহায় বামনায় মহাত্মনে॥কৃষ্ণ বিষ্ণো হৃষীকেশ পদ্মনাভ নমোঽস্তু তে। দামোদর নমস্তেঽস্তু নমস্তে মোক্ষদায় চ॥ নমস্তে চক্রহস্তায় নমস্তে বনমালিনে॥ ভক্তিহীনং ক্রিয়াহীনং মন্ত্রহীনং যদর্চ্চিতম্। যথোদ্দি-ষ্টামিমাং পূজাং পরিপূর্ণাং কুরুষ্ব মে॥ পাপোঽহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ। ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ হরে সংসারসাগরাৎ॥ ততঃ ওঁ অনন্ত কামদেবেশ সর্ব্বকামফলপ্রদ। অনন্তডোররূপেণ পুত্রপৌত্রান্ বিবর্দ্ধয়॥ ইতি মন্ত্রেণ গন্ধপুষ্পাদিনা ওঁ অনন্ত-

সংসারমহেতি মন্ত্রেণ চতুর্দ্দশগ্রন্থিযুক্তং কুঙ্কুমাক্তং হরিদ্রাক্তং বা সম্পূজ্য ওঁ অনন্তগুণরত্নায় বিশ্বরূপধরায় চ। সূত্রগ্রন্থিষু সংস্থায় কামরূপায় তে নমঃ। ইতি মন্ত্রেণ ডোরাভিমর্ষণং কৃত্বা। ইতি স্তুত্বা পুরাতনডোরকং দুগ্ধপাত্রে নিঃক্ষিপ্য নিবেদয়েৎ। ওঁ ইন্দ্রাদয়ো লোকপালাঃ সোমসূর্য্যযমাদয়ঃ। ভবন্তু সাক্ষিণঃ সর্ব্বে পূর্ব্বডোরসমর্পণে। পুরাতনডোরকং আং অনন্তায় নমঃ। ততঃ সর্পাকৃতি চতুর্দ্দশগ্রন্থিযুক্তমভিনবডোরকং ঘটস্থজলেন সংপ্রোক্ষ্য করমূলে ডোরকং সমর্পয়েৎ। ওঁ ইদং ডোরমনন্তাখ্যচতুর্দ্দশগুণাত্মকম্। সর্ব্বদেবময়ং বিষ্ণো স্বকরে ধারয়াম্যহং॥ দারিদ্র্যনাশনার্থায় পুত্রপৌত্রবিবৃদ্ধয়ে। অনন্তায় ইদং তুভ্যং ধারয়াম্যহমচ্যুত॥ ইতি মন্ত্রেণ ডোরং ধারয়িত্বা ইতি পুরুষেণ দক্ষিণকরে স্ত্রিয়া বামকরে বধ্নীয়াৎ॥ ততো ফলভোজ্যমুৎসৃজেৎ॥ ততঃ কথাং শৃণুয়াৎ। যথা—অরণ্যবাসমুষিতো যুধিষ্ঠিরনৃপোবলী। প্রাপ্তৈস্ত্রৈলোক্যনাথেন কৃষ্ণেন পরমাত্মনা। কথোপকথনং জাতং তয়োস্তত্র প্রিয়াপ্রিয়ং। বিশেষেণ চ গোবিন্দং প্রপ্রচ্ছ চ যুধিষ্ঠিরঃ। যুধিষ্ঠির উবাচ। কেন ব্রতেন দেবেশ বাঞ্ছিতং প্রাপ্যতে ফলম্। নিষ্পাপাঃ সকলা লোকাঃ ভবন্তি জন্মজন্মনি॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। অস্তি ব্রতমনন্তাখ্যং যৎ কৃতং সুরসদ্মনি। ইন্দ্রাদ্যৈর্লোকপালৈশ্চ তন্মে কথয়তঃ শৃণু॥ শুক্লপক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং মাসি ভাদ্রপদে তথা। তস্যানুষ্ঠানমাত্রেণ সর্ব্বপাপং প্রণশ্যতি॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। কৃষ্ণ কোয়ং ত্বয়াখ্যাতো যোঽনন্ত ইতি সংজ্ঞিতঃ। কোঽয়ং শেষশ্চ নাগশ্চ অনন্তস্তক্ষকঃ স্মৃতঃ॥ পরমঞ্চোত্তমং বাপি হ্যতাহো ব্রহ্ম উচ্যতে। ক এষোঽনন্তসংজ্ঞো বৈ তন্মে ব্রূহি জনার্দ্দন॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। অনন্ত ইত্যহং পার্থ মম রূপং নিবোধ

তৎ। আদিত্যগতিরূপেণ যঃ কাল উপপদ্যতে॥ কলাকাষ্ঠা-মুহূর্ত্তাদিদিনরাত্রিব্যবস্থয়া। পক্ষমাসর্ত্তুসম্বর্ষযুগকল্পব্যবস্থয়া॥ সোঽহং কালোঽবতীর্ণোঽস্মি ভুবো ভারাবতারণাৎ। দানবানাং বিনাশায় বসুদেবতনূদ্ভবঃ॥ অনন্তং বিদ্ধি মাং পার্থ কৃষ্ণং বিষ্ণুং হরিং শিবম্। ব্রহ্মাণং ভাস্করং শেষং সর্ব্বব্যাপিনমীশ্বরম্॥ প্রত্যয়ার্থং মম পার্থ বিশ্বরূপং নিবোধ তৎ। পূর্ব্বমেব মহাবাহো যোগিধ্যে-য়মনূপমম্॥ বিশ্বরূপং মহাত্মানং সৃষ্টিসংহারকারণম্। বিশ্বরূপো হ্যনন্তোঽস্মি যস্মিন্নিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ॥ বসবোঽষ্টৌ দ্বাদশার্কা রুদ্রা একাদশ স্মৃতাঃ। সপ্তর্ষয়ঃ সমুদ্রাশ্চ পর্ব্বতাঃ সরিতো দ্রুমাঃ॥ নক্ষত্রাণি দিশো ভূমিং পাতালং ভূর্ভুবাদিকম্। মা কুরুষ্বাত্র সন্দেহঃ সোঽহং পার্থ ন সংশয়ঃ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। অনন্ত-ব্রতমাহাত্ম্যং বিধিং বিধিবিদাম্বর। কিং পুণ্যং কিং ফলং তস্য চানু-ষ্ঠানঞ্চ তস্য কিম্॥ কেন বা তৎ কৃতং পূর্ব্বং লোকে কেন প্রকা-শিতম্। তৎ সর্ব্বং বহু বিস্তীর্য্য ব্রূহি নারায়ণ প্রভো॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। আসীৎ পুরা কৃতযুগে সুমন্তনাম বৈ দ্বিজঃ। বশিষ্ঠ গোত্রজো বিদ্বান্ শীলবান্ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ॥ পত্নী তস্যাভবদ্দীক্ষা সতী সত্যব্রতে স্থিতা। চরিত্রশীলসম্পন্না সুরূপা ভৃগুবংশজা॥ তস্যা কালেন সংজাতা দুহিতা সর্ব্বলক্ষণা। শীলা নাম্না সুশীলা সা বর্দ্ধতে পিতৃবেশ্মনি॥ মাতা তস্যাস্তু কালেন জ্বরদাহ-প্রপীড়িতা। সমাগত্য নদীতোয়ে মৃতা স্বর্গপুরং যযৌ॥ কৃতং সুমন্তনা তস্যাঃ কর্ম্ম যৎ পারলৌকিকম্। ততঃ সুমন্তঃ সংত্যজ্য দুঃখং শোকং ক্রমাৎ পুনঃ॥ নাপত্নীকো গৃহী ধর্ম্মং কর্ত্তুমর্হতি বৈ ক্বচিৎ। ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা বিবাহোৎসুকমা-নসঃ॥ দেবলস্য মুনেঃ কন্যাং কর্কশাং পরিণীতবান্। সা কর্ক-

শাতিদুঃশীলা সদা নিষ্ঠুরভাষিণী॥ কোপনা প্রতিকূলা চ নির্লজ্জা কলহপ্রিয়া। অদক্ষা গৃহকৃত্যেষু দক্ষা ভোজনকর্ম্মণি॥ কলহেন তু সন্তুষ্টা রুষ্টা বন্ধুজনান্ প্রতি। সা তু শীলা পিতুর্গেহে বর্দ্ধিতা চ দিনে দিনে। করোতি সখিভিঃ সার্দ্ধং শিশুক্রীড়ামনুত্তমাম্। গৃহান্তরস্থলদ্বারদেহলীতোরণাদিষু॥ চতুরঙ্গকবর্ণৈশ্চ রক্তপীত-সিতাসিতৈঃ। স্বস্তিকং পদ্মশঙ্খৌ চ মণ্ডয়ন্তী পুনঃ পুনঃ॥ কুর্ব্বন্তী প্রত্যহং বালা দেবতাতিথিপূজনম্। গৃহকৃত্যে সদা দক্ষা পিতুরত্যন্তবল্লভা॥ কালেন কিয়তা বিপ্রস্তাং দৃষ্ট্বা যৌবনোদ্গতাম্। কস্মৈ দেয়া ময়া কন্যা ইতি চিন্তান্বিতোঽ-ভবৎ॥ ততো দৈববশাত্তত্র কৌণ্ডীন্যঃ সমুপাগতঃ। মুনি-শ্রেষ্ঠো মহাভাগঃ কুলীনো ধর্ম্মতৎপরঃ॥ মনসা চিন্তয়া-মাস সুমন্তঃ সুতপাঃ সুধীঃ। অস্মৈ ভাগ্যবশাচ্ছীলাং প্রতি-পাদ্য প্রযত্নতঃ॥ ইতি কৃত্বা মতিং বিপ্রো দদৌ কন্যাং শুভে দিনে। কন্যামলঙ্কৃতাং সাধ্বীং শীলাং চন্দ্রনিভাননাম্॥ গৃহ্যোক্তবেদবিধিনা বিবাহমকরোত্তদা। ততো হোমাদিকং কর্ম্ম সমাপ্য সময়ে মুনিঃ। সুমন্তঃ কর্কশাং প্রাহ জামাত্রে দেহি দক্ষি-ণাম্। সফলং কুরু মে দানং প্রিয়ে মুনিকুলোদ্ভবে॥ দক্ষিণা-রহিতং কর্ম্ম নিষ্ফলং জায়তে যতঃ। সা তু তদ্বচনং শ্রুত্বা কর্কশা কুপিতাভবৎ। সুমন্তং ভর্ৎসয়ামাস কর্কশৈর্ব্বচনৈঃ পতিম্। অল-ঙ্কারং সমানীয় স্বকীয়ঞ্চাপি যদ্ধনং॥ নিঃক্ষিপ্য নিভৃতে স্থানে কর্কশান্যগৃহং যযৌ। সুমন্তশ্চাতিদীনাত্মা লজ্জিতশ্চাভবত্তদা॥ যৎকিঞ্চিদর্থযোগ্যঞ্চ দ্রব্যমানীয় যৌতুকম্। জামাত্রে প্রদদৌ বিপ্রঃ পরিচর্য্য পুনঃ পুনঃ॥ ততো বিবাহং নির্ব্বর্ত্ত্য কৌণ্ডীন্যোপি নিজাশ্রমম্। গোযানে তাং সমারোপ্য শীলামাদায় বৈ যযৌ॥

ততঃ স পথি গচ্ছন্তী শীলা চন্দ্রনিভাননা। মধ্যাহ্নে ভোজ্যবেলায়াং সমুত্তীর্য্য সরিত্তটে॥ দদর্শ শীলা নারীণাং সমূহং ব্রতচারিণাম্। পুংসাং বৃন্দঞ্চ তত্রৈব রক্তপীতাম্বরাসনম্॥ চতুর্দ্দশ্যামর্চ্চয়ন্তং ভক্ত্যানন্তং পৃথক্ পৃথক্। দৃষ্ট্বা সমূহং নারীণাং সতী পপ্রচ্ছ সাদরম্॥ বিনয়াবনতা সাধ্বী প্রণিপত্য সুরেশ্বরম্॥ কিমিদং ক্রিয়তে কার্য্যং ভবতীভিস্তদুচ্যতাম্॥ স্ত্রিয় ঊচুঃ। ভাদ্রে মাসি সিতে পক্ষে উত্থিতে বাসবধ্বজে। আরাধিতে মহেন্দ্রে চ ধ্বজাকারাসু ষষ্টিষু॥ নত্বা সরসি যঃ স্নাত্বা চানন্তার্চ্চনমারভেং। কৃত্বা দর্ভময়ং দেবং বারিবাজসমন্বিতম্॥ অনন্তং দেবদেবেশং চতুর্ব্বাহুং কিরীটিনম্। অতসীপুষ্পসংকাশং কাঞ্চনাঙ্গদভূষণম্॥ শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গবিবিধায়ুধধারিণম্। এহ্যেহি ভগবন্ কৃষ্ণ তব যজ্ঞঃ প্রবর্ত্ততে॥ বারিধান্যাং তথানন্তং ভাবয়েচ্চ নিযোজয়েৎ। মণ্ডলে পুষ্পনৈবেদ্যং ধূপবস্ত্রানুলেপনম্॥ দত্ত্বা চ পূজয়েদ্ভক্ত্যা চানন্তং বিশ্বরূপিণম্। পিষ্টকার্থং ব্রীহিচূর্ণং যবগোধূময়োশ্চ বা॥ এতেষাং প্রাপ্যতে যত্তু তদ্ গ্রাহ্যং প্রস্থসংমিতম্। অর্দ্ধং বিপ্রায় দাতব্যং অর্দ্ধমাত্মনি যোজয়েৎ॥ পূজয়িত্বা তথা দেবং গন্ধপুষ্পৈর্যথাক্রমম্। শ্রুত্বা কথাং ততস্তস্য কুঙ্কুমাভং সুডোরকম্॥ চতুর্দ্দশগ্রন্থিযুক্তং নারী বামকরে ন্যসেৎ। পুমাংস্তু দক্ষিণে বাহৌ তদানন্তং প্রপূজয়েৎ॥ নির্ব্বর্ত্ত্য পূজাং দেবস্য পূপং ভুক্ত্বা যথাসুখম্। বিসৃজ্য দক্ষিণাং দত্ত্বা প্রণম্য চ যথাসুখম্॥ শীলা শ্রুত্বা বচস্তাসাং যথা তাভিরুদাহৃতম্। ব্রতং চকার সা বাহৌ বদ্ধ্বা ডোরকমুত্তমম্॥ পূপপ্রস্থঞ্চ সা কৃত্বা ভুক্ত্বা চৈব তথৈব চ। পুনর্জগাম তেনৈব গোরথেন সমন্বিতা॥ তেনানন্তপ্রসাদেন গৃহং গোধনসঙ্কুলম্। তদাশ্রমং শ্রিয়া যুক্তং ধনধান্যসমন্বিতম্॥ বিবিধা-

তিথিসম্পূর্ণং নানারত্নৈর্বিভূষিতম্। বরাশ্বমত্তমাতঙ্গমহিষৈর্গো-
ধনান্বিতম্॥ শীলা চ মণিকাঞ্চীভির্মুক্তাভরণভূষিতা। দিব্যাঙ্গী
শীলসম্পন্না সাবিত্রী প্রতিমা যথা॥ কদাচিদুপবিষ্টা সা বহ্নিকুণ্ডং
সমাগতা। কৌণ্ডীন্যোপি বিশেদ্রোষাৎ দৃষ্ট্বা ডোরমনন্তকম্।
শীলায়াঃ করমূলে চ বদ্ধমেব প্রযত্নতঃ। পপ্রচ্ছ ক্রোধবচসা ভ্রূকুটী-
কুটিলং মুখম্॥ কিমিদং ডোরকং হস্তে বদ্ধা ভার্য্যেঽত্র তিষ্ঠসি।
প্রমেয়ঃ কস্য দেবস্য দুর্ব্বুদ্ধে ব্রূহি সত্বরম্॥ শীলোবাচ। অনন্তং
দেবদেবেস্য প্রমেয়ং ডোরকং শুভম্। করে বদ্ধা বিধানেন শৃণু
মে বচনং প্রভো॥ প্রসাদাদ্যস্য দেবস্য ভুঞ্জসে বিপুলং ধনম্।
ন জানাসি কথং নাথ তং দেবং জগদীশ্বরম্। শীলাবাক্যং
ততঃ শ্রুত্বা কৌণ্ডীন্যঃ কুপিতোঽভবৎ। কোঽসাবনন্তসংজ্ঞো বৈ
ন শ্রুতোপি বরাননে॥ ইত্যুক্ত্বাকৃষ্য কুপিতো ভুজাদ্‌ডোরমনন্তকং।
ক্ষিপ্তং জ্বালাকুলে বহ্নৌ নির্ভর্ৎস্য বহুধা প্রিয়াম্॥ ততঃ সা
সংভ্রমাচ্ছীলা হাহা কৃত্বা প্রধাবিতা। বহ্নেঃ সত্বরং সমাদায়
ক্ষীরমধ্যে ততোঽক্ষিপৎ॥ ততস্তয়া করে বামে পুনর্ব্বদ্ধং সুডো-
রকম্। অনন্তাক্ষেপদোষেণ দারিদ্র্যং পতিতং গৃহে॥ ন কৈশ্চিৎ
বর্ণ্যতে শোকৈঃ সোপি বিপ্রো যুধিষ্ঠির। গাত্রে মলিনতা প্রাপ্তা
চক্ষুর্নিদ্রাং তথৈব ন॥ শূন্যানি গৃহরূপাণি দগ্ধানি বহ্নিনা কচিৎ।
নিরীক্ষ্য স্বপুরং বিপ্রশ্চিন্তয়ামাস চেতসা॥ অথ শীলা বিবর্ণা
সা দুঃখিতা পতিদোষতঃ। বিচচার পুরীং সর্ব্বাং শূন্যাগারসমন্বি-
তাম্॥ অথ কৌণ্ডীন্যবিপ্রস্য সংজাতা বুদ্ধিরুত্তমা। মমাপি
দুষ্কৃতং কর্ম্ম কৃতং বা মে বিগর্হিতম্॥ অনন্তাক্ষেপদোষেণ মমাপি
গতিরীদৃশী। অনন্তং যত্র পশ্যামি তত্র যাস্যামি দুর্ম্মতিঃ॥ ততো
জগাম কৌণ্ডীন্যো বনং ব্যাঘ্রাদিসংকুলম্। ব্রতস্যান্বেষণং কর্ত্তুং

পাদৌ দ্রষ্টুং তথা হরেঃ॥ বিহ্বলঃ স যযৌ মার্গে জনজন্তুবিবর্জ্জিতে। তত্রাপশ্যচ্চ তং বৃক্ষং ফলপুষ্পসমন্বিতম্॥ বর্জ্জিতং পক্ষিসংঘাতৈঃ কীটৈশ্চৈব বিশেষতঃ। তমপৃচ্ছৎ ত্বয়ানন্তঃ ক্বচিদ্দৃষ্টো মহাদ্রুম॥ স চোবাচ মহাবৃক্ষো নানন্তং বেদ্মি ভো দ্বিজ। ততো গচ্ছন্ দদর্শাগ্রে তৃণমধ্যে সবৎসিকাম্॥ তৃণমধ্যে প্রধাবন্তী ন খাদতি ন জিঘ্রতি। হে মহাধেনুকে ব্রূহি কিমনন্তস্ত্বয়েক্ষিতঃ॥ সবৎসা তমুবাচাথ নানন্তং বেদ্মি হে দ্বিজ। ততো গচ্ছন্ দদর্শাগ্রে বৃষশ্রেষ্ঠং বনে স্থিতম্॥ তমপৃচ্ছদয়ং বিপ্রশ্চানন্তো বীক্ষিতস্ত্বয়া। বৃষভস্তমুবাচেদং বিষণ্ণং ব্রাহ্মণং প্রতি॥ যদ্যনন্তমহং জানে তদা মে গতিরীদৃশী। ততো ব্রজন্ দদর্শাগ্রে গর্দ্দভং কুঞ্জরং তথা॥ নানামায়াপ্রচরন্তং মদগর্জ্জনদর্পিতম্। স তং দৃষ্ট্বা দ্বিজোহপৃচ্ছদনন্তং দৃষ্টবান্ কিমু॥ প্রত্যুত্তরমুবাচেদং নানন্তং বেদ্মি হে দ্বিজ॥ ততো ব্রজন্ দদর্শাগ্রে রম্যং পুষ্করিণীদ্বয়ম্॥ অন্যোন্যজলসংঘাতৈর্ব্বীচিভিরুপশোভিতম্। শুভৈঃ কুমুদকহ্লারৈঃ কমলোৎপলশোভিতম্॥ ভ্রমরৈশ্চক্রবাকৈশ্চ হংসকারণ্ডবৈর্যুতম্। তমপৃচ্ছৎ দ্বিজোহনন্তো ভবতীভ্যাঞ্চ লক্ষিতঃ॥ পুষ্করিণ্যাবূচতুস্তং ন জানীবো হরিং ক্বচিৎ। নিপপাত ততো বিপ্রো হাহা কৃত্বা রুদন্ ভুবি॥ কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি কথং পশ্যামি তং বিভুম্॥ ততঃ কৃপালুহৃদয়ো দেবেশো দেবপূজিতঃ। তৎক্ষণাদ্ভগবান্ বিষ্ণুর্দ্বিজপ্রত্যক্ষমাগতঃ॥ বৃদ্ধব্রাহ্মণরূপেণ প্রোবাচ বচনং দ্বিজম্॥ উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ বিপ্রেন্দ্র ত্যজ দুঃখং সুখীভব। অনন্তং দর্শয়িষ্যামি কৃষ্ণং বিষ্ণুং হরিং শিবম্॥ ব্রাহ্মণং তং সমাদায় পাতালবর্ত্মনা পুরীম্। তাং পুরীং দর্শয়ামাস ততশ্চান্তর্দ্দধে দ্বিজঃ॥ স তাং দদর্শ কৌণ্ডিন্যঃ পুরীং ত্রৈলোক্যদুর্ল্লভাম্। দিব্য-

নারীনরৈর্যুক্তাং মণিরত্নবিভূষিতাম্॥ সুবর্ণরচিতাং সর্ব্বাং বেষ্টিতাং তক্ষকাদিভিঃ। তত্রাপশ্যৎ স কৌণ্ডীন্যো দেবদেবমনন্তকম্॥ বিশ্বরূপং জগন্নাথং চতুর্ব্বাহুং কিরীটিনম্। শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণং গরুড়ধ্বজম্॥ দক্ষিণে বিলসল্লক্ষ্মীং বামে ক্রীড়াসরস্বতীম্। সপ্তফণাসমাযুক্তং দিব্যসিংহাসনে স্থিতম্॥ এবংরূপং জগন্নাথং দৃষ্ট্বা ভক্ত্যা স্তুতিঃ কৃতা॥ জগাম ভূমৌ শিরসা চানন্তস্য সমীপতঃ॥ নমোঽস্ত্বনন্তায় সহস্রমূর্ত্তয়ে সহস্রপাদাক্ষিশিরোরুবাহবে। সহস্রনাম্নে পুরুষায় শাশ্বতে সহস্রকোটীযুগধারিণে নমঃ॥ অজ্ঞানেন ময়া দেব যৎ কৃতং পাপকর্ম্মণা। তৎ সর্ব্বং কৃপয়ানন্ত ক্ষমস্ব মধুসূদন॥ অথ কৌণ্ডীন্যবিপ্রস্য স্তুতিঃ শ্রুত্বা জনার্দ্দনঃ। প্রসন্নো ভগবান্দেবশ্চানন্তোঽনন্তরূপধৃক্॥ অনন্ত উবাচ। তুষ্টোঽহং ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ভক্ত্যা তব বিশেষতঃ। বরং গৃহাণ বিপ্রেন্দ্র তুষ্টোঽস্মি ত্যজ বিস্ময়ম্॥ কৌণ্ডীন্য উবাচ। স্বকর্ম্মফলভোগেন যাং যাং যোনিং ব্রজাম্যহম্। তস্যাং তস্যাং হৃষীকেশ হরিভক্তির্দৃঢ়াস্তু মে॥ অতিপ্রমাদান্মোহাদ্বা যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতম্। তদাগঃ ক্ষম্যতাং নাথ প্রণমামি পুনঃ পুনঃ॥ শ্রুত্বানন্তস্তু তদ্বাক্যং দদৌ তস্মৈ বরত্রয়ম্। দারিদ্র্যনাশনং ধর্ম্মং বিষ্ণুলোকং তথাক্ষয়ম্॥ কৌণ্ডীন্য উবাচ। পূর্ণো মনোরথো দেব মম চাদ্য বিশেষতঃ। কিঞ্চিৎ পৃচ্ছামি দেবেশ তন্মে ব্রূহি জগৎপতে॥ কশ্চূতঃ কো বৃষঃ কা গৌঃ কিন্তৎ পুষ্করিণীদ্বয়ম্। কঃ খরঃ কুঞ্জরঃ কো বা কো বা বৃদ্ধদ্বিজোত্তমঃ॥ কৃপয়া কথয়স্বাদ্য পথি দৃষ্টৌ ময়া বিভো॥ শ্রীঅনন্ত উবাচ। যশ্চাম্রবৃক্ষো দৃষ্টোসি বিপ্রো বিদ্যাসু গর্ব্বিতঃ। উপস্থিতায় শিষ্যায় বিদ্যাং যস্মান্ন দত্তবান্॥ তেন কর্ম্মবিপাকেন

বৃক্ষত্বং প্রাপ্য তিষ্ঠতি। বৃষভো যস্ত্বয়া দৃষ্টৌ লোভকর্ম্মকৃতঃ পুরা॥ দত্তং পর্য্যুষিতং দ্রব্যং স্বাদু ভুক্তং স্বয়ং যতঃ। বৃষভত্বং সমাসাদ্য ততস্তিষ্ঠতি নির্জ্জনে। বিপ্রায় বসুধাং দত্ত্বা নিষ্ফলাং শস্যবর্জ্জিতাম্। তেনাসৌ গোত্বমাসাদ্য তৃণমধ্যে প্রধাবতি॥ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ বিজানীয়াৎ যত্তৎ পুষ্করিণীদ্বয়ম্। গর্দ্দভোঽজ্ঞানসম্পন্নঃ কুঞ্জরো মদগর্ব্বিতঃ॥ ব্রাহ্মণোঽসাবনন্তোঽহং যস্ত্বয়া দর্শিতো মুনে। এতত্তে কথিতং সর্ব্বং গচ্ছ বিপ্র নিজাশ্রমম্॥ পুনঃ সমৃদ্ধিস্তে বিপ্র ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ভুক্ত্বা ভোগাংশ্চ বিপুলান্ সম্প্রাপ্স্যসি মহৎপদম্॥ ইতি দত্ত্বা বরং তস্মৈ তত্রৈবান্তরধীয়ত। কৌণ্ডীন্যোপি গৃহং গত্বা করোতি ব্রতমুত্তমম্॥ অনন্তাখ্যং মহাপুণ্যং বর্ষাণাঞ্চ চতুর্দ্দশম্। শীলয়া সহ ধর্ম্মাত্মা সুখং ভুক্ত্বা মনোরথান্॥ বিষ্ণুলোকং সমাসাদ্য ররাজ শীলয়া সহ। অনন্তাখ্যব্রতেনেহ সমাপ্তেনৈব পার্থিব॥ সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তা যাস্যন্তি পরমাং গতিম্। এবমেবং হি নিয়মাৎ স্ত্রিয়োঽনন্তব্রতান্নৃপ॥ পুত্রপৌত্রধনৈর্যুক্তা ভুক্ত্বা ভোগান্ মনোরথান্। বিষ্ণুলোকমাপ্নুবন্তি যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥

ইতি ভবিষ্যপুরাণোক্তং অনন্তব্রতং সমাপ্তং॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

অশৌচ।

যথানিয়মে গার্হস্থ্য ধর্ম্মচর্য্যার পর বাণপ্রস্থ ও তৎপরে ভিক্ষু-কাশ্রম গ্রহণ করাই শাস্ত্রোক্ত বিধি। পরন্তু যিনি গার্হস্থ্য ধর্ম্মান্তে অন্য আশ্রম গ্রহণ না করিয়া আমরণ গৃহেই অবস্থিতি করেন, তাঁহার পক্ষে বিষয়বাসনা ও বিলাসভোগেচ্ছা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক নির্লিপ্তভাবে ঈশ্বরে তন্মনা হইয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করাই কর্ত্তব্য। অর্থাৎ গৃহস্থধর্ম্মে থাকিয়া পুত্রোৎপাদন ও যথাবিধানে পোষ্যবর্গকে লালন-পালনাদি করতঃ পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়ঃক্রমের পর সংসারে থাকিয়াও নির্লিপ্ত ভাবে ঈশ্বরপরায়ণ হইয়া অবস্থিতি করিবে। তদনন্তর দেহাবসান-সময়ে যে সকল ক্রিয়া অনুষ্ঠেয় এবং জীবনান্তে পুত্রাদিরা মৃতের উদ্দেশে যে যেরূপ ক্রিয়া সম্পাদন ও অশৌচাদি গ্রহণ করিবে, অধুনা সংক্ষেপে তাহাই কথিত হইতেছে। পরন্তু অশৌচ দ্বিবিধ;—মৃতাশৌচ ও জননাশৌচ। মৃতাশৌচব্যবস্থা লিখিতে হইলে প্রথমতঃ দাহাধিকার, মুমুর্ষুকৃত্য, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াপদ্ধতি ও সপিণ্ডবিচার জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। এই জন্য অগ্রে দাহাধিকার কথিত হইতেছে।—

দাহাধিকার।

মৃত্যুর পর দাহ হইতে সপিণ্ডীকরণ যাবৎ যত ক্রিয়া আছে, জ্যেষ্ঠপুত্রই সমস্ত ক্রিয়ার অধিকারী হয়। জ্যেষ্ঠ পুত্র না থাকিলে

কনিষ্ঠ পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, অপুত্রা ভার্য্যা অথবা সপুত্রা ভার্য্যা ক্রিয়া সম্পাদন করিবে। তাহার অভাবে অদত্তা কন্যা, অদত্তা কন্যার অভাবে দত্তা কন্যা, দৌহিত্র, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, কনিষ্ঠ ভ্রাতা, বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, তাহার অভাবে সহোদর ভ্রাতার পুত্র, তদভাবে বৈমাত্রেয় ভ্রাতার পুত্র, তাহার অভাবে পিতা, মাতা, পুত্রবধূ, তদভাবে অদত্তা পৌত্রী, তদভাবে দত্তা পৌত্রী, তাহার অভাবে অদত্তা প্রপৌত্রী, দত্তা প্রপৌত্রী, তদভাবে পিতৃব্য, পিতামহ, তদভাবে সপিণ্ড জ্ঞাতি, সমানোদক, তদভাবে সগোত্র, মাতামহ, মাতামহী, মাতুল, ভাগিনেয়, মাতামহসপিণ্ড ও তৎসমানোদক, তদভাবে বাগ্দত্তা পত্নী, শ্বশুর, তদভাবে জামাতা, তদভাবে পিতামহীভ্রাতা, তদভাবে গুরু, শিষ্য, পুরোহিত, আচার্য্য, মিত্র, সখা, তদভাবে একগ্রামস্থ স্বজাতি ও বেতনভুক্ত স্বজাতি ক্রিয়াধিকারী হইয়া থাকে। পুরুষের দাহাদি কার্য্যের অধিকারী ব্যবস্থাশাস্ত্রে এইরূপই নির্দ্দিষ্ট আছে।

স্ত্রীজাতির দাহাদি কার্য্যের অধিকারী যথা—জ্যেষ্ঠ পুত্রই স্ত্রীলোকের দাহাদি যাবতীয় কার্য্যে অধিকারী। তদভাবে যথাক্রমে কনিষ্ঠ পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, অদত্তা কন্যা, বাগদত্তা কন্যা, দত্তা কন্যা, দৌহিত্র, সপত্নীর পুত্র, স্বামী, পুত্রবধূ, সপিণ্ড ও সমানোদক স্বগোত্র, পিতা, ভ্রাতা, সহোদরা, ভ্রাতৃভগিনীপুত্র, স্বামীর ভ্রাতা, তৎপুত্র, পতির ভাগিনেয়, জামাতা, স্বামীর মাতুল, স্বামীর শিষ্য প্রভৃতি পিতৃ-মাতৃ-বংশীয়গণ যথাক্রমে দাহাদিক্রিয়ার অধিকারী হয়।

কি অসগোত্র, কি সগোত্র, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, যে কেহই হউক না কেন, যে ব্যক্তি অগ্নিদাতা, সেই ব্যক্তিই প্রেতের

পিণ্ড দান করিবে। দানকর্ত্তা অসমর্থ হইলে মৃতের পুত্রাদিরা পূরক পিণ্ড দিবে। অশৌচমধ্যেই পূরকাদি দান করা কর্ত্তব্য। কোন কারণে তাহা না হইলে আদ্য শ্রাদ্ধের পূর্ব্ব দিন দিবে।

মুমূর্ষুকৃত্য।

দেহত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে নরক হইতে পরিত্রাণের জন্য বৈতরণী করা কর্ত্তব্য। অপবিত্র থাকিলেও বৈতরণী করিবে। নিজে অসমর্থ হইলে অন্য কোন পবিত্র ব্যক্তি দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়। বৈতরণীকার্য্যে যথাবিহিত সবৎসা ধেনু দানই কর্ত্তব্য। তাহাতে অসমর্থ হইলে একটীমাত্র ধেনু দিবে। সবৎসা ধেনু দানকালে স্বর্ণশৃঙ্গ, রজতক্ষুর, কাংস্যক্রোড়, তাম্রপৃষ্ঠ প্রভৃতি দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া সবস্ত্র করত দান করা উচিত। ধেনুর পরিবর্ত্তে তন্মূল্যস্বরূপ এক কাহন কপর্দ্দক দিলেও কার্য্য সম্পূর্ণ হয়।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

দাহাধিকারী ব্যক্তি স্নান পূর্ব্বক মৃত ব্যক্তিকে স্নান করাইয়া তদীয় সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করিবে এবং তাহাকে দক্ষিণশিরা করিয়া কুশোপরি শয়ন করাইবে। পরে তদীয় সর্ব্বাঙ্গে ঘৃত মাখাইয়া "ওঁ গয়াদীনি চ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত পুনরায় স্নান করাইবে। পরে নূতন বস্ত্র পরিধান করাইয়া চন্দনাদি লেপন করত চক্ষু, কর্ণ, নাসা ও মুখ, এই সপ্তরন্ধ্রে সপ্তখণ্ড সুবর্ণ অথবা অক্ষম হইলে সপ্তখণ্ড কাংস্য দিবে। তৎপরে শব বহন পূর্ব্বক শ্মশানে লইয়া যাইবে এবং গমনকালে কাঁচা মৃত্তিকাপত্রে তণ্ডুল লইয়া তাহা ছড়াইতে

ছড়াইতে গমন করিবে। যখন অর্দ্ধাংশ বাকী থাকিবে, তখন তাহা আর না ছড়াইয়া পিণ্ড পাকার্থ রাখিয়া দিবে। সেই তণ্ডুল দ্বারা শ্মশানে অন্ন পাক করিবে। পিণ্ডদানার্থ শ্মশান-ভূমি গোময় দ্বারা লেপন পূর্ব্বক বিপরীতোপবীতী হইয়া বাম-জানু পাতিয়া উপবেশন করিবে এবং "অপহতাসুরারক্ষাংসি বেদী সদঃ" এই মন্ত্রে একটী চতুষ্কোণ রেখা করিয়া তদুপরি কুশাচ্ছাদন করিবে। পরে "এহি প্রেত সৌম্য গম্ভীরেভিঃ পথিভিঃ পূর্ব্বেণেভিঃ দেহ্যস্মভ্যং দ্রবিণেহ ভদ্রং রয়িঞ্চ নঃ সর্ব্ব-শরীরং নিযচ্ছ" এই মন্ত্রে প্রেতের আবাহন পূর্ব্বক আস্তীর্ণ কুশোপরি তিল প্রদান করতঃ বামহস্তে কুশমূল ও দক্ষিণ হস্তে তিলসহিত জলগণ্ডূষ লইয়া কুশোপরি নিক্ষেপ করিবে অর্থাৎ "অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্নবনেনিক্ষ্ব" মন্ত্রে ঐ অবনে-জল দিয়া দক্ষিণ হস্তে পিণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক বাম হস্তে আম-পাত্রে তিলসহিত জল লইয়া পিণ্ড দিবে। "অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্নেতত্তেহন্নমুপতিষ্ঠতাং" মন্ত্রে আস্তীর্ণ কুশোপরি পিণ্ড দিয়া পিণ্ডপাত্রপ্রক্ষালনজল পিণ্ডের উপর দিবে। সামবেদী ভিন্ন অন্যান্য বেদীয়েরা সমস্ত কার্য্যই করিবে, কিন্তু আবাহন করিবে না। অনন্তর ক্রিয়াধিকারীরা স্নান পূর্ব্বক কাষ্ঠরাশি দ্বারা চিতা রচনা করিবে এবং চিতাকাষ্ঠের উপর দুইখানি বস্ত্রসহ শবকে শয়ন করাইবে। সামবেদীয়েরা দক্ষিণ-শিরা ও উপুড় করিয়া পুরুষকে এবং দক্ষিণশিরা ও চিৎ করিয়া স্ত্রীলোককে শয়ন করাইবে। অন্যান্যবেদীয়ের পক্ষে উত্তর-শিরা করিয়া শয়নই ব্যবস্থেয়। তৎপরে "দেবাশ্চাগ্নিমুখা এনং দহন্তু" মন্ত্রে অগ্নি লইয়া চিতা প্রদক্ষিণ করিতে করিতে "কৃত্বা

ভু দুষ্করং কর্ম্ম জানতা বাপ্যজানতা। মৃত্যুকালবশং প্রাপ্য নরং পঞ্চত্বমাগতং। ধর্ম্মাধর্ম্মসমাযুক্তং লোভমোহসমাবৃতং। দহেয়ং সর্ব্বগাত্রাণি দিব্যান্ লোকান্ স গচ্ছতু।" এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক দক্ষিণাভিমুখ হওত শবের শিরঃস্থলে অগ্নিসংযোগ করিবে। * পরে দাহশেষে দ্বাদশাঙ্গুলীপ্রমাণ সপ্ত কাষ্ঠিকা লইয়া প্রদক্ষিণ করত সাতটী কাষ্ঠিকা চিতাগ্নিতে ফেলিয়া দিবে। এই সপ্ত কাষ্ঠিকা বিনা মন্ত্রেই অগ্নিতে দিবে। পরে "ক্রব্যাদায় নমস্তুভ্যং" মন্ত্রে কুঠার দ্বারা চিতাস্থিত জ্বলন্ত কাষ্ঠের উপর প্রহার করত অগ্নিকে বামে রাখিয়া বিমুখভাবে নদী প্রভৃতিতে স্নানার্থ যাইবে। আর চিতার দিকে দৃষ্টিপাত করিবে না। কোন কোন দেশে এইরূপ ব্যবহার আছে যে, দাহকর্ত্তা চিতায় সাত কলসী জল সেচন করে এবং অপরাপর ব্যক্তিরা এক এক কলসী সেচন করিয়া থাকে আর চিতার উপর পূর্ণ কুম্ভ স্থাপন পূর্ব্বক কুঠার দ্বারা আঘাত করত দাহকর্ত্তা স্নানার্থ প্রস্থান করিবে। শবকে নগ্নবেশে দাহ করিতে নাই, শবসম্বন্ধীয় বস্ত্র বা অন্যান্য যে কোন দ্রব্য থাকে, তাহা শ্মশানবাসী চণ্ডালকে সমর্পণ করিবে। সূতিকা স্ত্রী বা ঋতুমতী নারী মরিলে তিল সহ পঞ্চগব্যজলে কলসী পূর্ণ করিয়া "আপোহিষ্ঠা ময়ো ভুবস্তা ন উর্জ্জে দধাত নঃ মহেরণায় চক্ষুষে" এই মন্ত্র এবং "বামদেব্য ঋষিঃ" ইত্যাদি শান্তিমন্ত্র উচ্চারণ করতঃ দাহ করিতে হয়। গর্ভবতী স্ত্রী মরিলে গর্ভস্থ শিশুকে বহির্গত করিয়া ভূগর্ভে

---

* মন্ত্রের মধ্যে যে স্থানে "নরং পঞ্চত্বমাগতং" আছে, স্ত্রীলোক মরিলে তথায় "নারীং পঞ্চত্বমাগতাং" পাঠ করিতে হয়।

পুতিবে এবং প্রস্থতিকে দাহ করিবে। তৎপরে নদী প্রভৃতি জলাশয়ে গমন করিয়া দাহকারীর শ্যালক প্রভৃতিকে অনুজ্ঞা লইতে হয়। "উদকং করিষ্যামঃ" এই বলিয়া অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিলে "কুরুধ্বং" বাক্যে অনুজ্ঞা দিবে। পরে স্নানান্তে বস্ত্রাদি ধারণ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে বাম হস্তে জল লইয়া বাম হাতের অনামা দ্বারা ঘর্ষণ করত "আপ নঃ শুশোচদঘং" এই বাক্য বলিবে। পরে একবস্ত্রে স্নান করত আচমন পূর্ব্বক একাঞ্জলি বা অঞ্জলিত্রয় জলে তর্পণ করিবে। সামবেদীয়েরা, "অমুক-গোত্রং প্রেতং অমুকদেবশর্ম্মাণং তর্পয়ামি" এবং যজুর্ব্বেদীয় ও ঋগ্বেদীয়েরা "অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্ এতাত্তিলো-দকং তৃপ্যস্ব" বলিয়া তর্পণ করিবে। তৎপরে গৃহে গমন পূর্ব্বক * গৃহদ্বারস্থ অগ্নি, ঘি, তণ্ডুল, ডাইল ও নিম্বপত্র দন্তে কাটিয়া দাহকারী সকলেই মৃত ব্যক্তির বাটীতে প্রবেশ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন সেবন করিবে। তৎপরে বাটীস্থিত ব্যক্তিগণ ব্যতীত অপরাপর ব্যক্তিরা নিজ নিজ গৃহে যাইবে।

কুশপুত্তলিদাহ।

যাহার দাহ হয় নাই এবং অস্থিও পাওয়া যায় নাই, সে স্থলে কুশপুত্তলি দাহন করিতে হয়। শরপত্র দ্বারা একটী

* দেশবিশেষে এইরূপ প্রথা আছে যে, রাত্রিতে দাহ হইলে দিবাভাগে গৃহে যাইবে এবং দিবাভাগে দাহ হইলে রাত্রিতে গৃহে যাইবে। কোন কোন স্থানে এইরূপ প্রথাও দেখা যায় যে, রাত্রিতে দাহ হইলে পুনর্ব্বার রাত্রি না হইলে গৃহে গমন করিবে না এবং দিবাভাগে দাহ হইলে পুনরায় পরদিন আগত না হইলে গৃহে যাইবে না।

পুত্তলি প্রস্তুত করিয়া তাহার মস্তকে ৪০ টী, গলদেশে ১০ টী, বক্ষে ৩০ টী, উদরে ২০ টী, বাহুতে ১০০ টী, অঙ্গুলীতে ১০ টী, অণ্ডকোষে ৬ টী, উপস্থে ৪টী, উরুদেশে ১০০ টী, জানুজঙ্ঘায় ৩০টী এবং পদাঙ্গুলীতে ১০টী এই সর্ব্বসমেত ৩৬০ টি পলাশপত্র দিয়া মেষরোমের সূত্র দ্বারা বেষ্টন পূর্ব্বক যবপিষ্ট দ্বারা লেপন করিবে এবং পুত্তলির মস্তকে একটি তরুণ নারিকেল দিয়া দাহন করিবে।

অগ্নিযোগব্যবস্থা।

কি বালক, কি বালিকা, যাহার বয়ঃক্রম দুই বৎসর পূর্ণ হয় নাই, তাহার মৃত্যু হইলে দাহ না করিয়া চন্দনাদি দ্বারা ভূষিত করত গ্রামের বহির্ভাগে বিশুদ্ধ স্থানে প্রোথিত করিবে।

সপিণ্ডাদিবিচার।

আপনা হইতে তিন পুরুষ পিণ্ডভাগী ও তিন পুরুষ লেপভাগী, এই সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্তকেই সপিণ্ড বলা যায়। অর্থাৎ পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, এই তিন পুরুষ পিণ্ডভাগী আর বৃদ্ধ প্রপিতামহ, অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ ও অত্যতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ এই পুরুষত্রয় লেপভাগী এবং স্বয়ং পিণ্ডদ। পিণ্ডপ্রদানান্তে যাহা হস্তে লগ্ন থাকে, তাহারই নাম লেপ। সপিণ্ডের অনন্তর যে তিন পুরুষ, তাহাদিগকে এবং "এই বংশে অমুক জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল" এইরূপ নামস্মৃতি তাবৎকে সমানোদক বলা যায়। কোন কোন ব্যক্তি চতুর্দ্দশ পুরুষ যাবৎকে সমানোদক বলিয়া নির্ণয় করেন এবং তৎপরে গোত্রজ সম্বন্ধ মাত্র নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। বিবাহবিষয়ে অবিবাহিতা কন্যার সপিণ্ডতা সাত পুরুষ যাবৎ নির্দ্দিষ্ট আছে। কিন্তু বিবাহান্তে

পতিকুলে সপিণ্ডতা হইয়া থাকে। ভর্ত্তৃসপিণ্ডই স্ত্রীজাতির সপিণ্ড। অবিবাহিতা কন্যার পিতৃকুলে তিন পুরুষ যাবৎ সপিণ্ডত্ব থাকে, কিন্তু তাহা অশৌচবিষয়ে জানিবে।

সপিণ্ডাদ্যশৌচ।

কি জননে, কি মরণে সপিণ্ড ব্যক্তির সম্পূর্ণ অশৌচ হয় অর্থাৎ দশ দিন অশৌচ থাকে আর সকুল্যের তিন রাত্রি এবং গোত্রজ ব্যক্তি স্নানমাত্রে শুদ্ধ হয়। সমানোদকের নিবৃত্তি-ভাব অর্থাৎ নামস্মরণ পর্য্যন্তকেই সকুল্য কহে। *

চাতুর্ব্বর্ণ্যাশৌচ।

বিপ্রের পক্ষে দশদিন, ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশাহ, বৈশ্যের এক পক্ষ এবং শূদ্রের পক্ষে একমাস পূর্ণাশৌচ নিরূপিত আছে। † বিদেশে মৃত্যু বা জন্ম হইলে যে দিন সংবাদ পাওয়া যায়, জ্ঞাতি-গণ সেই দিন হইতে আরম্ভ করিয়া অশৌচের অবশিষ্ট কয় দিন অশৌচ গ্রহণ করিবে। জননাশৌচ অতীত হইবার পর সংবাদ পাইলে আর অশৌচ গ্রহণের আবশ্যক নাই। কিন্তু স্বীয় পুত্র-জন্ম-সংবাদ অশৌচান্তে পাইলে ধৃতবস্ত্র সহ অবগা-হন স্নান করিয়া শুদ্ধ হইবে। সপিণ্ড ব্যক্তির মৃত্যুসংবাদ অশৌ-

---

* এখানে ব্রাহ্মণের পক্ষের ব্যবস্থাই লিখিত হইল। ক্ষত্রিয় প্রভৃতির স্ব স্ব জাত্যুক্ত শৌচের বিভাগমতে ব্যবস্থা হইবে।

† সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অশৌচ হইলে পূর্ব্বদিন হইতে গণনা করিতে হয়; কারণ অশৌচের দিন নির্ণয় না হইলে অশৌচ গ্রহণ অকর্ত্তব্য।

চান্তে শুনিলে তিন রাত্রি অশৌচ গ্রহণ করিবে অর্থাৎ অশৌ-চান্তে এক বৎসরের মধ্যে সপিণ্ডের মৃত্যুসংবাদ পাইলে তিন রাত্রি অশৌচ গ্রহণ করিবে আর এক বৎসর পরে শুনিলে সদ্যঃশৌচ গ্রহণ ব্যবস্থেয়। কিন্তু মহাগুরু অর্থাৎ পিতা, মাতা অথবা পতির মৃত্যুসংবাদ এক বৎসরের পর শুনিলেও তিন রাত্রি অশৌচ গ্রহণ কর্ত্তব্য।

নারীবিষয়কাদ্যশৌচ।

দুই বর্ষের ন্যূনবয়স্কা বালিকার মৃত্যু হইলে সদ্যঃশৌচ ব্যবস্থেয়। বাগ্‌দত্তা কন্যার মৃত্যু হইলে একরাত্রি অশৌচ হয়। বাগ্‌দান সুসিদ্ধ হইবার পর বিবাহ যাবৎ সময়ে মৃত্যু ঘটিলে পিতৃকুল পতিকুল উভয়কুলেই ত্রিরাত্র অশৌচ গ্রহণ ব্যবস্থেয়। * বিবাহান্তে মৃত্যু হইলে পতিকুলে পূর্ণাশৌচ গ্রহণীয়। বিবাহিতা কন্যা পিতৃগৃহে থাকিয়া মরিলে বা প্রসূতা হইলে পিতা মাতার ত্রিরাত্রি এবং ভ্রাতৃগণের একরাত্রি অশৌচ হয়। অজাতদন্তী কন্যা মরিলে তাহার ভ্রাতার সদ্যঃশৌচ হয়। জাতদন্তা কন্যা মরিলে তৎসহোদর একরাত্রি অশৌচ গ্রহণ করিবে। † বিবাহের পর মরিলে আর ভ্রাতার অশৌচ হয় না, তখন কেবল পতিকুলেরই পূর্ণাশৌচ হইয়া থাকে।

পুত্র বা কন্যা জন্মিলে বিপ্রাণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ইহাদিগের পক্ষে দশাহযাবৎ আর শূদ্রাণীর ত্রয়োদশদিন অস্পৃশ্যত্ব থাকে।

---

* বিবাহের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্তকেই বাগ্‌দান কালে কহে।

† ইহার তাৎপর্য্য এই যে, চূড়াকরণ যাবৎ একরাত্রি অশৌচ।

পুত্র জন্মিলে দশদিন যাবৎ মাতার অস্পৃশ্যত্ব থাকে এবং পিতার পক্ষে ঐ অস্পৃশ্যত্ব স্নানের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত জানিবে।

ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যা পুত্রপ্রসবান্তে বিংশতি দিনের পর এবং কন্যাপ্রসবান্তে এক মাসের পর স্নান করিয়া সর্ব্বকর্ম্মে অধিকারিণী হইবে। * শূদ্রাণীর পক্ষে পুত্র-কন্যার জাতাশৌচ একমাস এবং অস্পৃশ্যত্ব ত্রয়োদশ দিন।

বালকাদিমরণাশৌচ।

নবম বা দশম মাসে বালক জন্মিয়া সেই জননাশৌচের মধ্যেই মরিলে পিতামাতার অস্পৃশ্যত্বজাতাশৌচ এবং সপিণ্ড-বর্গের সদ্যঃশৌচ হয়। জননাশৌচান্তে মরিলে সহোদর ভ্রাতার একাহ অশৌচ হইয়া থাকে।

গর্ভমধ্যে মৃত হইয়া পুত্র বা কন্যা ভূমিষ্ঠ হইলে সকলেরই পূর্ণাশৌচ।

জননাশৌচের পর যাবৎ দন্ত না জন্মে, তৎকালের মধ্যে মরিলে পিতামাতার এক রাত্রি অশৌচ আর দন্তোদ্গমের পর মৃত্যু হইলে তিন রাত্রি অশৌচ হইয়া থাকে। জাতদন্ত বালক মরিলে সপিণ্ডব্যক্তির একদিন অশৌচ এবং চূড়াকরণান্তে মরিলে তিন রাত্রি অশৌচ ব্যবস্থেয়।

মতান্তরে এরূপও নির্দ্দিষ্ট আছে যে, দন্তজনন যাবৎ অর্থাৎ

---

* ইতিপূর্ব্বে ব্রাহ্মণীর পক্ষে দশ দিন অশৌচের বিধি বলিয়া আবার বিংশতিদিনের উল্লেখ করাতে এই বুঝাইল যে, পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, উহা অস্পৃশ্যত্ববিষয়ক আর এই বিংশতি দিন অশৌচবিষয়ক।

জননশৌচান্তে ছয় মাস মধ্যে বালক মরিলে সপিণ্ড ব্যক্তি সদ্যঃ আশৌচ গ্রহণ করিবে। ছয় মাস পরে দুই বৎসরের মধ্যে মরিলে একাহ এবং দুই বৎসরের পর ছয় বর্ষ তিন মাস মধ্যে মরিলে তিন রাত্রি অশৌচ গ্রহণীয়।

অনুপনীত ব্রাহ্মণবালক মরিলে তিন রাত্রি অশৌচ গ্রহণীয় ; কিন্তু পঞ্চ বর্ষ বয়সে উপনয়ন হইয়া মৃত্যু ঘটিলে পূর্ণাশৌচ ব্যবস্থেয়।

মতান্তরে এই প্রকার নির্দ্দিষ্ট আছে যে, অপূর্ণ দ্বিবর্ষবয়-সের মধ্যে যে ব্রাহ্মণশিশুর চূড়াকরণ হইয়াছে, তাহার মৃত্যুতে সকলেই ত্রিরাত্রাশৌচ গ্রহণ করিবে।

জাবালি এই প্রকার মত প্রকাশ করেন যে, ছয় মাস মধ্যে যাহার দন্তোদ্গম হইয়াছে, একবর্ষ বয়সের সময় চূড়াকরণ হইয়াছে এবং পাঁচ বৎসর বয়সের সময় উপনয়ন হইয়াছে, সে মরিলে জ্ঞাতিবর্গ তদনুরূপ দশাহ, ত্র্যহ ও একাহ অশৌচ গ্রহণ করিবে। *

অপূর্ণ ষণ্মাস মধ্যে শূদ্রশিশু মরিলে তাহার পিতা মাতা ও সপিণ্ডবর্গ ত্রিরাত্রি অশৌচ গ্রহণ করিবে।

অঙ্গিরার মতে দুই বৎসরের ন্যূনবয়স্ক শূদ্রবালকের মৃত্যু হইলে পঞ্চাহ, তদূর্দ্ধবয়স্ক হইয়া ছয় বৎসরের মধ্যে মৃত্যু হইলে দ্বাদশাহ এবং ছয় বর্ষ অতীত হইয়া তৎপর মরিলে পূর্ণাশৌচ

---

* এ নিয়মটী ব্রাহ্মণের পক্ষে। শূদ্রের তাদৃশ নহে, কারণ তাহাদের পূর্ণাশৌচ একমাস। তাহারা সেই সংখ্যা অনুসারে অশৌচ গ্রহণ করিবে।

গ্রহণীয়। পরন্তু বিপ্রের উপনয়নবৎ শূদ্রজাতির পক্ষে বিবাহই প্রধান সংস্কার। এই হেতু ছয় বর্ষ বয়ঃক্রমের মধ্যে শূদ্রজাতির বিবাহ হইয়া মরিলে সে স্থলে এক মাস অশৌচ গ্রহণ ব্যবস্থেয়। বর্ণসঙ্করেরা শূদ্রবৎ অশৌচ গ্রহণ করিবে।

সদ্যঃশৌচ।

দুর্ভিক্ষে, রাজবিপ্লবে, রাজশূন্য যুদ্ধে, বিদ্যুতাগ্নিতে ও শাপাদি দ্বারা মৃত্যু ঘটিলে সপিণ্ড ব্যক্তিরা সদ্যঃশৌচ গ্রহণ করিবে।

রাজার রাজকার্য্যে, ব্রতীর ব্রতে, যাজ্ঞিকের যজ্ঞে, শিল্পীর শিল্পকর্ম্মে, রাজাজ্ঞাকারীর রাজার ইচ্ছাতে, দেবপ্রতিষ্ঠা ও বিবাহকালে, পূর্ব্বসঙ্কল্পিত কোন ব্রতকালে, চিকিৎসকের চিকিৎসাতে, দাস-দাসীর দাস্যকরণকালে সপিণ্ডের মৃত্যু হইলে অশৌচ হয় না। কোন কোন মতে সদ্যঃশৌচের বিধি আছে।

উপসর্গবশতঃ মরিলে সদ্যঃশৌচ হয়। আপদে মৃত্যু ঘটিলে কিম্বা বহু যন্ত্রণাতে মরিলে সদ্যঃশৌচ গ্রহণীয়।

গর্ভস্রাবাশৌচ।

গর্ভস্রাবের কাল অষ্টম মাস পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট আছে। ছয় মাস মধ্যে গর্ভস্রাব হইলে যত মাস গর্ভ হইয়াছে, ততদিন সেই নারীর অশৌচ হয়। ছয় মাসান্তে আট মাস মধ্যে গর্ভস্রাব হইলে সেই স্ত্রী নিজ নিজ জাত্যুক্ত পূর্ণাশৌচ গ্রহণ করিবে এবং সপিণ্ডবর্গের সদ্যঃশৌচ, নির্গুণের একদিন এবং যথেচ্ছাচারীর ত্রিরাত্রি অশৌচ ব্যবস্থেয়।

দ্বিতীয় মাসে, তৃতীয় মাসে, চতুর্থ মাসে, পঞ্চম মাসে কিম্বা

ষষ্ঠ মাসে গর্ভাস্রাব হইলে যে কয় মাস গর্ভ হইয়াছে, তৎসম-সংখ্য দিন অশৌচ গ্রহণের পরেও ব্রাহ্মণীর একদিন, ক্ষত্রিয়ার দুই দিন, বৈশ্যার তিন দিন এবং শূদ্রাণীর ছয় দিন অতিরিক্ত থাকে অর্থাৎ তত্তদিনের পর সে দৈব ও পৈত্র ক্রিয়ায় অধিকারিণী হয়, কিন্তু লৌকিক কার্য্যে কোন বাধা নাই।

সপ্তম বা অষ্টম মাসে গর্ভে মৃত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইলে, সকলকেই পূর্ণাশৌচ গ্রহণ করিতে হয়। নবম দশম মাসেও ঐ বিধি নিরূপিত আছে।

অঙ্গাস্পৃশ্যত্বাদ্যশৌচ।

পূর্ণাশৌচ স্থলে ব্রাহ্মণের পক্ষে অঙ্গাস্পৃশ্যত্ব তিন দিন, ক্ষত্রিয়ের ছয় দিন, বৈশ্যের অষ্টাহ এবং শূদ্রের দশ দিন থাকে।

খণ্ডাশৌচ স্থলে অশৌচদিনকে তিন ভাগ করিয়া এক ভাগে যত সময় হয়, ততকাল অঙ্গাস্পৃশ্যত্ব গ্রহণীয়। অশৌচকাল অতীত হইলে স্নানান্তেই শুদ্ধ হওয়া যায়।

বালক বা বালিকা জন্মিলে যদি তৎপিতা বা বিমাতা সূতিকা স্পর্শ করে, তাহা হইলে মাতার তুল্য অঙ্গাস্পৃশ্যত্ব হয়; কিন্তু অপরের হয় না।

আদিপুরাণের মতে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে যে, পুত্র বা কন্যা জন্মিলে বিপ্রাণী, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যার দশাহ এবং শূদ্রার ত্রয়োদশাহ অঙ্গাস্পৃশ্যত্ব হয়। অশৌচান্তে শ্রবণ করিলে সবস্ত্র স্নান দ্বারাই উক্ত দোষের শান্তি হইয়া থাকে।

পুত্রকন্যা জন্মিলে কেবল পিতা-মাতারই অঙ্গাস্পৃশ্যত্ব হয়, সপিণ্ডগণের হয় না।

মৃতের চিতাধুম অঙ্গে লাগিলে সর্ব্ববর্ণই স্নানান্তে শুদ্ধি লাভ করিবে।

শূদ্রের মৃত্যু হইলে যত দিন অঙ্গাস্পৃশ্যত্ব থাকে, তৎকাল-মধ্যে কোন ব্রাহ্মণ সেই শূদ্রের বাটীতে গিয়া অশ্রুপাত করিলে তাঁহাকেও ত্রিরাত্রি অশৌচ গ্রহণ করিতে হয়।

অঙ্গাস্পৃশ্যত্ব শান্তির পর এক মাস মধ্যে শূদ্রালয়ে গমন পূর্ব্বক অশ্রুপাত করিলে সেই ব্রাহ্মণকে একদিন অশৌচ গ্রহণ করত সচেল স্নান করিতে হয়।

অস্থিসঞ্চয়নের পূর্ব্বে স্ব স্ব জাতির গৃহে গিয়া অশ্রুত্যাগ করিলে দুই দিন অশৌচ গ্রহণ কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ হইয়া ক্ষত্রিয়া-লয়ে বা বৈশ্যালয়ে অশ্রুপাত করিলে দুই দিনান্তে শুদ্ধ হইয়া থাকে আর শূদ্রের স্থলে সকলেরই উপবাস ব্যবস্থা। মৃত ব্যক্তির বান্ধবের সহিত অশ্রুপাত করিলেও একাহ অশৌচ গ্রহণীয়। সর্ব্বত্রই এক দিন দান ও অধ্যয়নাদি নিষিদ্ধ।

খণ্ডাশৌচ।

যদি মাতুল, শিষ্য, পুরোহিত ও আত্মবান্ধব * ইহাদিগের দাহাদি না হয়, তবে পক্ষিণী অশৌচ হইবে; কিন্তু দাহাদি করিলে ত্রিরাত্রি ব্যবস্থেয়।

পিতৃবন্ধু † মরিলে পক্ষিণী অশৌচ, কিন্তু দাহাদি হইলে

---

* আত্মবান্ধব।—মাসীর পুত্র ও কন্যা এবং মাতুলপুত্রকেই আত্মবান্ধব কহে।

† পিতামহের ভগ্নীর পুত্র, পিতামহীর ভগ্নীর পুত্র এবং পিতার মাতুলপুত্র, ইহারাই পিতৃবন্ধু নামে অভিহিত।

ত্রিরাত্রি ব্যবস্থেয়। গুরু ও সহাধ্যায়ী মরিলে একরাত্রি অশৌচ হয়।

যাহার সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, তাহার দাহাদি করিলে সদ্যঃশৌচ বিধি। যাহার সহিত কোন সম্বন্ধ আছে, তাহাকে দাহন করিলে ত্রিরাত্রাশৌচ হয়। পরিণীতা কন্যার পক্ষে সর্ব্বত্রই ত্রিরাত্রি অশৌচ ব্যবস্থেয়।

মাসী, মাতুল, শ্বশুর, শাশুড়ী, গুরু, পুরোহিত ও শিষ্য নিজ গৃহে বা নিকটে মরিলে ত্রিরাত্র অশৌচ গ্রহণীয়।

শ্বশুর, শাশুড়ী, ভগিনী, মাতুলানী, মাতুল, পিসী ও মাসী ইহারা দূরে মরিলে পক্ষিণী অশৌচ হয়। *

গুরুপুত্র, গুরুদারা, উপাধ্যায়, মাতুল, শ্বশুর, শাশুড়ী, শ্যালক, সহাধ্যায়ী ও শিষ্য ইহারা অন্যত্র মরিলে একদিন অশৌচ হয়; কিন্তু স্বগৃহে মরিলে ত্র্যহ এবং একগ্রামে মরিলে পক্ষিণী অশৌচ হইয়া থাকে।

দৌহিত্র ও ভাগিনেয় মরিলে পক্ষিণী অশৌচ ব্যবস্থেয়, কিন্তু দাহাদি করিলে তিন রাত্রি হইবে।

পিতা মাতার মরণান্তে বিবাহিতা কন্যা দাহাদি না করিলেও ত্রিরাত্রি অশৌচ গ্রহণ করিবে।

সমানোদকের মৃত্যু হইলে তিন রাত্রি আর গোত্রজের মৃত্যু হইলে এক দিন অশৌচ হয়। মাতৃবন্ধু, † গুরু, মিত্র ও নৃপতির মৃত্যু হইলে ঐ প্রকার একদিন অশৌচ হয়।

---

* আগামী-বর্ত্তমানদিন বিশিষ্ট রাত্রির নাম পক্ষিণী।

† মাতৃবন্ধু।—মাতামহীর ভগ্নীর পুত্র, মাতামহের ভগ্নীর পুত্র এবং মাতার মাতুলপুত্র, ইহাঁদিগকেই মাতৃবন্ধু কহে।

যে বক্তি অশাস্ত্রীয়রূপে আত্মহত্যা করে, তাহার মৃত্যুতে অশৌচ নাই। শাস্ত্রীয়রূপে আত্মঘাতী কিম্বা প্রমাদবশতঃ অনাহারে মৃত, বজ্রপাতে মৃত, অগ্নিতে পতিত হইয়া মৃত, জলমগ্ন হইয়া মৃত, উন্নতস্থল হইতে পড়িয়া মৃত, শৃঙ্গী দ্বারা হত, দংষ্ট্রী দ্বারা হত, সর্পদষ্ট হইয়া মৃত, বিষপ্রয়োগে মৃত, চণ্ডাল দ্বারা মৃত এবং চোর প্রভৃতি দ্বারা হত হইয়া মরিলে তিন রাত্রি অশৌচ হয়। যে সকল ব্যক্তি দুষ্কর্ম্মা, মহাপাপী ও পতিত, তাহাদিগের দাহ বা অশৌচ নাই। পক্ষী, মৎস্য, শৃঙ্গী, দংষ্ট্রী, নখী ইত্যাদি দ্বারা হত, উচ্চস্থান হইতে পতন, উপবাস, প্রায়োপবেশন, বজ্র, বহ্নি, বিষপ্রয়োগ, বন্ধন ও জলমজ্জনরূপ পারিভাবিক শস্ত্রাঘাত এবং ক্ষত ব্যতীত শস্ত্রাঘাতে যদি তিন দিবসের মধ্যে মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তিন রাত্রি অশৌচ হইবে; কিন্তু তিন দিন পরে অথবা সপ্তাহ পরে মরিলে পূর্ণাশৌচ গ্রহণীয়।

সহমরণাশৌচ।

স্ত্রীজাতির সহমরণে কিম্বা অনুমরণে তাহার জ্ঞাতি পুত্র প্রভৃতির তিন রাত্রি অশৌচ হইয়া থাকে। পরন্তু ব্রাহ্মণীর সহমরণ ব্যতীত অনুমরণ হয় না।

সহমরণাশৌচ অপেক্ষা পতিমরণাশৌচ শ্রেষ্ঠ; সুতরাং গুরু অশৌচে লঘু অশৌচের নিরাস হয়। যদি যুদ্ধাদিতে হত পতির লঘু অশৌচ হইলেও সহগমন করিলে সহমরণাশৌচ হইবে না। কিন্তু পৃথক্ চিতায় আরোহণ করিলে তিন রাত্রি অশৌচ হইবে।

মৃত্যুবিশেষাশৌচ।

অনাহারে, বজ্রপাতে, অগ্নিতে, জলপ্রবেশে, উচ্চস্থান

হইতে পতনে, যুদ্ধে, দেশান্তরে মরিলে তিন রাত্রি অশৌচ হইয়া থাকে।

যদি প্রমাদ বশতঃ হঠাৎ শৃঙ্গী, দন্তী, নখী, সর্প, বিষ, বিদ্যুতাগ্নি, জল, চণ্ডাল, চোর ইত্যাদি দ্বারা হত হয়, তাহা হইলে তাদৃশ মৃত ব্যক্তির দাহাদি করণীয়। ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ সমস্তের মুখে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিলে দাহাদি, শ্রাদ্ধাদি বা অশৌচ কিছুই নাই।

ক্রোধান্ধ হইয়া অনাহার অথবা জল বা অগ্নিতে প্রবেশ করত মরিলে তাহার অগ্নিদানাদি কার্য্য, শ্রাদ্ধতর্পণাদি ও অশৌচ কিছুই নাই।

পরদারাগমনকালে যদি তৎপতিকর্ত্তৃক বা অন্য কর্ত্তৃক নিহত হয়, অসমান সঙ্করজাতি বা চণ্ডাল প্রভৃতির সঙ্গে ক্রীড়া করিতে করিতে কলহ উপস্থিত হইয়া যদি তাহাদিগের দ্বারা নিহত হয়,যে ব্যক্তি বিষদান করে, যে বিষ সেবন করাইয়া বধ করে,যে ব্যক্তি অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া মারে, যে বিধিনিয়মাতিরিক্ত মুণ্ডনাদি করে, যাহারা পরের অনিষ্টসাধনে ইচ্ছুক, যাহারা রোষান্ধ হইয়া বিষপান অনাহার অগ্নিপ্রবেশ জলমজ্জন অস্ত্রশস্ত্রাঘাত উচ্চস্থান হইতে পতন বা রজ্জুবন্ধন প্রভৃতি দ্বারা দেহত্যাগ করে, যে ব্যক্তি সজ্জাতীয় হইয়া ম্লেচ্ছবৎ চর্ম্মাস্থিনির্ম্মিত পাত্র ব্যবহার করে, যে ব্যক্তি লোভপরায়ণ হইয়া পরের বিনাশার্থ উপায় ও স্থানাদি স্থির করে, যাহার মুখে যোনিচিহ্ন বিদ্যমান, যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণদত্ত অভিশাপে বিনষ্ট, যে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক অভিচারাদি দ্বারা নিহত, যে ব্যক্তি ক্লীব এবং যাহারা মহাপাতকী, তাহারা পতিত বলিয়া পরিগণিত। ইহাদিগের দাহ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, অস্থিসঞ্চয়,

অশ্রুপাত, পিণ্ড ও শ্রাদ্ধাদি কিছুই নাই। যদি ঐ সকল ব্যক্তিকে দাহ করা যায়, তাহা হইলে দাহকর্ত্তা তপ্তকৃচ্ছ্রব্রতদ্বয় করিয়া শুদ্ধ হইবে। উক্ত ব্রতে অসমর্থ হইলে সার্দ্ধদ্বাবিংশতি কার্ষাপণী দানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করণীয়।

কুষ্ঠরোগী মরিলে যদি স্নেহনিবন্ধন তাহার দাহাদি করা যায়, তাহা হইলে দাহাদিকারীকে যতিচান্দ্রায়ণ ব্রত বা ধেনুচতুষ্টয় দান করিয়া শুদ্ধ হইতে হয়।* রোগী স্বয়ং প্রায়শ্চিত্ত করিয়া মরিলে আর দাহাদিকারীর প্রায়শ্চিত্ত করিবার আবশ্যক নাই। যতিচান্দ্রায়ণব্রতে অক্ষম হইলে সপাদ একাদশকর্ষাপণীদানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

যে ব্যক্তি অস্ত্রাঘাত প্রাপ্ত হইয়া তিন দিবস পরে মরে, সে যে কোন বর্ণই হউক না কেন, পূর্ণাশৌচ হইবে। তিনদিনের মধ্যে মরিলে ত্রিরাত্রি অশৌচ হয়। অনেকে এইরূপ ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

শাস্ত্রান্তরে এইরূপ ব্যবস্থাও দৃষ্ট হয় যে, রোগ ব্যতীত যুদ্ধাদিতে ক্ষত হইয়া মরিলে তজ্জন্য দ্বিবিধ অশৌচ হয় অর্থাৎ সপ্তাহমধ্যে মরিলে তিনরাত্রি এবং তৎপর মরিলে স্ব স্ব জাত্যুক্ত নিয়মে অশৌচ গ্রহণীয়।

---

* সাধারণতঃ কুষ্ঠ অষ্টবিধ ;—(১) বিচর্চ্চিকা, (২) দুশ্চর্ম্মা, (৩) চর্চ্চরীয়, (৪) বিকচু, (৫) ব্রণ, (৬) তাম্র, (৭) কৃষ্ণ ও (৮) শ্বেত। এই সকল কুষ্ঠ উত্তোরোত্তর শ্রেষ্ঠ। ইহার মধ্যে যে কোনরূপ কুষ্ঠরোগী হউক না কেন, সে সর্ব্বকর্ম্মে অনধিকারী। কুষ্ঠরোগী মরিলে তাহাকে তীর্থে বা বৃক্ষমূলে প্রোথিত করিবে। তাহার দাহ, পিণ্ড বা শ্রাদ্ধতর্পণাদি নাই।

শবানুগমনাদ্যশৌচ। *

অসপিণ্ডের মরণে যদি কোন ব্রাহ্মণ বন্ধুবৎ তাহার বহন বা দাহাদি করে, তাহা হইলে তিন রাত্রি অশৌচ গ্রহণীয়। মাতার সহোদর প্রভৃতির বহনদাহাদি করিলেও স্বরূপ অশৌচ ব্যবস্থেয়। কোন অসপিণ্ড বিপ্র কোন ব্যক্তির বাটীতে শবদাহনান্তে তদন্ন সেবন করিলে তাহাকে দশ দিন অশৌচ গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু অন্ন ভক্ষণ না করিয়া তাহার গৃহে বাস করিলে একাহ অশৌচ ব্যবস্থেয়।

কোন অনাথ বা দরিদ্র ব্রাহ্মণ মরিলে যদি অপরাপর

---

* জগৎপাতার এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্রই সকলজাতিতেই শবানুগমন প্রথা প্রচলিত আছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদিগের বঙ্গদেশের অধম বাঙ্গালীজাতিরা ইহার প্রতি কোনরূপ আস্থাই প্রদর্শন করেন না। বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে স্পষ্টই লক্ষিত হইয়া থাকে যে, পশুপক্ষ্যাদি তির্য্যক্‌-জাতির মধ্যেও শবানুগমন ও সহানুভূতি আছে, কিন্তু আমরা এরূপ নরাধম ও পশ্বাদি হইতেও হেয় যে, তৎপ্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত করি না। আমাদিগের শাস্ত্রে এরূপ কোন বিশেষ প্রমাণ বা যুক্তি পাওয়া যায় না যে, সজাতীয় শবের অনুগমন করিতে নাই। শবানুগমনভেদে অশৌচগ্রহণের ব্যবস্থা আছে সত্য, কিন্তু সজাতীয় শবের অনুগমন করিবে না বা থাকিতে নাই, এরূপ যুক্তি কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। শবানুগমন দ্বারা সহানুভূতি প্রকাশ করা অথবা আর্থিকাদি নানা উপায়ে বিজাতীয় শবদাহনের আনুকূল্য করা যে সর্ব্বতোভাবে বিধেয় ও ধর্ম্মসঙ্গত, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র।

ব্রাহ্মণেরা তাহার বহনদাহনাদি করে, তাহা হইলে সবস্ত্র স্নান পূর্ব্বক ঘৃত সেবন দ্বারা শুদ্ধ হইবে। কিন্তু এই যে নিয়ম লিখিত হইল, ইহা অসম্বন্ধিস্থলে বুঝিবে অর্থাৎ যদি মৃত ব্যক্তির সহিত কোন সম্বন্ধ না থাকে, তাহা হইলে সদ্যঃশৌচ হইবে, পরন্তু কোনরূপ সম্বন্ধ থাকিলে ত্রিরাত্রি অশৌচ গ্রহণীয়।

ব্রাহ্মণ হইয়া কদাচ শূদ্রের শবানুগমন করিবে না। হঠাৎ গমন করিলে স্নান পূর্ব্বক অগ্নিস্পর্শ ও ঘৃতপ্রাশন করিয়া বিশুদ্ধ হইবে।

শ্রেষ্ঠ জাতি হীনজাতীয়ের শব এবং হীন জাতি শ্রেষ্ঠজাতির দাহাদি করিলে মৃত ব্যক্তি যে জাতির, সেই জাতিবিহিত অশৌচ গ্রহণ করিবে।

লোভবশতঃ ভিন্নগোত্রীয় শবদাহাদি করিলে ব্রাহ্মণের দশাহ, ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশাহ, বৈশ্যের এক পক্ষ এবং শূদ্রের একমাস অশৌচ হয়।

ব্রাহ্মণ হইয়া শবের সরস অস্থি স্পর্শ করিলে সবস্ত্র স্নান করিয়া শুদ্ধ হইবে এবং নীরস অস্থি স্পর্শ করিলে গোস্পর্শ ও সূর্য্য দর্শন করিয়া শুদ্ধি লাভ করিবে। *

কূর্ম্ম পুরাণের মতে এইরূপ দৃষ্ট হয় যে, ব্রাহ্মণ হইয়া ইচ্ছা-পূর্ব্বক বিপ্রশবের অনুগমন করিলে সবস্ত্র স্নান পূর্ব্বক অগ্নি ও ঘৃত সেবন করিয়া শুদ্ধ হইবে। ক্ষত্রিয় হইয়া ক্ষত্রিয়শবের

---

* বশিষ্ঠসংহিতায় লিখিত আছে যে, মানবের স্নিগ্ধ অস্থি স্পর্শ করিলে তিন রাত্রি এবং অস্নিগ্ধ অস্থি স্পর্শ করিলে অহো-রাত্র অশৌচ গ্রহণীয়।

অনুগামী হইলে সবস্ত্র স্নান, ঘৃত সেবন ও একাহ উপবাস করিবে। বৈশ্য হইয়া বৈশ্যশবের অনুগামী হইলে দুই রাত্রি উপবাস এবং স্নান ও ঘৃত প্রাশন ব্যবস্থেয়। শূদ্র হইয়া শূদ্র-শবের অনুগমন করিলে স্নান, ঘৃত সেবন, ত্রিরাত্র উপবাস ও এক শত প্রাণায়াম করিয়া শুদ্ধ হইতে হয়।

অশৌচশঙ্করব্যবস্থা।

কি জননাশৌচ, কি মরণাশৌচ যাহার মধ্যেই হউক্ না কেন, যদি অন্য কোন জননাশৌচ বা মরণাশৌচ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ব অশৌচের শেষদিনেই দ্বিতীয় অশৌচের শেষ হইয়া যাইবে।

অশৌচের গুরুতা ত্রিবিধ;—প্রথম জননাশৌচ অপেক্ষা মরণাশৌচ গুরু, দ্বিতীয় জ্ঞাতির পুত্রাদিজন্ম অপেক্ষা আপনার পুত্রাদিজননাশৌচ গুরু, তৃতীয় সপিণ্ডের মরণাশৌচ অপেক্ষা আপনার পিতা মাতা ও পতির মরণাশৌচ গুরু। সপিণ্ডের জনন-মরণে সপিণ্ডের সমান অশৌচ হয়। এই উভয় সমানের মধ্যে সমানাশৌচ হইলে পূর্ব্বাশৌচে বিশুদ্ধ হওয়া যায়। পূর্ব্ব অশৌ-চের শেষ দিবসে অন্য সপিণ্ড মরিলে দুই দিবস অতিরিক্ত গ্রহণ করিতে হইবে। অশৌচান্ত-দ্বিতীয় দিনে অরুণোদয়ে সপিণ্ড মরিলে তিন দিন অতিরিক্ত গ্রহণ করিবে। গুরু অশৌচমধ্যে লঘু অশৌচ ঘটিলে অথবা লঘু অশৌচমধ্যে গুরু অশৌচ উপস্থিত হইলে প্রথম অশৌচের শুদ্ধিতেই সমস্ত শুদ্ধ হয়। যদি লঘুর পূর্ব্বার্দ্ধে গুরু অশৌচ হয়, তাহা হইলে ঐ পূর্ব্বার্দ্ধ লঘু অশৌচেই শুদ্ধ হইবে। লঘুর দ্বিতীয়ার্দ্ধে গুরু অশৌচ হইলে গুরুর দ্বিতী-য়ার্দ্ধে শুদ্ধ হয়। পিতার মৃত্যুর পর মাতা মরিলে অথবা মাতার

মৃত্যুর পর পিতা মরিলে উভয়ের গুরুত্ব নিবন্ধন প্রথম অশৌচেই শুদ্ধি হইবে। কিন্তু যদি দশদিবসে মরণ হয়, তবে দুই দিন অতিরিক্ত হইবে। আর রাত্রিশেষে মৃত্যু হইলে তিন দিন অতিরিক্ত হয়।

জননাশৌচের মধ্যে প্রসূতা স্ত্রীর পতি মরিলে জননাশৌচের শুদ্ধিতেই মরণাশৌচ শুদ্ধ হইবে। যদি সপিণ্ডের অশৌচান্তদিনে পিতার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে সেই সপিণ্ডাশৌচ পিতৃমরণজনিত অশৌচান্তদিবসে সমাপ্ত হইবে। কেননা, এ স্থানে মহাগুরুনিপাত বুঝিতে হইবে। যদি পিতার মরণাশৌচের মধ্যে মাতার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ব অশৌচান্তদিবসেই শেষ অশৌচের সমাপ্তি হয়। কেননা উভয় অশৌচই তুল্য। স্বীয় পুত্র বা কন্যা ভূমিষ্ঠ হইলে যদি সেই অশৌচের মধ্যেই সপিণ্ডের পুত্র বা কন্যা জন্মে, তাহা হইলে স্বীয় পুত্র-কন্যা-জন্মজন্য অশৌচান্তদিনে পরাশৌচের সমাপ্তি হইবে। যদি একদিনে উভয় সপিণ্ডের মৃত্যু হইয়া তৎপরে মাতৃ-পিতৃ-বিয়োগ হয় অথবা পতির মৃত্যু ঘটে, তবে পূর্ব্ব অশৌচান্তদিনেই সমস্ত অশৌচের শেষ হয়। যদি জননাশৌচের মধ্যে অন্য কোন জননাশৌচ পড়ে আর পূর্ব্বজাত সন্তানের উল্লিখিত অশৌচাভ্যন্তরে মরণ ঘটে, তাহা হইলে পিতা-মাতার জননাশৌচ ও সপিণ্ডগণ স্নানমাত্রে শুদ্ধ হইবে। যদি পরে সঞ্জাত বালক অশৌচাভ্যন্তরে মরে, তাহা হইলে সকলেরই জননাশৌচ তুল্যভাবে হইবে। সপিণ্ডের জাতাশৌচের প্রথমার্দ্ধে আপনার পুত্র জন্মিলে সপিণ্ডের অশৌচের শুদ্ধিতেই শুদ্ধি হইবে। যদি পরার্দ্ধে মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আপন শুদ্ধিতে শুদ্ধি জানিবে। যদি বিদ্যুতাগ্নি প্রভৃতিতে মরণ

ঘটে, তাহা হইলে তিন রাত্রি অশৌচ ব্যবস্থেয় আর যদি তন্মধ্যে অন্য খণ্ডাশৌচ পড়ে, তাহা হইলে পূর্ব্ব অশৌচেই সমস্ত শেষ হইবে। ফল কথা, লঘু গুরু বিবেচনা পূর্ব্বক অশৌচব্যবস্থা নির্ণয় করিতে হয়।

অশৌচমধ্যে কর্ত্তব্যতা।

অশৌচমধ্যে সন্ধ্যা, অধ্যয়ন, হোম, আতিথ্য, তর্পণ, বৈশ্বদেবপূজন ও শ্রুতিবিহিত কার্য্য করিবে না। অশৌচমধ্যে দেবতা ও পিতৃগণের উদ্দেশে তর্পণ করিতে নাই আর ব্রাহ্মণদিগকে অভিবাদন বা তাহাদিগের প্রণামাদি গ্রহণ করিবে না। অশৌচাভ্যন্তরে ইষ্টপূজা করিতে হইলে স্নানাদি সমাধা করত কেবল মানসোপচারে পূজা করিবে। বাহ্যিক উপকরণযোগে না করিয়া কেবলমাত্র ধ্যানযোগে অর্চ্চনাই কর্ত্তব্য। *

অযাচিতভাবে কোন বস্তু প্রদান করিলে অশুচি ব্যক্তি তাহা গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু কুলটা, দুষ্ক্রিয়াসক্ত, পাষণ্ড ও পতিত ব্যক্তিরা দিলে তাহা গ্রহণ নিষিদ্ধ। অশৌচ অবস্থায় অশুচি ব্যক্তি যদি লবণ, মধু, মাংস, পুষ্প, মূল, ফল, শাক, কাষ্ঠ, তৃণ, জল, দধি, ঘৃত, দুগ্ধ, তৈল, ঔষধ, অজিন, তণ্ডুল ও যাবতীয় পণ্য দ্রব্য স্পর্শ করে, তাহা হইলে তাহা গ্রহণ করা যায়।

---

* এই যে ব্যবস্থার উল্লেখ হইল, ইহা সকলের পক্ষে নহে। কারণ, যাহারা প্রথম হইতে সঙ্কল্পকারক অর্থাৎ যখন প্রথম দীক্ষা গ্রহণ করা হয়, তখন যাঁহারা এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া থাকেন যে, যাবজ্জীবন প্রতিদিন পূজা করিব, তাঁহাদের পক্ষেই এই ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট আছে। তাঁহারাই অশৌচাভ্যন্তরে নিত্যপূজার অনুষ্ঠান করিতে পারেন।

পূরকপিণ্ডদান।

অশৌচমধ্যেই পূরকপিণ্ড দিতে হয়, এই জন্য সাধারণের বিদিতার্থ এই স্থলেই তদ্বিষয় লিখিত হইল, যথা—দশপিণ্ডকেই পূরকপিণ্ড বলা যায়। অশৌচমধ্যেই ঐ দশ পিণ্ড দিবে। অক্ষম হইলে অশৌচান্তদিনে দিতে পারে।

ত্র্যহাশৌচে।—প্রথম দিনে এক, দ্বিতীয় দিনে চারি এবং তৃতীয় দিনে পাঁচ অথবা প্রথম দিনে তিন, দ্বিতীয় দিনে চারি ও তৃতীয় দিনে তিন অর্থাৎ প্রথম দিনে এক পিণ্ড দিবে, দ্বিতীয় দিনে চারি ও তৃতীয় দিনে পাঁচ পিণ্ড দিবে কিম্বা প্রথম দিনে তিন পিণ্ড দিয়া দ্বিতীয় দিনে চারি পিণ্ড ও তৃতীয় দিনে তিনটী পূরকপিণ্ড দিতে হয়।

চতুরহাশৌচে। প্রথম দিনে দুই, দ্বিতীয় দিনে তিন, তৃতীয় দিনে তিন ও চতুর্থ দিনে দুই পিণ্ড দিবে।

পঞ্চাহাশৌচে।—প্রথম দিনে এক, দ্বিতীয় দিনে দুই, তৃতীয় দিনে চারি, চতুর্থ দিনে দুই এবং পঞ্চম দিনে এক পিণ্ড দিবে।

ষড়হাশৌচে।—প্রথম দিনে এক, দ্বিতীয় দিনে তিন, তৃতীয় দিনে এক, চতুর্থ দিনে তিন, পঞ্চম দিনে এক এবং ষষ্ঠ দিনে এক পিণ্ড দিবে।

সপ্তাহাশৌচে। প্রথম দিনে এক, দ্বিতীয় দিনে এক, তৃতীয় দিনে দুই, চতুর্থ দিনে দুই, পঞ্চমদিনে দুই, ষষ্ঠদিনে এক, সপ্তম দিনে এক পিণ্ড দিবে।

অষ্টাহাশৌচে। প্রথম দিনে এক, দ্বিতীয় দিনে এক, তৃতীয় দিনে এক, চতুর্থ দিনে দুই, পঞ্চম দিনে দুই, ষষ্ঠ দিনে এক, সপ্তম দিনে এক ও অষ্টম দিনে এক পিণ্ড দিবে।

নবাহাশৌচে।—প্রথমদিনে এক, দ্বিতীয়দিনে এক, তৃতীয় দিনে এক, চতুর্থ দিনে এক, পঞ্চমদিনে দুই, ষষ্ঠদিনে এক, সপ্তম দিনে এক, অষ্টমদিনে এক ও নবম দিনে এক পিণ্ড দিবে।

দশাহাশৌচে। প্রথম হইতে দশদিন পর্য্যন্ত প্রতিদিন এক এক পিণ্ড দিবে।

পক্ষিণী অশৌচে।—দুই দিনেই পঞ্চ পঞ্চ এবং ত্র্যহাশৌচেও ঐরূপ পিণ্ড দিবে।

দ্বাদশাহাদ্যশৌচে।—প্রথম দিন হইতে নবমদিবস যাবৎ নয় পিণ্ড আর অশৌচান্ত দিনে এক পিণ্ড দিবে। বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষে এই নিয়ম। সদ্যঃশৌচ স্থলে বা একাহাশৌচ স্থলে সেই দিবসেই সকল পিণ্ড দিতে হয়।

দাহাদির শেষে এই নিয়মে পূরক পিণ্ড দিবে যে, দুই মুষ্টি তণ্ডুল দুই বার প্রক্ষালন করত মৃৎপাত্রে উত্তমরূপে পাক করিবে। ঈশানদিকে পাক করাই কর্ত্তব্য। পরে পবিত্রহস্ত ও বিপরীতোত্তরীয় হইয়া ভূতলে জানু পাতিয়া দক্ষিণাভিমুখে বসিবে। পরে চারিদিকে একহস্তপরিমাণ ও চতুরঙ্গুল উন্নত এবং দক্ষিণদিক্ নিম্ন বেদী করিয়া কুশজল নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর তদুপরি নৈর্ঋতক্রমে চতুষ্কোণ রেখা করিয়া কুশ বিস্তৃত করত "অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্নবনেনিক্ষ্ব" মন্ত্রে সতিল জল দিবে। তৎপরে তিল, মধু ও ঘৃতযুক্ত বিল্বপরিমিত তপ্তপিণ্ড লইয়া "অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ এতত্তে প্রথমং পিণ্ডপূরকং" এই মন্ত্রে কুশোপরি প্রদান করিবে। তদনন্তর পুনরায় হস্তধৌত জল উক্ত অবনেনিক্ষ্ব মন্ত্রে পিণ্ডোপরি দিতে হয়। তৎপরে ঊর্ণাতন্তুময় বাস লইয়া

"অমুকগোত্র প্রেতামুকদেবশর্ম্মন্নেতত্তে ঊর্ণাতন্তুময়ম্বাস" মন্ত্রে পিণ্ডোপরি দিবে। পরে কাঁচা মৃণ্ময় পাত্রে পিণ্ড-সমীপে জল রাখিবে। যথাসাধ্য গন্ধ ও পুষ্প পিণ্ডোপরি দিয়া যাবৎ ধূম উত্থিত না হয়, তাবৎ পিণ্ডের নিকট অবস্থান করত দর্শন করিবে। অনন্তর সলিলে বিসর্জ্জন করত গৃহে গমন করিতে হয়। যাহার উপনয়ন হয় নাই কিম্বা যে কন্যা অবিবাহিতা, তাহারা কুশাস্তরণ ব্যতীত পিণ্ড দিবে। অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রমের পর কুশোপরি পিণ্ড দিতে পারে। যদ্যপি ঐ সময়ের মধ্যে যজ্ঞোপবীত ও কন্যার বিবাহ হয়, তাহা হইলে কুশাস্তরণের উপরিভাগে পিণ্ড দিবে।

নীরক্ষীরদান।

কাষ্ঠময় ত্রিপদী প্রস্তুত করিয়া তাহার উপর মৃত্তিকাপাত্রে জল ও অন্যপাত্রে দুগ্ধ রাখিয়া ভূতলে জানু পাতিয়া বসিবে এবং বিপরীত উত্তরীয় করিয়া "প্রেতাত্র স্নাহি পিব চেদং ক্ষীরং" এই মন্ত্রে পিণ্ডের উপর দিবে। যদি দশ দিন দেয়, তাহা হইলে অধিক ফল হয়, নতুবা শেষে এক দিনে দিলেও চলিতে পারে। কোন কোন ব্যক্তি পিণ্ডোপরি না দিয়া নিবেদন করিয়া দিয়া থাকেন। পরন্তু পিণ্ডোপরি দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। প্রতি পিণ্ডে এক একটী করিয়া ক্ষীরপাত্র দিতে হয় আর জলপাত্রও প্রথম পিণ্ডে এক, দ্বিতীয় পিণ্ডে দুই, তৃতীয় পিণ্ডে তিন এই নিয়মে দশ পিণ্ডে পঞ্চপঞ্চাশৎসংখ্য নীরপাত্র দিবে। যে ব্যক্তি অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া করে, সেই ব্যক্তিই পূরকপিণ্ড দিবে। জ্যেষ্ঠ পুত্র বিদ্যমানেও কোন কারণে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিতে না পারিলে যে ব্যক্তি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিবে, সেই পূরকপিণ্ড দিবে।

আদ্য শ্রাদ্ধে, পূরকপিণ্ডে, প্রেততর্পণে ও মাসিক শ্রাদ্ধকালে সামবেদীয়গণ কদাচ স্বধা শব্দ প্রয়োগ করিবে না। অন্যান্য বেদীয়েরা পূরক ভিন্ন অন্যত্র স্বধা ব্যবহার করিবে।

গঙ্গাজলে অস্থিনিক্ষেপ।

মৃত ব্যক্তির অস্থি গঙ্গাজলে দিবার আবশ্যক হইলে উত্তরাভিমুখ হইয়া আচমন পূর্ব্বক কুশ জল লইয়া সঙ্কল্প করত অস্থিকে পঞ্চগব্যে অভিষেক করিবে। পরে স্বর্ণ, মধু, ঘৃত ও তিলমিশ্রিত বাটীর মধ্যে আবৃত করত দক্ষিণ দিক্ দর্শন পূর্ব্বক "নমো ধর্ম্মরাজায়" বলিয়া জলে অবতরণ করিবে। পরে "স মে প্রীতো ভবতু" বলিয়া দূরস্থ জলমধ্যে ফেলিয়া দিবে। তৎপরে স্নান করিয়া দক্ষিণা প্রদান করিবে।

শ্রাদ্ধ।

নিত্যকৃত্যাধ্যায়ে নিত্যশ্রাদ্ধস্থলে শ্রাদ্ধের প্রকারভেদ কথিত হইয়াছে। অধুনা সাধারণের বিদিতার্থ একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধবিধি নিম্নে প্রদত্ত হইল। অন্যান্য শ্রাদ্ধসমূহের পদ্ধতি মৎপ্রকাশিতব্য "শ্রাদ্ধ" নামক গ্রন্থে দৃষ্টি করিলেই সবিস্তার জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

সাম্বৎসরিকৈকোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধপ্রয়োগঃ।

তত্র পূর্ব্বদিনেনিরামিষং সকৃদ্ভোজনং কৃত্বা পরদিনে দেবপূজান্তং কর্ম্ম কৃত্বা দক্ষিণাভিমুখীভূয় পাদৌ প্রক্ষাল্য দর্ভহস্তঃ প্রাঙ্মুখ উদঙ্মুখো বা দ্বিরাচম্য গোময়েনোপলিপ্তায়াং ভূমৌ মধ্যাহ্নে শ্রাদ্ধপর্য্যাদন্তেতরকালে বা দর্ভাসনে চোপবিশ্য তিলতৈলেন দীপং প্রজ্বাল্য ভোজ্যাদিকমুৎসৃজেৎ। তদ্‌যথা।—ভোজ্যাদিকমানীয় এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সোপকরণভোজ্যায় নমঃ। ইতি ত্রিঃ সম্পূজ্য

এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতৎসম্প্রদানায় ওঁ ব্রাহ্মণায় নমঃ ইতি সম্পূজ্য কুশত্রয়সহিত-জলমাদায় ওঁ অদ্যামুকে মাস্যমুকপক্ষেঽমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য পিতুরমুকদেবশর্ম্মণঃ সাম্বৎসরিকশ্রাদ্ধবাসরে অমুকগোত্রস্য পিতুরমুকদেবশর্ম্মণঃ স্বর্গকাম ইদং সোপকরণভোজ্যং বিষ্ণুদৈবতং যথানামগোত্রায় ব্রাহ্মণায়াহং দদানি। ততো দক্ষিণা। যথা,— এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ফলায় নমঃ ইতি ত্রিঃ সম্পূজ্য ওঁ অদ্যেত্যাদি কৃতৈতৎ-সোপকরণভোজ্যদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং ফলং বিষ্ণুদৈবতং যথানামগোত্রায় ব্রাহ্মণায়াহং দদানি। ততঃ দক্ষিণপাণৌ কৌশদ্বিদলরূপপবিত্রং বামে বহুতরকুশান্ ধৃত্বা ওঁ বাস্তুপুরুষায় নমঃ। ইতি গন্ধাদিনা বাস্তুং সম্পূজ্যান্নং দত্ত্বা ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্। ইত্যনেন হরিং স্মৃত্বা যজ্ঞেশ্বরং গন্ধাদিনা সম্পূজ্য এতৎ শ্রাদ্ধীয়াগ্র-ভাগসঘৃতসোপকরণান্নং যজ্ঞেশ্বরায় ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। ইত্যনেন শ্রাদ্ধীয়াগ্রভাগং দত্ত্বা পরকীয়ভূমৌ চেৎ তৎস্বামিনে মূল্যমথবা পিতৃরীত্যা এতদন্নং সোপকরণং এতদ্ভূস্বামিপিতৃভ্যঃ স্বধা ইত্যগ্রভাগং দদ্যাৎ। ততঃ উপবীতী দর্ভবটুং স্নাপয়িত্বা এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কুশময়ব্রাহ্মণায় নমঃ। ইতি সম্পূজ্য দক্ষিণামুখঃ প্রাচীনাবীতী পাতিতবামজানুস্তিলপ্রোক্ষিতদক্ষিণাগ্রৈকদর্ভযুক্তা-সনে দর্ভবটুং সংস্থাপ্য জলগণ্ডূষং দত্ত্বা ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুক-গোত্রস্য পিতুরমুকদেবশর্ম্মণঃ একোদ্দিষ্টবিধিকসাম্বৎসরিকশ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্মণেঽহং করিষ্যে। ওঁ কুরুষ্বেতি প্রতিবচনম্। ততঃ সপ্রণবব্যাহৃতিকাং গায়ত্রীং জপেৎ। ততঃ ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃ-ভ্যশ্চ মহাযোগিভ্য এব চ। নমঃ স্বধায়ৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব

ভবন্ত্বিতি ত্রিঃ পঠেৎ। ততঃ পুণ্ডরীকাক্ষং স্মরেৎ। ততো মৃজ্জলেন শ্রাদ্ধীয়দ্রব্যপ্রোক্ষণং কর্ত্তব্যম্। রক্ষার্থমুদকপাত্রমেক-দেশে স্থাপয়েৎ। ততো ব্রাহ্মণায় জলং দত্ত্বা ওঁ অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মন্নেতত্তে দর্ভাসনং স্বধা ইত্যুৎসৃজ্য ব্রাহ্মণবাম-পার্শ্বে মোটকং দদ্যাৎ। ততঃ ওঁ অপহতাসুরারক্ষাংসি বেদি-ষদঃ ইতি তিলান্ বিকীর্য্য ব্রাহ্মণাগ্রভূমৌ কুশপত্রমেকং দক্ষিণাগ্রং পাতয়িত্বা তদুপরি পাত্রং সংস্থাপ্য ওঁ পবিত্রাসি বৈষ্ণবী ইত্যনেনানখচ্ছিন্নং প্রাদেশমাত্রং ওঁ বিষ্ণুর্ম্মনসা পূতম-সীত্যনেন প্রোক্ষিতৈকদলকং পবিত্রং তৎপাত্রে নিধায় ওঁ শন্নো দেবীরভীষ্টয়ে শন্নো ভবন্তু পীতয়ে শং যোরভিস্রবন্তু নঃ॥ ইত্যনেন জলং তৎপাত্রে দদ্যাৎ। ততঃ ওঁ তিলোঽসি সোম-দেবত্যো গোষবো দেবনির্ম্মিতঃ। প্রত্নমদ্ভিঃ পৃক্তঃ স্বধয়া পিতৄন্ লোকান্ প্রীণাহি নঃ স্বাহা। ইত্যনেন তিলা দেয়াঃ। তূষ্ণীং গন্ধপুষ্পে চ দত্ত্বা পাত্রং কুশেন পিধায় ওঁ অচ্ছিদ্রমিদমর্ঘ্যপাত্রমস্তু ইত্যবধারয়েৎ। ওঁ অস্তিত্যুত্তরম্। ব্রাহ্মণহস্তে দক্ষিণাগ্রং অর্ঘ্যপাত্রীয়পবিত্রং দত্ত্বা জলান্তরং পুষ্পান্তরঞ্চ দত্ত্বা পুষ্পান্তরেণ ওঁ শিরঃপ্রভৃতি সর্ব্বগাত্রেভ্যো নমঃ। ইতি পূজয়েৎ। ততস্তৎ-পাত্রং বামহস্ততলে কৃত্বা দক্ষিণহস্তেনাচ্ছাদ্য ওঁ যা দিব্যা আপঃ পয়সা সংবভূবুর্যা অন্তরীক্ষা উত পার্থিবীর্যা হিরণ্যবর্ণা যজ্ঞিয়াস্তা ন আপঃ শিবঃ শং স্যোনাঃ সুহবা ভবন্তু॥ ওঁ অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মন্নেতত্তেঽর্ঘ্যং স্বধেতি দদ্যাৎ। সংস্রবগ্রহণন্যুব্জী-করণং ন কর্ত্তব্যম্। ততস্তৎ পাত্রং পরিত্যজ্য গন্ধাদিকমুৎসৃজ্য ওঁ অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মন্নেতানি তে গন্ধপুষ্পধূপদীপা-চ্ছাদনানি স্বধেত্যুৎসৃজ্য এষ তে গন্ধঃ এতত্তে পুষ্পং এষ তে

দীপঃ এতত্ত আচ্ছাদনম্। ইতি প্রত্যেকং নিবেদয়েৎ। ওঁ গন্ধাদিদানমিদমচ্ছিদ্রমস্তু ইত্যবধারয়েৎ। ওঁ অস্তিত্যুত্তরম্। ততঃ বস্ত্রযজ্ঞোপবীতস্বপ্রিয়পিতৃপ্রিয়ং দ্রব্যং যথাশক্তি দদ্যাৎ। ততো ব্রাহ্মণাগ্রস্থিতং কুশাদিকমমন্ত্রকমেবাপনীয় নৈঋর্তী-মারভ্য দক্ষিণাগ্রয়া জলধারয়া বামাবর্ত্তেন চতুষ্কোণমণ্ডলং কৃত্বা অন্নপাত্রং পাতয়িত্বা সর্ব্বমন্নাদিকং পাত্রান্তরিতহস্তাভ্যাং পত্নী স্বয়ম্বা পরিবেশয়েৎ। তত ওঁ ইদং বিষ্ণুর্ব্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং সমূঢ়মস্য পাংশুলে॥ বিষ্ণো কব্যমিদং রক্ষস্ব ইতি চ পঠিত্বানথমঙ্গুষ্ঠং ক্ষিপেৎ। ততঃ ওঁ অপহতাসুরারক্ষাংসি বেদিষদ ইতি তিলান্ বিকীর্য্য ব্রাহ্মণায় জলগণ্ডুষং দত্ত্বা গায়ত্রীং জপেৎ। ততোঽন্নে মধু দেয়ং তদভাবে গুড়ং দেয়ম্। ততঃ সপ্রণবব্যাহৃতিকাং গায়ত্রীং ওঁ মধুবাতেতি পঠিত্বা ওঁ মধু মধু মধ্বিতি চ জপেৎ। ততো বামহস্তেনান্নপাত্রং ধৃত্বা ওঁ অমুক-গোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মন্নেতত্তেঽন্নং সোপকরণং স্বধেত্যুৎসৃজ্য জলগণ্ডূষং দত্ত্বা ওঁ ইদমন্নং ইমা আপঃ ইদং হবিঃ এতান্যুপকর-ণানি যথাসুখং বাগ্‌যতঃ সদ ইতি ব্রূয়াৎ। ততঃ সপ্রণবব্যা-হৃতিকাং গায়ত্রীং মধুবাতেত্যৃচং ওঁ মধু মধু মধ্বিতি চ। ওঁ অন্নহীনং ক্রিয়াহীনং বিধীহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ। তৎ সর্ব্বমচ্ছিদ্রমস্তি-ত্যুক্ত্বা শ্রব্যং পঠেৎ। তদ্‌যথা,—সপ্রণবব্যাহৃতিকাং গায়ত্রীং মধু-বাতেত্যৃচং ওঁ মধু মধু মধ্বিতি চ যজ্ঞেশ্বরো হব্য ইতি ওঁ যোগী-শ্বরমিতি। ওঁ মন্বত্রিবিষ্ণুহারীতেতি ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদমিতি ওঁ দুর্য্যোধনো মন্যুময় ইতি। ওঁ যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মময় ইতি ওঁ সপ্ত ব্যাধা ইতি। ততো দক্ষিণাগ্রান্ কুশানাস্তীর্য্য হস্তস্থমন্নং ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যেঽপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম। ভূমৌ দত্তেন

তৃপ্যন্তু তৃপ্তা যান্তু পরাং গতিম্। ওঁ যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধুর্নৈবান্নসিদ্ধির্ন তথান্নমস্তি তত্তৃপ্তয়েঽন্নং ভুবি দত্তমেতৎ প্রয়ান্তু লোকায় সুখায় তদ্বৎ॥ ইতি মন্ত্রাভ্যাং ব্রাহ্মণাগ্রভূমৌ সতিলজলপ্রোক্ষিতদক্ষিণাগ্রকুশোপরি বিকীরেৎ। ততো হস্তৌ প্রক্ষাল্যাচম্য হরিং স্মৃত্বা ব্রাহ্মণায় জলগণ্ডুষং দদ্যাৎ। ততঃ পূর্ব্ববদ্গায়ত্রীং পঠিত্বা ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তু সিন্ধবঃ মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ ওঁ মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা ওঁ মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাংস্তু সূর্য্যো মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ॥ ইতি পঠিত্বা ওঁ শেষমন্নং ক্ব দেয়মিতি পৃচ্ছেৎ। ওঁ ইষ্টেভ্যো দীয়তামিত্যুত্তরম্। তত ওঁ পিণ্ডদানমহং করিষ্যে ইতি পৃচ্ছেৎ। ওঁ কুরুষ্বেত্যুত্তরম্। তত উচ্ছিষ্টসন্নিধৌ যত্রাচমনবিন্দবো ন প্রাপ্নুবন্তি তত্র নিহন্মি সর্ব্বং যদমেধ্যবদ্ভবেদ্ধৃতাশ্চ সর্ব্বেঽসুরদানবা ময়া। রাক্ষাংসি যক্ষাঃ সপিশাচসঙ্ঘা হতা ময়া যাতুধানাশ্চ সর্ব্বে। ইত্যনেন নৈঋ‍র্তীমারভ্য জলরেখায়া বামাবর্ত্তেন চতুষ্কোণমণ্ডলং কৃত্বা প্রাদেশমাত্রং সাগ্রকুশ পত্রদ্বয়ং গৃহীত্বা বামহস্তাম্বারব্ধদক্ষিণহস্তেন দক্ষিণাগ্রাং রেখাং মধ্যস্থানে অপহতানিহন্মিভ্যাং কুর্য্যাৎ। তদ্দর্ভদ্বয়মুত্তরস্যান্দিশি ক্ষিপেৎ। ততঃ রেখোপরি সমূলাগ্রান্ কুশানাস্তীর্য্য ওঁ এত পিতরঃ সোম্যাসো গম্ভীরেভিঃ পথিভিঃ পূর্ব্বিণেভির্দত্তাস্মভ্যং দ্রবিণেহ ভদ্রং রৈঞ্চ নঃ সর্ব্ববীরং নিযচ্ছত॥ ইত্যাবাহ্য তিলাংশ্চাস্তীর্ণকুশোপরি বিকীরেৎ। ততঃ সতিলজলপাত্রং দক্ষিণহস্তেন গৃহীত্বা ওঁ অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মন্নেতত্তেঽবনেনিক্ষ্ব স্বধা। ইতি কুশমূলেঽবনেজয়েৎ। ততো মধ্বাজ্যতিলযুক্তং পিণ্ডং কৃত্বা দক্ষিণহস্তেন গৃহীত্বা বামহস্তগৃহীতজল-

পাত্রোপরি হরিং স্মৃত্বা ওঁ মধুবাতা ইত্যাদিনা মধু মধু মধ্বিত্যন্তং পঠিত্বা ওঁ অক্ষন্নমীমদন্ত হ্যবপ্রিয়া অধূষত অস্তোষত স্বভানবো বিপ্রান্ বিষ্ঠয়া মতীয়ো যান্বিন্দ্রতে হরী। ইতি পঠিত্বা। ওঁ অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মন্নেষ তে পিণ্ডঃ স্বধা ইত্যবনেজনস্থানে বামহস্তান্বারব্ধদক্ষিণহস্তেন দদ্যাৎ। ততঃ পিণ্ডশেষঞ্চ পিণ্ডান্তিকে দত্ত্বা অমন্ত্রকং করং নিঘৃষ্যাচম্য হরিং স্মৃত্বা পিণ্ডপাত্রপ্রক্ষালনজলেন ওঁ অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মন্নেতত্তেঽবনেনিক্ষ্ব স্বধেত্যনেন পিণ্ডমবনেজয়েৎ। ততঃ ওঁ অত্র পিতর্ম্মাদায়স্ব যথাভাগমাবৃষায়স্ব॥ ইতি জপেৎ। ততো বামাবর্ত্তেনোদঙ্মুখো ভূত্বা গ্লানিপর্য্যন্তং শ্বাসং ধৃত্বা পিতরং ভাস্করমূর্ত্তিকং ধ্যায়ন্ দক্ষিণামুখো ভবন্ ওঁ অমীমদৎ পিতা যথাভাগমাবৃষায়িষ্ট ইতি জপেৎ। ততঃ শ্বাসং ত্যজেৎ। ততঃ ওঁ নমস্তে পিতঃ পিতর্ণমস্তে ইতি কৃতাঞ্জলির্ব্বদেৎ। ওঁ গৃহান্নঃ পিতর্দ্দেহীতি গৃহিণীং পশ্যেৎ। ওঁ সদস্তে পিতর্দ্দেশ্ম॥ ইতি পিণ্ডং পশ্যেৎ। ততো নবমনবস্থা শুক্লবস্ত্রদশাভবং সূত্রং দ্বিগুণকুশসহিতং বামহস্তাদ্দক্ষিণহস্তেন গৃহীত্বা ওঁ এতদ্বঃ পিতরো বাস ইতি পঠিত্বা ওঁ অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মন্নেতত্তে বাসঃ স্বধা ইতি পিণ্ডে দদ্যাৎ। ওঁ ঊর্জ্জং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ কীলালং পরিস্রুতং স্বধা স্থ তর্পয়ত মে পিতরম্॥ ততস্তু, ক্লীং গন্ধাদিনা পিণ্ডং পূজয়েৎ। ততঃ কৃতাঞ্জলিঃ। ওঁ বসন্তায় নমস্তভ্যং গ্রীষ্মায় চ নমো নমঃ। বর্ষাভ্যশ্চ শরৎসংজ্ঞঋতবে চ নমঃ সদা। হেমন্তায় নমস্তভ্যং নমস্তে শিশিরায় চ। মাসসম্বৎসরেভ্যশ্চ দিবসেভ্যো নমো নমঃ॥ ইতি জপেৎ। তত ওঁ সুপ্রোক্ষিতমস্তু॥ ইতি ব্রাহ্মণাগ্রভূমিমাসিঞ্চেৎ। ওঁ অস্থিতি প্রতি-

বচনম্। ততঃ ব্রাহ্মণহস্তে ওঁ শিবা আপঃ সন্তু॥ ইতি জলং দদ্যাৎ। ওঁ সন্ত্বিতি প্রতিবচনম্। সৌমনস্যমস্ত্বিতি পুষ্পং দদ্যাৎ। ওঁ অস্ত্বিতি প্রতিবচনম্। ওঁ অক্ষতঞ্চারিষ্টঞ্চাস্তু॥ ইতি দূর্ব্বাক্ষতং দদ্যাৎ। ওঁ অস্ত্বিতি প্রতিবচনম্। ততস্তিলাজ্যমধুযুক্তং জলং গৃহীত্বা ওঁ অমুকগোত্রস্য পিতুরমুকদেবশর্ম্মণঃ কৃতেঽস্মিন্ শ্রাদ্ধে দত্তমিদমন্নপানাদিকমুপতিষ্ঠতামিত্যনেন ব্রাহ্মণহস্তে পিণ্ডে চ দদ্যাৎ। ওঁ উপতিষ্ঠতামিতি প্রতিবচনম্। ওঁ অঘোরঃ পিতাস্তু॥ ইতি বদেৎ। ওঁ অস্ত্বিতি প্রতিবচনম্। ওঁ গোত্রং নো বর্দ্ধতামিতি বদেৎ। ওঁ বর্দ্ধতামিত্যুত্তরম্। ততঃ সপবিত্রকুশান্ পিণ্ডোপরি দত্ত্বা ওঁ ঊর্জ্জং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ কীলালং পরিশ্রুতং স্বধা স্থ তর্পয়ত মে পিতরম্। ইতি পিণ্ডং সিঞ্চেৎ। ততো দক্ষিণাং কুর্য্যাৎ। ততঃ ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য পিতুরমুকদেবশর্ম্মণঃ কৃতৈতদেকোদ্দিষ্টবিধিকসাম্বৎসরিকশ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং রজতং তন্মূল্যং বা বিষ্ণুদৈবতং যথানামগোত্রায় ব্রাহ্মণায়াহং দদানি। ততঃ কৃতাঞ্জলিঃ। সুমনাস্তন্মনা ভূত্বা দক্ষিণাং দিশং পশ্যন্ পিতরং যাচেত। ওঁ দাতারো নোঽভিবর্দ্ধন্তাং বেদাঃ সন্ততিরেব চ। শ্রদ্ধা চ নো মা ব্যগমদ্বহু দেয়ঞ্চ নোঽস্ত্বিতি। অন্নঞ্চ নো বহু ভবেদতিথীংশ্চ লভেমহি। যাচিতারশ্চ নঃ সন্তু মা চ যাচিস্ম কঞ্চন। অন্নং প্রবর্দ্ধতাং নিত্যং দাতা শতং জীবতু। যস্মৈ সঙ্কল্পিতো দ্বিজস্তস্যাক্ষয়া তৃপ্তিরস্তু। এতাঃ সত্যাশিষঃ সন্তু। ওঁ সন্ত্বিতি প্রতিবচনম্। পিতৃবরপ্রসাদোঽস্তু। ওঁ অস্ত্বিতি প্রতিবচনম্। ততঃ ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিভ্য এব চ নমঃ স্বধায়ৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব ভবন্ত্বিতি। ইতি ত্রিঃ

পঠেৎ। ততঃ ওঁ অভিরম্যতাং ইতি বিসর্জ্জনম্। ওঁ অভিরতোঽস্মীতি উত্তরম্। ততঃ ওঁ আ মা বাজস্য প্রসবো জগম্যাদ্যাবা পৃথিবী বিশ্বরূপে আ মা গন্তং পিতরা মাতর যুৎমা মা সোমোঽমৃতত্বায় গম্যাৎ॥ ইতি মন্ত্রেণ প্রদক্ষিণবারিধারয়া ব্রাহ্মণং বেষ্টয়ন্ পিতরং প্রণমেৎ। ততঃ পিণ্ডস্তু গোঽজবিপ্রেভ্যো দদ্যাৎ। জলে বা ক্ষিপেৎ। শ্রাদ্ধীয়দ্রব্যং ব্রাহ্মণায় দদ্যাৎ জলে বা ক্ষিপেৎ। ততো বামদেব্যঞ্চ গীত্বা অশক্তৌ ঋক্চতুষ্টয়ং ত্রিধা পঠেৎ। ততো দক্ষিণপাণিনা দীপং প্রচ্ছাদ্য হস্তৌ প্রক্ষাল্যাচম্য কৃতৈতৎ কর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু ইতি পৃচ্ছেৎ। ওঁ অস্ত্বিত্যুত্তরম্। ততঃ ওঁ অদ্যেত্যাদি কৃতৈতদেকোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধকর্ম্মণি যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় শ্রীবিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে। ইতি সঙ্কল্প্য ওঁ তদ্বিষ্ণোরিত্যনেন বিষ্ণুং স্মরেৎ ইতি॥

প্রায়শ্চিত্ত।

মহাপাপ ও উপপাপাদিবিনাশার্থ যে কর্ম্ম করা যায়, তাহাকেই প্রায়শ্চিত্ত কহে। প্রায়শ্চিত্তের অপর এক নামই ব্রত। ব্রত অনেক প্রকার; তন্মধ্যে কতিপয় প্রধান প্রধান ব্রতের বিষয় লিখিত হইতেছে।—

প্রাজাপত্য ব্রত।

দ্বাদশ দিনে এই ব্রত শেষ হয়। প্রথমদিন কুক্কুটের অণ্ড প্রমাণ ষড়্‌বিংশ গ্রাসমাত্র আহার করিবে। তৎপরে তিন দিন রাত্রিকালে দ্বাবিংশগ্রাস, তদনন্তর তিনদিন অযাচিতভাবে চতুর্বিংশ গ্রাস ভক্ষণ করিবে। অবশেষে তিনদিন অনাহারে থাকিবে। এই ব্রতে অক্ষম হইলে পয়স্বিনী ধেনু দিবে, তাহাতেও অক্ষম হইলে ধেনুমূল্য দিবে। ধনীর পক্ষে ধেনুর মূল্য

পঞ্চকাহন, মধ্যবিধের পক্ষে তিন কাহন আর দরিদ্রের পক্ষে এক কাহন ব্যবস্থেয়।

চান্দ্রায়ণ।

পিপীলিকাকৃতি, যতি, শিশু, প্রকৃত প্রভৃতিভেদে চান্দ্রায়ণ অনেকপ্রকার। তন্মধ্যে প্রকৃত চান্দ্রায়ণে সার্দ্ধবিংশতি কার্ষাপণী বরাটক এবং এবং যতিচান্দ্রায়ণাদিতে সপাদ একাদশ কার্ষাপণী বরাটক দিতে হয়।

পরাক ব্রত।

ইন্দ্রিয়সংযম পূর্ব্বক দ্বাদশদিন উপবাস করিবে। অসমর্থ হইলে পঞ্চসংখ্য ধেনুদান অথবা তন্মূল্য পঞ্চদশ কাহন বরাটক দান ব্যবস্থেয়।

অতিকৃচ্ছ্র ব্রত।

এই ব্রত দ্বাদশদিনে সম্পন্ন হয়। প্রথম তিনদিন প্রত্যহ এক এক গ্রাস মাত্র আহার করিবে। পরে তিন দিন সন্ধ্যাকালে এক এক গ্রাস ভোজন, তৎপর তিনদিন অযাচিতভাবে এক এক গ্রাস, অবশেষে তিন দিন উপবাস করিবে। অক্ষম হইলে দুইটী ধেনুদান বা তন্মূল্য ষট্ কাহন কপর্দ্দক দিবে।

প্রায়শ্চিত্ত-পূর্ব্বদিনকৃত্য।

প্রায়শ্চিত্তের পূর্ব্বদিন নখ কর্ত্তন, কেশমুণ্ডন প্রভৃতি করত দিবাতে তিন বার স্নান ও ত্রিসন্ধ্যা করত ঘৃতমাত্র সেবন পূর্ব্বক সংযত হইয়া মৌনভাবে থাকিবে।*

---

* ঘৃত তেজোময় ব্রহ্মস্বরূপ, ঘৃতমধ্যে ব্রহ্মের অধিষ্ঠান আছে, এই হেতু ঘৃত পাপ দূর করে বলিয়া উহা সেবন করিতে হয়। কেশনখাদিবিষয়ে এইরূপ বিধি আছে যে, রাজা, রাজপুত্র, ব্রাহ্মণ ইহারা প্রায়শ্চিত্ত করিবার পূর্ব্বদিনে কেশ নখ প্রভৃতি

হইয়াছে। পাঁচ হইতে দশ বর্ষের মধ্যস্থ বালকেরা একচতুর্থাংশ প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

প্রায়শ্চিত্তাকরণে পাপ।

প্রায়শ্চিত্তার্হ হইয়া প্রায়শ্চিত্ত না করিলে ইহলোকে নিন্দনীয় হইতে হয়, আর অন্তিমে ঘোরতর নরকে পড়ে।

প্রায়শ্চিত্তকালাতিক্রমে বিধি।

প্রায়শ্চিত্ত করিতে কালাতিপাত হইলে দ্বিগুণ রাজদণ্ড দিতে হয়, আর দ্বিগুণ দক্ষিণা সহ দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। একবর্ষমধ্যে প্রায়শ্চিত্ত করিলে কালাতিপাতজন্য দোষ হয় না। তদূর্দ্ধেই উক্ত বিধি।

যজ্ঞোপবীতচ্ছেদনপ্রায়শ্চিত্ত।

শূদ্র দ্বারা ব্রাহ্মণের যজ্ঞসূত্র ছিন্ন হইলে, বিপ্র অন্য যজ্ঞসূত্র ধারণ পূর্ব্বক গায়ত্রী জপ করত একদিন উপবাসী থাকিবে। চণ্ডাল, পুকশ, ম্লেচ্ছ, অন্ত্যজ ও কাপালিক দ্বারা ছিন্ন হইলে, অতিকৃচ্ছ্রব্রত করিবে, তাহাতে অক্ষম হইতে তিনটী ধেনু বা তন্মূল্য ৯ কাহন বরাটক দান করিবে। মতান্তরে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে যে, চণ্ডাল বা শ্বপচ দ্বারা যজ্ঞসূত্র ছিন্ন হইলে, সেই ব্রাহ্মণ মহাসান্তপন ব্রত করিবে, অথবা দুইটী ধেনু বা তন্মূল্য ৬ কাহন বরাটক দিবে। দৈবাৎ ব্রাহ্মণের উপবীত ছিন্ন হইলে, মনস্তাপ দ্বারাই বিশুদ্ধি হয় এবং তিন বার প্রাণায়ামপূর্ব্বক একদিন উপবাসী থাকিবে।

শূদ্র হইয়া ব্রাহ্মণের যজ্ঞসূত্র ছেদন করিলে, সেই শূদ্র নৃপতিকে ত্রিংশৎ পণ দণ্ড দিয়া স্বয়ং প্রাজাপত্য ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে।

সুরাপানপ্রায়শ্চিত্ত।

স্মার্ত্তমতে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, সুরাপান পূর্ব্বক তাম্র, রৌপ্য, সীসক এই কয়েকটির মধ্যে যে কোন একটী ধাতু দ্রবীভূত করিয়া পান করিলে পাপ দূর হইয়া থাকে। বৃহস্পতির মতে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে যে, সুরাপানকারীকে অগ্নিমধ্যে ফেলিয়া দিবে এবং তাহার মুখ বহ্নিদগ্ধ হইলেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়।

রজস্বলানারীস্পর্শ-প্রায়শ্চিত্ত।

ব্রাহ্মণী হইয়া রজস্বলা ব্রাহ্মণীকে, ক্ষত্রিয়াকে, বৈশ্যাকে বা শূদ্রাকে স্পর্শ করিলে যথাক্রমে একরাত্র, ত্রিরাত্র, পঞ্চরাত্র ও ষড়্‌রাত্র অনাহার ও সকলপক্ষেই পঞ্চগব্য পান ব্যবস্থা। এইরূপ ব্যবস্থা সকলের পক্ষেই তুল্য অর্থাৎ ক্ষত্রিয়াদিরা স্পর্শ করিলেও এই ব্যবস্থা। পরন্তু ইহা জ্ঞানকৃত বলিয়া জানিবে। অজ্ঞানে স্পর্শ করিলে অর্দ্ধ ব্যবস্থা। চণ্ডাল ও শ্বপচ-নারীকে রজস্বলা-বস্থায় স্পর্শ করিলে সকল বর্ণকেই তিন রাত্রি উপবাস পূর্ব্বক পঞ্চগব্য পান করিয়া শুদ্ধ হইতে হয়।

রজস্বলা নারীকে রজস্বলা নারী স্পর্শ করিলে, যদি সেই নারী সবর্ণা হয়, তবে পঞ্চগব্য পান করিবে। কিন্তু অসবর্ণা হইলে, ব্রহ্মকূর্চ্চ করিতে হয়। *

অভক্ষ্য ভক্ষণে—

অজ্ঞানে একবারমাত্র গোমাংস ভক্ষণ করিলে প্রাজাপত্য ব্রত, তদক্ষমে ৩ কাহন বরাটক দান করিবে। জ্ঞানে একবার ভোজন করিলে দুইটী প্রাজাপত্য অথবা ৬ কাহন বরাটক দান

* ব্রহ্মকূর্চ্চ।—এক অহোরাত্র উপবাস পূর্ব্বক প্রাতঃকালে পঞ্চগব্য পান করিলে, তাহার নাম ব্রহ্মকূর্চ্চ।

করিতে হয়। একবর্ষ যাবৎ গোমাংস ভোজন করিলে এক বৎসর ব্রত করিবে। তাহাতে অক্ষম হইলে ১৫টী ধেনু বা তন্মূল্য ৪৫ কাহন বরাটক দান ব্যবস্থেয়। দক্ষিণা সাধ্যানুসারে দেয়। মতান্তরে এইরূপ ব্যবস্থা আছে যে, গ্রাম্য কুক্কুট ও গোমাংস ভক্ষণ করিলে ব্রাহ্মণ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায় উপনয়ন গ্রহণ করিবে। অসমর্থ হইলে ২২॥০ কাহন বরাটক দান দিবে। শঙ্খসংহিতায় লিখিত আছে যে, গো, অশ্ব, হস্তী, উষ্ট্র, সর্ব্বপ্রকার পঞ্চনখ * এবং গ্রাম্যকুক্কুট এই সকলের মাংস ভক্ষণ করিলে সম্বৎসর যাবৎ ব্রতাচরণ করিবে। অক্ষম হইলে ৪৫ কাহন বরাকট দান করিবে। কিন্তু ইহা জ্ঞানকৃত, অজ্ঞানে ভোজন করিলে অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্তান্তে পুনরায় উপনয়ন গ্রহণ করিতে হয়।

অমেধ্য বা অলেহ্য, অপেয়, অখাদ্য, রেত, মূত্র, মল প্রভৃতি জ্ঞানত ভক্ষণ করিলে চান্দ্রায়ণব্রত করিবে, অসমর্থ হইলে ২২॥০ কাহন বরাটকদান দিবে। অজ্ঞানে করিলে উহার অর্দ্ধ ব্যবস্থা।

মীন, কণ্টক, শম্বূক, শঙ্খ, শুক্তি, কপর্দ্দক ও বৃষ্টির জল সেবন করিলে পঞ্চগব্য পানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

অম্বুবাচীদিনে স্বয়ংপক্ব বা পরপক্ব কিছু আহার করিলে চণ্ডালান্নভোজনের প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

চণ্ডালাদি—অন্নভোজনে—

অন্ত্যাবসায়ীদিগের † জ্ঞানতঃ ভক্ষণ করিলে চান্দ্রায়ণব্রত

---

* পঞ্চনখ—নর, বানর, কুঞ্জর, ব্যাঘ্র।

† চণ্ডাল, শ্বপচ, ক্ষত্তা, সূত, বৈদেহিক, মাগধ ও আয়োগব এই কয় জাতির নাম অন্ত্যাবসায়ী।

অথবা তদনুকল্প ২২॥০ কাহন বরাটক দান করিবে। অজ্ঞানে ভোজন করিলে তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত বা তদনুকল্প ১১। কাহন বরাটক দান করিবে।

দুর্ভিক্ষাদি বিপদ উপস্থিত হইলে তৎকালে ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় শূদ্রাগারে অন্নভক্ষণ করিলে মনস্তাপ ও দ্রুপদাদিমন্ত্র জপ করিবে।

দিবামৈথুনে—

দিবাভাগে মৈথুন করিলে, নগ্ন হইয়া জলে স্নান করিলে এবং নগ্না পরস্ত্রীকে দেখিলে একদিন উপবাস করিয়া শুদ্ধিলাভ করিবে।

পর্ব্বমৈথুনে—

চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি এই কয় পর্ব্বদিনে নারীসঙ্গ করিলে চান্দ্রায়ণ ব্রত অথবা ২২॥০ কাহন বরাটকদানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। পর্ব্ব ব্যতীত অন্য সময়ে ঋতুমতী নারীতে উপগত না হইলে প্রাজাপত্য-ব্রতের অর্দ্ধ অথবা ১॥০ কাহন বরাটক দান করিতে হয়। অজ্ঞানে হইলে শত প্রাণায়াম করিবে।

আত্মোচ্ছিষ্ট-ভোজনে—

আহার করিতে করিতে উঠিয়া পুনর্ব্বার সেই পাত্রে উচ্ছিষ্ট দ্রব্য ভোজন করিলে ব্রাহ্মণ চান্দ্রায়ণব্রত বা তদনুকল্প ২২॥০ কাহন বরাটক দান করিবে। যদি ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য ঐরূপ আত্ম-উচ্ছিষ্ট ভোজন করে, তাহা হইলে তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত বা তদনুকল্প ৯ কাহন বরাটক দান করিবে। শূদ্রজাতি হইলে ৪॥০ কাহন বরাটক দান করিবে।

চণ্ডালাদিস্পৃষ্ট-জলপান-প্রায়শ্চিত্ত।

অজ্ঞানে চণ্ডালাদি-স্পৃষ্ট জল পান করিলে কৃচ্ছ্র সান্তপন ব্রত করিবে আর জ্ঞানে করিলে দ্বিগুণ ব্রত করিতে হয়। ব্রতে অক্ষম হইলে ৬ কাহন বরাটকদানরূপ প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থেয়।

চণ্ডালাদি-উচ্ছিষ্ট-ভোজনে—

কি বিপ্র, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য যদি চণ্ডাল বা পতিতাদির উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করে, তাহা হইলে পরাকব্রতের অনুষ্ঠান করিবে। কিম্বা তদনুকল্প ১৫ কাহন বরাটকদানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। শূদ্র উহা ভোজন করিলে প্রাজাপত্য ব্রত বা ৩ কাহন বরাটক দান করিবে। যদি অজ্ঞানে ভোজন করে, তাহা হইলে অর্দ্ধেক ব্যবস্থা। আহারান্তে বমন করিয়া ফেলিয়া দিলেও উক্তরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

সংসর্গ—

পতিত ব্যক্তির সহিত সংসর্গ করিলে পতিতের যেমন প্রায়-চিত্তের বিধি আছে, তদ্রূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

বৃক্ষচ্ছেদনে—

সাধারণ বৃক্ষ বা লতা ছেদন করিলে ব্রাহ্মণের হাতে কিঞ্চিৎ দান করিতে হয়। ফলবান্ বৃক্ষ বা ফলবতী লতা ছেদন করিলে প্রাজাপত্য ব্রত বা তদনুকল্প ৩ কাহন বরাটক দিবে। স্বল্প-ফলবান্ বৃক্ষ বা স্বল্পফলবতী লতা ছেদন করিলে "আপো হি ষ্ঠা" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিতে হয়।

চৌর্য্যে—

ব্রাহ্মণ হইয়া স্বর্ণ চুরি করিলে বল্কল ধারণ পূর্ব্বক অজ্ঞান-কৃত ব্রহ্মহত্যার ব্রত আচরণ করিবে অর্থাৎ দ্বাদশবার্ষিকী ব্রত

করিবে। অক্ষম হইলে বরাটকদান ব্যবস্থেয়। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র হইয়া কোন ব্যক্তির স্বর্ণ-হীরকাদি চুরি করিলে মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

গুরুদারাগমনপ্রায়শ্চিত্ত।

নিজ ভার্য্যাভ্রমে গুরুপত্নীতে উপগত হইলে জটাবল্কল ধারণ ও শ্মশ্রুকেশ প্রভৃতি ধারণ করত একবর্ষমধ্যে ত্রিংশৎ প্রজাপত্য করিবে, অক্ষম হইলে ৯০ কাহন বরাটক দান এবং ত্রিংশৎ কার্ষাপণী দক্ষিণা দিতে হয়। বিমাতা প্রভৃতি গুরুপত্নীতে গমন করিলে সুতপ্ত শয্যাতে শয়ন পূর্ব্বক লৌহময়ী জ্বলন্ত নারীমূর্ত্তি করিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করত প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেই শুদ্ধি হইবে।

অথবা গুরুদারাগামী পাপী স্বীয় শিশ্ন কর্ত্তন পূর্ব্বক অঞ্জলিতে ধরিয়া মৃত্যুকাল যাবৎ নৈঋ´ত কোণে প্রধাবিত হইবে।

অসবর্ণাগুরুপত্নীগমনপ্রায়শ্চিত্ত।

অসবর্ণা গুরুপত্নী হরণ করিলে জলাদি দ্বারা যাউ পাক করত ভক্ষণ পূর্ব্বক তিন মাসে তিনটী চান্দ্রায়ণ করিবে। অক্ষম হইলে প্রতি চান্দ্রায়ণে ২২॥ কাহন বরাটকদানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

স্বভার্য্যার প্রতি মাতৃত্বাদিবাক্যপ্রয়োগের প্রায়শ্চিত্ত।

যদি ক্রোধবশে গুণবতী বয়স্থা পত্নীকে মাতৃ বা ভগিনী সম্বোধন করত ত্যাগ করে এবং পুনশ্চ তাহাকে উপভোগ করিতে হয়, তাহা হইলে ঋষিচান্দ্রায়ণ ব্রত করিয়া তৎপরে গ্রহণ করিবে। ঐ ব্রতের নিয়ম এই যে, একমাস প্রত্যহ তিন তিন গ্রাস অন্নমাত্র ভক্ষণ করিতে হয়। অক্ষম হইলে ২৩ টী ধেনু দান অথবা ৬৭॥০ বরাটকদান করিবে।

অথবা ক্রোধবশে বা মোহনিবন্ধন স্বীয় পত্নীকে মাতা বা ভগিনী সম্বোধন করিলে বিপ্রাদি বর্ণচতুষ্টয়ের পক্ষেই প্রাজাপত্য ব্রত বা ৩ কাহন বরাটকদানরূপ প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থেয়।

উচ্ছিষ্টমুখে চণ্ডালাদিস্পর্শজনিতপ্রায়শ্চিত্ত।

উচ্ছিষ্টমুখ ব্রাহ্মণকে চণ্ডাল বা শ্বপচজাতি স্পর্শ করিলে এক সহস্র আটবার গায়ত্রী জপ ও একশতবার দ্রুপদাদি মন্ত্র জপ করিলেই শুদ্ধ হয়। যদি উচ্ছিষ্টমুখ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য অথবা শূদ্রকে উক্ত চণ্ডালাদি স্পর্শ করে, তাহা হইলে তিন দিন অনাহারে থাকিয়া পঞ্চগব্য পান করিবে। যদি অন্ত্যজ জাতিকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে বিপ্র প্রাজাপত্য ব্রত আর ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয় পাদহীন উক্ত ব্রত করিবে। ব্রতে অক্ষম হইলে ব্রাহ্মণ ৩ কাহন বরাটক দান করিবেন। যদি আমদ্রব্য আহার ও স্পর্শ করে, তবে পাদ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট আছে।

সূতিকাদ্যান্নভোজন ও তদ্‌গৃহবাসপ্রায়শ্চিত্ত।

যদি শূদ্র, চিকিৎসক, ক্রূরব্যক্তি, নারীজীবী, মৃগজীবী, চণ্ডাল, ভূমিপাল, অজাজীবী, সারমেয়জীবী, শুঁড়ী ও সূতিকা ইত্যাদির অন্ন ভোজন করে, তবে সেই ব্রাহ্মণকে একমাস ব্রতাচরণ করিতে হয়। কিন্তু উহা জ্ঞানকৃত ভোজনে জানিবে। অজ্ঞানে ভোজন করিলে চণ্ডালাদির অন্ন ভোজনে যেরূপ প্রায়শ্চিত্তের বিধি আছে, সেইরূপ করিবে।

চণ্ডালাদির গৃহে বাস করা হইয়াছে ইহা জানিতে পারিলে ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়েরই চান্দ্রায়ণ ব্রত করা উচিত। অক্ষম হইলে ২২॥০ কাহন বরাটকদান করিবে। শূদ্র হইলে তাহাকে প্রাজাপত্য ব্রত অথবা তিন কাহন বরাটক দান করিতে হয়।

অজ্ঞানকৃত বাসস্থলে সকলকেই পরাকব্রত বা ১৫ কাহন বরাটক দান করিতে হইবে। যাহারা উহাদিগের সংসর্গ করে, তাহাদিগকে প্রাজাপত্য বা ৩ কাহন বরাটক দান করিতে হয়। সংসর্গীর সহিত সংসর্গ করিলে অর্দ্ধ প্রাজাপত্য বা ১৷৷০ কাহন বরাটক দিবে। আর যদি সংসর্গকারীর সংসর্গীর সংসর্গী হয়, তাহা হইলে এক চতুর্থাংশ প্রাজাপত্য বা ৸০ পণ বরাটক দান করিবে।

ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত।*

যে পিতৃমাতৃরহিত দরিদ্র, যথাকালে তাহার উপনয়ন না হইলে তিনটী প্রাজাপত্য বা ৯ কাহন বরাটক দান ও ১ কাহন দক্ষিণা দিবে।

মনুসংহিতার মতে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে, যে, ব্রাত্যকে ৩টী কৃচ্ছ্রব্রত করিয়া পরে উপনয়ন গ্রহণ করিতে হয়।

অনাশ্রমিত্বপ্রায়শ্চিত্ত।

যদি অপতিত পিতা, পুত্র, বন্ধু, ভ্রাতা, ভার্য্যা, আচার্য্য ও শিষ্য ইহাদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক আশ্রম পরিহার করে, তাহা হইলে এক শত পণ বরাটকদানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

মতান্তরে এইরূপ নিয়ম আছে যে, একবর্ষ অনাশ্রমী হইয়া থাকিলে প্রাজাপত্য বা ৩ কাহন বরাটক, দুই বর্ষ অনাশ্রমী থাকিলে অতিকৃচ্ছ্র বা ৯ কাহন বরাটক, তিনবর্ষ অনাশ্রমী হইয়া থাকিলে কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রব্রত বা ১৮ কাহন বরাটক এবং তদূর্দ্ধ অনাশ্রমী থাকিলে চান্দ্রায়ণ বা ২২৷৷০ কাহন বরাটকাদানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

---

* যথাকালে উপনয়ন না হইলেই তাহাকে ব্রাত্য কহে।

ম্লেচ্ছদাস্য-ম্লেচ্ছভোজনাদিপ্রায়শ্চিত্ত।

যদি নিরগ্নি ব্রাহ্মণ ম্লেচ্ছের, চণ্ডালাদির অথবা যবনের উচ্ছিষ্ট মার্জ্জন করে বা আহার করে, অথবা উষ্ট্র, মার্জ্জার, বিট্, বরাহ প্রভৃতির মাংস খায় কিম্বা ম্লেচ্ছাদির নারী সহ বিহার করে অথবা সেই নারীতে মুগ্ধ হইয়া তাহার অন্নাদি সেবন করে আর তৎসহ একমাস যাবৎ কুকর্ম্মে রত থাকে, তাহা হইলে প্রাজাপত্য ব্রত করিবে। সাগ্নিক বিপ্রের পক্ষে চান্দ্রায়ণ ব্যবস্থেয়। নিরগ্নি ব্রাহ্মণ একবর্ষ যাবৎ ম্লেচ্ছের দাসত্ব করিলে চান্দ্রায়ণ করিতে হয়। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের প্রতি পরাকব্রতই ব্যবস্থা। শূদ্র একমাস যাবৎ দাসত্ব করিলে কৃচ্ছ্র ব্রতের এক চতুর্থাংশ করিবে, কিন্তু একবর্ষ দাসত্ব করিলে অর্দ্ধমাস যবযাউ ভক্ষণ করিতে হয়। এতদ্ভিন্ন বিপ্র চারিবর্ষ করিলে চতুঃসংখ্য চান্দ্রায়ণ, ক্ষত্রিয়-বৈশ্যেরা চতুঃসংখ্য পরাকব্রত এবং শূদ্র চতুঃসংখ্য প্রাজাপত্য করিবে। চারি বর্ষের ঊর্দ্ধ দাসত্ব করিলে মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থেয়।

ব্রাহ্মণবধপ্রায়শ্চিত্ত।

যে ব্যক্তি ইচ্ছা পূর্ব্বক জ্ঞানকৃত ব্রাহ্মণবধরূপ মহাপাপ করে, তাহাকে অগ্নিপ্রবেশ করিতে হয়; নচেৎ তাহার অন্য কোনরূপ প্রায়শ্চিত্তে শুদ্ধি নাই।

যে ব্যক্তি অজ্ঞানে ব্রহ্মহত্যা করে, সে দ্বাদশ বর্ষ যাবৎ বন মধ্যে কুটীর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক নিহত বিপ্রের শিরোদেশ স্বীয় পাপের চিহ্নস্বরূপ ধারণ করিয়া অবস্থিতি করিবে। আর সেই শবের মস্তকে করিয়া ভিক্ষা আহরণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা আহারাদি নিষ্পন্ন করিতে হয়। যদি নিহত বিপ্রের মস্তক না পাওয়া

যায়, তবে অন্য কোন মৃত বিপ্রের মস্তক সংগ্রহ করিয়া লইবে। এই যে বিধি নির্দ্দিষ্ট হইল, ইহা নির্গুণ বিপ্রের পক্ষে জানিবে। যদি সগুণ হয়, তবে দ্বিগুণ ব্যবস্থেয়। আর নির্গুণ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে দ্বিগুণ, নির্গুণ বৈশ্যের পক্ষে ত্রিগুণ, নির্গুণ শূদ্রের পক্ষে চতুর্গুণ এবং সগুণ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে দ্বিগুণ, সগুণ বৈশ্যের পক্ষে ত্রিগুণ, সগুণ শূদ্রের পক্ষে চতুর্গুণ। উপরে যে ব্রতের কথা বলা হইল, তাহাতে অক্ষম হইলে ব্রাহ্মণ এক শত অশীতি প্রাজাপত্য করিবে অথবা একশত অশীতি ধেনু দান করিতে হয়, যদি তাহাতেও অক্ষম হয়, তবে এক শত অশীতি ধেনুর মূল্য ৫৪০ কাহন বরাটক দান ও ১০০ কাহন দক্ষিণা দিবে। ক্ষত্রিয়াদির পক্ষে উপরে যেরূপ প্রমাণ বলা হইয়াছে, তদনুরূপই করিতে হয় এবং যদি জ্ঞানত বধ করে, তবে চতুর্ব্বিংশতি বার্ষিকব্রতের অনুষ্ঠান করিবে। তাহাতে অক্ষম হইলে ১০৮০ কাহন বরাটক দিবে।

বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, শূদ্র ইহারা অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত করিবে অর্থাৎ বিপ্র হইলে বিপ্রের অর্দ্ধ, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়ের অর্দ্ধ, বৈশ্য বৈশ্যের অর্দ্ধ এবং শূদ্র হইলে শূদ্রের নিরূপিত প্রায়শ্চিত্তের অর্দ্ধ করিবে।

ক্ষত্রিয়াদিবধপ্রায়শ্চিত্ত।

ব্রাহ্মণাদিরা জ্ঞানতঃ বৃত্তস্থ ক্ষত্রিয়কে বধ করিলে অজ্ঞানকৃত ব্রাহ্মণবধের একপাদ ব্রত করিবে অর্থাৎ তদ্রূপ শবমস্তক ধারণাদি পূর্ব্বক ত্রৈবার্ষিক ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হয়। ঐ প্রকার বৈশ্য বধ করিলে সার্দ্ধবার্ষিক এবং শূদ্রহত্যা করিলে নবমাসিক ব্রতের আচরণ করিবে। যদি অজ্ঞানকৃত বধ হয়, তাহা

হইলে শবমস্তক ধারণ করিবার আবশ্যক করে না। ক্ষত্রিয় হত্যা হইলে জটাধারণ করিবে আর শবের কেশ অলঙ্কারস্বরূপ ধরিয়া বল্কল পরিধান পূর্ব্বক তীর্থ ভ্রমণ করিবে এবং গ্রামে অবস্থিতি করিবে না, তরুমূলে বাস করিবে। উহাতে অক্ষম হইলে একটী বৃষ সহ সহস্র ধেনু দান করিতে হয়। তাহাতে অক্ষম হইলে ১০০ ৫ কাহন বরাটক দান ব্যবস্থেয় এবং বৈশ্য ও শূদ্রহত্যায় ১০০ কাহন বরাটক দিবে।

চণ্ডালাদিনারীগমনপ্রায়শ্চিত্ত।

ব্রাহ্মণ হইয়া চণ্ডাল প্রভৃতির গৃহে ভোজন বা চণ্ডালিনী গমন করিলে অথবা চণ্ডালের দান লইলে পতিত হয় আর জ্ঞানে করিলে তজ্জাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই পাপ অজ্ঞান-কৃত হইলে ৪৫ প্রাজাপত্য অথবা ১৩৫ কাহন বরাটক দান ব্যবস্থা। জ্ঞানকৃত হইলে ব্রহ্মহত্যার সম্পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করণীয়।

অন্ত্যজানারীগমনপ্রায়শ্চিত্ত।

রজক, চর্ম্মকার, নট, বরুড়, কৈবর্ত্ত, মেধি, ভিল্ল, অন্ত্যজ জাতি এই সপ্তবিধ। অজ্ঞানে এই সকল জাতির নারীতে উপগত হইলে, তাহাদের গৃহে আহার বা দান গ্রহণ করিলে পতিত হইতে হয় এবং জ্ঞানে করিলে তজ্জাতিত্ব পাইয়া থাকে। ঐ সকল জাতির নারীতে অথবা শৈলূষিকী ও ডোমপত্নীতে উপগত হইলে একটী চান্দ্রায়ণ করিবে। চান্দ্রায়ণে অক্ষম হইলে ৪৫ কাহন বরাটক দান আর অজ্ঞানকৃত হইলে ২২॥০ কাহন দান করিবে।

গর্ভপাতপ্রায়শ্চিত্ত।

সজ্ঞানে গর্ভ নষ্ট করিলে ব্রহ্মহত্যার সমান প্রায়শ্চিত্ত করণীয়। অজ্ঞানবধ হইলে নরহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

নারীবধপ্রায়শ্চিত্ত।

জ্ঞানে নারীবধ করিলে মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত, তাহাতে অনুকল্প নাই। অজ্ঞানকৃত ব্রাহ্মণীবধে ষড়্‌বর্ষ, ক্ষত্রিয়বধে তিন বর্ষ, বৈশ্যাবধে একবর্ষ ও শূদ্রাণীবধেও একবর্ষ নিয়মিত ব্রতাচরণ করিবে। ব্রতে অক্ষম হইলে ব্রাহ্মণীস্থলে ৯০ টী ধেনু বা তন্মূল্য ২৭০ কাহন বরাটক, ক্ষত্রিয়াস্থলে ৪৫ ধেনু বা তন্মূল্য ১৩৫ কাহন আর বৈশ্যা ও শূদ্রাস্থলে ১৫টী ধেনু বা ও তন্মূল্য ৪৫ কাহন বরাটক দান কর্ত্তব্য।

নীচবর্ণা দ্বারা উত্তমবর্ণা স্ত্রী বধ হইলে বহুদোষ বশতঃ স্বস্বজাত্যুক্ত প্রায়শ্চিত্তের দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য। বৃদ্ধ, বালক, রোগী প্রভৃতির পক্ষে অর্দ্ধেক ব্যবস্থেয়।

ব্যভিচারিণীবধপ্রায়শ্চিত্ত।

একবার পরপুরুষরতা নারীকে বধ করিলে একটী শূদ্রহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করিবে অর্থাৎ ৯ মাস ব্রতানুষ্ঠান বা একশত কাহন বরাটক দান ব্যবস্থা। ব্যভিচারিণী ব্রাহ্মণী বধ করিলে ছয় মাস, ক্ষত্রিয়া বধ করিলে ৪ মাস ১৫ দিন, বৈশ্যাবধ করিলে ৩ মাস, শূদ্রাণীবধে দেড় মাস ব্রতানুষ্ঠান করিতে হয়। অক্ষম হইলে ১০০ কাহন বরাটক দান করিবে।

অসবর্ণগতাব্যভিচারিণীবধে—

যে স্ত্রী অধমবর্ণ পুরুষ সহ ব্যভিচারে রতা থাকে, তাহাকে হত্যা করিলে বিপ্র চর্ম্মপুট দান করিবে এবং ক্ষত্রিয় কার্ম্মুক, বৈশ্য ছাগ ও শূদ্র মেষ দিবে।

জ্ঞানাজ্ঞানকৃতগোবধ নির্ণয়।

"বধ করিব" সঙ্কল্প করত ইচ্ছা পূর্ব্বক বধ করিলেই তাহার

নাম জ্ঞানকৃত বধ। সেই ব্যক্তিই জ্ঞানকৃত বধজন্য প্রায়শ্চিত্তার্হ। আর অন্য পশু বধার্থ নিক্ষিপ্ত শরাদি দৈবাৎ লাগিয়া গোবধ হইলে অজ্ঞানকৃত বধজন্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

গোবধে—

জ্ঞানে ব্রাহ্মণস্বামিক গো বধ করিলে এক মাস যাবৎ গোমূত্র সহ যবগ্রাস পান করিতে হয় এবং গোচর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা দেহাচ্ছাদন করিয়া গোষ্ঠে বাস করিবে। পর মাসে সন্ধ্যাকালে গোমূত্রে স্নান করত সৈন্ধব সহ উপরোক্ত যব ভোজন পূর্ব্বক সংযত হইয়া থাকিবে। দিবাতে গোগণ সহ গোষ্ঠে থাকিয়া গোচরণ-উত্থিত ধূলি সেবন করিবে। রাত্রিতে গোসমূহকে আশ্রমে আনিয়া সেবা করিবে। পরে প্রণাম পূর্ব্বক বীরাসনে বসিয়া তাহাদিগকে চৌরাদিভয় হইতে রক্ষা করিবে। যখন গোগণ উঠিবে, তখন উঠিতে হইবে, বসিলে বসিতে হইবে, গমন করিলে অনুগামী হইতে হইবে। শীত, জল, রৌদ্র, ঝড় ইত্যাদিতে গো পড়িলে তাহাদের রক্ষার্থ যত্ন করিবে। যদি তাহারা নিজের বা অপরের গৃহে অথবা শস্য-ক্ষেত্রে পড়ে কিম্বা অসময়ে বৎস স্তনপান করে, তাহা হইলে নিবারণ করিবে না। এইরূপে তিন মাস অতীত হইলে পাপ দূর হয়। তিন মাসান্তে একটী বৃষ সহ দশটী ধেনু দান করিতে হয়। তাহাতে অক্ষম হইলে স্বীয় যথাসর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণকে দিবে। অথবা একপঞ্চাশৎ কাহন কপর্দ্দক দান ও দক্ষিণা পঞ্চদশ কাহন দিবে।

যদি বিপ্রের গো অজ্ঞানবশতঃ বধ করে, তাহা হইলে সার্দ্ধ পঞ্চবিংশ কার্ষাপণী কপর্দ্দক এবং দক্ষিণা সার্দ্ধ সপ্ত কার্ষাপণী দান করিবে।

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের প্রায়শ্চিত্ত বিপ্রের সমান। নারী, শূদ্র, বালক, বৃদ্ধ, রোগী ইহাদিগের পক্ষে অজ্ঞানকৃত বধে ১২৸০ দান ও দক্ষিণা ৩৸০ কাহন বিধি।

যাহার বয়ঃক্রম একাদশ বর্ষ পূর্ণ হয় নাই, এরূপ বালক বালিকা অথবা রোগযুক্ত বালক বালিকা জ্ঞানকৃত বধ করিলে ১২৸০ কাহন দান আর দক্ষিণা ৩৸০ কাহন দিবে। কিন্তু অজ্ঞান- কৃত হইলে ৬।৵০ কাহন দান আর ১৵০ দক্ষিণা দিতে হয়।

যদি শূদ্র, বৃদ্ধ ও রোগী হয় অথবা স্ত্রীজাতি হয় কিম্বা অপূর্ণ ষোড়শ বর্ষের হয়, তাহা হইলে জ্ঞানকৃতবধে ১২৸০ কাহন দান ও দক্ষিণা ৩৸০ কাহন দিবে এবং অজ্ঞানকৃত বধে ৬।৵০ কাহন দান ও দক্ষিণা ১৸৵০ কাহন দিবে।

ঊনৈকাদশবর্ষীয় শূদ্রবালক বা শূদ্রবালিকা হইলে অথবা রোগী বা রোগিণী শূদ্রা হইলে ৬৵০ কাহন দান ও ১৸৵৹ কাহন দক্ষিণা দিবে।

বিপ্রস্বামিক একবর্ষবয়স্ক গোবৎস জ্ঞানে বধ করিলে নিয়- মিত প্রায়শ্চিত্তের একপাদ, দ্বিবর্ষের বৎস হইলে দ্বিপাদ, তিন বর্ষের হইলে তিন পাদ আর চারি বর্ষের হইলে প্রাজাপত্য অর্থাৎ পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

ব্রাহ্মণের গর্ভবতী কপিলা দুগ্ধবতী সুব্রতা হোমধেনু রোধাদি দ্বারা হত হইলে নিয়মিত প্রায়শ্চিত্তের দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত বিধি অর্থাৎ ১০২ কাহন দান আর ৩০ কাহন দক্ষিণা দিবে। পরন্তু অজ্ঞানে বধ হইলে উহার অর্দ্ধ ব্যবস্থা। বৃদ্ধ, বালক, শূদ্র বা স্ত্রী জ্ঞানে বধ করিলে ৫১ কাহন দান ও দক্ষিণা ১৫ কাহন এবং অ জ্ঞানে হইলে ২৫॥০ কাহন দান ও ৭॥০ কাহন দক্ষিণা দিবে।

গর্ভিণী বধ না হইয়া কেবল গর্ভপাত হইলে ১২৮০ কাহন দান ও ৩৮০ কাহন দক্ষিণা দেয়।

যে গো অতি বৃদ্ধ, অতি কৃশ, রোগিণী, তাহাকে উক্তরূপে বধ করিলে ১৫॥০ কাহন দান ও ৭॥০ কাহন দক্ষিণা দিবে। শূদ্র ও নারীপক্ষে অর্দ্ধেক ব্যবস্থা এবং একাদশবর্ষীয়ের ন্যূনপক্ষে পাদব্যবস্থা।

গৃহদাহ প্রভৃতি দ্বারা একের অধিক গোবধ হইলে ১০২ কাহন দান ও ৩০ কাহন দক্ষিণা দিবে। উভয়ের অধিক ব্যক্তি একটি গোকে বিনাশ করিলে যে কয়জন মানুষ, তত সংখ্যার পাদ পাদ ব্যবস্থা।

একবর্ষীয় বৎসকে বালা ও দ্বিবর্ষীয়কে অতিবালা কহে। তৎপরে দন্ত জন্মিলে তরুণী গো বলা যায়। তরুণী বধে পূর্ণ-প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা।

ক্ষত্রিয়স্বামিক গো জ্ঞানে বধ করিলে বর্ণত্রয়ই ছয় মাস পর্য্যন্ত গোচর্ম্মে দেহাচ্ছাদন করত গোগ্রাস আহার করিবে এবং গোব্রত ধারণ করিয়া রহিবে। গোমূত্র দ্বারা যব পক্ব করিয়া তাহাই ভক্ষণ কর্ত্তব্য। এতদ্ব্যতীত গলদেশে রজ্জু বন্ধন পূর্ব্বক গোশব্দতুল্য বাক্য প্রয়োগ করিবে, গোর ন্যায় গোষ্ঠে বেড়াইবে। এইরূপ করিতে অক্ষম হইলে ৩৬ কাহন ধেনুমূল্য ও দক্ষিণা যথাসাধ্য দিবে। অজ্ঞানকৃত বধে ধেনুমূল্য ১৮ কাহন ও যথাশক্তি দক্ষিণা দেয়।

শূদ্র, স্ত্রী, শূদ্রস্ত্রী, অথবা বালক বা রোগী কিম্বা বৃদ্ধ ব্যক্তি জ্ঞানত বধ করিলে ১৮ কাহন দান ও যথাশক্তি দক্ষিণা এবং অজ্ঞানত বধ করিলে ৯ কাহন দান ও যথাশক্তি দক্ষিণা দিবে।

অপূর্ণ একাদশবর্ষের বালক-বালিকা হইলে জ্ঞানকৃতবধে ৯ কাহন এবং অজ্ঞানকৃতবধে ৪॥০ কাহন ও দক্ষিণা সাধ্যমতে দেয়।

কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য যদি বৈশ্যস্বামিক গোবধ করে, তবে গোমতীবিদ্যা জপ পূর্ব্বক গোষ্ঠে থাকিবে এবং পঞ্চগব্য পান করিবে। একমাস এই নিয়মে থাকিতে হয়।*

জ্ঞানে শূদ্রস্বামিক গোবধ করিলে চতুঃসংখ্য কৃচ্ছ্রব্রত অথবা তদনুকল্প দ্বাদশকার্ষাপণীদান এবং যথাসাধ্য দক্ষিণা দিবে। অজ্ঞানে হইলে অর্দ্ধ ব্যবস্থা। বৃদ্ধ, বালক, স্ত্রী ও শূদ্র ইহারা জ্ঞানে বধ করিলে ৬ কাহন দান, যথাশক্তি দক্ষিণা এবং অজ্ঞানবধ হইলে ৩ কাহন দান ও যথাসাধ্য দক্ষিণা দিবে। যাহার বয়ঃক্রম পাঁচবর্ষের ঊর্দ্ধ ও একাদশ বর্ষের ন্যূন, সে জ্ঞানে বধ করিলে ৩ কাহন দান ও যথাশক্তি দক্ষিণা এবং অজ্ঞানে হইলে ১॥০ কাহন দান ও যথাসাধ্য দক্ষিণা দিবে।

ব্রাহ্মণাদি যে কোন বর্ণই হউক্ না কেন, অধমশূদ্রস্বামিক গোবধ করিলে ছয় কাহন দান ও যথাসাধ্য দক্ষিণা দিবে।

শীতে, বায়ুতে, উদ্বন্ধনে অথবা শূন্যগৃহে রক্ষণনিবন্ধন যদি বিপ্রস্বামিক গোর মৃত্যু হয়, অপালননিমিত্ত মরে, বৃহৎ জলাশয়ে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করে, ক্ষুদ্র জলাশয়ে পড়িয়া মরে, সর্পদষ্ট হইয়া প্রাণ হারায়, বিদ্যুতাগ্নিতে মরে, গর্ত্তে পড়িয়া মরে, কিম্বা শ্বাপদ কর্তৃক ভক্ষিত হয়, তাহা হইলে তৎস্বামী অনুত্তম

---

* গোময়ের দ্বিগুণ গোমূত্র, গোমূত্রের চতুর্গুণ ঘৃত, ঘৃতের আটগুণ দুগ্ধ এবং দুগ্ধের আটগুণ দধি, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিলেই পঞ্চগব্য প্রস্তুত হয়।

প্রাজাপত্য করিবে। সশিখ মস্তক মুণ্ডন, ত্রিসন্ধ্যা স্নান পূর্ব্বক মৃত গোর শৃঙ্গ খুর পুচ্ছ ও কর্ণ সহ সরস চর্ম্ম পরিধান করত দিবাতে গো সহ ভ্রমণ করিয়া সন্ধ্যাতীতে গোগণ গোশালায় উপস্থিত হইলে তাহাদিগের সেবা করিবে এবং সমস্ত নিশা তাহাদের রক্ষাণাবেক্ষণ করিতে হয়। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের পক্ষেই এই বিধি। এরূপ ব্রতে অক্ষম হইলে দুইটী প্রাজাপত্য করিবে। তাহাতেও অসমর্থ হইলে ৬ কাহন বরাটক দান ও দক্ষিণা এক বৃষমূল্য পঞ্চকাহন ও এক ধেনুমূল্য এককাহন দিবে।

বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, শূদ্র ও রোগীর পক্ষে ৩ কাহন ও দক্ষিণা ৩ কাহন ব্যবস্থা। যদি উভয়ত্ব ঘটে ও একাদশোনবর্ষ বালক হয়, তবে ১॥০ কাহন দান ও ১॥০ কাহন দক্ষিণা দিবে।

যে ব্রাহ্মণাদিস্বামিক গোবৎসের বয়ঃক্রম ত্রিবর্ষ অপূর্ণ, তাহার অপালনাদি হেতু বধ হইলে ১॥০ কাহন দান ও ১॥০ কাহন দক্ষিণা দিবে। যদি বৎসস্বামী রাখালের করে সংপূর্ণ ভার দিয়া থাকে, তবে সেই রাখাল প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

রাত্রিকালে গোস্বামীর বাটীতে যদি কোন মহা বিপদ ঘটে ও তজ্জন্য গোবধ হয়, তবে গোস্বামীকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। প্রাতঃকালে রাখালের হস্তে অর্পিত হইবার পর মরিলে রাখাল প্রায়শ্চিত্ত করিবে। রাখাল অর্থাভাবাদি বশতঃ প্রায়শ্চিত্ত করিতে অক্ষম হইলে গোস্বামী স্বীয় গৃহ হইতে সমস্ত দিয়া রাখালকে প্রায়শ্চিত্ত করাইবেন। বহু রাখালের প্রতি ভার থাকিলে প্রত্যেককে ঐরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। যদি রাখাল ম্লেচ্ছ হয়, তবে গোস্বামী নিজে প্রায়শ্চিত্ত করিবে। অপালন হেতু বহু গো নষ্ট হইলে আর বহু গোস্বামী হইলে

প্রত্যেকে দ্বিগুণ দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। যদি বহু গো অপালননিমিত্ত মরে আর তাহাদের স্বামী একব্যক্তি মাত্র হয়, তাহা হইলে সেই গোস্বামী নির্দ্দিষ্ট প্রায়শ্চিত্তের দ্বিগুণ করিবে।

যদি গো রুগ্ন থাকে অথচ তৎস্বামী অজ্ঞাতে অর্থাৎ না জানিয়া তাহাকে অবরুদ্ধ করে এবং তজ্জন্য সেই গোর মৃত্যু হয়, তবে এক চতুর্থাংশ প্রাজাপত্য অর্থাৎ ৸৹ পণ বরাটক দান করিবে। যদি উক্তরূপ গো বন্ধনদশায় থাকিয়া মরে, তবে ১৷৹ কাহন দান আর যদি উক্তরূপে গো ভারাধিক্য বশতঃ শকটাদিতে যোজিত হইয়া মরে, তাহা হইলে ২।৹ কাহন দানই ব্যবস্থা। যদি উক্ত প্রকারের গো দণ্ডাঘাতে * প্রাণত্যাগ করে তবে ৩ কাহন দান ও যথাসাধ্য দক্ষিণা দিবে। এই যে ব্যবস্থা কথিত হইল, ইহা অজ্ঞানকৃত। যদি ক্ষীণতাজ্ঞানে রোধাদি দ্বারা মরণ ঘটে, তবে একপাদ চান্দ্রায়ণ অর্থাৎ রোধজন্য বধে ১৬৸৴৹ কাহন, দণ্ডনিপাতনজন্য বধে ২২৷৹ কাহন ও যথাশক্তি দক্ষিণা দেয়। অতিরিক্ত দণ্ডাঘাত জন্য বধে ৪৫ কাহন ব্যবস্থা। স্ত্রী, শূদ্র, বালক ও বৃদ্ধ হইলে অর্দ্ধেক এবং অত্যন্ত বালক হইলে একপাদ ব্যবস্থা।

নাসাচ্ছেদন, কর্ণচ্ছেদন, বন্ধন, অধিক ভার বাহন, অধিক দোহন ইত্যাদিতে গোবধ হইলে কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ বা ২২৷৹ কাহন

---

* যাহার দৈর্ঘ্য বাহুপ্রমাণ, স্থৌল্য অঙ্গুষ্ঠপরিমিত, যাহা সরস ও পত্রসমন্বিত, তাহারই নাম প্রকৃত দণ্ড। ইহার অন্যথা করিয়া অন্যরূপ দণ্ড দ্বারা আঘাত পূর্ব্বক গোবধ করিলে দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

দান ও যথাশক্তি দক্ষিণা দিবে। বর্ণচতুষ্টয়ের প্রতিই এই ব্যবস্থা, কেবল শূদ্র, স্ত্রী, বালক ও বৃদ্ধের পক্ষে অর্দ্ধ ব্যবস্থেয় ।

গোরগুমোচন করিলে সর্ব্ববর্ণের পক্ষেই চান্দ্রায়ণ বা ২২৷৷০ কাহন দান ব্যবস্থা। অন্য দ্বারা ঐ কার্য্য করাইলে ১১।০ কাহন দিবে। দক্ষিণা যথাশক্তি দেয়। বৃদ্ধ, স্ত্রী, বালক হইলে অর্দ্ধেক ব্যবস্থা।

হলশকটে যোজনাদিতে—

বৃষোৎসর্গে যে বৃষকে উৎসর্গ করা যায়, যদি তাহাকে লইয়া শকটে বা হলে যোজনা করে, তাহা হইলে প্রাজাপত্যদ্বয় করিবে। ব্রতে অসমর্থ হইলে ৬ কাহন বরাটক দান ব্যবস্থা। যদি গাভীকে হলাদিতে যোজনা করে, তবে ১২ কাহন দান করিবে।

মতান্তরে এরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে যে, বৃষোৎসর্গে উৎসর্গীকৃত বৃষকে বা কপিলা ধেনুকে শকটাদিতে যোজনা করিলে চান্দ্রায়ণদ্বয় ব্রত বা ৪৫ কাহন বরাটক দান করিবে।

অস্থ্যাদিভঙ্গজন্যে—

কর্ণ ও লাঙ্গূল উৎপাটন করিলে কিম্বা অস্থ্যাদি ভাঙ্গিলে বর্ণচতুষ্টয়কেই প্রাজাপত্য ব্রতের আচরণ করিতে হয়। অক্ষম হইলে ৬ কাহন কপর্দ্দক দান ও যথাসাধ্য দক্ষিণা দেয়।

গোবধাপবাদ।

যে গোর পূর্ব্বে রোগ ছিল, পরে সুস্থ হইয়াছে আর এখন ব্যাধি নাই, তাহাকে তাহার প্রভু হলে বা শকটে যোজনা করিলে যদি তাহাকে তদবস্থায় অল্প পরিমাণে প্রহার করা যায় এবং সেই প্রহারজন্য সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে আর মূর্চ্ছা-

ভঙ্গান্তে পাঁচ পদ সাত পদ বা দশ পদ গমন করত কিঞ্চিৎ তৃণ জল সেবন পূর্ব্বক মরে, তবে সেই গোস্বামীকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না। সযত্নে চিকিৎসা করিতে গিয়া তাহার যাতনা নিবারণার্থ, মৃতবৎস বাহির করিবার নিমিত্ত, বা তাহার হিতের জন্য প্রাণরক্ষার্থ যদি অগ্নিতাপ দেওয়া যায়, অথবা শিরাভেদাদি করা যায়, তাহাতে গোর মৃত্যু ঘটিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না।

গবেতর-পশুপক্ষীবধে—

ঘোটক বধ করিলে বস্ত্র দান করিবে, গজবধে পঞ্চসংখ্য বৃষ দান করিবে, অজ বা মেষবধে একটী একবর্ষবয়স্ক বৃষ দিবে এবং গর্দ্দভবধে একবর্ষবয়স্ক একটী বৎস দিবে। যজ্ঞার্থ ছাগমেষবধে প্রায়শ্চিত্ত নাই।

সাস্থি-অস্থিহীনবধে—

অস্থিযুক্ত জন্তু অর্থাৎ কৃকলাসাদি সহস্র সংখ্য বধ করিলে আর নিরস্থি অর্থাৎ পিপীলিকাদির শকটপ্রমাণ বধ করিলে শূদ্রহত্যাজনিত ব্রত করিবে। স্বল্পপ্রমাণ অস্থিযুক্ত জীব হইলে ব্রাহ্মণের হস্তে সাধ্যমত কিঞ্চিৎ দিবে আর স্বল্পপ্রমাণ নিরস্থি জীববধ হইলে একবার প্রাণায়াম করিতে হয়।

কুষ্ঠরোগে—

কুষ্ঠ বহুবিধ; তন্মধ্যে বৃহৎ কুষ্ঠরোগে পরাকব্রত বা তদনুকল্প ত্রিংশৎ কার্ষাপণী দান ব্যবস্থেয়।

সর্ব্বশ্বিত্রিতে পরাকদ্বয় ও অল্পপরিমাণে হইলে একটী পরাকব্রত করিবে।

স্বল্প কুষ্ঠস্থলে ১৫ কাহন বরাটক দান করিতে হয়।

যক্ষ্মাপ্রায়শ্চিত্ত।

যক্ষ্মারোগে পরাকব্রত বা পঞ্চসংখ্য ধেনু অথবা তন্মূল্য ১৫ কাহন বরাটক দান ব্যবস্থেয়।

অর্শোরোগে—

অকৃতপ্রায়শ্চিত্ত অশুচি শুক্রজাত পুত্র কন্যাও প্রায়শ্চিত্ত করিবে। তাহাদের পক্ষে ১০ কাহন বরাটক দানের ব্যবস্থা আছে। কন্যার পক্ষে তৃতীয় ভাগের এক ভাগ বিধি।

উপপাতক প্রায়শ্চিত্ত।

জ্বর, ছর্দ্দি, জলোদর, অজীর্ণ, মোহ, ভ্রম এই সমস্ত রোগ পূর্ব্বজন্মান্তরীণ উপপাপ হইতে জন্মে। এই সকল রোগে ৭।।০ কাহন বরাটক দান ব্যবস্থেয়।

অনুপাতকে—

মহাপাতকের সমান অনুপাতকী প্রায়শ্চিত্ত করিবে। * তদ্ভিন্ন গায়ত্রী জপ দ্বারাও অনুপাতকী শুদ্ধ হয়।

প্রকীর্ণ পাপপ্রায়শ্চিত্ত।

প্রকীর্ণ পাপক্ষয়ার্থ ৮ পণ বরাটক দান করিবে।

---

* সাধারণের বিদিতার্থ এই স্থানে মহাপাতকাদিনিরূপণ বিবৃত হইল, যথা—

ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, চৌর্য্য, গুরুদারাগমন, এই চারিটী মহাপাপ বলিয়া পরিগণিত। মাতা, দুহিতা ও পুত্রবধূগমন করিলে অতিপাতক হয়। পিতৃব্যপত্নী, রজস্বলা নারী, পরিত্যক্তানারী, সন্ন্যাসিনী, বিপ্রকন্যা, চণ্ডালী, ভগ্নীর সখী, উত্তমবর্ণা রমণী, সগোত্রা নারী, উপাধ্যায়পত্নী, পুরোহিতপত্নী, রাজমহিষী, শাশুড়ী, মাতৃশ্বসা, মাতার মাতামহী, মাতুলানী, পিসী প্রভৃতিতে

প্রায়শ্চিত্তান্তে পাপনাশজ্ঞান।

যথাবিধানে প্রায়শ্চিত্ত শেষ করিয়া গোগণকে যবাদি দিলে যদি তাহারা না খায়, তবে পুনর্ব্বার প্রায়শ্চিত্ত করিবে। তাহারা আহার করিলে জানিবে যে, পাপের শান্তি হইল।

পাপজরোগের প্রায়শ্চিত্ত।

কোন্ পাপে পরজন্মে কি রোগ জন্মে এবং সেই রোগে কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থেয়, নিম্নলিখিত তালিকা দৃষ্টি করিলেই তাহা বোধগম্য হইবে যথা—

গমন করিলে অনুপাতক হয়। গোবধ, অযাজ্যযাজন, সামান্যাস্ত্রী গমন, আত্মবিক্রয়, জনকজননী গুরুপুত্র সহাধ্যায়ী ও অগ্নিহোত্র বর্জ্জন, পরিবেত্তার যাজন, পরিবেত্তা বা পরিবিত্তিকে কন্যা দান, অঙ্গুলী দ্বারা ভার্য্যার বা কন্যার যোনিবিদারণ, কর্জ্জ দিয়া বৃদ্ধি গ্রহণ, ব্রতভঙ্গকরণ, পুষ্করিণী প্রভৃতি বিক্রয়, উদ্যানাদি বিক্রয়, পুত্রাদি বিক্রয়, আজন্ম সংস্কারহীনতা, ত্রিসন্ধ্যাবর্জ্জন, নিকৃষ্ট ব্যক্তিকে অধ্যয়ন করান, নিকৃষ্ট ব্যক্তির নিকট শিক্ষা গ্রহণ, লৌহাদি, বিক্রয়, সমগ্র স্থান ও কর প্রভৃতি গ্রহণ, মানবপ্রাণহিংসার্থ অভিচারাদি মন্ত্র প্রবর্ত্তন, নারী-উপ-জীবিকা, ঔষধ বিক্রয়, পরহিংসা, জীবিত বৃক্ষচ্ছেদন, ইত্যাদিকে উপপাতক কহে। কৃমিকীটাদিনাশ, মদ্যাদিগত ফল ভক্ষণ, ফলপুষ্পহরণ, কাষ্ঠহরণ, অল্পদোষে অধিক শাস্তিদান, ইত্যাদিকে প্রকীর্ণ পাপ কহে।

পাপজনিত রোগ।	প্রায়শ্চিত্তবিধি।
তাম্রহরণ জনিত শ্বিত্ররোগে ...	প্রাজাপত্যব্রতানুষ্ঠান ও একশত পল তাম্রদান।
তাম্বূলহরণজনিত শ্বেতৌষ্ঠে ...	দক্ষিণা সহ প্রবালদান।
রাজহত্যাজনিত ক্ষয়রোগে ...	গো, ভূমি, স্বর্ণ, মিষ্টান্ন সামগ্রী, জল, বস্ত্র, তিলধেনু ও ঘৃতধেনু দান।
মেষবধজনিত পাণ্ডুরোগে ...	একপল কস্তূরিকা দান।
দুগ্ধহরণজনিত বহুমূত্ররোগে ...	দুগ্ধবতী গাভীদান।
ঘৃতহরণজনিত নেত্ররোগে ...	দুগ্ধবতী গাভীদান।
সীসহরণজন্য শীর্ষরোগে ...	একদিন উপবাস পূর্ব্বক শতপল সীসকদান।
রঙ্গহরণজন্য শ্লেষ্মারোগে ...	একদিন উপবাস পূর্ব্বক শতপল রঙ্গ দান।
তৈলহরণ জন্য কণ্ডুরোগে ...	উপবাসী থাকিয়া দুইটী তৈল-পূর্ণ কুম্ভদান।
ফলহরণজন্য অঙ্গুলিব্রণরোগে ...	দশসহস্র নানারূপ ফল দান।
গুড়হরণজন্য গুল্মরোগে ...	গুড়ধেনু দান।
বিপ্ররত্ন হরণজন্য অনপত্যে ...	মহারুদ্রমন্ত্র জপ।
বিবিধ দ্রব্য হরণজন্য গ্রহণীতে ...	অন্ন, জল, বস্ত্র ও স্বর্ণদান।
রক্তবস্ত্র ও প্রবাল হরণজন্য রক্তবাতে ...	মণিরাগযুক্তা সবস্ত্রা মহিষীদান।
কাষ্ঠহরণ জন্য স্বিন্নহস্তে ...	দুই পল রক্তচন্দন দান।
কন্দমূলহরণজন্য হ্রস্বপাণি রোগে ...	দেবমন্দির ও উদ্যান দান।

পুস্তক হরণজন্য মূকরোগে ... ন্যায়শাস্ত্র বা ইতিহাস লেথাইয়া সদক্ষিণ দান।

পরনিন্দা জনিত টাকরোগে ... কাঞ্চন সহ দুগ্ধবতী ধেনুদান।

দেবমন্দিরে মলমূত্রত্যাগ জন্য গুহ্যরোগে ... একমাস দেবার্চ্চনা, দুইটী গোদান এবং প্রাজাপত্য বা তন্মূল্যদান।

দাবাগ্নিদায়কের রক্তাতীসারে ... জলাশয় খনন, অন্নদান ও বটবৃক্ষ রোপণ।

গর্ভপাতজন্য যকৃৎ-প্লীহাদিরোগে ... যকৃতে ৩ পল স্বর্ণ, প্লীহাতে ৩ পল রৌপ্য ও জলোদরে ৩ পল তাম্র সহ জলধেনু দান।

পক্ষপাতজন্য পক্ষাঘাতে ... তিন নিষ্ক কাঞ্চন দান।

মদ্যপানজন্য রক্তপিত্তে ... ঘৃতপূর্ণ কুম্ভ এবং স্বর্ণযুক্ত অর্দ্ধ কুম্ভপূরিত মধু দান। *

বিষদান জন্য ছর্দ্দিরোগে ... দশটী দুগ্ধবতী ধেনু দান।

পরোপতাপদান জন্য শূলে ... অন্নদান এবং দশ সহস্র রুদ্রমন্ত্র জপ।

কুপরামর্শদানজন্য শ্বাসকাসে ... সহস্রপল ঘৃতদান।

অনিবেদিত ভোজনজন্য অলসরোগে ... সহস্র বা অক্ষমস্থলে দুইশত ব্রাহ্মণ ভোজন।

পুত্রবধজন্য মৃতবৎস রোগে ... প্রথমতঃ একটী বিপ্রের বিবাহ দিবে, পরে হরিবংশ শ্রবণ, মহারুদ্রপূজা, দূর্ব্বা দ্বারা অযুত হোম, একাদশনিষ্কপ্রমাণ স্বর্ণপুত্রিকা সদক্ষিণ দান, তৎপরে অন্য ব্রাহ্মণকে সাধ্যমত দক্ষিণা দিয়া বরুণমন্ত্রে স্ত্রীপুরুষকে স্নান করাইয়া বসনভূষণাদি দিবে।

---

* গৌড়ী পৌষ্ট ব্যতীত বারুণীযন্ত্রোদ্ভব মাদকদ্রব্যের নাম মদ্য।

মাতৃপিতৃবধজন্য জড় জন্মান্ধরোগে ... মাতাকে বধ করিলে অন্ধ এবং পিতাকে বধ করিলে জড় হয়। তৎপাপমোচনার্থ ত্রিশটী প্রাজাপত্য বা ত্রিশটী ধেনু দান পূর্ব্বক একপলপ্রমাণ স্বর্ণনৌকা ও রৌপ্যকুম্ভ প্রস্তুত করিয়া তাম্রভাণ্ডোপরি রাখিবে। পরে নিষ্কপ্রমাণ হিরণ্ময় কৃষ্ণমূর্ত্তি পট্টবস্ত্রে বেষ্টিত করিয়া তদুপরি স্থাপন পূর্ব্বক পূজা ও হোম করিবে। অনন্তর বিসর্জ্জন করিয়া অন্যান্য ব্রাহ্মণকেও দক্ষিণা দিবে।

বিধবাগমনজন্য প্রমেহে ... একমাস রুদ্রমন্ত্র জপ ও যথাশক্তি স্বর্ণদান।

সুরাপানজন্য শ্যাবদন্তে ... একটী প্রাজাপত্য বা তদনুকল্প, তৎপরে সাতটী শর্করার তুলাপুরুষদান, পরে অযুত মহারুদ্র মন্ত্র জপ ও তাহার দশাংশ হোম।

সগোত্রাগমনজন্য ভগন্দরে ... মহিষী দান।

সজাতীয়াগমন জন্য হৃদ্‌ব্রণে ... দুইটী প্রাজাপত্য।

পশুযোনি গমন জন্য মূত্রাঘাতে ... দুইটী তিলপাত্র দান।

তুরগী গমনজন্য গুহ্যরোগে ... সহস্র কুম্ভ জল দ্বারা একমাস শিবলিঙ্গ স্নপন।

মাতুলানী গমন জন্য পৃষ্ঠকুব্জে ... কৃষ্ণাজিন দান।

পিতৃস্বসৃগমন জন্য সর্ব্বাঙ্গাবচ্ছিন্নব্রণে ... সম্যক্‌রূপ বিবিধদান।

গুরুপত্নীগমন জন্য মূত্রকৃচ্ছ্রে ... অগ্রে বেদী নির্ম্মাণ করিয়া তাহার পশ্চিমে একটী কুম্ভ নীলবস্ত্রে আবৃত ও নীলমালালঙ্কৃত করিয়া স্থাপন করিবে। তদুপরি তাম্রভাণ্ডস্থিত ষট্‌-নিষ্কপ্রমাণ কাঞ্চননির্ম্মিত বিশ্বরূপী বরুণমূর্ত্তি স্থাপন পূর্ব্বক পুরুষসূক্তমন্ত্রে পূজা করিবে। পরে জপ ও জপের

দশাংশ হোম করিবে। তৎপরে সামবেদজ্ঞ বিপ্র সামবেদ পাঠ করিবে। পরে বিংশনিষ্ক প্রমাণ স্বর্ণপুত্তলিকা ব্রাহ্মণকে দিবে। তৎপরে আচার্য্যকে স্তুতি করত বরুণপ্রতিমা দান করিবে।

মাতৃগমনজন্য লিঙ্গনাশে ... বেদীর উত্তরে কুম্ভ স্থাপন পূর্ব্বক কৃষ্ণবস্ত্রে আবৃত করিবে। তদুপরি কুবেরমূর্ত্তি রাখিয়া পুরুষসূক্ত মন্ত্রে পূজা করিবে। অনন্তর অথর্ব্ববেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ অথর্ব্ববেদ পাঠ করিবে। পরে বিংশতি নিষ্কপ্রমাণ স্বর্ণ-পুত্তলিকা দান করিতে হয়। উক্ত প্রতিমা আচার্য্যকে দেয়। (চাণ্ডালীগমনজন্য) হীনমুষ্করোগেও এই বিধি।)

কদন্নদান জন্য মন্দোদরে ... তিনটী ধেনু বা তন্মূল্য দান এবং এক শত ব্রাহ্মণ ভোজন।

শূকরবধ জন্য দন্তররোগে ... সদক্ষিণ ঘৃতকুম্ভ দান।

ঘোটকবধ জন্য বক্রমুখে ... শতপল চন্দন দান।

হরিণশৃগালবধজন্য খঞ্জরোগে ... এক পল স্বর্ণময় অশ্বদান।

বায়সবধজন্য কর্ণহীনরোগে ... কৃষ্ণবর্ণ গোদান।

উপহাসজন্য কাণরোগে ... মুক্তাসহ গোদান।

সৌগন্ধহরণজন্য দুর্গন্ধরোগে ... লক্ষ পদ্মহোম।

দেবতাহরণ জন্য বিবিধজ্বরে ... জ্বরে কর্ণে রুদ্রমন্ত্র জপ, মহাজ্বরে মহারুদ্র মন্ত্র, রুদ্রজ্বরে অতিরুদ্রমন্ত্র, বৈষ্ণবজ্বরে রুদ্রমন্ত্র ও মহারুদ্রমন্ত্রজপ।

পক্কান্নহরণ জন্য জিহ্বারোগে ... এক লক্ষ গায়ত্রী জপ ও তদ্দশাংশ তিলহোম।

দধিচৌর্য্যজন্য উন্মাদরোগে ... দধিধেনু দান।

বস্ত্রহরণজন্য ছুলিরোগে ... ... নিষ্কপ্রমাণ স্বর্ণ দ্বারা প্রজাপতির মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া দুইখানি বস্ত্র সহ দান।

ব্রাহ্মণবধজন্য কুষ্ঠে ... যে ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যা করে, সে নরক-ভোগের পর পাণ্ডুবর্ণ কুষ্ঠরোগযুক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করে। তাহার প্রায়শ্চিত্ত এইরূপ,—সর্ব্বাগ্রে পীতবস্ত্রাবৃত কুম্ভচতুষ্টয় পঞ্চপল্লবাদিসমন্বিত করত তাহার উপরে মধ্যকুম্ভে রজতময় অষ্টদলপদ্ম স্থাপন পূর্ব্বক তদুপরি প্রতিমা স্থাপন করিবে। প্রতিমা অর্দ্ধপল স্বর্ণদ্বারা নির্ম্মাণ করিবে এবং তাহার চারি মুখ ও দশ হাত হইবে। তৎপরে ষোড়শোপচারে কিম্বা পুরুষসূক্তমন্ত্রে প্রতিদিন তিনবার পূজা করিয়া ঋগ্বেদাদি চতুর্ব্বেদোক্ত মন্ত্র উক্ত কুম্ভচতুষ্টয়ের উপর উচ্চারণ করিবে। অনন্তর অযুত পুরুষসূক্ত জপান্তে গ্রহশান্তি করত তদ্দশাংশ সংখ্যায় পলাশসমিধ দ্বারা হোম করিবে। হোমাবশিষ্ট দ্রব্য মধ্যকুম্ভে রাখিবে। এইরূপ দ্বাদশদিন যাগ করত আচার্য্যকে গো ভূমি স্বর্ণ ও তিল দক্ষিণা দিতে হয়। তৎপরে আচার্য্য যজমানকে অভিষেক করিবেন।

প্রকীর্ণ অংশ।

পঞ্চমবর্ণ গুঁড়ি।

হরিদ্রাচূর্ণ পীতবর্ণ, তণ্ডুলচূর্ণ শ্বেত, কুসুমফলচূর্ণ অরুণ, চিতি ধানপোড়াচূর্ণ কৃষ্ণ এবং বিল্বাদিপত্রচূর্ণ শ্যামল।

হবিষ্যান্ন দ্রব্য।

শ্বেত আমোন ধান্তের আতপতণ্ডুল, মুগ, বেতুয়া শাক্, কাল শাক, সামুদ্রিক লবণ, যব, তিল, সৈন্ধব, কোতধান্ত, হিঞ্চাশাক, কেউ ব্যতীত সমস্ত মূল, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, আম্র, তেঁতুল, কাঁঠাল, জীরক, নারাঙ্গা লেবু, পিপ্পলী, আমলকী, হরীতকী, কদলী, গুড় ব্যতীত ইক্ষুসম্বন্ধীয় মিষ্টদ্রব্য, নারিকেল।

আরত্রিক বিধি।

কোশার বামে ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কিত করত তদুপরি দীপ রাখিয়া বারত্রয় "আরত্রিকদীপায় নমঃ" বলিয়া অর্চ্চনা করিবে। পরে "অমুকদেবায় নমঃ" বলিয়া দশবার জপ করত আসনের প্রান্তে দক্ষপদ ও বামপার্শ্বস্থ ভূতলে বামচরণ রাখিয়া দণ্ডায়মান হওত যজ্ঞসূত্র সহ উত্তরীয় ধারণ পূর্ব্বক ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে আরত্রিক করিতে হয়। প্রথমতঃ দীপমালা দ্বারা দেবতার পদসমীপে চারিবার, নাভিদেশে দুইবার, মুখমণ্ডলে তিনবার ও সর্ব্বাঙ্গে সাতবার আরত্রিক করিবে। তদনন্তর জলপূর্ণ শঙ্খ দ্বারা নয় বার আরত্রিক করিতে হয় এবং প্রতিতিনবারের পর মাটীতে একটু জল ফেলিবে। অনন্তর বসন দ্বারা, বিল্বপত্র ও পুষ্প এবং চামরাদি দ্বারা প্রত্যেকে তিন তিনবার আরত্রিক করত সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিবে।

অচ্ছিদ্রাবধারণ।

করপুটে কহিবে যে, "বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষেঽমুকতিথৌ কৃতৈতৎ কর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু।"

বৈগুণ্যসাধন।

হাতে জল লইয়া বিষ্ণুরোম্ ইত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মা কৃতেঽস্মিন্ অমুককর্ম্মণি যৎ বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষ-প্রশমনায় শ্রীবিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে।

শান্তিদান মন্ত্র।

ওঁ মহাবামদেব্যঋষির্ব্বিরাড়্ গায়ত্রীচ্ছন্দ ইন্দ্রো দেবতা শান্তিকর্ম্মণি বিনিয়োগঃ। ওঁ কয়ানশ্চিত্র আভুব দূতীঃ সদাবৃধঃ সখাকয়া সচিষ্ঠয়া বৃতা; ওঁ কস্তাসত্যো মদানাং মংহিষ্ঠো মৎস-দন্ধসঃ দৃঢ়াচিদা রুজেবসু; ওঁ অভীষুণঃ সখীনামবিতা জরীতৃণাং সত্যং ভবাঃ স্যূতয়ে; ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্বদেবাঃ স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যোরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি।

বিষ্ণুপাদোদক ধারণ মন্ত্র।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো ভক্তানামার্ত্তিনাশন। সর্ব্বপাপপ্রশমনং পাদোদকং প্রযচ্ছ মে॥ অকালমৃত্যুহরণং সর্ব্বব্যাধিবিনাশনং। বিষ্ণুপাদোদকং পীত্বা শিরসা ধারয়াম্যহং॥

বিপ্রপাদোদক ধারণ মন্ত্র।

ব্রহ্মাণ্ডোদরমধ্যে তু যানি তীর্থানি সন্তি বৈ। তানি সর্ব্বাণি তীর্থানি সন্তি বিপ্রপদোদকে। বিপ্রপাদোদকং পীত্বা যাব-ত্তিষ্ঠতি মেদিনী। তাবৎ পুরুষমাত্রেণ পিবন্তি পিতরোদকং॥

অশ্বত্থস্নান মন্ত্র।

চক্ষুঃস্পন্দং ভুজস্পন্দং তথা দুঃস্বপ্নদর্শনং। শত্রূণাঞ্চ সমুত্থানং অশ্বত্থ শময়াশু মে। অশ্বত্থরূপী ভগবান্ প্রীয়তাং মে জনার্দ্দন॥

দ্বাদশদানের ও যোড়শদানের দ্রব্য।

(১) সভূমি ধান্য, (২) আসন, (৩) জলপাত্র, (৪) অন্নপাত্র, (৫) বস্ত্র, (৬) তাম্বূলপাত্র, (৭) ফলপাত্র, (৮) চন্দনপাত্র, (৯) ছত্র, (১০) পাদুকা, (১১) শয্যা, (১২) কড়ি এক কাহন। (তৈজসাধার সহ দীপ, তৈজসাধার সহ মাল্য, স্বর্ণ ও রৌপ্য, এই চারিটী দ্রব্য যোড়শে অধিক দিতে হয়।)

ক্ষৌরকর্ম্ম।

জন্মমাসে ক্ষৌরকর্ম্ম সম্পাদন করিলে রোগ ও ধনপুত্র নাশ পায়। নাপিতের গৃহে গিয়া ক্ষৌরকর্ম্ম সম্পাদন করিলে শ্রীহীন হইতে হয়। রবিবারে ক্ষৌর নির্ব্বাহ করিলে দুঃখ, সোমবারে সুখ, মঙ্গলে মৃত্যু, বুধে ধনলাভ, বৃহস্পতিতে মানহানি, শুক্রবারে শুক্রক্ষয় এবং শনিবারে সর্ব্বপ্রকার দোষের কারণ হয়। প্রথমে শ্মশ্রুকেশাদি কর্ত্তন করিয়া পরে নখ কর্ত্তন করিবে। রোহিণী, বিশাখা, উত্তরভাদ্রপদ, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, মঘা ও কৃত্তিকা, এই সকল নক্ষত্রে ক্ষৌর বর্জ্জন করিবে। মৈথুনান্তে ক্ষৌর নিষিদ্ধ। ক্ষৌরকার্য্যকালে কেশব, দিতি ও অদিতি এই কয়জনকে এবং পাটলিপুত্র, মহীচ্ছত্রা ও আনর্ত্তপুর এই তিন নগরকে স্মরণ করিলে মঙ্গল হইয়া থাকে। দেবকার্য্যে, পিতৃশ্রাদ্ধে, জন্মমাসে, জন্মনক্ষত্রে ও রবির অংশক্ষয়ে ক্ষৌরকর্ম্ম বর্জ্জনীয়। পূর্ব্বাস্য বা উত্তরাস্য হইয়া ক্ষৌরকর্ম্ম করণীয়। স্নানান্তে, সন্ধ্যাকালে ও রাত্রিতে ক্ষৌর করিবে না।

গৃহশুদ্ধি ও দ্রব্যশুদ্ধি।

বিপ্র, ক্ষত্র অথবা বৈশ্যের গৃহে কুক্কুর প্রভৃতির মৃত্যু হইলে দশ দিনান্তে সেই গৃহ শুদ্ধ হয়। শূদ্র মরিলে এক মাসের পর

বিপ্রাদি বর্ণত্রয়ের গৃহ শুদ্ধ হয় আর পতিত ব্যক্তি মরিলে দুই মাসান্তে শুদ্ধ হইবে। বিপ্রাদি বর্ণত্রয়ের গৃহে ম্লেচ্ছ ব্যক্তি মরিলে চারিমাসান্তে গৃহ শুদ্ধ হয় এবং চণ্ডালাদি মরিলে সে গৃহ আর শুদ্ধ হয় না। ব্রাহ্মণের গৃহে ব্রাহ্মণ মরিলে তিন দিন, ক্ষত্রের গৃহে ক্ষত্রিয় মরিলে পাঁচ দিন, বৈশ্যের গৃহে বৈশ্য মরিলে আট দিন এবং শূদ্রের গৃহে শূদ্র মরিলে একপক্ষ পরে গৃহ শুদ্ধ হয়। গৃহমধ্যে কেহ মরিলে সেই গৃহাভ্যন্তরস্থ মৃত্তিকাপাত্র ও পক্ক অন্নাদি ফেলিয়া দিবে। পরে গোময় দ্বারা গৃহ লেপন করত ছাগ দ্বারা আঘ্রাণ করাইবে। অনন্তর বিপ্র স্বর্ণ ও কুশসমন্বিত জল দ্বারা সেই গৃহ অভিষিক্ত করিবেন।

স্বর্ণ, রৌপ্য, শঙ্খ, প্রস্তর, শুক্তি, রত্নময় পাত্র আর অনুচ্ছিষ্ট কাংস্য, তাম্র, পিত্তল, লৌহ, রঙ্গ ও সীসময় বস্তু জল দ্বারা ধৌত হইলেই শুদ্ধি লাভ হয়।

উল্লিখিত ধাতুপাত্র বা পাষাণপাত্র শূদ্র কর্ত্তৃক উচ্ছিষ্ট হইলে তিনবার ক্ষার, অম্ল ও জল দ্বারা ধৌত করিয়া লইবে। ঐ সকল পাত্র সূতিকা, রজস্বলা, শব, মল ও মূত্র দ্বারা স্পৃষ্ট হইলে যাবৎ তাপ সহ্য হয়, তাবৎকাল অগ্নিমধ্যে দিয়া শুদ্ধ করিবে।

যে জীবের মাংস অখাদ্য, যদি তাদৃশ কোন জীবের মৃত দেহ বাপী কূপ ও তড়াগাদি জলাশয়ে পড়ে, তাহা হইলে সেই জল অশুদ্ধ হয়। উহা শুদ্ধ করিতে হইলে কূপ হইতে ত্রিশ কলসী, তড়াগ বা পুষ্করিণী হইতে ষষ্টি কুম্ভ এবং সরোবর হইতে একশত কুম্ভ জল তুলিয়া মন্ত্রপূত পঞ্চগব্য দিলেই শুদ্ধ হয়।

কাঁচা মাংস, ঘৃত, মধু, তৈল আর ফল এই সমস্ত দ্রব্য ম্লেচ্ছ-পাত্রে রাখিলে অশুদ্ধ হয়, কিন্তু পাত্রান্তর করিলেই শুদ্ধ হইবে।

জল দ্বারা স্বর্ণ ও রজত, ভস্ম দ্বারা কাংস্য, অম্ল দ্বারা পিত্তল ও তাম্র এবং অগ্নিযোগে মৃণ্ময় পাত্র শুদ্ধ হয়।

যে ব্যক্তি ভগ্ন কাংস্যপাত্রে আহার করে, সে অশুদ্ধ হয়। যদি সেই ব্যক্তি নদীতে স্নান পূর্ব্বক এক সহস্র অষ্টাধিক গায়ত্রী জপ করত একাহারী হইয়া থাকে, তবে শুদ্ধ হইবে।

কোন কোন মতে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে যে, তাম্র, স্বর্ণ, রৌপ্য, প্রস্তর ও স্ফটিক এই সকল ভগ্ন বা অভগ্ন হউক্ সর্ব্বদাই শুদ্ধ।

বিবাহের সম্বন্ধ বিবেচনা।

বরের সহিত কন্যার কোনরূপ বৈজিক সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হইলে বরের পক্ষ হইতে দেখাই কর্ত্তব্য।* বরের পিতা এবং পিতার মামাতো ভাই, মাসীতো ভাই ও পিসীতো ভাই এই চতুষ্টয় ব্যক্তি পিতৃপক্ষে অর্থাৎ পিতৃসম্বন্ধেই ইহাঁদিগের সহিত সম্বন্ধ আর বরের মাতামহ এবং মাতার মামাতো ভাই, মাসীতো ভাই ও পিসীতো ভাই এই চতুষ্টয়

---

* বৈজিক সম্বন্ধ দূরবর্ত্তী হইলেই সেই বংশোৎপন্ন কন্যাকে বিবাহ করিতে হয়। ইহার কারণ এই যে, এইরূপ করিলে দম্পতীর স্বাস্থ্যোন্নতি হয় এবং দীর্ঘজীবী বুদ্ধিমান্ সন্তান জন্মে। ভার্য্যার সহিত বংশের নিকট সম্বন্ধ থাকিলে দম্পতীর দেহান্ত-র্গত শোণিতের বিকৃতি দ্বারা উৎপাদিকাশক্তি ক্ষয় হওয়াতে নানারূপ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে।

ব্যক্তি মাতৃপক্ষে অর্থাৎ মাতৃসম্বন্ধেই ইহাঁদিগের সহিত সম্বন্ধ। ইহাঁদিগকেই গণনার প্রতিযোগী বলা যায় অর্থাৎ ইহাঁদিগকে লইয়া ঊর্দ্ধ বা অধঃ পিতৃপক্ষে সাত পুরুষ এবং মাতৃপক্ষে পাঁচ পুরুষ পর্য্যন্ত গণনা করিতে হয়। প্রথমতঃ দেখা কর্ত্তব্য যে, পূর্ব্বকথিত প্রতিযোগী অষ্ট ব্যক্তির মধ্যে কাহারও সঙ্গে বীজসংস্রবাধীন কন্যার কোন সম্বন্ধ আছে কি না? থাকিলে কোন্ প্রতিযোগীর সঙ্গে আছে, তাহা প্রথমে বিবেচনা করিয়া সেই প্রতিযোগী ধরিয়া গণনা করিতে হয়।

সমানপ্রবরা ও সগোত্রা * কন্যা বিবাহ নিষিদ্ধ। শূদ্রেরা আপনা হইতে ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষের মধ্যবর্ত্তিনী কন্যা ভিন্ন সগোত্রা কন্যাও বিবাহ করিতে পারেন।

মাতামহগোত্রে ব্রাহ্মণের বিবাহ করা উচিত নহে অর্থাৎ এই ব্যক্তি মদীয় মাতামহবংশে উৎপন্ন হইয়াছে, এই প্রকার স্মরণ হওয়া অবধি (একবিংশ পুরুষ পর্য্যন্ত) বিবাহ করা নিষিদ্ধ।

---

* বংশপরম্পরাপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণরূপ আদি পুরুষেরই নাম গোত্র। যেমন ভরদ্বাজ যে বংশের আদিপুরুষ, তাহারা ভরদ্বাজ গোত্র। শূদ্রপক্ষে যে বিপ্র আদি পুরোহিত ছিলেন, তাঁহার গোত্রানুসারেই শূদ্রের গোত্র হইয়াছে। এইরূপ অনুমান হয় যে, প্রথমতঃ বৈজিক সম্বন্ধ না থাকা প্রযুক্ত মুনিগণ শূদ্রের সগোত্রা-বিবাহ এককালে নিষেধ করেন নাই। বহুসংখ্য অধম শূদ্রজাতির উপজাতির মধ্যে সগোত্রা বিবাহের প্রথা আছে। গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিদিগের পরিচয়বিধায়ক শিষ্যাদিরূপ যে সকল মুনি, তাঁহাদিগের নামই প্রবর।

বাৎস্য গোত্রে ও সাবর্ণ গোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ, কেন না, গোত্রের প্রভেদ থাকিলেও প্রবরের ঐক্য আছে।

ভিন্নগোত্রোৎপন্ন হইলেও যে সকল কন্যা পিতৃসপিণ্ড অর্থাৎ বরের পিতাকে লইয়া পিতামহাদি ঊর্দ্ধতন সাত পুরুষ যাবৎ গণনা করত সেই সপ্তপুরুষের প্রত্যেকের বংশীয় পুত্র বা তনয়া-পরম্পরায় উৎপন্না অধস্তন (বীজপুরুষ হইতে) সপ্তম পুরুষ-মধ্য-বর্ত্তিনী যে সকল কন্যা, তাহাদিগকে বিবাহ করিতে নাই। ঐ প্রকার পিতৃসপিণ্ডার ন্যায় মাতামহসপিণ্ডা কন্যাও পরিত্যাগ করিবে অর্থাৎ বরের মাতামহকে লইয়া প্রমাতামহাদি ঊর্দ্ধতন পঞ্চম পুরুষের প্রত্যেকের পুত্র বা তনয়ার পরম্পরায় উৎপন্না নিম্ন-পঞ্চম-পুরুষের মধ্যবর্ত্তিনী যে সকল কন্যা, তাহারা পরিত্যজ্যা।

বিবাহবিষয়ে মাতামহসাপিণ্ড্য পঞ্চম এবং পিতৃসাপিণ্ড্য সপ্তম পুরুষ যাবৎ। সর্ব্বত্র বরের পিতৃপক্ষে সপ্তমী কন্যা পর্য্যন্ত অবিবাহ্যা আর বরের মাতৃপক্ষে পঞ্চমী কন্যা যাবৎ অবিবাহ্যা। সুতরাং তৎপরবর্ত্তিনীকে বিবাহ করা যায়। কোন কোন ঋষির মধ্যে পিতৃপক্ষে ষষ্ঠী ও মাতৃপক্ষে চতুর্থী কন্যা বিবাহ্যা। পিতার ও মাতার মাসী পিসী আর মামার বংশপরম্পরোৎপন্না অধস্তন সপ্তমী ও পঞ্চমী কন্যা যাবৎ বিবাহ করা যায়। পিতার পিসীর তনয়, পিতার মাসীর তনয় ও পিতার মামার তনয়রূপ পিতৃবন্ধুত্রয় হইতে পরম্পরাক্রমে উৎপন্না সপ্তমী কন্যা যাবৎ অবিবাহ্যা। এই প্রকার মাতার পিসীর তনয়, মাতার মাসীর তনয় আর মাতার মামার তনয়রূপ মাতৃবন্ধুত্রয় হইতে অধস্তন বংশপরম্পরাক্রমে উৎপন্না পঞ্চমী কন্যা যাবৎ পরিত্যজ্যা।

পিতার ও মাতার পিসীতনয়ের ও মাসীতনয়ের পিত্রাদি উর্দ্ধতন পুরুষের সঙ্গে বৈজিক সম্বন্ধ না থাকা হেতু তৎকুলে অর্থাৎ পূর্ব্বকথিত পিতার ও মাতার পিসী বা মাসীর সপত্নীর কন্যাদির সঙ্গে বিবাহ হইতে পারে।

পূর্ব্বকথিত সপিণ্ডাদি নিষিদ্ধা কন্যা সকল ত্রিগোত্রান্তরিতা হইলে বিবাহ করা যাইতে পারে। ত্রিগোত্রান্তরিতা কন্যা গণনার প্রণালী এই যে, প্রতিযোগী গোত্রচতুষ্টয় গ্রহণ পূর্ব্বক উর্দ্ধতন গণনায় (সপ্তমী পঞ্চমী মধ্যগত নিবন্ধন) কন্যা পরিত্যজ্যা বলিয়া গণনীয়া হইলে সেই প্রতিযোগীগোত্র লইয়া চতুর্গগোত্রা কন্যাকে বিবাহ করা যাইতে পারে।

মাতৃনাম্নী কন্যা বিবাহ করিতে নাই। বাগ্‌দানান্তে মাতৃনাম্নী জানিলে কন্যার পিতার আজ্ঞা লইয়া ঐ কন্যার নামান্তর করিয়া লইয়া বিবাহ করা কর্ত্তব্য।

বিমাতার ভ্রাতৃকন্যা অবিবাহ্যা, কিন্তু সেই ভ্রাতৃকন্যার কন্যাকে বিবাহ করা যায়।

মন্ত্রদাতা গুরুর তনয়া, শিষ্যের তনয়া ও অধ্যাপকের কন্যাও অবিবাহ্যা।

উপাকর্ম্ম।

বার্ষিককৃত্য। বেদপাঠ ও ত্রিসন্ধ্যার দ্বারা যেমন দিনকৃত পাপের ক্ষয় হয় তেমনি সমস্ত বর্ষকৃত পাপ এক উপাকর্ম্ম দ্বারা ক্ষয় হয়। সেজন্য উপাকর্ম্ম ব্রাহ্মণ মাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য। সামবেদী ভাদ্রমাসে হস্তানক্ষত্রে, যজুর্ব্বেদী শ্রাবণমাসে পূর্ণিমায়, ঋগ্বেদী শ্রাবণমাসে শ্রবণানক্ষত্রে অথবা ভাদ্রমাসে হস্তানক্ষত্রযুক্ত পঞ্চমীতে উপাকর্ম্ম করিবেন। উপাকর্ম্মপদ্ধতি মৎপ্রকাশিতব্য "উপাকর্ম্ম" পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

গর্ভাধানের দ্রব্য।

ষষ্ঠী পূজার শাড়ী ১, মার্কণ্ডেয় পূজার যোড় ১, আসনাঙ্গুরী ২ প্রস্থ, মধুপর্কবাটী ২ টা, গব্য ঘৃত ১ দফা, মধু ১ দফা, দধি ১ দফা, চিনি ১ দফা, বড় নৈবদ্য ২ খানা, কুচানৈবেদ্য ১ খানা, বটের ডাল ১ টা, ঘট ১ টা, জামাতার বস্ত্র ১ যোড়া, কন্যার শাড়ী ১ খানা, বটপত্র ২১ টা, পিটুলির পুত্তলিকা ২১ টা, খৈ ১ দফা, কড়ি ১ দফা, পুষ্পাদি, আভ্যুদয়িকের দ্রব্য, * কলার ডোঙ্গা অথবা কদলাপত্র ২০, গামছা ১৬ খানা, সূর্য্যার্ঘ্যদ্রব্যাদি (জবাপুষ্প, করবীর পুষ্প, দূর্ব্বা, শ্বেত সর্ষপ, রক্তচন্দন, শ্বেত চন্দন, কুশার অগ্র ১ টা, আতপ তণ্ডুল, বিল্বপত্র), সিন্দূর, দক্ষিণা ১ দফা, ব্রাহ্মণ ভোজন ১ দফা।

আভ্যুদয়িকের দ্রব্য।

বস্ত্র ৭, ষষ্ঠীপূজার শাড়ী ১, মার্কণ্ডেয় পূজার বস্ত্র ১ যোড়, আসনাঙ্গুরী ২ প্রস্থ, মধুপর্ক ২, রম্ভা ১৫ গণ্ডা, সুপারী ১৫ গণ্ডা, পান ১৫ গণ্ডা, আতপ চাউল।৫ পোনের সের, ধূপ, দীপ, উপকরণ, যব ১ দফা, মটর কলায় ৷৷ সের, চিনি ৴ আধ পোয়া, মধু /• একছটাক, গব্য ঘৃত /০ এক ছটাক, পুষ্পতুলস্যাদি, সন্দেশ, বাতাসা, দক্ষিণা।

অধিবাসদ্রব্য।

গঙ্গামৃত্তিকা, চন্দন, পাথরের নুড়ি ১ টা, ধান্য, দূর্ব্বা, পুষ্প, রম্ভা ১ ছড়া, দধি, গব্য ঘৃত, স্বস্তিক, সিন্দূর সহ কৌটা ১ টা,

---

* গর্ভাধানে সামবেদীয়দিগের আভ্যুদয়িক নাই, কেবল ঋগ্বেদীয় ও যজুর্ব্বেদীয়গণের আছে।

শঙ্খ ১, কাজল সহ কাজললতা ১, হরিদ্রা, শ্বেত সর্ষপ, সোণা, রূপা, তামা, চামর ১, দর্পণ ১, প্রদীপ ১, সূতা ১, এই সমস্ত দ্রব্য একটি পাত্রে রাখিলেই তাহার নাম অধিবাসদ্রব্য।

পুংসবন ও সীমন্তোন্নয়নের দ্রব্য।

অধিবাসদ্রব্যাদি, বরণের কুলা ১, * শ্রী ১, ষষ্ঠীপূজার শাড়ী ১, মার্কণ্ডেয় পূজার যোড় ১, আসনাঙ্গুরী ২, মধুপর্কবাটী ২, গব্য ঘৃত, মধু, দধি, চিনি, বড় নৈবেদ্য ২, কুচা নৈবেদ্য ১, বটের ডাল ৭ টা, ঘট ১ টা, বটপত্র ২১ টা, পিটুলির পুত্তলিকা ২১ টা, খৈ, কড়ি ১ দফা, পুষ্পতুলস্যাদি, আভ্যুদয়িকের দ্রব্য, কলার ডোঙ্গা বা কদলীপত্র ২০, গামছা ৮ যোড়া, সূর্য্যার্ঘ্য-দ্রব্যাদি, সিন্দূর, হোমের বালি, হোমের কাঠ, সজারুর কাঁটা ৩ টা, তীর ১ টা, সূত্রপূর্ণ টেকো ১ টা, যুগ্ম যজ্ঞডুমুর ২ টা, ঘুন্‌সী ১, ভেলা ১ টা, হোমের ঘি ।৴ এক পোয়া, চরুর মালসা ১, চরুর দুগ্ধ ৴১ সের, চিনি ।৴ এক পোয়া, কুলা ১, ধুচুনি ১, তিল, দক্ষিণা, ব্রাহ্মণভোজন।

অন্নপ্রাশনের দ্রব্য।

বালকের চেলির যোড় ১, টোপর ১, পুষ্পমালা, হোমের ঘি, বালি, হোমের কাঠ, ষষ্ঠী পূজার শাড়ী ১, মার্কণ্ডেয় পূজার বস্ত্র ১ যোড়, আসনাঙ্গুরী ২, মধুপর্কবাটী ২, গব্য ঘৃত, মধু, দধি,

---

* একখানি কুলার উপর ৪ টী মুঙ্গলি ভাঁড় রাখিয়া সেই ভাঁড় চারিটীতে হরিদ্রাক্ত চাউল, সুপারী ও চারি গণ্ডা কড়ি দিয়া একখানি রক্ত বস্ত্র দ্বারা সেই ভাঁড় আচ্ছাদিত করিবে। ইহারই নাম বরণের কুলা।

চিনি, বড় নৈবেদ্য ২, কুচা নৈবেদ্য ১, বটের ডাল, বটপত্র, খৈ, কড়ি, আভ্যুদয়িকের দ্রব্যাদি, কদলীপত্র, সূর্য্যার্ঘ্যদ্রব্যাদি, পুষ্পতুলস্যাদি, ঘট, দক্ষিণা, ব্রাহ্মণভোজন।

চূড়াকরণের দ্রব্য।

আভ্যুদয়িকের দ্রব্য, ক্ষুর ১, কাঁসার পাত্র ১, বালকের পরিধেয় বস্ত্র ২, কর্ণবেধের গুঁজি ২, পুষ্পতুলস্যাদি, দক্ষিণা, ব্রাহ্মণভোজন।

কর্ণবেধের দ্রব্য।

আভ্যুদয়িকের দ্রব্যাদি, কর্ণ বিন্ধিবার গুঁজি ২, পুষ্পতুলস্যাদি, দক্ষিণা, ব্রাহ্মণভোজন।

উপনয়নের দ্রব্য।

শাড়ী ১, ধুতি ১, আসনাঙ্গুরী ২ প্রস্থ, মধুপর্কবাটী ২ প্রস্থ, বড় নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, আভ্যুদয়িকের দ্রব্যাদি, বটের ডাল ১, বালি, কেসে, যজ্ঞকাষ্ঠ, হোমের কাষ্ঠ, তিল, হরীতকী, অধিবাসের দ্রব্যাদি, শ্রী বা আক্, সিন্দূর, ধূপ, দীপ, সমিধ ৫০, বৃষগোময়, যব, মুগ, মাষকলায়, শ্বেত সর্ষপ, গুঁজি ২ টা, কাংস্যবাটী ১ টা, ক্ষুর ১, ঝুলির গামছা ১, গৈরিক বস্ত্র ১ যোড়, পৈতা (গ্রন্থি দেওয়া) ২ প্রস্থ, মেখলা ১, কৃষ্ণসারচর্ম্ম ১, বিল্বদণ্ড ১, বেউড় বংশের দণ্ড ১, সমাবর্ত্তনের রক্তবস্ত্র ১, পুষ্পমাল্য, অলঙ্কার, ছাতি ১, পাদুকা, টোপর ১, কুলা ১, ধুচুনি ১, চরুর মালসা ১, চরুর দুগ্ধ ⁄॥ আদসের, চিনি এক পোয়া, হোমের গব্য ঘৃত ⁄১ সের, দক্ষিণা ১ দফা, ব্রাহ্মণভোজন ১ দফা।

বিবাহের দ্রব্য।

আভ্যুদয়িকের দ্রব্যাদি, টোপর ১, সিঁতি ময়ূর ১, শীষসুদ্ধ নারিকেল ১টা, চণ্ডীর পুঁথি ১, কোশাকুশি ১ যোড়া, কন্যাচ্ছাদন গামছা ১, (ঐ গামছাতে ৫ টী হরীতকী, ৫ টী বয়ড়া, ৫টী সুপারী, ৫ টী আমলকী, ৫ টী বড় এলাইচ, ৫ খণ্ড হরিদ্রা ও ৫ গণ্ডা কড়ি বান্ধা থাকে।) সোনামুনি, হাই আমলা, ধুতুরা-ফল, কুলা ১, আকন্দ তুলা, পুষ্প, চন্দন, বরণডালা, মধুপর্কবাটী ১, বরাভরণ, কন্যাভরণ, দানসামগ্রী, বরের দক্ষিণা।

কুশণ্ডিকার দ্রব্য।

খৈ ৪ অঞ্জলি, কুলা ১, হোমের গব্য ঘৃত ✓৷৷ সের, শিল নোড়া, এক কলসী জল ও একটী আম্রশাখা, সিন্দূর ১ বাণ্ডিল, বেণার পাতা, সাঁই বাবলার পাতা, বর-কন্যার পরিধেয় বস্ত্র, ঘট ১ টা, বালি, কাঠ, দক্ষিণা।

অনন্তব্রতের দ্রব্য *।

লক্ষ্মী পূজার শাড়ী ১, বিষ্ণু পূজার বস্ত্র ১ যোড়া, আসনাঙ্গুরী ২ প্রস্থ, মধুপর্কবাটী ২ টা, বড় নৈবেদ্য ১৪ খানা, ছোট নৈবেদ্য ১ খানা, জলপানি দ্রব্য ১ খানা, ১৪ থাই সূত্রের ডোর ১, ১৪টী ফল, পুষ্পতুলস্যাদি, পায়স ও পিষ্টক, ভোজ্য ১ টা, দক্ষিণা।

---

* ধর্ম্মানুষ্ঠানমধ্যে অনন্তব্রতের পদ্ধতিটী সবিস্তার প্রকাশিত থাকায় তদ্ব্রতের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদিই লিখিত হইল। অন্যান্য ব্রতের দ্রব্যাদি মৎপ্রকাশিতব্য "ব্রত" নামক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

সম্পূর্ণ।